শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্

দ্বিতীয় খণ্ডম্
(প্রথম ভাগ)

সাউরী প্রপন্নাশ্রমতঃ

সাউরী, পশ্চিম মেদিনীপুর

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্

(দ্বিতীয় খণ্ডম্)

[প্রথম ভাগ]

শ্রীশ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ প্রণীতম্

(তৎকৃত দিগ্‌দর্শিনী নাম্নী টীকা সমেতঞ্চ)

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিশাস্ত্রী গোস্বামিনা

দ্বিতীয়খণ্ডস্য টীকা-তাৎপর্য্য-বঙ্গানুবাদ-সারশিক্ষাঞ্চ

বিলিখিতম্; প্রথমখণ্ডস্য দ্বিতীয় সংস্করণে

তৎকৃত টীকা-তাৎপর্য্য-বঙ্গানুবাদ-

সারশিক্ষাঞ্চ সন্নিবেশিতম্।

সাউরী প্রপন্নাশ্রমতঃ

সাউরী, পশ্চিম মেদিনীপুর

প্রকাশক ঃ
ব্রজমোহন দাস
সাউরী প্রপন্নাশ্রম
পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন ঃ ৭২১৪৬৬

প্রথম সংস্করণ ঃ শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৪১ বঙ্গাব্দ—১৩৩৩
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৭০ বঙ্গাব্দ—১৩৬২
তৃতীয় সংস্করণ ঃ শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫০৯ বঙ্গাব্দ—১৪০১
চতুর্থ সংস্করণ ঃ শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী, ২৩শে ভাদ্র, শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫৩০ বঙ্গাব্দ—১৪২৩

মুদ্রক ঃ
পান প্রিন্টার্স
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

হরফ বিন্যাস ঃ
প্রিন্টিং উদ্যোগ
১৯ডি/এইচ/১৪ গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

হরফ বিন্যাস ঃ
প্রিন্টিং উদ্যোগ
১৯ডি/এইচ/১৪ গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

আনুকূল্য ঃ পাঁচশত টাকা

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

সাউরী প্রপন্নাশ্রম
পোঃ—সাউরী
জেলা—পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন—৭২১৪৬৬
মো ঃ ৮০১৬৮৩২৪৪৩, ৮৯৭২৩৬৪৭০০

দীনস্বরূপ দাস বাবাজী
শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ—রাধাকুণ্ড
জেলা—মথুরা, ইউ.পি.
পিন—২৮১৫০৪

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

মহেশ লাইব্রেরী
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপার করুণায় ও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের প্রবল উৎকণ্ঠার অবসানে "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগতামৃতম্" গ্রন্থের ২য় খণ্ড (যাহা উত্তরখণ্ড নামে পরিচিত) প্রকাশিত হইলেন। গ্রন্থের বিষয়বস্তু ১ম খণ্ডেই পূর্বাপর সংস্করণের ভূমিকা বা নিবেদনেই প্রকাশিত।

২য় খণ্ড প্রকাশে বিলম্বের কারণ অর্থাভাব। প্রভুবর্গের কৃপাশীর্বাদে আর্থিক সংকটে অনেকেই বিভিন্নভাবে সাহায্য করিয়া গ্রন্থ প্রকাশের সহযোগিতায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। গৌর-গোবিন্দের পাদপদ্মে তাঁহাদের শুদ্ধ ভক্তিলাভের প্রার্থনা জানাই।

অনন্যোপায় হইয়া উত্তরোত্তর কাগজের মূল্য বৃদ্ধিতে গ্রন্থ মূল্য আশানুরূপ রাখিতে না পারার অক্ষমতায় কৃপাময় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

ভক্তিরসগ্রাহী পাঠকবৃন্দের নিকট এই গ্রন্থের শেষ অংশ মুদ্রণের সহযোগিতায় ১ম ও ২য় খণ্ডের ১ম অংশের বহুল প্রচারের সাহায্যপ্রার্থী।

বৈষ্ণবপদরজাভিলাষী
দীন প্রকাশক
শ্রীললিতগোপাল ভক্তিমিত্র
সাউরী প্রপন্নাশ্রম
পশ্চিম মেদিনীপুর

প্রকাশন তিথি
শ্রীঅদ্বৈত আবির্ভাব তিথি
২৩শে মাঘ, ১৪০১

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীশ্রীমন্ চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণতি জানাই। তাঁহাদের মহতী অপার করুণায় 'শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্' দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগ গ্রন্থটি সাউরী প্রপন্নাশ্রম হইতে সুমার্জিত হইয়া চতুর্থ সংস্করণ পুনরায় প্রকাশিত হইলেন।

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্ গ্রন্থের কোনও তুলনা করা যায় না। এই গ্রন্থের পাঠমাত্রই কৃষ্ণভক্তি ও প্রেমের উদয় হয়। সেইজন্য ভক্তিপথাশ্রিত জনগণের এই গ্রন্থ পাঠ করা একান্ত কর্তব্য বলিয়া মনে করা যায়। কারণ, এই গ্রন্থপাঠে একাধারে লীলা, রস, ভাব ও সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিষয়ে ভজনের যাবতীয় জ্ঞাতব্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়। শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্ গ্রন্থের মতো এমন উপাদেয় গ্রন্থরত্ন আর হয়নি এবং হইবেও না।

সেই কারণেই এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী স্বয়ং বলিয়াছেন—

পরমানন্দ পাঠায় প্রেমবর্য্যক্ষরায় তে।
সর্বদা সর্ব সেব্যায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোঽস্তু মে॥

এই গ্রন্থপাঠে পরমানন্দ লাভ করা যায়। ইঁহার প্রতিটি অক্ষরে প্রেম বর্ষিত হয় এবং ইনি সর্বদা সকলের সেব্য ও স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ।

এই গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় আমরা পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। সুধী পাঠকবর্গ সরলান্তঃকরণে এই গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করুন—ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কাগজের মূল্য এবং মুদ্রণের ব্যয় অত্যধিক বর্ধিত হওয়ার কারণে গ্রন্থের মূল্য আশানুরূপ হ্রাস করিতে পারিলাম না। তজ্জন্য সহৃদয় মরমী

পাঠকবর্গের নিকট আমরা সহযোগিতার আবেদন জানাই।

এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্যে যাঁহারা বিভিন্ন প্রকারে সহযোগিতা করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য শ্রীগৌর-গোবিন্দের পাদপদ্মে শুদ্ধ ভক্তিলাভের প্রার্থনা জানাই। সহৃদয় ভক্ত পাঠকবৃন্দ! এই গ্রন্থ মুদ্রণে যাহা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, কৃপাপূর্বক সংশোধন করিয়া সারগ্রহীতার আদর্শ অবলম্বন করিয়া পাঠ করিবেন—ইহাই একমাত্র নিবেদন।

প্রকাশন তিথি, শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী
বাংলা ১৪২৩ সাল
শ্রীভক্তিতীর্থ গ্রন্থভাণ্ডার
সাউরী প্রপন্নাশ্রম
পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

নিবেদন ইতি—
বৈষ্ণবদাসানুদাস
ব্রজমোহন দাস
সাউরী প্রপন্নাশ্রম

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্

দ্বিতীয় খণ্ড

[প্রথম ভাগ]

(শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্য)

বিষয়-সূচী

দ্বিতীয় অধ্যায় (জ্ঞান)

বিষয়	শ্লোকনির্দেশ

তৃতীয় অধ্যায় (ভজন)

বিষয়	শ্লোকনির্দেশ

চতুর্থ অধ্যায় (বৈকুণ্ঠ)

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ পঞ্চানন ভক্তিশাস্ত্রী—(প্রেমানন্দ দাস বাবাজী)
আবির্ভাব—১২৯৮, ১০ পৌষ কৃষ্ণানবমী
তিরোভাব—১৩৯০, ১৪ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণাতৃতীয়া

নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্

দ্বিতীয় খণ্ডম্

(প্রথম ভাগ)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীজনমেজয় উবাচ—

১। সত্যং সচ্ছাস্ত্রবর্গার্থসারঃ সংগৃহ্য দুর্ল্লভঃ।
গূঢ়ঃ স্বমাত্রে পিত্রা মে কৃষ্ণপ্রেম্ণা প্রকাশিতঃ॥

মূলানুবাদ

১। শ্রীজনমেজয় বলিলেন, হে গুরুদেব! আমার পিতা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবশতঃ ভগবদ্ভক্তিপ্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসকলের সারভাগ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় জননী শ্রীউত্তরাদেবীকে শ্রবণ করাইয়াছেন, ইহা সত্য।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

কৃষ্ণ শ্রবণপাশাত্ত্বং নির্যাতো ধ্যানরজ্জুভিঃ।
গ্রাহ্যস্তাভ্যশ্চ নির্যাতো নামকীর্ত্তনশৃঙ্খলৈঃ॥
ত্বদ্ভক্তিলোলিতেনাদ্য ন ময়া জাতু মোক্ষ্যসে।
বৃতো ধৃতোঽসি গাঢ়ং ত্বং পীতকৌশেয়বাসসি॥

নমঃ শ্রীগোপীনাথায়॥ শ্রীমচ্চৈতন্যদেবায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ। যদ্রূপ-মণিমাশ্রিত্য চিত্রং নৃত্যত্যয়ং জড়ঃ॥ শ্রীকৃষ্ণকরুণাসাগরপাত্রাণামত্র গদ্যতে। সদা ক্রীড়াভরানন্দমাধুরীপূরিতং পদম্॥ তস্যৈব সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং কণ্টকোদ্ধারপূর্ব্বকম্। নিরূপয়িতুমুৎকর্ষমধ্যায়াঃ সপ্ত কল্পিতাঃ॥ তত্রাদ্যে হ্যুত্তরাপ্রশ্নোত্তর-রূপেতিহাসতঃ। বক্তুং গোলোক-মাহাত্ম্যং ভূর্লোকমহিমোচ্যতে॥ গ্রামাধিকারি বিপ্রস্য মণ্ডলেশ্বর-ভূপতেঃ। সম্রাজশ্চ হরেঃ পূজাত্যুচ্চবৈভববর্ণনৈঃ॥ অতোঽগ্রে তনয়ে মাতুঃ প্রশ্নাবতরণায় হি। পারীক্ষিতস্য হৃষ্টস্য প্রশ্নোঽশোভত জৈমিনৌ॥

১। তত্র প্রথমং প্রবক্তুং স্বগুরোঃ প্রহর্ষণার্থং শ্রুতার্থানুমোদনেন পৃচ্ছতি—সত্যমিতি। সচ্ছাস্ত্রাণি শ্রীভগবদ্ভক্তিপরাণি শ্রীমদ্ভাগবতাদীনি তেষাং বর্গস্তস্যার্থা অভিধেয়াঃ সপরিকরভক্তিতদুপায়াদয়স্তেষাং সারঃ হেয়রহিতোহংশঃ দুর্ল্লভঃ বহুলশাস্ত্রাভ্যাসস্য দুঃশকত্বাত্তাৎপর্য্যবিচারাদিনা দুর্জ্ঞেয়ত্বাচ্চ। সংগৃহ্য তত্তচ্ছাস্ত্রবর্গত একীকৃত্য; মে মম পিত্রা পরীক্ষিতা স্বমাত্রে উত্তরায়ৈ গূঢ়োহপি প্রকাশিত ইতি যত্তৎ সত্যম্। প্রকাশনে হেতুঃ—কৃষ্ণে স্বস্য মাতুর্বা যঃ প্রেমা তেনেতি।

টীকার তাৎপর্য্য

এই টীকাটির নাম দিগ্‌দর্শিনী। ইহা স্বয়ং গ্রন্থকারেরই রচিত। ইহাতে অভিপ্রেত অর্থসমূহের দিগ্‌দর্শন করা হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম **দিগ্‌দর্শিনী-টীকা**। টীকার প্রারম্ভে গোস্বামীরাজ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি ধ্যানরূপ রজ্জু দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া শ্রবণরূপ পাশ হইতে নির্মুক্ত হও (অর্থাৎ শ্রবণাঙ্গ ভক্তি তোমাকে বন্ধনের পাশস্বরূপ; কিন্তু স্মরণাঙ্গ বা ধ্যান দ্বারা তোমাকে যখন পাওয়া যায় তখন শ্রবণাঙ্গ শিথিল হইয়া যায় অর্থাৎ শ্রবণ হইতে স্মরণ বা ধ্যান শ্রেষ্ঠ). আবার নামকীর্তনরূপ শৃঙ্খলের দ্বারা গ্রহণীয় হইলে শ্রবণ ও ধ্যান এই দুই অঙ্গ হইতে তুমি নির্মুক্ত হও (অর্থাৎ নামসংকীর্তন শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য লৌহশৃঙ্খলসদৃশ। নামসংকীর্তনের দ্বারা ধ্যান ও শ্রবণাঙ্গ শিথিল হইয়া যায়) হে পীতকৌষেয়বাস অর্থাৎ পীতবাস! তুমি ভক্তিলোভিত আমার দ্বারা বর্তমান বরিত ও দৃঢ়রূপে ধৃত; সুতরাং আমাকে ত্যাগ করা কদাচ তোমার উচিত হয় না।

আমি শ্রীগোপীনাথদেবকে প্রণাম করি। যাঁহার শ্রীরূপ-মণি আশ্রয়ে অধম জড়ব্যক্তিও এই গ্রন্থ-বর্ণনরূপ রঙ্গমঞ্চে বিচিত্ররূপে নৃত্য করিতে পারে, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে নমস্কার করি।

গ্রন্থের অর্থসমূহ স্বপ্রকাশ ভাবিয়া অতিশয় দৈন্যের উদ্রেকবশতঃ বলিতেছেন—আমার মত জড়ব্যক্তিও এই গ্রন্থ-প্রণয়নরূপ রঙ্গমঞ্চে আশ্চর্যরূপে নৃত্য করিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে দেবী সরস্বতী কখনও ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের অপকর্ষ-সূচক বাক্য সহ্য করিতে পারেন না, তাই তাঁহার বাক্যের দ্বারাই তাঁহার স্তব করিতেছেন। স্তুতিপক্ষে—যাঁহার শ্রীনাম ও শ্রীরূপ আশ্রয়ে প্রেমানন্দে অস্পন্দ এই জড়ব্যক্তিও বিচিত্ররূপে নৃত্য করিতেছে।

এই দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ করুণাসার-পাত্রগণের সর্বদা লীলাভরানন্দ মাধুর্য্যপূর্ণ স্থানের কথা বিবৃত হইবে। সেই স্থানের এবং করুণাভরপাত্রগণের সর্বশ্রেষ্ঠতা নিরূপণের জন্য সর্ব বিঘ্ন নিরসনপূর্বক সাতটি অধ্যায় কল্পনা করা হইয়াছে।

তাহার প্রথম অধ্যায়ে শ্রীউত্তরার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য গোলোকমাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে প্রথমেই ভূলোক-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছেন। প্রথমে গ্রামের অধিকারী বিপ্র, পরে মণ্ডলেশ্বর রাজা, তদনন্তর রাজ-চক্রবর্তীর ক্রমোচ্চ বৈভবের সহিত শ্রীহরির পূজাদি বর্ণিত হইয়াছেন। এই নিমিত্ত প্রথমে মাতা-পুত্রের প্রশ্নোত্তরের অবতারণা করিয়া শেষে হর্ষযুক্ত জৈমিনি-পরীক্ষিত-সংবাদ শোভিত হইয়াছে।

১। অতঃপর বক্তা প্রথমতঃ নিজ গুরুর হর্ষোৎপাদনের জন্য শ্রুতবিষয় অনুমোদনপূর্বক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—প্রভো! আপনি যে বলিলেন, কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত আমার পিতা মাতার স্নেহাধীন হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্রাদির সার, যাহা বহুতর শাস্ত্রাভ্যাসীরও দুর্লভ এবং তাৎপর্য বিচারাদির দ্বারাও সুদুর্গম, সেই ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তাহা সুসত্য।

এস্থলে 'সচ্ছাস্ত্র' বলিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিপর শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসমূহ। আর এই গ্রন্থাদিতে বর্ণিত অভিধেয়রূপ শ্রীভগবান ও তাঁহার পরিকরবর্গের প্রতি ভক্তি এবং তাহার উপায়সমূহের হেয়রহিত উপাদেয় অংশ অতি দুর্লভ। অর্থাৎ বহুশাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারাও যাহা লাভ করা যায় না এবং তাৎপর্যাদি বিচার দ্বারাও তদ্রূপ দুর্জ্ঞেয়। সেই সমস্ত শাস্ত্র হইতে অপ্রাপ্য ও দুর্জ্ঞেয় অর্থসমূহ সংগ্রহ করিয়া সমন্বয়পূর্বক ভক্তিই যে সর্বশাস্ত্রে অভিপ্রায়, তাহা একবাক্যে প্রতিপাদন করিয়া আমার পিতা শ্রীপরীক্ষিত নিজমাতা শ্রীউত্তরাদেবীকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। যদিও ঐ সকল বিষয় অত্যন্ত গূঢ়, তথাপি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সত্য। তাহা প্রকাশ করিবার হেতু এই যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজের বা নিজ মাতার প্রেম।

সারশিক্ষা

১। সর্বঅজিত শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য শ্রবণাঙ্গ ভক্তি পাশস্বরূপ।

ধ্যান বা স্মরণাঙ্গ ভক্তি বন্ধন করিবার রজ্জুস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণবশীকরণ বিষয়ে ধ্যান বা স্মরণের তুলনায় শ্রবণ শিথিল।

শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য শৃঙ্খলস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণে শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনের তুলনায় ধ্যান বা শ্রবণ উভয়ই শিথিল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিলে জড়ব্যক্তিও ভক্তিরসশাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য অবগত হইতে পারেন এবং তাহা বর্ণনও করিতে পারেন, তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিও পারেন না।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদির মধ্যে শ্রীমদ্ভাবগত ও ভগবদ্ভক্তিপর শাস্ত্রসমূহই শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত সৎশাস্ত্রের সারসিদ্ধান্ত—ভগবদ্ভক্তি।

ভক্তিতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয় ও দুঃশক্য হইলেও প্রেমিক ভক্তগণ প্রেম-বৈবশ্যতা-হেতু উপযুক্ত শ্রদ্ধাবান শ্রোতার নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন।

২। শ্রীমদ্ভাগবতাম্ভোধি-পীযূষমিদমাপিবন্।
ন তৃপ্যামি মুনিশ্রেষ্ঠ ত্বন্মুখাম্ভোজবাসিতম্॥
৩। তন্মাতাপুত্রয়োর্ব্বিদ্বন্ সংবাদঃ কথ্যতাং তয়োঃ।
সুধাসারময়োঽন্যোঽপি কৃষ্ণপাদাব্জলুব্ধয়োঃ॥

মূলানুবাদ

২। হে মুনিবর, এই শ্রীমদ্ভাগবত-সমুদ্র-সুধা আপনার মুখপদ্ম-সৌরভবাসিত হওয়ায় আমি সম্যকরূপে পান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।

৩। অতএব হে বিজ্ঞবর! শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মমধুলোলুপ সেই মাতা-পুত্রের কথোপকথনরূপ অপরাপর সুধাসারময় সংবাদ বর্ণনা করুন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

২। তথাপি স্বস্য পুনরন্যশ্রবণেচ্ছামাবেদয়তি—শ্রীমদিতি; শ্রীমন্তি সর্বশোভাসম্পত্তিযুক্তানি যানি ভাগতানি ভগবৎপরাণি শাস্ত্রাণি তান্যেবাম্ভোধয়ঃ শব্দতোঽর্থতশ্চানন্তত্বাৎ তেষাম্। যদ্বা, সাগরাণাং ক্ষীরোদ ইব সর্বসচ্ছাস্ত্রাণাং শ্রীমদ্ভাগবতমেব শ্রেষ্ঠং তদেবাম্ভোধিরনবগাহ্যমহিমত্বাদিনা; তস্য পীযূষং মধুরতরসারভূতার্থম্ ইদং ভগবদকৃপাসারনির্ধারোপাখ্যানোক্তম্ আপিবন্ সম্যক্ পিবন্নপি ন তৃপ্যামি; তৎপানেচ্ছাতো ন বিরমামি। কুতঃ? হে মুনিশ্রেষ্ঠ ভাগবতোত্তম্! ত্বন্মুখাম্ভোজেন তৎ সৌরভ্যেন বাসিতম্, এবং পরমরুচ্যৎপাদকত্বান্ন তৃপ্তির্ভবেদিত্যর্থঃ॥

৩। তত্তস্মাত্তয়োঃ মাতাপুত্রয়োঃ উত্তরা-পরীক্ষিতোঃ; অন্যোঽপি সম্বাদঃ সুধায়াঃ সারো যঃ পরমমাধুর্যাদিস্তন্ময়ঃ, যতঃ কৃষ্ণপাদাব্জে লুব্ধয়োঃ রসিকয়োঃ। বিদ্বন্! হে তত্তদভিজ্ঞ!॥

টীকার তাৎপর্য্য

২। (যদিও এই গ্রন্থের পূর্বখণ্ডে বর্ণিত শ্রীভগবৎ কৃপাভরপাত্র নিরূপণ প্রসঙ্গে শ্রীজন্মেজয় স্বীয় গুরু শ্রীজৈমিনির নিকট শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রের সারমর্ম শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন, তথাপি আরও কিছু শ্রবণ করিবার বাসনায় বলিতেছেন), হে মুনিশ্রেষ্ঠ, শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র ইত্যাদি। এস্থলে 'ভগবৎ' শব্দের পূর্বে 'শ্রীমৎ' বিশেষণটির তাৎপর্য এই যে, ভগবৎপর শাস্ত্রসমূহ সমুদ্রস্বরূপ।

অর্থাৎ সাগর যেমন অনন্ত ও অনবগাহ্য-মহিমা-হেতু সাগরের মধ্যেও যেরূপ ক্ষীরসাগর সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত, আবার সেই ক্ষীরসাগর হইতে যেমন অমৃত উত্থিত হয়, তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতামৃতোক্ত মধুরতর সারভূত অর্থযুক্ত এই ভগবৎকৃপাসার-নির্ধারণরূপ উপাখ্যান সম্যক্ পান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। অর্থাৎ পুনঃ পুন পান করিার জন্য উৎকণ্ঠা বর্ধিত হইতেছে। যেহেতু, এই ভাগবতামৃত আপনার ন্যায় ভাগবতোত্তমের শ্রীমুখকমলের সৌরভবাসিত বলিয়া পরম রুচিজনক হওয়ায় পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও তৃপ্তি হইতেছে না।

৩। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-মধুলোলুপ মাতা-পুত্রের সুধাসারময় সংবাদ যাহা পরমমাধুর্যময় কথোপকথন তাহা আপনি বর্ণন করুন। যেহেতু আপনি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মযুগলের মধুলুব্ধ রসিক এবং তত্তৎ বিষয়ে আপনি অভিজ্ঞ।

সারশিক্ষা

২। শ্রীভগবৎকথারূপ অমৃত মহাভাগবতগণের শ্রীমুখকমল হইতে নিঃসৃত হইলে অধিক বীর্যশালী হয়, সুতরাং তাদৃশ বাণীতেই শ্রদ্ধাবানগণের প্রকৃত উপকার হয়। অর্থাৎ শীঘ্রই অনর্থ নিবৃত্তি হয় এবং ভগবৎকথাতে রুচি উৎপন্ন হয়।

শ্রীজৈমিনিরুবাচ—

৪। নৈতৎ স্বশক্তিতো রাজন্ বক্তুং জ্ঞাতুঞ্চ শক্যতে।
সর্বজ্ঞানাঞ্চ দুর্জ্ঞেয়ং ব্রহ্মানুভবিনামপি॥

৫। কৃষ্ণভক্তিরসাম্ভোধেঃ প্রসাদাদ্বাদরায়ণেঃ।
পরীক্ষিদুত্তরা-পার্শ্বে নিবিষ্টোঽশ্রৌষমঞ্জসা॥

মূলানুবাদ

৪। জৈমিনি বলিলেন,—হে রাজন্! সেই সংবাদ নিজশক্তিদ্বারা বর্ণন করা যায় না। কারণ, তাহা সর্বজ্ঞশিরোমণি ব্রহ্মানুভবীগণেরও দুর্জ্ঞেয়।

৫। আমি কৃষ্ণভক্তিরসসাগর শ্রীশুকদেবের কৃপায় শ্রীউত্তরা ও শ্রীপরীক্ষিতের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের কথা নিবিষ্টভাবে শ্রবণ করিয়াছিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪। কস্যাপি বাঙ্‌মনসোঃ শক্ত্যা তদ্‌গৃহীতং ন স্যাদিত্যাশয়েনোত্তরমাহ—নেতি। এতদ্‌গোলোকমাহাত্ম্যোপাখ্যানাদিরূপং শ্রীমদ্‌ভাগবতাম্ভোধিপীযূষম্; সর্বজ্ঞানাং ত্রিকালজ্ঞত্বসিদ্ধিমতাং ব্রহ্মানুভবিনাং মুক্তানামিত্যনেন ব্রহ্মানুভবাদপি শ্রীভগবত-স্তদীয়ানাং'চ মহিমজ্ঞানং দুর্ঘটমিতি সূচিতম্॥

৫। তৎ কথং পূর্ব্বং মহদুপাখ্যানমেকং কথিতম্? তত্রাহ—কৃষ্ণেতি। পরীক্ষিদুত্তরয়োঃ পার্শ্বে বাদরায়ণেঃ শ্রীশুকদেবস্য প্রসাদাদেব নিবিষ্টঃ সন্ অঞ্জসা সাক্ষাদশ্রৌষমেতৎ। এতদুক্তং ভবতি—যদ্যপ্যহং সর্ব্বজ্ঞো ব্রহ্মানুভববানপি ভবামি, তথাপি তত্তচ্ছক্ত্যা কথিতং জ্ঞাতঞ্চ নৈতৎ স্যাৎ; কিন্তু তয়োঃ সম্বাদরূপ-মেতচ্ছ্রীভাগবতামৃতং জৈমিনিরেব জন্মেজয়ং শ্রাবয়িতুমর্হতীতি শ্রীশুকদেবেন তয়োরন্তিকে স্থাপিতোঽহং সাক্ষাত্তদনুভূয়ৈব কথয়ামি; তদাপি কেবলং তস্যৈব পরমভাগবতোত্তমস্য প্রসাদাদেবেতি। এবং জ্ঞানশক্ত্যা বিজ্ঞাতস্যার্থস্য প্রতিপাদনাৎ সাক্ষাদনুভূতস্য প্রতিপাদনং শ্রোতৃহৃদয়গ্রাহকং সমীচীনমিতি চ সূচিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪। (কাহারও বাক্য-মনের শক্তিতে তাহা গৃহীত হইতে পারে না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—) এই গোলোক-মাহাত্ম্য-উপাখ্যান শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপ সাগরের সুধাসার, ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধপুরুষগণের এমনকি ব্রহ্মানুভবী মুক্তগণেরও দুর্জ্ঞেয়। এতদ্বারা শ্রীভগবান ও তদীয়গণের মহিমাজ্ঞান দুর্ঘটত্ব সূচিত হইল।

৫। যদি বল, আপনি কি প্রকারে ইতিপূর্বে এই মহৎ উপাখ্যান বর্ণন করিলেন? তদুত্তরে শ্রীজৈমিনি বলিতেছেন—'শ্রীবাদরায়ণির কৃপাতে আমি পরীক্ষিত ও উত্তরার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম এবং তাঁহাদের কথায় অভিনিবিষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। যদ্যপি আমি ব্রহ্মানুভবী ও সর্বজ্ঞ, তথাপি মহৎ কৃপা ব্যতীত ভগবত্তত্ত্বানুভব হইতে পারে না; তজ্জন্য আমি নিজ শক্তি দ্বারা ইহা বলিতে বা জ্ঞাত হইতে সক্ষম নহি।' অতএব উত্তরা-পরীক্ষিত-সংবাদরূপ এই ভাগবতামৃত জৈমিনিই জন্মেজয়কে শ্রবণ করাইবার যোগ্যপাত্র হইতেছেন। যেহেতু তিনি শ্রীশুকদেবের কৃপাতে তাঁহাদের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ তাহা অনুভব করিয়া বলিতেছেন। ইহা কেবল সেই পরমভাগবতের প্রসাদেই সম্ভবপর হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বুঝা গেল যে, জ্ঞানশক্তিদ্বারা বিজ্ঞাত-অর্থ-প্রতিপাদন অপেক্ষা সাক্ষাৎ অনুভূত-অর্থ বর্ণনই শ্রোতার অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয় এবং তাহাই সমীচীন ব্যবস্থাও বটে।

সারশিক্ষা

৪-৫। শ্রীভগবান, তদীয় পরিকরবর্গ ও গোলোকাদি ধামের মহিমা কেবল শ্রীসদ্গুরু বা মহাভাগবতগণের কৃপাতেই অবগত হওয়া যায়। সর্বজ্ঞ, সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষগণও তাহা জানিতে বা বলিতে পারেন না।

পণ্ডিত, যোগসিদ্ধ-জ্ঞানী, এমনকি ব্রহ্মানুভবী মুক্তগণও ভক্তিরহস্য বর্ণনে অসমর্থ, আর যদিও ইঁহারা নিজ নিজ জ্ঞান দ্বারা কিছু কিছু বর্ণন করেন, তথাপি উহা সুনির্মল হয় না; সুতরাং শ্রোতারও হৃদয়গ্রাহী হয় না—ইহা সমীচীন ব্যবস্থাও নহে।

ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ মহাভাগবতগণের অনুভূত ভগবত্তত্ত্ব যাঁহারা শ্রবণ করেন এবং মনের দ্বারা অনুভব করেন, তাঁহারাই সেই তত্ত্ব বর্ণন করিতে পারেন। আর সেই শক্তিপূত বাণীই শ্রোতারও হৃদয়গ্রাহী হয়।

যাঁহারা মহাভাগবতগণের সেবা ও শ্রীমুখ-বাণী শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারা কদাচ ভগবত্তত্ত্বানুভূতি প্রাপ্ত হন না, সুতরাং তাঁহাদের ভক্তি-তত্ত্ব-বর্ণন বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহাদের মুখে ভগবৎকথা শুনিলেও শ্রোতার আত্যান্তিক শ্রেয়ঃ লাভ হয় না।

৬। পরং গোপ্যমপি স্নিগ্ধে শিষ্যে বাচ্যমিতি শ্রুতিঃ।
তচ্ছ্রূয়তাং মহাভাগ গোলোকমহিমাধুনা॥

৭। শ্রীকৃষ্ণকরুণাসারপাত্রনির্দ্ধারসৎকথাম্।
শ্রুত্বাভূৎ পরমানন্দপূর্ণা তব পিতামহী॥

৮। তাদৃগ্‌ভক্তিবিশেষস্য গোপীকান্ত-পদাব্জয়োঃ।
শ্রোতুং ফলবিশেষং তদ্‌ভোগস্থানঞ্চ সত্তমম্॥

৯। বৈকুণ্ঠাদপি মন্বানা বিমৃশন্তী হৃদি স্বয়ম্।
তচ্চানাকলয়ন্তী সা পপ্রচ্ছ শ্রীপরীক্ষিতম্॥

মূলানুবাদ

৬। হে মহাভাগ! পরম গোপনীয় তত্ত্বও স্নিগ্ধ শিষ্যের নিকট বর্ণন করা যায়—ইহাই শ্রুতিসিদ্ধান্ত। অতএব এক্ষণে তুমিও এই গোলোক-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।

৭। তোমার পিতামহী শ্রীউত্তরাদেবী শ্রীকৃষ্ণের করুণাসার-পাত্র-নির্ধারণের পরমোৎকৃষ্ট কথা শুনিয়া পরমানন্দে পূর্ণা হইয়াছিলেন।

৮-৯। তিনি গোপীকান্ত পাদাব্জযুগলের তাদৃশ অনির্বচনীয় অসাধারণী ভক্তির ফলবিশেষ শ্রবণ করিয়া এবং সেই ফলবিশেষের যে ভোগ্যস্থান, তাহা বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও যে উৎকৃষ্টতম তাহা বিবেচনা করিয়াও তাহা কি প্রকার উৎকৃষ্টতম, তাহা চিন্তাধারা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া নিজপুত্র পরীক্ষিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬। যদ্যপি পরমরহস্যমিদং, তথাপি বক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ—পরমিতি। হে মহাভাগেতি, তচ্ছ্রবণেঽধিকারঃ সূচিতঃ। পূর্বং ত্বয়া শ্রীভগবৎপ্রিয়তমানাং মাহাত্ম্যং শ্রুতম্, অধুনা গোলোকস্য শ্রীভগবৎপ্রিয়তমস্থানস্য মহিমা শ্রূয়তাম্, স এব শ্রীভাগবতামৃতরূপ ইতি ভাবঃ; শ্রীভগবতো ভাগবতোত্তমানাঞ্চ মাহাত্ম্য এব তস্য পর্যবসানাৎ॥

৭। শ্রীকৃষ্ণস্য করুণাসারঃ পরমোৎকৃষ্টকারুণ্যাতিশয় ইত্যর্থঃ। তস্য পাত্রাণাং নির্দ্ধারস্য যা সতী পরমোত্তমা কথা তাম্; তব পিতামহী উত্তরা॥

৮-৯। শ্রীগোপীকান্তপাদাব্জয়োস্তাদৃশো ভক্তিবিশেষস্য অনির্ব্বচনীয়ায়া অসাধারণ্যা ভক্তে ফলবিশেষং শ্রোতুং তস্য ফলবিশেষস্য ভোগস্থানঞ্চ

বৈকুণ্ঠলোকাদপি সত্তমমুৎকৃষ্টতরং মন্বানা মন্যমানা। যদ্বা, তদ্ভোগস্থানঞ্চ শ্রোতুং তচ্চ বৈকুণ্ঠাদপি সত্তমং মন্বানা; তত্তু কতমদিতি হৃদি বিমৃশন্তী বিচারয়ন্তী, তচ্চ স্বয়ং হৃদ্যনাকলয়ন্তী সা ত্বৎপিতামহী শ্রীপরীক্ষিতং স্বপুত্রং পপ্রচ্ছেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ; পৃচ্ছের্দ্বিকর্মকত্বাৎ কর্মদ্বয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬। যদিও ইহা পরম গোপনীয় বিষয়, তথাপি আমি তোমাকে বলিব—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, 'হে মহাভাগ!' এই 'মহাভাগ' বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারা জন্মেজয় যে এই গোপনীয় বিষয় শ্রবণের অধিকারী, তাহাই সূচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ পূর্বে তুমি আমার নিকট শ্রীভগবৎপ্রিয়তমগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে সেই শ্রীভগবৎপ্রিয়তমগণের স্থান শ্রীগোলোকের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর—তাহাই ভাগবতামৃতস্বরূপ। যেহেতু, গোলোক-মাহাত্ম্য বর্ণনেই শ্রীভগবান ও ভাগবতোত্তমগণের মাহাত্ম্য পর্যবসিত হইয়াছে।

৭। শ্রীকৃষ্ণের করুণাসারপাত্রের অর্থাৎ পরমোৎকৃষ্ট কারুণ্যাতিশয় পাত্রগণের নির্ধারণ-সম্বন্ধীয় পরমোত্তমা কথা। যাহা তোমার পিতামহী শ্রীউত্তরাদেবী শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে পূর্ণা হইয়াছিলেন।

৮-৯। শ্রীগোপীকান্ত-পাদপদ্ম-যুগলের অনির্বচনীয় অসাধারণী ভক্তির ফল-বিশেষ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত এবং সেই ফলবিশেষের ভোগস্থান শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতম হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অথবা সেই ভোগস্থানের মহিমা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা, কিন্তু সেই স্থান কি প্রকার, তাহা চিন্তা দ্বারা স্থির করিতে না পারিয়া, তোমার পিতামহী নিজপুত্র পরীক্ষিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

সারশিক্ষা

৬। সদ্গুরু স্নিগ্ধ প্রিয় শিষ্যের নিকট অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়ও বর্ণন করেন। বর্ণনকারী গুরুর যেমন যোগ্যতার প্রয়োজন, তেমনি শ্রবণকারী শিষ্যেরও যোগ্যতা চাই। শিষ্য শ্রীগুরুসেবানিষ্ঠ ও স্নিগ্ধ হইবেন, ইহাই শিষ্যের যোগ্যতা। অর্থাৎ শ্রীগুরুসেবা-লব্ধ কৃপাই শিষ্যকে ভক্তি-রস-তত্ত্ব ধারণে যোগ্য করিয়া দেয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে মমতা ও সেবা ব্যতীত শিষ্য শ্রীগুরু-বাণী ধারণা বা অনুভব করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'—(শ্রীগীতা) 'যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ, তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ'—(শ্রুতি)।

শ্রীমদুত্তরোবাচ—

১০। কামিনাং পুণ্যকর্ত্তৃণাং ত্রৈলোক্যং গৃহিণাং পদম্।
অগৃহাণাঞ্চ তস্যোর্দ্ধং স্থিতং লোকচতুষ্টয়ম্॥
১১। ভোগান্তে মুহুরাবৃত্তিমেতে সর্বে প্রযান্তি হি।
মহরাদিগতাঃ কেচিন্মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ॥

মূলানুবাদ

১০-১১। শ্রীউত্তরাদেবী বলিলেন, ভূ, ভুব ও স্ব এই লোকত্রয় সকাম পুণ্যকারী গৃহীদিগের ভোগস্থান, আর তদূর্ধ্ববর্তী মহ, জন, তপ ও সত্যালোক এই চারিটি স্থান অগৃহীদিগের অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও যতীগণের ভোগস্থান। ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ ধর্মের ফলানুরূপ স্বর্গাদি ভোগান্তে পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন। মহল্লোকাদিগত নিষ্কাম স্বধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মার সহিত মহাপ্রলয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০। ইতরেষামখিলানাং প্রাপ্যাৎ শ্রীগোপীনাথপদাব্জপরমপ্রেমবিশেষবতাবশ্যং পরমোৎকৃষ্টতরং পদমেকং প্রাপ্যমুপযুজ্যতে, তচ্চ সর্ববিলক্ষণমেবেতি প্রষ্টুমন্যেষাং বিবিধানাং প্রাপ্যং বিবিধং পদং নির্দিশতি—কামিনামিত্যাদিনা উচিতমিত্যন্তেন। তত্রাদৌ কর্মপরাণাং বিরক্তাবিরক্তভেদেন বিচিত্রগতীরাহ—সার্দ্ধদ্বয়েন। পুণ্যানি শুভকর্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি কাম্যান্যপি, তৎকর্ত্তৃণাং গৃহিণাং গৃহস্থানাম্; ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবঃস্বর্লোকরূপং পদং ভোগস্থানং; কীদৃশানাং কামিনাম্? তত্তৎফলপ্রাপ্তিবাঞ্ছাবতাম্, বিচিত্রফলসঙ্কল্পেন পুণ্যকর্মকারিণামিত্যর্থঃ। এবং যে খলু নিষ্কামা গৃহিণঃ কেবলং স্বধর্মাচারনিষ্ঠান্তে মহর্লোকাদিকমপি গচ্ছন্তি, চিত্তশুদ্ধ্যাদিদ্বারা মুচ্যন্তেঽপীতি ভাবঃ। যথোক্তং শ্রীরুদ্রেণ চতুর্থস্কন্ধে (শ্রীভা ৪।২৪।২৯)—'স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্, বিরিঞ্চতামেতি' ইতি। অগৃহাণাং নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারি বনস্থযতীনাং তস্য ত্রৈলোক্যস্যোর্দ্ধং স্থিতমুপরি বর্ত্তমানং লোকচতুষ্টয়ং মহর্জনস্তপঃসত্যাখ্যং পদম্! যথোক্তং শ্রীশুকেন দ্বিতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ২।৬।২০)—'পাদত্রয়াদ্‌বহিশ্চাসন্নপ্রজানাং য আশ্রমাঃ। অন্তস্ত্রিলোক্যাস্ত্বপরো গৃহমেধোঽবৃহদ্ব্রতঃ।' ইতি। অস্যার্থঃ—'ন প্রজায়ন্তে প্রজাদিরূপেণেত্যপ্রজা নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিবনস্থ-যতয়ঃ, তেষাং যে আশ্রমা ভোগস্থানানি তে, পাদত্রয়াত্রি-লোক্যা বহিরাসন্। গৃহমেধো গৃহস্থস্তু অন্তস্ত্রিলোক্যা অভ্যন্তরে যস্মাদবৃহদ্‌ব্রতঃ, ব্রহ্মচর্যরহিতঃ, মৈথুনধর্মাত্যাগী।' ইতি॥

১১। তত্র চ যে সকামাস্তে পুনঃ পুনর্জ্জন্ম লভন্তে; যে চ কেবলং স্বধর্মমাত্রনিষ্ঠা নিষ্কামাস্তে ভোগান্তে মুচ্যন্তে। তেষু চ কেচিৎ সম্যগ্‌বৈরাগ্যরহিতা মহর্লোকাদৌ ভোগান্ ভুক্ত্বা মহাপ্রলয়ে প্রাপ্তে ব্রহ্মণা সহ মুচ্যন্তে। কেচিচ্চ স্বেচ্ছয়ার্চ্চিরাদিমার্গেণ ভোগান্ ভুঞ্জানাঃ ক্রমশো মুচ্যন্তে ইত্যেতদাহ—ভোগান্ত ইতি সার্দ্ধেন। ভোগস্যান্তেঽবসানে সতি মুহুরাবৃত্তিং পুনঃ পুনর্জ্জন্ম প্রয়ান্তি লভন্তে ভারতবর্ষাদৌ। তথাচ শ্রীভগবদ্‌গীতাযু—'ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।' ইতি। তথা—আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুনেতি মহর্লোকাদিকং প্রাপ্তাঃ আদিশব্দেন জনস্তপঃসত্যলোকাঃ। কেচিন্নিষ্কামস্বধর্ম্মপরাঃ ব্রহ্মণা সহেতি যাবদধিকারমধিকারিণামিতি ন্যায়েন যদা ব্রহ্মা মুচ্যতে তদা তেঽপি মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ। তথাচোক্তম্—'ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্' ইতি। প্রতিসঞ্চরে মহাপ্রলয়ে; পরস্যান্তে দ্বিপরার্দ্ধান্তে; কৃতাত্মানঃ শুদ্ধচিত্তাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০-১১। অখিল কর্মপরায়ণ ইতর ব্যক্তিগণের বহুবিধ প্রাপ্যস্থান অপেক্ষা শ্রীগোপীনাথের পাদপদ্মে পরম প্রেমবিশেষবান ব্যক্তিগণের অবশ্য পরমোৎকৃষ্টতর এক প্রাপ্যস্থান উপযুক্ত হয়। সেই স্থান সর্বাপেক্ষা বিলক্ষণ, ইহা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত অন্যান্য বিবিধ সাধকের যে বিবিধ প্রাপ্যস্থান তাহা নির্দেশ করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথমে সার্ধ দুইশ্লোকে কর্মপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিরক্ত ও অবিরক্ত-ভেদে বিভিন্ন গতির কথা বলিতেছেন। 'পুণ্যকর্ম' বলিতে নিত্য-নৈমিত্তিকাদি শুভকর্ম। সেই সমস্ত কাম্যকর্মকারী গৃহস্থের ত্রৈলোক্য অর্থাৎ ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্গলোকরূপ ভোগস্থান প্রাপ্য। এই ত্রিলোক কি প্রকার কামীগণের প্রাপ্য? উত্তরে বলিতেছেন—বিচিত্র ফল-সংকল্প দ্বারা পুণ্যকর্মকারী এবং তত্তৎকর্মের ফল প্রাপ্তি-বাঞ্ছাযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রাপ্য। আর যাঁহারা কেবল স্বধর্মাচারনিষ্ঠ, নিষ্কাম গৃহী, তাঁহারা ত্রিলোকের উর্ধ্ববর্তী মহর্লোকাদি স্থানে গমন করেন এবং চিত্তশুদ্ধ্যাদির দ্বারা ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া থাকেন। যথা, (শ্রীভাঃ ৪র্থ স্কন্ধে) শ্রীরুদ্রোক্তি— 'স্বধর্মনিষ্ঠ পুরুষ শতজন্মে বিরিঞ্চিত্ব পদ প্রাপ্ত হয়েন। তারপর মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মা ও আমরা অবিকৃত বৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হই।' আর অগৃহস্থগণের অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও যতীগণের সেই ত্রিলোকের উর্ধ্বস্থিত মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য নামক স্থান চতুষ্টয়। যথা, (শ্রীভা) শ্রীশুকোক্তি—'পাদত্রয়াদ্ বৃহদ্ব্রত' ইত্যাদির অর্থ এই যে, যাঁহারা প্রজা উৎপাদন করেন না, এবম্বিধ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও যতীগণের আশ্রম বা ভোগস্থান,

—ইহা ত্রিলোকের উররিভাগে অবস্থিত। আর ‘অবৃহদ্বত’ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যরহিত মৈথুনধর্মপরায়ণ গৃহস্থগণ ত্রিলোকের মধ্যেই অবস্থান করেন। তন্মধ্যে যাঁহারা সকাম, তাঁহারা পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন; আর যাঁহারা নিষ্কাম, কেবল স্বধর্মে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, তাঁহারা ভোগান্তে মুক্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্থাৎ যাঁহারা সম্যক্ বৈরাগ্যরহিত ক্রিয়াপর যোগী, তাঁহারা মহর্লোকাদিতে ভোগসকল উপভোগ করিয়া মহাপ্রলয়ের সময় ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। আবার কেহ কেহ নিজ ইচ্ছাক্রমে অর্চিরাদি মার্গ দ্বারা ভোগসমূহ ভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ মুক্ত হন। ‘ভোগান্তে’ ইত্যাদি সার্ধ দুই শ্লোকে বলিতেছেন—ভোগাবসানে ভারতবর্ষের মধ্যেই পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ করেন। যথা, শ্রীগীতা—“ত্রয়ীময় যজ্ঞের দ্বারা পূতপাপ সোমপানকারীগণ আমাকে (শ্রীভগবানকে) আরাধনা করিয়া স্বর্গলোক প্রার্থনা করে। সেই পুণ্য আশ্রয় করিয়া দেবলোকে দিব্য-ভোগসমূহ ভোগ করে। তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে। এইরূপ ত্রয়ীধর্ম আশ্রয় করতঃ পুনঃপুনঃ যাতায়াত ও কামাকাম লাভ করে। হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক হইতেও লোকসকল পুনরাবৃত্তি লাভ করে।” আর ‘মহর্লোকাদি’ পদের ‘আদি’ শব্দের দ্বারা জন, তপ ও সত্যলোক বুঝাইতেছে। ‘কেচিৎ’ অর্থাৎ নিষ্কাম স্বধর্মপরায়ণ অধিকারীগণের যাবৎ অধিকার থাকে, এই ন্যায়ানুসারে ব্রহ্মা যখন মুক্ত হয়েন, তখন তাঁহারাও ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হয়েন। এই জন্যই বলিয়াছেন—তাঁহারা সকলে শুদ্ধচিত্ত হইয়া মহাপ্রলয়ে অর্থাৎ দ্বিপরার্ধ অন্তে ব্রহ্মার সহিত পরমপদে প্রবেশ করেন।

সারশিক্ষা

১০-১১। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে এক দিব্যযুগ হয়। সহস্র দিব্যযুগে এক কল্প। ব্রহ্মার একদিনে এক কল্প হয়। কল্পান্তে যে প্রলয় হয়, তাহাই ব্রহ্মার রাত্রি, এসময়ে যে প্রলয় হয়, তাহার নাম দৈনন্দিন প্রলয়। এইরূপ ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার একমাস, দ্বাদশ মাসে বৎসর এবং পঞ্চাশ বর্ষে এক পরার্ধ হয়। এইরূপ দ্বিপরার্ধকাল ব্রহ্মার পরমায়ু। এই দ্বিপরার্ধ কালের অবসানে যে প্রলয় হয়, তাহাকে প্রাকৃতিক প্রলয় বলে। এই সময়েই ব্রহ্মার পরমপদ প্রাপ্তি হয়।

ভূ, ভুব ও স্বর্গলোক সকাম পুণ্যকারী গৃহস্থগণের প্রাপ্যস্থান। আর তদূর্ধ্ববর্তী মহ, জন, তপ ও সত্যলোক অগৃহী অর্থাৎ নিষ্কাম স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রাপ্যস্থান। তন্মধ্যে উপকুর্বান ব্রহ্মচারীগণ মহর্লোকে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীগণ জনলোকে, বানপ্রস্থীগণ তপোলোকে এবং যতীগণ সত্যলোকে ভোগসুখ লাভ করিয়া থাকেন।

১২। কেচিৎ ক্রমেণ মুচ্যন্তে ভোগান্ ভুক্ত্বার্চ্চিরাদিষু।
লভন্তে যতয়ঃ সদ্যো মুক্তিং জ্ঞানপরা হি যে॥
১৩। ভক্তা ভগবতো যে তু সকামাঃ স্বেচ্ছয়াখিলান্।
ভুঞ্জানাঃ সুখভোগাংস্তে বিশুদ্ধা যান্তি তৎপদম্॥

মূলানুবাদ

১২। কোন কোন ক্রিয়াপরযোগী অর্চিরাদিমার্গে তত্তৎ দেবতা কর্তৃক নীত হইয়া তত্রস্থ ভোগসকল ভোগপূর্বক ক্রমশঃ মুক্ত হয়েন। আর যাঁহারা সম্যক্ বৈরাগ্য ও জ্ঞানপরায়ণ যতী, তাঁহারা দেহান্তে সদ্যো মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

১৩। যাঁহারা বিবিধ কামনা করিয়া ভগবদ্ভজন করেন, সেই সকল সকাম ভক্তগণ স্বেচ্ছায় নিখিল সুখ ভোগ করিয়াও ভক্তির প্রভাবে বিশুদ্ধ, অর্থাৎ ভোগকালেও কর্মপরতন্ত্র না হইয়াই ভোগান্তে শ্রীভগবৎধামে গমন করেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১২। কেচিদ্‌যোগপরাঃ; শ্রুত্যনুসারিণা। অর্চিঃ-শব্দেন অহ্রাগ্ন্যভিমানিনী দেবতা গৃহ্যতে। আদিশব্দেন শিশুমারচক্রাদি; যথোক্তং শ্রীশুকদেবেন দ্বিতীয় স্কন্ধে (শ্রীভা ২।২।২৪-৩১)—'বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গতঃ, সুষুম্নয়া ব্রহ্মপথেন শোচিষা। বিধূতকল্কোঽথ হরেরুদস্তাৎ, প্রযাতি চক্রং নৃপ শৈশুমারম্॥ তদ্বিশ্বনাভিং ত্বতিবর্ত্য বিষ্ণো-রণীয়সা বিরজেনাত্মনৈকঃ। নমস্কৃতং ব্রহ্মবিদামুপৈতি, কল্পায়ুষো যদ্‌বিবুধা রমন্তে॥ অথো অনন্তস্য মুখানলেন, দন্দহ্যমানং স নিরীক্ষ্য বিশ্বম্। নির্যাতি সিদ্ধেশ্বরজুষ্টধিষ্ণ্যম্, যদ্দ্বৈপরার্দ্ধ্যং তদু পারমেষ্ঠ্যম্॥ ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যু-র্নার্তির্ন চোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিৎ। যচ্চিত্ততোঽদঃ কৃপয়ানিদংবিদাং, দুরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ॥ ততো বিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয়,-স্তেনাত্মনাপোঽনল-মূর্তিরত্বরন্। জ্যোতির্ময়ো বায়ুমুপেত্য কালে, বায়্বাত্মনা খং বৃহদাত্মলিঙ্গম্॥ ঘ্রাণেন গন্ধং রসনেন বৈ রসং, রূপং চ দৃষ্ট্যা শ্বসনং ত্বচৈব। শ্রোত্রেণ চোপেত্য নভো গুণত্বং, প্রাণেন চাকুতিমুপৈতি যোগী॥ স ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষং, মনোময়ং দেবময়ং বিকার্যম। সংসাদ্য গত্যা সহ তেন যাতি, বিজ্ঞানতত্ত্বং গুণসন্নিরোধম্॥ তেনাত্মনাত্মানমুপৈতি শান্ত,-মানন্দমানন্দময়োঽবসানে। এতাং গতিং ভাগবতীং গতো যঃ, স বৈ পুনর্নেহ বিসজ্জতেঽঙ্গ॥' ইতি। যে তু পরমহংসাস্তে দেহান্ত এব মুচ্যন্ত ইত্যাহ—লভন্ত ইতি॥

১৩। এবং কর্ম-জ্ঞান-পরাণাং সকাম-নিষ্কামভেদেন স্বর্গাদিভোগং কালক্রমমুক্তিং সদ্যোমুক্তিঞ্চোক্ত্বা শ্রীভগবদ্‌ভক্তানাং সকামাকামভেদেন প্রাপ্যমাহ—

ভক্তা ইতি দ্বাভ্যাম্। সকামা ভক্তাঃ, যে খলু ভোগাভিলাষেণ ভগবন্তমভজন্ তে ইত্যর্থঃ। স্বেচ্ছয়েত্যনেন কর্মপারতন্ত্র্যাদিকং নিরস্তম্। অখিলানিত্যনেন ত্রৈলোক্যে মহর্লোকাদাবর্চিরাদিষ্বপি তথা প্রপঞ্চান্তর্গতশ্বেতদ্বীপরমাপ্রিয়াদিবৈকুণ্ঠেষ্বপি বর্ত্তমানা ভোগাঃ গৃহীতাঃ। সুখময়ান্ ভোগানিত্যনেন চ ত্রৈলোক্যান্তর্গত-ভোগস্থিতদোষ-দুঃখাদিকং নিরাকৃতম্। বিশুদ্ধাঃ সংচ্ছিন্ন-ভোগবাসনকাঃ সন্তঃ, ভুঞ্জানা ইতি বর্তমান-নির্দেশেন ভোগকাল এব ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবেণ বিশুদ্ধিরুদ্দিষ্টা। তস্য ভগবতঃ পদং স্থানং যান্তি লভন্তে॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২। 'কেচিদ্‌যোগপরাঃ' এস্থলে 'কেচিৎ' বলিতে বেদোক্ত ক্রিয়াপর যোগীগণ। 'অর্চিঃ' শব্দে অগ্নি-অভিমানী দেবতা। 'আদি' পদে শিশুমারচক্র ইত্যাদি। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেবের উক্তি—কর্মীদিগের গতির ন্যায় যোগীগণের গতি সীমাবদ্ধ নয়। তাঁহারা ত্রিলোকের বাহিরে ও ভিতরে ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারেন। তাঁহাদের শরীর বায়ুর অপেক্ষাও সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। অষ্টাঙ্গ যোগবলে তাঁহারা দেহান্তে আকাশমার্গের ব্রহ্মপথস্বরূপ জ্যোতির্ময়ী সুষুম্না নাড়ীযোগে অগ্নি-অভিমানী দেবতার নিকট গমন করেন এবং বিধৌত কষায় হইয়া তদূর্ধ্ববর্তী হরিসম্বন্ধীয় শিশুমার জ্যোতিশ্চক্রে গমন করেন। তদনন্তর বিশ্বের নাভিস্বরূপ সেই চক্র হইতে ব্রহ্মবিদ্‌গণেরও নমস্কৃত্য মহর্লোক প্রাপ্ত হয়েন। সেই স্থানে কল্প পরিমিত আয়ু ভৃগু প্রভৃতি বুধগণ বিরাজমান। কল্পক্ষয়ে যখন অনন্তের মুখাগ্নিতে ত্রিলোক দগ্ধ হইয়া পিণ্ডাকৃতি হয়, তখন সেই স্থানও উত্তপ্ত হইয়া যায়, এজন্য তাঁহারা সেই স্থান হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এই স্থান দ্বিপরার্ধকাল স্থায়ী এবং সিদ্ধশিরোমণিগণকর্তৃক নিষেবিত ও বিমানাকীর্ণ। সেখানে শোক, জরা, মৃত্যু, আর্তি ও উদ্বেগাদি নাই; কেবল এক-চিত্ত দুঃখ ব্যতীত অন্য দুঃখ নাই। চিত্তদুঃখ বলিতে "হায়! আমাদের মত ভগবৎধর্ম না জানিয়া এই ত্রিভুবনের লোকসকল কত দুঃখ পাইতেছে।" যদিও ইহা দয়া প্রযুক্ত দুঃখ, তথাপি চিত্তের সন্তাপজনক। এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির সাধন-ভেদে ইহাদের গতিও তিন প্রকার হয়। যাহারা পুণ্যোৎকর্ষহেতু সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পুণ্যের তারতম্য অনুসারে অন্যান্য স্থান প্রাপ্ত হন। আর যাঁহারা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করিয়া সেই স্থানে গিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করেন। আর যাঁহারা ভগবদুপাসনা দ্বারা সেই স্থানে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাণ্ডের অষ্টাবরণ ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। অষ্টাবরণ ভেদের সময়েও বিবিধ ভোগ আছে। এই ভোগ সমষ্টিরূপ অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় রস, গন্ধ,

স্পর্শ ও শব্দাদির সমষ্টিভূত সুখভোগ করিয়া বৈষ্ণবলোকে (বৈকুণ্ঠে) গমন করেন। আর যাঁহারা জ্ঞানপর যতী, তাঁহারা দেহান্তে মুক্তিলাভ করেন।

১৩। এই প্রকার কর্ম ও জ্ঞানপরায়ণ লোকসকলের সকাম ও নিষ্কাম-ভেদে স্বর্গাদি ভোগ করিয়া কালক্রমে মুক্তি ও সদ্যোমুক্তির কথা বলিবার পর শ্রীভগবদ্ভক্তগণের সকাম ও অকাম-ভেদে প্রাপ্যস্থানের বিষয় দুইটি শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। সকাম ভক্ত বলিতে যাঁহারা ভোগাভিলাষ সহকারে শ্রীভগবানের ভজনা করেন। মূলশ্লোকের 'স্বেচ্ছা' শব্দের দ্বারা সকাম ভক্তেরও কর্মপরতন্ত্রতা নিরস্ত হইয়াছে। 'অখিলান্' শব্দে ত্রৈলোক্য, মহর্লোকাদি ও অর্চিরাদিলোকে এবং প্রপঞ্চান্তর্গত শ্বেতদ্বীপ বা রমাপ্রিয় বৈকুণ্ঠাদি লোকে বিদ্যমান যাবতীয় ভোগ বুঝাইতেছে। 'ভোগ' শব্দের পূর্বে 'সুখ' বিশেষণ প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, ত্রৈলোক্যের অন্তর্গত ভোগ্যবিষয়সমূহে যে দুঃখ মিশ্রিত আছে, সেই দুঃখকে নিরাকৃত করা হইয়াছে, অর্থাৎ সকাম ভগবদ্ভক্তেও তত্তৎবিষয়গত দুঃখভোগ করেন না। 'ভুঞ্জানা' এই বর্তমান ক্রিয়াদ্বারা ভোগকালেও বিশুদ্ধ। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবে সকাম ভক্তগণ সংচ্ছিন্ন ভোগ-বাসনা হইয়া সেই ভগবদ্ধামে গমন করেন।

সারশিক্ষা

১২। বেদোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়াপর যোগী ও জ্ঞানী দেহান্তে অর্চিরাদি মার্গে ও শিশুমার চক্রাদিতে বিদ্যমান ভোগসকল ভোগ করিতে করিতে ক্রমমুক্তি লাভ করেন। আর সম্যক্ বৈরাগ্যবান সর্বকর্মত্যাগী সন্ন্যাসীগণ দেহান্তে সদ্যোমুক্তি লাভ করেন। আর যাঁহারা ভগবদুপাসক, তাঁহারা ইচ্ছানুসারে বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

১৩। মহাপ্রলয়ে অনন্ত জীবদেহ ও তাহাদের বাসনানুরূপ ভোগ্য-সামগ্রী সহ ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং প্রকৃতিও সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবানে লীন হয়। তদবস্থায় বহির্মুখ জীব নিজ নিজ ভোগবাসনা লইয়া শ্রীভগবানে লীন হইয়া থাকেন। যদিও এই সকল জীব শ্রীভগবানে লীন হইয়া থাকেন, তথাপি স্ব স্ব বাসনানুরূপ অবিদ্যার ব্যবধান তিরোহিত না হওয়ার জন্য পুনরায় জগৎসৃষ্টির প্রয়োজন হয় এবং জীবগণও পূর্বকল্পের কর্মানুসারে দেহ লাভ করিয়া অনাদিসঞ্চিত ভোগবাসনা ক্ষয় করতঃ সাধনানুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন।

সকাম ভক্ত যদিও ভক্তির ফলেই তত্তৎ কর্মফল লাভ করেন, তথাপি সেই ফল ভোগান্তে তাঁহাদের পুনঃ পতন হয় না। তাঁহারা ক্রমশঃ কামনামুক্ত হইয়া সুখৈশ্বর্যপ্রধান সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করেন।

১৪। বৈকুণ্ঠং দুর্ল্লভং মুক্তেঃ সান্দ্রানন্দচিদাত্মকম্।
নিষ্কামা যে তু তদ্ভক্তা লভন্তে সদ্য এব তৎ॥

মূলানুবাদ

১৪। যাঁহারা কামনাশূন্য হইয়া শ্রীভগবানের ভজন করেন, সেই সকল নিষ্কামভক্ত, তাঁহারা সদ্যই বৈকুণ্ঠপদ লাভ করিয়া থাকেন। এই বৈকুণ্ঠধাম ঘনানন্দ ও চেতনস্বরূপ এবং মুক্তগণেরও দুর্লভ।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৪। তদেব নির্দ্দিশতি বৈকুণ্ঠং তৎসংজ্ঞকং তল্লক্ষণং সামান্যেন-কিঞ্চিচ্ছ্রী শুকেনোক্তমস্তি দ্বিতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ২।২।১৭-১৮)—'ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভু, কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে। ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ, ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানম্॥ পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি, তদ্যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ। বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা, হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে॥' ইতি। তথা তত্রৈব (শ্রীভা ২।৯।৯-১০)—'তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ, সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎ পরম! ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং, স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম॥ প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ, সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ। ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে, রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ॥' ইতি। শ্রীদশমে চ (শ্রীভা ১০।২৮।১৪-১৫)—'ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্॥ সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্। যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥' ইতি। তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং লোকমেব বিশিনষ্টি—সত্যমিত্যাদিনা। পরব্রহ্মণো লোকত্বে ঘনীভাব এব পর্যবস্যতি। কীদৃশং তৎ পদম্? মুক্তেরপি দুর্লভম্। এতেন মুক্তানাং প্রাপ্যাদ্ ভক্তানাং প্রাপ্যস্য পরমোৎকর্ষো নির্দ্দিষ্টঃ। কুতঃ? সান্দ্রো য আনন্দঃ, চিচ্চ জ্ঞানং, তদাত্মকং ব্রহ্মঘনমিত্যর্থঃ। মুক্তানাং চাতিতুচ্ছমেব সুখম্; এতচ্চাগ্রে ব্যক্তীভাবি; তস্য ভগবতো ভক্তাঃ, তৎ বৈকুণ্ঠাখ্যং পদম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪। মূলে 'তৎ' শব্দের দ্বারা বৈকুণ্ঠকে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার লক্ষণও (শ্রীভা) শ্রীশুকদেবের দ্বারা কিঞ্চিৎ ব্যক্ত হইয়াছে। যেখানে দেবগণের প্রভু স্বয়ং কালও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারেন না, সেখানে দেবতারা কি প্রকারে প্রভাব বিস্তার করিবেন? সেই স্থানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণের বিকার নাই, সুতরাং

মহত্তত্ত্ব বা প্রকৃতিও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। যেহেতু 'ইহা আত্মা নয়, ইহা আত্মা নয়'—এইরূপ অতৎনিরসনপূর্বক দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ অনুক্ষণ বিষ্ণুর পরমপদ হৃদয়ে ধারণ করিয়া এবং অনন্য-সৌহৃদ হইয়া সেই সকলের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপদের কথা কীর্তন করিয়া থাকেন। তখন শ্রীভগবান ব্রহ্মার তপস্যায় তুষ্ট হওত পঞ্চক্লেশ, মোহ ও ভয় বিদূরিত করিয়া আত্মবিদ্‌গণের সংস্তুত অর্থাৎ যাহা হইতে আর উৎকৃষ্ট স্থান নাই, এই প্রকার স্বকীয় পরম ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ দর্শন করাইলেন। সেখানে রজঃ-তমমিশ্র সত্ত্ব নাই, কালের বিক্রম নাই; সুতরাং মায়িক বৈকারিক বস্তু কি প্রকার থাকিবে? সেখানে কেবল সুরাসুরগণ-বন্দ্য ভগবদ্-পার্ষদগণই বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে— মহাকারুণিক বিভু শ্রীভগবান এইরূপ চিন্তা করিয়া গোপদিগকে প্রকৃতি পারে স্বীয় ধাম দর্শন করাইলেন। যাহা সত্য, জ্ঞানময়, অনন্ত, সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্যোতিস্বরূপ সনাতন, যাহাকে গুণাতীত অবস্থায় মুনিগণ সমাধিতে দর্শন করেন বা অনুভব করেন, তাহাই (সেই ব্রহ্মই) স্বরূপ শক্তির বৃত্তিবিশেষের প্রাকট্য দ্বারা সত্যাদি স্বরূপের কোন ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া বৈকুণ্ঠরূপে অভিব্যক্ত। 'সত্যমিত্যাদি' পদে সেই বৈকুণ্ঠলোককে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছেন। শ্রীবৈকুণ্ঠ পরব্রহ্মের লোকত্বহেতু তাঁহার ঘনীভূত ভাবই পর্যবসিত হইতেছেন। সেই পদ কিরূপ? তদুত্তরে বলিতেছেন, সেই পদ মুক্তগণেরও দুর্লভ। এতদ্দারা মুক্ত পুরুষগণের প্রাপ্য মুক্তিপদ অপেক্ষাও ভক্তগণের প্রাপ্য শ্রীভগবদ্ধামের পরমোৎকর্ষ নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা কিরূপ? সান্দ্রো—ঘনীভূত আনন্দ চিদাত্মক, অর্থাৎ ব্রহ্মঘনস্বরূপ। মুক্তগণের প্রাপ্য যে সুখ, তাহা অতি তুচ্ছ, পরে তাহা বলা হইবে। এস্থলে 'তদ্ভক্ত' মানে ভগবদ্ভক্তগণই এতাদৃশ বৈকুণ্ঠপদ লাভ করেন।

সারশিক্ষা

১৪। সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-আনন্দ ব্রহ্মে শক্তির ক্রিয়া বা বৈচিত্রী নাই বলিয়া অব্যক্তস্বরূপ বা নিরবয়ব। আর সেই ব্রহ্মই স্বরূপশক্তির ক্রিয়া বিশেষযোগে সাবয়ব শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ধাম। অতএব বিবিধ ভগবদ্‌স্বরূপের নির্দিষ্ট—বৈকুণ্ঠও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বস্তু।

বৈকুণ্ঠের বাহিরে সেই ব্রহ্মজ্যোতি অঘনস্বরূপ, তাহাতে মুক্ত পুরুষগণ সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। আর ভক্তগণ সেই ব্রহ্মজ্যোতি ভেদ করিয়া চিদানন্দঘন শ্রীবৈকুণ্ঠধামে চতুর্বিধ মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীবৈকুণ্ঠ আনন্দ ও চেতনঘন বলিয়া অঘন ব্রহ্মজ্যোতি হইতে অতি বিশেষস্বরূপ, সুতরাং মুক্তগণের প্রাপ্য ব্রহ্মধাম অপেক্ষা ভক্তগণের প্রাপ্য বৈকুণ্ঠধাম দুর্লভ ও পরম সুখকর এবং ইহা কেবল ভক্তগণেরই প্রাপ্য।

১৫। তত্র শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জসাক্ষাৎসেবাসুখং সদা।
বহুধানুভবন্তস্তে রমন্তে ধিক্‌কৃতামৃতম্॥

মূলানুবাদ

১৫। তাঁহারা ঐ বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবাসুখ সর্বদা নানাপ্রকারে অনুভব করেন এবং তাঁহার সহিত নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই সেবাসুখের নিকট মুক্তিসুখও তুচ্ছ হইয়া যায়।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৫। কীদৃশং তদ্‌বৈকুণ্ঠে ঘনসুখম্? তৎ সংক্ষেপেণাহ—তত্রেতি। শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জয়োঃ সাক্ষাদপরোক্ষেণ সেবৈব সুখম্, বহুধা নানাপ্রকারেণ সদানুভবন্তঃ; সাক্ষাল্লভমানাস্তে বৈকুণ্ঠগতা ভক্তাঃ; সর্ব্বে তত্র বৈকুণ্ঠে সদা রমন্তে, ভগবতা সহ ক্রীড়াং কুর্ব্বন্তি, তৎসেবারূপক্রীড়াসুখমনুভবন্তীত্যর্থঃ। এতদ্বিস্তারশ্চ অগ্রে বৈকুণ্ঠবর্ণনে ভাবী! কীদৃশং সুখম্? ধিক্‌কৃতমতিতুচ্ছীকৃতমমৃতং মোক্ষসুখং যেন তৎ, পরমানন্দঘনত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫। সেই বৈকুণ্ঠ কিরূপ ঘনসুখ বিদ্যমান? তাহা সংক্ষেপে বলিতেছেন। সেই বৈকুণ্ঠগত ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মযুগলের সাক্ষাৎ ও অসাক্ষাৎভাবে বহুপ্রকার সেবাসুখ সর্বদা অনুভব করিয়া থাকেন। 'সাক্ষাৎ' বলিতে সেই বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সহিত সর্বদা ক্রীড়ারত। অর্থাৎ তাঁহারা যেরূপ ক্রীড়াসুখ অনুভব করেন, অগ্রে বৈকুণ্ঠ-বর্ণনে তাহা বিস্তার হইবে। সেই বৈকুণ্ঠে কিরূপ সুখ? তদুত্তরে বলিতেছেন, সেই সুখ পরমানন্দঘন বলিয়া মোক্ষসুখও তাহার নিকট তুচ্ছবোধ হয়।

১৬। জ্ঞানভক্তাস্তু তেষ্বেকে শুদ্ধভক্তাঃ পরেঽপরে।
প্রেমভক্তাঃ পরে প্রেমপরাঃ প্রেমাতুরাঃ পরে॥

১৭। তারতম্যবতামেষাং ফলে সাম্যং ন যুজ্যতে।
তারতম্যন্তু বৈকুণ্ঠে কথঞ্চিদ্ ঘটতে ন হি॥

১৮। পর্যবস্যতি সারূপ্য-সামীপ্যাদৌ চ তুল্যতা।
ন শ্রূয়তে পরং প্রাপ্যং বৈকুণ্ঠাদধিকং কিয়ৎ॥

মূলানুবাদ

১৬-১৭। তাঁহাদের মধ্যে কেহ জ্ঞানমিশ্র ভক্ত, কেহ শুদ্ধভক্ত, কেহ প্রেমভক্ত, কেহ প্রেমপর ভক্ত, কেহ বা প্রেমাতুর ভক্ত আছেন। ইঁহাদের পরস্পর ভক্তিসাম্য হইলেও ভাবের তারতম্য দেখা যায়, সুতরাং পরস্পরের ফলগত সাম্য উপযুক্ত হয় না অর্থাৎ ফলেরও তারতম্য হইবে। কিন্তু সাম্যস্থান বৈকুণ্ঠে কখনও ফলের তারতম্য ঘটিতে পারে না।

১৮। শ্রীভগবানের সারূপ্য সামীপ্য প্রভৃতি মুক্তিবিষয়ে তুল্যতা, অথচ বৈকুণ্ঠ হইতে অধিক কোন উৎকৃষ্ট প্রাপ্য স্থানও শ্রবণ করা যায় না।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৬। ইদানীং তেষামেব ভাবভেদেন প্রাপ্যে নানাবিশেষানাহ—জ্ঞানেতি সার্ধচতুর্ভিঃ। একে জ্ঞানভক্তা জ্ঞানমিস্রভক্তিযুক্তাঃ; যথা—ভরতাদয়ঃ; জ্ঞানমত্র মোক্ষতুচ্ছতয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মভক্তিমহিমাদিজ্ঞানম্। ভক্তিশ্চ নববিধা সেবৈব বা; পরে শুদ্ধভক্তাঃ কর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যাসংভিন্নভক্তিযুক্তা ভগবতো ভক্তিমাত্রকামা, যথা, —অম্বরীষাদয়ঃ; অপরে প্রেমভক্তাঃ সপ্রেমভক্তিমন্তঃ নিত্যাত্মসেবিতাঃ প্রিয়তম-প্রভুবর-চরণারবিন্দ-প্রীতিসঙ্গমসেবামাত্রাপেক্ষকাঃ, যথা—শ্রীহনূমদাদয়ঃ। পরে প্রেমপরাঃ, ভক্ত্যনাসক্ত্যা প্রেম্ণৈব তাৎপর্য্যবন্তো নিরুপাধিভগবৎকৃপাজনিত-বিশুদ্ধপরম-প্রেমোৎপাদিত-তদ্দর্শনোৎকণ্ঠা-দর্শন-সখ্যনর্মসৌহৃদাদি-শৃঙ্খলাবদ্ধাঃ, যথা—শ্রীমদর্জুনাদয়ঃ পাণ্ডবাঃ। পরে প্রেমাতুরাঃ, সন্ততপ্রেমসম্পত্ত্যা বিহ্বলা বিচিত্রৎপ্রেমসম্বদ্ধাকৃষ্টাশয়া, যথা—শ্রীমদুদ্ধবাদয়ো যাদবঃ। যদ্যপি ভগবৎপ্রেম বিনা বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির্ন স্যাত্তথাপি ভাবভেদেন প্রেম্ণৈব তারতম্যং কল্পনীয়ম্। তত্র চ শুদ্ধভক্তেরপি প্রেমভক্তাবেব যদ্যপি পর্য্যবস্যতি, তথাপি শুদ্ধভক্তেভ্যঃ প্রেমভক্তানাং

প্রেমনিষ্ঠাবিশেষেণ কশ্চিদ্বিশেষঃ কল্পনীয়ঃ। এবমেতেভ্যঃ প্রেমপরাণাম্, তেভ্যশ্চ প্রেমাতুরাণামুহ্যঃ॥

১৭। এবমেতাষাং ভক্তিসাম্যেঽপি ভাবতারতম্যাৎ প্রাপ্যেঽপি তারতম্যমেবোচিতমিত্যাশয়েনাহ—তারতম্যবতামিতি। তারতম্যং নাম ন্যূনাধিকত্বং তদ্বতামেষাং পঞ্চবিধভক্তানাং ন যুজ্যত ইত্যস্যায়মর্থঃ। জ্ঞানভক্তেঃ সকাশাদবশ্যমেব শুদ্ধভক্তিস্তস্যাস্তু প্রেমভক্তিস্তস্যাশ্চ প্রেমপরা ভক্তিস্তস্যা অপি প্রেমাতুরা ভক্তিঃ ফলবিশেষমর্হন্তি, অন্যথা তাসামপর্যাপ্তিরেব স্যাৎ। কিঞ্চ, পৃথগ্-রুচীনাং তেষাং পরমভক্তিমতামেকরূপফলদানেনাভীষ্টদানমনীপ্সিতপ্রাপণঞ্চ ভক্তবৎসলস্য পরমকারুণিকস্য ভগবতো মহিমোচিতং ন ভবতীতি। নন্বস্তু নাম বৈকুণ্ঠ এব ফলতারতম্যম্, কোঽত্র—দোষস্তত্রাহ—তারতম্যমিতি। বৈকুণ্ঠস্য সচ্চিদানন্দঘনত্বেনৈকরূপত্বাত্তত্র ভেদো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ॥

১৮। ননু বৈকুণ্ঠ এব তেষাং ভজনানন্দাদিসাম্যেঽপি কেষাঞ্চিদ্বিচিত্র-স্বারূপ্যাদিপ্রাপ্ত্যা তথা শ্রীভগবতস্তত্র সদা পারমৈশ্বর্যলীলাবিষ্কারাপেক্ষয়া কর্মসত্রব্রহ্মসত্রবৎ কেষামপি দ্বারপালত্বাদিনা দূরস্থত্বেন বাহ্যত এব কেষাঞ্চন পাদসম্বাহনাদিনা সমীপবর্তিত্বেনান্তরীণতয়ৈব মহাপ্রভুং সেবমানানাং তারতম্যং কল্পনীয়মিতি চেত্তথাপি পরমার্থবিচারাৎ সাম্যাপত্তেরপর্যাপ্তিরেব স্যাদিত্যাহ—পর্যবস্যতীতি। সারূপ্যং ভগবৎসমানরূপতা চতুর্ভুজত্বাদ্যা, সামীপ্যং নিকটবর্তিতা পার্ষদত্বাদিরূপা, আদিশব্দেন সেনাপত্যাদ্যধিকারাস্তথা পাদসম্বাহনকেশপ্রসাধনাদি-সেবাবিশেষা গ্রাহ্যাঃ, ন তু সাযুজ্যম্। তদ্ধি শ্রীভগবৎস্মরণপ্রভাবেণ তদ্বিদ্বেষিভ্যোঽপ্যসুরেভ্যো দীয়মানং মোক্ষ এব পর্যবসিতম্। তচ্চ যথাকথঞ্চিদ্-ভগবন্তং সেবমানানাম্ অত্যন্তানাদরণীয়ং ধিক্কারাস্পদং নন্বন্যৎ কিমপি তৈঃ স্ব-স্বভাবানুরূপং প্রাপ্তব্যম্, তত্রাহ—নেতি। কিয়ৎ কিঞ্চিদপি বৈকুণ্ঠস্যাশেষ-প্রাপ্যপরমাত্যকাষ্ঠারূপত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬। এক্ষণে সেই সকল ভক্তের ভাব ভেদে প্রাপ্য ফলের যে বিশেষত্ব, তাহা সার্ধ চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন। (১) জ্ঞানভক্ত—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিযুক্ত, যেমন শ্রীভরতাদি। এখানে 'জ্ঞান' শব্দদ্বারা মোক্ষবুদ্ধিকে তুচ্ছ করিয়া ভগবদ্পাদপদ্ম সম্বন্ধীয় মহিমাজ্ঞান এবং 'ভক্তি' শব্দদ্বারা নববিধা ভক্তি বা সেবা বুঝিতে হইবে। ভরতমহারাজা প্রভৃতি জ্ঞানভক্তের নিদর্শন। (২) শুদ্ধভক্ত—কর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি দ্বারা অনাবৃত যে ভক্তি, সেই ভক্তিযুক্ত,—কেবল ভগবানের ভক্তিমাত্র

কামনাকারী। যেমন, শ্রীঅম্বরীষ আদি। (৩) প্রেমভক্ত—সপ্রেম ভক্তিযুক্ত। যাঁহারা নিত্য আত্মা-সেবিত প্রিয়তম প্রভুবরের শ্রীচরণারবিন্দের প্রীতি—সঙ্গম ও সেবামাত্র অপেক্ষা করিয়া থাকেন। যেমন, শ্রীহনুমান প্রভৃতি। (৪) প্রেমপরভক্ত—ভক্তির সম্ভ্রমময়ভাবে অনাসক্ত অথচ কেবল প্রেমৈকতাৎপর্যযুক্ত সৌহৃদ্যাদিশৃঙ্খলে আবদ্ধ। অর্থাৎ নিরপাধিক শ্রীভগবৎ কৃপাজনিত বিশুদ্ধ পরম প্রেম হইতে উৎপন্ন তদ্দর্শনোৎকণ্ঠাপূর্ণ সখ্য বা নর্ম সৌহৃদ্যাদিরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যেমন শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ। (৫) প্রেমাতুরভক্ত—প্রেমবিহ্বল। অর্থাৎ সর্বদা প্রেম সম্পত্তি দ্বারা বিহ্বল ও বিচিত্র প্রেমসম্পদে গরীয়ান বা প্রেমসম্বন্ধে আকৃষ্ট-আশয়। যেমন, শ্রীমৎ উদ্ধবাদি যাদবগণ। যদ্যপি ভগবৎপ্রেম ব্যতীত বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয় না, তথাপি ভাব ভেদে এবং প্রেমের তারতম্য অনুসারে ভক্তগণের তারতম্য কল্পনা করিতে হইবে। শুদ্ধভক্তি ও প্রেমভক্তি স্বরূপতঃ এক হইলেও প্রেমনিষ্ঠা-হেতু প্রেমভক্ত শ্রেষ্ঠ। যদিও শুদ্ধভক্তও প্রেমভক্ত মধ্যেই পর্যবসিত হইবেন, তথাপি শুদ্ধভক্ত অপেক্ষা প্রেমভক্তগণের প্রেমনিষ্ঠা বিশেষের কিছু বিশেষত্ব অবশ্য কল্পনীয়। এই প্রকারে প্রেমভক্ত হইতে প্রেমপর, প্রেমপর হইতে প্রেমাতুরগুণের বিশেষত্ব হইয়া থাকে।

১৭। এই সকল ভক্তের ভক্তি-সাম্য হইতেও ভাব-তারতম্য-হেতু প্রাপ্যস্থানেরও তারতম্য হইবে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। এই আশয়ে বলিতেছেন 'তারতম্যবতা'। এস্থলে তারতম্য বলিতে প্রেমের ন্যূনাধিকত্ব বুঝিতে হইবে। এই পঞ্চবিধ ভক্তের ভাবের তারতম্যবশতঃ ফলের সাম্য উপযুক্ত হয় না। জ্ঞানভক্তি অপেক্ষা অবশ্য শুদ্ধাভক্তি, শুদ্ধাভক্তি অপেক্ষা প্রেমভক্তি, তাহা অপেক্ষা প্রেমপর ভক্তি, তাহা অপেক্ষা প্রেমাতুর ভক্তি, ফলবিশেষ অবশ্যই হইবে। অন্যথা তাহাদিগের অপর্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। বিশেষতঃ পৃথক পৃথক রুচিবিশিষ্ট পরমভক্তিমানকে একরূপ ফলদান অনভীষ্ট দান। পরম কারুণিক ভক্তবৎসল ভগবানের নিকট হইতে এইরূপ অনভিপ্সিত প্রাপ্তি তাঁহার এতাদৃশী মহিমায় উচিত নয়। এইজন্যই ফলের তারতম্য বুঝিতে হইবে। যদি বলা যায়, শ্রীবৈকুণ্ঠে এইরূপ ফল-তারতম্য থাকিলে কি দোষ হইবে? সেইজন্যই বলিতেছেন, বৈকুণ্ঠ সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া একরূপ হওয়ায় সেখানে কোন ভেদ সম্ভব হয় না।

১৮। যদি বলা যায়, শ্রীবৈকুণ্ঠে সেই সকল ভক্তগণের ভজনানন্দাদি সাম্য হইলেও কোন কোন ভক্তের বিচিত্র সারূপ্য আদি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন, সত্রের কর্মসত্র ও ব্রহ্মসত্র ভেদ হয়, সেইরূপ সেখানে শ্রীভগবানের সর্বদা পরমৈশ্বর্য লীলা প্রকটনের জন্য তাঁহার সেবাকারীগণের মধ্যে দ্বারপালাদিরূপে

বাহিরে বা দূরে অবস্থিত, কেহ বা মহাপ্রভুর পাদসম্বাহনাদি কার্যে সমীপবর্তী হেতু অন্তরঙ্গরূপে সেবায় নিয়োজিত আছেন বলিয়া, তাঁহাদের তারতম্য কল্পনীয় হইতেছে, তথাপি পরমার্থবিচারে সকলেরই সাম্যাপত্তিতেই পর্যবসিত হইতেছে। ইহা বলিবার জন্যই 'পর্যবস্যতি' শ্লোক বলিতেছেন। সারূপ্য—শ্রীভগবানের সমানরূপতা, অর্থাৎ চতুর্ভুজত্বাদি। সামীপ্য—নিকটবর্তীত্ব, অর্থাৎ পার্ষদাদিরূপত্ব; আদিশব্দে সেনাপত্য আদি অধিকার এবং পাদসম্বাহন, কেশপ্রসাধন আদি সেবা-বিশেষ গ্রহণ করিতে হইবে, সাযুজ্য গ্রাহ্য নয়। সেই সাযুজ্যমুক্তিশ্রীভগবৎ-স্মরণ-প্রভাবে ভগবৎ-বিদ্বেষী অসুরগণকে দীয়মান মোক্ষেতেই পর্যবসিত হয়। যাঁহারা কিছুমাত্রও শ্রীভগবৎসেবা করেন, তাঁহাদের নিকটও সাযুজ্য অনাদরণীয় ও ধিক্কারাস্পদ। যদি বলা যায়, ভক্তগণের স্ব স্ব ভাবের অনুরূপ অন্য কিছু প্রাপ্তব্য আছে, সেইজন্যই 'ন শ্রূয়তে' ইত্যাদি বলিতেছেন। অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠ অশেষ প্রাপ্যের পরমান্তকাষ্ঠাপ্রাপ্ত স্থান স্বরূপ হওয়ায় অন্য কোন প্রাপ্যের কথা শুনা যায় না।

সারশিক্ষা

১৬। যে সকল ভগবদ্ভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা ভাবভেদে পঞ্চবিধ। ইঁহারা সকলে ভক্ত হইলেও ইঁহাদের পরস্পর তারতম্য দেখা যায়, এজন্য তাঁহাদের ফলগত সাম্য উপযুক্ত হয় না। অথচ সাম্যস্থান শ্রীবৈকুণ্ঠে কোনরূপেই তারতম্য সম্ভবই হয় না—ইহাই এস্থলের আশঙ্কা।

১৮। শ্রীবৈকুণ্ঠ সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্য, এই চতুর্বিধ মুক্তির স্থান সাযুজ্য মুক্তি তথায় নাই। কারণ, ভগবদ্দ্বেষী অসুরগণই শ্রীভগবৎ-স্মরণ-প্রভাবে সাযুজ্য পাইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠের ভক্তগণ সেবানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। যিনি কিছুমাত্রও শ্রীভগবৎসেবা করেন, তাঁহার নিকটও সাযুজ্য তিরস্কৃত হয়। শ্রীবৈকুণ্ঠে সারূপ্যাদি মুক্তির নাম ভেদ হইলেও ভজনানন্দের তারতম্য হয় না। অর্থাৎ চতুর্বিধ ভক্তের নিজ নিজ ভাবানুসারে ঐ ভাবের সজাতীয় সুখবিশেষ লাভ হয় এবং এই সুখবিশেষের বিশেষত্ব ঘটিলেও তারতম্য সম্ভব হয় না; যেহেতু, প্রত্যেক সুখই মহত্ত্বের চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১৯। তৎপ্রদেশবিশেষেষু স্বস্বভাববিশেষতঃ।
স্বস্বপ্রিয়বিশেষাপ্ত্যা সর্বেষামস্তু বা সুখম্॥

মূলানুবাদ

১৯। বৈকুণ্ঠের প্রদেশ বিশেষে মুক্তিপ্রাপ্ত পঞ্চবিধ ভক্তের নিজ নিজ ভাবানুসারে নিজ নিজ প্রিয়বস্তু প্রাপ্তির দ্বারা বিশেষ বিশেষ সুখ হয় হউক।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৯। ননু বৈকুণ্ঠস্যৈব স্থানবিশেষষু তৈঃ সর্বৈঃ স্বস্বভাবানুরূপং তারতম্যেন তত্তৎ ফলং শ্রীভগবচ্ছক্তিবিশেষেণ প্রাপ্তব্যমিতি চেত্তথাপি শ্রীগোপীরমণচরণাব্জ-বিষয়ক-তাদৃশপ্রেমবিশেষময়ানাং পরমাসাধারণানাং কতমৎ প্রাপ্যং ভবত্বিতি পৃচ্ছতি—তদিতি দ্বাভ্যাম্। তস্য বৈকুণ্ঠস্য প্রদেশবিশেষা অসাধারণ-স্থানানি শ্রীমদযোধ্যা-দ্বারকাদীনি তেষু। যথোক্তং—'যা যথা ভুবি বর্তন্তে পুর্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদ্রিতাঃ॥' ইতি। সর্ব্বেষাং মুক্তানাং পঞ্চবিধভক্তানাং, বা-শব্দোঽত্র চিত্যাপূর্ত্যাভ্যুপগমে, বৈকুণ্ঠে তত্তদ্‌ভেদ-বিশেষস্যাপ্রসিদ্ধেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯। যদি বলা যায়, শ্রীবৈকুণ্ঠেরই স্থানবিশেষে সেই সমস্ত ভক্তের স্ব স্ব ভাব অনুরূপ তারতম্যবশতঃ শ্রীভগবৎশক্তিবিশেষ দ্বারা তত্তৎ ফল প্রাপ্তব্য হইবে; যদি তাহাই হয়, তথাপি শ্রীগোপীরমণের পাদপদ্ম-সম্বন্ধে তাদৃশ প্রেমবিশেষময় পরম অসাধারণ ভক্তগণের কোন একটি বিশেষ প্রাপ্যস্থান হউক,—ইহাই দুইটি শ্লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সেই বৈকুণ্ঠের প্রদেশ-বিশেষে অসাধারণ স্থান শ্রীমৎ অযোধ্যা, দ্বারকাদি ধাম বর্তমান এবং তত্তৎধামে সর্ববিধ ভক্তের অর্থাৎ পঞ্চবিধ মুক্তগণের স্থান হউক। এবিষয়ের প্রমাণ যথা,—পৃথিবীতে ভগবৎপ্রিয় যে সকল পুরী যে ভাবে বিরাজমান আছেন, সেই সেই লীলার জন্য আদৃত হইয়া বৈকুণ্ঠেও সেই সকল পুরী অবিকল তদ্রূপে অবস্থান করিতেছেন। স্কন্দপুরাণের এই বচনানুসারে বৈকুণ্ঠেও অযোধ্যা দ্বারকাদি অসাধারণ স্থান বিদ্যমান রহিয়াছেন; কিন্তু মূল শ্লোকের 'বা' শব্দটি চিত্তের অপূর্ণতা উদয়ে দিয়াছেন। কারণ, বৈকুণ্ঠে তত্তদ্ ভেদবিশেষ অপ্রসিদ্ধ। অর্থাৎ পরম অসাধারণ ভক্তগণের প্রাপ্য-সম্বন্ধে চিত্ত-পূর্তি লাভ করিতেছে না। যেহেতু, বৈকুণ্ঠে সেই সেই ভেদ-বিশেষ আছে বলিয়াও মনে হয় না।

২০। পরাং কাষ্ঠাং গতং তত্তদ্রসজাতীয়তোচিতম্।
অথাপি রাসকৃত্তাদৃগ্ ভক্তানামস্তু কা গতিঃ॥

মূলানুবাদ

২০। প্রত্যেক ভাবের সজাতীয়তার উপযুক্ত প্রত্যেক রসই পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তথাপি রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ রসিকভক্তগণের কি গতি হয়?

দিগ্দর্শিনী-টীকা

২০। নন্বেবং তারতম্যসিদ্ধ্যা কেষাঞ্চিৎ সুখং ন্যূনং স্যাৎ, তচ্চ ন সঙ্গচ্ছতে; যতো ভগবদ্ভক্তানাং বিশেষতো বৈকুণ্ঠগতানাং মুক্তেভ্যোঽধিকমহিমবতাং মোক্ষাদপি পরমমহত্তরমেব সুখং সর্ব্বেষামপ্যুচিতং স্যাৎ, তত্রাহ—পরামিতি। সুখস্যৈব বিশেষণম্, পরমমহত্তায়াশ্চরমসীমাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। এবঞ্চেত্তর্হি তারতম্যমসঙ্গতমিত্যত আহ—তত্তদিতি, তেষাং তেষাং সমবায়ো রসো ভাবস্তজ্জাতীয়ং তৎস্বভাবজং যত্তস্য সুখস্য ভাবস্তত্তা তস্যা উচিতম্ উপযুক্তমিত্যর্থঃ। স্বস্বরসানুসারেণ স্বস্বচিত্তে সর্ব্বেষামেব সুখস্য পরাকাষ্ঠা সম্পদ্যত এবেতি ভাবঃ। রাসকৃতঃ শ্রীগোপীরমণচরণকমলযুগলস্য তাদৃগ্ভক্তানাং সর্ব্বতঃ অসাধারণানাং পরমানির্ব্বচনীয়সহজপরমপ্রেমবিশেষময়ানামিত্যর্থঃ। কা গতিঃ কতরৎ প্রাপ্যমস্তু? এতদুক্তং ভবতি—ভবতু বা জ্ঞানভক্তেভ্যঃ শুদ্ধভক্তানাং ভজনানন্দগতো বিশেষঃ, এবং স্পর্দ্ধাসূয়াদিকারণে তারতম্যে সত্যপি ভক্তিস্বভাবেন পূর্ব্বমেব নিরাকৃতদুঃখশোকাদিহেতুমাৎসর্য্যাদিদোষাণাং ভক্তবদ্ভক্তানাং বৈকুণ্ঠগতানামন্যোন্যং পরমপ্রেম্ণাসক্তানাং নিরুপাধিং ভগবদ্ভজনসুখং (নিরুপাধিভগবদ্ভক্তিজং সুখং) সর্বেষাং যথাসম্ভবং সংপদ্যেতৈব; তথাপি শুদ্ধভক্তেভ্যো বৈকুণ্ঠবাসসুখাপেক্ষারহিতেভ্যো বিশেষঃ সর্বনিরপেক্ষাণাং প্রেমভক্তানাং পরমদাসবরাণাং তথা তদীয়সহজানুকম্পাবিশেষ-পাত্রাণাং প্রেমপরাণাং পরমসুহৃদ্বরাণাং তথা তদেকপ্রাণানাং প্রেমাতুরাণাং পরমবিচিত্রপ্রেমসম্বন্ধবদ্ধাত্মনাং কতমোঽন্যো বিশেষোঽস্তু? যদি বা স্কন্দপুরাণাদিদৃষ্ট্যা বচনপ্রামাণ্যেন বক্তব্যমিদম্, বৈকুণ্ঠ এবাযোধ্যাদ্বারকাদ্যাঃ পুর্য্যোঽত্রত্যা ইব তত্তৎপরিকরপরিবারযুতাস্তাদৃশেনৈব তত্তদীশ্বরেণ সহিতা বর্তন্তে। তত্রৈবাযোধ্যায়াং হনূমৎসদৃশা ভক্তাঃ শ্রীরঘুনাথং শ্রীসীতালক্ষ্মণাদিভিঃ সেব্যমানং

সদা নিরীক্ষ্যমাণাঃ পূর্ব্বদ্দাস্যসুখং নিজাভীষ্টং বহুধানুভবেয়ুঃ। তথা দ্বারবত্যাং শ্রীদেবকী-নন্দনং যথাপূর্ব্বং শ্রীবলরামানুজং শ্রীরুক্মিণীসত্যভামাদিবল্লভমর্জ্জুনসখং নিজগৃহেষু কদাচিদাগচ্ছন্তং শ্রীযুধিষ্ঠিরাদয়ঃ পরমসৌহৃদাদিনা ভজন্তস্তথা শ্রীযাদবাঃ শ্রীমদুদ্ধবানুগতং শ্রীযাদবেন্দ্রং নিখিলধনৈশ্বর্যজীবনাধিকতয়া বিচিত্রং সেবমানা নিরন্তর-বিবিধপ্রেমসন্ধপরম্পরয়া বহিরন্তঃপরমানন্দভরং যথেচ্ছং প্রাপ্নুয়ুঃ। পুরাত্র বর্তমানা যথা নিজপ্রিয়তমপ্রভুবরপাদপদ্মসেবানুকম্পাপ্রেমবিলাসসৌভাগ্যমলভন্ত, ইদানীং বৈকুণ্ঠেঽপি তথৈবেত্যেবং সতি মর্ত্যলোকসকাশাদ্ বৈকুণ্ঠেলোকে বিশেষস্যাভাবাদপি ন কোঽপি দোষঃ প্রসজ্জতে। যতঃ সর্ব্বদা সর্বত্রৈব তে তে ভগবতঃ পরমানুগ্রহবিষয়াঃ, অস্তু বা কশ্চিদ্বিশেষঃ, স তু পরমাপেক্ষিতাদ্-ভগবদ্বিশুদ্ধপ্রেমভজনানন্দসন্দোহাদধিকঃ সমোঽপি বা ন স্যাদতো নাতীবাদরণীয়ঃ। এবং সতি জ্ঞানভক্তানাং জ্ঞানগন্ধসম্বন্ধেন তাদৃশপ্রেমসম্পত্তিভরানুদয়াৎ বৈকুণ্ঠেঽপি তদনুরূপং মানসিকপ্রায়ং সুখম্; শুদ্ধভক্তানাঞ্চ ততোঽধিকং শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদিনা সর্বেন্দ্রিয়গতং মহাসুখম্; প্রেমভক্তানাঞ্চ ততোঽধিকতরং সততপ্রেমসন্দর্শন- সেবনবৈচিত্রীভির্বহিরন্তঃকরণাঙ্গগতং পরমসুখম্; প্রেমপরাণাঞ্চ ততোঽপ্যধিকতমং পরমোৎকণ্ঠাদর্শনলাভ-সখ্য-নর্মসৌহৃদাদিভিঃ সর্বাত্মগতং পরমমহাসুখম্; প্রেমাতুরাণাঞ্চ ততোঽপ্যধিকাধিকতমং বিচিত্রং নিরন্তরপ্রেম-সন্দর্শন-বিহার-ব্যবহারপরম্পরাভিরশেষাত্মপরিকরগতং তদতীতঞ্চ পরমোৎকৃষ্ট-মহাসুখম্। এবং সাধন-তারতম্যেন ফল-তারতম্যে সতি পরমমহাসুখবিশেষস্য পরমান্ত্যকাষ্ঠাময়ে বৈকুণ্ঠে কেষাঞ্চিদধিকতা, কেষামপি ন্যূনতা ন সঙ্গচ্ছত ইতি ন বক্তব্যম্। যতঃ পরমান্ত্যকাষ্ঠাং গতস্য পরমমহোৎকৃষ্টসাধনবিশেষস্যৈব পরমান্ত্যকাষ্ঠাং প্রাপ্তঃ পরমমহোৎকৃষ্টফলবিশেষঃ সম্পদ্যতে। স চ শ্রীগোপী-রমণচরণারবিন্দদ্বন্দ্ববিষয়ক তাদৃশপ্রেমবিশেষবতামেব, নান্যেষাম্। তদপেক্ষয়া পরেষাং সর্বেষামেব ন্যূনতৈব ঘটতে। তথাপি বৈকুণ্ঠলোকস্বভাবাত্তত্ভাববতাং স্ব-স্বহৃদয়ানুসারেণ তত্তদ্রসজাত্যনুরূপস্য সুখস্য পরাকাষ্ঠা সর্বেষামপি তেষাং সম্পদ্যত এব। এবং সত্যপি তেষাং শ্রীনন্দকিশোরচরণারবিন্দদ্বন্দ্ববিষয়ক-সহজতাদৃশপরমপ্রেমভরময়ানাং সর্বতোঽসাধারণানাং সর্বতোঽসাধারণমেব ফলমুপযুজ্যতে, তচ্চান্যৎ কতমত্তবত্বিতি পৃচ্ছেদিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০। যদি বলা যায়, পঞ্চবিধ ভক্তের এইরূপ তারতম্য বিচার-সিদ্ধ হওয়ায় কাহারও কাহারও সুখ ন্যূন হইতেছে? তাহা সঙ্গত হইতেছে না। যেহেতু, ভগবদ্ভক্তগণের বিশেষতঃ মুক্তগণ অপেক্ষাও অধিক মহিমাবান বৈকুণ্ঠগত

ভক্তগণের মোক্ষ হইতেও পরম মহত্তর সুখ সকলেরই উচিত হইতেছে। সেইজন্যই 'পরাং কাষ্ঠাং' ইত্যাদি বলিয়াছেন। এস্থলে 'পরা' শব্দ সুখের বিশেষণ, তাহার অর্থ—সেই সুখ পরম মহৎ বলিয়া চরম সীমাপ্রাপ্ত। যদি এপ্রকার হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের তারতম্য অসঙ্গত হয়, এইজন্যই 'তত্তৎ' আদি শব্দে বলিতেছেন—তাঁহাদের বা তাঁহাদের স্বভাব অনুসারে যে প্রকার রস বা ভাব, তাঁহাদের প্রত্যেকের পক্ষে ভাবানুসারে সেই প্রকার সুখ হওয়াই উচিত। ভাবার্থ এই যে, তাঁহাদের সকলেরই নিজের নিজের রস অনুসারে স্ব স্ব সুখের পরাকাষ্ঠা সম্পাদিত হয়। রাসলীলাকারী শ্রীগোপীরমণের চরণযুগলের তাদৃশ ভক্তগণের কি গতি? অর্থাৎ সর্বতো অসাধারণ পরম অনির্বচনীয় স্বাভাবিক প্রেমবিশেষময় ভক্তগণের গতি কি এবং তাঁহাদের প্রাপ্য স্থানই বা কি প্রকার? ইহাই বলা হইতেছে। জ্ঞানভক্ত হইতে শুদ্ধভক্তগণের ভজনানন্দ বিশেষত্ব হউক এবং স্পর্ধা, অসূয়াদি কারণে তাঁহাদের তারতম্যতার সম্ভাবনা নাই।

যেহেতু সাধনভক্তি অবস্থায় ভক্তি স্বভাবের দ্বারা দুঃখ-শোকাদি-হেতু মাৎসর্যাদি দোষ তাঁহাদের নিরাকৃত হইয়াছে। আর তাদৃশ বৈকুণ্ঠগত পরমপ্রেমে পরস্পর আসক্ত ভক্তদিগের অক্ষয় ভগবদ্ভজনসুখ সকলেরই যথাসম্ভব সম্পন্ন হইতেছে। তথাপি বৈকুণ্ঠবাস-সুখাপেক্ষা-রহিত শুদ্ধভক্ত অপেক্ষা সর্বনিরপেক্ষ প্রেমভক্ত পরমদাস-শ্রেষ্ঠগণের তথা তদীয় স্বাভাবিক বিশেষ অনুকম্পাপাত্র প্রেমপর পরম সুহৃদগণের, তথা তদেক-প্রাণ পরম বিচিত্র প্রেমসম্বন্ধবদ্ধাত্ম প্রেমাতুরগণের কোন একটি অন্য বিশেষ প্রাপ্য হউক। যদিও স্কন্দপুরাণাদির বচন দর্শনের দ্বারা ইহাই বক্তব্য হইতেছে যে, বৈকুণ্ঠেই অযোধ্যা-দ্বারকাদি পুরী, অত্রস্থিত অযোধ্যাদির ন্যায় তত্তৎ পরিকর-পরিবারযুক্ত এবং তাদৃশ ঈশ্বরগণের সহিত নিত্য বর্তমান আছেন; আর বৈকুণ্ঠগত অযোধ্যাতেও হনুমৎ সদৃশ ভক্তগণ শ্রীরামসীতা ও লক্ষ্মণাদির সহিত সদা সেব্যমান রহিয়াছেন এবং সেবা দর্শনাদি করিয়া পূর্ববৎ নিজাভীষ্ট দাস্যসুখ বহুপ্রকারে অনুভব করিতেছেন। সেইপ্রকার দ্বারাবতীতেও শ্রীবলরামানুজ শ্রীরুক্মিণী-সত্যভামাদিবল্লভ অর্জুনসখা শ্রীযাদবেন্দ্রনন্দন পূর্বের মত নিজগৃহে কদাচিৎ আগত হইলে শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি পরম সৌহৃদ্যাদির সহিত সেবা করেন। সেইরূপ শ্রীমৎ উদ্ধবানুগত শ্রীযাদবেন্দ্রকে শ্রীযাদবগণ নিখিল ধন-ঐশ্বর্য এবং জীবনের অপেক্ষা অধিকরূপে বিচিত্রভাবে সেবা করিয়া সর্বদা বিবিধ প্রেমসম্বন্ধ পরম্পরায় বাহিরে অন্তরে পরমানন্দভরে যথেচ্ছরূপে প্রাপ্ত হয়েন। এই ভৌম-দ্বারকাপুরীতেই তদানীন্তন প্রকটাবস্থায় যে প্রকারে নিজ প্রিয়তম প্রভুবরের পাদপদ্ম-সেবারূপ অনুকম্পা-প্রেমবিলাস আদি

দ্বারা সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন; ইদানীং বৈকুণ্ঠেও সেই প্রকার লাভ করেন। এই প্রকার হইলেও মর্ত্যলোক হইতে বৈকুণ্ঠলোকের বিশেষত্ব অভাব হইল, ইহাতে কোন দোষ আপতিত হইতেছে না। যেহেতু, সর্বদা সর্বত্র সেই সেই সেবা-বিলাসাদি প্রাপ্তি পরমানুগ্রহের বিষয়। যদি বৈকুণ্ঠে কিছু বিশেষত্ব থাকে থাকুক, তাহা পরম অপেক্ষিত বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম ভজনানন্দসন্দোহ হইতে অধিক বা সমান হউক বা কোন বিশেষত্ব না থাকুক, তাহা অতি আদরণীয় নয়। এই প্রকার হইলেও জ্ঞানভক্তগণের জ্ঞানগন্ধ-সম্বন্ধ থাকার জন্য তাদৃশ প্রেমসম্পত্তিভর উদিত না হওয়ায় বৈকুণ্ঠেও প্রায় তদনুরূপ মানসিক সুখ হইয়া থাকে, শুদ্ধভক্তগণের শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি দ্বারা তাহাদের (জ্ঞানীভক্তগণের) অপেক্ষা সর্বেন্দ্রিয়গত অধিক মহাসুখ লাভ হয়। প্রেমভক্তগণেরও শুদ্ধ ভক্তগণের অপেক্ষা সর্বদা প্রেম-সন্দর্শন, সেবন-বৈচিত্রীদ্বারা বাহ্য ও অন্তঃকরণগত অধিকতর পরম মহাসুখ হয়। আর প্রেমপরগণের পরমোৎকণ্ঠাতে দর্শনলাভ এবং সখ্য, নর্ম ও সৌহৃদ্যাদি দ্বারা তাঁহাদের হইতে অধিকতম সর্বাত্মগত পরম মহাসুখ হয় এবং প্রেমাতুরগণের নিরন্তর প্রেম-সন্দর্শন বিহার ব্যবহার পরম্পরা দ্বারাই অশেষ আত্ম-পরিকরগত ও তদতীত পরম উৎকৃষ্ট মহাসুখ প্রেমপরগণ অপেক্ষাও অধিকতমভাবে লাভ হয়। এই প্রকারে সাধনের তারতম্যবশতঃ ফলের তারতম্য হওয়াতে পরম বিশেষ সুখের পরমান্তকাষ্ঠাময় বৈকুণ্ঠে কাহারও অধিকতা, কাহারও ন্যূনতা হইতেছে, 'কিন্তু বৈকুণ্ঠে এইরূপ তারতম্য হওয়া সঙ্গত নয়।'—এই প্রকার বলিতে পার না। যেহেতু, পরাকাষ্ঠাগত পরম মহোৎকৃষ্ট সাধন বিশেষের পরমান্তকাষ্ঠাপ্রাপ্ত পরম মহোৎকৃষ্ট ফলবিশেষ অবশ্যই সম্পাদিত হইতেছে। শ্রীগোপীরমণচরণারবিন্দদ্বন্দ্ব বিষয়ের তাদৃশ বিশেষ প্রেমাবানগণের নিকট তাঁহাদিগের হইতে অপর সকলেরই ন্যূনতা ঘটিবে, তথাপি বৈকুণ্ঠ লোকের স্বভাব অনুসারে তত্তৎভাবযুক্ত ভক্তগণের স্ব স্ব হৃদয় অনুসারে তত্তৎজাতীয় ভাবানুরূপ সকলেরই সুখের পরাকাষ্ঠা সম্পাদিত হইতেছে। এই প্রকার হইলেও শ্রীনন্দকিশোরচরণারবিন্দদ্বন্দ্ব বিষয়ে স্বাভাবিক তাদৃশ প্রেমভরময় সর্বাপেক্ষা অসাধারণ ভক্তগণের সর্বাপেক্ষা অসাধারণ ফলপ্রাপ্তি উপযুক্ত হইতেছে।

তাহা কি প্রকার?— ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

সারশিক্ষা

২০। পঞ্চবিধ ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবের জাতিভেদ অনুসারে ভগবৎ সেবাসুখ লাভ করেন। কিন্তু তাহা হইলেও যে ভক্ত যে জাতীয় ভাবের মধ্য দিয়া ভগবৎ

সেবা করেন, তিনি সেই জাতীয় ভগবৎসুখ লাভ করেন এবং তাহাই তাঁহার পক্ষে মহত্ত্বের চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান প্রেমাধীন, অতএব যাঁহার যেমন প্রেম, শ্রীভগবান তাঁহার সেই রকমই অধীন। গঙ্গা হইতে জল আনিতে হইলে যাহার যেমন পাত্র, সে সেই পরিমাণে জল আনিতে পারে। জ্ঞানিভক্তের ভক্তিমহিমাদিজ্ঞান-সহকৃত ভগবৎসেবা বলিয়া সম্যক্ প্রেমসম্পত্তির উদয় হয় না, সুতরাং বৈকুণ্ঠেও প্রায় তদনুরূপ মানসিক সুখই হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্তের মহিমাজ্ঞানাদির কোন আবরণ না থাকায় সর্বেন্দ্রিয়গত সান্দ্রসুখের উদয় হয়। এইরূপে উত্তরোত্তর শ্রীভগবৎসেবাসুখের বিশেষত্ব ঘটিয়া থাকে; কিন্তু প্রত্যেকেই মনে করেন, তাঁহাদের সুখই পরম পরকাষ্ঠা।

এই যে পরকাষ্ঠা প্রাপ্ত সুখের যে অনন্ত বিচিত্রভাব সকল আছে, তাহারা সুখের পূর্ণতা সাধন করিবার নিমিত্ত অনেকস্থলে পরস্পর ন্যূনতাধিক্য ভাবাপন্ন হয় এবং এই অসম ভাবসমূহ কোন স্থলে স্নেহাত্মক, কোন স্থলে বা তদ্বিপরীত ভাবাত্মক। জড়ীয় দ্বেষাদিভাব যেরূপ হেয়, মায়িক মনোবৃত্তি মাত্র, ইহা সেরূপ নয়। কেননা, সাধন ভক্তির অবস্থায় সাধকের সমুদয় কষায়-দোষ তিরোহিত হইয়া যায়। বৈকুণ্ঠে সিদ্ধভক্তগণের মধ্যে সেই দোষ থাকিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে যে ভাবের তারতম্য দেখা যায়, উহা প্রেমের বা পরমানন্দের বিকার-বৈচিত্র্য মাত্র। রসসমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় সমুদ্রকে স্ফীত করে। 'যার যেই ভাব হয় সেই সর্বোত্তম। তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তরতম॥'

শ্রীবৈকুণ্ঠের অধীশ্বর শ্রীনারায়ণ এবং তাঁহারই মৎস্য কূর্মাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ নিজ নিজ পরিকরের সহিত বিহার করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বৈকুণ্ঠ আছেন, সুতরাং সেই মহাবৈকুণ্ঠে অনন্ত বৈকুণ্ঠের স্থিতি। এই মহাবৈকুণ্ঠকে পরব্যোম শব্দেও অভিহিত করা হয়। এস্থলে 'বৈকুণ্ঠ' বলিতে মহাবৈকুণ্ঠ বা পরব্যোমই বুঝিতে হইবে। আর প্রত্যেক ভগবৎপুরীর বৈকুণ্ঠ ও পৃথিবীতে যুগপৎ উভয়ত্রই স্থিতির কথাও উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে ভগবৎপ্রিয়া যে সকল পুরী, যেভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেই সেই লীলার জন্য আদৃত হইয়া বৈকুণ্ঠেও সেই সেই পুরী যথাযথরূপে অবস্থান করিতেছেন। স্কন্দপুরাণের এই বচনানুসারে স্থির হইয়াছে যে, পৃথিবীতে যে সমস্ত লীলাস্থান বিদ্যমান আছেন, বৈকুণ্ঠেও সেই সকল স্থান আছেন।

এতএব পঞ্চবিধ ভক্তের প্রাপ্তিস্থান শ্রীবৈকুণ্ঠ হইলেও বা স্থানগত সুখপ্রাপ্তির তারতম্য না থাকিলেও ভাবগত তারতম্য অনুসারে কেহ কেবল মনসানন্দ

উপভোগ করেন। আর শ্রীঅম্বরীষাদির ন্যায় শুদ্ধভক্তগণ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণাদি ভজনসুখ শ্রীনারায়ণের সমীপে লাভ করেন। প্রেমভক্ত শ্রীহনুমানাদি বৈকুণ্ঠের ঊর্ধ্বদেশে শ্রীঅযোধ্যাপুরীতে শ্রীরামচন্দ্রের সেবাসুখ লাভ করেন। প্রেমপর শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি বৈকুণ্ঠের প্রদেশবিশেষ শ্রীঅযোধ্যারও ঊর্ধ্বদেশে অবস্থিত শ্রীদ্বারকা প্রভৃতি ধামে শ্রীযাদবেন্দ্র কর্তৃক এবং প্রেমাতুরভক্ত শ্রীউদ্ধবানুগত যাদবগণ শ্রীদ্বারকাপুরে শ্রীরুক্মিণীবল্লভ শ্রীযাদবেন্দ্রের সেবাসুখ লাভ করেন।

এই সকল ভক্তগণের ভৌম দ্বারকা ও অযোধ্যা প্রভৃতি ভগবৎধামে যে প্রকার সুখ লাভ হয়, বৈকুণ্ঠেও তাদৃশ সুখলাভ হয়; ভৌমধাম ও বৈকুণ্ঠস্থ ধামভেদে ভজনানন্দের কোন বিশেষত্ব নাই।

শ্রীভগবান যেরূপ একসময়ে বহুরূপে প্রকাশ পাইতে পারেন, শ্রীভগবৎধামেরও সেইরূপ সামর্থ্য আছে। এজন্য ঊর্ধ্ব ও অধোলোকে যে কোন ভগবদ্ধামের স্থিতি বিরুদ্ধ হইতেছে না। ভগবৎধাম বিভু বা সর্বব্যাপক বলিয়া আবির্ভাব জন্য দ্বিতীয় বস্তু কল্পনার অবসর নাই। ঊর্ধ্বলোকে অর্থাৎ পরব্যোমে বিরাজমান ধামই অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে এই পৃথিবীতেও বিদ্যমান আছেন। অতএব পৃথিবীস্থিত শ্রীধাম ও পরব্যোমের শ্রীধাম পৃথক নহেন—একই ধামের উভয়ত্র স্থিতি। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

প্রকৃতির পারে পরব্যোম নামে ধাম।
শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্॥
সর্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম॥
সর্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম।
উপর্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায়॥

২১। যে সর্ব-নৈরপেক্ষ্যেণ রাধাদাস্যেচ্ছবঃ পরম্।
সংকীর্তয়ন্তি তন্নাম তাদৃশপ্রিয়তাময়াঃ॥

২২। অন্যেষামিব তেষাঞ্চ প্রাপ্যঞ্চেদ্ হৃন্ন তৃপ্যতি।
অহো নন্দযশোদাদের্ন সহে তাদৃশীং গতিম্॥

মূলানুবাদ

২১-২২। যাঁহারা সর্বপ্রকার সাধ্য-সাধনে অপেক্ষারহিত ও তাদৃশ প্রেমের সহিত সতত কেবল শ্রীরাধিকার দাস্যকামনায় তাঁহার নামসংকীর্তন করেন, তাঁহাদিগের প্রাপ্য যদি অন্য সাধারণ ভক্তগণের সহিত সমান হয়, তবে আমাদিগের হৃদয় তৃপ্তিলাভ করে না। অহো! নন্দাদি গোপগণের ও যশোদাদি গোপীগণের তাদৃশী গতি কদাচ সহ্য করিতে পারি না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২১। অসাধারণ্যমেব তদ্ দর্শয়িতুং তান্ বিশিনষ্টি—যে ইতি। সর্বেষু তেষাং তেষাং তেষু তেষু সাধন-সাধ্যাদিষু নৈরপেক্ষ্যেণ অপেক্ষারাহিত্যেন পরং কেবলং শ্রীরাধায়ঃ শ্রীমন্মদনগোপালদেবস্য পরমমহাপ্রিয়তমায়া দাস্যস্য দাসীভাবস্যেচ্ছবঃ। শ্রীরাধিকায়া দাস্যো ভবামেত্যভিলাষিণ ইত্যর্থঃ। তল্লাভেনৈব সুতরাং সর্বস্য নিজবাঞ্ছিতস্য তদতীতস্য চ স্বতঃ সংসিদ্ধেঃ। তস্য সর্বাসাধারণস্য পরমমহাফলস্য প্রাপ্তৌ তদুচিতং সর্বাসাধারণং পরমমহাসাধনং নির্দিশতি—সংকীর্তয়ন্তীতি। তস্য শ্রীরাসরসিকস্য নাম যে সম্যক্ সুস্বরং গাথাবদ্ধাদিনোচ্চৈ-গায়ন্তীত্যর্থঃ। তাদৃশী সর্বতোঽসাধারণী পরমমহত্তা পরমাস্ত্যকাষ্ঠাং প্রাপ্তা অনির্বচনীয়া স্বাভাবিকী যা প্রিয়তা প্রেম তন্ময়াস্তদেকাত্মকাঃ সন্তঃ; তস্যৈব বা লক্ষণং তন্নাম সংকীর্তয়ন্তীতি॥

২২। ননু দ্বারকাদিবচ্ছ্রীমথুরাপুর্য্যপি বৈকুণ্ঠ এবাস্তু। তত্রৈব গোকুলে যাদবাদিবদেতেঽপি যথেচ্ছং নিজপ্রভুণা সহ বিহরন্তো যথা পাণ্ডবেভ্যোযাদবাস্তথা যাদবেভ্যোঽপ্যধিকাধিকং সুখং নিজসাধনানুরূপমনুভবন্তু নাম। তত্রাহ—অন্যেষামিতি পাণ্ডব-যাদবাদীনমিব। অপ্যর্থে চকারঃ। তেষাং শ্রীরাসকৃত্তাদৃগ্‌-ভক্তানামপি প্রাপ্যং ফলমস্তু ইতি চেৎ যদ্যেবং বক্তব্যমিত্যর্থঃ, তথাপি মম হৃন্মানসঃ ন তৃপ্যতি, ন পরিতুষ্যতি। প্রায়ঃ সাধারণ্যস্যৈবাপত্তেঃ॥ ভবতু বা শ্রীগোপীনাথপাদপদ্মপরমপ্রসাদ-প্রভাবেণ সংসাধিততৎপ্রেমমহাসিদ্ধীনাং তাদৃশী গতিঃ সোঢ়ব্যা। তথা তেষাং শ্রীনন্দাদীনাং গোপানাং শ্রীযশোদাদীনাং চ গোপীনাং তদনুবর্তিনামন্যেষামপি ব্রজজনানাং নিত্যানিত্যতাদৃশপরমমহাপ্রেমপরমাস্ত্যকাষ্ঠায়াং তাদৃশমেব প্রাপ্যং কদাপি সোঢুং ন শক্নোম্যসঙ্গতত্বাদিত্যাহ—অহো ইতি।

পূর্বোক্তস্য বলাদভ্যুপগমে খেদে বা। নন্দো যশোদা চাদির্যস্য গোপগোপীগণস্য ব্রজজনস্য বা তস্য। তাদৃশীং তত্তৎসদৃশীং গতিং প্রাপ্যং ন সহে; মহতামল্পানাঞ্চ সাম্যাপত্তেরনৌচিত্যাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১। সেই অসাধারণ ভক্তগণের গতি প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহাদের বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতেছে। যাঁহারা পূর্বোক্ত (পঞ্চবিধ ভক্তগণের) সর্বপ্রকার সাধন-সাধ্যাদির সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল শ্রীরাধিকার অর্থাৎ শ্রীমন্মদনগোপাল-দেবের পরম মহাপ্রিয়তমা শ্রীরাধাদাস্য লালসা অর্থাৎ 'আমি শ্রীরাধিকার দাসী'—এই অভিলাষমাত্র করেন, সুতরাং তল্লাভেই নিজের সর্বসিদ্ধি বা বাঞ্ছাতীত সম্যক্ ফল স্বতঃই সংসিদ্ধ হইবে, তাঁহাদের সেই সর্ব অসাধারণ পরম মহাফল লাভের জন্য তদুচিত সর্ব-অসাধারণ পরম মহাসাধন নির্দেশ করিতেছেন—'সংকীর্তয়ন্তি'। যাঁহারা সেই রাস-রসিকের নামসমূহ সম্যক্ সুস্বরে গান করেন অর্থাৎ গাথা বা গীতাদিছন্দে সুস্বরে সম্যক্‌ভাবে সংকীর্তনে রত এবং তাদৃশ প্রেমময়ভাবে অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অসাধারণ পরম মহিমার পরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত অনির্বচনীয় স্বাভাবিকী প্রেমময়ভাবে অর্থাৎ কেবল একমাত্র প্রেমাত্মক হইয়া নামসংকীর্তন করেন, তাঁহাদিগের গতি অন্য ভক্তগণের গতির ন্যায় হইলে তাহাতে আমাদের হৃদয় তৃপ্তিলাভ করে না।

২২। যদি বলা যায়, দ্বারকাদির ন্যায় বৈকুণ্ঠেও সেইরূপ শ্রীমাথুরমণ্ডল বিদ্যমান আছেন, সুতরাং সেই মথুরাপুরীর শ্রীগোকুলে রাসরসিকের ভক্তগণ নিজ প্রভুর সহিত যথেচ্ছ বিহার করুন। যেমন পাণ্ডবগণ অপেক্ষা যাদবগণ নিজ সাধনানুরূপ অধিকাধিক সুখ অনুভব করেন, সেইরূপ এই রাসরসিকের ভক্তগণও সেই শ্রীবৈকুণ্ঠস্থিত শ্রীমথুরা-গোকুলে নিজ সাধনানুরূপ ফল প্রাপ্ত হউন। যদিও সেইরূপ সর্বোত্তম সুখলাভ শ্রীরাসবিহারীর রসিক ভক্তগণের প্রাপ্য বস্তু, তথাপি আমার মন তৃপ্তি লাভ করিতেছে না, তাহা প্রায়শঃ সাধারণ সুখেই পর্যবসিত হইতেছে।

যদি তাহাই হয়, অথবা শ্রীগোপীনাথপাদপদ্মপরমপ্রসাদ প্রভাবের ফলে তাদৃশ প্রেমমহাসিদ্ধগণের সেই প্রকার গতি সংসাধিত হয়, হউক; কিন্তু শ্রীনন্দাদি গোপগণের এবং শ্রীযশোদাদি গোপীগণের এবং তাঁহাদের অনুগত ব্রজলোকের নিত্য নিত্য তাদৃশ পরম মহাপ্রেমপরমান্তকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মহৎগণের তাদৃশী গতি কদাচ সম্ভব হয় না। অর্থাৎ অন্যান্য ভক্তগণের প্রাপ্য সাধারণ ফল কদাপি সহ্য করিতে পারি না। এই নিমিত্ত 'অহো' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

২৩। বিবিধানাং মহিম্নাং হি যত্র কাষ্ঠাঃ পরাঃ পরাঃ।
কোটীনাং পর্য্যবস্যান্তি সমুদ্রে সরিতো যথা॥

মূলানুবাদ

২৩। সরিৎসকল যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করে, তদ্রূপ গোপ-গোপীগণের অপরিমিত বিবিধ মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা পর্যবসিত হয়।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৩। তত্র হেতুমাহ—বিবিধানামিতি সৌন্দর্য-মাধুর্য-বৈদগ্ধ্যাদিসম্বন্ধিনাং তথা ধর্মার্থ-কাম-বৈরাগ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভক্তি-প্রেমাদিসম্বন্ধিনাং চ নানাপ্রকারাণাং মহিম্নাং মাহাত্ম্যানাম্; পরাঃ পরাঃ পরমান্ত্যা ইত্যর্থঃ। কোটীনামপরিমিতানাং বিবিধত্বঞ্চ মহিম্নাং প্রত্যেকং নানারূপত্বাদ্ দ্রষ্টব্যম্। যত্র যস্মিন্ শ্রীনন্দাদৌ পর্যবস্যান্তি প্রবিশন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, পর্যবসানং প্রাপ্নুবন্তি। তেষাং মহিম-বোধনায়েবান্যেষাং তত্র তত্র মহিমবর্ণনাৎ মহিম্নাম্ অনন্যগতিকত্বেযথাকথঞ্চিৎ অবশ্যং তত্রৈব পর্যবসানে চ দৃষ্টান্তঃ—সমুদ্র ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩। তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন, যাঁহাদিগের সৌন্দর্য-মাধুর্য-বৈদগ্ধ্যাদি সম্বন্ধীয় অনন্ত বৈচিত্রী এবং ধর্মার্থ-কাম-বৈরাগ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভক্তি-প্রেমাদি সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার মহিমা পরমান্তসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাঁহাদের আশ্চর্যপূর্ণ মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা সতত কৃষ্ণঘনানন্দ সিন্ধুকে কোটি কোটি গুণে সতত উদ্বেলিত ও উল্লসিত করিতেছে; তাঁহাদের এই মহিমাসিন্ধুর নিকট সর্ববিধ সাধ্যগণ অনন্যাগতিপ্রযুক্ত সরিৎবৎ দৃষ্টান্তিত হয়।

সারশিক্ষা

২৩। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব এবং ধাম, ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান কিংবা উপাস্য-উপাসনা বিষয়ে সম্যক্‌জ্ঞান অর্থাৎ সর্বপ্রকার সাধ্য-সাধনাদির পরিজ্ঞান, একমাত্র ব্রজবাসী, ব্রজধাম ও ব্রজের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের লীলার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রজতত্ত্বজ্ঞানের ভিতরে সমস্তই বিদ্যমান আছে।

২৪। তদর্থমুচিতং স্থানমেকং বৈকুণ্ঠতঃ পরম্।
অপেক্ষিতমবশ্যং স্যাত্তৎ প্রকাশ্যোদ্ধরস্ব মাম্॥

মূলানুবাদ

২৪। শ্রীনন্দ-যশোদাদি ব্রজবাসিগণের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ হইতে পরমোৎকৃষ্ট কোন একটি স্থান অপেক্ষিত হইতেছে এবং তাহা অবশ্যই আছে। অতএব তাহা প্রকাশ করিয়া আমাকে বিষাদ-সিন্ধু হইতে উদ্ধার কর।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৪। উপসংহরতি—তদর্থমিতি। শ্রীনন্দ-যশোদাদিনিমিত্তং বৈকুণ্ঠতঃ পরমন্যদুৎকৃষ্টং বা। উচিতমিতি, শ্রীনন্দাদেস্তত্তল্লোকস্য সমুচিতসুখভোগায় ভগবতস্তস্য তত্তদৈশ্বর্যগন্ধাস্পৃষ্টং গোরবদৃষ্ট্যজুষ্টং তৎপ্রেমর্ধিত্রুটিকরদোষ-সম্বন্ধাদুষ্টং জ্ঞানসংভিন্নহৃদয়াদৃষ্টং প্রেমভক্তজনমনোhভীষ্টং লৌকিকরীত্যনুসারি-লোকাতিলোকোত্তর-প্রেমরসাবিষ্টসংহৃষ্টতৎপ্রেষ্ঠ- জনবর্গমৃষ্টং পরমানির্বচনীয়-মহানন্দরসবিশেষপরিপুষ্টং সর্বতো মিষ্টাতিমিষ্টং সর্বতোhত্যুৎকৃষ্টং মধুরমধুরবিবিধপরমমহত্তাভরচরমতরকাষ্ঠাবিশিষ্টং শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দমকরন্দ-রসাস্বাদনপরমনিষ্ঠা-সদা-সন্তুষ্ট-শ্রীনারদৈক-বীণারহোঘুষ্টং পরমযোগ্যমিত্যর্থঃ। স্থানমেকমদ্বিতীয়মবশ্যমেবাপেক্ষিতমাদৃতং স্যাৎ তচ্চাবশ্যমেবাস্তি, পরম-রহস্যত্বান্ময়াল্পবুদ্ধ্যা ন জ্ঞায়তে। তেন চ মুহাশোকসাগরে সংশয়তরঙ্গমালিনি ভ্রমমহাবর্তভীষণে নিমগ্নাhস্মি। অতস্তৎস্থানং ত্বং প্রকাশ্য বাগ্‌বৃত্ত্যাভিব্যজ্য শোকসাগরান্মামুদ্ধরেত্যর্থঃ। যদ্যপি পৃথিব্যাং সর্বস্থান মূর্দ্ধন্যতমা ভগবতী শ্রীমথুরৈব শ্রীনন্দাদীনাং তেষাং নিজপ্রভুণা তেন সহ তত্তৎক্রীড়াসুখবিশেষ-সম্পাদকং পরমযোগ্যং স্থানং বিরাজতে, তথাপ্যস্যাং প্রপঞ্চান্তর্গতত্বেন তথা বহির্দৃষ্ট্যা অত্রত্যানামর্বাচীনানাং দেহবিকারাদ্যবকলনেন চ মায়িকত্বপ্রসঙ্গাশঙ্কয়া কিম্বা শ্রীবৈকুণ্ঠাদাবিবাস্যাঃ প্রাপ্তিমাত্রেণৈব সর্বেষু উক্তপ্রকারকপরমফলাসিদ্ধেঃ; সাক্ষাৎ-পরমপুরুষার্থরূপতাহান্যাশঙ্কয়া, অথবা মর্ত্যলোকান্তর্গতত্বেন ব্রহ্মাণ্ডনাশে ত্রিলোকীনাশে চ প্রাপ্তেহন্যস্থানবদস্যা অপি তিরোভাবমাশঙ্ক্যৈতদনাদরাত্তেষাং প্রাপ্যত্বেন স্থানান্তরপ্রশ্ন ইতি জ্ঞেয়ম্। অতএবাগ্রে প্রশ্নোত্তরতয়া তেষাং প্রাপ্যে শ্রীগোলোকে কথিতেhপি পশ্চাত্তস্মিন্নিবাস্যামপি শ্রীভগবদ্‌বিহারাদিকং তথৈব বক্ষ্যতে। তত্র চ যদ্যপি প্রপঞ্চান্তর্গতত্বেনাপি শ্রীভগবত ইব তৎসেবকাদীনামিব চ

তদীয়প্রিয়তমাক্রীড়রূপায়া অস্যা মায়িকত্বপ্রসঙ্গো ন ঘটত এব, যথাত্রৈব শ্রীনারদেন বক্ষ্যতে—'নানাবিধাস্তস্য পরিচ্ছদা যে, নামানি লীলাঃ প্রিয়ভূময়শ্চ। সত্যানি নিত্যান্যখিলানি তদ্ব,-দেকান্যনেকানি চ তানি বিদ্ধি॥' ইতি। যচ্চ অর্ব্বাচীনানাং বহির্বিকারাদিকং লোকৈর্দৃশ্যতে, তচ্চাভক্তজনবঞ্চনার্থঃ নিজভক্তগণহর্ষণার্থঞ্চ। যথা পরমানন্দঘনমূর্ত্তিশ্রীভগবদ্দর্শন-বিশেষেhপ্যভক্তানাং সুখানুদয়াদি। এতচ্চাগ্রে তপোলোকে ব্যক্তং ভাবি। এবং পরমগোপ্যত্বেন মহান্ গুণবিশেষ এব পর্যবস্যতি। ইত্থং সর্বথা প্রলয়েhপি তন্নাশো নাস্ত্যেব। বিশেষতো জগৎসংহারক-কালাত্মক-শ্রীসুদর্শনচক্রোপরি বর্তমানত্বাচ্চাস্যাং কালভয়ং কদাচিদপি ন ঘটত ইতি তত্তদাশঙ্কাপি ন প্রসজ্যেতৈব; তথাপি পরমনিগূঢ়ত্বেন সর্বলোকেষু দ্রুতং তস্যাস্তাদৃশমাহাত্ম্যবিশেষাস্ফূর্তের্নিত্য শ্রীভগবৎপ্রকটক্রীড়াবিশেষাদ্যশ্রবণাচ্চ, তথা প্রশ্ন ইতি মন্তব্যম্। অতএব শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যানুভবানন্তরমেবাস্যা অপি তাদৃশমাহাত্ম্যানুভবো ভবেদিতি বক্ষ্যতি। কিন্তু শ্রীগোলোকতোhপি কদাচিদস্যা মাহাত্ম্যমধিকং শ্রীনারদোক্ত্যাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। যৎকালবিশেষে নিজাখিলরূপাদিভিঃ সহান্যত্রালভ্যসুখক্রীড়াবিশেষার্থমস্যাং শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়মবতরতীতি। কেবলং ব্রহ্মাণ্ডস্য ত্রিলোক্যা বা নাশে অস্যা অন্তর্ধানাৎ শ্রীগোলোকেন সহৈক্যাপত্তের্বা চক্রোপরিবৃত্তের্বা যথাস্থানাবস্থিত্যভাবেনান্যাদৃশতয়ৈব যথাপূর্বমস্যাং ক্রীড়াবিশেষো ন সম্পদ্যত ইত্যতস্তদানীং তৎসদৃশ-শ্রীগোলোক এব শ্রীভগবান্ অসঙ্কোচং সুখং বিহরতীতি বোদ্ধব্যম। অতএব হি তস্য পরমপ্রাপ্যত্বঞ্চ সিধ্যতি। কদাচিচ্চ শ্রীনারদোক্তরীত্যাস্যা এব তাতোhপি পরমং মাহাত্ম্যং সম্পদ্যতে। এবমপ্যনয়োঃ স্থানয়োরভেদাদেকস্যাপি সম্পন্নং সদ্দ্বয়োরপি তৎপর্যবস্যতীত্যেবং সর্বমনবদ্যমিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪। 'তদর্থ' ইত্যাদি শ্লোকে উপসংহার করিতেছেন। শ্রীনন্দ-যশোদাদির নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ হইতে অন্য একটি পরমোৎকৃষ্ট স্থান উচিত হইতেছে এবং তাঁহাদিগের সমুচিত সুখভোগের নিমিত্ত শ্রীভগবানের তত্তৎ ঐশ্বর্যগন্ধ-অস্পৃষ্ট গৌরবদৃষ্টি-বিবর্জিত, তাঁহাদিগের প্রেমরূপ সম্পত্তির শৈথিল্যকারক-দোষ-গন্ধশূন্য জ্ঞানসংভিন্ন হৃদয়ের অদৃষ্ট, প্রেমিক ভক্তগণের মনোভীষ্ট লৌকিক রীতি অনুসারী লোকাতিলোকোত্তর প্রেমরসাবিষ্ট-সংহৃষ্ট তাঁহার প্রিয়গণ-সেবিত পরম অনির্বচনীয় মহানন্দরসবিশেষ-পরিপুষ্ট, সকল হইতে মিষ্টাতিমিষ্ট, সকল প্রকার উৎকৃষ্টেরও উৎকৃষ্ট, মধুর মধুর বিবিধ পরমমহিমাভর চরমসীমাবিশিষ্ট,

শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ-মকরন্দ রসাস্বাদন-পরম নিষ্ঠা ও সদাসন্তুষ্ট শ্রীনারদের বীণাগীতে যাহার রহস্য উদ্ঘাটিত, পরমযোগ্য এক অদ্বিতীয় স্থান অবশ্যই অপেক্ষিত বা আদৃত হওয়া উচিত এবং তাহা অবশ্যই থাকাও সম্ভব, কিন্তু তাহা পরমরহস্যময় স্থান বলিয়া অল্পবুদ্ধির দ্বারা জানিতে পারিতেছি না, তাহাতেই আমি সংশয়-তরঙ্গমালা-সমাকুল ভ্রমরূপ মহা আবর্তপূর্ণ ভীষণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। অতএব সেই স্থানের কথা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া আমাকে সেই বিষাদ-সিন্ধু হইতে উদ্ধার কর। যদ্যপি এই ভূমণ্ডলেই সর্বশীর্ষস্থানীয় ভগবতী শ্রীমথুরা বিরাজ করিতেছেন এবং যাহা শ্রীনন্দাদিব্রজবাসীগণের নিজ প্রভুর সহিত তত্তৎ ক্রীড়াসুখ বিশেষের সম্পাদক পরমযোগ্য স্থান হইতেছে। তথাপি উহা প্রপঞ্চান্তর্গত বলিয়া অজ্ঞ জনের সম্বন্ধে মায়িকত্বের আশঙ্কা থাকায় কিম্বা শ্রীধামবাসীগণের দেহবিকারাদি দৃষ্টিহেতু শ্রীবৈকুণ্ঠাদির ন্যায় প্রাপ্তিমাত্র পরম ফল সিদ্ধির অদর্শন-হেতু সাক্ষাৎ পরম পুরুষার্থতার হানি আশঙ্কা করিয়া অথবা মর্ত্যলোকের অন্তর্গত মনে করিয়া ব্রহ্মাণ্ডনাশে ধাম-নাশের আশঙ্কা থাকায়, অথবা পরম নিগূঢ়ত্ব-হেতু সত্বর শ্রীবৈকুণ্ঠাদির ন্যায় মাহাত্ম্যবিশেষের স্ফূর্তির আশঙ্কা থাকায় এবং নিত্য ভগবৎ-প্রকট লীলা বিশেষাদির অশ্রবণ-হেতু উক্ত প্রকার আশঙ্কা বা জিজ্ঞাসার উদয় হয়, জানিতে হইবে। এইজন্য অগ্রে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা শ্রীনন্দাদির প্রাপ্যস্থান শ্রীগোলোকের বিষয় বর্ণিত হইবে; কিন্তু তাহা বর্ণিত হইলেও পশ্চাৎ তাহার ন্যায় এই ভৌম মথুরারও শ্রীভগবৎ বিহারাদির আধিক্য প্রতিপন্ন হইবে। তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদিও ঐ ধাম প্রপঞ্চান্তর্গত, তথাপি শ্রীভগবানের ও তাঁহার সেবকাদির ন্যায় তদীয় অতি প্রিয়তমা লীলারূপা বলিয়া ঐ ধামের মায়িকত্ব-প্রসঙ্গ কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। এই স্থলেও শ্রীনারদ-বাক্যে সেই স্থানের অপ্রাকৃতত্ব বা নিত্যত্ব অনায়াসেই প্রতিপাদিত হইতেছে। যথা, —শ্রীভগবানের নানাবিধ পরিচ্ছদ এবং তাঁহার নাম, লীলা ও প্রিয়তম ক্রীড়াভূমি আদি যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় তাঁহার ন্যায় নিত্য, সত্য ও বিভুবস্তু। অর্থাৎ এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। অতএব এই ভৌম মথুরামণ্ডলও নিত্য সত্য ও বিভুবস্তু। তবে অর্বাচীন অর্থাৎ আধুনিক ব্যক্তিগণ বাহ্য দেববিকারাদি যাহা দেখিয়া থাকে, তাহা অভক্তজন বঞ্চনের নিমিত্ত এবং নিজ ভক্তগণের হর্ষবর্ধনার্থ। যেমন প্রকটকালে পরমানন্দঘনমূর্তি শ্রীভগবানের দর্শনেও অভক্তগণের সুখের উদয় হয় না বা তাঁহার মহিমা অনুভব হয় নাই, সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অগ্রে তপোলোক বর্ণনে তাহা ব্যক্ত হইবে। অতএব ইহা পরম গোপনীয় বলিয়া ঐ প্রকার অভক্ত-বঞ্চন মহাগুণেই পর্যবসিত হইতেছে। ইহা

সর্বথা নিত্য এমন কি প্রলয়েও তাহার নাশ নাই। বিশেষতঃ জগৎসংহারক কালস্বরূপ শ্রীসুদর্শন চক্রের উপরে শ্রীমথুরা বর্তমান থাকায় তাহাতে কদাচ কালভয় সংঘটিত হয় না, সুতরাং কালের আশঙ্কা সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই হইতে পারে না। তথাপি পরম নিগূঢ় বলিয়া সর্বলোকের মধ্যে অনুপদ্রুত শ্রীমথুরার তাদৃশ মাহাত্ম্যবিশেষ স্ফূর্তি না হওয়ায় এবং সেইস্থানে নিত্য ভগবৎক্রীড়াবিশেষাদির অশ্রবণ-হেতু এইরূপ প্রশ্ন উপপন্ন হইতেছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্য অনুভবের পর ইঁহারও তাদৃশ মাহাত্ম্য অনুভব হইবে—ইহাই বলিতেছেন। কিন্তু শ্রীগোলোক হইতেও ইঁহার কোন্ কোন্ মাহাত্ম্য অধিক, তাহা শ্রীনারদের বাক্যে পরে প্রকাশিত হইবে। যেহেতু, কালবিশেষে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র-অলভ্য সুখক্রীড়াবিশেষের জন্য নিজ অখিলরূপাদি সহ ঐ স্থানে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কেবল ত্রিলোকের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডনাশ সময়ে (মহাপ্রলয়ে) লোকচক্ষুর অন্তরালে এই ধাম প্রকটই থাকেন। অর্থাৎ অন্তর্ধান শক্তিপ্রভাবে শ্রীগোলোকের সহিত ঐক্যাপত্তি-হেতু সুদর্শন চক্রোপরি স্থাপিত হওয়ায় যথাস্থানেই অবস্থিত থাকেন। অথবা স্বীয় অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে যথাস্থানেই প্রকট থাকেন; কিন্তু অন্যের অদৃশ্যতাবশতঃ এই ভৌমব্রজে পূর্বের ন্যায় শ্রীভগবানের ক্রীড়াবিশেষ সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না, প্রত্যুত শ্রীভগবান নিজ পরিকরসহ নিত্যই বিহার করেন। অথবা তৎসদৃশ শ্রীগোলোকে শ্রীভগবান অসঙ্কোচে বিহার করিয়া থাকেন। সেইজন্য শ্রীগোলোকেরই পরমপ্রাপ্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। কদাচিৎ ইহা অপেক্ষাও এই ভৌম ব্রজমণ্ডলের পরমমাহাত্ম্য শ্রীনারদোক্ত রীতিতে স্থাপিত হইবে। এই প্রকারে এই দুইটি স্থানের অভেদের দ্বারা একত্ব সম্পন্ন হইতেছে। অতএব গোলোক ও ভৌমব্রজের অভেদ-হেতু একস্থানের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই অপর স্থানেরও মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত বা একত্বে পর্যবসিত হইল। এতদ্দারা সমস্ত প্রশ্নেরই সুসমাধান হইল।

সারশিক্ষা

২৪। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বলিয়া যেমন পরমস্বরূপ, তেমন তাঁহার ধামও সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বোপরি বিরাজমান। সর্বোপরি বিরাজমান সেই ধামই স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে ভৌমধামরূপে পৃথিবীতে বিরাজমান। অতএব পৃথিবীতে

বিরাজমান শ্রীমথুরামণ্ডল আর বৈকুণ্ঠের ঊর্ধ্বে অবস্থিত শ্রীগোলোক পৃথক বস্তু নহেন, একই ধামের উভয়ত্র স্থিতি। এই ভৌম-মথুরামণ্ডল পৃথিবীতে বিরাজমান হইলেও পৃথিবীর ধর্মে লিপ্ত নহেন। স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে বৈকুণ্ঠের উর্ধ্বদেশে বিরাজ করিয়াও ভৌম- ধামরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এইজন্য শাস্ত্রেও দেখা যায় যে, এই ভৌমমথুরামণ্ডলই পরব্যোমের উপরিভাগে বিরাজ করিয়া শ্রীগোলোক নামে প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ পৃথিবীতে বিরাজমান শ্রীবৃন্দাবনের যে প্রকাশ নিখিল বৈকুণ্ঠের ঊর্ধ্বদেশে অবস্থিত, তাহাই শ্রীগোলোক।

প্রকট প্রকাশে যখন শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরিকরগণের সহিত বিচার করেন, তখন তাঁহার অশেষবিধ কারুণ্যাদি গুণ প্রকটিত থাকেন। এজন্য প্রকটলীলায় সেই সকল শক্তির কার্য সমধিক ব্যক্ত হয়, তাহাতেই প্রাপঞ্চিত লোকসকল শ্রীধামের প্রকাশ বা লীলাদি দর্শনের সুযোগ প্রাপ্ত হয়। আর শ্রীধামের অপ্রকট-প্রকাশে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-লীলায়, সেই সকল কারুণ্যাদি শক্তি অব্যক্তাবস্থায় থাকেন, এইজন্য প্রাপঞ্চিক লোক সকল ঐ লীলার দর্শন পায় না, কিন্তু সাধনসিদ্ধ ভক্তগণ সেই সকল লীলা দর্শন করেন। শ্রীধাম বিভুস্বরূপ, ব্রহ্মাণ্ডাদি তাহারই অন্তর্ভূত, অর্থাৎ শ্রীধাম ব্যাপক আর ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ব্যাপ্য। এজন্য মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের নাশ হইলেও শ্রীধামের নাশ হয় না। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণলীলাও নিত্য বিভুস্বরূপ, পৃথিবীর আবর্তনে লোকচক্ষু আবৃত হয় বলিয়া সকল সময়ে লীলা দর্শন হয় না। এই জন্যই বলা হইয়াছে, —'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বশ্য যোগমায়া সমাবৃত্তঃ।' (গীতা)॥

ভৌম শ্রীবৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশতিশয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐশ্বর্যগত, কারুণ্যগত, মাধুর্যগত ও লীলাগত চতুর্বিধ প্রকাশাতিশয় দৃষ্ট হয়। ঐশ্বর্যগত লীলায় ব্রহ্মা মোহনাদি। কারণ্যগত লীলায়—পূতনামোক্ষণাদি। মাধুর্যগত লীলায়—ব্রজস্ত্রীগণের সৌভাগ্যদর্শনে দ্বারকার পট্টমহিষীগণের ক্ষোভ। লীলাগত মাধুর্যের তুলনা নাই। নিখিল ভগবৎস্বরূপ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবগণ পর্যন্ত যাঁহার লীলামাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। এইজন্যই শ্রীমৎ উদ্ধবপ্রমুখ মহাজনসকল ব্রজবাসীগণের সর্বাধিক মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন। অতএব স্বয়ং ভগবানের অনুরূপ পরিকরগণের বৈশিষ্ট্য বলিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য ধামেরও বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ পরিকর-বৈশিষ্ট্য শ্রীধামেরও বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে।

শ্রীগোলোক অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে ভৌম-ব্রজের মাহাত্ম্য অধিক। কারণ, গোলোক-ব্রজে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিশেষের দ্বারা অর্থাৎ পরিকরগণের হৃদয়ে অনাদিকাল-সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী যে যে রতি বর্তমান

আছেন, শ্রীকৃষ্ণ ভৌমব্রজে অবতরণ করিয়া লীলাবিলাস সমূহদ্বারা সেই সকল হৃদয়গত রতি (ভাব) বা রসমাধুরীতে বারংবার নবীভূত করিয়া আস্বাদন করেন এবং পরিকরগণকেও অনুরূপভাবে আস্বাদন প্রদান করেন। অতএব ভৌম-ব্রজে তাঁহার যেরূপ লীলাগত আবেশ ও মাধুর্যের বিকাশ দৃষ্ট হয়, তাহা গোলোক-ব্রজে হয় না। ভৌম-ব্রজবাসীগণের দেহাদির বিকার মায়িক লোকের ন্যায় দেখা গেলেও উহা অমায়িক। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে অর্থাৎ অজ্ঞজনদের বঞ্চনার এবং ভক্তজনের আনন্দবর্ধনের নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে।

শ্রীজৈমিনিরুবাচ—

২৫। মাতুরেং মহারম্যপ্রশ্নেনানন্দিতঃ সুতঃ।
তাং নত্বা সাশ্রুরোমাঞ্চমারেভে প্রতিভাষিতুম্॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

২৬। শ্রীকৃষ্ণজীবিতে! মাতস্তদীয়বিরহাসহে।
তবৈব যোগ্যঃ প্রশ্নোঽয়ং ন কৃতো যশ্চ কৈশ্চন॥

মূলানুবাদ

২৫। শ্রীজৈমিনি বলিলেন,—রাজা পরীক্ষিৎ নিজ মাতা উত্তরার এইরূপ অতি মনোরম প্রশ্নে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে নমস্কারপুর্বক রোমাঞ্চিত কলেবরে সজল নয়নে প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

২৬। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে শ্রীকৃষ্ণজীবিতে! তদীয় বিরহাসহে! মাতঃ, এই প্রশ্ন তোমারই যোগ্য। ইতিপূর্বে আর কেহ এই প্রকার প্রশ্ন করেন নাই।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৫। মাতরুত্তরায়াঃ; সুতঃ শ্রীপরীক্ষিৎ; প্রতিভাষিতুং প্রশ্নস্যোত্তরং দাতুমারেভে। প্রশ্নানুমোদনেন নিজেষ্টদেবতানমস্কারেণ চ তৎপ্রশ্নোত্তরম্—ব্রুব ইতি, প্রতিজ্ঞাপূর্বকমারম্ভঃ কৃত ইত্যর্থঃ॥

২৬। তত্র শ্রবণে মনোঽভিনিবেশায় তস্যা হর্ষমুৎপাদবিয়তুমাদৌ প্রশ্নমনুমোদতে—শ্রীকৃষ্ণেতি। হে শ্রীকৃষ্ণেন জীবিতে! অশ্বত্থাম্নো ব্রহ্মাস্ত্রাদ্‌গর্ভরক্ষণেন দত্তপ্রাণে! ইত্যর্থঃ। যদ্বা, শ্রীকৃষ্ণে স এব বা জীবিতং যস্যাঃ সা শ্রীকৃষ্ণার্পিতাত্মা তদেকপ্রাণা বা তন্ময়ীত্যর্থঃ, তস্যাঃ সম্বোধনম্; তদেবাহ—তদীয়ং কৃষ্ণসম্বন্ধিনং বিরহং ন সহত ইতি তথা তস্যাঃ সম্বোধনম্। যথোক্তং শ্রীসূতেন প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভা ১।১০।৯-১০)—'দুভদ্রা দ্রৌপদী কুন্তী বিরাটতনয়া তথা। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রশ্চযুযুৎসুর্গৌতমো যমৌ॥ বৃকোদরশ্চ ধৌম্যশ্চ স্ত্রিয়ো মৎস্যসুতাদয়ঃ। ন সেহিরে বিমুহ্যন্তো বিরহং শার্ঙ্গধন্বনঃ॥' ইতি। বিরাটসুতা উত্তরা সৈব মৎস্যসুতা তস্যা বারদ্বয়নির্দেশেন শ্রীকৃষ্ণবিরহে মোহাধিক্যাৎ প্রেমবিশেষঃ সূচিতঃ। এবমত্রাপি সম্বোধনদ্বয়েন তস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তিবিশেষেণ পরমোৎকর্ষো দর্শিতঃ। অতোঽয়ং প্রশ্নস্তবৈব যোগ্যঃ ত্বয়ৈব কর্তুমুচিতঃ। এবকারেণ তস্যাঃ সর্বাসাধারণ্যেন প্রশ্নস্যাপ্যসাধারণ্যং সূচিতম্। তদেবাহ—যস্তু প্রশ্নঃ পূর্বং কৈরপি ন কৃতোঽস্তীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫। মাতা উত্তরার এই প্রকার মহারমণীয় প্রশ্নের অনুমোদনপূর্বক শ্রীপরীক্ষিৎ নিজ ইষ্টদেবকে নমস্কার করিয়া প্রতিভাষণ অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপূর্বক প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

২৬। মাতার প্রশ্ন শ্রবণান্তর তাঁহার মনোনিবেশ জন্য হর্ষোৎপাদন করিতেছেন। 'হে শ্রীকৃষ্ণজীবিতে!' এই বাক্যে প্রথমতঃ প্রশ্নের অনুমোদন করিলেন। তারপর বলিলেন— অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে গর্ভরক্ষা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণে তোমার জীবন অর্পিত, এইজন্য তুমি কৃষ্ণজীবিতা। অথবা শ্রীকৃষ্ণই তোমার জীবনস্বরূপ, এইজন্য তুমি কৃষ্ণজীবিতা বা তদেকপ্রাণ বা তন্ময়ী—ইহাই 'কৃষ্ণজীবিতে' সম্বোধনের তাৎপর্য। তুমি শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সহ্য করিতে পার না, এই জন্য তুমি 'কৃষ্ণবিরহাসহে'। যথা, শ্রীভাগবতে সূতোক্তি—'ধৌম্য, ধৃতরাষ্ট্র, কৃপ, নকুল, সহদেব, ভীম, বিদুর, যুযুৎসু এবং সুভদ্রা, দ্রৌপদী কুন্তী, উত্তরা, বিরাটতনয়া ও মৎস্যসুতা প্রভৃতি স্ত্রীগণ শার্ঙ্গপাণি শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া মূর্ছিত হইলেন।' এস্থলে বিরাটসুতা উত্তরাই মৎস্যসুতা, সুতরাং মূলশ্লোকে দুইবার উত্তরার নাম নির্দেশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহার মোহাধিক্যবশতঃ প্রেমাতিশয় সূচিত হইতেছে। এইরূপ এই শ্লোকেও দুইবার সম্বোধন পদ প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিবিশেষের পরমোৎকর্ষ সূচিত হইতেছে। অতএব এইসকল প্রশ্ন তোমারই যোগ্য বা তোমার দ্বারা হওয়াই উচিত। মূলের 'এব'কারের দ্বারা তাঁহার সর্বাপেক্ষা অসাধারণত্ব এবং প্রশ্নেরও অসাধারণত্ব সূচিত হইতেছে। বিশেষতঃ এই প্রশ্ন ইতিপূর্বে কেহই করেন নাই।

২৭। নিজপ্রিয়সখস্যাত্র শ্রীসুভদ্রাপতেরহম্।
যেন পৌত্রতয়া গর্ভে তব সজ্জন্ম লম্ভিতঃ॥

২৮। গর্ভান্তরে চ ধৃতচক্রগদেন যেন,
ব্রহ্মাস্ত্রতোঽহমবিতঃ সহিত ভবত্যা।
বাল্যে নরেষু নিজরূপপরীক্ষণঞ্চ,
নীতো মুহুঃ পরমভাগবতোচিতং যৎ॥

মূলানুবাদ

২৭। যিনি আমাকে এই প্রদেশে নিজপ্রিয়সখা, সুভদ্রাপতি শ্রীঅর্জ্জুনের পৌত্ররূপে তোমার গর্ভে এই উৎকৃষ্ট মানবজন্ম প্রদান করিয়াছেন।

২৮। যিনি গদা ও চক্রধারণপূর্বক গর্ভমধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে তোমার সহিত আমাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং যিনি আমাকে বাল্যকালে মনুষ্যরূপে প্রকটিত নিজরূপের পরীক্ষা বারংবার প্রদান করিয়াছেন, যাহা কেবল পরম ভাগবতগণেরই প্রাপ্ত হওয়া উচিত।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

২৭। ইদানীমস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমকারুণ্যেনৈব সুসম্পদ্যত ইতি। তদর্থং তন্নমস্কারায় ভক্ত্যা প্রথমং স্বস্মিংস্তৎকৃতোপকারান্ বর্ণয়তি—নিজেতি পঞ্চভিঃ। অত্র ভারতবর্ষে মধ্যদেশে মনুষ্যযোনৌ মহাক্ষত্রিয়বংশে নিজপ্রিয়সখস্য শ্রীমদর্জ্জুনস্য পৌত্রতয়া যেন শ্রীকৃষ্ণেন তব গর্ভে সৎ অব্যঙ্গত্বাদিনোৎকৃষ্টং জন্মাহং লম্ভিতঃ প্রাপিতস্তং প্রণম্য প্রশ্নোত্তরং ব্রুব ইতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ। শ্রীসুভদ্রা ভগবদ্ভগিনী তস্যাঃ পত্যুঃ, ন তু তস্যৈব অন্যপত্নীকস্যেতি ভগবতা সহ প্রেমসম্বন্ধবিশেষঃ সূচিতঃ॥

২৮। ধৃতং চক্র গদা যেন তেনভবত্যা সহিতোঽহমবিতঃ রক্ষিতঃ। তথা চ প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভা ১।১২।৯)—'ক্ষতজাক্ষং গদাপাণিমাত্মনঃ সর্বতো দিশম্। পরিভ্রমন্তমুল্কাভাং ভ্রাময়ন্তং গদাং মুহুঃ॥' ইতি। দশমস্কন্ধেঽপি (শ্রীভা ১০।১।৬)—'দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং, সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাম্। জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রো, মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ॥' ইতি নরেষু বিষয়ে নিজরূপস্য গর্ভে দর্শিতস্য। 'অপীব্যদর্শনং শ্যামং তড়িদ্বাসসমচ্যুতম্। শ্রীমদ্দীর্ঘচতুর্বাহুং তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলম্॥' ইত্যাদিলক্ষণস্য প্রথমস্কন্ধোক্তস্য (শ্রীভা (১।১২।৮-৯)—

পরীক্ষণময়মসৌ ভবেন্ন বেতি বিচারণম্। বাল্যে কৌমারে মুহুর্নীতঃ প্রাপিতোঽহম্। ‘তথা চ তত্রৈব (শ্রীভা ১।১২।৩০)—‘স এব লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎপ্রভুঃ। সর্বং দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষেত নরেম্বিহ॥’ ইতি। যৎ পরীক্ষণং পরমভাগবতানামেবোচিতং যোগ্যং, সদা শ্রীকৃষ্ণরূপধ্যানাভিনিবেশাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৭। ইদানীং এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের পরমকরুণায় সুসম্পাদিত হইবে বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিবার জন্য তাঁহার কৃত উপকার বর্ণন করিয়া পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা প্রণাম করিতেছেন। এই ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে মনুষ্যযোনিতে মহাক্ষত্রিয়বংশে নিজ প্রিয়সখা শ্রীমৎ অর্জুনের পৌত্ররূপে যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তোমার গর্ভে সৎ অর্থাৎ অবিকলাঙ্গত্বাদিরূপে উৎকৃষ্ট জন্ম আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রশ্নের উত্তর পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা বলিতেছি। শ্রীসুভদ্রা, শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী, তাঁহার পতি—এই বাক্য প্রয়োগে শ্রীঅর্জুনের অন্য পত্নীর কথা উল্লেখ না করাতে তাঁহার শ্রীভগবানের সহিত প্রেমসম্বন্ধ বিশেষের গাঢ়তা সূচিত হইতেছে।

২৮। যিনি চক্র ও গদা ধারণ করিয়া আপনার সহিত আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যথা, শ্রীমদ্ভাগতের প্রথম স্কন্ধে—‘আমার বিঘ্নকারীর প্রতি ক্রোধবশতঃ যাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছিল এবং জ্বলন্ত উল্কাদণ্ডের ন্যায় গদা ভীমবেগে ঘূর্ণিত হইয়াছিল’। আর ‘কুরু-পাণ্ডব বংশের নিদানস্বরূপ আমার এই দেহ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র-অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে যিনি শরণাপন্না আপনার গর্ভে চক্রসহিত প্রবেশ করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন’। এবং ‘সেই গর্ভবাসে নিজস্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে বিদ্যুতের-ন্যায় উজ্জ্বল পীতবসন, আজানুলম্বিত ভুজচতুষ্টয়, কর্ণে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ কুণ্ডলদ্বয় শোভা পাইতেছিল’। ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত শ্রীভগবানই ইনি কি? ইত্যাদি বিষয়ের পরীক্ষাহেতু বাল্য ও কৌমারে আমি সকল সময়েই তদীয় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যথা,—এই মহাপ্রভাবশালী বিষ্ণুরাত মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে যে পুরুষ-দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে জগতের লোকসমূহে ইনি সেই পুরুষ কি না? —এইরূপ পরীক্ষা করিতেন বলিয়া, তিনি ভুবনে পরীক্ষিৎ নামে প্রসিদ্ধ। সর্বদা শ্রীকৃষ্ণরূপ ধ্যানের অভিনিবেশবশতঃ সেই পরীক্ষিৎ মহাভাগবত নামের যোগ্য হইয়াছেন।

২৯। যেনানুবর্তী মহতাং গুণৈঃ কৃতো,
বিখ্যাপিতোঽহং কলিনিগ্রহেণ।
সম্পাদ্য রাজ্যশ্রিয়মদ্ভুতাং ততো,
নির্বেদিতো ভূসুরশাপদাপনাৎ॥

মূলানুবাদ

২৯। যিনি গুণসমূহের দ্বারা আমাকে মহৎগণের অনুবর্তি করিয়াছেন, মৎকৃত কলিনিগ্রহদ্বারা আমাকে বিখ্যাত করিয়াছেন; যিনি আমাকে রাজৈশ্বর্য প্রদান করিয়া পরে বিপ্রশাপপ্রাপ্তি করাইয়া আমাকে নির্বেদিত করিয়াছেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

২৯। গুণৈঃ প্রজাপালন-ব্রহ্মণ্যতাসত্যপ্রতিজ্ঞত্বাদিভির্মহতামিক্ষ্বাকুপ্রভৃতীনামনুবর্তী যেন কৃতঃ। তথা চ প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভা ১।১২।১৯-২৫) শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি ব্রাহ্মণানাং বাক্যম্—'পার্থ প্রজাবিতা সাক্ষাদিক্ষ্বাকুরিব মানবঃ। ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যথা॥ এষ দাতা শরণ্যশ্চ যথা হ্যৌশীনরঃ শিবিঃ। যশোবিতনিতা স্বানাং দৌষ্মন্তিরিব যজ্বনাম॥ ধন্বিনামগ্রণীরেষতুল্যশ্চার্জুনয়োর্দ্বয়োঃ। হুতাশ ইব দুর্ধর্ষঃ সমুদ্র ইব দুস্তরঃ॥ মৃগেন্দ্র ইব বিক্রান্তো নিষেব্যো হিমবানিব। তিতিক্ষুর্বসুধেবাসৌ সহিষ্ণুঃ পিতরাবিব॥ পিতামহসমঃ সাম্যে প্রাসাদে গিরীশোপমঃ। আশ্রয়ঃ সর্বভূতানাং যথা দেবো রমাশ্রয়ঃ॥ সর্বসদ্গুণমাহাত্ম্য এষ কৃষ্ণমনুব্রতঃ। রন্তিদেব ইবোদারো যযাতিরিব ধার্মিকঃ॥ ধৃত্যা বলিসমঃ কৃষ্ণে প্রহ্লাদ ইব সদ্গ্রহঃ।' ইতি। কলেঃ কুরুক্ষেত্রে প্রাচীসরস্বতীতীরে গোমিথুনরূপি-ভূমিধর্ম্ম-হিংসকস্য বৃষলরূপস্য দিগ্বিজয়ে নিগ্রহেণ প্রচারসঙ্কোচনরূপেণ বিখ্যাপিতো জগতি পরমপ্রসিদ্ধিং নীতঃ। অদ্ভুতাং নিরুপদ্রববিবিধসমৃদ্ধিভিশ্চিত্তচমৎকারজননীমিত্যর্থঃ। ততো রাজ্যশ্রিয়ঃ সকাশাৎ; ভূসুরস্য শৃঙ্গিনাম্নঃ শমীকমুনিসুতস্য যঃ শাপঃ—'তক্ষকঃ সপ্তমেঽহনি দংক্ষ্যতি।' (শ্রীভা ১।১৮।৩৭) ইতি-রূপস্তস্য দাপনাৎ দানকারণাৎ। অন্যথা তাদৃশমুনিকুমারস্য নৃপে ময়ি তাদৃশশাপস্য মম চ তাদৃশে মুনৌ তাদৃগপরাধস্যাঘটনাৎ। অন্যথা তৎপ্রসাদেন স্বশক্ত্যান্যথাকর্ত্তুং শক্যত্বাদিতি ভাবঃ। নির্বেদিতো নির্বিণ্ণীকৃতঃ। যথোক্তং শ্রীপরীক্ষিতৈব প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভা ১।১৯।১৪)—'তস্যৈব মেঽঘস্য পরাবরেশো, ব্যাসক্তচিত্তস্য গৃহেষ্বভীক্ষ্ণম্। নির্বেদমূলো দ্বিজশাপরূপো, যত্র

প্রসক্তো ভয়মাশু ধত্তে॥' ইতি। তস্যায়মর্থঃ—তস্য গৃহ্যকর্মণ এব, অতোঽঘস্য পাপাত্মনঃ, গৃহেম্বাসক্তচিত্তস্য স্বপ্রাপ্তয়ে পরাবরাণামীশঃ শ্রীকৃষ্ণ এব দ্বিজশাপতয়া বভূব। যত্র যস্মিন্ শাপে সতি গৃহেষু প্রসক্তো জনো ভয়ং ধত্তে, নির্বিণ্ণো ভবতি। যতো নির্বেদমূলঃ, নির্বেদো বৈরাগ্যং মূলং প্রাপ্তিকারণং যস্মিন্ সঃ। স্বস্য বৈরাগ্যপ্রাপ্তত্বাত্তস্য চ ভয়মূলত্বাৎ তদর্থং দ্বিজশাপং কারিতবানিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৯। যিনি আমাকে প্রজাপালন, ব্রহ্মণ্যতা, সত্যপ্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি মহৎগুণ দ্বারা ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি মহাজনের অনুবর্তী করিয়াছেন। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্রাহ্মণবাক্য—"এই বালক সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর ন্যায় ব্রাহ্মণগণের হিতসাধক। সত্যপ্রতিজ্ঞ দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় প্রজাপালন করিবেন। উশীনর-পুত্র শিবির ন্যায় দাতা ও শরণাগতদিগের রক্ষাকর্তা হইবে। ভরতের ন্যায় ইহার বিখ্যাত কীর্তি, যশোদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত হইবে। কুন্তীনন্দন শ্রীঅর্জ্জুনের মত ও কার্তবীর্যের ন্যায় ধনুর্ধারী, অগ্নির ন্যায় দুর্ধর্ষ, সমুদ্রের মত গম্ভীর, সিংহতুল্য বিক্রমশালী, হিমালয়ের মত সাধুগণের সুখসেব্য, পৃথিবীর মত ক্ষমাশীল, মাতা-পিতার ন্যায় সহিষ্ণু, ব্রহ্মার তুল্য অপক্ষপাতী, মহাদেব সদৃশ সুখারাধ্য এবং রমাপতি নারায়ণের তুল্য সর্ব প্রাণীর আশ্রয়স্বরূপ হইবে। গুণের মাহাত্ম্য বিষয়ে এই বালক শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করিবে। উদারতায় রন্তিদেব এবং ধার্মিকতায় যযাতির সমকক্ষ হইবে। বলির ন্যায় ধৈর্যশালী এবং প্রহ্লাদের তুল্য হরিভক্ত হইবে।" দিগ্‌বিজয় কালে কুরুক্ষেত্রের পূর্বে সরস্বতী তীরে গোমিথুনরূপী পৃথিবী ও ধর্মের প্রতি হিংসাকারী বৃষলীরূপ (ভ্রষ্টা স্ত্রীর পতি) কলির প্রতি নিগ্রহ উপলক্ষে প্রচার সংকোচ দ্বারা যিনি আমাকে বিখ্যাপিত অর্থাৎ জগতে পরম প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। এবং নিরুপদ্রব বিবিধ সমৃদ্ধির দ্বারা চিত্ত চমৎকারজনক রাজ্যশ্রী প্রদান করিয়াছেন। তাহা অপেক্ষা আরও করুণা এই যে শৃঙ্গী নামক শমীক মুনির পুত্রের দ্বারাই মৎপ্রতি শাপ প্রদান, অর্থাৎ "সপ্তম দিবসে তোমাকে মহানাগ তক্ষক দংশন করিবে।" বাস্তবিক-পক্ষে এই শাপ শ্রীকৃষ্ণের করুণাক্রমে না হইলে নির্জন আশ্রমবাসী সেই মুনিকুমারের মাদৃশ রাজার প্রতি শাপ দেওয়ার মনোবৃত্তি এবং আমার তাদৃশ মনোবৃত্তি অর্থাৎ মুনির গলদেশে মৃত সর্প বেষ্টন-রূপ অপরাধ কদাচ সংঘটিত হইত না। ইহার দ্বারাই আমি রাজ্য ভোগাদিতে নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছি। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—'আমি গৃহকার্যে আসক্ত ছিলাম, মনে হয় সেইজন্যই শ্রীভগবান আমার প্রতি কৃপা করিয়া স্বয়ংই 'বিপ্রশাপরূপ' ধারণ

করিয়াছেন। যেহেতু, বিষয়ে অনুরাগ থাকিলেও শাপভয়ে অবশ্যই আমার প্রতি আসক্ত হইবে এবং তাহাতেই বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে। যে শাপের কথায় গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণ ভয় পায়, সেই শাপই আমার নির্বেদের কারণ হইয়াছে। অতএব এই শাপই শ্রীভগবানের পরম করুণা। সংসারাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে শাপ ভয়মূলক, এইজন্য এই ভয় হইতেই আমার বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মশাপ প্রদান করাইয়াছেন।

সারশিক্ষা

২৯। মায়াবদ্ধ জীবের পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম, শাপ ও বর এ সমস্ত মায়িক গুণপ্রবাহ। বহির্মুখ জীব সংসার সাগরের গুণ-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে চতুর্দশ ভুবনে গতাগতি করিতেছে। এইরূপ অনাদিকাল হইতে কোটি কোটি জন্মে বিষয় ভোগের নিমিত্ত অসংখ্য প্রকার কর্ম করিয়া জীবসকল কৃতকর্মের সংস্কার রাশি সঞ্চয় করে এবং ঐ সকল সংস্কারের মধ্যে যেগুলি সর্বাপেক্ষা প্রবল, তদনুযায়ী বিষয় ভোগের উপযোগী জন্মই মৃত্যুর পর লাভ করিয়া থাকে।

জীব, সৌভাগ্যবশতঃ মনুষ্যজন্ম লাভ করিলেও পূর্ব সঞ্চিত সংস্কারানুযায়ী বিষয়ভোগের নিমিত্ত পুনরায় কর্মে প্রবর্তিত হয়। এইরূপে ভোগ-লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ তদ্বিষয়ের সংগ্রহ এবং ভোগের নিমিত্ত তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে। এই ব্যাকুলতার অনুকূল বিষয়প্রাপ্তিতে ক্ষণিক সুখবোধ হইলেও পরক্ষণেই বিষয়ভোগের স্বভাব হইতেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। তাই তাহাদের সংসারে কখনও কখনও বিরাগ উপস্থিত হয়, কিন্তু সাধু-কৃপা ব্যতীত এই বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না। তাই শ্রীভগবান কৃপা করিয়া সাধু ও শাস্ত্ররূপে আবির্ভূত হয়েন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ এই সংসারে বাস করিলেও তাঁহারা মায়াশক্তির দ্বারা চালিত হন না, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির দ্বারা চালিত হন; সুতরাং তাঁহাদের যে কিছু কর্ম দেখা যায়, তাহা চিৎশক্তির কার্য বলিয়া বন্ধনের কারণ হয় না।

মহাভাগবত শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি যে ব্রহ্মশাপ, তাহা এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণকৃপাতেই সংঘটিত। কেননা, এই শাপকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি অতি সত্বর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্ত হইলেন এবং জগতবাসীর প্রতি করুণা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সূর্যও উদয় হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিলেও শ্রীমদ্ভাগবত জগতে প্রকট রহিলেন, অর্থাৎ শ্রীভগবান বা তাঁহার অবতার সকল লীলাবশতঃ জগতে আবির্ভূত হইলেও লীলাবসানে তাঁহারা অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ

করেন, কিন্তু তাঁহাদের লীলা সকল চিরদিনই জগতে বিদ্যমান থাকেন। পরবর্তীকালের জীবগণের সংসার-সিন্ধু উত্তরণের একমাত্র উপায়—এই লীলার নিষেবন, সুতরাং জীবের ভাগ্যে স্বয়ং শ্রীভগবানের করুণা লাভ তদীয় ভাগবতের মধ্য দিয়াই সঞ্চারিত হয়। এজন্য স্বয়ং ভগবান অপেক্ষাও শ্রীভাগবত বড়। অতএব শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ জীবকে পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও পরম বস্তু প্রদান করিলেন, সুতরাং এই ব্রহ্মশাপ কি কখনও মায়িক ত্রিগুণ-সম্ভূত ক্রোধযুক্ত বাক্য হইতে পারে? মহাভাগবতগণের প্রতি শাপাদি যে কিছু ব্যাপার, তাহা সমস্তই শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা সম্ভূত ও স্বরূপশক্তির ক্রিয়া বিশেষ বলিয়া তদ্দ্বারা জগতের মহাকল্যাণ হয়।

শরণাগত ভক্ত বিশেষতঃ মহাভাগবতগণ অপরের ভীতিপ্রদ শাপাদিকেও শ্রীভগবানের পরম করুণার উপহার বলিয়া গ্রহণ করেন, এজন্য বদ্ধজীবের মত ভীত বা সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন না।

**৩০। তচ্ছিষ্যরূপেণ চ মৎপ্রিয়ং তং,
সংশ্রাব্য শাপং নিলয়ান্ধকূপাৎ।
শ্রীবাসুদেবেন বিকৃষ্য নীতঃ
প্রায়োপবেশায় মতিং দ্যুনদ্যাম্॥**

মূলানুবাদ

৩০। সেই বাসুদেবই শমীকের শিষ্যরূপে আমার প্রিয় সেই শাপ শ্রবণ করাইয়া আমাকে গৃহান্ধকূপ হইতে আকর্ষণপূর্বক গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে মতি প্রদান করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৩০। তচ্ছিষ্যঃ শমীকশিষ্যঃ তদ্রূপেণ তং শাপং সংশ্রাব্য অন্যথা তদজ্ঞানেন গঙ্গায়াং প্রায়োপবেশাদ্যপ্রবৃত্তেঃ। তাদৃশশাপশ্রবণেনাপি মম ভয়ং ন জাতমুত হর্ষ এবাভূৎ। স্বয়মেব প্রার্থিতত্বাদিত্যাহ—মৎপ্রিয়মিতি। তথা চ তত্র অস্যৈব প্রার্থনম্—'ধ্রুবং ততো মে কৃতদেবহেলনাদ্,-দুরত্যয়ং ব্যাসনং নাতিদীর্ঘাৎ। তদস্তু কামং হ্যঘনিষ্কৃতায় মে, যথা ন কুর্যাং পুনরেবমদ্ধা॥' (শ্রীভা ১।১৯।২) ইতি। নাতিদীর্ঘাদচিরাদেবাস্তু; তত্রাপি অদ্ধা সাক্ষাৎ, ন পুত্রাদিদ্বারেণেত্যস্যার্থঃ। নিলয় এবান্ধকূপস্তত্র পতিতস্য স্বয়মুত্থানাসামর্থ্যাৎ। তস্মাদ্‌বিকৃষ্য দ্যুনদ্যাং শ্রীগঙ্গায়াং নীতঃ। তত্র চ প্রায়োপবেশায় মরণপর্যন্তভক্ষ্য-পেয়-বর্জ্জনরূপব্রতায় মতিং নীতঃ প্রাপিত ইত্যর্থঃ। যেন শ্রীবাসুদেবেন চিত্তাধিষ্ঠাত্রান্তর্যামিরূপেণেতি। তত্র তত্র স্বস্য প্রবৃত্তৌ। শাপপ্রতীকারাদ্যর্থং গৃহ এব যজ্ঞাদিকরণার্থঞ্চাপ্রবৃত্তৌ হেতুঃ। যথা, শ্রীবসুদেবনন্দনেনেতি তস্য স্বাভাবিকপরমমধুরকারুণ্যভরঃ সূচিত। অতস্তত্তদুচিতমেবেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩০। শ্রীভগবান শমীকের শিষ্যরূপে পাপের কথা শুনাইয়া আমাকে প্রয়োপবেশনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। অন্যথায় সেই শাপের বিবরণ না জানাইলে গঙ্গাতীরে প্রয়োপবেশন প্রবৃত্তি হইত না। তাদৃশ শাপ শ্রবণ করিয়াও আমার ভয় হয় নাই, প্রত্যুত হর্ষই হইয়াছিল। কেননা, এইরূপ অবস্থাই আমার প্রার্থনীয়, সুতরাং সেই শাপ আমার প্রিয়। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপরীক্ষিতের প্রার্থনা—সেই

দেবতাসদৃশ মুনির অবজ্ঞাজনিত মহাপাপদ্বারাই আমি নিশ্চয়ই শ্রীভগবানকে অবজ্ঞা করিয়াছি। অতএব অচিরে আমার নিশ্চয়ই মহাবিপদ উপস্থিত হইবে। অতএব এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতির জন্য শীঘ্রই তাহা সাক্ষাৎরূপে সংঘটিত হউক। অর্থাৎ পুত্রাদি দ্বারায় সেই পাপভোগ না হইয়া শীঘ্রই উহা আমাকে আক্রমণ করুক, স্বয়ং দণ্ডভোগ করিলে আর কখনও ঐরূপ দুষ্কার্যে প্রবৃত্তি হইবে না। গৃহ অন্ধকূপ সদৃশ অর্থাৎ কূপে পতিত হইলে মানুষ স্বয়ং উঠিতে পারে না। এস্থলে 'বাসুদেব' শব্দের অর্থ—অন্তর্যামি বা চিত্তাধিষ্ঠাতা। চিত্তাধিষ্ঠাতা শ্রীবাসুদেব চিত্তের মধ্যে প্রেরণা বা কৃপা সঞ্চার করাতেই আমি গৃহান্ধ কূপ হইতে উত্থিত হওত গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া মরণ পর্যন্ত ভক্ষ্য-পেয় বর্জনরূপ ব্রতে মতি প্রাপ্ত হইয়াছি। এইরূপে শ্রীবাসুদেবের কৃপা না হইলে সেই বিপ্রশাপাদির প্রতিকারের জন্য গৃহে থাকিয়াই, বিবিধ যজ্ঞাদি কর্মে প্রবৃত্তি হইত। অর্থাৎ এই সমস্ত যজ্ঞাদি কর্মে অপ্রবৃত্তির হেতু—একমাত্র শ্রীবাসুদেবের করুণা। অথবা শ্রীবাসুদেব শব্দে শ্রীবসুদেবনন্দনের পরম মধুর করুণার কথাই সূচিত হইতেছে এবং তাহাই সমুচিত সিদ্ধান্ত বলিয়াও মনে হইতেছে।

৩১। মুনীন্দ্রগোষ্ঠ্যামুপদেশ্য তত্ত্বং, শুকাত্মনা যেন ভয়ং নিরস্য।
প্রমোদ্য চ স্বপ্রিয়সঙ্গদানাৎ, কথামৃতং সম্প্রতি চ প্রপায্যে।।

৩২। কৃষ্ণং প্রণম্য নিরুপাধিকৃপাকরং তম্,
সংবর্ধ্য বিপ্রবচনাদরতো গৃহীতম্।
স্বস্যান্তকালমিদমেকমনা ব্রুবে তে,
প্রশ্নোত্তরং সকলবৈষ্ণবশাস্ত্রসারম্।।

৩৩। শ্রুতিস্মৃতীনাং বাক্যানি সাক্ষাত্তাৎপর্যতোঽপ্যহম্।
ব্যাখ্যায় বোধয়িত্বৈতত্ত্বাং সন্তোষয়িতুং ক্ষমঃ।।

মূলানুবাদ

৩১। যিনি মুনীন্দ্রগণের সমাজে শুকরূপে তত্ত্বোপদেশদান দ্বারা ভয়নিরসন ও প্রমোদিত করিয়া সম্প্রতি তোমার ন্যায় নিজপ্রিয়জনের সঙ্গ প্রদানে নিজকথামৃত পান করাইতেছেন।

৩২। নিরুপাধিকৃপাকর সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া, বিপ্রবচনে আদরহেতু নিজ-অন্তদিবস বর্ধিত হইয়া বহুকালব্যাপী হইবে। এক্ষণে আমি অনন্যমানসে তোমার প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য যাহা বলিব, তাহা নিখিল বৈষ্ণবশাস্ত্রের সারস্বরূপ জানিবে।

৩৩। যদিও আমি শ্রুতি ও স্মৃতির বাক্যসকল মুখ্যবৃত্তি ও তাৎপর্যবৃত্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৩১। মুনীন্দ্রা বশিষ্ঠপরাশরব্যাসনারদাদয়স্তেষাং গোষ্ঠ্যাং অন্যোঽন্যং বিবাদে সতি। তথা চ হরিভক্তিসুধোদয়ে—‘তেন তে দেবতাতত্ত্বং পৃষ্টা বাদান্ বিতেনিরে। নানাশাস্ত্রবিদো বিপ্রা মিথঃ সাধনদূষণৈঃ।। হরির্দৈবং শিবো দৈবং ভাস্করো দৈবমিত্যুত। কাল এব স্বভাবস্তু কর্মৈবেতি পৃথগ্ জগুঃ।।” ইতি। যদ্বা, সমাজে এতেনোপদিষ্টার্থস্য সর্বসম্মতত্বেন পরমনির্দ্ধার উক্তঃ। যেন শুকাত্মনা শ্রীব্যাসনন্দনরূপেণ তত্ত্বং পরমার্থমুদ্দিশ্য তদ্দ্বারা ভয়ং নিরস্য প্রমোদ্য চেত্যত্র দেহাত্মাদিতত্ত্বোপদেশেন তক্ষকদংশনাদের্জন্মমরণাদিসংসারাচ্চ ভয়ং নিরস্য শ্রীভগবদ্ভক্তিমহিমাদিতত্ত্বোপদেশেন চ প্রমোদ্যেতি বিবেকঃ। সম্প্রত্যপি

শ্রীগুরুদেবে তস্মিন্নন্তর্হিতে অন্তকালেহস্মিন্নতিসন্নিহিতে সত্যপি স্বপ্রিয়জনস্য সঙ্গদানাৎ পরমবৈষ্ণব্যাস্তব সঙ্গং দত্ত্বা তদ্দ্বারেত্যর্থঃ। নিজং কথামৃতমহং প্রপায্যে প্রকর্ষেণ পানং কার্যে। তৎপ্রিয়জনসঙ্গে তদীয়কথামৃতরসপানস্যৈব সকলফল-সাররূপত্বাৎ॥

৩২। ননু নিজগুণাদিকীর্তনং মহতাং পরমানুচিতম্; তত্রাহ—নিরুপাধিমকারণং কৃপাপাত্রতাহেতুং বিনেত্যর্থঃ; কৃপাং করোত্বিতি তথা তম্। যদ্বা, নিরুপাধিকৃপায়া আকরমুৎপত্তিপদম্; যদি কস্যাপ্যন্যস্য নিরুপাধিকৃপা দৃশ্যতে, সাপি তদীয়-নিরুপাধিকারুণ্য-সাগরকণাংশভূতৈবেত্যর্থঃ। অতঃ সকলগুণহীনস্য নিকৃষ্টস্যাপি মমোৎকর্ষগণোহয়ং তস্য মহিম্নৈবেতি, মম গুণবর্ণনাদিকমপি সর্বং তন্মাহামহিম্নৈব পর্যবস্যতীতি ন দোষোহথ চ গুণ এবেতি ভাবঃ। বিপ্রবচনে য আদরো ভক্তিস্তস্মাদ্ধেতোরেব গৃহীতং স্বীকৃতং স্বস্যান্তকালং দেহত্যাগসময়ং সম্যগ্বর্ধয়িত্বা এতদন্ত্যদিবসস্যৈব বহুকালব্যাপকতয়া বৃদ্ধিং কারয়িত্বা ইত্যর্থঃ। অত একমনাঃ একস্মিন্নেব ত্বৎপ্রশ্নোত্তরে মনো যস্য সঃ দেহত্যাগকালীনযোগাদিকর্তব্য-পরিহারেণাব্যগ্রচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। সকলো বৈষ্ণবশাস্ত্রাণাং সারো যস্মিন্ তৎ; সকলানাং বৈষ্ণবশাস্ত্রাণাং সাররূপং বা। ইদমিতিহাসদ্বারা বক্ষমাণং ব্রুবে বদামি॥

৩৩। বাক্যানি বচনানি; তত্র কানিচিৎ সাক্ষাদ্বৃত্ত্যা যথাশ্রুতার্থত্বেন, কানিচিচ্চ তাৎপর্যবৃত্ত্যা পরম্পরাপর্যবসানতয়া ব্যাখ্যায়ার্থাভিব্যঞ্জনেন বিবৃত্য, এতত্ত্বৎ-প্রশ্নোত্তরং ত্বাং বোধয়িত্বা সন্তোষয়িতুং ক্ষমঃ, যদ্যপি সমর্থোহস্মীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩১। বশিষ্ঠ, পরাশর ব্যাস ও নারদাদি মুনিসমাজের গোষ্ঠিতে তাঁহাদের পরস্পরের তত্ত্বনির্ণয় প্রসঙ্গে বিবাদ হইলে, যিনি শ্রীশুকদেবরূপে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়েও লিখিত আছে—নানাশাস্ত্রবিদ্ ও নানাসাধনসম্পন্ন বিপ্রগণ যাঁহার দ্বারা উপাস্যতত্ত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওতঃ কেহ বলেন, শ্রীহরিই উপাস্যদেব, কেহ শ্রীশিবকে, কেহ শ্রীসূর্যকে, কেহ কাল, কেহ বা স্বভাব, কেহ কেহ কর্ম ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ উপাস্যতত্ত্বের নিরূপণ করতঃ পরস্পরে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অথবা 'মুনীন্দ্রগোষ্ঠি' শব্দে মুনীন্দ্রসমাজে যিনি ব্যাসনন্দন শ্রীশুকস্বরূপে সর্বসম্মত পরমার্থতত্ত্ব উপদেশপূর্বক ভয় নিরসন করেন। অর্থাৎ দেহ ও আত্মাদির তত্ত্বোপদেশ দ্বারা তক্ষক-দংশনজনিত ভয় বা জন্মমরণাদিরূপ সংসার ভয় নিবারণ করিয়া প্রমোদিত করেন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির

মহিমাদিব্যঞ্জক তত্ত্বোপদেশ করেন। সম্প্রতি শ্রীগুরুদবের অন্তর্ধান এবং আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলেও পরম বৈষ্ণবী তোমার মত নিজ প্রিয়জনের সঙ্গদানের দ্বারাই নিজ কথামৃত প্রকৃষ্টরূপে পান করাইতেছেন। যেহেতু, তৎপ্রিয়জনসঙ্গে তদীয় কথামৃতরূপে রস পানই সকল ফলের সাররূপা।

৩২। যদি বল, নিজের গুণাদিকীর্তন মহতের পক্ষে পরমানুচিত, সেইজন্য বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ নিরুপাধি কৃপাকর। অর্থাৎ কৃপাপ্রাপ্তির কোন যোগ্যতা না থাকিলেও তৎপ্রতি কৃপা করেন, এইজন্যই বলা হইয়া থাকে— শ্রীকৃষ্ণ নিরুপাধি কৃপার আকর বা উৎপত্তি স্থান। যদি অন্য কাহারও নিরুপাধি কৃপা দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাও সেই নিরুপাধি কৃপা সাগরের কণা মাত্র।

অতএব সকল গুণহীন, নিকৃষ্টস্বরূপ আমার যে গুণের উৎকর্ষ, তাহা তাঁহারই মহিমা, সুতরাং আমার গুণ বর্ণনাদিও তাঁহারই মহিমাতে পর্যবসিত হইতেছে। অতএব তাহা দোষ নয়, গুণই। বিপ্র বচনে আদর হেতু আমার অন্তকাল স্বীকার করতঃ সেই নির্দিষ্ট দিবসকেই বহুকাল ব্যাপকরূপে বৃদ্ধি করিয়া একাগ্রমনে অর্থাৎ দেহত্যাগকালে যোগাদি কর্তব্য-পরিহারে অব্যগ্রচিত্ত হইয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রের সার যাহাতে আছে, এবম্ভূত কথা, অথবা সকল শাস্ত্রের সারস্বরূপ এই ইতিহাস বর্ণন করিতেছি।

৩৩। যদিও আমি শ্রুতি-স্মৃতির বাক্যসমূহের মুখ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যথাশ্রুত অর্থের দ্বারা এবং কোনস্থলে বা তাৎপর্যবৃত্তি অর্থাৎ গুরু-পরম্পরায় প্রাপ্ত অনুভব-লব্ধ অর্থ প্রকাশের দ্বারা আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া আপনাকে সন্তোষ করিতে সক্ষম।

৩৪। তথাপি স্বগুরোঃ প্রাপ্তং প্রসাদাৎ সংশয়চ্ছিদম্।
অত্রেতিহাসমাদৌ তে ব্যক্তার্থং কথয়াম্যমুম্॥

মূলানুবাদ

৩৪। তথাপি, প্রথমতঃ নিজগুরু কৃপালব্ধ সংশয় ছেদনকারী ও স্পষ্টার্থ এই সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস বলিয়া পরে ঐ সকল কথা বলিব।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৩৪। অত্র প্রশ্নোত্তরে স্বগুরোঃ শ্রীশুকদেবস্য প্রসাদাৎ প্রাপ্তমমুং বক্ষ্যমাণং প্রসিদ্ধং বেতিহাসং কথয়ামি। কীদৃশম্? সংশয়ান্ ত্বদীয়সন্দেহান্ ছিনত্তীতি তথা তম্; অতো ব্যক্তঃ স্পষ্টোঽর্থোঽভিধেয়ো যস্য যস্মাদ্বা তম্, তত্তদ্বচনার্থাভি-ব্যঞ্জকমিত্যর্থঃ। যদ্বা, ক্রিয়াবিশেষণমিদম্, আদাবিত্যনেন পশ্চাত্তানি বাক্যান্যপি কথায়িষ্যামীতি সূচিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৪। তথাপি এই প্রশ্নোত্তরে প্রথমতঃ নিজগুরু শ্রীশুকদেবের কৃপালব্ধ সংশয় ছেদনকারী ও স্পষ্টার্থ প্রতিপাদক ইতিহাস বলিয়া পরে ঐ সকল কথা বলিব। তাহা কিরূপ? তদুত্তরে বলিতেছেন—তোমার সংশয়সমূহ ছেদনকারী এবং স্পষ্টরূপে সেই সকল বাক্যের অর্থ অভিব্যঞ্জক। অথবা 'আদৌ' শব্দ ক্রিয়াবিশেষণ হইলে এইরূপ অর্থ হইবে যে, অগ্রে ইহাই বলিতেছি, পরে অন্যান্য বিষয় বলিব।

সারশিক্ষা

৩৪। শ্রীভগবান সর্বৈশ্বর্যনিকেতন এবং সর্বদা পূর্ণকাম হইলেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভক্তবাৎসল্য ও প্রেমাধীনতা গুণবশতঃ তিনি সর্বদাই তাঁহার প্রেমবান ভক্তগণের প্রেম সঙ্কল্প পূরণের নিমিত্ত ব্যগ্র এবং চেষ্টিত থাকেন। এই প্রকার চেষ্টা বিশেষের মধ্যে তাঁহার গুরুরূপে যে আবির্ভাব, তাহাতেই ভক্তবাৎসল্য পরাকাষ্ঠা দেখা যায়।

শ্রীভগবানের ইষ্টানিষ্ট ভেদবুদ্ধি না থাকিলেও তাঁহার চরণে একান্ত শরণাগত ভক্তগণ, ঐকান্তিক অনুরাগবশতঃ তাঁহাকে নিজ পক্ষপাতী করিয়া লয়েন, এবং তাঁহাদের মনোরথ পূরণের জন্য সর্বভূতে সম শ্রীভগবানেরও ইচ্ছা হইয়া থাকে।

অর্থাৎ তাঁহার অদম্য কৃপাশক্তির প্রেরণায় ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করাকেই তাঁহার পরম কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। আর এই কৃপার মূর্ত রূপই শ্রীগুরুদেব।

অতএব শ্রীগুরুবিগ্রহে যিনি শ্রীভগবানের আত্ম-প্রকাশিকা গুরুশক্তির বিকাশ দর্শন করেন এবং সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই সর্বসিদ্ধি করতলগত করিয়াছেন।

জ্ঞান-পিপাসু বা কর্মকুশল ব্যক্তিগণ শ্রীগুরুকে সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বুদ্ধি করেন। আর প্রেমলিপ্সু ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমরূপে তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ অবতারই শ্রীগুরুমূর্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানই জগতে নিজ ভগবতী তনু প্রকট করিয়া ব্যষ্টি গুরুরূপে বিরাজমান। এই গুরু শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই শিষ্যের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান প্রবিষ্ট হইয়া থাকে এবং শিষ্যকে অতিসত্বর শ্রীভগবানের সন্নিকটে আকর্ষণ করেন।

অতএব শ্রীভগাবানের অনুগ্রহ প্রাপঞ্চিত জগতে সাধু ও গুরুর আকারেই বিদ্যমান, অন্যরূপে নাই। আবার অন্য কোন কারণেও তাঁহাদের কৃপা লাভ হয় না। একমাত্র তাঁহাদের নির্হেতু কৃপায় সাধু ও গুরুর সঙ্গ লাভ হয়। এইজন্যই নিজগুরু শ্রীশুকদেবের কৃপায় প্রাপ্ত এই বক্ষ্যমান প্রসিদ্ধ ইতিহাস বলিতেছেন।

৩৫। বিপ্রো নিষ্কিঞ্চনঃ কশ্চিৎ পুরা প্রাগ্জ্যোতিষে পুরে॥
বসন্নজ্ঞাতশাস্ত্রার্থো বহুদ্রবিণকাম্যয়া॥

৩৬। তত্রত্য-দেবীং কামাখ্যাং শ্রদ্ধয়ানুদিনং ভজন্।
তস্যাঃ সকাশাত্তুষ্টায়াঃ স্বপ্নে মন্ত্রং দশাক্ষরম্॥

৩৭। লেভে মদনগোপালচরণাম্ভোজদৈবতম্।
তদ্ধ্যানাদিবিধানাঢ্যং সাক্ষাদিব মহানিধিম্॥

মূলানুবাদ

৩৫-৩৭। পূরাকালে প্রাগ্জ্যোতিষপুরে শাস্ত্রার্থজ্ঞানহীন কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বহুধন কামনায় প্রতিদিন শ্রদ্ধার সহিত তথাকার কামাখ্যাদেবীর পূজা করিতেন। দেবী ঐ ব্রাহ্মণের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে একটি মন্ত্র প্রদান করেন। ঐ মন্ত্রটি দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র। শ্রীমদনগোপাল ঐ মন্ত্রের দেবতা। মন্ত্রটি সাক্ষাৎ মহানিধিস্বরূপ। দেবী ব্রাহ্মণকে মন্ত্রপ্রদানের সময়ে সহিত মন্ত্রের ধ্যান, ন্যাস ও পূজাবিধিও উপদেশ করেন। আর এই মন্ত্রের প্রভাবেই উপাস্য মদনগোপালদেবের পাদপদ্মে সেবা লাভ হয়।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৩৫-৩৭। প্রাগ্জ্যোতিষসংজ্ঞকে কামরূপদেশীয়ে পুরে কশ্চিদেকো বিপ্রো বসন্মন্ত্রং লেভে ইতি ত্রিভিরন্বয়ঃ। নিষ্কিঞ্চনো দরিদ্র; অজ্ঞাতোঽধ্যয়নেন শ্রবণেন বা ন বিদিতঃ শাস্ত্রার্থঃ স্বধর্মাচরণাদির্যেন সঃ পরমমূর্খ ইত্যর্থঃ। এতেন তন্মন্ত্রস্য পরমপ্রভাবো নির্দিষ্টঃ, ঈদৃশস্যাপি সর্বার্থসম্পাদনাৎ। বহুদ্রবিণস্য কাম্যয়া তত্রত্যাং প্রাগ্জ্যোতিষপুরবর্তিনীং দেবীং ভজন্ সেবমানঃ। তুষ্টায়াঃ সত্যাস্তস্যা দেব্যাঃ সকাশাদুপদেশাদিত্যর্থঃ। দশাক্ষরং—শার্ঙ্গী সোত্তরদন্তঃ শূরো বামাক্ষিযুগ্দ্বিতীয়ার্ণঃ; শূলী শৌরির্বাণো বলানুজদ্বয়মথাক্ষরচতুষ্কমিত্যনেন ক্রমদীপিকায়ামুক্তং। শ্রীমদন-গোপালচরণাম্ভোজং দৈবতমুপাস্য যস্মিন্ তম্। তস্য শ্রীমদনগোপালদেবস্য যদ্ধ্যানম্, আদিশব্দেন ন্যাসমুদ্রাদি পূজামুদ্রাদি, তস্য বিধানং বিধিস্তেনাঢ্যং যুক্তম্। ননু দেবীভজনে কথং কামস্য অন্যথাত্বম্? তত্রাহ—সাক্ষাদিতি। তল্লাভেনৈব স্বতোঽখিলার্থসিদ্ধেঃ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৫-৩৭। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামক কামরূপ দেশে কোন এক বিপ্র বাস করিতেন। (তিনটি শ্লোকে তাঁহার ইতিহাস বলিবেন) ব্রাহ্মণ দরিদ্র ও শাস্ত্রার্থ জ্ঞানহীন বলিয়া স্বধর্মাচরণাদি বিষয়ও অবিদিত ছিল, সুতরাং মহামূর্খ। এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মণের সর্বার্থ-সম্পাদন হওয়াতে প্রাপ্ত মন্ত্রেরই পরম প্রভাব নির্দিষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মণ বহুধন কামনায় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরবর্তী কামাখ্যা দেবীর সেবা করিতেন এবং তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে ক্রমদীপিকা তন্ত্রোক্ত দশাক্ষর মন্ত্র উপদেশ করেন। ঐ মন্ত্রের উপাস্য দেবতা স্বয়ং শ্রীমদনগোপাল, সুতরাং ঐ মন্ত্রটি মহানিধিস্বরূপ। দেবী ব্রাহ্মণকে মন্ত্র প্রদানের সময় ঐ মন্ত্রের ধ্যান, ন্যাস, মুদ্রা ও পূজাদির বিধিসমূহও উপদেশ করিয়াছিলেন।

যদি বল, দেবীভজনে কিরূপে ধনকামনার অন্যথা হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন, সেই মন্ত্র সাক্ষাৎ মহানিধিস্বরূপ, সুতরাং তল্লাভে স্বতঃই অখিলার্থ সিদ্ধ হইতেছে।

৩৮। দেব্যাদেশেন তং মন্ত্রং বিবিক্তে সততং জপন্।
ধনেচ্ছায়া নিবৃত্তোঽভূল্লেভে চ হৃদি নির্বৃতিম্॥
৩৯। দস্তুতত্ত্বানভিজ্ঞোঽন্যৎ স কিঞ্চিৎ পারলৌকিকম্।
সাধনং কিল সাধ্যঞ্চ বর্ত্তমানমমন্যত॥

মূলানুবাদ

৩৮। দেবীর আদেশের পর ব্রাহ্মণের মন্ত্রজপে প্রবৃত্তি হইল। তিনি নির্জনে সতত সেই মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহার ধনকামনার নিবৃত্তি হইল ও হৃদয়েও শান্তির উদয় হইল।

৩৯। সেই ব্রাহ্মণ বস্তুতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ, সেইজন্য মন্ত্র ব্যতীত অপর কোন পারলৌকিক সাধ্য ও সাধন বর্তমান আছে, তাহাই মনে করিতে লাগিলেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৩৮। দেব্যাদেশেনেতি। তং মন্ত্রং তথা প্রাপ্যাপি পরমাজ্ঞতয়া স্বাপ্নিকভ্রমেণ তস্য তন্মন্ত্রজপে অপ্রবৃত্তিমালোক্য তদর্থং স্বপ্ন এব যো দেব্যা পুনরাদেশঃ কৃতঃ, তেনেত্যর্থঃ॥

৩৯। বস্তুতস্তন্মন্ত্রজপাদের্হেয়োপাদেয়-বস্তুমাত্রস্য বা যত্তত্ত্বং স্বরূপং তস্য, অনভিজ্ঞস্তজ্জ্ঞানশূন্যঃ অতএব তন্মন্ত্রাদন্যৎ সাধনং, তদ্ধ্যানাদন্যৎ সাধ্যঞ্চ পরলোকসম্বন্ধি কিঞ্চিদ্ বর্তমানমস্তীত্যমন্যত। অয়মর্থঃ—পূর্বং পারলৌকিককৃত্যে ঽপেক্ষৈব নাসীদিদানীং তন্মন্ত্রজপপ্রভাবেণ জাতা। তত্র চ দেব্যা মুখেন তজ্জপফলাদ্য শ্রবণাৎ তন্মহিমাজ্ঞানেন তদ্ব্যতিরিক্তে সাধন-সাধ্যে মন্বানস্তৎসাপেক্ষো বভূবেতি। এতদপি তন্মন্ত্রমহাপ্রভাবসূচনমেব, শ্রদ্ধাদিরাহিত্যেনাপি তত্তদর্থসম্পাদনাৎ। এবমগ্রেঽপ্যন্যদপ্যূহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৮। ব্রাহ্মণ স্বপ্নে মন্ত্রলাভ করিয়াছেন বলিয়া পরম অজ্ঞতাবশতঃ স্বাপ্নিক ভ্রম মনে করিয়া মন্ত্রজপে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। এজন্য দেবী পুনরায় তাঁহাকে মন্ত্র জপের আদেশ করিলেন।

৩৯। বস্তুতত্ত্বে অনভিজ্ঞ অর্থাৎ মন্ত্রজপাদি হইতে অন্য কোন হেয় বা উপাদেয় বস্তু আছে কি না, তাহার তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। অতএব সেই মন্ত্র ব্যতীত অন্যসাধন ও

তাহার ধ্যানাদি হইতে অন্য সাধ্য, কিছু বর্তমান আছে, ইহা মনে করিলেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, পূর্বে ইঁহার পারলৌকিক কৃত্যের অপেক্ষা ছিল না, ইদানীন্তন মন্ত্রের প্রভাবে তাহা উৎপন্ন হয়। তদ্‌বিষয়ে দেবীর মুখে সেই মন্ত্রজপের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে নাই। সুতরাং তাহার মহিমা না জানিয়া তদ্‌ব্যতিরিক্ত আরও সাধ্য-সাধন আছে মনে করিয়া মন্ত্রজপে বিরত হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা মন্ত্রের প্রভাবই সূচিত হইতেছে। শ্রদ্ধাদিরহিত হইলেও মন্ত্র তদর্থ-সম্পাদন করেন। মন্ত্রজপের অন্য যে কিছু মহিমা, এখানে উহ্য রহিল।

অতঃপর দেবীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইলেন এবং নিয়ত নির্জনপ্রদেশে প্রাপ্তমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। জপের প্রভাবে ব্রাহ্মণের ধনকামনার নিবৃত্তি হইল এবং কামনা নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরে শান্তির উদয় হইল।

যদিও অজ্ঞতা প্রযুক্ত ইতিপূর্বে ঐ ব্রাহ্মণের পারলৌকিক সাধ্য-সাধন বিষয়ে কোন অপেক্ষা ছিল না; তথাপি মন্ত্রজপের প্রভাবে ঐ বিষয়ে জ্ঞানের উদয় হইল।

সারশিক্ষা

৩৯। সাধারণতঃ প্রণবপরিপুটিত বা কামবীজ-সংপুটিত 'নমস্' শব্দ বা 'স্বাহা' শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ঋষি ছন্দ-দেবতাবিশিষ্ট চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত শ্রীভগবৎ নামাত্মক এবং শ্রীভগবৎসম্বন্ধবিশেষ-প্রতিপাদক যে পদ, তাহাই 'মন্ত্ররূপে' কথিত।

দশাক্ষরাদি শ্রীভগবন্নামাত্মকমন্ত্র স্বপ্রকাশ বস্তু। কৃপা করিয়া জপকারীর ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে আবির্ভূত হন বলিয়া অজ্ঞব্যক্তি অর্থাৎ শ্রদ্ধাদি রহিত হইয়াও এই মন্ত্র জপ করিলে সিদ্ধিলাভ হয়; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি যদি অবজ্ঞাবশতঃ মন্ত্রাদি জপ করেন, তাহা হইলে দৌরাত্ম্য-হেতু সিদ্ধিলাভ হইবে না, বরং অপরাধ হইবে। অতএব মন্ত্রজপাদি আদর ও যত্ন সহকারে করা উচিত।

এই ভগবন্নামাত্মক মন্ত্রে পুরশ্চরণ, ন্যাসবিধি, দেশ-কাল-নিয়ম ও অরি-মিত্রাদি শোধন, কিছুরই প্রয়োজন নাই। এজন্য স্ত্রী কি শূদ্র, কি জড়, কি মূক, কি অন্ধ, কি পঙ্গু এমন কি চণ্ডাল পর্যন্ত মন্ত্রজপের অধিকারী। কিন্তু যাজ্ঞিক, দাননিরত ব্যক্তি, সর্বপ্রকার তন্ত্রসেবক ও সত্যবাদী ব্যক্তি কিংবা বেদ-বেদান্তপারগ যতী অথবা ধর্মনিষ্ঠ কুলীন কিংবা ব্রততৎপর তপস্বীও যদি শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিবর্জিত হয়, তাহা হইলে এই মন্ত্রে অধিকার হয় না।

এস্থলে অজ্ঞ ব্রাহ্মণের জ্ঞান-কৃত কোন দৌরাত্ম্য ছিল না, অর্থাৎ দৌরাত্ম্যের

অভাব-হেতু মন্ত্রপ্রভাবে সিদ্ধি লাভের কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় নাই। কারণ, বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। যেমন, শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ হইলে কাষ্ঠ দগ্ধ হইবে, কিন্তু আর্দ্রকাষ্ঠ দগ্ধ হইবে না। তদ্রূপ শ্রীভগবন্নামাত্মক মন্ত্রাদির গ্রহণে দৌরাত্ম্যাদি অপরাধ বা প্রতিবন্ধক থাকিলে সিদ্ধিলাভ হয় না।

কামাখ্যাদেবী—ইনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত্যাত্মক স্বরূপশক্তিবিশেষ শ্রীদুর্গার অংশভূতা বলিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্তা, পরন্তু ইনি মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নহেন, মন্ত্ররক্ষারূপ সেবায় নিযুক্তা।

জপবিষয়ে মন্ত্রার্থের যথাযথ জ্ঞান না থাকিলেও নিষ্কপটে ভগবৎমন্ত্রের জপ করিলে, উহা পুরুষার্থের অনুকূলেই কার্য করে। এজন্য যাহার যে মন্ত্র, সেই মন্ত্রের অর্থ অনুসন্ধান দ্বারা পুরুষার্থের অনুকূলভাবে চিন্তা করিলে অচিরে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। এস্থলে ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধা নাই, তথাপি মন্ত্রজপ ত্যাগ করেন নাই, এইজন্যই বিষয় বাসনা ও মুমুক্ষুতা ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাই মন্ত্রজপের স্বাভাবিক ফল।

মন্ত্রের ন্যাসাদি বিষয়ে সাধারণ নিয়ম এই যে, মন্ত্রাক্ষর সকল একবার মাত্র উচ্চারণেই কৃতকৃত্যতা প্রদান করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তথাপি মন্ত্র-দেবতার প্রীত্যর্থে দশবার বা অষ্টোত্তর শতবার উচ্চারণে ন্যাস করা কর্তব্য।

(১) মন্ত্রের দেবতার স্বরূপ, এবং তাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপাদক অর্থসমূহের চিন্তা করিতে হয়। (২) মন্ত্রাধিপতি দেবতাই আমার রক্ষক (ইহা ন্যাস)। (৩) সেই শ্রীচরণকেই আমি আশ্রয় করি (এইরূপ ভাবনাই প্রপত্তি)। (৪) আমি অত্যন্ত দুঃখপীড়িত জীব, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি (এইরূপ স্থির করাই শরণাগতি)। আমি শরণাপন্ন, আমার যা কিছু, সমস্তই তাঁহার—আমার নহে, এমনকি আমিও আমার নহি। তাঁহার বস্তু তিনিই ভোগ করুন (ইহা আত্মার্পণ)। মন্ত্রের অর্থ, ন্যাস, প্রপত্তি, শরণাগতি এবং আত্মসমর্পণ—পঞ্চাঙ্গ ব্যাপারের সহিত মন্ত্রজপ হইলে শীঘ্রই মন্ত্রসিদ্ধি হয়।

৪০। গৃহাদিকং পরিত্যজ্য ভ্রমংস্তীর্থেষু ভিক্ষয়া।
গতো নির্বাহয়ন্ দেহং গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্॥

৪১। বিপ্রান্ গঙ্গাতটেঽপশ্যৎ সর্ববিদ্যাবিশারদান্।
স্বধর্মাচারনিরতান্ প্রায়শো গৃহিণো বহূন্॥

মূলানুবাদ

৪০। তিনি গৃহাদি পরিত্যাগপূর্বক ভিক্ষাদ্বারা শরীরযাত্রা নির্বাহ করিয়া তীর্থপর্যটন করিতে করিতে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে উপনীত হইলেন।

৪১। তিনি গঙ্গাতটে সর্ববিদ্যাবিশারদ, স্বধর্মাচারনিরতপ্রায় অধিকাংশ গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪০। ভিক্ষয়া ভিক্ষাবৃত্ত্যা, দেহং নির্বাহয়ন্ শরীরনির্বাহ-মাত্রং কুর্বন্নিতি। তীর্থেঽধিকাপ্রতিগ্রহেণ পাপান্নিবৃত্তির্বৈরাগ্যোৎপত্তিশ্চ দর্শিতা। গঙ্গাসাগরসঙ্গমং গতঃ—তত্র প্রয়াণং কৃতবানিত্যর্থঃ॥

৪১। বহূন বিপ্রান্ গৌড়ান্ গঙ্গাতটে পথি অপশ্যৎ; সর্বাসু বিদ্যাসু বিশারদান্; তাশ্চোক্তা বিষ্ণুপুরাণে—'অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হেতাশ্চতুর্দশ॥' ইতি। স্বধর্মেষু সদাচারেষু স্বধর্মাচরণে বা, নিতরাং রতানাসক্তান্। প্রায়শো বাহুল্যেন গৃহিণো গার্হস্থ্যাশ্রমযুক্তান্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪০। ব্রাহ্মণ গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা দেহমাত্র নির্বাহ করতঃ তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন। 'ভ্রমণ' এই বাক্যের দ্বারাই অপ্রতিগ্রহ অর্থাৎ দেহনির্বাহের অতিরিক্ত পরিগ্রহ না করায় তাঁহার পাপনিবৃত্তি ও বৈরাগ্যের উৎপত্তি—প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রকারে তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন।

৪১। তিনি বহু গৌড়ীয় বিপ্রকে সেই গঙ্গাতীরের পথে দর্শন করিলেন। তাঁহারা সর্ববিদ্যাবিশারদ অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণের মতে ষড়ঙ্গ, চারিবেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ, এই চতুর্দশবিদ্যা-বিশারদ। স্বধর্মে (সদাচারে) বা স্বধর্মাচরণে নিতান্ত আসক্ত এবং ইহার মধ্যে অধিকাংশ বিপ্রই গৃহস্থ।

৪২। তৈবর্ণ্যমানমাচারং নিত্যনৈমিত্তিকাদিকম্।
আবশ্যকং তথা কাম্যং স্বর্গং শুশ্রাব তৎফলম্॥

মূলানুবাদ

৪২। তিনি ঐ সকল ব্রাহ্মণের মুখে নিত্য-নৈমিত্তিক, তথা কাম্যকর্মের অকরণত্ববিষয়ক এবং তাহার ফলস্বরূপ স্বর্গভোগসুখ ইত্যাদির কথা শ্রবণ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪২। নিত্যমগ্নিহোত্রাদি, নৈমিত্তিকং পার্বণশ্রাদ্ধাদি; আদিশব্দেন শ্রীবিষ্ণু-পুরাণাদ্যুক্ত-ব্রাহ্মমুহূর্ত্তোত্থানাদি; তত্তদরূপমাচারং কর্ম, আবশ্যকমবশ্যকর্তব্যম্; তথা কাম্যং চ ব্রতাদি, তৈর্বিপ্রৈর্বর্ণ্যমানম্—'আচারপ্রভবো ধর্মো ধর্মস্য প্রভুরচ্যুতঃ।' ইতি। তথা 'সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকাবুভাবপি।' ইত্যাদিনা প্রশস্যমানম্। তথ্য ফলঞ্চ স্বর্গম্—স্বর্গভোগসুখম্। তমপি 'যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্। অভিলাষোপনীতঞ্চ সুখং তৎ স্বর্গবাসিনাম্॥' ইত্যাদিনা বর্ণ্যমানং শুশ্রাবেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪২। সমাগত ব্রাহ্মণ ঐ সকল স্বধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের (নিত্যকর্ম অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি, নৈমিত্তিক পার্বণশ্রাদ্ধাদি। 'আদি' শব্দে শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা হইতে উত্থানাদি এবং সেই সেই ধর্মের আচরণ অবশ্য কর্তব্য। কাম্যকর্ম মানে ব্রতাদি) বাক্য এই যে, আচারই ধর্মের জনক এবং ধর্মের প্রভু অচ্যুত এবং যাহারা সদাচারসম্পন্ন পুরুষ, তাহারই উভয়লোক জয় করে। ইত্যাদি প্রশংসাসূচক বাক্য শ্রবণ করিলেন। আরও শুনিলেন যে, এইরূপ স্বধর্মাচরণের ফলে স্বর্গে ভোগসুখ লাভ হয়। তাহার প্রমাণ এই যে, যে সুখ-দুঃখের দ্বারা সংভিন্ন (দুঃখগ্রস্ত নয়) অভিলাষ অনুসারে ভোগসুখ লাভ হয়, এই প্রকার স্বর্গবাসীগণের সুখের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের তাহাতে শ্রদ্ধা দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ তাহাকে শিক্ষা দিলেন।

৪৩। নানাসংকল্পবাক্যৈশ্চ তদনুষ্ঠাননিষ্ঠতাম্।
দৃষ্ট্বা তত্রোদিতশ্রদ্ধঃ প্রবৃত্তঃ শিক্ষিতঃ স তৈঃ॥

৪৪। দেব্যাজ্ঞাদরতো মন্ত্রমপি নিত্যং রহো জপন্।
তৎপ্রভাবান্ন লেভেঽন্তঃসন্তোষং তেষু কর্ম্মসু॥

৪৫। স নির্বিদ্য গতঃ কাশীং দদর্শ বহুদেশজান্।
যতিপ্রায়ান্ জনাংস্তত্রাদ্বৈতব্যাখ্যাবিবাদিনঃ॥

মূলানুবাদ

৪৩। তিনি সেই ব্রাহ্মণগণের বিবিধ সংকল্পবাক্যদ্বারা ঐ সকল কর্মের আচরণে নিষ্ঠা দেখিয়া সেই সেই ধর্মানুষ্ঠানে জাতশ্রদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদের কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া তত্তদাচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

৪৪। দেবীর আজ্ঞায় আদরপ্রযুক্ত প্রতিদিন নির্জনে ঐ ব্রাহ্মণ মন্ত্রজপও করিতে লাগিলেন, অতএব মন্ত্রের প্রভাবে সেই সেই কর্মে অন্তরে সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না।

৪৫। সেই বিপ্র তত্তৎকর্মে বিরক্ত হইয়া কাশীধামে গমন করিলেন। কাশীধামে বহুদেশ হইতে সমাগত অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যাকারী বিবাদশীল বহু সন্ন্যাসীকে দর্শন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪৩। ন চ কেবলং বচনমাত্রং শ্রুতম্, তদনুষ্ঠানপরতা চ দৃষ্টা। অতস্তত্র বিশ্বস্য প্রাবর্ততেত্যাহ—নানেতি। নানাসঙ্কল্পস্য গঙ্গাস্নানাদিবিষয়স্য গঙ্গাবাক্যা-বল্যাদ্যুক্তৈর্বাক্যৈস্তস্যাচারস্যানুষ্ঠানে নিষ্ঠতাং দৃষ্ট্বা স বিপ্রস্তত্রাচারে প্রবৃত্তঃ। উদিতা জাতা শ্রদ্ধা বিশ্বাসঃ প্রীতির্বা যস্য সঃ। ননু মহামূর্খোঽয়ং কথং তত্তৎকর্ম কর্তুং জানাতু? তত্রাহ—তৈর্গঙ্গাতটবাসি বিপ্রৈঃ শিক্ষিতস্তত্তদ্বিধিমনুশিষ্টঃ সন্নিতি॥

৪৪। তথাপি ভগবদুপাসনপ্রভাবেণ তত্র সত্যাসক্তির্ন জাতেত্যাহ—দেব্যাজ্ঞেতি। তস্য মন্ত্রস্য জপস্য প্রভাবাৎ॥

৪৫। স বিপ্রঃ নির্বিদ্য তত্র বিরক্তো ভূত্বা কাশীং গতঃ সন্, তত্র কাশ্যাং যতিপ্রায়ান্ সন্ন্যাসিবহুলান্ জনান্ দদর্শ। বহুদেশজনান্ নানাদেশেভ্যস্তত্র সমাগতানিত্যর্থঃ; অদ্বৈতব্যাখ্যাভির্ব্রহ্মনিরূপণৈর্বিবাদশীলান্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৩। কেবল তাঁহাদের বচনমাত্র শ্রবণ করা নহে, তত্তৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানপরতাও স্বচক্ষে দর্শন করিলেন। এইজন্য বিশ্বাস সহকারে সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন—ইহা বলিবার জন্য 'নানাসঙ্কল্প' শ্লোক বলা হইতেছে। 'গঙ্গা' ইত্যাদি বাক্যাবলীদ্বারা তাঁহাদিগের গঙ্গাস্নান বিষয়ে সঙ্কল্প ও তাহার অনুষ্ঠানে নিষ্ঠা দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ সেইরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যদি বল, মহামূর্খ ইনি, কি প্রকারে ঐ সকল কর্ম্মের আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই গঙ্গাতটবাসী বিপ্রগণ-কর্তৃক অনুশিষ্ট হইয়া তত্তৎকর্ম্মের আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ম্মের প্রয়োগ-বিধি ও নিষ্ঠাদিতে জাতশ্রদ্ধ হইলেন।

৪৪। তথাপি শ্রীভগবদুপাসনা-প্রভাবে তাঁহার তাহাতে আসক্তি জাত হইল না, সুতরাং সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না। ইহাই 'দেব্যাজ্ঞা' শ্লোকে বলিতেছেন। তাঁহার মন্ত্রজপের প্রভাবে।

৪৫। সেই বিপ্র তত্তৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরক্ত হইয়া কাশী গমন করিলেন এবং তথায় নানাদেশ হইতে সমাগত ব্রহ্মনিরূপণ বিষয়ে বিবাদশীল অর্থাৎ অদ্বৈতব্যাখ্যায় বিবাদী সন্ন্যাসীপ্রায় বহুলোককে দর্শন করিলেন!

সারশিক্ষা

৪৪। সাধক অজ্ঞতাবশতঃ অথবা হৃদ্‌দৌর্বল্যজনিত কোনরূপ অনর্থের মধ্যে আপতিত হইলেও যদি তাহার ভগবদুপাসনাতে কিছুমাত্রও নিষ্ঠা থাকে, তবে সেই উপাসনা-প্রভাবে সেই সকল অনর্থের নিবৃত্তি হয়, সুতরাং সাধক তাহাতে অভিভূত হন না।

৪৬। বিশ্বেশ্বরং প্রণম্যাদৌ গত্ব প্রতিমঠং যতীন্।
নত্বা সম্ভাষ্য বিশ্রামং তেষাং পার্শ্বে চকার সঃ॥

৪৭। বাদেষু শুদ্ধবুদ্ধীনাং তেষাং পাণিতলস্থবৎ।
মোক্ষং বোধয়তাং বাক্যৈঃ সারং মেনে স তন্মতম্॥

৪৮। শৃণ্বন্নবিরতং ন্যাসমোক্ষোৎকর্ষপরাণি সঃ।
তেভ্যো বেদান্তবাক্যানি মণিকর্ণ্যাং সমাচরন্॥

৪৯। স্নানং বিশ্বেশ্বরং পশ্যংস্তেষাং সঙ্গেঽপ্রয়াসতঃ।
মিষ্টেষ্টভোগান্ ভুঞ্জানঃ সন্ন্যাসং কর্তুমিষ্টবান্॥

৫০। স্বজপ্যং গৌরবাদ্দেব্যাস্তথান্তঃসুখলাভতঃ।
অত্যজন্নেকদা স্বপ্নেঽপশ্যত্তন্মন্ত্রদেবতাম্॥

মূলানুবাদ

৪৬। তিনি প্রথমতঃ শ্রীবিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিয়া প্রত্যেক মঠে গমনপূর্বক সন্ন্যাসীদিগকে নমস্কার ও সম্ভাষণপূর্বক তাঁহাদিগের নিকট বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

৪৭। ঐ সকল সন্ন্যাসী বিবাদে শুদ্ধবুদ্ধি ছিলেন এবং তাঁহারা মোক্ষকে করতলগত আমলকীর ন্যায় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। অতএব তাঁহাদিগের কথা শুনিতে শুনিতে ঐ বিপ্রও ঐ মতকেই সার বলিয়া মনে করিলেন।

৪৮-৪৯। সেই বিপ্র সন্ন্যাসীদিগের নিকট অবিরত সন্ন্যাস ও মোক্ষের উৎকর্ষ-প্রতিপাদক বেদান্তবাক্যসকল শ্রবণ, মণিকর্ণিকায় স্নান, বিশ্বেশ্বরদর্শন এবং তাঁহাদের সহিত বিনা পরিশ্রমে অথচ বাঞ্ছিত মিষ্টান্ন ভোজন করিতে করিতে তাঁহারও সন্ন্যাস গ্রহণে অভিলাষ হইল।

৫০। তিনি কামাখ্যাদেবীর প্রতি গৌরববশতঃ এবং আন্তরিক সুখহেতু নিজমন্ত্রজপে বিরত হইলেন না। এইরূপে কিছুদিন গত হইবার পর, তিনি একদিন রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থায় নিজ মন্ত্রদেবতাকে দর্শন করিলেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৪৬। বিশ্বেশ্বরনামানং কাশীপুর্য্যধিষ্ঠাতারং শ্রীশিবমাদৌ প্রণম্য॥

৪৭। তেষাং যতীনাং বাক্যৈঃ স বিপ্রস্তেষাং যতীনাং মতং মোক্ষার্থ সন্ন্যাসনাদিকং

সারং পরমোপাদেয়ং মেনে। কুতঃ? মোক্ষং পাণিতলস্থবৎ করতলকলিতমিব বাক্যৈর্বোধয়তাম্, যতঃ বাদেষু বিবাদেষু বাঙ্মাত্রেষু বা, ন তু পরমার্থেষু শুদ্ধা বিশদা বুদ্ধির্যষাং তেষাম্।।

৪৮-৪৯। স বিপ্রস্তেভ্যো যতিভ্যঃ সকাশাৎ ন্যাসঃ সন্ন্যাসো মোক্ষশ্চ তয়োর্য উৎকর্যঃ পরমশ্রৈষ্ঠ্যং, তৎপরাণি বেদান্তবাক্যানি অবিরতং শৃন্বন্ সন্ন্যাসং কর্তু-মিষ্টবানৈচ্ছদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তত্র হেতুত্বেন বিশেষণত্রয়ম্। মণিকর্ণিকা নাম কাশীমধ্যবর্তিগঙ্গাপ্রদেশবিশেষস্তস্যাং স্নানমাচরন্নিত্যাদি। তেষাং সঙ্গে তিষ্ঠন্ন-প্রয়াসতোঽশ্রমেণৈবেতি সর্বত্র সম্বন্ধনীয়ম্॥

৫০। ইদানীং ভগদুপাসনমাহাত্ম্যং দর্শয়ন্ তস্য সন্ন্যাসাপ্রবৃত্তিং সহেতু-কামাহ—স্বজপ্যমিতি চতুর্ভিঃ। মন্ত্রমত্যজন্নিতি শ্রদ্ধাদিহান্যা তজ্জপমাত্রং কুর্বন্নপি ইত্যর্থঃ। অত্যাগে হেতুঃ—দেব্যাঃ কামাখ্যায়া গৌরবাৎ তন্মহিমশ্রদ্ধয়া, তদ্বচনাদরেণ বা। ননু বেদান্তবাক্যেষু কথং নামানাদরঃ সম্ভবেত্তত্রাহ—তথেতি। 'বেদান্তবাক্যশ্রবণাদিনা সাক্ষান্মনঃসন্তোষো ন ভবেন্নিজজপে চ তল্লাভঃ স্যাদতঃ' ইতি ভাবঃ। তস্য মন্ত্রস্য দেবতাঃ শ্রীমন্মদনগোপালদেবং স্বপ্নেঽপশ্যৎ, অন্যথা মুমুক্ষাপগমাসম্ভবাৎ। যদ্বা, এতদপি তন্মন্ত্রমাহাত্ম্যসূচনমেব, তেন প্রকারেণ স্বপ্নে ইষ্টদেবদর্শন-কারণত্বাৎ। মোক্ষাদ্যনিচ্ছা চ তৎস্বভাবজৈবেতি, ন তৎ স্বপ্নে ভগবদ্দর্শনফলমিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৬। তিনি আদৌ কাশীপুরের অধিষ্ঠাতা বিশ্বেশ্বর নামক শিবকে প্রণাম করিয়া—

৪৭। সেই বিপ্র তত্রস্থ যতীগণের বাক্যে অর্থাৎ তাঁহারা বলেন, মোক্ষের জন্য সন্ন্যাস করাই পরমোপাদেয় পন্থা, কেন? তাঁহারা মোক্ষকে করতলস্থ আমলকীর ন্যায় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ঐ যতীগণ বিবাদে অথবা কেবলমাত্র কথাতেই নিপুণ ছিলেন, কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে সেরূপ ছিলেন না।

৪৮-৪৯। সেই বিপ্র যতীগণের নিকট হইতে মোক্ষ ও সন্ন্যাসের উৎকর্ষ-প্রতিপাদক বেদান্তবাক্যসকল অবিরত শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, ইহাই দুই শ্লোকে বলিতেছেন। সেই ব্রাহ্মণের সন্ন্যাসগ্রহণের হেতু, তিনটি বিশেষণে প্রদত্ত হইয়াছে—কাশীমধ্যবর্তী মণিকর্ণিকাঘাটে প্রত্যহ গঙ্গাস্নানাদি আচরণ বিনাশ্রমে ঐ যতীগণের সহিত সম্পন্ন হইত। এই 'বিনাশ্রম' শব্দটির সর্বত্র সম্বন্ধ আছে।

৫০। ইদানী ভগবদুপাসনা-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করাইয়া সেই বিপ্রের সন্ন্যাস গ্রহণে

অপ্রবৃত্তির হেতু বলিতেছেন—'স্বজপ্যমিতি' মন্ত্রজপ বিষয়ে শ্রদ্ধাদির হানি হইলেও তিনি মন্ত্রজপ ত্যাগ না করিবার কারণ এই যে, কামাখ্যাদেবীর প্রতি গৌরব, তাঁহার মহিমায় শ্রদ্ধা-হেতু তাঁহার বাক্যে আদর। এইজন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণে অভিলাষী হইয়াও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। আর যদি বল, বেদান্তবাক্যাদি শ্রবণেও কেন তাহাতে আদর হইল না? মোক্ষের উৎকর্ষজনক বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিলেও তাহাতে তিনি আন্তরিক সুখ অনুভব করিতেন না, পরন্তু মন্ত্রজপে সেই সুখ অনুভব করিতেন। বিশেষতঃ মন্ত্রদেবতা শ্রীমদনগোপালকে স্বপ্নে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার মুমুক্ষুভাব অপগম হইয়াছিল। অথবা মন্ত্রমাহাত্ম্য সূচনার জন্য এই প্রকারে মন্ত্র-দেবতা শ্রীমদনগোপাল তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছিলেন। মোক্ষের প্রতি অনিচ্ছাই মন্ত্রজপের স্বাভাবিক ফল, স্বপ্নে ভগবদ্দর্শন আনুষঙ্গিক ফল মাত্র।

সারশিক্ষা

৫০। প্রত্যেক বস্তুতে নিজের অস্তিত্ব-বিঘাতক-শক্তি অর্থাৎ বিরোধী শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার যোগ্য শক্তি স্বভাবতই বিদ্যমান থাকে—ইহাই বস্তুর বস্তুত্ব। এইরূপ দশাক্ষরমন্ত্রেরও শক্তি আছে। সেইজন্য স্বীয় প্রকাশ-বিঘাতক মোক্ষবাঞ্ছাকে দূরীভূত করিয়া স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করেন। এইজন্যই ব্রাহ্মণের মুক্তিপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যে করতলস্থিত আমলকীর ন্যায় মুক্তিও সুলভবোধ হয় নাই; প্রত্যুত তুচ্ছবুদ্ধিই হইয়াছিল। সুতরাং মোক্ষের প্রতি অনিচ্ছাই মন্ত্রজপের স্বাভাবিক ফল বলিতে হইবে। আর সেই ব্যপদেশে স্বপ্নে মন্ত্রদেবতার দর্শনলাভ। এইজন্য ইহাকে আনুষঙ্গিক ফল বলা হইয়াছে।

৫১। তন্মহারম্যতাকৃষ্টঃ পরমানন্দগোচরঃ।
তজ্জপান্যপ্রবৃত্তৌ হি ন লেভে স মনোবলম্॥
৫২। ইতিকর্তব্যতামূঢ়ো দীনঃ সন্ স্বপ্নমাগতঃ।
তয়া দেব্যা সহাগত্য তত্রাদিষ্টঃ শিবেন সঃ॥

মূলানুবাদ

৫১। নিজমন্ত্রদেবতাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া সেই বিপ্র তাঁহার পরমসৌন্দর্যে বশীকৃতচিত্ত হওয়াতে পরমানন্দযুক্ত হইলেন। এক্ষণে সেই বিপ্রের মন্ত্রজপ ভিন্ন অন্য কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতে মনের বল রহিল না।

৫২। তারপর তিনি ইতিকর্তব্যতা বিষয়ে বিমূঢ় হইয়া কাতরভাবে নিদ্রাগত হইলেন। তদবস্থায় অর্থাৎ স্বপ্নে দেবীর সহিত শ্রীমহাদেব আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে আদেশ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৫১। তস্য দেবতায়া যা মহতী রম্যতা পরমসৌন্দর্য্যং, তয়াকৃষ্টঃ বশীকৃতচিত্তঃ। পরমানন্দস্য গোচরো বিষয়ঃ, পরমানন্দযুক্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। তস্য মন্ত্রস্য জপাদন্যস্মিন্ সন্ন্যাসাদৌ স্নানাদৌ বা যা প্রবৃত্তিস্তস্যাং স বিপ্রো মনসো বলমুৎসাহং ন লেভে॥

৫২। ততশ্চ ইতি ইদং কর্তব্যং নিশ্চয়েন কৃত্যং যস্য তস্য ভাবঃ তত্তা তস্যাং মূঢ়ঃ; 'সন্ন্যাসাদিকর্তব্যং, কিংবা নিজমন্ত্রজপ এব কর্তব্যঃ?' ইত্যত্র নিশ্চয়হীনঃ সন্নিত্যর্থঃ। নিরন্তরসন্ন্যাসি-সঙ্গত্যা তদ্বাক্যশ্রবণাদিনা মনসশ্চাঞ্চল্যান্নিজকৃত্য-নিশ্চয়াসামর্থ্যাদ্দীনঃ সন্; স্বপ্নমাগতঃ নিদ্রাণঃ সন্, যা দেবী তন্মন্ত্রমুপদিদেশ পশ্চাত্তজ্জপপঞ্চাদিদেশ, তয়ৈব, সহ তদ্‌বিশ্বাসাদ্যর্থং তত্র স্বপ্নে আগত্য আবির্ভূয় স বিপ্রঃ শ্রীশিবেনাদিষ্টঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫১। সেই মন্ত্রদেবতার পরম রমণীয় সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া ব্রাহ্মণ এতই মুগ্ধ ও বশীকৃতচিত্ত-হেতু পরমানন্দযুক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আর মন্ত্রজপ ভিন্ন সন্ন্যাস ও স্নানাদি অন্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে মনের উৎসাহ বা বল হইল না।

৫২। অতঃপর ব্রাহ্মণ নিজ কর্তব্য বিষয়ে বিমূঢ় হইয়া অর্থাৎ ইতিকর্তব্য মূঢ়তা' 'ইহাই আমার কর্তব্য'—এই বিষয়ে মূঢ়তা—সন্ন্যাসাদি কর্তব্য কিংবা নিজের মন্ত্রজপই কর্তব্য—বিচারের দ্বারা নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। নিরন্তর

সন্ন্যাসীগণের সঙ্গে এবং তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে মনের চাঞ্চল্য-হেতু নিজ-কৃত্য নিশ্চয়ে অসমর্থ হইয়া দীনভাবে নিদ্রাগত হইলেন। তখন স্বপ্নে সেই-দেবী অর্থাৎ যিনি তাঁহাকে স্বপ্নে মন্ত্রোপদেশ করিয়াছিলেন এবং পশ্চাৎ জপবিষয়ের পুনরাদেশ করিয়াছিলেন, সেই দেবীর সহিত শ্রীমন্ মহাদেব স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন।

সারশিক্ষা

৫১। যাঁহাদের চিত্ত ভগবৎ-মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়, তাঁহারা স্বভাবতই স্নান, দান, ব্রত, তপস্যা আদি সদাচারে এমন কি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসাদিতেও আসক্ত হন না; পরন্তু ঐ সকল বাহ্যানুষ্ঠানকে ঘৃণাও করেন না। কেননা, তাঁহাদের চিত্ত সর্বদা ভগবৎ-মাধুর্যে আবিষ্ট থাকে। এজন্য তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির অনুশীলন ব্যতীত অন্য আচরণের প্রতি উৎসাহ থাকে না।

৫৩। মা মূর্খ কুরু সন্ন্যাসং দ্রুতং শ্রীমথুরাং ব্রজ।
তত্র বৃন্দাবনেঽবশ্যং পূর্ণার্থস্ত্বং ভবিষ্যসি॥

মূলানুবাদ

৫৩। ওরে মূর্খ, তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিও না। শীঘ্র শ্রীমথুরামণ্ডলে গমন কর, শ্রীবৃন্দাবনে তুমি অবশ্য সফল মনোরথ হইবে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৫৩। আদেশমেবাহ—মা মূর্খেতি। তত্র শ্রীমথুরায়াং যদ্‌বৃন্দাবনং, তস্মিন্ পরমানির্বচনীয়ে ইতি বা। পূর্ণাঃ পরিসমাপ্তা অর্থাঃ সর্বফলানি যস্য, তাদৃশোঽবশ্যং ভবিষ্যসি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৩। 'মহামূর্খ' ইত্যাদি বাক্যে আদেশ করিতেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিও না। শীঘ্রই মথুরায় যাও, সেই মধুরাতে যে পরম অনির্বচনীয় শ্রীবৃন্দাবন আছেন, সেইখানে তুমি পূর্ণার্থ অর্থাৎ তোমার সর্বফল পরিসমাপ্তি—সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

সারশিক্ষা

৫৩। উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে দম্ভ, অহঙ্কার প্রভৃতি বিসর্জন করিতে হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দম্ভ ও অহঙ্কারপূর্ণ বেষগুলিও ত্যাগ করিতে হয়। এজন্য শ্রীমহাদেব বলিলেন,—রে মহামূর্খ, সন্ন্যাস করিও না। সন্ন্যাসাদি বেষ ভক্তির অন্তরায়। আর আমরাও মহাজনবাক্যে দেখিতে পাইয়া থাকি— 'মাথা মুড়াইলে যম দণ্ড না এড়াই'—(শ্রীচৈঃ ভাঃ)। 'সন্ন্যাসাদি বড় সাজে ত্রিতাপের শান্তি নাই'—(শ্রীরসতত্ত্বগীতাবলী)। 'মন, সন্ন্যাস সাজিতে কেন চাও? বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত, দম্ভ পূজি শরীর নাচাও।'—(কল্যাণ কল্পতরু)।

৫৪। সোৎকণ্ঠো মথুরাং গন্তুং মুহুস্তাং কীর্ত্তয়ংস্ততঃ।
স তদ্দেশদিশং গচ্ছন্ প্রয়াগং প্রাপ বর্ত্মনি॥

৫৫। তস্মিঁল্লসন্মাধবপাদপদ্মে, গঙ্গাশ্রিত শ্রীযমুনামনোজ্ঞে।
স্নানায় মাঘোষসি তীর্থরাজে, প্রাপ্তান্ স সাধূন্ শতশো দদর্শ॥

৫৬। তেষাং সদা গীত-নতি-স্তবাদিভিঃ,
শ্রীবিষ্ণুপূজোৎসবমৈক্ষতাভিতঃ।
তন্নামসঙ্কীর্তন-বাদ্য-নর্তনৈঃ,
প্রেম্ণার্তনাদৈ রুদিতৈশ্চ শোভিতম্॥

মূলানুবাদ

৫৪। তখনই সেই ব্রাহ্মণের মথুরা গমনে উৎকণ্ঠা জন্মিল। তিনি বারংবার 'মথুরা মথুরা' নামকীর্তন করিতে করিতে সেই মথুরার দিকে গমন করিলেন এবং পথিমধ্যে প্রয়াগপ্রাপ্ত হইলেন।

৫৫। শ্রীমাধবের পাদপদ্ম দ্বারা শোভিত এবং গঙ্গাশ্রিত শ্রীযমুনা দ্বারা মনোজ্ঞ, মাঘ মাসে, প্রাতঃস্নানের নিমিত্ত সেই তীর্থরাজ প্রয়াগে শত শত সাধুর সমাগম হইয়া থাকে, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ সেই সাধু সমাগম দর্শন করিলেন।

৫৬। বহু বহু সাধু একত্র হইয়া অবিরত গান, প্রণাম, স্তব, নামসংকীর্তন, বাদ্য, নৃত্য ও প্রেম সহকারে আর্তনাদ করিতেছেন, কেহ বা রোদন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ সকল শ্রীবিষ্ণুপূজা মহোৎসব দর্শন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৫৪। তাং মথুরাং কীর্তয়ন্— 'মথুরা মথুরা' ইতি প্রীত্যৈব মুহুরুচ্চারয়ন্; ততঃ কাশ্যাঃ সকাশাৎ; স বিপ্রঃ তস্যা মথুরায়া যে দেশাঃ শূরসেনাদয়ঃ, তৎসম্বন্ধিনীং পশ্চিমাং দিশং গচ্ছন্, বর্ত্মনি মথুরাগমনমার্গমধ্যে বর্তমানং প্রয়াগং প্রাপ্তঃ॥

৫৫। তস্মিন্ তীর্থরাজে ভগবদ্ভক্তিপ্রকাশভূমিত্বান্নিখিলতীর্থগণশ্রেষ্ঠে; অতএব তত্র মাঘমাসস্য ঊষসি প্রাতঃসময়ে স্নানর্থমাগতান্ শতশঃ সাধূন বৈষ্ণবান্ দদর্শ। তীর্থরাজত্বমেব দর্শয়তি— লসদিতি পাদদ্বয়েন। লসচ্ছোভমানং শ্রীমাধব দেবস্য পাদপদ্মং যস্মিন, তস্মিন, গঙ্গয়া আশ্রিতা ভক্ত্যা সঙ্গতা যা শ্রীমতী যমুনা, তয়া মনোজ্ঞে॥

৫৬। গীতাদিভিঃ কৃত্বা, তেষাং তৈঃ ক্রিয়মাণং শ্রীবিষ্ণুপূজারূপমুৎসবমভিতঃ

ইতস্ততঃ সর্বত্র স ঐক্ষত। আদিশব্দেন ভোগাদি-বিচিত্রোপচারাঃ, গীতাদিতিঃ শোভিতমিতি বা সম্বন্ধঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৪। তখনই ব্রাহ্মণের মথুরা গমনে উৎকণ্ঠা হইল এবং আনন্দভরে 'মথুরা' 'মথুরা' মুহুর্মুহু উচ্চারণ করিতে করিতে কাশী হইতে মথুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই মথুরা শূরসেনের প্রদেশ, তথা হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করতঃ পথিমধ্যে বর্তমান প্রয়াগ প্রাপ্ত হইলেন।

৫৪। সেই তীর্থরাজ প্রয়াগ ভগবৎ-প্রকাশ-প্রিয়ভূমি-হেতু নিখিল তীর্থগণের শ্রেষ্ঠ। অতএব সেইস্থানে মাঘ মাসে প্রাতঃকালে স্নানাদির জন্য সমাগত শত শত সাধু বৈষ্ণবগণকে দর্শন করিলেন। 'লসদিতি'— পদদ্বয়ে প্রয়াগের তীর্থরাজত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। যথা, যে স্থানে শ্রীমাধবদেবের পাদপদ্ম শোভমান, এবং গঙ্গার আশ্রিতা ভক্তিসঙ্গতা শ্রীমতী যমুনা দ্বারা মনোজ্ঞ, সেই প্রয়াগরূপ তীর্থরাজ।

৫৬। সেই ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ সর্বত্র গীতাদি দ্বারা ক্রিয়মান শ্রীবিষ্ণুপূজারূপ উৎসব দর্শন করিলেন। 'আদি' শব্দে ভোগাদির বিচিত্র উপচার ও গীতবাদ্যাদি দ্বারা শোভিত, বুঝিতে হইবে।

৫৭। সোঽবুধো বিস্ময়ং প্রাপ্তো বৈষ্ণবান্ পৃচ্ছতি স্ম তান্।
হে গায়কা বন্দিনো রে দণ্ডবৎপাতিনো ভুবি॥

৫৮। ভো বাদকা নর্তকা রে রামকৃষ্ণেতি-বাদিনঃ।
রোদকা রম্যতিলকাশ্চারুমালাধরা নরাঃ॥

৫৯। ভবতৈকং ক্ষণং স্বস্থা ন কোলাহলমর্হথ।
বদতেদং বিধত্ধে কিং কিং বার্চয়থসাদরম্॥

মূলানুবাদ

৫৭-৫৯। সেই আবোধ ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণবসাধুদিগকে বলিতে লাগিলেন—হে গায়কগণ, হে বন্দিগণ (বন্দনাকারীগণ), হে ভূমিতে দণ্ডবৎকারীগণ, হে বাদকগণ, হে নর্তকগণ, হে রামকৃষ্ণবাক্যকথনশীলগণ, হে ক্রন্দনকারীগণ, হে মনোহর মালাধারী মানবগণ, তোমরা ক্ষণকালের জন্য কোলাহল পরিত্যাগপূর্বক সুস্থ হইয়া বল, তোমরা একি কার্য করিতেছ? এবং আদরপূর্বক কাহাকেই বা অর্চন করিতেছ?

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৫৭-৫৮। অবুধঃ তত্তদ্বার্তানভিজ্ঞঃ অদৃষ্টাশ্রুতপূর্বত্বাৎ। অতএব বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ সন্ স বিপ্রস্তান্ গীতাদিপরান্ বৈষ্ণবান্পৃচ্ছৎ। তৎপ্রকারমেবাহ—হে গায়কা ইতি সার্ধদ্বয়েন। অবুধতয়া তেষাং মহিমাজ্ঞানেন যথাদৃষ্টকর্মসম্বন্ধেনৈব নব সম্বোধনানি। বন্দিনঃ স্তুতিপাঠকাঃ স্তুতিকর্ত্তৃণাং বন্দিসাদৃশ্যেন বন্দিন ইতি সম্বোধনম্। ভুবি দণ্ডবৎপতিতুং শীলমেষামিতি, তে তথা। বাদকা বাদ্যকর্তারঃ। রামকৃষ্ণ-শব্দয়োর্ভগবদ্বাচকত্বাজ্ঞানেন শব্দমাত্রানুকরণম্! রম্যাণি হরিমন্দিররূপতয়া সুন্দরাণি তিলকানি যেষাং তে॥

৫৯। স্বস্থা অব্যগ্রা অনাকুলা বা ভবত। কোলাহলং নার্হথেতি ভগবদ্গীতস্তবাদি-তত্ত্বাজ্ঞানেন ততস্তমূলশব্দমাত্রশ্রবণেন কোলাহলপ্রতীত্যা তেষামুত্তমবেশাদিদর্শনেন তদযোগ্যতেত্যুক্তিঃ। অহো কিমর্থং নিজকৃত্যং ত্যক্তব্যম্? মম প্রশ্নং শ্রুত্বা তৎপ্রত্যুত্তরার্থমিত্যাশয়েনাহ—বদতেতি। কিং কতমদিদং কর্ম বিধত্ধে কুরুথ? ননু ন কৌতুকাদিরূপমিদম্; কিন্তু দেবতার্চনমিতি চেত্তত্রাহ—কং বেতি; কতমং দেবম্, সাদরং যথা স্যাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৭-৫৮। 'অবুধঃ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব বলিয়া তত্তৎব্যবহারে অনভিজ্ঞ। অতএব বিস্ময়প্রাপ্ত হইয়া সেই বিপ্র গীত-বাদ্যাদিপরায়ণ বৈষ্ণবগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাহার প্রকার এইরূপ— হে গায়কগণ ইত্যাদি। তিনি অবুধ, তাঁহাদের মহিমা জানেন নাই, এজন্য তাঁহাদিগের যেরূপ কর্ম দেখিতেছেন, সেইরূপ সম্বোধন করিতেছেন। হে গায়কগণ! হে বন্দিন রে! (স্তুতিকারীগণকে বন্দীগণের সাদৃশ্যে 'বন্দিনী' সম্বোধন করিতেছেন) ভূমিতে দণ্ডবৎ পতনশীলগণ! বাদ্যকারিগণ! ('রামকৃষ্ণ' শব্দ ভগবৎবাচক, তাহা না জানিয়া, সেই শব্দমাত্রই অনুকরণ করিয়া বলিতেছেন) 'রম্যতিলক' বলিতে হরিমন্দিরাদি অঙ্কনরূপ মনোহর তিলক ধারণ করিয়াছেন যিনি, তাঁহাকে দেখিয়া রম্যতিলকধারিন্। ইত্যাদি।

৫৯। তোমরা আর কোলাহল না করিয়া স্থির হইয়া উপবেশন কর। (ভগবৎ গীত-স্তবাদির তত্ত্বজ্ঞানহীনপ্রযুক্ত তুমুল শব্দমাত্র শ্রবণে কোলাহলের প্রতীতি এবং তাঁহাদের উত্তমবেশদি দর্শনে তত্তৎযোগ্য আহ্বান করিতেছেন) বল, তোমরা কি করিতেছ? কাহারই বা সাদরে পূজা করিতেছ? যদি বল, কৌতুকাদিরূপ, তাহা হইলে দেবতার্চন করিতেছ কেন? এই দেবতাই কে? যাঁহার সাদরে অর্চন করিতেছ?

**৬০। তচ্ছ্রুত্বোপহসন্তি স্ম কেচিত্তং কেচিদব্রুবন্।
রে মূঢ় তূষ্ণীং তিষ্ঠেতি কেঽপ্যূচুর্দীনবৎসলাঃ॥**

মূলানুবাদ

৬০। এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ সেই ব্রাহ্মণকে উপহাস করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন,—রে মূঢ়, মৌনাবলম্বন কর। তন্মধ্যে যাঁহারা দীনবৎসল সাধু, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬০। তত্তদুক্তং শ্রুত্বা তেষামেব বৈষ্ণবানাং মধ্যে কেচিন্নবীনভক্তাস্তমুপহসন্তি স্ম—'অয়ে মহামুনে। বিদ্বদ্বর! সত্যং বয়মেবাস্বস্থাঃ, অয়মেব হি কোলাহলঃ।' ইত্যাদিরূপমুপহাসং চক্রুঃ। কোচিন্মধ্যমা ভগবৎপূজানুরক্তা স্তদ্বিয়কং তাদৃশং বচনমহসমানাঃ ক্রোধাৎ 'রে মূঢ়! তূষ্ণীং তিষ্ঠ' ইত্যব্রুবন্। কোঽপ্যুত্তমা দীনেষু বৎসলাঃ। যদ্বা, অন্যে তত্রত্যা এব কেচিদুপাহসন্, কেচিচ্চ 'তূষ্ণীং তিষ্ঠ' ইত্যব্রুবন্! বৈষ্ণবাস্তু পরমকরুণাময়া 'অয়ে' ইত্যাদিকং বক্ষ্যমাণমূচুরিতিজ্ঞেয়ম্। অতএবাগ্রে শ্রীবৈষ্ণবা ঊচুরিতি নির্দেশঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬০। ব্রাহ্মণের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বৈষ্ণবগণের মধ্যে কোন এক নবীনভক্ত, তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিলেন—অয়ে মহামুনে বিদ্বদ্বর! সত্যই আমরা অস্বস্থ, ইহা বাস্তবিক কোলাহলই বটে, ইত্যাদিরূপ উপহাস করিতে লাগিলেন—আবার কোন মধ্যম বৈষ্ণব ভগবদ্‌পূজানুরক্ততাহেতু তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধের সহিত বলিতে লাগিলেন—রে মূঢ়! চুপ কর। উত্তমবৈষ্ণব কৃপালু ও দীনবৎসল। অর্থাৎ তত্রস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ উপহাস করিলেন, কেহ কেহ 'মৌন থাকা' এই কথা বলিলেন, কিন্তু পরমকরুণাময় উত্তম বৈষ্ণবগণ 'অয়ে' ইত্যাদি বক্ষ্যমান বাক্য বলিতে লাগিলেন—ইহাই জানিতে হইবে। অতএব অগ্রে শ্রীবৈষ্ণবগণ কহিতে লাগিলেন—

শ্রীবৈষ্ণবা উচুঃ—

৬১। অয়ে বিপ্রজ জানাসি ন কিঞ্চিদ্বত মূঢ়ধীঃ।
বিষ্ণুভক্তান্ পুনর্মৈবং সম্বোধন ন জল্প চ॥

মূলানুবাদ

৬১। শ্রীবৈষ্ণবগণ বলিলেন,—অহে বিপ্রতনয়! তোমাকে অত্যন্ত মূঢ়বুদ্ধি বলিয়া বোধ হইতেছে! তুমি কি কিছুই জান না? তুমি বিষ্ণুভক্তগণকে পুনরায় এরূপ সম্বোধন করিও না, আর এরূপ কথাও বলিও না।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৬১। বিপ্রজ! হে লব্ধবিপ্রজন্মন্! বতেতি খেদে; যতো মূঢ়স্যেব ধীর্যস্য সঃ। তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ কৃপয়া শিক্ষয়ন্তি—বিষ্ণিতি। এবং 'হে গায়কাঃ, হে বন্দিনঃ!' ইত্যাদি প্রকারেণ 'স্বস্থা ভবত কোহাহলং নার্হথ' ইত্যেবঞ্চ পুনর্ন জল্পেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬১। ওহে বিপ্রজ! অর্থাৎ তুমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করিয়াছ মাত্র, কিন্তু তোমার বুদ্ধি মূঢ়। সেইজন্য কৃপাপূর্বক প্রকাশ করিয়া 'বিষ্ণু' ইত্যাদি বাক্যে শিক্ষা দিতেছেন। 'হে গায়ক, হে বন্দি!' ইত্যাদি সম্বোধন এবং "সুস্থ হও কোলাহল করিও না" ইত্যাদি বাক্য পুনরায় বলিও না।

৬২। ভগবন্তমিমে বিষ্ণুং নিত্যং বয়মুপাস্মহে।
গুরোর্গৃহীতদীক্ষাকা যথামন্ত্রং যথাবিধি॥
৬৩। শ্রীনৃসিংহতনুং কেচিদ্রঘুনাথং তথাপরে।
একে গোপালমিত্যেবং নানারূপং দ্বিজোত্তম॥

মূলানুবাদ

৬২। হে বিপ্র, আমরা সকলেই শ্রীগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছি এবং স্ব স্ব মন্ত্রানুসারে যথাবিধি শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকি।

৬৩। হে দ্বিজোত্তম! আমরা কেহ কেহ শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তির, কেহ বা শ্রীরঘুনাথ, কেহ কেহ শ্রীগোপালদেবের পূজা করি। আমরা এইপ্রকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিবিধ রূপেরই উপাসনা করিয়া থাকি।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬২। ননু কথং যূয়ং বিষ্ণুভক্তাঃ? ইত্যপেক্ষায়াং তৎপ্রশ্নোত্তরমেবাহুঃ—ভগবন্তমিতি। ইমে বয়ং সর্বে ভগবন্তং পরমেশ্বরং বিষ্ণুং যথামন্ত্রং স্বস্বমন্ত্রানুসারেণ, তত্র চ যথাবিধি, যত্র যাদৃশো ন্যাসাদিপ্রকারস্তদনুরূপেণ উপাস্মহে পূজয়ামঃ। গুরোঃ সকাশাদ্‌গৃহীতা দীক্ষা যৈরিত্যনেন; তব তথাত্বাভাবাত্তন্মন্ত্রজপেনাপি দ্রুতং ন কিঞ্চিজ্‌জ্ঞানাদিকং সম্পদ্যত ইতি ভাবঃ॥

৬৩। মন্ত্রস্য নানাবিধত্বেন উপাস্যস্যাপি নানারূপতাম্ আহুঃ—শ্রীনৃসিংহেতি। এবমীদৃশানি নানাবিধানি চতুর্ভুজ-মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-বামনাদি-রূপাণি, যস্য তৎ বিষ্ণুমুপাস্মহ ইতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ। দ্বিজোত্তম হে বিপ্র!॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬২। যদি বল, তোমরা কি প্রকার বিষ্ণুভক্ত? এই অপেক্ষায় 'ভগবন্তমিমে' এই শ্লোকে তাহার প্রশ্নোত্তর প্রদান করিতেছেন। হে বিপ্র! আমরা সকলে ভগবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণুকে যথামন্ত্রে অর্থাৎ স্বস্বমন্ত্রানুসারে এবং যথাবিধি অর্থাৎ যেখানে যেরূপ বিধান আছে, তদনুরূপে আমরা পূজা করিয়া থাকি। আমরা গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি। এই বাক্যের তাৎপর্য এই যে, তোমার তাহা অভাব, এইজন্য মন্ত্রজপেও জ্ঞানাদি কিছুই শীঘ্র সম্পন্ন হইতেছে না।

৬৩। মন্ত্রের নানাত্ব-প্রযুক্ত উপাস্যতত্ত্বও নানারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

যেমন, 'শ্রীনৃসিংহ' ইত্যাদি। তন্মধ্যে কেহ চতুর্ভুজ, কেহ দ্বিভুজাদি হইলেও শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত রূপই আমাদের উপাস্য। অর্থাৎ শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরাম, শ্রীগোপাল এবং মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামনাদি শ্রীবিষ্ণুর রূপ সকলের উপাসনা করিয়া থাকি।

সারশিক্ষা

৬২। যাঁহারা সদ্গুরুর নিকট দীক্ষাবিধি অনুসারে মন্ত্র লাভ করিয়াছেন এবং সেই মন্ত্রের যথাবিধি জপ করেন, শীঘ্রই তাঁহাদের মন্ত্রসিদ্ধি হয়।

সদ্গুরুর সেবা ও তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষিত না হইয়া মন্ত্রজপ করিলে হৃদয়ে শীঘ্র ভগবৎভাবের উদয় হয় না। কারণ, শ্রীগুরুদেব দীক্ষা দ্বারাই শিষ্যের হৃদয়ে ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত করেন এবং শ্রীভগবানের সহিত সাধকের সম্বন্ধবিশেষও স্থাপন করেন। এস্থলে কিন্তু ব্রাহ্মণের যথাবিধি দীক্ষা অর্থাৎ সাক্ষাৎ সদ্গুরুর শ্রীমুখ হইতে মন্ত্রদীক্ষা হয় নাই, কেবল দেবী স্বপ্নে মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন বা সেই মন্ত্রজপের আদেশ করিয়াছেন। এজন্য ব্রাহ্মণের মন্ত্রাদি বিষয়ে মহিমাজ্ঞান বা কোন প্রকার তত্ত্বজ্ঞানাদির উদয় হয় নাই; কিন্তু ভগবন্নামাত্মক মন্ত্রসকল কোনরূপ হৃদয়গত হইলেও স্বীয় প্রভাবে সাধককে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন, ইহাই মন্ত্রের প্রভাব। এই মন্ত্রের প্রভাবেই ব্রাহ্মণ মন্ত্রদেবতাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছেন এবং সমুদয় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে করিতে অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছেন। তবে ইহা সাধারণ বিধি নহে। এইজন্যই বৈষ্ণবগণ বলিলেন— তোমার সেইরূপভাবে মন্ত্রদীক্ষা হয় নাই, কাজেই মন্ত্রজপেও জ্ঞানাদি কিছুই শীঘ্র সম্পন্ন হইতেছে না। এস্থলে 'দ্রুত—শীঘ্র' শব্দের দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কিছু বিলম্বে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

৬৩। শ্রীকৃষ্ণই অসংখ্য অবতারের হেতু। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৬) লিখিত আছে—যেমন অক্ষয় সরোবর হইতে শত শত প্রবাহ নির্গত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বনিধি শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অক্ষয় সরোবর হইতে আবির্ভূত হয় বলিয়া প্রবাহগুলিরও নিত্যত্ব ধ্বনিত হইল। আর দার্ষ্টান্তিক পক্ষে অবতার সকলেরও নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইল। আর সকল অবতারই যে স্বরূপতঃ শ্রীহরি তাহাও প্রতিপাদিত হইল। অতএব শ্রীরাম, শ্রীনৃসিংহ আদি সকল অবতারই ভগবৎ-স্বরূপগত ঐশ্বর্যাদি ধর্মপূর্ণ।

মন্ত্রজপাদি দ্বারা শ্রীভগবানের ধ্যান এবং অনুরূপ সেবাসংকল্পও নিত্য। যেহেতু,

শ্রীভগবান ভক্তের সংকল্পানুরূপ আবির্ভূত হন অর্থাৎ রূপ, গুণ ও লীলাদি প্রকটনপূর্বক সতত তাদৃশরূপে বিদ্যমান থাকেন। যদিও তটস্থবিচারে ভগবৎস্বরূপগত ন্যূনাধিক শক্তির প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যে তাঁহাকে অবতার বলা হয়, কিন্তু ঈশ্বরত্ব বিষয়ে কোন ভেদ নাই। এইজন্য সকল ভগবৎ অবতারই নিত্য এবং প্রতিক্ষণে নব নবায়মানরূপে উপাসকের মনোভীষ্ট পূর্ণ করেন।

তাৎপর্য এই যে, অংশী সর্বদাই অংশরূপে প্রকট হইতে পারেন, কিন্তু অংশের অংশীরূপে প্রকট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তবে প্রত্যেকের উপাস্যতত্ত্বই, তাহার নিকট পূর্ণতমস্বরূপ। এইরূপে শ্রীভগবান এক হইয়াও বহুরূপে লীলা করেন। 'একোঽপি সন্ বহুধা বিভাতি'—(শ্রুতি)। 'শক্তের্ব্যক্তি স্তথাব্যক্তি স্তারতম্যস্য কারণম্' (শ্রীলঃ ভাঃ)। মৎস্য কূর্মাদি অনন্ত ভগবদ্মূর্তিতে স্বরূপতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও শ্রীভগবান সেই সেই মূর্তিতে যে সমস্ত লীলা প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্যাদি প্রকাশের তারতম্য-হেতু শাস্ত্র শ্রীভগবানের অনন্ত মূর্তির মধ্যে পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে তারতম্য নির্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও লিখিত আছে—

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥
ঈশ্বরস্বরূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্তরূপে একরূপ নাহি কোন ভেদ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৬৪। ততোঽসৌ লজ্জিতো বিপ্রোঽপৃচ্ছৎ সপ্রশ্রয়ং মুদা।
কুতো বসতি কীদৃক্ স কং বার্থং দাতুমীশ্বরঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবা উচুঃ—

৬৫। সদা সর্বত্র বসতি বহিশ্চান্তশ্চ স প্রভুঃ।
কশ্চিন্ন সদৃশস্তেন কথঞ্চিদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ॥

৬৬। সর্বান্তরাত্মা জগদীশ্বরেশ্বরো,
যঃ সচ্চিদানন্দঘনো মনোরমঃ।
বৈকুণ্ঠলোকে প্রকটঃ সদা বসেদ্,-
যঃ সেবকেভ্যঃ স্বমপি প্রযচ্ছতি॥

মূলানুবাদ

৬৪। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—তখন সেই বিপ্র লজ্জিত হইয়া হর্ষের সহিত বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদিগের যে পরমেশ্বর তাঁহার আকার কীদৃশ, কোন্‌স্থানে বসতি এবং তিনি কি অর্থ দান করিতে পারেন?

৬৫। শ্রীবৈষ্ণবগণ বলিলেন,—আমাদিগের প্রভু দেশ, কাল ও বস্তুগত পরিচ্ছেদাদি রহিত। তিনি সদা সর্বকাল সর্বদেশে এবং সকলের অন্তরে ও বাহিরে বাস করেন। তাঁহার সদৃশ আর কেহ কোথাও নাই।

৬৬। তিনি সর্বজীবের অন্তরাত্মা এবং জগদীশ্বর ব্রহ্মাদিরও নিয়ন্তা। তিনি স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ; পরমগুণসৌন্দর্যাদি দ্বারা সকলের মন হরণ করেন। তিনি সদা শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে বিরাজ করিতেছেন এবং নিজ ভক্ত সকলকে স্বীয় আত্মা পর্যন্ত দান করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬৪। প্রশ্রয়ো বিনয়স্তেন সহিতং যথা স্যাৎ। স বিষ্ণুনামা ভবতামুপাস্যঃ কুতঃ কস্মিন্ গ্রামনগরাদৌ বসতি? কীদৃক্ কেন সদৃশকারাদিকঃ? কং কিয়ন্তং কতমং বার্থং ধনম্? ধনবিশেষদানসামর্থ্যেনৈশ্বর্যজ্ঞানবিশেষসিদ্ধেঃ। যদ্বা, দ্রব্যমাত্রম্, ঈশ্বরঃ শক্তঃ॥

৬৫। কুতো বসতীতি প্রশ্নস্যোত্তরমাহুঃ—সদেতি। কালদেশবস্তুপরিচ্ছেদ-ত্রয়াতীতঃ সর্ব্বব্যাপক ইত্যর্থঃ। কীদৃগ্ ইত্যস্য উত্তরমাহুঃ—কশ্চিদিতি। কথঞ্চিৎ কেনাপি কিঞ্চিদাকারসাম্যাদিপ্রকারেণ; ক্বচিৎ কুত্রাপি প্রপঞ্চমধ্যে তদতীতে বা॥

৬৬। তর্হি কথং ভক্তিঃ সম্ভবতু? বিশেষাজ্ঞানাদত্রাহুঃ—সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং জীবানামন্তরাত্মা অন্তর্যামী জগতো হৃদি হৃদি বসতীত্যর্থঃ। এবমান্তরমৈশ্বর্য্যাতিশয়-মুক্ত্বা বাহ্যঞ্চাহুঃ। জগদীশ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনামপীশ্বরো নিয়ন্তা, তেভ্যোঽপি পরমমহাবৈভববানিতি বা। স্বরূপমাহুঃ—সদিতি; পরব্রহ্মঘনমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। পরমগুণসৌন্দর্যমাধুর্যাদিকমাহুঃ—মন ইতি। ননু সদা নিগূঢ়স্যান্তরাত্মনঃ কথমীদৃশমৈশ্বর্যাদিকং ঘটেত? কুত্র বা সদা সম্যক্ তদ্দর্শনং ভক্তৈর্লভ্যতা-মিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—বৈকুণ্ঠেতি। এবং তস্যনিবাসস্থানবিশেষসাধারণঞ্চ লক্ষণমুক্ত্বা কমর্থং দাতুমীশ্বর ইত্যস্যোত্তরমাহুঃ—য ইতি। অপীত্যস্য কিং বক্তব্যং চতুর্বর্গম্? ভক্তিং বা বৈকুণ্ঠবাসাদিকং বা প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। প্র-শব্দেন সেবকানামাত্মনশ্চা-সঙ্কোচেনান্যোঽন্যমানন্দ-ভরাবিচ্ছেদঃ সূচিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৪। তখন সেই ব্রাহ্মণ বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষ্ণুনামক আপনাদের উপাস্যদেব কোন্ গ্রামে বা নগরে বাস করেন? তাঁহার আকারই বা কাহার সদৃশ? তিনি কি অর্থ দানে সমর্থ? এইস্থানে ধনবিশেষ দান-সামর্থ্যের দ্বারাই ঐশ্বর্যজ্ঞানবিশেষ সিদ্ধ হইতেছে। অথবা দ্রব্যমাত্রেই ঈশ্বরশক্তিতে সিদ্ধ হয়, ইহাও প্রতিপন্ন হইতে পারে।

৬৫। কোথায় বাস করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে 'সদিতি' শ্লোকে বলিতেছেন, আমার প্রভু সেই বিষ্ণু কাল, দেশ ও বস্তুগত ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্য সর্বব্যাপক। তিনি কি প্রকার? ইহার উত্তরে 'কশ্চিদিতি' পদের দ্বারা বলিতেছেন, কোন প্রকার কাহারও আকারের সহিত তাঁহার সমতা নাই এবং প্রপঞ্চ-মধ্যে বা প্রপঞ্চাতীত কোন স্থানে তাঁহার বাস নাই। যেহেতু, তিনি সর্বব্যাপক।

৬৬। তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না হইলে কিরূপে ভক্তি সম্ভব হইবে? এই জিজ্ঞাসায় 'সর্বান্তরাত্মা' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, সর্বজীবের অন্তর্যামী, জগতের সকল প্রাণীর হৃদয়ে বাস করেন। এইরূপে আন্তর ঐশ্বর্যাতিশয়ের কথা বলিয়া এক্ষণে বাহ্য মহাবৈভবের কথা বলিতেছেন, সেই জগদীশ্বর ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর বা সর্বনিয়ন্তা, সুতরাং তাঁহাদের অপেক্ষা পরম বৈভবশালী। 'সদিতি' শ্লোকে তাঁহার স্বরূপের কথা বলিতেছেন। তিনি

পরব্রহ্মঘনমূর্তি এবং পরম গুণ-সৌন্দর্য ও মাধুর্যাদির নিলয়। যদি বল, সর্বদা নিগূঢ় পরমাত্মার এই প্রকার ঐশ্বর্যাদি কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে? আর ভক্তগণই বা তাঁহাকে সর্বদা কোথায় দর্শনলাভ করেন? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, 'বৈকুণ্ঠেতি' এইপ্রকার তাঁহার নিবাসস্থানের অসাধারণ লক্ষণ বর্ণন করিয়া 'তিনি ভক্তকে কি অর্থ দিতে সক্ষম?' ইহার উত্তরে 'যঃ' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, তিনি ভক্তগণকে 'স্বয়মপি প্রযচ্ছতি' এই বাক্যের 'অপি' শব্দের তাৎপর্য এই যে, ভক্তগণকে ভক্তি ও বৈকুণ্ঠবাসাদি দান করেন। অতএব চতুর্বর্গদান বিষয়ে আর বক্তব্য কি? 'প্র'-শব্দে স্বীয় সেবকগণকে আত্মস্বরূপ পর্যন্ত প্রদান করেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার সেবকগণের ও নিজের অসঙ্কোচ ব্যবহার অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবিচ্ছেদে আনন্দভরতা সূচিত হইতেছে।

সারশিক্ষা

৬৬। এক শ্রীভগবানেরই বহুবিধ রূপ এবং উপাসনানুসারে সেই সেই উপাসকের উপযোগী স্বরূপেরই প্রকাশ হয়। যেমন রূপ-রসাদি বহুবিধ গুণের আশ্রয় এক দুগ্ধ, কিন্তু পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়দ্বারা পৃথক পৃথকরূপে গৃহীত হইয়া পৃথক পৃথকরূপে প্রতীতির বিষয় হয়; তদ্রূপ একই শ্রীভগবান উপাসনা-ভেদে বহুপ্রকারে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। দুগ্ধের মিষ্টত্বাদি আস্বাদনমাধুর্য এক রসনাই গ্রহণ করিতে পারে, ইন্দ্রিয় নহে। আর চক্ষু ঐ দুগ্ধের শ্বেতবর্ণ-মাত্র গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু আস্বাদন মাধুর্য অনুভব করিতে পারে না, পরন্তু চিত্ত সমুদয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণ করিতে পারে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়স্থানীয় জ্ঞান-যোগাদি উপাসনা, তাহারা কেবল স্ব স্ব-ভাবোপযোগী স্বরূপই অনুভব করিতে পারে, আর চিত্তস্থানীয় ভক্তি কিন্তু তত্তদুপাসনার সমস্ত স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে।

অষ্টাঙ্গ যোগীরা শ্রীভগবানকে পরমাত্মরূপে অনুভব করেন। জ্ঞানীরা ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা সেই এক অদ্বয়তত্ত্ব ভগবানকে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহরূপে প্রত্যক্ষ করেন। এইজন্য শাস্ত্রসকল এক ভগবানকেই পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবানরূপে কীর্তন করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান বা মূলতত্ত্বরূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন।

৬৭। শ্রুতিস্মৃতিস্তূয়মানঃ কেনাস্য মহিমোচ্যতাম্।
তদত্র বাচ্যমানানি পুরাণানি মুহুঃ শৃণু॥

৬৮। মাধবং নম চালোক্য প্রতিরূপং জগৎপ্রভোঃ।
ততোঽচিরাদিদং সর্বং পরঞ্চ জ্ঞাস্যসি স্বয়ম্॥

মূলানুবাদ

৬৭। যিনি শ্রুতি-স্মৃতি-কর্তৃক স্তূয়মান, তাঁহার মহিমা কে বলিতে পারে? অতএব তুমি এইস্থানে বৈষ্ণবগণের নিকট পুরাণসকলের ব্যাখ্যা শ্রবণ কর।

৬৮। আর সেই জগৎপ্রভুর প্রতিরূপ এই মাধবদেবকে দর্শন ও প্রণাম কর। এইরূপ করিতে করিতে তুমি স্বয়ংই অচিরকালমধ্যে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবে।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৬৭। ননু অন্যোঽপি তস্য শীলচরিতাদিমহিমা বিশেষেণ কথ্যতামিতি চেত্তত্রাহুঃ—শ্রুতীতি; শ্রুতিভিঃ স্মৃতিভিশ্চ স্তূয়মানোঽস্য বিষ্ণোর্মহিমা কেনোচ্যতাম্, বর্ণয়িতুং শক্যতামিত্যর্থঃ। তর্হি ময়া কথং জ্ঞায়তাম্? তত্রাহ—তদিতি সার্ধেন। অত্র তীর্থরাজে॥

৬৮। জগৎপ্রভোঃ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথস্য প্রতিরূপং মূর্তিসদৃশং শ্রীমাধবমালোক্য মুহুর্নম চ। ততস্তদনন্তরং তেভ্যো বা শ্রবণ-মনন-দর্শনেভ্যো হেতুভ্যঃ। ইদমস্তাভিরুক্তম্; পরঞ্চানুক্তমপি তন্মাহাত্ম্যাদিকং স্বয়মেব ত্বং বেৎস্যসি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৭। যদি বল, তাঁহার অন্যান্য স্বভাব বা চরিত্রের কথা বিশেষরূপে বলুন। তাহার উত্তরে বলিতেছেন, 'শ্রুতীতি'—শ্রুতি স্মৃতি সকলেই তাঁহার মহিমা কীর্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহই সম্যক্ বলিতে পারেন নাই; পরন্তু এই সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিগণ দ্বারাই তিনি স্তূয়মান। অতএব আমি তাহা কিরূপে বলিব? সেইজন্য 'তদিতি' সার্ধশ্লোকে বলিতেছেন—অত্র তীর্থরাজ প্রয়াগে শ্রীবিষ্ণুর মহিমাসূচক পুরাণসকলের ব্যাখ্যা শ্রবণ কর।

৬৮। জগৎপ্রভু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের প্রতিরূপ বা মূর্তবিগ্রহ শ্রীমাধবকে অবলোকন কর এবং বারবার দণ্ডবৎ প্রণিপাত কর। তাহার পর তাঁহার মহিমা শ্রবণ কর এবং দর্শনাদির হেতুরূপে আমাদের উক্ত ও অনুক্ত মহিমাদি শ্রবণ কর, তাহা হইলেই অন্যান্য সমস্ত তাঁহার মাহাত্ম্যাদি তুমি নিজেই জ্ঞাত হইবে।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৬৯। ততঃ শ্রীমাধবং বীক্ষ্য নমংস্তস্মিন্ ব্যচষ্ট সঃ।
সারূপ্যং স্বজপে চিন্ত্যমানদেবস্য কিঞ্চন॥

৭০। তত্র কিঞ্চিৎ পুরাণং স শৃণোতি সহ বৈষ্ণবৈঃ।
তৈরর্চ্যমানা বিবিধা বিষ্ণুমূর্তীশ্চ পশ্যতি॥

মূলানুবাদ

৬৯। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—অনন্তর সেই বিপ্র বৈষ্ণবগণের উপদেশানুসারে শ্রীমাধবকে দর্শন ও প্রণাম করিতে করিতে নিজ মন্ত্রজপ সময়ে ধ্যায়মান শ্রীমদনগোপালদেবের কিছু কিছু সাদৃশ্য দর্শন করিলেন।

৭০। তদবধি তিনি ঐ সকল বৈষ্ণবগণের সহিত কিছু কিছু পুরাণ শ্রবণ ও তাঁহাদিগের অর্চিত বিবিধ বিষ্ণুমুর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৬৯। ততস্তস্মাত্তেষাং বচনাৎ; তস্মিন্ শ্রীমাধবে, স বিপ্রঃ স্বকীয়জপসময়ে ধ্যায়মানস্য শ্রীমদনগোপালদেবস্য কিঞ্চন কতিপয়ং শ্রীমুখনেত্রাদিগতং সারূপ্যং সমানরূপতাং ব্যচষ্ট দদর্শ॥

৭০। তত্র শ্রীমাধবসমীপে প্রয়াগে বা কিঞ্চিন্মাঘমাহাত্ম্যাদিকম্। বৈষ্ণবৈঃ সহেত্যনেন তত্তচ্ছ্রবণাদৌ বিশ্বাসানন্দোদয়ঃ সূচিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৯। অতঃপর সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীমাধবকে দর্শন ও প্রণামাদি করিয়া স্বকীয় মন্ত্রজপ সময়ে ধ্যায়মান শ্রীমদনগোপালদেবের কথঞ্চিৎ মুখ-নেত্রাদিগত সাদৃশ্য দেখিয়া সুখী হইলেন।

৭০। সেই তীর্থরাজ প্রয়াগে অবস্থিত শ্রীমাধবদেবের সমীপে সেই সকল বিপ্র-বৈষ্ণবগণের সহিত মাঘ-মাহাত্ম্যাদিব্যঞ্জক কিছু কিছু পুরাণ শ্রবণ করিলেন। 'বৈষ্ণবগণের সহিত'—এই বাক্যে, সেই পুরাণ শ্রবণে বিশ্বাস-হেতু আনন্দের উদয়, ইহাই সূচিত হইল।

সারশিক্ষা

৭০। তত্ত্ববস্তু বিষয়ে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা ব্যতীত আনন্দলাভ হয় না। যেহেতু, শ্রদ্ধাবানজনই ভক্তিলাভের অধিকারী। আর ভক্তি স্বয়ংই আনন্দস্বরূপা।

৭১। তথাপি প্রত্যভিজ্ঞেয়ং তস্য ন স্যাদচেতসঃ।
মদ্দেবো জগদীশোঽয়ং মাধবোঽপি সতাং প্রভুঃ॥

মূলানুবাদ

৭১। তথাপি, মূঢ়তাবশতঃ তাঁহার প্রত্যভিজ্ঞান জন্মিল না। অর্থাৎ 'যিনি আমার উপাস্য জগদীশ্বর, তিনিই এই শ্রীমাধব এবং তিনিই এই সাধুগণের পূজ্য বিগ্রহ'—এইরূপ পূর্বাপরানুসন্ধান জ্ঞান জন্মিল না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৭১। যদ্যপি শ্রীমাদবে নিজোপাস্যস্য সাদৃশ্যদর্শনাদিনা জগদীশ্বরতাদিজ্ঞানং সম্ভবতি, তথাপি যোঽয়ং মদুপাস্যঃ, স এব জগদীশঃ, স এব মাধবশ্চায়ম্। সতামেষাং ভক্তানাং পূজ্যঃ প্রভুঃ, স এবৈকঃ ইতীয়ং প্রত্যভিজ্ঞাপূর্বাপরানুসন্ধানজ্ঞানং ন স্যাৎ। ততঃ অচেতসো মূঢ়স্য সম্যগ্‌বিচাররহিতস্যেতি বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭১। যদিও সেই শ্রীমাধবকে নিজের উপাস্য-সাদৃশ্যরূপে দর্শনাদিদ্বারা জগদীশ্বরতাদি জ্ঞান সম্ভব হইয়াছে, তথাপি যিনি আমার উপাস্য, তিনিই জগদীশ্বর এবং তিনিই এই মাধব বা তিনিই এই সাধুগণের পূজ্য-প্রভু, এইরূপ একত্ব প্রতীতি কিংবা পূর্বাপর অনুসন্ধান জ্ঞান জন্মিল না। যেহেতু, সেই ব্রাহ্মণ মূঢ় বা সম্যক্ বিচাররহিত।

৭২। ইদং স বিমৃশত্যেষামুপাস্যো জগদীশ্বরঃ।
স এব মাধবশ্চায়ং ময়ান্যঃ কোঽপ্যুপাস্যতে॥

৭৩। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বিভূষিতচতুর্ভুজঃ।
ন মদ্দেবস্ততঃ কস্মাৎ প্রতীয়েত স মাধবঃ॥

৭৪। নায়ং নরার্ধসিংহার্ধরূপধারী চ মৎপ্রভুঃ।
ন বামনোঽপ্যসৌ মীনকূর্মকোলাদিরূপবান্॥

৭৫। নাপি কোদণ্ডপাণিঃ স্যাদ্রাঘবো রাজলক্ষণঃ।
কেষাঞ্চিদেষাং পূজ্যেন গোপালেনাস্তু বা সদৃক্॥

৭৬। মন্যেঽথাপি মদীয়োঽয়ং ন ভবেজ্জগদীশ্বরঃ।
নাস্তি তল্লক্ষণং মাঘ-মাহাত্ম্যাদৌ শ্রুতং হি যৎ॥

মূলানুবাদ

৭২। প্রত্যুত, তিনি সর্বদা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই সাধুগণের যিনি উপাস্য দেবতা, তিনিই জগদীশ্বর এবং এই মাধবও তিনিই;কিন্তু আমি যাঁহার উপাসনা করিতেছি, তিনি অন্য কেহ হইবেন।

৭৩। এই মাধব শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বিভূষিত চতুর্ভুজ, কিন্তু আমার যিনি উপাস্য, তিনি শঙ্খচক্রাদিধারী চতুর্ভুজ নহেন, অতএব তিনি কেন মাধব বলিয়া প্রতীত হইবেন?

৭৪। আর আমার প্রভু অর্ধনর ও অর্ধসিংহ নহেন, কিংবা তিনি বামন, মীন, কূর্ম, বরাহাদিরূপধারীও নহেন।

৭৫। তিনি রাজলক্ষণান্বিত ধনুর্ধারী রাঘবও নহেন, তবে এই সকল সাধুর মধ্যে কোন কোন সাধুর পূজ্য গোপালের সহিত আমার প্রভুর কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

৭৬। তথাপি আমার উপাস্যদেবকে জগদীশ্বর বলিয়া মনে হয় না; কারণ আমি মাঘ-মাহাত্ম্যাদিতে জগদীশ্বরের যে লক্ষণ শুনিয়াছি, আমার প্রভুর সে লক্ষণ নাই।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৭২। বিমর্শনমেবাহ—এষামিত্যাদিনা ন চেত্যন্তেন। এষাং সতামুপাস্যো যঃ স এব জগদীশ্বরঃ। অয়ং দৃশ্যমানো মাধবশ্চ স এব, সতামেষাং বচনপ্রামাণ্যাৎ। ময়া চ যোঽয়মুপাস্যতে, সোঽন্যঃ কোঽপীত্যর্থঃ॥

৭৩। তত্র হেতুন্ উদ্ভাবয়তি—শঙ্খেতি সার্ধদ্বাভ্যাম্। মদ্দেবো মমোপাস্যঃ শঙ্খাদিবিভূষিতচতুর্ভুজো ন ভবতি; মাধবস্তু শঙ্খাদিধারী চতুর্ভুজঃ। তথা চ শ্রীমাধবমূর্তের্লক্ষণম্—'গদাশঙ্খচক্রপদ্মান্ বিভ্রন্মাধব উচ্যতে।' ইতি। ততস্তস্মাদ-সাদৃশ্যাৎ কারণাৎ স মদ্দেবো মাধব ইতি। কস্মাদ্ধেতোঃ প্রতীয়েত প্রতীয়তাম্? অপি তু ন প্রতীতির্ভবতীত্যর্থঃ॥

৭৪। ননু ন ভবতু শ্রীমাধবসদৃশঃ বৈষ্ণবৈরেতৈঃ পূজ্যমান প্রতিকৃতিসাদৃশ্যেন ত্বদ্দেবোঽপি জগদীশ্বরোঽস্তু; তত্রাহ—নায়মিতি সার্ধেন। নরস্যেবার্ধং পশ্চাদ্ভাগো যস্মিন্, তথা সিংহস্যেবার্ধমুপরিভাগো যস্মিন্, তাদৃশরূপধারী চায়ং মৎপ্রভুর্ন ভবতি। অতোঽয়ং শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তির্জগদীশ্বরো ন ঘটত ইত্যর্থ। ন বামনাদিতনুরপি তত্তদাকারসাদৃশ্যাভাবাৎ॥

৭৫। ননু শ্রীরঘুনাথস্যাকারসাদৃশ্যেন স এবায়মস্তু; তত্রাহ—নাপীতি। রাজ্ঞ ইব লক্ষণানি শ্বেতচ্ছত্র-চামর-সিংহাসনাদীনি যস্য সঃ। ননু শ্রীগোপালসাদৃশ্যেন ত্বদ্দেবো জগদীশ্বরোঽস্তু; তত্রাহ—কেষাঞ্চিদিত সার্ধদ্বয়েন। এষাং মধ্যে কেষাঞ্চিন্মুখ্যানামিত্যর্থঃ। মদ্দেবো গোপালেন সদৃক্ আকারবেশাদিনা তুল্যোঽস্তু। বা-শব্দো বিতর্কেঽনির্ধারণে বা॥

৭৬। তথাপ্যয়ং মদীয়ো মদুপাস্যদেবো জগদীশ্বরো ন ভবেৎ, ন সম্ভবেৎ। হি যস্মাত্তস্য জগদীশ্বরস্য লক্ষণং যন্মাঘমাহাত্ম্যাদৌ শ্রুতম্, তন্মদ্দেবে নাস্তীত্যর্থঃ। তথা চ পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদ্যুত্যুপাখ্যানে—'তং দৃষ্ট্বা গরুড়ারূঢ়ং প্রত্যগ্রজলদচ্ছবিম্। চতুর্বাহুং বিশালাক্ষং সর্বালঙ্কারভূষিতম্।' ইতি। তথা 'ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্বে যোগিনঃ সনকাদয়ঃ। ত্বাং সাক্ষাৎকর্তুমিচ্ছন্তি সিদ্ধাস্ত কপিলাদয়ঃ॥' ইত্যাদি। আদিশব্দেন স্কন্দপুরাণাদ্যুক্তং তাদৃশমেব প্রয়াগাদি-মাহাত্ম্যং গ্রাহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭২। পরন্তু তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—('এষাং' ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার চিন্তার বিষয় দেখাইতেছেন) এই যে শ্রীমাধবদেব, যিনি সাধুগণের উপাস্য, তিনিই জগদীশ্বর, এবিষয়ে সাধুগণের বাক্যই তাহার প্রমাণ; কিন্তু আমি যাঁহার উপাসনা করি, তিনি অন্য কেহ হইবেন।

৭৩। 'শঙ্খেতি' সার্ধ দুই-শ্লোকে সেই বিষয়ের হেতু উদ্ভাবন করিতেছেন। আমার উপাস্যদেব শঙ্খাদি বিভূষিত চতুর্ভুজ নহেন; কিন্তু এই শ্রীমাধব শঙ্খাদিধারী চতুর্ভুজ। আর শাস্ত্রেও শ্রীমূর্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—'গদা-শঙ্খ-চক্র-

পদ্মধারী শ্রীমাধব।’ অতএব আমার উপাস্যের অসাদৃশ্যবশতঃ এই মাধবই যে আমার উপাস্য, তাহা কিরূপে প্রতীত হইবে? বাস্তবিকপক্ষে কিছুতেই তাহা প্রতীত হইতেছে না।

৭৪। যদি বল, তোমার মাধবের সদৃশ না হউন, তথাপি বৈষ্ণবগণের পূজ্যমান প্রতিকৃতির সাদৃশ্যের দ্বারা তোমার প্রভুও জগদীশ্বর হউন। সেইজন্য ‘নায়মিতি’ অর্ধশ্লোকে বলিতেছেন—পশ্চাৎভাগে নররূপ, উপরিভাগে অর্ধেক সিংহরূপ, কিন্তু আমার প্রভু অর্ধনর বা অর্ধসিংহ নহেন। অর্থাৎ নরসিংহ-রূপধারী জগদীশ্বর আমার উপাস্যদেবতা নহেন। আর আকারগত সাদৃশ্যের অভাববশতঃ বামনাদি মূর্তিধারী জগদীশ্বরও আমার উপাস্যদেব নহেন।

৭৫। যদি বল, শ্রীরঘুনাথের আকারের সাদৃশ্য-হেতু তিনিই তোমার উপাস্যদেব হউন। না, তিনি রাজলক্ষণান্বিত শ্বেতছত্র ও চামরাদি-বিভূষিত এবং সিংহাসনারূঢ় ধনুর্ধারী নহেন। অতএব শ্রীরাঘবও আমার উপাস্যদেব নহেন। আরও যদি বল, শ্রীগোপালের আকার-সাদৃশ্য-হেতু তিনিই জগদীশ্বর হউন। তাহাই ‘কেষাঞ্চিদিতি’ সার্ধ দুই-শ্লোকে বলিতেছেন,—এই সকল সাধুর মধ্যে কোন কোন সাধুর পূজ্য যে শ্রীগোপালবিগ্রহ, তাঁহার সহিত আমার প্রভুর কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। এস্থলে ‘বা’ শব্দ বিতর্কে বা অনির্ধারণে।

৭৬। তথাপি আমার উপাস্যদেবকে জগদীশ্বর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, আমি মাঘ-মাহাত্ম্যাদিতে জগদীশ্বরের যে লক্ষণ শ্রবণ করিয়াছি, আমার প্রভুর সে লক্ষণ নাই। পদ্মপুরাণের মাঘ-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে—“গরুড়-স্কন্ধারূঢ় বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় শ্যামকান্তিবিশিষ্ট চতুর্বাহু এবং তাঁহার বিশাল বক্ষ ও সর্বাঙ্গে নানাপ্রকার অলঙ্কার বিভূষিত।” আরও শুনিয়াছি যে, ‘ব্রহ্মাদি দেবগণ, সনকাদি যোগীগণ, কপিলাদি সিদ্ধগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন।’ এস্থলে ‘আদি’ শব্দের দ্বারা স্কন্দপুরাণোক্ত প্রয়াগাদির মাহাত্ম্যও গ্রহণীয়।

৭৭। গোপার্ভবর্গৈঃ সখিভির্বনে স গা,
বংশীমুখো রক্ষতি বন্যভূষণঃ।
গোপাঙ্গনাবর্গবিলাস-লম্পটো,
ধর্ম্মং সতাং লঙ্ঘয়তীতরো যথা॥

মূলানুবাদ

৭৭। আমার প্রভু বন্যভূষণে ভূষিত এবং বংশীবাদন করিতে করিতে সখা গোপবালকদিগের সহিত বনে বনে গোচারণ করেন। আর তিনি অতিশয় বিলাস-লম্পট বলিয়া গোপাঙ্গনাদিগের সহিত সতত বিহার করেন এবং সাধারণ লোকের মত ধর্ম্মাদিও অতিক্রম করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৭৭। তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ তদ্‌বিপরীতং নিজধ্যানাদাবনুভূয়মানমাত্মোপাস্য লক্ষণমাহ—গোপেতি। স মদুপাস্যঃ সখিভিঃ সহ বনে গা রক্ষতি। বংশী মুখে যস্য সঃ, সততবংশীবাদনরতত্বাৎ। বন্যানি বর্হাপীড়গুঞ্জাবতংস-কদম্বমালা-গৈরিকতিলকাদীনি ভূষণানি যস্য সঃ। সতাং ধর্ম্মঃ পরদারপরিহারাদিকম্, যথেতরঃ প্রাকৃত এব, এবং গোপবালকগণসখ্যাদিনাস্য জগদীশতা ন সঙ্গচ্ছতে নাম। ভবতু বা সতামেষামুপাস্যস্য গোপালস্য বংশীমুখত্বাদিসাম্যেন জগদীশতা-সম্ভাবনা, তথাপি বনমধ্যে গোচারণাদিনা বিশেষতো ধর্ম্মাতিক্রমেণ কদাপি ন জগদীশতা ঘটেতেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৭। সেই সকল ব্যক্ত করিয়া অধুনা নিজ ধ্যানাদিতে অনুভূত তাহার বিপরীত নিজ উপাস্যের লক্ষণ 'গোপ' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। আমার সেই উপাস্যদেব নিজসখা গোপবালকগণের সহিত বনে বনে গোচারণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার মুখে বংশী সতত বংশীবাদনরত, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জাবতংশ, কদম্বমালা ও গিরীধাতুর তিলকাদি ভূষণ। পরদার-পরিহারাদি সাধুগণের ধর্ম, কিন্তু তিনি সাধারণ লোকের মত লঙ্ঘন করেন। গোপবালকগণের সহিত সখ্যাদি লক্ষণ দ্বারা আমার প্রভুর জগদীশ্বরতা সঙ্গত হইতেছে না। যদিও সাধুদিগের উপাস্য এই গোপালের বংশীমুখাদি সাম্যের দ্বারা জগদীশ্বরতা সম্ভব হয়, তথাপি গোচারণাদি, বিশেষতঃ ধর্ম-ব্যতিক্রমাদি দ্বারা কদাচ আমার প্রভুর জগদীশ্বরতা সম্ভব হয় না!

সারশিক্ষা

৭৭। সকাম ও নিষ্কাম-ভেদে ভক্তি দ্বিবিধা। ভুক্তি ও মুক্তি কামনাযুক্ত ভক্তির নাম সকামভক্তি। আর ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহাশূন্য অর্থাৎ সর্ববিধ ভোগ বা মুক্তি কামনায় শ্রীভগবানের সেবা অনুষ্ঠান না হয়, কিম্বা কোন প্রকার দুঃখ-দৈন্যাদির পীড়নে বা অন্য যে কোন কারণেই হউক কিছুতেই শ্রীভগবানের সেবায় বাধা না পড়ে, তাহা হইলে সেই সেবা-বাসনাকে নিষ্কামভক্তি বলে।

নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ শ্রবণ-কীর্তন-অর্চনাদিরূপ সাধনভক্তি যাজন করিলে ক্রমশঃ শ্রীভগবানে পূর্ণ মমতা লাভ করিয়া প্রেমিক ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন; কিন্তু মমতার বিশেষত্ব এবং তারতম্য অনুসারে একই প্রেম নানা ভক্তের নিকট নানা মূর্তি ধারণ করেন এবং ভক্তের ভাব অনুসারে নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব ভক্ত-ভেদে রতিরও ভেদ হয়। এই রতি পঞ্চপ্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

শান্তভক্তের কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণসেবাজনিত আনন্দেরই ভোগ হয়, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসেবাজনিত আনন্দ আস্বাদন করা সম্ভবপর হয় না।

যাঁহারা শ্রীভগবানকে আমার প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, এবং শ্রীভগবানকে বড় এবং নিজেকে তাঁহার অনুগত ক্ষুদ্র সেবক মনে করিয়া সঙ্কুচিত চিত্তে আজ্ঞা পালনাদি সেবা করেন, তাঁহাদিগকে দাসভক্ত বলা হয়। দাসভক্তগণ শ্রীভগবানের সেবা পাইয়া শান্তভক্ত হইতে অধিকতর আনন্দ-ভোগের অধিকারী হন; কিন্তু তাঁহাদের সেবায় সঙ্কোচভাব থাকে বলিয়া পরিপূর্ণরূপে সেবাসুখ উপভোগ করিতে পারেন না। কাজেই দাস্যভাবের সেবা অপেক্ষা সখ্যভাবের সেবাতেই সঙ্কোচবিহীন চিত্তে পরিপূর্ণ আনন্দাস্বাদন ঘটিয়া থাকে।

সখ্যভাবের ভক্তগণ সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্তে শ্রীভগবানের প্রভুত্ব ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহারা শ্রীভগবানকে নিজের সহিত সমান মনে করিয়া অসঙ্কোচে তাঁহার সেবা করিলেও কখনও কখনও হীনবুদ্ধির বা লাল্যভাবের উদয় হয় না, কিন্তু বাৎসল্যভাবাক্রান্ত ভক্তগণ শ্রীভগবানকে নিজ অপেক্ষাও হীন বা লাল্যবুদ্ধি করিয়া তদুচিত সেবার দ্বারাই শ্রীভগবানের প্রীতিবর্ধন করেন এবং নিজেরাও তদুচিত সেবার আনন্দে নিমগ্ন হইয়া যান।

মধুর রসের সেবা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই রসের ভক্তগণ অবাধে শ্রীভগবানের সর্বপ্রকার সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর এই রসে শ্রীভগবানের যেরূপ সেবা হয়, তাহা আর অন্য কোন রসেই সম্ভবপর হয় না। শ্রীভগবানের সহিত নানাভাবে বিহারাদি একমাত্র মধুর রসেই সম্ভবপর হয়।

শ্রীভগবানের কৃপা বা আনন্দ বিতরণে কোন পক্ষপাত নাই, কিন্তু যে ভক্ত যে ভাবে তাঁহার ভজনা করেন, তিনিও সেইভাবে তাঁহাকে কৃপা করেন এবং ভাব অনুসারে আনন্দ বিতরণ করেন।

সকাম ভক্তগণ নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধে সেই আনন্দের কণিকামাত্র গ্রহণ করিতে পারেন। নিষ্কাম ভক্তগণ সর্ববিধ ভোগবাসনা পরিত্যাগপূর্বক বিবিধ প্রেমসেবা-আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়া নিজ নিজ সেবা-যোগ্যতার বা ভাব অনুরূপ সেবাধিকার প্রাপ্ত হওত আনন্দরসে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

অতএব ভক্তের ভক্তির তারতম্যবশতঃ শ্রীভগবানেরও ভক্তবাৎসল্যতার তারতম্য হইয়া থাকে। আর সেই তারতম্য-হেতু তাঁহার নানাবিধ স্বরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। যেমন শান্ত ভক্তগণের নিকট পরমাত্মা শ্রীনারায়ণ-স্বরূপ। ঐশ্বর্যপ্রধান দাসভক্তের নিকট বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বা শ্রীনৃসিংহদেব অথবা শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি ভগবদ্স্বরূপে সেবা গ্রহণ করেন। আর ঐশ্বর্যমিশ্র মাধুর্যভাবময় সখ্যভাবাক্রান্ত ভক্তের নিকট শ্রীযাদবেন্দ্র প্রভৃতি ভগবদ্স্বরূপে এবং মাধুর্যপ্রধান ভক্তের নিকট স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজস্বরূপে আবির্ভূত হইয়া সেবাগ্রহণে প্রবৃত্ত হন।

এস্থলে ব্রাহ্মণের উপাস্যদেব শ্রীমদনগোপাল এবং তাঁহার লীলাস্থান মাধুর্যভূমি শ্রীবৃন্দাবন। কাজেই তিনি ঐশ্বর্যপুষ্ট শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যদ্যোতক-ভাব ধারণা করিতে পারেন নাই। এইজন্যই বলিয়াছেন—"আমার প্রভু জগদীশ্বর নহেন।"

৭৮। দেব্যাঃ প্রভাবাদানন্দমস্যাপ্যারাধনে লভে।
তন্ন জহ্যাং কদাপ্যেনমেতন্মন্ত্রজপং ন চ॥
৭৯। এবং স পূর্ববন্মন্ত্রং তং জপন্নির্জনে নিজম্।
দেবং সাক্ষাদিবেক্ষেত সতাং সঙ্গপ্রভাবতঃ॥

মূলানুবাদ

৭৮। পরন্তু আমার প্রভুর জগদীশ্বরতা-লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও, দেবীর প্রভাবেই আমি তাঁহার আরাধনায় আনন্দলাভ করিয়া থাকি। অতএব আমি কখনও এই প্রভুকে বা এই মন্ত্রজপকে ত্যাগ করিব না।

৭৯। এইপ্রকারে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্রাহ্মণ পূর্ববৎ নির্জনে বসিয়া নিজ-মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। সাধুসঙ্গের প্রভাবে শুদ্ধচিত্তে মন্ত্রজপ করিতে করিতে তিনি মন্ত্রদেবতাকে সাক্ষাৎ দর্শনের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৭৮। ননু হৃদয়ে তাদৃশানন্দলাভোহন্যোপাসনেন ন কিল ঘটতে? তত্রাহ—দেব্যা ইতি। অস্যাপি প্রকটজগদীশ্বরতালক্ষণহীনস্যাপি স চানন্দলাভো দেবীপ্রভাবজ এবেতি ভাবঃ। তর্হ্যেতং হিত্বান্য উপাস্যতাম্? তত্রাহ—তদিতি। তস্মাদ্দেব্যা-দেশাদরাদানন্দলাভাদ্বা॥

৭৯। এবং বিমর্ষেণ স বিপ্রঃ, তং সুপ্রসিদ্ধং মন্ত্রগণাতিশ্রেষ্ঠং শ্রীমদনগোপাল-দেবতাকং দশাক্ষরং মন্ত্রম্। যদ্বা, তমনির্বচনীয়মশেষোপাস্য শিরোমণিং দেবং শ্রীনন্দকিশোরং চিত্তশুদ্ধ্যা সংধ্যানাভিনিবেশাৎ সাক্ষাদিবৈক্ষেত। সম্ভাবনায়াং সপ্তমী। ননু শ্রদ্ধাদিরাহিত্যেন কথমেতৎ সিধ্যেত্তত্রাহ—সতামিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৮। যদি বলা যায়, হৃদয়ে তাদৃশ আনন্দলাভ অন্য উপাসনা দ্বারায় কি সংঘটিত হয় না? সেইজন্য 'দেব্যা' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, আমার প্রভুর জগদীশ্বরতা লক্ষণ না থাকিলেও দেবীর প্রভাবেই তাঁহার আরাধনায় আমি আনন্দলাভ করিয়া থাকি। আরও যদি তর্ক উপস্থিত হয়, তোমার প্রভুর যখন জগদীশ্বরতা-লক্ষণ নাই, তখন তুমি তাঁহার উপাসনা ত্যাগ করিয়া অন্যকে উপাসনা কর। ইহারই জন্য 'তৎ' এই—বাক্যে বলিতেছেন। এস্থলে 'তৎ' শব্দের অর্থ, দেবীর আদেশে

আদরবশতঃ অথবা আনন্দলাভের জন্য আমি কখনও এই প্রভুকে বা তাঁহার মন্ত্রজপকে ত্যাগ করিব না।

৭৯। এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই বিপ্র সেই মন্ত্র (শ্রীমদনগোপালদেবের সুপ্রসিদ্ধ দশাক্ষর মন্ত্র) ত্যাগ করিলেন না। অথবা সেই অনির্বচনীয় অশেষ-উপাস্য-শিরোমণি নন্দকিশোরদেবের সম্যক্ ধ্যানাভিনিবেশে চিত্তশুদ্ধি হওয়াতে নিজ উপাস্যদেবকে সাক্ষাৎ দর্শনের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। যদি বল, শ্রদ্ধাদিরহিত মন্ত্রজপের দ্বারা ইহা কিরূপে সিদ্ধ হইল? সেইজন্য বলিতেছেন—'সতামিতি'—সাধুসঙ্গের প্রভাবে।

সারশিক্ষা

৭৯। সাধকের শ্রদ্ধার উদয় না হইলেও সাধুসঙ্গে যদি মন্ত্রজপাদিরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইলেও সেই সাধুসঙ্গের প্রভাবে চিত্তশুদ্ধিবশতঃ মন্ত্রজপের ফল হইয়া থাকে।

৮০। বস্তুস্বভাবাদানন্দ-মূর্চ্ছামাপ্নোতি কর্হিচিৎ।
ব্যুত্থায় জপকালাপগমমালক্ষ্য শোচতি॥

মূলানুবাদ

৮০। বস্তু-স্বভাবে তিনি কখন কখন আনন্দমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে মূর্চ্ছার অপগম হইলে জপকাল—অতিক্রম জন্য শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৮০। ততশ্চ কর্হিচিৎ কস্মিন্নপ্যবসরে আনন্দেন মূর্চ্ছাং সর্বেন্দ্রিয়-বহির্বৃত্তিনিবৃত্তিরূপাং সৎসমাধাবিব কামপি দশাং প্রাপ্নোতি। বস্তুস্বভাবাদিতি সর্বানন্দকতদ্দর্শন-স্বভাবাদেব, ন তু তত্ত্বালোচনাদিনেত্যর্থঃ। ব্যুত্থায় বহিঃসংজ্ঞাং লব্ধা; জপকালস্য নিয়মিতজপসময়স্য দিবাভাগস্য বা; অপগমমত্যয়ম্, আলক্ষ্য সন্ধ্যান্ধকারাদি-লক্ষণেন জ্ঞাত্বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮০। তদনন্তর কোন কোন সময়ে সেই ব্রাহ্মণের আনন্দমূর্চ্ছা অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়ের বাহ্যবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ সৎসমাধিদশা উপস্থিত হইত। বস্তুর স্বভাবেই এইপ্রকার সর্বানন্দপ্রদ-তৎদর্শন নিষ্পন্ন হইত; কিন্তু ইহা তত্ত্বাদি আলোচনা-সম্ভূত নহে। কিয়ৎকাল মূর্চ্ছার পর সংজ্ঞালাভ হইলে নিয়মিত জপ সময়ের বা দিবাভাগের অতিক্রমে সন্ধ্যাদির অন্ধকার দেখিয়া বুঝিতেন যে, তাঁহার জপকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য শোক প্রকাশ করিতেন।

সারশিক্ষা

৮০। চিত্তে ভগবৎস্ফূর্তির সময়ে শ্রীভগবৎ স্ফুরণরূপ বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তিই থাকে না। সেইজন্য মনোবৃত্তি দ্বারা তত্ত্বাদি অনুশীলনের ফলে ভগবৎ-স্ফূর্তিলাভ হয় না। এইজন্যই বলা হইয়াছে—'বস্তুর স্বভাবেই অর্থাৎ মন্ত্রজপ প্রভাবেই ভগবৎস্ফূর্তি হইত, তত্ত্বাদি আলোচনা হইতে নহে।' তবে তত্ত্বাদি আলোচনা দ্বারা অন্য পদার্থের স্ফুরণরূপ-মল অপসারিত হইলে শীঘ্রই ভগবৎ-স্ফূর্তি হয়। অতএব তত্ত্বাদি অনুশীলনের সাক্ষাৎ ফল ভগবৎ-স্ফূর্তি না হইলেও আনুসঙ্গিকরূপে তত্ত্বাদি অনুশীলনের উপযোগীতা অনুভূত হইতেছে।

৮১। উপদ্রবোঽয়ং কো মেঽনু জাতো বিঘ্নো মহান্ কিল।
ন সমাপ্তো জপো মেঽদ্যতনো রাত্রীয়মাগতা॥
৮২। কিং নিদ্রাভিভবোঽয়ং মে কিং ভূতাভিভবোঽথবা।
অহো মদ্দুঃস্বভাবো যচ্ছোকস্থানেঽপি হৃৎসুখম্॥

মূলানুবাদ

৮১। আমার এ কি উপদ্রব জন্মিল, ইহা নিশ্চিত মহাবিঘ্ন। যেহেতু, অদ্য আমার জপ সমাপ্ত না হইতে হইতেই রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল।

৮২। ইহা কি আমার নিদ্রাভিভব, অথবা ভূতাভিভব? অহো! আমার এ কি দুঃস্বভাব যে, এতাদৃশ শোকের স্থলেই হৃদয়ে সুখোৎপত্তি হইতেছে।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৮১। শোচনমেবাহ—উপেতি। উপদ্রবো দুঃখহেতুরুৎপাতঃ; ন চৈতদুপদ্রব-মাত্রং, কিন্তু মহান্ বিঘ্ন এব। তত্র হেতুর্নেতি। অদ্যতনঃ অদ্যকর্তব্য ইত্যর্থঃ॥

৮২। 'কুতোঽয়ং বিঘ্নঃ প্রাতঃ?' ইতি স্বয়মেব বিচারয়তি—কিমিতি। নিদ্রয়া অভিভবঃ সুষুপ্তাবিব সর্বেন্দ্রিয়াদিবৃত্তীনামতিক্রমণম্, তন্দ্রাদ্যভাবমালোচ্য পক্ষান্তরমুদ্ভাবয়তি—কিন্তুতেন কেনাপ্যভিভব ইতি। অহো খেদে; যদ্যস্মাদ্-দুঃস্বভাবাৎ শোকস্য জপাসমাপ্ত্যা দুঃখেন শোচনস্য স্থানে বিষয়েঽপি মম হৃদিসুখং ভবতীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮১। 'উপদ্রব' ইত্যাদি শ্লোকে সেই বিপ্রের শোকের কারণ বর্ণন করিতেছেন। উপদ্রব-শব্দে দুঃখহেতু উৎপাত। ইহা কেবল উপদ্রব নয়, মহাবিঘ্নও বটে। তাহার হেতু 'ন সমাপ্তো' ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন, অদ্যকার কর্তব্য ইত্যাদি।

৮২। কি প্রকারে এই বিঘ্ন উপস্থিত হইল? ইহা নিজেই বিচার করিতেছেন। নিদ্রা-কর্তৃক অভিভব? অথবা সুষুপ্তির সময় যেমন সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তির অতিক্রম হয়, সেইরূপ? আবার তন্দ্রাদির অভাব আলোচনা করিয়া পক্ষান্তর উদ্ভাবন করিতেছেন যে, ইহা কি কোন ভূতের দ্বারায় অভিভব? কি খেদের বিষয়! যেহেতু, দুঃস্বভাব-বশতঃ জপসমাপ্ত না হইলেও শোকস্থলে হৃদয়ে সুখোৎপত্তি হইতেছে!!

৮৩। একদা তু তথৈবাসৌ শোচন্নকৃতভোজনঃ।
নিদ্রাণো মাধবেনেদং সমাদিষ্টঃ সসান্ত্বনম্।।

মূলানুবাদ

৮৩। একদা ঐ ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ শোক করিতে করিতে ভোজন না করিয়াই নিদ্রিত হইলেন। স্বপ্নে শ্রীমাধব আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা সহকারে আদেশ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৮৩। তথৈবানন্দমূর্চ্ছাতো জপাসমাপ্ত্যা পূর্ব্ববদেব শোচন্, অসৌ বিপ্রঃ, শোকেনৈব ন কৃতং ভোজনং যেন সঃ, অতএব নিদ্রাণঃ সন্; ইদং বক্ষ্যমাণং সান্ত্বনমাশ্বাসনং—'কিমিতি বৃথা শোচসি? কথং বোপস্যাত্মানং মাঞ্চ ক্লেশয়সি? তবাশেষমনোরথোঽচিরাৎ সিদ্ধিং গতঃ।' ইতি প্রতীহীত্যাদিরূপম্; যদ্বা, বক্ষ্যমাণমেব মধুরবাক্যং, তেন সহিতং যথা স্যাৎ।।

টীকার তাৎপর্য্য

৮৩। আনন্দমূর্চ্ছাবশতঃ জপসমাপ্ত না হইবার জন্য শোকসন্তপ্ত সেই বিপ্র সেইপ্রকার শোকাভিভূত অবস্থায় ভোজনাদি না করিয়াই শয়ন করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে নিদ্রিত হইলেন। সেই অবস্থায় শ্রীমাধব বক্ষ্যমান প্রকারে আশ্বাসবাক্য বলিলেন—"বৃথা কিজন্য শোক করিতেছ? কেনই বা নিজেকে ও (উপাস্য) আমাকে ক্লেশ দিতেছ? তোমার অশেষ মনোরথ অচিরাৎ সিদ্ধি হইবে, ইহা প্রত্যয় কর।" ইত্যাদিরূপ বাক্য। অথবা বক্ষ্যমান মধুরবাক্যের সহিত বলিলেন,—

৮৪। বিপ্র বিশ্বেশ্বরস্যানুস্মর বাক্যমুমাপতেঃ।
যমুনাতীরমার্গেন তচ্ছ্রীবৃন্দাবনং ব্রজ॥
৮৫। তত্রাসাধারণং হর্ষং লপ্স্যসে মৎপ্রসাদতঃ।
বিলম্বং পথি কুত্রাপি মা কুরুষ্ব কথঞ্চন॥
৮৬। ততঃ সঃ প্রাতরুত্থায় হৃষ্টঃ সন্ প্রস্থিতঃ ক্রমাৎ।
শ্রীমন্মধুপুরীং প্রাপ্তঃ স্নাতো বিশ্রান্তিতীর্থকে॥

মূলানুবাদ

৮৪। হে বিপ্র! তুমি উমাপতি বিশ্বেশ্বরের বাক্য স্মরণ কর এবং যমুনাতীর-পথে সেই শ্রীবৃন্দাবন গমন কর।

৮৫। সেখানে আমার প্রসাদে অসাধারণ আনন্দ প্রাপ্ত হইবে। তুমি কোথাও পথে কোন প্রকার বিলম্ব করিও না।

৮৬। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। গমন করিতে করিতে ক্রমে মধুপুরী প্রাপ্ত হইলেন এবং বিশ্রামতীর্থে স্নান করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৮৪। উমায়াস্তদারাধিতায়া মন্ত্রোপদেষ্ট্র্যাস্তস্যা দেব্যাঃ পত্যুরিতি, তদ্‌বচন-লঙ্ঘনমযুক্তমিতি ভাবঃ। তদ্বাক্যমেব স্মারয়ন্ স্বয়মাদিশতি—যমুনেতি সার্ধেন। তচ্ছ্রীবিশ্বেশ্বরোদ্দিষ্টমনির্বচনীয়ং বা॥

৮৫। অসাধারণং নিরুপমং চতুর্বর্গফলসিদ্ধিতোঽপি বিশিষ্টমিত্যর্থঃ। পথি জ্ঞানমার্গাদৌ; ইতো বৃন্দাবনবর্ত্মমধ্যে বা, মমৈব প্রসাদত ইতি তত্রাপ্যহমেব প্রসাদকর্তা, নান্যঃ কোঽপি; তথাপি স্থানবিশেষে কালবিশেষে সঙ্গবিশেষাদাবেব মৎপ্রসাদবিশেষো ভবেদেবেতি ভাবঃ॥

৮৬। ততস্তস্মাচ্ছ্রীমাধবাদেশাৎ, স বিপ্রঃ, ক্রমাৎ বর্ত্মগমনক্রমতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৪। উমা তোমার আরাধিতা এবং মন্ত্রোপদেশকারিণী দেবী, সেই দেবীর পতির বাক্য অর্থাৎ উমাপতি শ্রীবিশ্বেশ্বরের বাক্য লঙ্ঘন করা তোমার পক্ষে অযুক্ত। তাঁহার বাক্য স্মরণ কর। তিনি স্বয়ং আদেশ করিয়াছিলেন—('যমুনেতি' অর্ধশ্লোকে

বলিতেছেন) 'যমুনাতীর-পথ ধরিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন কর।' শ্রীবিশ্বেশ্বরের এই বাক্য স্মরণ করাইয়া স্বয়ং আদেশ করিতেছেন। এস্থলে 'তৎ' শব্দের অর্থ শ্রীবিশ্বেশ্বরের উদ্দিষ্ট অনির্বচনীয় বাক্যসমূহ।

৮৫। অসাধারণ নিরুপম চতুর্বর্গফলসিদ্ধি হইতেও বিশিষ্ট শ্রীবৃন্দাবন। পথে জ্ঞানমার্গাদিতে অথবা বৃন্দাবনগমনের রাস্তাতে বিলম্ব করিও না। আমার প্রসাদেই সেখানে অপার আনন্দলাভ করিবে। যদিও সেইস্থানে বা এইস্থানে প্রসাদকর্তা এক আমিই, তথাপি স্থানবিশেষে, কালবিশেষে ও সঙ্গবিশেষাদিতে আমার বিশেষ বিশেষ প্রসাদলাভ হইয়া থাকে।

৮৬। সেই হেতু অর্থাৎ শ্রীমাধবের আদেশে সেই বিপ্র সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীমথুরা ধাম প্রাপ্ত হইলেন।

সারশিক্ষা

৮৫। ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ, তাঁহার কৃপা। বহু চেষ্টা করিয়াও যদি তাঁহার কৃপার উদ্রেক না হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—"যমেবৈষ বৃণুতে, তেন লভ্যঃ।" যাঁহাকে তিনি কৃপা করেন, সে-ই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। এই কৃপা প্রাপ্তির উপায় হইতেছে, তাঁহার প্রতি একান্তভাবে উন্মুখ হওয়া। জীবের প্রতি নিত্যকৃপাময় শ্রীভগবানের সাধারণ কৃপা আছে সত্য; কিন্তু কেবল উন্মুখ ব্যক্তিই তাঁহার বিশেষ কৃপা লাভ করিয়া থাকেন এবং সেই উন্মুখ ভাব যাহার যত অধিক, তিনি ততদূর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; পরন্তু এই উন্মুখভাব চরমসীমায় উন্নীত না হইলে পূর্ণ কৃপা লাভ হয় না।

শ্রীভগবানের মৎস্য কূর্মাদি সমস্ত মূর্তিতেই কৃপাশক্তির পূর্ণবিকাশ থাকিলেও শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীমদনগোপালদেবের ন্যায় অন্যত্র পূর্ণতম কৃপাশক্তির বিকাশ দেখা যায় না। অর্থাৎ উহা কেবল স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেই পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য ভগবান মৎস্য কূর্মাদি লীলায় সকলকে নিজ বশে রাখিয়া লীলা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিজে কাহারও বশীভূত হন নাই; পরন্তু শ্রীবৃন্দাবনলীলায় শ্রীভগবানের সর্ববশীকারত্বশক্তি পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ 'ন পারয়েঽহং' ইত্যাদিরূপে আত্মপর্যন্ত সর্ববশীকারত্ব—কৃপাশক্তি প্রকটিত হইয়াছে।

এইজন্যই পূজ্যপাদ টীকাকার শ্রীমাধবদেবের শ্রীমুখে বলাইয়াছেন—'মমৈব প্রসাদত ইতি তত্রাপ্যহমেব প্রসাদকর্তা, নান্যঃ কোঽপি'—সর্বত্র প্রসাদকর্তা একই ভগবান, তথাপি স্থান, কাল ও সঙ্গবিশেষের দ্বারা শ্রীভগবৎকৃপারও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ইহার তাৎপর্য এই যে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহারস্থান শ্রীবৃন্দাবন,

এজন্য সেস্থানে গমনমাত্রে সর্ব মনোরথ সিদ্ধি হয়। আর শ্রীহরিনামজপাদি বিষয়ে কালাদির কোন বিচার না থাকিলেও প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নাদি কালের যেমন বিশেষ আদর দেখা যায় এবং কার্তিকাদি পবিত্র মাসে ভক্তি অনুষ্ঠানে মহাফলের কথাও শাস্ত্রাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। আর ভগবদ্ভক্ত সঙ্গাদিতে যে ভক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহা বলাবাহুল্য মাত্র। বিশেষতঃ ব্রজজাতীয় ভক্তিলাভ করিতে হইলে শ্রীমাধবের নিজ পরিকর ব্রজবাসী ভক্তগণের কৃপাই একমাত্র সম্বল। অন্য কাহারও কৃপাতে বা অন্য কোন প্রকার সাধনে শ্রীবৃন্দাবনবাস-সিদ্ধ হয় না। আবার শ্রীমাধবের কৃপাও শ্রীবৃন্দাবনবাসে এবং তাঁহার ভক্তসঙ্গে অধিকতর বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। আর শ্রীদোলপূর্ণিমা, শ্রীরাসপূর্ণিমা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কালেও তাঁহার অপূর্ব মাধুর্য প্রকটিত হয়, এজন্য তদনুরাগী ভক্তগণ ঐ ঐ কালকে বিশেষ আদর করেন। যেহেতু, ঐ সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ের অনুরাগ উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং ইহার দ্বারা সাধারণ ভক্তগণও কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এই জন্যই শ্রীমাধবদেব সেই বিপ্রকে সর্বধাম শিরোমণি অর্থাৎ সর্বধাম হইতে অসাধারণ, নিরুপদ্রব ও চতুর্বর্গ ফলসিদ্ধি অপেক্ষা বিশিষ্ট ফলপ্রদ শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রেরণ করিলেন।

৮৭। গতো বৃন্দাবনং তত্র ধ্যায়মানং নিজে জপে।
তং তং পরিকরং প্রায়ো বীক্ষ্যাভীক্ষ্ণং ননন্দ সঃ॥

৮৮। তস্মিন্ গোভূষিতেঽপশ্যন্ কমপীতস্ততো ভ্রমন্।
কেশীতীর্থস্য পূর্ব্বস্যাং দিশি শুশ্রাব রোদনম্॥

মূলানুবাদ

৮৭। পরে তিনি বৃন্দাবন গমন করিলেন এবং তথায় নিজ মন্ত্রজপে ধ্যায়মান গো-গোপাদি শ্রীভগবৎপরিকরসকল প্রায়ই দর্শন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সর্বদা আনন্দানুভব হইতে লাগিল।

৮৮। তিনি সেই গো-ভূষিত নির্জন বৃন্দাবনে জনসমাগম না দেখিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কেশীতীর্থের পূর্বদিকে রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিলেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৮৭। তং তং পরমানির্ব্বচনীয়ং সুপ্রসিদ্ধং পরিকরং পরমসুন্দর-গো-গোপগণ-কদম্ববৃক্ষাদিকং নিজদেব-পরিবার-পরিচ্ছদম্॥

৮৮। তস্মিন্ শ্রীবৃন্দাবনে কমপি মনুষ্যমপশ্যেন্; গোভূষিত ইতি প্রায়ো মনুষ্যা-দর্শনকারণমুক্তম্। কেশিদৈত্যবধস্থানমেব কেশীসংজ্ঞং তীর্থম্, তস্য। তথা চ বারাহে শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে—'গঙ্গা শতগুণা প্রোক্তা যত্র কেশী নিপাতিতঃ। কেশ্যাঃ শতগুণাঃ প্রোক্তা যত্র বিশ্রমিতো হরিঃ।।' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৭। সেই সেই পরম অনির্বচনীয় সুপ্রসিদ্ধ পরিকরসকল এবং পরমসুন্দর গো-গোপ-কদম্ব বৃক্ষাদি ও নিজ-জপে ধ্যায়মান দেবতার পরিচ্ছদাদিবৎ প্রায়ই দর্শন করিতে লাগিলেন।

৮৮। সেই বৃন্দাবনে কোনও মনুষ্য না দেখিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 'গোভূষিতে' পদের অর্থ এই যে, কোন মনুষ্য দর্শন না করিয়া প্রায়শঃ গো-সকল দর্শন করিতেন। কেশীতীর্থ—যেস্থানে কেশীদৈত্য বধ হইয়াছিল, সেই স্থানের নাম কেশীতীর্থ। তাহার প্রমাণ যথা, বরাহপুরাণে মথুরামাহাত্ম্যে—যেস্থানে কেশীনামক দৈত্য নিহত হইয়াছিল, সেইস্থান গঙ্গা হইতেও শতগুণ ফলপ্রদ। আবার যেখানে শ্রীহরি বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই স্থান কেশীতীর্থের শতগুণ ফলপ্রদ বলিয়া কথিত হয়।

৮৯। তদ্দিগ্‌ভাগং গতঃ প্রেম্‌ণা নামসঙ্কীর্ত্তনৈর্যুতম্।
তদাকর্ণ্য মুহুস্তত্র তং মনুষ্যমমার্গয়ৎ।।

৯০। ঘনান্ধকারারণ্যান্তঃ সোঽপশ্যন্ কঞ্চিদুন্মুখঃ।
নির্ধার্য তদ্ধ্বনিস্থানং যমুনাতীরমব্রজৎ।।

মূলানুবাদ

৮৯। পরে ঐ রোদনধ্বনি লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে গমন করিয়া বুঝিলেন, কেহ যেন প্রেমভরে নাম-সংকীর্তনের সহিত রোদন করিতেছেন। তিনি ঐ রোদনকারী মনুষ্যকে বারংবার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

৯০। তিনি ঘনান্ধকারযুক্ত অরণ্যের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ঐ রোদনধ্বনির শ্রবণ বিষয়ে উন্মুখ হইয়া প্রথমতঃ সেই ধ্বনির স্থান নির্ধারণ করিলেন, পরে সেই স্থান অভিমুখে গমন করিতে করিতে যমুনাতীরে উপনীত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৮৯। পূর্বং রোদনধ্বনিমাত্রং দূরাদশৃণোৎ; অধুনা তস্য রোদনস্য দিগ্‌ভাগং গতঃ সন্ সমীপগমনেন তদ্‌রোদনং প্রেম্‌ণা পরমানুরাগেণ চিত্তার্দ্রতয়া যানি ভগবন্নাম্নাং সংকীর্তনানি দীর্ঘকরুণস্বরেণ গানরূপোচ্চারণানি তৈর্যুতমাকর্ণ্য, তং তাদৃশরোদনকর্তারং মুহুরমার্গয়ৎ অন্বিষ্টবান্।।

৯০। ঘনং নিবিড়তমমতএবান্ধকারযুক্তং সদান্ধকারাচিতত্বাদন্ধকারসংজ্ঞং বা; যদ্বা, নিশ্ছিদ্রতয়া রবিরশ্মিপ্রবেশাভাবাদ্‌ঘনোঽন্ধকারো যস্মিন্নরণ্যে তস্যান্তর্মধ্যে। কঞ্চিজ্জনমপশ্যন্; কুতোঽয়ং শব্দঃ সমায়াতীতি তচ্ছ্রবণায়োন্মুখঃ সন্ তস্য সংকীর্তনধ্বনেঃ স্থানমাস্পদং নির্ধার্য ইদংতয়া নিশ্চিত্য তচ্চ যমুনাতীরমিতি নির্ধার্য তত্র জগামেত্যর্থঃ।।

টীকার তাৎপর্য্য

৮৯। পূর্বে দূর হইতে রোদনধ্বনিমাত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন, অধুনা সেই রোদনধ্বনি লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে গমন করিলেন এবং নিকটে গিয়া বুঝিলেন যে, কেহ পরমানুরাগের সহিত আর্দ্রচিত্তে শ্রীভগবানের নাম সংকীর্তন করিতেছেন। অর্থাৎ দীর্ঘ করুণস্বরে গানের মত উচ্চারণযুক্ত নামকীর্তন করিয়া রোদন

করিতেছেন। তদনন্তর তিনি ঐ সংকীর্তনকারী মনুষ্যকে বারংবার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

৯০। কিন্তু নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই অরণ্যের মধ্যে অর্থাৎ ঐস্থান ঘন সন্নিবিষ্ট বনের নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকায় অথবা সেই অন্ধকার সংজ্ঞক বনে অথবা বৃক্ষসমূহের ঘন সন্নিবেশবশতঃ ছিদ্র না থাকায় সূর্যের কিরণ প্রবেশের অভাব হেতু ঘনান্ধকার যে অরণ্য, তাহার মধ্যে কোন মনুষ্যকে দেখিতে না পাইয়া কোথা হইতে এই রোদনের ধ্বনি আসিতেছে ইহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এজন্য প্রথমতঃ সেই সংকীর্তন ধ্বনির স্থান নির্ধারণ করিলেন, পরে সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া যমুনা তীরে উপনীত হইলেন।

৯১। তত্র নীপনিকুঞ্জান্তর্গোপবেশপরিচ্ছদম্।
কিশোরং সুকুমারাঙ্গং সুন্দরং তমুদৈক্ষত।।
৯২। নিজেষ্টদেবতা-ভ্রান্ত্যা গোপালেতি মহামুদা।
সমাহ্বয়ন্ প্রণামায় পপাত ভুবি দণ্ডবৎ।।

মূলানুবাদ

৯১। তিনি সেই যমুনাতীরে কদম্বকুঞ্জের অভ্যন্তরে গোপবেশ ও গোপ-পরিচ্ছদধারী সুকুমারাঙ্গ সুন্দর কিশোরমূর্ত্তি গোপকুমারকে দর্শন করিলেন।

৯২। তখন সেই বিপ্র তাঁহাকে নিজ ইষ্টদেবভ্রমে পরমানন্দে 'হে গোপাল' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বানপূর্ব্বক প্রণাম করিবার জন্য ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৯১। তত্র যমুনাতীরে তং তথা সংকীর্তনপরমুদৈক্ষত বিপ্র ঈষদপশ্যৎ। কীদৃশম্? গোপস্যের বেশঃ শিখণ্ডাপীড়াদিভূষণং পরিচ্ছদশ্চ বেণুশৃঙ্গ-বেত্রাদির্যস্য তম্, সুন্দরমিত্যনেন সর্ব্বাবয়বসৌষ্ঠবাদিকং গৃহীতম্।।

৯২। ততশ্চ বিপ্রঃ প্রণামায় তং গোপকুমারং সম্যগভিবন্দিতুং ভুবি দণ্ডবৎ পপাত। তত্র হেতুঃ—নিজেষ্টদেবতায়াঃ শ্রীমদনগোপালদেবস্য ভ্রান্ত্যা তত্তদ্-ভূষণাদিসাদৃশ্যেন স এবায়মিতি মত্বেত্যর্থঃ। কিং কুর্বন্? হে গোপালেতি সমাহ্বয়ন্ মধুরমুচ্চৈঃ সম্বোধয়ন্; যদ্বা, গোপালেত্যক্ষরত্রয়ং সম্যগাহ্বানবদ্দীর্ঘমধুরস্বরেণ কীর্ত্তয়ন্।।

টীকার তাৎপর্য্য

৯১। সেই বিপ্র যমুনাতীরে উপনীত হইয়া তথায় সেই সংকীর্তনকারীকে ঈষৎ অবলোকন করিলেন। তিনি কি প্রকার? গোপালের মত বেশ অর্থাৎ মস্তকে শিখিপাখা, গোপপরিচ্ছদ মণ্ডিত, বেণু, শৃঙ্গ ও বেত্রাদিযুক্ত এবং সুন্দর সুকুমার অঙ্গ কিশোরমূর্ত্তি গোপকুমারকে দর্শন করিলেন।

৯২। অতঃপর সেই বিপ্র, গোপকুমারকে সম্যক্ অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাহার কারণ এই যে, নিজ ইষ্টদেবতা শ্রীমদনগোপালের ন্যায় তাঁহার বেশ-ভূষাদির সাদৃশ্য-হেতু নিজেষ্টদেবভ্রমে প্রণাম করিলেন। কি করিলেন? হে গোপাল! এইরূপ মধুরভাবে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া, অথবা 'গোপাল'—এই অক্ষরত্রয় দ্বারাই সম্যক্ আহ্বানের ন্যায় দীর্ঘ করুণ মধুর স্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রণামার্থ ভূতলে পতিত হইলেন।

৯৩। ততো জাতবহির্দৃষ্টিঃ স সর্ব্বজ্ঞশিরোমণিঃ।
জ্ঞাত্বা তং মাথুরং বিপ্রং কামাখ্যাদেশবাসিনম্॥

৯৪। শ্রীমন্মদনগোপালোপাসকঞ্চ সমাগতম্।
নিঃসৃত্য কুঞ্জাদুত্থাপ্য নত্বালিঙ্গ্য ন্যবেশয়ৎ॥

মূলানুবাদ

৯৩-৯৪। তখন সর্বজ্ঞশিরোমণি সেই গোপকুমার বাহ্যদৃষ্টি লাভ করিয়া তাঁহাকে মথুরোদ্ভব, কামাখ্যাদেশবাসী ব্রাহ্মণ ও শ্রীমদনগোপালদেবের উপাসক জানিয়া কুঞ্জ হইতে বাহির হইলেন এবং ঐ ব্রাহ্মণকে ভূমিতল হইতে উঠাইয়া নমস্কার ও আলিঙ্গনপূর্বক উপবেশন করাইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৯৩-৯৪। ততস্তস্মাদাহ্বানাদের্হেতুঃ—স গোপকুমারস্তং বিপ্রং জ্ঞাত্বা মনোবিষয়ীকৃত্য তত্র চ মাথুরং মথুরাসম্বন্ধি ব্রাহ্মণকুলবিশেষজাতং মথুরোদ্ভবং বা তত্রাপি কামাখ্যায়া দেব্যাধিষ্ঠিতো যো দেশঃ কামরূপাখ্যস্তস্মিন্ নিবাসিনং নিতরাং তদ্দেবীপূজনাদিনা কৃতবাসমতো দূরদেশাত্তেন তেন প্রকারেণাগতমিতি ভাবঃ। তত্রাপি শ্রীমন্মদনগোপালপাদপদ্মোপাসকং জ্ঞাত্বা, তত্রাপি সমাগতং তেন তেন প্রকারেণ সম্যগাগতং জ্ঞাত্বা, যদ্বা শ্রীরাধাদেব্যাজ্ঞয়া স্বয়ং যদর্থং তন্নিকুঞ্জে প্রাতরাগতস্তং সমাগতং সংপ্রাপ্তং জ্ঞাত্বা কুঞ্জান্নিঃসৃত্য তং নত্বা ভূমিতলাদুত্থাপ্য পশ্চাদালিঙ্গ্যোপবেশয়ামাসেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৩-৯৪। সেই প্রকার আহ্বানের জন্য সর্বজ্ঞশিরোমণি সেই গোপকুমার বাহ্য-দৃষ্টি লাভ করিলেন এবং সেই বিপ্রকে মথুরাসম্বন্ধি ব্রাহ্মণ কুলজাত অর্থাৎ মথুরোদ্ভব কামাখ্যাদেশবাসী ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিলেন। কামাখ্যাদেবীকে প্রত্যহ পূজাদি করিবার নিমিত্ত এই বিপ্র কামাখ্যাদেশে বাস করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই দেবীর আদেশে দেশ হইতে বহির্গত হইয়া এস্থানে সমাগত হইয়াছেন। বিশেষতঃ সেই বিপ্রকে শ্রীমদনগোপালদেবের উপাসক জানিয়া অথবা শ্রীরাধার আজ্ঞায় স্বয়ং যে নিমিত্ত সেই নিকুঞ্জে প্রাতঃকালে সমাগত হইয়াছেন তাহা জানিয়া কুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। পরে ভূমি হইতে তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক উপবেশন করাইলেন।

সারশিক্ষা

৯৩-৯৪। শ্রীভগবানের করুণাশক্তি ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতঃ গুরুরূপে জীবের কল্যাণের নিমিত্ত জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীভগবান গুরুরূপে যে কৃপা করেন, সেই কৃপার দ্বারাই জীবের দুঃখনিবৃত্তি ও অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। এই সাক্ষাৎ করুণার মূর্ত্তি শ্রীগুরুকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীভগবানের পরোক্ষ করুণার অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কেননা, তিনি স্বয়ং নিজ করুণার মূর্তরূপে জগতে প্রকটিত। বিশেষতঃ নিজভক্তের জন্য তিনি তাঁহার নিজ করুণা ভক্তের নিকট বিক্রয় করিয়া স্বয়ং ভক্তাধীন হইয়াছেন। কাজেই ভক্ত যখন তাঁহাকে পাইবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করেন, তখনই তিনি কোন এক নিজ জনকে গুরুরূপে প্রেরণ করেন। তাই আজ এই মাথুর ব্রাহ্মণের নিমিত্ত করুণার অধিশ্বরী স্বয়ং শ্রীরাধারাণী গোপকুমারকে প্রেরণ করিয়াছেন। আর স্বপ্নে বা অন্তর্যামীরূপে স্বয়ং সেই প্রকার প্রেরণা দিয়া ব্রাহ্মণের সহিত গোপকুমারের সংযোগ স্থাপন করিলেন।

৯৫। অথাতিথ্যেন সন্তোষ্য বিশ্বাসোৎপাদনায় সঃ।
কিঞ্চিত্তেনানুভূতং যদ্ব্যঞ্জয়ামাস সস্মিতম্।।

মূলানুবাদ

৯৫। গোপকুমার সেই প্রকার আতিথ্য দ্বারা মাথুর বিপ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ঈষৎ হাস্য সহকারে তদনুভূত বিষয় সকলের কিছু কিছু বর্ণন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৯৫। আতিথ্যেন স্বাগতাদিনা তদ্দেশকালাদ্যুচিতেন তেন বিপ্রেণ দেব্যারাধনমারভ্যাত্রাগমনপর্যন্তং যদনুভূতমস্তি, তৎ কিঞ্চিৎ সংক্ষেপেণ স গোপকুমারঃ ব্যঞ্জয়ামাস। বিপ্রস্য হৃদিস্থমপি বচনেঙ্গিতাদিনা প্রকাশং নিন্যে, চাতুর্যা কথয়ামাসেত্যর্থঃ। কিমর্থম্? বক্ষ্যমাণনিজবচনাদৌ বিশ্বাসস্যোৎপাদনায়; অন্যথা পরমাদ্ভুতেঽর্থে তৎপ্রতীতেরসম্ভবাৎ।।

টীকার তাৎপর্য্য

৯৫। গোপকুমার এই প্রকার আতিথ্য দ্বারা সেই বিপ্রকে সুখী করিলেন। 'আতিথ্য' বলিতে তদ্দেশ ও কালোচিত 'স্বাগতাদি' বাক্যের দ্বারা সম্ভাষণ এবং সেই বিপ্র-কর্তৃক দেবীর আরাধনা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমন পর্যন্ত যাহা যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সেই বিপ্রের নিকট বর্ণন করিলেন। যদিও ইহা সেই বিপ্রের হৃদয়স্থিত অনুভূতি, তথাপি গোপকুমার তাহা বাক্যের দ্বারা বাহিরে প্রকাশ করিয়া চাতুর্যের সহিত বলিলেন। কিজন্য বলিলেন? নিজ প্রতি বিপ্রের বিশ্বাস উৎপাদন নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ বাক্যসমূহ প্রকাশ করিলেন; নতুবা পরমাদ্ভুত অর্থে তাঁহার প্রতীতি হইবে না।

সারশিক্ষা

৯৫। যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব বা প্রেমরসতত্ত্ব উপদেশ করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত উপদেষ্টা। উপদেষ্টার শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশবাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হইলে ঐ বাক্যসমূহ ফলপ্রসূ হয় না। এজন্য প্রথমতঃ উপদেষ্টার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা দরকার। এই বিশ্বাস হইতেই তাঁহার উপদেশসমূহ মহাশক্তিশালীরূপে কার্য করে। অর্থাৎ শ্রোতার অভীষ্ট ফলপ্রদান করিয়া থাকে। অতএব অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যাঁহারা লুব্ধ, তাঁহারা সর্বাগ্রে শাস্ত্রসম্মত উপদেষ্টার বাক্য হৃদয়ে ধারণ করুন।

৯৬। বুদ্ধ্বা গোপকুমারং তং লব্ধ্বেবাত্মপ্রিয়ং মুদা।
বিশ্বস্তোঽকথয়ত্তস্মিন্ স্ববৃত্তং ব্রাহ্মণোঽখিলম্।।
৯৭। সকার্পণ্যমিদঞ্চাসৌ প্রশ্রিতঃ পুনরব্রবীৎ।
তং সর্বজ্ঞবরং মত্বা সত্তমং গোপনন্দনম্।।

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ—

৯৮। শ্রুত্বা বহুবিধং সাধ্যং সাধনঞ্চ ততস্ততঃ।
প্রাপ্যং কৃত্যঞ্চ নির্ণেতুং ন কিঞ্চিচ্ছক্যতে ময়া।।

মূলানুবাদ

৯৬। ব্রাহ্মণ সেই গোপকুমারকে নিজ সুহৃত্তমের ন্যায় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের সহিত বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহাকে নিজের সমস্ত বৃত্তান্তই বলিলেন।

৯৭। পরে তিনি সেই গোপকুমারকে সর্বজ্ঞবর ও সাধুশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া বিনয় ও দৈন্য সহকারে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন।

৯৮। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি গঙ্গাতীর ও কাশী প্রভৃতি স্থানে বহুবিধ সাধ্য ও সাধন শ্রবণ করিয়া এতাদৃশ সংশয়াকুল হইয়া পড়িয়াছি যে, কোন্‌টি আমার সাধ্য আর কোন্‌টি আমার সাধন, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৯৬। গোপকুমারমিতি, সর্বসদ্‌গুণরূপসম্পন্নো গোপকুমারঃ কশ্চিদয়ম্, ন তু মদুপাস্যদেব ইতি বুদ্ধেত্যর্থঃ। আত্মপ্রিয়ং নিজসুহৃত্তমমিব।।

৯৭। কার্পণ্য দৈন্যং তেন সহিতং যথা স্যৎ। ইদং বক্ষ্যমাণং শ্রুত্বেত্যাদি শ্লোকপঞ্চকম্। অসৌ ব্রাহ্মণঃ প্রশ্রিতো বিনয়যুক্ত সন্; তত্র হেতুমাহ—তমিতি।।

৯৮। সাধং ফলং স্বর্গমোক্ষাদিরূপেণ বহুবিধং সাধনঞ্চ তত্তৎপ্রাপ্তিহেতুং কর্মজ্ঞানাদিরূপেণ বহুবিবধম্। ততোস্ততো গঙ্গাতীরকাশ্যাদৌশ্রত্বা। তৎসাধনসাধ্য-মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রাপ্য সর্বসাধনেন লভ্যং ফলং, কৃত্যঞ্চ তদর্থমবশ্যকর্তব্যং সাধনং নির্ণেতুমিদন্তয়া নিশ্চেতুং ন শক্যতে, তত্তদ্‌বহুলবাদশ্রবণেনানৈকান্ত্যাৎ।।

টীকার তাৎপর্য্য

৯৬। সেই বিপ্র গোপকুমারকে সর্বসদ্‌গুণসম্পন্ন জানিলেও অর্থাৎ ইনি সর্বগুণসম্পন্ন ও রূপবান অন্য কোন এক গোপকুমার হইবেন, কিন্তু আমার উপাস্যদেব নহেন। ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সুহৃত্তমের মত মনে করিলেন।

৯৭। সেই বিপ্র দৈন্য ও বিনয়সহকারে 'শ্রুত্বা' ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ পাঁচটি শ্লোকে নিজের বিবরণ বলিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহাকে সর্বজ্ঞ ও সাধুশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া।

৯৮। সেই বিপ্র বলিলেন, স্বর্গ ও মোক্ষাদিরূপ বহুবিধ সাধ্যফল এবং তত্তৎ প্রাপ্তির হেতু কর্ম, জ্ঞানাদি বহুবিধ সাধনের কথা। গঙ্গাতীর, কাশী ও প্রয়াগাদি-স্থানে শ্রবণ করিয়া এতাদৃশ সংশয়াকুল হইয়া পড়িয়াছি যে, সেই সকল সাধ্য ও সাধনের মধ্যে কোন্‌টি সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্বসাধনের দ্বারা লভ্য কিঞ্চিৎ প্রাপ্যফল ও তাহা প্রাপ্তির নিমিত্ত অবশ্য কর্তব্য সাধন কোন্‌টি, আমি কিছুই নিশ্চয় করিতে সক্ষম হইতেছি না। কারণ, সেই সেই বহুবিধ বাদ শ্রবণে অনেকান্ততা প্রযুক্ত আমি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

৯৯। যচ্চ দেব্যাজ্ঞয়া কিঞ্চিদনুতিষ্ঠামি নিত্যশঃ।
তস্যাপি কিং ফলং তচ্চ কতমৎ কর্ম বেদ্মি ন॥

মূলানুবাদ

৯৯। আমি দেবীর আদেশে প্রতিদিন যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহারও যে কি ফল এবং সেই কর্মও যে কি, তাহাও আমি জানি না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৯৯। তর্হি কথং মন্ত্রং জপসি? তত্রাহ—যচ্চেতি; কিঞ্চিদিতি—গৃহিযতিকর্মণাং বিস্তারাপেক্ষয়া মন্ত্রানুষ্ঠানস্য সংক্ষেপাৎ। দেব্যাদেশাদরাদেব জপামি, ন তু তত্ত্বজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। তচ্চ কর্মপ্রয়োজনং কতমৎ? ধর্মো জ্ঞানং ভক্তির্বেতি ন বেদ্মি অতঃ শ্রদ্ধাদ্যভাবাৎ ক্রিয়মাণমপি তদক্রিয়মাণমেব মম ভাতীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৯। যদি বল, তাহা হইলে তুমি মন্ত্রজপ করিতেছ কেন? সেইজন্য 'যচ্চেতি' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, গৃহী, যতী ও কর্মীদিগের বিস্তারিত অনুষ্ঠান অপেক্ষা মন্ত্রজপরূপ অনুষ্ঠান সংক্ষেপ ও সহজসাধ্য। বিশেষতঃ দেবীর আদেশে আদর-বশতঃ ঐ মন্ত্রজপ করিতেছি, কিন্তু তাহার তত্ত্বজ্ঞানাদি জানিয়া নহে। সেই জপরূপ কর্মের প্রয়োজন কি? ধর্ম, জ্ঞান, ভক্তি আদির মধ্যে কোন্‌টি, তাহা আমি জানি না। অতএব শ্রদ্ধাদির অভাববশতঃ সেই ক্রিয়মাণ জপকর্মও আমার নিকট অক্রিয়মানের ন্যায় প্রতীত হইতেছে—ইহাই ভাবার্থ।

১০০। তেনেদং বিফলং জন্ম মন্বানঃ কাময়ে মৃতিম্।
পরং জীবামি কৃপয়া শিবয়োর্মাধবস্য চ॥
১০১। ত্বয়ৈবাত্রাদ্য সর্বজ্ঞং দয়ালুং ত্বাং স্বদেববৎ।
প্রাপ্য হৃষ্টঃ প্রসন্নোঽস্মি কৃপণং মাং সমুদ্ধর॥

মূলানুবাদ

১০০। সেইজন্য আমি এই জন্ম বিফল মনে করিয়া মৃত্যু কামনা করিতেছি, কিন্তু শ্রীমাধবের ও শ্রীবিশ্বেশ্বরের কৃপায় না মরিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছি।

১০১। তাঁহাদিগের কৃপাতেই অদ্য আমি নিজ ইষ্টদেব সদৃশ আপনাকে এইখানে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট ও প্রসন্ন হইয়াছি। আপনি সর্বজ্ঞ ও দয়ালু, আমি অতি দীন, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০০। তেন সাধ্য-সাধননির্ণয়াভাবাৎ তত্ত্বদ্রাহিত্যেন; নন্বেবং নির্বেদদুঃখেন কথং প্রাণান্ ধারয়সি তত্রাহ—পরমিতি। শিবয়োঃ শিবায়াঃ কামাখ্যায়া দেব্যাঃ, শিবস্য শ্রীবিশ্বেশ্বরস্য, তত্তৎকৃত-তত্তদুপদেশাশ্বাসনবলেনৈব ন ম্রিয় ইত্যর্থঃ॥

১০১। তেষাং কৃপালক্ষণঞ্চাদ্যানুভূতমিত্যাহ—ত্বয়েতি। তেষাং কৃপয়ৈর স্বদেববৎ মদুপাস্য-শ্রীমদনগোপালদেবমিব কৃপণমার্তং মাং সমুদ্ধরেতি। তত্তৎ সংশয়সাগরাদুত্তর্য পরমার্থোপদেশেন সংসারার্ণবাৎ সুখেনোদ্ধরেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০০। যদি বল, সাধ্য-সাধন নির্ণয়ের অভাব বা তদ্‌রহিত হইয়া এই প্রকার নির্বেদ ও দুঃখের সহিত কিরূপে প্রাণধারণ করিতেছেন? সেইজন্য 'পরং' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। শ্রীবিশ্বেশ্বর ও কামাখ্যাদেবীর কৃপাতে ও তাঁহাদের উপদেশ ক্রমে অর্থাৎ তাঁহাদের আশ্বাসবাণীতেই প্রাণধারণ করিতেছি—মরিতেছি না।

১০১। পরন্তু তাঁহাদের কৃপালক্ষণ অদ্য অনুভূত হইল। 'ত্বয়া' ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা তাহাই প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের কৃপাতেই আমার উপাস্য শ্রীমদনগোপালদেবের ন্যায় আপনাতে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি সর্বজ্ঞ ও দয়ালু, আমি অতি দীন। আমাকে এই সংশয় সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া পরমার্থ উপদেশ করুন।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১০২। নিশম্য সাদরং তস্য বচনং স ব্যচিন্তয়ৎ।
এতস্য কৃতকৃত্যস্য জাতা পূর্ণার্থতা কিল॥

১০৩। কেবলং তৎপাদাম্ভোজ-সাক্ষাদীক্ষাবশিষ্যতে।
তজ্জপেঽর্হতি নাসক্তিং কিন্তু তন্নামকীর্ত্তনে॥

মূলানুবাদ

১০২। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—গোপকুমার ব্রাহ্মণের বাক্য সাদরে শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, ইনি কৃতকৃত্য হইয়াছেন, ইঁহার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে।

১০৩। ইঁহার কেবল শ্রীমদনগোপালের পাদপদ্ম সাক্ষাৎদর্শন অবশিষ্ট আছে, সুতরাং এক্ষণে ইঁহার তদীয় জপে আসক্তি না হইয়া তদীয় নাম-সংকীর্তনে আসক্তি হওয়া উচিত হইতেছে।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১০২। আদরো বহুমানঃ প্রীতির্বা, তেন সহিতং যথা স্যাত্তথা নিশম্য, স গোপকুমারঃ চিন্তনমেবাহ—এতস্যেত্যাদিনা হিতং ভবেদিত্যন্তেন। এতস্য শ্রীমদনগোপালদেবোপাসকস্য মাথুরবিপ্রস্য জাতৈবাস্তে। কিলেতি নির্ধারে সম্ভাবনায়াং বা॥

১০৩। তস্য শ্রীমদনগোপালদেবস্য তয়োর্বা পদাম্ভোজয়োঃ সাক্ষাদীক্ষৈবা-বশিষ্টাস্তি। তত্তস্মাত্তস্য শ্রীমদনগোপালদেবস্য নাম্নাং, কীর্ত্তন এবাসক্তিং চিত্তাভিনিবেশমর্হতি, তেনৈব তৎসিদ্ধেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০২। গোপকুমার ব্রাহ্মণের সেই বাক্যকে বহুমাননপূর্বক প্রীতির সহিত শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন। চিন্তনীয় বিষয় কি? তাহা 'এতস্য' হইতে 'হিতং ভবেৎ' পর্যন্ত শ্লোকে বলিতেছেন। শ্রীমদনগোপালদেবের উপাসক এই মাথুর ব্রাহ্মণের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। এস্থলে 'কিল' শব্দটি নির্ধারে বা সম্ভাবনায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

১০৩। সেই শ্রীমদনগোপালদেবের বা তাঁহার পাদপদ্মযুগলের সাক্ষাৎদর্শনমাত্র অবশিষ্ট আছে, সুতরাং ইহার পক্ষে সেই শ্রীমদনগোপালদেবের নামকীর্তনে

আসক্তি বা চিত্তাভিনিবেশ হওয়াই উচিত। কারণ, এতদ্দ্বারাই তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনরূপ অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।

সারশিক্ষা

১০৩। কেবল মন্ত্রজপের দ্বারাই ব্রজপ্রেম উৎপন্ন হয় না বা শ্রীমদনগোপাল-দেবের সাক্ষাৎসেবা লাভ হয় না, নাম-সঙ্কীর্তনেরও প্রয়োজন হয়। মন্ত্র ও নাম বিচারে কেবল ভগবন্নামসমূহ অন্য কিছুর অপেক্ষামাত্র না করিয়া স্বয়ংই পরম-পুরুষার্থ অর্থাৎ ব্রজপ্রেম পর্যন্ত প্রদান করিতে পারেন। অতএব মন্ত্র হইতে নামের অধিক সামর্থ্য আছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইলে কিজন্য আবার মন্ত্রগ্রহণাদির প্রয়োজন হয়? মন্ত্রগ্রহণের প্রয়োজন নাই—একথা বলা যায় না। যেহেতু, নাম ও মন্ত্রে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। কারণ, মন্ত্রমাত্রেই শ্রীভগবন্নামাত্মক। বিশেষতঃ দেহসম্বন্ধে বিক্ষিপ্তচিত্ত বা কদাচাররত মানবগণের সেই সকল দোষ সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত এবং শ্রদ্ধাবান সাধকগণের সহিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধবিশেষ স্থাপনের জন্য মন্ত্রের আবশ্যকতা আছে; আর মন্ত্রদীক্ষা দ্বারাই গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ স্থির হয় এবং শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত ভজন-সাধনে অগ্রসর হওয়া যায় না। এজন্য শাস্ত্রসকল দীক্ষাবিধি দ্বারা মন্ত্রগ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাস্ত্রবাক্য বা মহাজনের মর্যাদা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। অতএব নাম ও মন্ত্র উভয়ই আবশ্যক। তবে মন্ত্রজপ পরোক্ষেই হয়, আর নামকীর্তন পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সর্বত্রই হইতে পারে। এসম্বন্ধে পরে বলিবেন।

১০৪। শ্রীমন্মদনগোপালপাদাব্জোপাসনাৎ পরম্।
নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রায়াদ্বাঞ্ছাতীতফলপ্রদাৎ॥

মূলানুবাদ

১০৪। যেহেতু, নাম-সংকীর্তনবহুল শ্রীমদনগোপালের শ্রীচরণকমলের উপাসনা হইতে উৎকৃষ্ট কোন সাধন নাই। এই নাম-সংকীর্তন আদরের সহিত অনুষ্ঠিত হইলে বাঞ্ছাতীত ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০৪। ননু কথমস্য কৃতকৃত্যতা জাতা? পরমসাধনসাধ্যয়োঃ সিদ্ধিপ্রত্যা-সত্তেরিত্যভিপ্রেত্য তে এব দর্শয়তি—শ্রীমদিতি ত্রিভিঃ। শ্রীমতোরশেষবিবিধ-সেবাশোভাতিশয়যুক্তয়োর্মদনগোপালপাদাব্জয়োরুপাসনাৎ ভজনাৎ পরমনুৎ কিঞ্চিৎ সাধনং নাস্ত্যেবেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তত্র হেতুঃ—বাঞ্ছায়াঃ ফলং তদতীতঞ্চ কামিতমকামিতমপি সর্বমিত্যর্থঃ। যদ্বা, বাঞ্ছায়া মনোবৃত্তেরতীতমগোচরমধিকমপি যৎ ফলমর্থস্তৎ প্রকর্ষেণ দদাতীতি তথা তস্মাদিতি। কীদৃশাৎ? নাম্নাং শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণ-গোবিন্দ-গোপালেত্যাদীনাং যৎ সম্যঙ্‌মধুরস্বরগাথয়া কীর্ত্তনমুচ্চৈরুচ্চারণং তৎপ্রায়ো বহুলং যস্মিন্ তস্মাৎ; ইত্যুপাসনলক্ষণমুক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৪। যদি বল, কিরূপে ইঁহার কৃতকৃত্যতা জাত হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন, ইঁহার পরমসাধ্য-সাধনের প্রতি আসক্তি হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে ‘শ্রীমদিতি’ তিনটি শ্লোকের দ্বারা তাহাই দেখাইতেছেন। ‘শ্রীমৎ’—অর্থে অশেষবিধ সেবাশোভাতিশয়যুক্ত মদনগোপালদেবের পাদপদ্ম ভজন হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন সাধন নাই। তাহার হেতু এই যে, তাহা বাঞ্ছাতীত ফলপ্রদ। অর্থাৎ যাহা বাঞ্ছা করা যায় তাহা এবং তাহারও অতীত কামিত বা অকামিত সর্বপ্রকার ফলপ্রদ। অথবা বাঞ্ছা শব্দে মনোবৃত্তির অতীত বা আগোচর যে অধিক ফল, তাহাও প্রকৃষ্টরূপে দান করেন। কীদৃশ উপাসনার দ্বারা এতাদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপাল ইত্যাদি নামাবলী মধুরস্বরে কীর্তন এবং গাথারূপে গীতাদি অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণপূর্বক নামবহুল যে উপাসনা, তদ্দারা উক্তপ্রকার ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্দারা উপাসনার লক্ষণ বলা হইল।

১০৫। তল্লীলাস্থলপালীনাং শ্রদ্ধাসন্দর্শনাদরৈঃ।
সম্পাদ্যমানান্নিতরাং কিঞ্চিন্নাস্ত্যেব সাধনম্॥

মূলানুবাদ

১০৫। শ্রীমদনগোপালের লীলাস্থলসমূহের প্রতি বিশ্বাস এবং উহাদের সন্দর্শনাদি যাহা কিছু সাধন সাধ্য তৎসমুদয় আদরের সহিত ঐ নাম-সংকীর্তনের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব শ্রীনাম-সংকীর্তন হইতে অতিরিক্ত কোন শ্রেষ্ঠ সাধন নাই।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০৫। তয়োঃ পাদাব্জয়োর্যা লীলা, তস্যাঃ স্থলানি তেষাং পালীনাং পঙ্‌ক্তীনাং সম্বন্ধিনী যা শ্রদ্ধা বিশ্বাসঃ, সন্দর্শনং—সর্বতঃ পরিভ্রমণেন সাক্ষাদবলোকনম্, আদরশ্চ প্রীতিবিশেষস্তৈর্নিতরামতিশয়েন সম্পাদ্যমানাদিতি তদুৎপত্তিহেতুরুক্তং॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৫। শ্রীমদনগোপালদেবের পাদপদ্মযুগলের লীলাস্থলীসমূহের সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা, অর্থাৎ বিশ্বাসের সহিত সেই সকল লীলাস্থান দর্শন এবং সর্বত্র পরিভ্রমণ দ্বারা সাক্ষাৎ সেইসকল লীলা অবলোকনচেষ্টা, আর প্রীতিবিশেষের সহিত সম্পাদিত অতিশয় শ্রীনাম-সংকীর্তন এবং তত্তৎলীলাদিতে বিশ্বাস ও আদরই ব্রজজাতীয় প্রেমোৎপত্তির হেতু।

সারশিক্ষা

১০৫। শ্রীনাম-সংকীর্তনবহুল উপাসনা হইতে উৎকৃষ্ট কোন সাধন নাই। আবার সর্বপ্রকার নাম-সংকীর্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাঘটিত নামাবলীর কীর্তনই সর্বোৎকৃষ্ট এবং সেই সেই লীলাস্থলীর সন্দর্শন করিতে করিতে আদরের সহিত নামকীর্তনে শীঘ্রই ব্রজজাতীয় প্রেম লাভ হয়।

১০৬। সঞ্জাতপ্রেমকাচ্চাস্মাচ্চতুর্বর্গবিড়ম্বকাৎ।
তৎপাদাব্জবশীকারাদন্যৎ সাধ্যং ন কিঞ্চন॥

মূলানুবাদ

১০৬। এই উপাসনা হইতে প্রেম সঞ্জাত হয়, তাহাতে চতুর্বর্গ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। আর ইহার দ্বারাই শ্রীমদনগোপালকেও বশীভূত করা যায়, সুতরাং এই উপাসনা বশীকরণ সদৃশ। অতএব ইহা হইতে অতিরিক্ত কোন সাধ্যও নাই।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০৬। সম্যগ্‌জাতঃ প্রেমা যস্মিন্ তস্মাদস্মাদুক্তাচ্ছ্রীমদনগোপালপাদাব্জো-পাসনাচ্চান্যং কিঞ্চিৎ সাধ্যং নাস্ত্যেব। তত্র হেতুঃ—চতুর্বর্গং ধর্মার্থকামমোক্ষান্ বিড়ম্বয়তি তুচ্ছতাপাদনেনোপহসতীতি তথা তস্মাৎ, কিঞ্চ, তৎপাদাব্জয়োর্বশীকারো বশীকরণং যেন, বশীকরণদ্রব্যরূপাদিতি বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৬। যে উপাসনাতে সম্যক্ প্রেমজাত হয়, সেইপ্রকার শ্রীমদনগোপাল-দেবের পাদপদ্মের উপাসনা হইতে অন্য কোনও সাধ্য নাই। তাহার কারণ এই যে, ইহা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গকে বিড়ম্বিত বা তুচ্ছীকৃত করিয়া উপহাস করে। আর সেই উপাসনাই শ্রীমদনগোপালদেবের পাদপদ্মকেও বশীভূত করে, সুতরাং এই উপাসনা বশীকরণ দ্রব্যবিশেষ।

সারশিক্ষা

১০৬। শ্রীমদনগোপালদেবের উপাসনা পরম সাধ্য বস্তু। কারণ, হইার দ্বারাই তাঁহাকে বশীভূত করা যায়। আর আনুষঙ্গিকরূপে চতুর্বর্গ অর্থাৎ মোক্ষও তুচ্ছীকৃত হয়। অতএব এই উপাসনা সাধন হইয়াও সাধ্যরূপা।

১০৭। ইতি বোধয়িতুং চাস্য সর্বসংশয়নোদনম্!
সবৃত্তমের নিখিলং নূনং প্রাক্ প্রতিপাদয়ে॥

১০৮। স্বয়মেব স্বমাহাত্ম্যং কথ্যতে যন্ন তৎ সতাম্।
সম্মতং স্যাত্তথাপাস্য নান্যাখ্যানাদ্ধিতং ভবেৎ॥

মূলানুবাদ

১০৭। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত ইঁহাকে আমি প্রথমে নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিব। আমার বৃত্তান্ত শুনিলেই ইঁহার সকল প্রকার সংশয় বিনাশ হইবে।

১০৮। যদিও স্বয়ং নিজের মাহাত্ম্য কীর্তন করা সাধুগণের রীতি নয়, তথাপি আমি ইঁহাকে নিজ মাহাত্ম্যই বলিব; কারণ অন্য আখ্যান হইতে ইঁহার উপকার হইবে না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০৭। তর্হি সাধ্যসাধনবিষয়ক-তদীয়সন্দেহনিরাসায় তে এবাদৌ নিরূপ্যেতাম্। তত্রাহ—ইতীতি। এতৎ সাধনং সাধ্যঞ্চ বোধয়িতুম্। স্বস্য মম বৃত্তং বিবরণং মন্ত্রগ্রহণসময়মারভ্যাদ্যপর্যন্তং যন্ময়ানুভূতমস্তি তদেবেত্যর্থঃ। প্রাগাদৌ কথয়ামি, তত্র হেতুঃ—সর্বান্ সংশয়ান্ সাধ্য-সাধনাদিবিষয়কান্ নোদয়তি অপসারয়তীতি তথা তৎ। নূনং বিতর্কে; অয়ং ভাবঃ—প্রথমমেতৎ সাধ্যসাধনতত্ত্বং প্রতিপাদিতং, তদসম্ভাবনাদিপরাহতচিত্তেঽস্মিন্ সম্যক্‌প্রকাশং ন যাস্যতি। শ্রীভগবৎ-কথামৃতপানেন তত্রাপি পরমবিশ্বসনীয়-মদীয়ানুভূতার্থাকলনেন চ কিলাস্য সম্যক্‌চিত্তশুদ্ধৌ সত্যাং তদ্বিজ্ঞানং স্বয়মেব সম্পৎস্যত ইতি॥

১০৮। ননু নিজবৃত্তকথনে ভগবদনুগ্রহাদিপ্রকাশনেন স্বমাহাত্ম্যবর্ণনং সম্ভবেৎ, তচ্চানুচিতমিত্যভিপ্রেত্যাহ—স্বয়মিতি। তৎ স্বমাহাত্ম্যকথনং সতাং সম্মতং ন স্যাৎ 'স্বপ্রশংসা' ধ্রুবো মৃত্যুঃ' ইত্যাদ্যুক্তেঃ। ইত্থং যদ্যপি স্ববৃত্তং কথয়িতুং ন যুজ্যতে, তথাপি কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ। যতোঽন্যস্যার্থস্যাখ্যানাৎ কথনাদস্য বিপ্রস্য হিতং সর্বসংশয়াদিনিরাসপূর্বকস্তত্ত্বানুভবো ন ভবেদিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—ময়ি পরমবিশ্বস্তত্বাদনুভূতার্থশ্রবণেনৈব, তত্র চ নিজবৃত্তসাদৃশ্যেন, তত্রাপি বিশেষত-স্তেনৈবাশেষসংশয়ানাং নিরসনসম্ভবা; দ্রুতমস্য হিতং ভবেৎ; তদৈব চ শ্রীরাধা-কৃতাদেশস্য শীঘ্রসম্পাদনং স্যাৎ তেন চ দোষোঽপি মহাগুণ এব ভবেদিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৭। সেইজন্য সাধ্য-সাধন-বিষয়ে এই বিপ্রের সন্দেহ নিরাস করিবার নিমিত্ত, সেই সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব প্রথমেই নিরূপণ করিতে হইবে। অতএব 'ইতি' ইত্যাদি

শ্লোকে বলিতেছেন, এই সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত ইঁহাকে আমি প্রথমে আমার জীবনের সমস্ত বৃত্তান্তই বলিব। অর্থাৎ মন্ত্র গ্রহণ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্য পর্যন্ত যাহা যাহা আমার অনুভূত হইয়াছে, তাহাই বলিব। তাহার হেতু এই যে, তাহা সাধ্য-সাধন-বিষয়ক সকল প্রকার সংশয় অপসারিত করিবে। 'নূনং' বিতর্কে। তাৎপর্য এই যে, প্রথমে এই সাধ্য-সাধনতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইলে অসম্ভাবনাদি-পরাহত-চিত্তে তাহা সম্যক্ প্রকাশিত হইবে না। (এজন্য প্রথমে আমার বৃত্তান্ত বলিব) তারপর শ্রীভগবৎকথামৃত পানে এবং তাহা হইতে পরমবিশ্বসনীয় মদীয় অনুভূত তত্ত্বসকল শ্রবণের দ্বারা নিশ্চয়ই ইঁহার চিত্ত সম্যক্ শোধিত হইবে। আর তাহাতেই তদ্বিজ্ঞান বা অনুভূতি স্বয়ংই সম্পাদিত হইবে।

১০৮। যদি বল, নিজের ইতিবৃত্ত কথনে ভগবৎ-অনুগ্রহাদি প্রকাশের দ্বারাই নিজেরই মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইবে, সুতরাং সাধুগণের পক্ষে তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? যেহেতু নিজের মাহাত্ম্য কীর্তন করা সাধুগণের পক্ষে অনুচিত। এই অভিপ্রায়ে 'স্বয়ম্' এই শ্লোকে বলিতেছেন, নিজের মাহাত্ম্য কীর্তন করা সাধুজন সম্মত পন্থা নহে। প্রসিদ্ধ আছে—'নিজের প্রশংসা নিশ্চয়ই মৃত্যুস্বরূপ।' এই সমস্ত কারণে যদিও নিজের বিবরণ বলা উচিত নয়, তথাপি আমি ইঁহাকে নিজ মাহাত্ম্যই বলিব। কেননা, অন্য উপাখ্যান বলিলে এই বিপ্রের সর্বপ্রকার সংশয়াদির নিরসন কিংবা তত্ত্বানুভূতি হইবে না। বিশেষতঃ আমার প্রতি ইঁহার অতিশয় বিশ্বাস এবং ইঁহার চরিত্রের সহিত আমার চরিত্রেরও অনেক বিষয়ে সমতা থাকার জন্য আমার অনুভূত তত্ত্ব শ্রবণের দ্বারাই ইঁহার বিশেষ উপকার হইবে। অর্থাৎ সর্বপ্রকার সংশয় নিবৃত্তি হইবে এবং তত্ত্বানুভূতি দ্বারা শীঘ্র উপকার হইবে। বিশেষতঃ তদ্দ্বারাই আমার প্রতি শ্রীরাধার আদেশও শীঘ্র প্রতিপালিত হইবে, সুতরাং দোষও মহাগুণে পরিণত হইবে।

সারশিক্ষা

১০৭। সাধ্য-সাধন বিষয়ে অনভিজ্ঞ শ্রদ্ধাবান কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারীর নিকট প্রথমে অতি সারভূত নিগূঢ়তত্ত্বসমূহ বর্ণন করিলে তাঁহারা হঠাৎ তাহা ধারণা করিতে পারিবেন না। এজন্য প্রথমে নানাপ্রকার ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত শ্রীভগবানের তত্ত্বকথা বর্ণন করিলে সহজেই তাঁহারা ধারণা করিতে পারিবেন। এতএব সাধকগণের নিকট প্রথমে ভক্তগণের জীবনচরিত এবং তাঁহাদের অনুসৃত ভজনপ্রণালীর কথা বলিলে তাঁহাদের চিত্ত নির্মল হইয়া স্বতঃই পরম নিগূঢ় সাধ্য-সাধনের বিজ্ঞান লাভ হয়। এজন্য শ্রীভগবল্লীলাকথা অপেক্ষা ভক্তমহাজনের জীবনচরিত অধিকতর চিত্তশুদ্ধিকর ও পরমসাধ্য-প্রদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

১০৯। এবং বিনিশ্চিত্য মহানুভাবো, গোপাত্মজোঽসাববধাপ্য বিপ্রম্।
আত্মানুভূতং গদিতুং প্রবৃত্তঃ, পৌরাণিকো যদ্বদৃষিঃ পুরাণম্॥

মূলানুবাদ

১০৯। এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া মহানুভব গোপকুমার ব্রাহ্মণের মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক পৌরাণিক ঋষিগণ যেরূপ পুরাণ বর্ণনা করেন, সেইরূপ, নিজ অনুভূত বৃত্তান্তসমূহ বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১০৯। অবধাপ্য মনোঽভিনিবেশেন সশ্রদ্ধমিদং শৃণ্বিত্যেবং বাক্যাদিনা অবহিতং কৃত্বা; পৌরাণিকঃ পুরাণবক্তা, ঋষির্মন্ত্রদ্রষ্টা; 'উর্ধ্বরেতাস্তপস্যুগ্রো নিয়তাশী চ সংযমী। শাপানুগ্রহয়োঃ শক্তঃ সত্যসন্ধো ভবেদ্ ঋষিঃ॥' ইতি দেবলোক্তলক্ষণো বা; পুরাণং ব্রাহ্ম পাদ্মাদিকম্; যদ্বদ্যথা কথয়িতুং প্রবর্ততে, তথেত্যনেন দৃষ্টান্তেন পুরাণতুল্যতয়া সকলশাস্ত্রসম্মতত্বং তেন তস্য শ্রদ্ধাতিশয়োৎপত্তিকারণঞ্চোদ্দিষ্টম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৯। সেই গোপকুমার বিপ্রকে বলিলেন, মনোনিবেশপূর্বক শ্রদ্ধার সহিত ইহা শ্রবণ করুন। এই বাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণকে অবহিত করিয়া পুরাণবক্তা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি যেরূপ ব্রাহ্মপুরাণ ও পদ্মপুরাণাদি বর্ণনে প্রবৃত্ত হন, সেইরূপ নিজের অনুভূত বিষয়সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এস্থলে ঋষি শব্দের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ—যিনি উর্ধ্বরেতা, উগ্রতপা, নিয়মিত ভোজনকারী, সংযমী, শাপ ও বরদানে সমর্থ, সতসন্ধ, তিনিই ঋষি। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, পুরাণ যেরূপ সকল শাস্ত্রসম্মত, ইহাও সেইপ্রকার সর্বশাস্ত্রসম্মত—সিদ্ধান্তস্বরূপ। আর এতদ্দারাও সেই বিপ্রের শ্রদ্ধাতিশয় উৎপত্তির কারণ প্রদর্শিত হইল।

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

১১০। অত্রেতিহাসা বহবে বিদ্যন্তেঽথাপি কথ্যতে।
স্ববৃত্তমেবানুস্মৃত্য মোহাদাবপি সঙ্গতম্॥

১১১। গোপালবৃত্তের্বৈশ্যস্য গোবর্ধননিবাসিনঃ।
পুত্রোঽহমীদৃশো বালঃ পুরা গাশ্চারয়ন্নিজাঃ॥

১১২। তস্মিন্ গোবর্ধনে কৃষ্ণাতীরে বৃন্দাবনেঽত্র চ।
মাথুরে মণ্ডলে বালৈঃ সমং বিপ্রবর স্থিতঃ॥

মূলানুবাদ

১১০। শ্রীগোপকুমার বলিলেন,—এই বিষয়ে যদিও বহুবিধ ইতিহাস আছে, তথাপি আমি নিজ বৃত্তান্তই বর্ণন করিতেছি। তন্মধ্যে যেগুলি সহজাবস্থার অনুভূত বিষয়, সেগুলিও বলিব, আর যে সকল বিষয় মোহাদি মূর্ছা অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল, সে সকল বিষয়ও স্মরণ করিয়া বলিব।

১১১-১১২। আমি গোবর্ধননিবাসী, গোপালনবৃত্তিনিরত কোন এক বৈশ্যের পুত্র; আমি এখন যেরূপ বালক, পূর্বেও এইরূপ বালকের অবস্থাতেই গোচারণ করিতাম। আমি আমার সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত মথুরামণ্ডলের গোবর্ধানে, যমুনাতীরে ও এই শ্রীবৃন্দাবনে গোচারণ করিতাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১১০। অত্র সাধ্য-সাধনতত্ত্বনির্ণয়ে; ইতিহাসাঃ পুরাবৃত্তানি; 'ধর্মার্থকাম-মোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্। পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষ্যতে॥' ইত্যুক্তলক্ষণো বা। তথাপি স্বস্য মম বৃত্তং বৃতান্ত এব কথ্যতে। এবং স্ববৃত্তত্বেন নিজানুভূতত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাঞ্চ মধ্যেঽনুভবপ্রমাণস্য শ্রৈষ্ঠ্যাৎ কথ্যমানমিদশেষমেব শ্রদ্ধেয়মিতি ভাবঃ। মোহঃ কদাচিদ্‌ভগবৎপ্রেমভরাবির্ভাবেন বহির্দৃষ্ট্যভাবাদ্বৈচিত্ত্যম্; তথাপি সঙ্গতং প্রাপ্তমুদ্ভূতং বা যদ্‌বৃত্তং তদপি। তদানীমাত্মন্য গৃহীতমপীদানীমাত্মজ্ঞান-বলেনানুস্মৃত্য অনুসন্ধায়েত্যর্থঃ। এতেন নিজজ্ঞানশক্ত্যতিশয়শ্চ সূচিতঃ। আদিশব্দেন পরমগোপ্যতয়াঽন্যস্মৈ প্রকাশনেঽনৌচিত্যম্; ততো লজ্জাদিকঞ্চ গ্রাহ্যম্; তদপি তদ্ধিতার্থং কথাসঙ্গত্যা কথ্যত ইতি ভাবঃ। এতচ্চাগ্রে সপ্তমাধ্যায়ে স্বয়মেব বক্ষ্যতি—'পশ্য যচ্চাত্মনস্তস্য তদীয়ানাঞ্চ সর্বথা। বৃত্তং পরমগোপ্যং তৎ সর্বং তে কথিতং ময়া॥' ইত্যাদি॥

১১১-১১২। তদেবাহ—গোপালেত্যাদিনা যাবৎ ষষ্ঠাধ্যায়সমাপ্তি। 'কৃষিবাণিজ্য-গোরক্ষা কুসীদঞ্চ' (শ্রীভা ১০।২৪।২১) ইত্যুক্তবৈশ্যবৃত্তিচতুষ্টয়মধ্যে

গবাং পালঃ পালনমেব বৃত্তির্জীবিকা যস্য, তস্য পুত্রোঽহং বালো বালৈরন্যৈঃ সমং গোবর্ধনাদৌ পুরা গাশ্চারয়ন্ স্থিত ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। ঈদৃশ এতাদৃশরয়োঽবস্থা-দিমানিতি স্বদেহনির্বিকারতাদিকং সূচিতম। তথাচ স্বয়মগ্রে নিজগুর্বাশীর্বাদং বক্ষ্যতি—'ত্বমেতস্য প্রভাবেণ চিরজীবি ভবান্বহম্। ঈদৃগ্ গোপার্ভরূপশ্চ তৎ-ফলাপ্ত্যর্হমানসঃ।।' ইতি। নিজাঃ স্বীয়া ইতি স্বাতন্ত্র্যং ধনবত্তাদিকঞ্চ দর্শিতম্। তস্মিন্ জগদ্বিখ্যাতে, যত্র বাসস্তস্মিন্নেবেতি বা। অত্রেতি বৃন্দাবনান্তরূপবিশ্য কথনাৎ। মাথুরে মথুরাসম্বন্ধিনি মণ্ডলাকারে বিংশতিযোজনাত্মকপ্রদেশে। অন্যত্রাপি মহাবনাদাবিত্যর্থঃ। যদ্বা, এবং মাথুরে মণ্ডল ইতি বাক্যোপসংহারঃ, তৎস্থানত্রয়স্য তন্মণ্ডলব্যাপকত্বাৎ। তদতিরিক্তপরমরমণীয়- গোকুলহিতদেশান্তরাভাবাচ্চ। হে বিপ্রবর! মাথুরত্বাদ্ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১০। এই সাধ্য-সাধনতত্ত্ব নির্ণয়ে ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত অর্থাৎ 'ধর্মার্থ-কামমোক্ষলাভের উপদেশ সমন্বিত পুরাবৃত্তকথাযুক্ত ইতিহাসাদি বহু প্রমাণ দেখা যায়।' তথাপি সাধ্য-সাধন বিষয়ে যাহা আমার অনুভবগম্য, তাহাই প্রমাণ। অর্থাৎ যদিও প্রাচীন প্রমাণাদি প্রচুর আছে, তথাপি যাহা সাক্ষাৎ আমার অনুভূত, তাহাই বলিব। কেননা, সর্বপ্রমাণ মধ্যে অনুভবই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, সুতরাং তাহাই শ্রদ্ধার বিষয়। এমন কি, প্রেমমূর্ছার মধ্যেও যাহা যাহা অনুভব হইয়াছে, তাহা অতি গোপ্য হইলেও তোমায় বলিব। অর্থাৎ মোহাবস্থায় কদাচিৎ ভগবৎপ্রেমের আবির্ভাববশতঃ বহির্দৃষ্টিতে বাহ্যশরীরে ভাব সকলের বৈচিত্র্য প্রকাশ হইলেও, সেই প্রাপ্তভাবের অদ্ভুত বিক্রম সকল তদানীন্তন আত্মবৃত্তিদ্বারা গৃহীত হইত। এক্ষণে সেই আত্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়া পূর্বস্মৃতির বিষয়সমূহ বর্ণন করিব। এতদ্বারা নিজ জ্ঞানশক্তির আধিক্যই সূচিত হইল। এস্থলে 'আদি' শব্দে পরমগোপ্য বলিয়া অন্যস্থানে প্রকাশের অনৌচিত্য এবং লজ্জাদিও গ্রহণ করিতে হইবে। তথাপি ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত এই কথা বলাই সঙ্গত হইতেছে। ইহার অগ্রে সপ্তম অধ্যায়ে স্বয়ংই বর্ণন করিবেন। যথা—আমার নিজের বা শ্রীভগবানের কিংবা ভক্তসকলের যাহা কিছু পরমগোপ্য, তৎসমস্তই আমি আপনার নিকট বর্ণন করিলাম। ইত্যাদি।

১১১-১১২। এই অধ্যায়ের 'গোপালবৃত্তে' হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠাধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। (শ্রীমদ্ভাগবতে) কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদবৃত্তি বৈশ্যের এই চারিটি বৃত্তি নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গোপালবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্বাহকারী কোন এক বৈশ্যের তনয়রূপে আমি গোবর্ধনাদি প্রদেশে

গোচারণ করিতাম। তুমি এখন আমাকে যেরূপ দেখিতেছ, পূর্বেও এইরূপ বালক অবস্থাতেই আমি আপনার সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত গোচারণ করিতাম। এতদ্দারা গোপবালকদেহের নির্বিকারতাদি সূচিত হইল। স্বয়ংই অগ্রে গুর্বাদি আশীর্বাদ প্রসঙ্গে বলিলেন। শ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদ এইপ্রকার—"আমি আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি মন্ত্রজপের প্রভাবে চিরজীবি হও এবং নিত্য এইপ্রকার গোপবালকবেশে শ্রীমদনগোপালদেবের সাক্ষাৎকারাদিরূপ অনির্বচনীয় ফল পাইবার যোগ্য মানস লাভ কর।"

মূল শ্লোকস্থ 'নিজ' শব্দের বিশেষণ দ্বারা নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং ধনবত্তাদি প্রদর্শিত হইল। আমি জগদ্বিখ্যাত সেই গোবর্ধনে অথবা আমার পূর্বনিবাস সেই গোবর্ধনে যমুনাতীরে ও এই বৃন্দাবনে গোচারণ করিতাম। এস্থলে গোবর্ধন উল্লেখের সময় 'তস্মিন্' এবং বৃন্দাবন উল্লেখের সময় 'অত্র' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া এই সকল কথা বলিতেছেন; এজন্য গোবর্ধন উল্লেখের সময় 'সেই' এবং বৃন্দাবন উল্লেখের সময় 'এই' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে উক্ত স্থানত্রয়ও মথুরামণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু, মথুরামণ্ডল বিংশতি যোজনাত্মক এবং মহাবন প্রভৃতি দ্বাদশ বনই মথুরা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অথবা উক্ত স্থানত্রয়ে (ব্যাপক মথুরামণ্ডলে) গোচারণ করিতাম। কেননা, উক্ত স্থানত্রয়কে মথুরামণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। আর মথুরামণ্ডল হইতে পৃথক্ পরম রমণীয় গোকুলের ন্যায় হিতকারী অন্য কোন দেশবিশেষ নাই। মথুরোদ্ভব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া 'বিপ্রবর' সম্বোধন করিয়াছেন।

সারশিক্ষা

১১১-১১২। মথুরা ও দ্বারকাভেদে শ্রীকৃষ্ণধাম দ্বিবিধ। তন্মধ্যে গোকুল ও মথুরাভেদে মথুরাধামও দ্বিবিধ। আদিবারাহে ও পদ্মপুরাণাদিতে মথুরামণ্ডলের সীমা বিশ যোজন বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর ইহারই মধ্যে দ্বাদশবন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ সকল লীলাস্থান গুণসম্পদে বা লীলানুসারে কখনও বিস্তারিত আবার কখনও বা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। অধুনা, যাযাবরের আশ্রম হইতে আদিবরাহপুরীর বটেশ্বর পর্যন্ত মথুরামণ্ডলের সীমারূপে লোকপ্রসিদ্ধি আছে। অতএব লোকপ্রসিদ্ধি ও শাস্ত্রপ্রসিদ্ধি অনুসারে এই মথুরামণ্ডল বিশ যোজন বা আশি ক্রোশ। কোন কোন মতে এই ব্রজমণ্ডল চৌরাশী ক্রোশ পরিমিত। অবশ্য লীলানুসারে কখনও সঙ্কুচিত কখনও বিস্তৃত হন বলিয়া সকল মতেরই সুসামঞ্জস্য হইতেছে।

১১৩। বনমধ্যে চ পশ্যামো নিত্যমেকং দ্বিজোত্তমম্।
দিব্যমূর্ত্তিং বিরক্ত্যাঢ্যং পর্য্যটন্তমিতস্ততঃ॥
১১৪। কীর্তয়ন্তং মুহুঃ কৃষ্ণং জপধ্যানরতং ক্বচিৎ।
নৃত্যন্তং ক্বাপি গায়ন্তং ক্বাপি হাসপরং ক্বচিৎ॥
১১৫। বিক্রোশন্তং ক্বচিদ্ভূমৌ স্খলন্তং ক্বাপি মত্তবৎ।
লুঠন্তং ভুবি কত্রাপি রুদন্তং ক্বচিদুচ্চকৈঃ॥
১১৬। বিসংজ্ঞং পতিতং ক্বাপি শ্লেষ্মলালাশ্রুধারয়া।
পঙ্কয়ন্তং গবাং বর্ত্ম-রজাংসি মৃতবৎ ক্বচিৎ॥

মূলানুবাদ

১১৩-১১৬। আমরা বনমধ্যে প্রতিদিন এক উত্তম দ্বিজকে দর্শন করিতাম, তিনি দিব্যমূর্তি ও বৈরাগ্যযুক্ত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন করিতে করিতে ইতস্ততঃ পর্যটন করিতেন। কখনও তিনি জপে বা ধ্যানে রত থাকিতেন, কখনও উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেন, কখনও গান করিতেন, কখনও হাস্য করিতেন, কখনও চীৎকার করিতেন, কখনও বা ভূতলে পতিত হইয়া লুণ্ঠন করিতেন, কখনও উচৈঃস্বরে রোদন করিতেন। কখনও অচেতনপ্রায় ভূতলে পতিত হইতেন এবং তাঁহার নাসিকা ও মুখনির্গত শ্লেষ্মা লালা ও নয়নের অশ্রুদ্বারা গোচারণ পথের ধূলিসকল কর্দমিত হইত। কখনও বা মৃতবৎ অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিতেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১১৩-১১৬। পশ্যাম ইত্যতীতে বর্তমানতা, চিরং দর্শনক্রিয়ানুবৃত্তেঃ। এবমগ্রেঽপি; দ্বিজেষূত্তম ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ, তমেব বিশিনষ্টি—সার্ধত্রয়েণ। দিব্যা পরমসুন্দরগৌরকান্ত্যাদিনা লোকোত্তরা মূর্তিঃ কায়ো যস্য তম্; পর্যটন্তং পরিতো ভ্রমন্তম্; কৃষ্ণমিতি বিচিত্রমধুরনামগাথাদিভিঃ ভগবন্তং তদক্ষরদ্বয়মাত্রমিতি বা, ক্বচিৎ কস্মিংশ্চিৎকালে স্থানে বা ; জপধ্যানয়ো রতং প্রীত্যা তদনুষ্ঠাতারম্, সিদ্ধমন্ত্রস্যাপ্যকৃতজ্ঞত্বপরিহারায় তত্তন্নিয়োগাৎ। যথোক্তং তন্ত্রে—'সিদ্ধমন্ত্রোঽপি পূতাত্মা ত্রিসন্ধ্যং দেবমর্চয়েৎ। নিয়মেনৈকসন্ধ্যং বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্॥' ইতি। যদ্বা, অভ্যাসবলাৎ কিম্বা প্রেমোদয়তো বহির্বৃত্তিবিশেষাভাবেন জপধ্যানপরতা-সাম্যাৎ ভুবি পতিতম্। কথম্ভূতম্ বিসংজ্ঞমচেতনম্। কীদৃশং সন্তম্? গবাং যানি

বর্ত্মানি তেষাং রজাংসি শ্লেষ্মাদীনাং মুখাদের্নিঃসরতাং ধারয়া পঙ্কয়ন্তমার্দ্রয়ন্তম্; ক্বচিচ্চ মৃতবৎ স্থিতম্, শ্লেষ্মাদেরপ্যদর্শনাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৩-১১৬। অতীত বিষয় বর্ণন করিতেছেন অথচ 'পশ্যাম' বর্তমান ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন, আমরা বনমধ্যে সেই দ্বিজবরকে সর্বদা দর্শন করিতাম—এই ক্রিয়ার অনুবৃত্তিতে অতীতকালে বর্তমান প্রয়োগ হইয়াছে। এস্থলে দ্বিজোত্তম বলিতে দ্বিজগণের মধ্যে উত্তম বা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। তাহারই বিবরণ সার্ধত্রয় শ্লোকে বলিতেছেন। সেই দ্বিজবর পরমসুন্দর গৌরকান্তি লোকোত্তর দিব্যমূর্তি। তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের মধুরনামাবলী বিচিত্র গাথায় গান করিতেন, কখনও বা কেবল শ্রীকৃষ্ণনামাক্ষরদ্বয় কীর্তন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। ক্বচিৎ কোনও সময়ে কোনস্থানে উপবেশন করিয়া জপ বা ধ্যানাদিতেও রত থাকিতেন। পরন্তু ঐ জপধ্যানাদিও অত্যন্ত প্রীতির সহিত অনুষ্ঠিত হইত। যেহেতু, সিদ্ধমন্ত্র হইলেও তাহার জপাদি সময়ে অকৃতজ্ঞত্ব পরিহার নিমিত্ত তন্নিয়োগের ব্যবস্থা দেখা যায়। তন্ত্রেও কথিত আছে—'সিদ্ধমন্ত্র হইলেও পবিত্রভাবে ত্রিসন্ধ্যা সেই মন্ত্রের জপ করিয়া মন্ত্রদেবতার অর্চন করিতে হয়। আর নিয়মপূর্বক সেই মন্ত্রের জপসংখ্যা রক্ষা দ্বারা অষ্টোত্তর-শতবার জপ করিতে হয়।' অথবা অভ্যাসবশতঃ কিংবা প্রেমোদয় হেতু বহির্বৃত্তিবিশেষের অভাববশতঃ এবং জপ ও ধ্যানপরতা-সাম্যহেতু ভূমিতে পতিত হইতেন। তাহা কি প্রকার? সংজ্ঞাহীন অচেতনপ্রায় পড়িয়া থাকিতেন। তাহা কিরূপে বুঝা যাইত? সেই ব্রাহ্মণের অশ্রুধারা ও মুখাদি হইতে নির্গত লালা ও শ্লেষ্মাদিতে গোগণের যাতায়াত রাস্তার ধূলিসকল কর্দমিত হইত। আবার কখনও বা মৃতবৎ স্থির হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। তখন আর সেই শ্লেষ্মা ও লালাদি দেখা যাইত না।

১১৭। কৌতুকেন বয়ং বালা যমোঽমুং বীক্ষিতুং সদা।
স তু গোপকুমারান্নো লব্ধা নমতি ভক্তিতঃ।।
১১৮। গাঢ়মাশ্লিষ্যতি প্রেম্ণা সর্বাঙ্গেষু সচুম্বনম্।
পরিত্যক্তুং ন শক্নোতি মাদৃশান্ প্রিয়বন্ধুবৎ।।

মূলানুবাদ

১১৭। আমরা বালক বলিয়া কৌতুকবশতঃ সর্বদা তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতাম, তিনি কিন্তু আমাদিগকে গোপবালক জানিয়া ভক্তির সহিত নমস্কার করিতেন।

১১৮। কখনও আমাদিগকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেন, প্রেমসহকারে সর্বাঙ্গ চুম্বন করিতেন। তিনি আমাদিগকে প্রিয়বন্ধুবৎ জানিয়া সহসা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেন না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১১৭। কৌতুকেনৈব, ন তু ভক্ত্যেতি বক্ষ্যমাণতৎকৃপাদিমাহাত্ম্যসূচনম্। নোঽস্মান্ গোপকুমারানপি তানেব বা ভক্তিতঃ পরমাদরেণ নমতি॥

১১৮। মাদৃশানিত্যস্মান্ মৎসদৃশান্ বা; ততশ্চ স্বস্য ভগবদ্রূপসাদৃশ্যাভি-প্রায়েণেদমুক্তমিত্যূহ্যম্। প্রিয়বন্ধুঃ পিত্রাদিরিব; যদ্বা, লোকে চিরমদৃষ্টং কমপি প্রিয়বন্ধুমনুজাদিকং প্রাপ্যাগ্রজাদির্যথালিঙ্গনাদিকং কুরুতে, তদ্বৎ। যদ্বা, প্রিয়বন্ধুঃ পরমভাগবতোত্তমঃ শ্রীভগবানেব বা, তামিব॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৭। আমরা বালক, কৌতুকবশতঃ (ভক্তিপূর্বক নহে। তথাপি বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে তাঁহারই কৃপা-মাহাত্ম্য সূচিত হইয়াছে) সর্বদাই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতাম, তিনি কিন্তু আমাদিগকে গোপকুমার জানিয়াই ভক্তি সহকারে নমস্কার করিতেন।

১১৮। এস্থলে 'মাদৃশ' বলিতে আমার মত বা তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীভগবৎ-স্বরূপের অর্থাৎ শ্রীমদনগোপালদেবের রূপের সদৃশ—এই অভিপ্রায়ে উক্ত বাক্যের প্রয়োগ। প্রিয়বন্ধু বলিতে পিত্রাদি বন্ধুর ন্যায় প্রিয়ত্বভাবযুক্ত অথবা লোকমধ্যে যেমন দীর্ঘকাল অদর্শনের পর প্রিয়বন্ধু অনুজাদির প্রতি অগ্রজের

প্রীতিব্যবহার আলিঙ্গনাদি দেখা যায়। তিনি আমাদিগকে তেমনিভাবে প্রিয়বন্ধুর ন্যায় ভাবিয়া আলিঙ্গনাদি করিতেন এবং সহসা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। অথবা পরম ভাগবতোত্তম যেমন প্রিয়তমবন্ধু শ্রীভগবানের দর্শন পাইলে প্রীতি ব্যবহার করেন, তিনিও আমাদের প্রতি সেইরূপ প্রীতি ব্যবহার করিতেন।

সারশিক্ষা

১১৭। স্বয়ং ভগবানের যেরূপ স্বয়ংরূপ, বিলাস ও ব্যূহাদির তারতম্যবশতঃ শক্তির প্রকাশ ও অপ্রকাশের তারতম্য হয়, তদ্রূপ ভক্তগণেরও পরস্পর তারতম্য ভক্তিজন্য হইয়া থাকে। আর ধামবৈশিষ্ট্যেও এই ভক্তির আশ্রয় ও বিষয়ের বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে। তাৎপর্য এই যে, ব্রজে যে শ্রীকৃষ্ণ, দ্বারকা ও মথুরায় সেই-ই শ্রীকৃষ্ণ; তথাপি ব্রজে তাঁহার শ্রীবিগ্রহের মাধুরী অধিকরূপে প্রকটিত, সুতরাং সেই মাধুরীর গ্রাহক ভক্তের ভক্তিও অধিক মাধুরীযুক্ত। এইজন্য ব্রজবাসী ভক্তগণ ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। সেইজন্য ব্রাহ্মণ গোপকুমারকে ভক্তি সহকারে নমস্কারাদি করিতেন।

১১৮। ব্রজবাসীভক্তগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে? যাঁহাকে দেখিলে নিজেষ্টদেবের স্ফূর্তি হয়, তাঁহার প্রতি দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিতে হয়। অথবা প্রিয়বন্ধুর ন্যায় প্রীতি ব্যবহার আলিঙ্গনাদি করিতে হয় এবং হৃদয়ে তদনুরূপ উল্লাসময় প্রীতিভাব পোষণ করিতে হয়।

১১৯। ময়া গোরসদানাদিসেবয়াসৌ প্রসাদিতঃ।
একদা যমুনাতীরে প্রাপ্যালিঙ্গ্য জগাদ মাম্॥
১২০। বৎস ত্বং সকলাভীষ্টসিদ্ধিমিচ্ছসি চেদিমম্।
প্রসাদং জগদীশস্য স্নাত্বা কেশ্যাং গৃহাণ মৎ॥
১২১। এবমেতং ভবন্মন্ত্রং স্নাতায়োপদিদেশ মে।
পূর্ণকামোঽনপেক্ষ্যোঽপি স দয়ালুশিরোমণিঃ॥

মূলানুবাদ

১১৯। আমি দুগ্ধাদি প্রদান করিয়া তাঁহার সেবা করিতাম, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এক সময় যমুনাতীরে আমাকে একাকী পাইয়া আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন।

১২০। বৎস! তুমি যদি সর্বাভীষ্টসিদ্ধি অভিলাষ কর, তবে কেশীতীর্থে স্নান করিয়া আমার নিকট হইতে এই জগদীশ্বরের প্রসাদ গ্রহণ কর।

১২১। তিনি পূর্ণকাম এবং সর্ববিষয়ে অনপেক্ষ হইয়াও দয়ালুশিরোমণি, বলিয়া আমি স্নান করিবার পর, আমাকে এই আপনার মন্ত্রটি উপদেশ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১১৯। গোরসো দধিদুগ্ধাদিস্তস্য দানম্; আদি-শব্দেন জলপাত্রাহরণ-সমীপবর্তিত্বাদি; তদ্রূপয়া সেবয়া কৃত্বাসৌ পরমমহানুভাবো দ্বিজোত্তমঃ প্রসাদিতঃ সন্তোষিতঃ কৃপাবিশেষোন্মুখীকৃত ইতি বা॥

১২০। কিং জগাদ? তদাহ—বৎস্যেতি। তদা ইমমপরোক্ষং জগদীশস্য প্রসাদরূপম্, মৎ মত্তঃ সকাশাৎ, গৃহাণ করতলকলিতমিব কুরু॥

১২১। এবমুক্ত্বা এতং দশাক্ষরম্; ভবদুপাস্যং মন্ত্রমিত্যনেন তন্মন্ত্রে শ্রদ্ধাতিশয়হেতুঃ, তথৈকমন্ত্রোপাসকত্বেন সৌহৃদবিশেষশ্চ ব্যঞ্জিতঃ। ন চ মন্তব্যম্—'মদীয়গোরসদানাদি সেবায়াঃ ফলমিদম্।' তস্য পূর্ণকামত্বেন সর্বনৈরপেক্ষ্যাদিত্যাহ—পূর্ণেতি। তর্হি কথমুপাদিশৎ? তত্রাহ—দয়ালুষু মধ্যে শিরোমণিঃ শ্রেষ্ঠতম ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৯। আমি গোরস অর্থাৎ দধি-দুগ্ধাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করিতাম। 'আদি' শব্দে নিকটবর্তী জলাশয় হইতে জলাদি আহরণ ও অন্যান্য সেবা-পরিচর্যাদিও

বুঝিতে হইবে। পরমমহানুভব সেই দ্বিজোত্তম আমার সেবায় প্রসন্ন হইয়া কৃপা-(প্রসাদ) দানে বিশেষ উন্মুখী করিয়াছিলেন।

১২০। কি প্রসাদ? তাহাতেই বলিতেছেন—বৎস! তুমি যদি সর্বাভীষ্টসিদ্ধির ইচ্ছা কর, তবে আমার নিকট হইতে এই জগদীশ্বরের অপরোক্ষ প্রসাদরূপ মন্ত্রটি গ্রহণ কর। ইহাকেই করতলস্থিত জগদীশ্বরের প্রসাদস্বরূপ জানিবে।

১২১। এইসকল কথা বলিবার পর, আমি স্নান করিলে, তিনি আমাকে নিজের ইষ্ট এই দশাক্ষর মন্ত্রটি উপদেশ করিলেন। নিজের উপাস্যমন্ত্র প্রদানের দ্বারাই তন্মন্ত্রে শ্রদ্ধাতিশয় প্রকাশ পাইতেছে এবং মন্ত্রোপাসকত্বে সৌহৃদ্যবিশেষও ব্যঞ্জিত হইতেছে। আমি গোরসাদি প্রদান করিয়া তাঁহার সেবা করিতাম, তাহারই ফলে, তিনি এই মন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন—এইরূপ মন্তব্য করিবে না। তিনি পূর্ণকাম, সর্বনিরপেক্ষ, কোন বিষয়েই তাঁহার কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই। তবে কি জন্য মন্ত্র উপদেশ করিলেন? তিনি দয়ালুশিরোমণি বলিয়া আমাকে এই মন্ত্রটি উপদেশ করিয়াছেন।

সারশিক্ষা

১২১। ভগবদ্ভক্তগণ স্বভাবতঃই দয়ালু। তাঁহারা অপরের উপকার অপেক্ষা রাখেন না। যেহেতু, তাঁহারা সর্বপ্রকার অপেক্ষাশূন্য। এজন্য অভাজনকারীকেও তাঁহারা ভজন করেন বলিয়া তাঁহাদের দয়া যথার্থই নিরুপাধি ও স্বার্থগন্ধশূন্য। আত্মীয়তা বা স্নেহযুক্ত কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি তাঁহাদের দয়ার স্বভাবই এই যে, তাঁহারা দয়া না করিয়া থাকিতে পারেন না।

জীবগণের দুরবস্থা দর্শমমাত্রেই সাধুগণের কৃপা উদ্বুদ্ধ হয়, কিন্তু স্বার্থবুদ্ধিতে তাঁহাদিগের সেবা করিলে তাঁহাদের কৃপালাভ সুলভ হয় না। পরন্তু তাঁহারা সর্বনিরপেক্ষ বলিয়া দুরাচারী ব্যক্তিকেও কৃপা করিয়া থাকেন। যেমন, দুরাচারী নলকুবর ও মণিগ্রীবের প্রতি শ্রীনারদের স্বতঃপ্রণোদিত কৃপা। বস্তুতঃ সাধুগণের কৃপার হেতু নাই। এইজন্যই বলিলেন—গোরসাদি প্রদানের নিমিত্ত গোপকুমারকে কৃপা করিলেন, তাহা নহে; তিনি দয়ালুশিরোমণি বলিয়া কৃপা করিলেন।

১২২। পূজাবিধিং শিক্ষয়িতুং ধ্যেয়মুচ্চারয়ন্ জপে।
প্রেমাকুলো গতো মোহং রুদন্ বিরহিণীব সঃ।।

মূলানুবাদ

১২২। তিনি আমাকে পূজাবিধি শিখাইবার নিমিত্ত জপকালে ধ্যেয়রূপ ধ্যান বলিতে আরম্ভ করিয়াই প্রেমে আকুল হইয়া বিরহিণীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে মূর্ছিত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১২২। পূজায়া বিধিং ন্যাস-ধ্যানাদিপটলপ্রকারম্। জপে ধ্যেয়ং শ্রীমন্মদন-গোপালরূপমুচ্চারয়ন্ জিহ্বাগ্রে কুর্বন্নেব। বিরহিণী স্ত্রী প্রিয়বিরহার্ত্তা কথঞ্চিৎ স্মরণবিশেষে সতি পরমবিহ্বলা সতী যথা রোদিতি, তথা রুদন্ সন্ মোহং গতঃ।।

টীকার তাৎপর্য্য

১২২। তিনি আমাকে পূজাবিধি অর্থাৎ পটলানুসারে ন্যাস ও ধ্যানাদি শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত ধ্যানের সময়ের ধ্যেয় শ্রীমদনগোপালের জপবিধি বলিতে আরম্ভ করিয়াই অর্থাৎ ধ্যেয়রূপ জিহ্বাগ্রে উচ্চারণমাত্রেই প্রেমে আকুল হইয়া বিরহিনীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে মূর্ছিত হইলেন। অর্থাৎ পতিবিরহিণী স্ত্রী যেরূপ প্রিয় বিরহবার্তা কিছুমাত্র স্মরণপথে উদিত হইলেই পরম বিহ্বলা হইয়া রোদন করেন, ইনিও সেই প্রকারে রোদন করিতে করিতে মোহপ্রাপ্ত হইলেন।

তাহার জপ বা কীর্তনাদিরূপ সাধন করিতে হয়? এই মন্ত্র যদিচ সিদ্ধ এবং স্বয়ংই ফলস্বরূপ, তথাপি সেই সকল অভীষ্ট ফল প্রাপ্তির বা সিদ্ধির নিমিত্ত যে বাসনা বা সর্বপ্রকারে নিজ ইষ্ট প্রাপ্তির ন্যায় ফলস্বরূপ বলিয়া তাঁহার দ্বারা উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি তাহার অনির্ধারণ বা অননুসন্ধান হেতু ইহার কি ফল? এইরূপ বিতর্ক।

১২৫। যদিও এই সকল বিতর্কের বিষয় কিছুই জানিতে পারিলাম না, তথাপি সেই মহানুভবের বাক্যে গৌরব হেতু কেবল মুখে অজস্রভাবে এই মন্ত্রটি জপ করিতাম। অর্থাৎ অন্যের অলক্ষিতভাবে নিঃশব্দে উচ্চারণ করিতাম। 'অন্যের অলক্ষিত হইয়া'—বলিবার উদ্দেশ্য এই যে তত্ত্বজ্ঞানের অভাববশতঃ বা লোকলজ্জা পরিহারের নিমিত্ত। কৌতুকবশতঃ বলিতে—চিত্ত চমৎকারিত্ব হেতু ঔৎসুক্যবশতঃ।

১২৬। তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানাদির অভাব হেতু শ্রদ্ধারহিত হইয়াও সেই প্রকার জপের দ্বারা আমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল, অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি-মল-নিবৃত্তির জন্য সেই মন্ত্রজপে শ্রদ্ধা ও আস্তিক্যবুদ্ধি জাত হইল এবং সেই মন্ত্রেও ক্রমশঃ প্রীতি হইতে লাগিল।

সারশিক্ষা

১২৬। যে মুহূর্তে শ্রীগুরুর নিকট হইতে মন্ত্রলাভ হয় তত্ত্বতঃ সেই মুহূর্তেই শ্রীভগবানকেও পাওয়া হয় সত্য, কিন্তু হৃদয়ের মালিন্যবশতঃ সেই সময়ে তাহা অনুভব হয় না। এজন্য সাধন-ভজনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে মন্ত্রদেবতার স্ফূর্তি হয়। অতএব সর্বাগ্রে সাধন-ভজনে যত্ন করা উচিত।

বস্তুতঃ শ্রীভগবন্নামাত্মক সিদ্ধমন্ত্রাদি শ্রদ্ধাকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই স্বীয় প্রভাব বিস্তারে সমর্থ, কিন্তু জ্ঞান ও কর্মাদি সাধনে শ্রদ্ধা না থাকিলে অন্তঃকরণে জ্ঞানবিষয়ের ভাবনা এবং বাহিরে কর্মবিষয়ে চেষ্টার প্রবৃত্তি হয় না। অতএব শ্রদ্ধা ব্যতীত কর্ম ও জ্ঞানমার্গে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। কিন্তু ভক্তির অনুষ্ঠান বিষয়ে শ্রদ্ধার প্রবেশ নাই। অর্থাৎ দাহাদি কার্যে অগ্নির ন্যায় ফলদান বিষয়ে ভক্তি কোন বিধির অপেক্ষা করেন না। এইজন্য শ্রদ্ধা সহকারে বা হেলাক্রমে যদি কেহ শ্রীভগবানের নাম ও মন্ত্রাদির কীর্তন ও জপাদিরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, সেই স্থলে সিদ্ধি লাভ হইতে দেখা যায়। তাৎপর্য এই যে, হেলা বা অজ্ঞানে শ্রীনাম ও মন্ত্রাদির কীর্তন ও জপ করিলে দৌরাত্ম্যের অভাব হেতু ভক্তি-কর্তৃক বাধিত হয় না; কিন্তু জ্ঞান-কর্মাদির দৌরাত্ম্য বা মাৎসর্যাদি থাকিলে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে না—এ স্থলে শ্রদ্ধার আবশ্যক, অর্থাৎ যে জানে মন্ত্রজপাদি আদর শ্রদ্ধাপূর্বক করিতে হয়, সে যদি তাহা না করে, তাহা হইলে অবজ্ঞা হেতু তাহার সিদ্ধিলাভ হইবে না।

১২৭। তদ্বাক্যঞ্চানুসন্ধায় জগদীশ্বরসাধকম্।
তং মন্ত্রং মন্যমানোঽহং তুষ্যন্ জপপরোঽভবম্॥

১২৮। কীদৃশো জগদীশোঽসৌ কদা বা দৃশ্যতাং ময়া।
তদেকলালসো হিত্বা গৃহাদীন্ জাহ্নবীমগাম্॥

১২৯। দূরাচ্ছঙ্খধ্বনিং শ্রুত্বা তৎপদং পুলিনং গতঃ।
বিপ্রং বীক্ষ্যানমং তত্র শালগ্রামশিলার্চকম্॥

১৩০। কমিমং যজসি স্বামিন্নিতি পৃষ্টো ময়া হসন্।
সোঽবদৎ কিং ন জানাসি বালাঽয়ং জগদীশ্বরঃ॥

মূলানুবাদ

১২৭। আমি তাঁহার বাক্য অনুসন্ধান করিয়া মনে মনে স্থির করিলাম—এই মন্ত্রটি জগদীশ্বর-সাধক, এইজন্য সন্তোষ সহকারে সর্বদা জপ করিতে লাগিলাম।

১২৮। ঐ জগদীশ্বর কীদৃশ এবং কখনই বা তাঁহার দর্শন পাইব, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তদেকলালস হইয়া একদিন গৃহাদি ত্যাগপূর্বক জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইলাম।

১২৯। দূর হইতে শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সেই ধ্বনি-স্থান গঙ্গাপুলিনে উপস্থিত হইলাম এবং সেইস্থানে শালগ্রামশিলা-অর্চনকারী এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া নমস্কার করিলাম।

১৩০। বিনয়বচনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে স্বামিন্! আপনি কাহাকে পূজা করিতেছেন? তিনি আমার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বালক, ইনি জগদীশ্বর,—ইহা কি তুমি জান না?

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১২৭। ততশ্চ তস্য গুরোর্বাক্যমিমং জগদীশস্য প্রসাদং গৃহাণেতিরূপমনুসন্ধায় স্মৃত্যা পর্য্যালোচ্য তং মন্ত্রং জগদীশ্বরস্য সাধকং তৎপ্রসাদপ্রাপকং মন্যমানঃ, ততশ্চ তুষ্যন্ তোষণং লভমানঃ॥

১২৮। ততশ্চ জগদীশঃ কীদৃশঃ? কেন সদৃশরূপাদিযুক্তঃ? অসৌ জগদীশো ময়া কদা বা দৃশ্যতাম্? তস্মিন্ জগদীশে তদ্দর্শনে বা একস্মিন্নেব লালসা মহামনোরথো যস্য তাদৃশঃ সন্॥

১২৯। তস্য ধ্বনেঃ পদমাস্পদং পুলিনং সন্; তত্র পুলিনে শালগ্রাম শিলামর্চয়ন্তং বিপ্রমেকং বীক্ষ্য অনমং প্রণামমকরবম্॥

১৩০। যজসি পূজয়সীতি ময়া পৃষ্টঃ সন্ স বিপ্রো হসন্নবদৎ। কিম্? তদাহ—কিমিতি বিতর্কে প্রশ্নে বা। হে বাল! শিশো! ইমং ন জানাসি। অজ্ঞানমত্র ন ঘটতে সুপ্রসিদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ। ননু সর্বলোকপ্রসিদ্ধস্যাপ্যজ্ঞানং বালত্বাৎ সম্ভবেদেবেতি স্বামেব জ্ঞাপয়তি—অয়মিতি। জগতমীশ্বরো যঃ সোঽয়মিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৭। অতঃপর শ্রীগুরুদেবের সেই বাক্য—'এই জগদীশ্বরের প্রসাদ গ্রহণ কর'—অনুসন্ধান করিয়া এবং সেই স্মৃতি পর্যালোচনা করিয়া এই মন্ত্রটিকে জগদীশ্বরসাধক বা তৎপ্রসাদপ্রাপক বিবেচনা করিয়া সন্তোষ সহকারে সদাই জপ করিতে লাগিলাম।

১২৮। সেই জগদীশ্বর কীদৃশ এবং তাঁহার রূপই বা কাহার সদৃশ? আমি কখনই বা সেই জগদীশ্বরকে দর্শন করিব? সেই জগদীশ্বরের দর্শনে তাদৃশ লালসা বা মহামনোরথ যাঁহার, সেই উৎকণ্ঠিতচিত্ত গোপকুমার হঠাৎ একদিন গৃহাদি ত্যাগ করিলেন।

১২৯। সেই শঙ্খধ্বনি মুখরিত গঙ্গাপুলিনে উপনীত হইলাম এবং সেই পুলিনে শালগ্রামশিলার্চনকারী এক বিপ্রকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম।

১৩০। পরে সেই বিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, স্বামিন্। আপনি কাহাকে পূজা করিতেছেন? সেই বিপ্র আমার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কিম্'? (ইহা বিতর্কে বা প্রশ্নেও হইতে পারে) বালক! ইহা কি তুমি জান না? (এই জিজ্ঞাসা অজ্ঞানতাবোধক নহে, বরং ইহার দ্বারা প্রসিদ্ধত্বভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে।) যদি বল, সর্বলোকপ্রসিদ্ধ বিষয় না জানাতেই বালত্ব সম্ভব হইতেছে? বিপ্র তাহাই জ্ঞাপন করিতেছেন, ইনি জগদীশ্বর, ইহা কি তুমি জান না?

১৩১। তচ্ছ্রুত্বাহং সুসংপ্রাপ্তো নিধিং লব্ধ্বেব নির্ধনঃ।
নষ্টং বা বান্ধবো বন্ধুং পরমাং মুদমাপ্তবান্॥

১৩২। জগদীশং মুহুঃ পশ্যন্ দণ্ডবচ্ছ্রদ্ধয়ানমম্।
পাদোদকং সনির্মাল্যং বিপ্রস্য কৃপয়াপ্লুবম্॥

১৩৩। উদ্যতেন গৃহং গন্তুং করণ্ডে তেন শায়িতম্।
জগদীশং বিলোক্যার্তো ব্যলপং সাস্রমীদৃশম্॥

১৩৪। হা হা ধৃতঃ করণ্ডান্তরস্থানে পরমেশ্বরঃ।
কিমপ্যসৌ ন চাভুঙ্ক্ত নিদ্রা তু ক্ষুধয়া কথম্॥

মূলানুবাদ

১৩১। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া, নির্ধন ব্যক্তি হঠাৎ বিপুল ধনলাভে যেরূপ আনন্দিত হয় অথবা নষ্টবন্ধু পুনর্বার লাভ হইলে বন্ধুর যেরূপ আনন্দ হয়, তদ্রূপ আনন্দিত ও বিস্মিত হইলাম।

১৩২। সেই জগদীশকে শ্রদ্ধার সহিত দর্শন ও বার বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলাম। পরে ঐ ব্রাহ্মণ কৃপা করিয়া সনির্মাল্য পাদোদক প্রদান করিলেন।

১৩৩। পূজা শেষ করিয়া, ব্রাহ্মণ যখন ঐ জগদীশ্বরকে একটি পাত্রের মধ্যে শয়ন করাইয়া গৃহগমনে উদ্যত হইলেন, তখন আমি তদ্দর্শনে দুঃখিত হইয়া অশ্রু মোচনপূর্বক এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলাম।

১৩৪। হায়! হায়! আমার জগদীশ্বরকে এই কাষ্ঠ পাত্রের ভিতর রাখা হইল! ইনি কিছুই ভোজন করিলেন না, ক্ষুধার্ত অবস্থায় কিরূপে নিদ্রা যাইবেন?

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৩১। পরমমুদাপ্তৌ দৃষ্টান্তদ্বয়ম্—নির্ধনঃ দরিদ্রঃ কশ্চিৎ, নষ্টং মৃতম্-অদৃষ্টং বা॥

১৩২। জগদীশং শালগ্রামরূপিণং তম্; শ্রদ্ধয়া বিশ্বাসেন প্রীত্যা বা ; নির্ম্মাল্যং ভগবদুত্তীর্ণং তুলস্যাদি, তেন সহিতম্॥

১৩৩। তেন বিপ্রেন গৃহং গন্তুমুদ্যতেন সতা; করণ্ডে দেবতাস্থাপন-পাত্র-বিশেষে॥

১৩৪। ধৃতো নিক্ষিপ্তঃ ; অস্থানে অযোগ্যে, যতঃ পরমেশ্বরঃ; ননু পূজানন্তরং

যথাস্থানে স্থাপনমুচিতমেবেত্যত আহ—কিমপীতি, আত্মানুমানেন ক্ষুন্নিবর্তক-ভোগাদর্শনাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩১। পরম আনন্দের হেতু দুইটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন। এক, নির্ধন ব্যক্তি হঠাৎ ধনলাভে যেরূপ আনন্দিত হয়। অপর, বন্ধু নষ্টবন্ধুর দর্শনলাভে যেরূপ আনন্দিত হয়।

১৩২। এস্থলে জগদীশ্বর বলিতে শালগ্রামশিলারূপধারী জগদীশ্বরের মূর্তি বুঝিতে হইবে। শ্রদ্ধার সহিত শব্দে বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত। নির্মাল্য বলিতে ভগবদুত্তীর্ণ তুলস্যাদি এবং তাহার সহিত পাদোদকাদি।

১৩৩। পূজাশেষে বিপ্র যখন গৃহগমনে উদ্যত হইলেন, তখন 'করণ্ড' (দেবতাস্থাপনের পাত্র অর্থাৎ কাঠের কৌটাবিশেষ) মধ্যে শ্রীভগবানকে শয়ন করাইলেন।

১৩৪। ধৃত—নিক্ষিপ্ত। অস্থানে—অযোগ্য স্থানে যেহেতু, পরমেশ্বর। যদি বল, পূজার পর যথাস্থানে স্থাপন করাই কর্তব্য? সেইজন্য বলিতেছেন 'কিমপ্যসৌ' ক্ষুন্নিবর্তক ভোগাদির অদর্শনে ব্রাহ্মণ অনুমানের দ্বারাই বুঝিয়াছিলেন যে, আমার জগদীশ্বর কিছুই ভোজন করিলেন না। অতএব ক্ষুধার্ত অবস্থায় কিরূপে নিদ্রা যাইবেন?

১৩৫। প্রকৃত্যৈব ন জানামি মাথুরব্রাহ্মণোত্তম।
অস্মাদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিৎ ক্কাপ্যস্তি জগদীশ্বরঃ।।

১৩৬। ইত্যকৃত্রিমসন্তাপং বিলাপাতুরমব্রবীৎ।
ব্রাহ্মণঃ সান্তয়িত্বা মাং হ্রীণবদ্বিনয়ান্বিতঃ।।

১৩৭। নববৈষ্ণব কিং কর্তুং দরিদ্রঃ শক্নুয়াং পরম্।
অর্পয়ামি স্বভোগ্যং হি জগদীশায় কেবলম্।।

মূলানুবাদ

১৩৫। হে মাথুরব্রাহ্মণোত্তম! আমি প্রকৃতই জানি না যে, এই শালগ্রামরূপী জগদীশ্বর হইতে অন্য কোন জগদীশ্বর কোথাও আছেন।

১৩৬। আমার অকৃত্রিম স্বাভাবিক সন্তাপ ও বিলাপ বিবশতা দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ আমাকে সান্ত্বনা করিয়া লজ্জিতভাবে সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন।

১৩৭। হে নববৈষ্ণব! আমি দরিদ্র, ইহার বেশী আর কি করিতে পারি? জগদীশকে কেবল নিজ ভোগ্যবস্তুই অর্পণ করিয়া থাকি।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৩৫। ননু জগদীশ্বরো নানারূপেণ নানাস্থানে বর্তমানো নানাবিধং ভোগং কুর্বন্নেবাস্তে, কথমনুতপ্তবানসি? তত্রাহ—প্রকৃত্যেতি স্বভাবেনৈব। কিং তদাহ,—অস্মাদিতি; দৃশ্যমান—শালগ্রামশিলারূপাৎ।।

১৩৬। ইতি, অতএব এবমিতি বা ; অকৃত্রিমঃ স্বাভাবিকঃ নতু কাপট্যাদিনৎপাদিতো যঃ সন্তাপঃ শোক আধির্বা, তেন যে বিলাপাঃ 'কিঞ্চিদপি জগদীশো নাভুঙ্‌ক্তে' ইত্যাদিরূপপরিবেদনানি তৈরাতুরং বিবশম্ ; হ্রীণো লজ্জিতো দারিদ্র্যেণ পুরুষাহারস্যাপ্যসমর্পণাৎ। বস্তুতস্তু তৎস্থানে তাদৃশভোগসম্পাদনস্য দুর্ঘটত্বাৎ, অতএব কিংবা তৎপ্রেমবিশেষদর্শনাদ্ বিনয়েনান্বিতঃ।।

১৩৭। হে নববৈষ্ণবেতি কুত্রাপ্যন্যত্র শালগ্রামশিলাদিপূজনং মৎসদৃশৈরাচর্যমাণং ন দৃষ্টবানসি ইতি ভাবঃ। পরমন্যৎ ইতোঽধিকম্ ইত্যর্থঃ। স্বস্য মম ভোগ্যং ভোজনীয়দ্রব্যমেব॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৫। যদি বল, জগদীশ্বর নানারূপে নানাস্থানে বর্তমান এবং নানাবিধ উপচারাদি ভোগ করিতেছেন। অতএব তুমি অনুতপ্ত হইতেছ কেন? তাহাতেই

বলিতেছেন, 'প্রকৃতৈব্য'—স্বভাবতই। তাহাতে কি হইল? 'অস্মাদিতি'—আমি এই দৃশ্যমান শালগ্রামরূপী জগদীশ্বর ব্যতীত অন্য কোনও জগদীশ্বর কোথাও আছেন কি না, তাহা স্বভাবতই বিদিত নহি।

১৩৬। অতএব আমার সেই সন্তাপ বা শোকব্যাধি স্বভাব হইতে উত্থিত বলিয়া কাপট্যাদি দোষরহিত। বিশেষতঃ আমার তাৎকালিক সেই বিলাপন অর্থাৎ 'জগদীশ্বর কিছুই না খাইয়া ক্ষুধায় ব্যাকুল হইবেন'—ইত্যাদিরূপ পরিবেদনায় বিবশ হইয়া বিলাপ করিতে দেখিয়া সেই শালগ্রামার্চনকারী ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, আমি দরিদ্র, তাদৃশ আহার অর্পণের যোগ্যতা আমার নাই। বাস্তবিকপক্ষে সেইস্থানে তাদৃশ ভোগ-সম্পাদনও অত্যন্ত দুর্ঘট। অতএব গোপকুমারের সেই প্রেমবিশেষ দর্শন করিয়া বিনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন—

১৩৭। হে নবীন বৈষ্ণব! অন্যত্র কোথাও কি আমার মত শালগ্রাম পূজাদি দর্শন কর নাই? 'পরম' বলিবার তাৎপর্য এই যে, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহার অধিক কি করিতে পারি? জগদীশকে কেবল নিজ ভোজ্যবস্তুই অর্পণ করিয়া থাকি।

১৩৮। যদি পূজোৎসবং তস্য বৈভবঞ্চ দিদৃক্ষসে।
তদৈতদ্দেশরাজস্য বিষ্ণুপূজানুরাগিণঃ।।

১৩৯। মহাসাধোঃ পুরীং যাহি বর্ত্তমানামদূরতঃ।
তত্র সাক্ষাৎ সমীক্ষস্ব দুর্দর্শং জগদীশ্বরম্।।

১৪০। হৃৎপূরকং মহানন্দং সর্বথানুভবিষ্যসি।
ইদানীমেত্য মদ্গেহে ভুঙ্ক্ষ্ব বিষ্ণুনিবেদিতম্।।

মূলানুবাদ

১৩৮। যদি তুমি প্রভুর পূজা-উৎসব-বৈভব দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে বিষ্ণুপূজানুরাগী এই দেশের রাজার বাটীতে গমন কর।

১৩৯। তিনি মহাসাধু, আর তাঁহার পুরীও এইস্থান হইতে বেশীদূরে নহে, তুমি ঐ পুরীতে যাইয়া দুর্দর্শ জগদীশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন কর।

১৪০। তথায় তুমি সর্বতোভাবে মহানন্দ অনুভব করিবে এবং ঐ আনন্দে তোমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে। সম্প্রতি আমার গৃহে আসিয়া বিষ্ণুনিবেদিত কিঞ্চিৎ অন্নাদি ভোজন কর।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৩৮-১৪০। তস্য জগদীশস্য পূজৈব উৎসবঃ পরমাভ্যুদয়িকং কর্ম তম্; বৈভবং শয়ানাগারপর্যঙ্কাদি ; এষ গঙ্গাতীরসম্বন্ধী যো দেশো বিষয়স্তস্য রাজা ভূমিপঃ, তস্য তন্মণ্ডলেশ্বরস্যেত্যর্থঃ। বিষ্ণোঃ পূজায়ামনুরাগঃ প্রীতিরাসক্তির্বা তদ্বতঃ। কুতঃ? মহাসাধোঃ কর্মজ্ঞানাদিপরাণাং সাধূনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমস্যেত্যর্থঃ। দুর্দর্শমপি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষং সম্যক্ সুখেন ঈক্ষস্ব ; যদ্বা, সাক্ষাৎ জগদীশ্বরং শালগ্রাম-শিলাপেক্ষয়া প্রকটিতসর্বাঙ্গশোভাবিশেষেণ স্বয়মেব সাক্ষাদ্ভুতমিবেত্যর্থঃ। সর্বথা সর্বপ্রকারেণ হৃন্মনঃ পূরয়তীতি তথা তং সম্পূর্ণমিত্যর্থঃ। যদ্বা, স্বস্থানমনতিক্রম্যৈব সম্বন্ধনীয়মেতৎ। ততশ্চ শ্রীমচ্চরণাদ্যবয়ব-শোভাবিচিত্র-ভোগসামগ্রী-পর্যঙ্কাদি-দর্শন-গীত-স্তুত্যাদিশ্রবণ নৈবেদ্যভোজনাদিবিচিত্রপ্রকারেণ মহান্তমানন্দং সাক্ষাৎ প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—যদ্যপি শালগ্রামশিলারূপ্যয়মপি জগদীশ্বর এব, তথাপ্যস্মিন্ সর্বাঙ্গবৈভবপ্রাকট্যাভাবেন তথা মম দারিদ্র্যাৎ পূজামহোৎসবাভাবেন তৎপ্রেমভক্তস্য সন্তোষঃ কিল ন স্যাৎ। তত্র চ তত্তদ্বৃত্তেঃ স সেৎস্যত্যেবেতি। ইদানীমিতি পশ্চাত্তত্র গন্তাসি ; আদৌ চ মদ্গেহে আগত্য বিষ্ণবে নিবেদিতং সমর্পিতং সৎ কিঞ্চিদন্নাদিকং ভুঙ্ক্ষ্বেত্যর্থঃ।।

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৮-১৪০। জগদীশ্বরের পূজা, উৎসব ও পরমাভ্যুদয়িক কর্ম্মসকল এবং বৈভব অর্থাৎ শয়নাগার পর্য্যঙ্কাদি (যদি দেখিতে ইচ্ছা কর তবে) এই গঙ্গাতীরবর্ত্তি যে দেশ আছে, ঐ দেশের যিনি রাজা বা মণ্ডলেশ্বর, তিনি বিষ্ণু, পূজানুরাগী। কি প্রকার? মহাসাধু, কর্ম্ম-জ্ঞানাদিপরায়ণ সাধুগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। (তুমি ঐ পুরীতে যাইয়া) দুর্দ্দর্শ হইলেও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জগদীশ্বরকে সম্যক্ সুখের সহিত দর্শন কর। অথবা সাক্ষাৎ জগদীশ্বর শালগ্রামশিলা অপেক্ষাও প্রকটিত-সর্ব্বাঙ্গ-শোভাবিশেষযুক্ত—সেই সাক্ষাৎভূত জগদীশ্বরকে দর্শন কর। তদ্দর্শনে তুমি সর্ব্বতোভাবে মহান্ আনন্দানুভব করিতে পারিবে। আর ঐ আনন্দে তোমার হৃদয়-মন পূর্ণ হইয়া যাইবে। তাঁহার পুরীও এস্থান হইতে বেশী দূরে নহে, সেই স্থানে গিয়া জগদীশ্বরের শ্রীচরণাদি অবয়বের বিচিত্র শোভা, বিবিধ ভোগসামগ্রী এবং পর্য্যঙ্কাদি অশেষবিধ বৈভব দর্শন করিবে এবং গীত-স্তুতি আদি শ্রবণ করিবে ও বিচিত্র বিচিত্র নৈবেদ্যাদি ভোজনে মহান্ আনন্দ প্রাপ্ত হইবে। যদ্যপি শালগ্রামশিলারূপী ইনিও জগদীশ্বর, তথাপি ইঁহার সর্ব্বাঙ্গবৈভব প্রাকট্যের অভাবে বিশেষতঃ আমার দারিদ্র্যতাবশতঃ যথারীতি পূজামহোৎসবাদির অভাবের জন্য তাঁহার প্রেমিক ভক্তগণের তাদৃশ সন্তোষলাভ হয় না, তত্রাচ তত্তৎবৃত্তিতে উৎসাহিত হইয়াই তাঁহার পূজাদি করিতেছি। সম্প্রতি তুমি আমার গৃহে গমন করিয়া বিষ্ণুনিবেদিত যৎকিঞ্চিৎ অন্নাদি প্রসাদ ভোজনের পর সেইস্থানে গমন করিবে।

১৪১। তদ্বাচানন্দিতোঽগত্বা ক্ষুধিতোঽপি তদালয়ম্।
তং প্রণম্য তদুদ্দিষ্টবর্ত্মনা তাং পুরীমগাম্॥

মূলানুবাদ

১৪১। যদিও আমি ক্ষুধিত, তথাপি ব্রাহ্মণের কথাতে আনন্দিত হইয়া তাঁহার গৃহে গমন করিলাম না। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তদুদ্দিষ্ট পথে সেই রাজপুরীতে গমন করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৪১। তস্য বিপ্রস্য আলয়ং গেহমগত্বা ; তত্র হেতুঃ,—তস্য বাচা আনন্দিত ইতি। তং ব্রাহ্মণং প্রণম্য; তদ্বাক্যাতিক্রমণাপরাধক্ষমার্থং যাত্রামঙ্গলার্থং বা প্রকর্ষেণ ভক্ত্যা পুনঃ পুনর্নত্বা দণ্ডপাতাদিনা নত্বা তেন বিপ্রেণ উদ্দিষ্টং সূচিতং যদ্বর্ত্ম পুরীমার্গস্তেন; তাং বিপ্রোক্তাম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪১। সেই বিপ্রের আলয়ে গমন করিলাম না। তাহার কারণ এই যে, তাঁহার কথাতেই আনন্দিত হইয়াছি। সেই ব্রাহ্মণকে বারংবার প্রণাম করিলাম। অর্থাৎ তাঁহার বাক্য অতিক্রম জন্য অপরাধ ক্ষমার্থ এবং যাত্রাকালীন মঙ্গলার্থ বা ভক্তির উৎকর্ষের জন্য পুনঃপুনঃ দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে এবং তদুক্ত রাজপুরীতে গমন করিলাম।

১৪২। অন্তঃপুরে দেবকুলে জগদীশার্চনধ্বনিম্।
অপূর্বং তুমুলং দূরাচ্ছ্রুত্বাপৃচ্ছমমুং জনান্॥

১৪৩। বিজ্ঞায় তত্র জগদীশ্বমীক্ষিতুং তং,
কেনাপ্যবারিতগতিঃ সজবং প্রবিশ্য।
শঙ্খারিপঙ্কজগদা-বিলসৎকরাব্জং,
শ্রীমচ্চতুর্ভুজমপশ্যমহং সমক্ষম্॥

মূলানুবাদ

১৪২। পুরীর অভ্যন্তরে দেবমন্দিরে জগদীশার্চনের তুমুল ধ্বনি হইতেছিল, আমি দূর হইতে ঐ অপূর্ব ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সেই স্থানের লোকদিগকে, ঐ ধ্বনি উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

১৪৩। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উহা জগদীশার্চনেরই ধ্বনি বটে, তখন আমি জগদীশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলাম। অবারিত দ্বার বলিয়া আমি সত্বর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ জগদীশকে দর্শন করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৪২। অন্তঃপুরে পুরীমধ্যে যদ্দেবকুলং দেবপ্রাসাদবিশেষস্তস্মিন্। অপূর্বমদ্ভুতং পূর্বমননুভূতত্বাৎ; তুমুলং সঙ্কুলমুচ্চাবচমিতি যাবৎ। নীরাজনাবসরে যুগপদ্বিচিত্র-গীত-বাদ্যাদ্যাবৃত্তেঃ; অমুং জগদীশং ধ্বনিং বা, জনান্ তত্রত্যালোকান্ অপৃচ্ছম্—'কুত্র জগদীশ্বরঃ?' ইতি। যদ্বা, 'কো নামায়ং শব্দ? কুতঃ কুত্র বা' ইতি প্রশ্নমকরবম্॥

১৪৩। বিজ্ঞায় ধ্বনিং তদুৎপত্তিকারণং বা, জগদীশ্বরমেব বা। তত্র দেবকুলে প্রবিশ্য সজবং বেগেন ধাবন্নিত্যর্থঃ। তং বিপ্রোক্তঃ নিজদিদৃক্ষিতং বাপশ্যাম। কেনাপি জনেন প্রতীহার্যাদিনা ন বারিতা ন নিষিদ্ধা গতিবন্তঃপুরপ্রবেশরূপা যস্য সঃ, তং কীদৃশম্? শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাভির্বিলসন্তি শোভামানানি করাব্জানি যস্য, শ্রীমন্তঃ ভোগিভোগাকারাদিনা শোভাতিশয়যুক্তাশ্চত্বারো ভুজা যস্য॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪২। অন্তঃপুরে অর্থাৎ পুরীর অভ্যন্তরে দেবপ্রাসাদে (বৃহদায়তন মন্দির বিশেষে) অপূর্বাদ্ভুত, অর্থাৎ পূর্বে যাহা কখনও অনুভব করি নাই। যে পর্যন্ত তুমুল শব্দ হইতেছিল অর্থাৎ নীরাজন-অবসরে যুগপৎ বিচিত্র গীতবাদ্যাদির ধ্বনি

হইতেছিল। তাহাতেই মনে করিলাম, ইহা জগদীশ্বরের অর্চনের ধ্বনি। তত্রত্য লোগদিগকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথায় জগদীশ্বর? ইহা কিসের শব্দ? কোথায় এই শব্দ হইতেছে? এইপ্রকার বহু প্রশ্ন করিলাম।

১৪৩। ঐ ধ্বনি উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উহা জগদীশার্চনেরই ধ্বনি। তখন জগদীশ্বরকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে অর্থাৎ দৌড়াইয়া গিয়া সেই দেবপ্রাসাদে প্রবেশ করিলাম এবং সেই বিপ্রোক্ত সাক্ষাৎ জগদীশ্বরকে স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। অন্তঃপুর প্রবেশের সময় কোন প্রতিহারী (দ্বাররক্ষক) আমার গতিরোধ করিল না বা কোনরূপ নিষেধও করিল না। সেই জগদীশ্বর কিরূপ? শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মে শোভমান যাঁহার করচতুষ্টয়, সেই শ্রীমন্ত অর্থাৎ ভোগী বা ভোগাকাররূপে শোভিত জগদীশকে দর্শন করিলাম।

১৪৪। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতরং নবমেঘকান্তিং,
কৌশেয়পীতবসনং বনমালয়াঢ্যম্।
সৌবর্ণভূষণমবর্ণ্যকিশোরমূর্তিং,
পূর্ণেন্দুবক্ত্রমমৃতস্মিতমব্জনেত্রম্॥

মূলানুবাদ

১৪৪। তিনি সর্বাঙ্গসুন্দর, নবঘনকান্তিবিশিষ্ট, কৌষেয় পীতবস্ত্র ও বনমালাধারী এবং স্বর্ণ-মণি-ভূষণে বিভূষিত কিশোরমূর্তি, তাঁহার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডলে সুধামন্দহাস, কমল-সুন্দর নেত্র ও ভ্রূভঙ্গিবিলাস।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৪৪। তবেম পুনর্বিশিনষ্টি—সর্বাঙ্গেতি দ্বাভ্যাম্। সর্বৈরঙ্গৈঃ শ্রীমুখনেত্রাদিভিঃ সুন্দরতরং পরমমনোহরম্। সৌবর্ণানি সুবর্ণরচিতানি সুবর্ণবিকারপ্রায়াণি বা ভূষণানি কিরীটকুণ্ডলাদীনি যস্য; অবর্ণ্যা বর্ণয়িতুমশক্যা কিশোরী কৈশোরবয়সি বর্তমানা মূর্তির্যস্য; এবমখিলং সৌন্দর্য-মাধুর্যাদিক-মুক্তমেব। তথাপ্যৌৎসুক্যান্নিজ-মনোহরং কিঞ্চিৎ পুনর্বিশেষেণ বর্ণয়তি—পূর্ণেতি পদত্রয়েণ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৪। দুইটি শ্লোকে তাহাই বর্ণন করিতেছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ অর্থাৎ শ্রীমুখ-নেত্রাদি সুন্দরতর পরম মনোহর। সুবর্ণরচিত কিরীট কুণ্ডলাদি ভূষণসমূহে পরিশোভিত। অবর্ণ্যা অর্থাৎ যাহা বর্ণন করা যায় না, সেইরূপ নবনীরদবিড়ম্বিত-কান্তি ও কিশোর বয়সে বর্তমান শ্রীমূর্তি। আর সেই শ্রীমূর্তি অখিল সৌন্দর্য মাধুর্য পরিপূরিত। তথাপি ঔৎসুক্যবশতঃ নিজের অনুভূত মনোহর সৌন্দর্যের আরও কিছু বিশেষরূপে বলিতেছেন এবং তাহাই 'পূর্ণ' ঐ পদত্রয়ে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

১৪৫। সম্পূজিতবিবিধদুর্ল্লভবস্তুবর্গৈঃ,
সেবানুষক্তপরিচারকবৃন্দজুষ্টম্।
নৃত্যাদিকঞ্চ পুরতোঽনুভবন্তমারা,-
ত্তিষ্ঠন্তমাসনবরে সুপরিচ্ছদৌঘম্॥

মূলানুবাদ

১৪৫। তিনি নানাপ্রকার দুর্ল্লভ বস্তুদ্বারা পূজিত এবং সেবানুরক্ত পরিচারকগণ তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি পরমসুন্দর নানাবিধ পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে বিরাজমান, অদূরে তাঁহার অগ্রে নৃত্যগীতাদি মহোৎসব সম্পাদিত হইতেছে। প্রভু অনিমেষলোচনে ঐ সকল উৎসব দর্শন করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৪৫। বিবিধৈর্দুর্ল্লভৈঃ পরমোত্তমৈর্বস্তুবর্গৈর্দ্রব্যজাতৈঃ কৃত্বা সম্যক্ যথাবিধি পূজিতম্; সেবাশ্চামরান্দোলন-তাম্বুলসমর্পণাদ্যাস্তাসু অনুষক্তা অনুরাগেণ ব্যগ্রা যে পরিচারকাঃ সেবাকাস্তেষাং বৃন্দেন জুষ্টং সেবিতম্, আরাদ্দূরে পুরতোঽগ্রদেশে বর্তমানং নৃত্যাদিকং মহোৎসবমনুভবন্তং সাক্ষাদনিমেষদর্শনাদিনা স্বীকুর্বন্তম্; অতএব আসনবরে সিংহাসনোপরি তিষ্ঠন্তং, ন তু প্রবিশন্তম্। সুশোভনঃ পরিচ্ছদানাং বিতানাতপত্রাদীনামোঘঃ সমূহো যস্য; এতেনানুক্তমন্যদপি তদ্‌যোগ্যং গৃহপরিকরাদিকমূহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৫। বিবিধ দুলর্ভ পরমোত্তম উপহারসমূহদ্বারা জগদীশ্বরের যথাবিধি পূজা হইতেছে। সেবকসকল চামর আন্দোলন করিতেছেন, কেহ তাম্বূল সমর্পণ করিতেছেন। এইরূপ সেবানুরক্ত বিবিধ পরিচারকবৃন্দ তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। অদূরে পুরোভাগে বর্তমান নৃত্য-গীতাদিসহ মহোৎসব সম্পাদিত হইতেছে। তাহা দূর হইতে প্রভু অনিমেষলোচনে দর্শন করিতেছেন। চন্দ্রাতপ সুশোভিত দিব্য সিংহাসনোপরি পরম সুন্দর বিবিধ পরিচ্ছদে বিভূষিত প্রভু বিরাজমান রহিয়াছেন। দূর হইতে তাহা দর্শন করিয়া আনন্দপূর্ণহৃদয়ে বহুতর দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলাম। এতদ্ব্যতীত যাহা কিছু বলা হইল না, তাহা তদ্‌যোগ্য গৃহপরিকরাদি ও তদনুরূপ সেবার সংস্থানাদিও বুঝিতে হইবে।

১৪৬। পরমানন্দপূর্ণোঽহং প্রণমন্ দণ্ডবন্মুহুঃ।
ব্যচিন্তয়মিদং স্বস্যাপশ্যমদ্য দিদৃক্ষিতম্।।
১৪৭। সম্প্রাপ্তো জন্মসাফল্যং ন গমিষ্যাম্যতঃ ক্বচিৎ।
বৈষ্ণবানাঞ্চ কৃপয়া তত্রৈব ন্যবসং সুখম্।।

মূলানুবাদ

১৪৬। আমি দর্শনমাত্র পরমানন্দে পূর্ণ হইয়া বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলাম। পরে মনে মনে_চিন্তা করিলাম, এতদিন যাহা দর্শন করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছিল, অদ্য তাহা দর্শন করিলাম।

১৪৭। আজ আমার জন্ম সফল হইল, এস্থান ত্যাগ করিয়া অন্য কোনস্থানে গমন করিব না। আমি বৈষ্ণবগণের কৃপায় সেই স্থানেই সুখে বাস করিতে লাগিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৪৬। ইদন্তয়া পরামৃষ্টমেব বিবৃণোতি—স্বস্য মম দিদৃক্ষিতং দ্রষ্টুমিষ্টম-দ্যৈবাপশ্যমিতি ।।

১৪৭। কিঞ্চ, অহং জন্মনঃ সাফল্যং ফলং সম্যক্ প্রাপ্তঃ। অতঃ অস্মাৎ স্থানাৎ ক্বচিদন্যত্র ন গমিষ্যামীতি। গৃহাদিপরিত্যাগেন তীর্থাটনস্যাত্র নিজাভীষ্টফলসিদ্ধেঃ। ননু বৈদেশিকস্যাকিঞ্চনস্য রাজান্তঃপুরে কথং ভোজনাদিসম্পত্ত্যা বাসো ঘটেত? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—বৈষ্ণবানামিতি। তৎসেবকানাং মহাপ্রসাদদানাশ্বাসন-পালনাদিরূপয়া কৃপয়া তত্র দেবালয়ে ন্যবসং, সুখেন বাসমকরবম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৬। এক্ষণে পরামৃষ্টতার বিষয় বর্ণন করিতেছেন, আমার যাহা কিছু দেখিবার বাসনা ও উৎকণ্ঠা ছিল, অদ্য তাহা দর্শন করিলাম।

১৪৭। আরও কিছু বলিতেছেন, আজ আমার জন্ম সফল হইল—সারাজীবনের সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হইলাম। অতএব এইস্থান হইতে অন্যস্থানে কদাচ গমন করিব না। কেননা, এইস্থানেই আমার গৃহাদি পরিত্যাগের তথা তীর্থাদি পর্যটনের অভীষ্টফল সিদ্ধি হইল। যদি বল, বিদেশী অকিঞ্চন ব্যক্তির রাজান্তঃপুরে বাস করা বা ভোজনাদি কি প্রকারে সম্পাদিত হইবে? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—বৈষ্ণবগণের কৃপাতে এইস্থানেই সুখে বাস করিব। অর্থাৎ তাঁহার সেবকগণের মহাপ্রসাদ ও আশ্বাসাদি প্রদানপূর্বক পরিপালনরূপ কৃপাতে এই দেবালয়ে সুখে বাস করিব।

১৪৮। ভুঞ্জানো বিষ্ণুনৈবেদ্যং পশ্যন্ পূজামহোৎসবম্।
শৃণ্বন্ পূজাদিমাহাত্ম্যং যত্নান্মন্ত্রং রহো জপন্॥

১৪৯। অস্যাস্তু ব্রজভূমেঃ শ্রীর্গোপক্রীড়া-সুখঞ্চ তৎ।
কদাচিদপি মে ব্রহ্মন্ হৃদয়ান্নাপসর্পতি॥

১৫০। এবং দিনানি কতিচিৎ সানন্দং তত্র তিষ্ঠতঃ।
তাদৃক্পূজাবিধানে মে পরমা লালসাজনি॥

১৫১। অথাপুত্রঃ স রাজা মাং বৈদেশিকমপি প্রিয়াৎ।
সুশীলং বীক্ষ্য পুত্রত্বে পরিকল্প্যাচিরান্মৃতঃ॥

মূলানুবাদ

১৪৮। প্রত্যহ বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন, পূজা মহোৎসব দর্শন, পূজাদি-মাহাত্ম্য শ্রবণ এবং নির্জনে যত্নের সহিত নিজেষ্ট-মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম।

১৪৯। হে ব্রাহ্মণ! এই ব্রজভূমির শোভা ও গোপক্রীড়াদির সুখ কিন্তু আমার হৃদয় হইতে কখনও অপসৃত হইত না,—নিরবধি জাগিয়া রহিত।

১৫০। এইপ্রকারে কিছুদিন সেইস্থানে পরমানন্দে বাস করিবার পর জগদীশের পূজা দেখিয়া আমারও তাদৃশ পূজানুষ্ঠানে অতিশয় লালসা জন্মিল।

১৫১। ইহার কিছুদিন পরেই অপুত্রক সেই রাজা, আমি বিদেশী হইলেও সুশীল দেখিয়া প্রীতিবশতঃ পুত্রত্বে পরিকল্পনা করিয়া পরলোক গমন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৪৮। সুখবাসমেব প্রপঞ্চয়ন্নাত্মানং বিশিনষ্টি—ভুঞ্জান ইতি। পূজায়া মাহাত্ম্যং, ততোঽধিকমন্যৎ কিঞ্চিৎ কর্তব্যং নাস্তীত্যাদিরূপং মহিমানং, তদ্বিধানপ্রকাবিশেষং বা। আদিশব্দেন নৈবেদ্যভক্ষণাদি, তস্য চ মাহাত্ম্যম্—'ষড়্ভির্মচেসাপবাসৈস্তু যৎ ফলং পরিকীর্তিতম্। বিষ্ণোর্নৈবেদ্যসিক্থান্নং ভুঞ্জতাং তৎ কলৌ যুগে॥' ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণম্। এবং তত্তচ্ছাস্ত্রশ্রবণেনাপি তস্য স্বর্গাদিজ্ঞানমপি ন বৃত্তমিতুহ্যম্॥

১৪৯। নিজজপসিদ্ধিলক্ষণং দর্শয়ন্নিব তত্তদ্ভগবৎ-পূজোৎসবানুভবাদপি মাথুরব্রজভূমিপরিভ্রমণস্য সুখাধিক্যমভিপ্রেত্যাহ—অস্যা ইতি। তু-শব্দঃ সর্ব্বাপেক্ষয়া বৈশিষ্ট্যে; শ্রীঃ শোভা, তৎ স্বয়ং ময়া তত্র কৃতং যৎ অনির্ব্বচনীয়মিতি বা, কদাচিদপি জাগ্রতি স্বপ্নাদৌ বা, তত্তৎপূজামহোৎসবাদ্যনুভবসময়েঽপীতি বা॥

১৫০। ইদানীং নিজমন্ত্রজপমহিমানং দর্শয়িতুং স্বমনোরথসিদ্ধিমাহ—এবমিতি ত্রিভিঃ। তাদৃশ্যাস্তৎপূজা সদৃশ্যা ভগবৎপূজায়া বিধানে বিষয়ে॥

১৫১। অথ দিনকতিপয়ানন্তরং প্রিয়াৎ প্রীত্যা পুত্রত্বে পরিকল্প্য, পুত্রং কল্পয়িত্বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৮। 'ভুঞ্জান' শ্লোকে সুখে বাস করিবার হেতু বলিতেছেন। পূজাদির মাহাত্ম্যশ্রবণের অধিক বা অন্য কিছু কর্তব্য নাই, এইরূপ মহিমা-প্রতিপাদক বা পূজার বিধান বিশেষ। 'আদি' শব্দে মহাপ্রসাদভোজনাদিও বুঝিতে হইবে। এই মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, "ছয়মাস উপবাসপূর্বক ব্রতাচরণে যে ফল লাভ হয়, কলিতে একমাত্র শ্রীবিষ্ণুনিবেদিত মহাপ্রসাদান্ন ভোজনে সেই ফল লাভ হয়"—ইত্যাদি লক্ষণ শাস্ত্রশ্রবণে স্বর্গাদির ভোগকামনা-জ্ঞানও নিবৃত্ত হয়।

১৪৯। কিন্তু নিজজপসিদ্ধি লক্ষণ দেখিয়া তত্তৎভগবৎ পূজা ও উৎসবাদির আনন্দানুভব হইতেও মাথুর-ব্রজভূমি পরিভ্রমণ জন্য সুখ অধিক বলিয়া মনে হইত। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন 'অস্যা' ইত্যাদি। এস্থলে 'তু' শব্দ সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যে। শ্রীঃ—শোভা, যাহা আমি স্বয়ং অনুভব করিয়াছি, সেই গোপক্রীড়া ও ব্রজভূমির অনির্বচনীয় শোভাবিশেষ। তাহা কদাচ অর্থাৎ জাগ্রত বা স্বপ্নেও ভুলিতে পারিতাম না। এমন কি, বৈষ্ণবসঙ্গে পূজামহোৎসবাদির আনন্দ অনুভব-কালেও তাহা হৃদয়ে জাগ্রত থাকিত।

১৫০। ইদানী নিজমন্ত্রজপ মহিমা প্রদর্শন করিয়া নিজমনোরথ সিদ্ধির বিষয় তিনটি শ্লোকে বলিবেন। তাদৃশ পূজা অনুষ্ঠানে অর্থাৎ সেই রাজার ন্যায় ভগবৎ পূজার বিধান বিষয়ে।

১৫১। তদনন্তর কিছুদিন পরে, সেই অপুত্রক রাজা প্রীতিবশতঃ আমাকে পুত্রপদে বা পুত্রত্বে পরিকল্পনা করিলেন অর্থাৎ পুত্রপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

১৫২। ময়া চ লব্ধা তদ্রাজ্যং বিষ্ণুপূজামুদাধিকা।
প্রবর্তিতা তদন্নৈশ্চ ভোজ্যন্তে সাধবোঽন্বহম্॥

১৫৩। স্বয়ঞ্চ ক্বচিদাসক্তিমকৃত্বা পূর্ব্ববদ্বসন্।
জপং নির্ব্বাহয়ন্ ভুঞ্জে প্রসাদান্নং প্রভোঃ পরম্॥

মূলানুবাদ

১৫২। এই প্রকারে আমার অনায়াসে রাজ্যপ্রাপ্তি হইল, আমিও তদ্‌রাজ্য লাভ করিয়া আনন্দসহকারে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সমারোহের সহিত বিষ্ণুপূজাদি প্রবর্তিত করিলাম। আর বিষ্ণুপূজার অন্নদ্বারা প্রতিদিন বহু সাধুকে ভোজন করাইতে লাগিলাম।

১৫৩। কিন্তু স্বয়ং কোন বিষয়ে আসক্ত না হইয়া পূর্ববৎ অকিঞ্চনের ন্যায় বাস করিতে লাগিলাম। আর নির্জনে নিজ মন্ত্রজপ নির্বাহ ও প্রভুর প্রসাদান্ন ভোজন করিতে লাগিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৫২। অধিকা পূর্বতো বহুগুণা, তদন্নৈর্বিষ্ণুপূজান্নৈঃ॥

১৫৩। রাজ্যসম্বন্ধাদপি তন্মন্ত্রপ্রভাবেণ কোঽপি বিকারো মে নাভূদিত্যভিপ্রেত্যাহ—স্বয়মিতি। ক্বচিৎ কস্মিন্নপি দ্রব্যাদৌ ; পূর্ববৎ রাজ্যপ্রাপ্তেঃ পূর্বমকিঞ্চনত্বেন যথাঽবসং তথৈব। অতএব নিজমন্ত্রজপং নির্বাহয়ন্ নিত্যমাতচরন্ পরং কেবলং প্রভোঃ প্রসাদরূপমন্নং জগদীশস্যোচ্ছিষ্টমন্নমাত্রং প্রসাদবুদ্ধ্যা নিজশরীরনির্বাহায়ৈব গৃহ্ণামীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫২। অধিক—পূর্ব হইতেও বহুগুণে অধিক। তদন্নৈ—বিষ্ণুপূজার অন্ন দ্বারা।

১৫৩। রাজ্যসম্বন্ধ হইলেও এই মন্ত্রজপ প্রভাবে আমি কোনরূপ বিকারগ্রস্ত হই নাই। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, রাজত্ব প্রাপ্তি হইলেও কোন দ্রব্যাদিতে কদাচ আসক্ত না হইয়া পূর্ববৎ অকিঞ্চনের ন্যায় বাস করিতাম। অতএব নিয়মিত নিজমন্ত্রজপ নির্বাহ এবং প্রভুর প্রসাদরূপ অন্ন অর্থাৎ জগদীশ্বরের উচ্ছিষ্ট অন্নমাত্র প্রসাদবুদ্ধিতে নিজশরীর নির্বাহের জন্যই গ্রহণ করিতাম।

১৫৪। রাজ্ঞোঽস্য পরিবারেভ্যঃ প্রাদাং রাজ্যং বিভজ্য তৎ।
তথাপি রাজ্যসম্বন্ধাদ্দুঃখং মে বহুধোদ্ভবেৎ॥
১৫৫। কদাপি পররাষ্ট্রাদ্ভীঃ কদাচিচ্চক্রবর্তীনঃ।
বিবিধাদেশসন্দোহ-পালনেনাস্বতন্ত্রতা॥
১৫৬। জগদীশ্বরনৈবেদ্যং স্পৃষ্টমন্যেন কেনচিৎ।
নীতং বহির্বাসন্দিগ্ধো ন ভুঙ্ক্তে কোঽপি সজ্জনঃ॥

মূলানুবাদ

১৫৪। রাজার যে পরিবার ও জ্ঞাতি বন্ধুগণ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ন্যায়ানুসারে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলাম। তথাপি রাজ্যের সম্বন্ধ-হেতু আমার বহুতর দুঃখ উপস্থিত হইত।

১৫৫। কখন পররাষ্ট্র হইতে ভয় হইত, কখনও রাজচক্রবর্তীর বিবিধ আদেশ পরিপালন-হেতু আমার অস্বতন্ত্রতাবোধে দুঃখ হইত।

১৫৬। আর জগদীশ্বরের নৈবেদ্য কেহ স্পর্শ করিলে বা বহির্দেশে নীত হইলে, সন্দেহ করিয়া কোন কোন সজ্জন তাদৃশ প্রসাদ ভোজন করেন না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৫৪। এবং চেত্তর্হি রাজাজ্ঞয়া বিনা রাজ্যকার্যং কথং সিধ্যেৎ? তত্রাহ—রাজ্ঞ ইতি। অস্য মৃতস্য রাজ্ঞো যে পরিবারা জ্ঞাতিবন্ধুমিত্রামাত্যাদয়স্তেভ্যস্তদ্রাজ্যং বিভজ্য যথান্যায়ং ভাগং কৃত্বা প্রকর্ষেণ তত্তদাজ্ঞাধিকৃতত্বাদিনা সম্যক্‌প্রকারেণাদাম্। ইদানীং ততোঽপ্যুত্তমফলপ্রাপ্তিং বক্তুং তাদৃগপি রাজ্যসম্পর্কো বিবেকিনাং বৈষ্ণবানাং ন সুখকর ইতি দর্শয়ন্ তৎপরিত্যাগায় নির্বেদহেতূনাহ—তথাপীতি সার্ধদ্বাভ্যাম্॥

১৫৫। বহুপ্রকারেণ দুখোদ্ভবমেবাহ—কদাপীতি। পররাষ্ট্রাদিতি বিপক্ষ-রাজতত্তদীয়লোকতশ্চ ভয়ং স্যাদিত্যর্থঃ। চক্রবর্তী সর্বমণ্ডলেশ্বরাধিপঃ সম্রাট্, তস্য যে বিবিধা আদেশাঃ 'ইদং ক্রিয়তামিদং ন' ইত্যাদিরূপাস্তেষাং সন্দোহস্য পালনেন সম্পাদনেনাস্বাতন্ত্র্যং স্যাৎ॥

১৫৬। ননু জগদীশস্য সেবাসিদ্ধয়ে সদ্ভির্দুঃখং সোঢ়ব্যমেব; তত্রাহ—জগদীশ্বরেতি। অন্যেন তদধিকৃতব্রাহ্মণেভ্যো ভিন্নেন কেনাপি পৃষ্টং সৎ ; বহিঃ কস্মিন্নপি বাহ্যপ্রদেশে; যথা, কুত্রাপৎন্যত্রস্থানে বহির্বা শোধিতস্থানান্নীতং সৎ। সজ্জনোঽসন্দিগ্ধ ইতি সাধুলোকো ন ভুঙ্ক্ত এব ; যদি বা কদাচিৎ কোঽপি ভুঙ্ক্তে,

তথাপি তচ্ছুদ্ধৌ তচ্ছুদ্ধিবচনেষু বা শ্রীজগন্নাথ-দেবমহাপ্রসাদান্নব্যতিরিক্ত-তাদৃশান্নভোজনবিষয়কসদাচার-প্রবৃত্ত্যদর্শনান্নিরস্তসন্দেহঃ সন্ ন ভুঙ্ক্তে, কিন্তু কেনাপ্যনুরোধেনৈবেত্যর্থঃ। সাধূনাং তাদৃশব্যবহারেণ নিজমনোদুঃখোদয়াৎ তদ্দেশবাসে নির্বেদো যুক্ত এবেতি ভাবঃ। তথা চ তদ্বচনানি শ্রীবৃহদ্-বিষ্ণুপুরাণাদৌ—'নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারস্তু নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজ।। ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ। বিচারং যে প্রকুর্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।। কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ। নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ।।' ইত্যাদীনি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৪। যদি বলা যায়, রাজাজ্ঞা ব্যতীত রাজকার্য কিরূপে সিদ্ধ হইত? তাহাতেই বলিতেছেন 'রাজ্ঞ' ইত্যাদি। মৃতরাজার পরিবার জ্ঞাতি বন্ধু মিত্র অমাত্যগণকে সেই রাজ্য ন্যায়ানুসারে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতেই সর্বপ্রকারে রাজকার্য নির্বাহ হইত অর্থাৎ তত্তৎ আজ্ঞাধিকৃতরূপে রাজকার্য পরিচালিত হইত। ইদানীং তাহা হইতেও উত্তম ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত বলিতেছেন—তথাপি রাজ্যের সম্বন্ধ-হেতু দুঃখই উপস্থিত হইত। বিশেষতঃ তাদৃশ রাজ্যসম্বন্ধ বিবেকী বৈষ্ণবগণের পক্ষে কখনই সুখকর হয় না। তাহা প্রদর্শনের জন্য তাহার পরিত্যাগই বিহিত ব্যবস্থা। এইরূপে নির্বেদের হেতু, 'তথাপি' ইত্যাদি সার্ধ দুইশ্লোকে বলিতেছেন,—

১৫৫। বহুপ্রকারের দুঃখ উৎপন্ন হয়। তাহাতেই 'কদাপি' শ্লোকে বলিতেছেন, পররাষ্ট্রাদি—বিপক্ষ রাজা বা তদীয় লোকসকল হইতে ভয় হয়। রাজচক্রবর্তী—সর্বমণ্ডলেশ্বরাধিপ সম্রাটের বিবিধ আদেশ 'ইহা করিতে হইবে' 'ইহা নয়—' ইত্যাদিরূপ আদেশ পরিপালনে আমার পরাধীনতা অনুভবজনিত দুঃখ হইত, আর এইপ্রকার অস্বতন্ত্রতা হেতু প্রভুর সেবায় ব্যাঘাত উপস্থিত হইত বলিয়া মনে দুঃখ হইত।

১৫৬। তথাপি যদি বল, প্রভুর সেবার নিমিত্ত সর্ববিধ দুঃখ সহ্য করা কর্তব্য। তাহাতেই 'জগদীশ্বর' শ্লোকে বলিতেছেন, তাঁহার অধিকৃত ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত অন্য কেহ জগদীশ্বরের নৈবেদ্য স্পর্শ করিলে, কিংবা কোন সময়ে সেই মহাপ্রসাদ মন্দিরের বহির্ভাগে নীত হইলে সজ্জনগণ সন্দেহ করেন এবং তাদৃশ মহাপ্রসাদ সাধুগণও ভোজন করেন না। যদি বা কদাচিৎ কেহ ভোজন করেন, তথাপি তাঁহার সন্দেহ যায় না। তাঁহারা মহাপ্রসাদের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে বলেন, শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদান্ন ব্যতিরিক্ত তাদৃশ মহাপ্রসাদান্ন-ভোজন-বিষয়ক সদাচার প্রবৃত্তি কুত্রাপি দেখা যায় না। এজন্য তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইয়া তাহা ভোজন করেন না ; কিন্তু

কোনরূপ অনুরোধের বশবর্তী হইয়া ভোজন করিলেও মহাপ্রসাদ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন না। সাধুগণের এতাদৃশ ব্যবহার দেখিয়া নিজমনোদুঃখের উদয়-হেতু তদ্দেশবাসে নির্বেদযুক্ত হইয়াছিলাম, ইহাই ভাবার্থ। বিশেষতঃ মহাপ্রসাদ বিষয়ে বৃহদ্‌বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণাদিতে দেখা যায়—"জগদীশ্বরের নৈবেদ্য অন্নপানাদি যে কিছু মহাপ্রসাদ, তাহা ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য এরূপ বিচার করা উচিত নয়। ঐ মহাপ্রসাদ ব্রহ্মবৎ নির্বিকার, সুতরাং বিষ্ণুবৎ মাননীয়। অতএব মহাপ্রসাদ ভোজনে যে সব ব্রাহ্মণ বিচার করেন, তাঁহাদের কুষ্ঠব্যাধি হয় এবং পুত্র-কলত্রাদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর পরকালেও নরকে গমন করিতে হয়, নরক হইতে আর সেই বিপ্র কদাচ প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন না।" ইত্যাদি বহু বহু শাস্ত্রপ্রমাণ রহিয়াছে।

সারশিক্ষা

১৫৬। যে মহাপ্রসাদ অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র করে, সেই চিন্ময়বস্তু অন্যের স্পর্শে কিরূপে অপবিত্র হইবে? তাই শাস্ত্র দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন—

পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥
শুষ্কং পর্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেন ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণ॥
কুক্কুরস্য মুখাদ্‌ভ্রষ্টাত্তদন্নং পততে যদি।
ব্রহ্মাণেনাপি ভোক্তব্যং সর্বপাপাপনোদনে॥ (স্কন্দপুরাণ)

গীতাকারে অনুবাদ ঃ—

মহাপ্রসাদান্ন　　পাবন চিন্ময়
অন্যের স্পর্শনে অপবিত্র নয়।
কুক্কুর উচ্ছিষ্ট　　ব্রহ্মারো অভীষ্ট
(হেন) পরম পবিত্র ধাম হে।
শুষ্ক পর্যুসিত　　দূর দেশানীত
প্রাপ্তি মাত্রে ভুঞ্জ করি ভক্তি প্রীত॥
অমৃত অতীত　　কৃষ্ণ ফেলামৃত
সুকৃতিবানেই পান হে॥
কৃষ্ণের-নৈবেদ্য　　পরম পাবন
অন্য দেবোচ্ছিষ্ট　　খেলে চান্দ্রায়ণ
সুর সিদ্ধ ঋষি　　বাঞ্ছে অহর্নিশি
(সদা) করিয়া দুর্লভ জ্ঞান হে। (শ্রীরসতত্ত্বগীতাবলী)

মহাপ্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণনাম ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত—এই চারিটি এজগতের মধ্যে চিন্ময় এবং চিৎপ্রকাশকবস্তুরূপে জীবের ভাগ্যে অদ্যাপিও প্রকটিত আছেন। কিন্তু অল্পপুণ্যবান ব্যক্তিগণের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয় না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্! বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

বস্তুতঃ মহাপ্রসাদ ব্যতীত এজগতে আর কোন অন্নাদি গ্রহণীয় নহে। মহাপ্রসাদ স্বতঃই চিন্ময়বস্তু এবং চিদুদ্দীপক ও জড়বিদ্রাবক। হয়ত বহির্মুখ ব্যক্তিগণ বলিতে পারেন যে, এজগতের ডাল, ভাত, তরকারী কি করিয়া চিন্ময় হয় ? তাঁহারা যদি উপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি পর্যালোচনা করেন, তখন বুঝিতে পারিবেন যে, এজগতে মহাপ্রসাদ গ্রহণ ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই। ঈশোপনিষদে লিখিত আছে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥

জগতে যে কিছু বস্তু আছে, তৎসমুদয়ই ঈশ্বরের সত্তা বা চৈতন্যশক্তিতে ব্যাপ্ত। অতএব সমস্ত ভোগ্যবস্তুই ঈশ্বরানুগৃহীত। সুতরাং অগ্রে তাঁহাকে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ মহাপ্রসাদরূপে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এইপ্রকার ঈশ্বর-সম্বন্ধযুক্ত দৃষ্টি থাকিলে আর কখনও বহির্মুখতা দোষ সংঘটিত হইবে না। অর্থাৎ অন্তর্মুখ হইয়া এজগতে যাহা কিছু শরীরযাত্রা নির্বাহের জন্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, সে সকলই ভগবৎপ্রসাদবুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন হয় না। বাস্তবিকপক্ষে ব্যবহারিক বিষয়ে হীনবর্ণের স্পৃষ্ট অনিবেদিত অন্নাদি গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা, দুর্জাতিত্বশতঃ শরীরগত ও মানসগত পাপসমূহ ঐ অন্নে সংক্রমিত হয়, এজন্য উহা অব্যবহার্য। কিন্তু পরমার্থ বিচারে সর্বত্রই মহাপ্রসাদের সম্মান করিতে হয়, উহা স্বরূপতঃ চিন্ময় বলিয়া স্পর্শদোষ সংক্রমিত হয় না।

১৫৭। মর্মশল্যেন চৈতেন নির্বেদো মে মহানভূৎ।
নেশে দিদৃক্ষিতং সাক্ষাৎপ্রাপ্তং ত্যক্তুঞ্চ তৎপ্রভুম্॥
১৫৮। এতস্মিনেব সময়ে তত্র দক্ষিণদেশতঃ।
সমাগতৈঃ সাধুবরৈঃ কথিতং তৈর্থিকৈরিদম্॥

মূলানুবাদ

১৫৭। প্রসাদ ভোজন বিষয়ে লোকের এইরূপ মতভেদ দেখিয়া আমার হৃদয়ে যেন শল্যবিদ্ধ হইতে লাগিল। এইজন্য রাজ্যে আমার অতিশয় নির্বেদ জন্মিল ; কিন্তু বহুকালের আকাঙ্ক্ষিত প্রভুকে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া সহসা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলাম না।

১৫৮। এই সময় দক্ষিণদেশ হইতে কতকগুলি তীর্থপর্যটনকারী সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহারা এই কথা বলিলেন,—

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৫৭। এতেন তৎপ্রসাদান্নাভোজনেন ; কীদৃশেন? মর্মসু প্রাণসন্ধিষু বর্তমানশল্যরূপেণ মম পরমপীড়াকরেণেত্যর্থঃ। নির্বেদো রাজ্যে তস্মিন্ বৈরাগ্যম্; তর্হি সদ্য এব কথং ন ত্যক্তবানসি? চিরাভীষ্টদর্শনস্য জগদীশ্বরস্য তত্র সাক্ষাৎপ্রাপ্তেরিত্যাহ—নেতি। পূর্ব্বং দ্রষ্টুমিষ্টো যঃ স এবাত্র সাক্ষাৎ প্রাপ্তস্তং সহসা কথং ত্যক্তুং শক্নোমি? রাজ্যত্যাগেন তদ্দর্শনস্যাপি ত্যাগাপত্তেরিত্যর্থঃ॥

১৫৮। তত্র তস্যাং মৎপুর্যাম্, সমাগতৈঃ সাধুবরৈর্বিষ্ণুপরায়ণৈঃ ; তর্হি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রং কথং তৈস্ত্যক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তৈর্থিকৈস্তীর্থাটনপরৈরিত্যর্থঃ। শ্রীবিষ্ণুমূর্তি-বৈষ্ণব-জন-সন্দর্শনার্থমিতস্ততো ভ্রমদ্ভিঃ ; প্রায়স্তীর্থেষ্বেব তৎপ্রাপ্তেঃ তত্র তত্রাটন্তীতি ভাবঃ। ইদং নিরন্তর বক্ষ্যমাণং দারুব্রহ্মত্বাদিকং ফলং স্যাদিত্যন্তকম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৭। এইরূপ মহাপ্রসাদান্নভোজনসম্বন্ধে লোকের বিবিধ মতভেদ দেখিয়া আমার মর্মস্থানে যেন শল্যবিদ্ধ হইতে লাগিল—ইহাই পরম পীড়ার কারণ। নির্বেদ বলিতে রাজ্যাদি বিষয়ে বৈরাগ্য। তথাপি যদি বলা যায়, সদ্যই তাহা ত্যাগ করিতেছেন না কেন? সে কিরূপে সম্ভব হয়! বহুকষ্টে সেই চিরাভীষ্ট জগদীশ্বরকে

প্রাপ্ত হইয়াছি, বহুকাল হইতে যাঁহার দর্শনের নিমিত্ত বাসনা হইতেছিল, তাঁহার সাক্ষাৎসেবা পাইয়াছি, সহসা কিরূপে তাহা পরিত্যাগ করিব? এইজন্যই রাজত্বত্যাগে সমর্থ হইলাম না। বিশেষতঃ রাজ্যত্যাগ করিলে তাঁহার দর্শন ও সেবা উভয়ই ত্যাগ হইবে। ইহাতেই নাম—রাজা, কিন্তু কার্যতঃ অকিঞ্চন অর্থাৎ রাজত্বে অনুরাগ নাই।

১৫৮। অতএব দুঃখের সহিত সেই রাজপুরীতেই বাস করিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে কতকগুলি তীর্থপর্যটনকারী সাধু-বৈষ্ণব আগমন করিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে আসিতেছেন। সমাগত সাধুগণ যদি বিষ্ণুপরায়ণ হন, তবে তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, তাঁহারা তৈর্থিক, তীর্থপর্যটন জন্য এবং শ্রীবিষ্ণুমূর্তি ও বৈষ্ণব দর্শনের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহারা প্রায়ই সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে বক্ষ্যমাণ দারুব্রহ্মের মহিমাদির প্রসঙ্গ শুনিলাম।

সারশিক্ষা

১৫৭। এতদ্বারা মহাপ্রসাদ বিষয়ে বৈষ্ণবগণের সদাচার প্রদর্শিত হইল। অর্থাৎ জগদীশ্বরের নির্দিষ্টসেবক-ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ মহাপ্রসাদ স্পর্শ করিলে বা মন্দিরের বহির্ভাগে নীত হইলেও সেই মহাপ্রসাদ নিঃসন্দেহে সকলে ভোজন করিতে পারেন। আর শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদান্ন ব্যতিরেকেও অন্যধামে বৈষ্ণব-সেবিত শ্রীবিষ্ণু বিগ্রহের যে মহাপ্রসাদ, তাহাও সকলের নিঃসন্দেহে ভোজন করা কর্তব্য।

১৫৯। দারুব্রহ্ম জগন্নাথো ভগবান্ পুরুষোত্তমে।
ক্ষেত্রে নীলাচলে ক্ষারার্ণবতীরে বিরাজতে।।

মূলানুবাদ

১৫৯। নীলাচলে লবণ সমুদ্র-তীরে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে, দারুব্রহ্ম ভগবান্ জগন্নাথ বিরাজ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৫৯। অশেষসংসারদুঃখ-দারণাদ্ দারুরূপং যন্মূর্তিমদ্‌ব্রহ্ম তৎস্বরূপঃ জগন্নাথমাম্না প্রসিদ্ধো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ পুরুষোত্তমাখ্যে ক্ষেত্রে তত্র নীলাচলে তত্রাপি ক্ষারার্ণবতীরে বিরাজতে। তথা চ পদ্মপুরাণে—'সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে আস্তে শ্রীপুরষোত্তমে। পূর্ণানন্দময়ং ব্রহ্ম দারুব্যাজশরীরভৃৎ।।' বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে চ—'নীলাদ্রৌ চোৎকলে দেশে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে। দারুণ্যাস্তে চিদানন্দো জগন্নাথাখ্যমূর্তিনা।।' ইতি।।

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৯। অশেষ সংসারদুঃখ বিদারণ হেতু যিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া দারুমূর্তি-রূপে বিরাজমান, সেই প্রসিদ্ধ ভগবান্ শ্রীজগন্নাথ-নামক পরমেশ্বর পুরুষোত্তমাখ্য নীলাচলক্ষেত্রে লবণসমুদ্রতীরে বিরাজমান রহিয়াছেন। পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে—সমুদ্রের উত্তরতীরে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পূর্ণানন্দময় ব্রহ্ম দারুব্যাজে মূর্তরূপে বিরাজ করিতেছেন। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেও শুনা যায়—উৎকল দেশে নীলাচলক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে চিদানন্দময় জগন্নাথনামক মূর্তি দারুরূপে বিরাজিত।

১৬০। মহাবিভূতিমান্ রাজ্যমৌৎকলং পালয়ন্ স্বয়ম্।
ব্যঞ্জয়ন্ নিজমাহাত্ম্যং সদা সেবকবৎসল॥

মূলানুবাদ

১৬০। তিনি মহাবিভূতিমান, স্বয়ংই উৎকলরাজ্য পালন করেন। আর তিনি সেবকবৎসল বলিয়া নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশপূর্বক সদা সেবকগণকে কৃপা করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৬০। তমেব বিশিনষ্টি—মহেতি ; মহাবিভূতিঃ পরমবৈভবম্, ভূম্নি মতুঃ। উৎকলঃ ওড্রদেশস্তস্য রাজ্যং রাজত্বং তদ্দেশং বা স্বয়মেব পালয়ন্, তত্তদাজ্ঞাবিধানাৎ। উক্তঞ্চ তত্ত্বযামলে—'ভারতে চোৎকলে দেশে ভূস্বর্গে পুরুষোত্তমে। দারুরূপী জগন্নাথো ভক্তানামভয়প্রদঃ॥ নরচেষ্টামুপাদায় আস্তে মোক্ষৈককারকঃ॥' ইতি। নিজমাহাত্ম্যং দীনবাৎসল্যাদি, ব্যঞ্জয়ন্ প্রকটয়ন্। সেবকেষু বৎসলঃ পরমস্নিগ্ধঃ, কদাপ্যপরাধাগ্রহণাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬০। তিনি মহাবিভূতিমান পরম বৈভবশালী এবং স্বয়ংই উৎকলরাজ্য (ওড্রদেশ) পালন করিয়া থাকেন। তাৎপর্য এই যে, তাঁহার আজ্ঞারূপ বিধিতেই সেই উৎকলরাজ্য পালন হয়। উক্ত বিষয় তত্ত্বযামলে লিখিত আছে—ভূস্বর্গ ভারতের উৎকল দেশে পুরুষোত্তম-রাজ্য। তথায় দারুরূপী ভগবান্ শ্রীজগন্নাথ ভক্তগণের অভয়প্রদরূপে অর্থাৎ নরবৎচেষ্টাদ্বারা সকলকে সংসার ভয় হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। এতদ্বারা তাঁহার নিজমাহাত্ম্য ও দীনবাৎসল্যাদিগুণ প্রকটিত হইল। আর সেবকগণের প্রতিও পরমবৎসল বা পরমস্নিগ্ধ ব্যবহারসম্পন্ন, বলিয়া কদাপি কোন অপরাধ গ্রহণ করেন না। ইহাও ব্যঞ্জিত হইল।

১৬১। তস্যান্নং পাচিতং লক্ষ্ম্যা স্বয়ং ভুক্ত্বা দয়ালুনা।
দত্তং তেন স্বভক্তেভ্যো লভ্যতে দেবদুর্লভম্॥

১৬২। মহাপ্রসাদসংজ্ঞঞ্চ তৎপৃষ্ঠং যেন কেনচিৎ।
যত্র কুত্রাপি বা নীতিমবিচারেণ ভুজ্যতে॥

মূলানুবাদ

১৬১। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁহার অন্ন পাককার্যে নিযুক্ত আছেন, পরম দয়াল প্রভু স্বয়ং সেই অন্ন ভোজন করিয়া নিজ ভক্তগণকে প্রসাদ দেন, তাহাতেই ভক্তগণ দেবতার দুর্লভ ঐ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

১৬২। প্রভুর ঐ প্রসাদের নাম মহাপ্রসাদ। স্পর্শাস্পর্শ বিচার নাই, যে কেহ স্পর্শ করিলে বা যে কোন স্থানে নীত হইলেও অবিচারে সকলেই ভোজন করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৬১। যস্যান্নং দেবদুর্লভমপি লভ্যতে লোকৈঃ। কীদৃশম্? লক্ষ্ম্যা পরমেশ্বর্যা স্বয় পাচিতং সত্তেন স্বয়ং ভুক্ত্বা ভক্তেভ্যো দত্তং সৎ। ননু ভুক্তং চেৎ, কথমবশিষ্যেত? তত্রাহ—দয়ালুনেতি, পরমদয়াময়স্বভাবকতয়া নিজসেবক-গণসুখায় স্বয়মাদৌ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্‌ভুক্তোচ্ছিষ্টং বিধায়; কিংবা নিঃশেষমেব ভুক্ত্বা পুনঃ পূর্ববৎ সম্পূর্ণীকৃত্য সেবকেভ্যো দীয়ত ইত্যর্থঃ॥

১৬২। দেবদুর্লভতামেবাহ—মহেতি, মহাপ্রসাদ ইতি সংজ্ঞা যস্য তৎ, অধরামৃতস্পর্শাৎ। অতএব তদন্নং যেন কেনচিৎ অস্পৃশ্যাদৃশ্যাদিনা জনেন স্পৃষ্টমপি সৎ, যত্র কুত্রাপি অশুচৌ দূরদেশেঽপি নীতং সৎ ভুজ্যতে সর্বৈঃ। অবিচারেণ বচনার্থয়োঃ শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যোঃ কালাকালয়োরন্যস্য কস্যাপি বাবিমর্শেন কিঞ্চিদপ্যনপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ। তথা চোক্তম্—'যদন্নং পাচয়েল্লক্ষ্মীর্ভোক্তা চ পুরুষোত্তমঃ। স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন মন্তব্যং যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ॥' ইতি। তথা স্কন্দপুরাণে—'চিরস্থমপি সংশুষ্কং নীতং বা দূরদেশতঃ। যথাযথোপভুক্তং সৎ সর্বপাপাপনোদনম্॥' ইতি। তথা ভবিষ্যে—'অন্ত্যবর্ণৈর্হীনবর্ণৈঃ সঙ্করপ্রবৈরপি। স্পৃষ্টং জগৎপতেরন্নং ভুক্তং সর্বাঘনাশনম্॥' ইতি। তত্ত্বযামলে চ—'নাস্তি তত্রৈব রাজেন্দ্র! স্পৃষ্টাস্পৃষ্টবিবেচনম্। যস্য সংস্পৃষ্টমাত্রেণ যান্ত্যমেধ্যাঃ পবিত্রতাম্॥' ইতি। তথা গারুড়ে চ—'ন কালনিয়মো বিপ্রা ব্রতে চান্দ্রায়ণে যথা। প্রাপ্তমাত্রেণ ভুঞ্জীত যদীচ্ছেন্মোক্ষমাত্মনঃ॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬১। যাঁহার কৃপায় দেবদুর্লভ মহাপ্রসাদ লোকে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রসাদ কীদৃশ? পরমেশ্বরী শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্বয়ং পাক করেন, আর করুণাময় প্রভুও সেই অন্ন ভোজন করিয়া নিজভক্তগণকে তাহার অবশেষ প্রদান করেন। যদি বল, তিনি যখন ভোজনই করিলেন, তখন আবার অবশেষ কি রহিল? তাহাতেই বলিতেছেন, পরমদয়ালস্বভাব বলিয়া অর্থাৎ নিজসেবকগণকে সুখী করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভুক্তাবশিষ্ট রাখিয়া থাকেন। কিংবা উহা নিঃশেষে ভোজন করিয়া ভক্তগণের সুখের নিমিত্ত পুনরায় পূর্ব্ববৎ পরিপূর্ণ করিয়া রাখেন।

১৬২। প্রভুর ঐ প্রসাদের নাম মহাপ্রসাদ। উহাতে প্রভুর অধরামৃতস্পর্শ-হেতু দেবদুর্লভ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অতএব সেই অন্ন যে কেহ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারেন। অর্থাৎ অস্পৃশ্য বা অদৃশ্যজন-কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলেও চিন্ময়ত্ব অব্যাহত থাকে। যে কোন স্থানে অর্থাৎ দূরদেশে, অধিক কি অযোগ্যপ্রদেশে নীত হইলেও অবিচারে সকলেই ভোজন করিতে পারেন। অবিচারে বলিবার তাৎপর্য এই যে, শুদ্ধ্যশুদ্ধি বা কালাকালের অথবা স্পর্শাস্পর্শ বিচারাদির কোন অপেক্ষা নাই। কারণ, এই প্রসাদ কিছুতেই আপন-প্রভাব সঙ্কোচ করেন না। অতএব সকলেই অবিচারে ভোজন করিতে পারেন। শাস্ত্রেও লিখিত আছে—যে অন্ন স্বয়ং লক্ষীদেবী পাক করেন, আর স্বয়ং পুরুষোত্তম ভোজন করেন, সেই মহাপ্রসাদ বিষয়ে স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট মন্তব্য করা উচিত নহে। ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেরূপ সর্বাবস্থায় পূজনীয় ও বন্দনীয়, ঐ মহাপ্রসাদও তদ্রূপ ; অর্থাৎ সর্বাবস্থায় গ্রহণীয় ও বন্দনীয়। স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে—চিরস্থ (পর্য্যুষিত) সম্যক্ শুষ্ক, দূরদেশ হইতে আনীত, মহাপ্রসাদভোজনে ভক্তিলাভ হয় এবং অননুসন্ধানে সর্বপাপ প্রশমন হয়। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—অন্ত্যজ হীনবর্ণ এমন কি সকলের অস্পৃশ্য বর্ণসঙ্কর কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলেও সেই মহাপ্রসাদ আপনার প্রভাব ত্যাগ করেন না। পরন্তু ইহা ভোজন করিলে সর্বপাপ বিনষ্ট হয়। তন্ত্রযামলে কথিত আছে—হে রাজেন্দ্র! যাহার স্পর্শে মহা অপবিত্রও পবিত্র হয়, তাহাতে আবার স্পর্শদোষ কোথা হইতে আসিবে? গরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—যে আপনার মোক্ষ বাঞ্ছা করে, সে সর্বপ্রকার কাল-নিয়মাদি ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রতব্যবস্থার উপবাসাদির নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া প্রাপ্তিমাত্রে মহাপ্রসাদ ভোজন করিবে।

১৬৩। অহো তৎক্ষেত্রমাহাত্ম্যং গর্দভোঽপি চতুর্ভুজঃ।
যত্র প্রবেশমাত্রেণ ন কস্যাপি পুনর্ভবঃ॥

১৬৪। প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষে তস্মিন্নেবেক্ষিতে জনেঃ।
ফলং স্যাদেবমশ্রৌষমাশ্চার্যং পূর্বমশ্রুতম্॥

১৬৫। তদ্দিদৃক্ষাভিভূতোঽহং সর্বং সন্ত্যজ্য তৎক্ষণে।
সঙ্কীর্তয়ন্ জগন্নাথমৌড্রদেশদিশং শ্রিতঃ॥

মূলানুবাদ

১৬৩। অহো! তাঁহার পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কি অনির্বচনীয়!! গর্দভও ঐ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে চতুর্ভুজ হইয়া থাকে, যে কেহ ঐ ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করে, তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

১৬৪। আরও এক অশ্রুতপূর্ব আশ্চর্য কথা এই যে, সেই প্রফুল্ল কমলনেত্র শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিলেই জন্ম সফল হয়।

১৬৫। এই সকল কথা শুনিয়া আমি শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনেচ্ছায় অভিভূত হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ সর্বত্যাগ করিয়া তাঁহার নাম সংকীর্তন করিতে করিতে উৎকলদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৬৩। আস্তাং তাবচ্ছ্রীজগন্নাথদেবস্য তদন্নমহাপ্রসাদস্য বা মহিমা, তৎক্ষেত্রস্যাপি মহিমা না পরমাদ্ভুত ইত্যাশয়েনাহ—অহো ইতি আশ্চর্য্যে। যত্র যস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতো গর্দভোঽপি নিকৃষ্ট জীবোঽপি চতুর্ভুজঃ শ্রীভগবৎসারূপ্যাদি-প্রাপ্তেঃ। তদুক্তং শ্রীব্রহ্মণা ব্রহ্মপুরাণে—'অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমন্তাদ্দশ যোজনম্। দিবিষ্ঠা যত্র পশ্যন্তি সর্বানেব চতুর্ভুজান্॥' ইতি। বেদব্যাসেনাপি গারুড়পুরাণে—'যত্র স্থিতা জনাঃ সর্বে শঙ্খ-চক্রাব্জপাণয়ঃ। দৃশ্যন্তে দিবি দেবাংশ্চ মোহয়ন্তি মুহুর্মুহুঃ॥' ইতি। শ্রীনারদেনাপি বহ্বৃচপরিশিষ্টে—'চতুর্ভুজা জনাঃ সর্বে দৃশ্যন্তে যন্নিবাসিনঃ॥' ইতি। যত্র চ প্রবেশমাত্রেণ যতঃ কুতোঽপ্যাগতস্য কস্যাপি জীবমাত্রস্য পুনর্ভবঃ সংসারো ন ভবতি। তদুক্তং শ্রীবেদব্যাসেন তত্রৈব 'স্পর্শনাদেব তৎক্ষেত্রং নৃণাং মুক্তিপ্রদায়কম্। যত্র সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম ভাতি দারবলীলয়া॥ অপি জন্মশতৈঃ সাগ্রৈর্দুরিতাচারতৎপরঃ। ক্ষেত্রেঽস্মিন্ সঙ্গমাত্রেণ জায়তে বিষ্ণুনা সমম্॥' ইতি॥

১৬৪। নন্বত্রাপি জগদীশোঽয়ং সাক্ষাদিব বর্ত্ততে, তত্রাহ—প্রফুল্লেতি, প্রকর্ষেণ ফুল্লে বিকসিতে পুণ্ডরীকে ইব অক্ষিণী যস্য তস্মিন্নিতি দর্শনমাত্রেণাশেষতাপহারিত্ব সৌন্দর্যমাধুর্যাদ্যতিশয় উক্তঃ। ঈক্ষিতে লোচনাভ্যাং দৃষ্টে সত্যেব জনের্জন্মনঃ ফলং স্যাৎ। তথা চোক্তং শ্রীনারদেন শ্রীপ্রহ্লাদং প্রতি পদ্মপুরাণে—'শ্রবণাদ্যৈরুপায়ৈর্যঃ কথঞ্চিদ্দৃশ্যতে মহঃ। নীলাদ্রিশিখরে ভাতি সর্বচাক্ষুষগোচরঃ॥ তমেব পরমাত্মানং যে প্রপশ্যন্তি মানবাঃ। তে যান্তি ভবনং বিষ্ণোঃ কিং পুনর্যে ভবাদৃশঃ॥' ইতি। এবমিত্যেবমাদিকমিত্যর্থঃ। আশ্চর্যং চিত্তচমৎকারজনকম্; তত্র হেতুঃ—পূর্বমশ্রুতমিতি। অয়ং ভাবঃ—যদ্যপ্যয়মপি স এব ভগবান্, তথাপীদৃশ-বিবিধাবতার-বীজ-শ্রীজগন্নাথদেব এব ; অতোঽবতারদর্শনাদবতারি-দর্শনে তত্রাপি স্থানবিশেষেঽধিকং ফলং স্যাৎ। কিঞ্চ, তাদৃশরাজ্যাধিকারে তাবতা দিনেনাপি তত্তদ্শ্রবণং ভগবৎপূজাদ্যাসক্ত্যা গুরবরদেববরপ্রভাবেণ বেতি জ্ঞেয়ম্। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। এবমন্যত্রাগ্রেঽপ্যূহ্যমিতি॥

১৬৫। তস্য জগন্নাথদেবস্য দিদৃক্ষয়াভিভূতঃ আক্রান্তঃ সন্; সর্বং তদ্রাজ্যাদিকং তৎক্ষণে সন্ত্যজ্য সম্যগ্‌বহিরন্তশ্চ ত্যক্ত্বা ; জগন্নাথেত্যক্ষরচতুষ্কং সম্যক্ চিত্তাভিনিবেশেন কীর্তয়ন্ উচ্চৈরুচ্চারয়ন্ তৎক্ষেত্রগমনায় ওড্রদেশস্য দিশামাগ্নেয়কোণমহমাশ্রিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৩। অহো! শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদের মহিমার কথা দূরে থাকুক, তাঁহার ক্ষেত্রের মহিমাও পরমাদ্ভুত। এই অভিপ্রায়ে 'অহো' আশ্চর্যের সহিত বলিতেছেন,—যে ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে গর্দভাদি নিকৃষ্ট পশুও চতুর্ভুজ হইয়া শ্রীভগবৎসারূপ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মাকর্তৃক কথিত হইয়াছে—অহো! ক্ষেত্রের মহিমা কি অদ্ভুত! যেখানে দশযোজনব্যাপী জীবমাত্রকে দেবতাগণ চতুর্ভুজরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। গরুড়পুরাণে শ্রীবেদব্যাসও লিখিয়াছেন,—সেই ক্ষেত্রস্থিত নরগণ সকলেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দেবতাগণ পুনঃপুনঃ মোহগ্রস্ত হয়েন। বহ্বৃ-পরিশিষ্টে শ্রীনারদও বলিয়াছেন,—সেস্থানের জীবসকলকে চতুর্ভুজরূপে দেখা যায়। যে কোন স্থান হইতে আগত যে কোন জীবমাত্রেরই সে স্থানে প্রবেশমাত্র পুনর্জন্ম হয় না। শ্রীবেদব্যাসও বলিয়াছেন,—সেই ক্ষেত্র স্পর্শমাত্রে জীবসকল সদ্যই মোক্ষলাভ করেন, আর পুনর্জন্ম হয় না। যেখানে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম দারুলীলায় বিরাজমান। শত শত জন্মের দুরাচারী ব্যক্তিও ক্ষেত্রস্পর্শমাত্রে বিষ্ণুসম পূজনীয় হয়।

১৬৪। যদি বল, এখানেও সাক্ষাৎ জগদীশ্বর বিরাজ করিতেছেন? তাহাতেই 'প্রফুল্ল' শ্লোকে বলিতেছেন, সেই ক্ষেত্রে বিরাজিত জগদীশ্বরের প্রফুল্ল কমললোচন দর্শনমাত্রে জীবের অশেষপাপহারিত্ব সৌন্দর্যমাধুর্যাতিশয়ের কথা শুনা যায়, সুতরাং দর্শন করিলেই জন্ম সফল হয়। পদ্মপুরাণে শ্রীনারদ শ্রীপ্রহ্লাদকে এই কথাই বলিয়াছেন,—নীলাচলশিখরে সর্বচক্ষুগোচর হইয়া শ্রীভগবান বিরাজ করিতেছেন। সেই পরমাত্মরূপী শ্রীভগবানকে যে মনুষ্য একবার দর্শন করে, কিংবা দর্শন দূরে থাকুক, তাঁহার নাম শ্রবণাদিদ্বারা কোন উপায়ে হৃদ্গত হইলে সেই মানব বৈকুণ্ঠে গমন করে। তোমাদের কথা কি আর বলিব? এইপ্রকার মহিমাশ্রবণে আমার আশ্চর্যজ্ঞান হইল। এস্থলে 'আশ্চর্য' বলিতে চিত্তচমৎকারজনক ভাববিশেষ। কেননা, এইপ্রকার মহিমার কথা পূর্বে কখনও শুনেন নাই। তাৎপর্য এই যে, যদ্যপি এই শ্রীবিষ্ণুমূর্তি এবং সেই শ্রীজগন্নাথমূর্তি উভয়েই ভগবান্, তথাপি সর্বাবতারের বীজস্বরূপ সেই শ্রীজগন্নাথ দর্শনের দ্বারাই অবতার দর্শন সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ অবতারের দর্শন অপেক্ষা অবতারীর দর্শনের তথা স্থানবিশেষের অধিক মহিমা হেতু অধিক ফললাভ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তাদৃশ রাজ্যাধিকারে দিবানিশির অনেক সময় আমার শ্রীভগবানের গুণ-মহিমা শ্রবণে ও ভগবৎপূজাদির আসক্তিতে যাপিত হইবে, তাহা আমি নিজেই শ্রীগুরুদেবের বর-প্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। অগ্রে তাহা ব্যক্ত হইবে।

১৬৫। এই সকল কথা শুনিয়া আমি শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনোৎকণ্ঠায় অভিভূত হইলাম। তৎক্ষণাৎ আমি রাজ্যাদি সমস্ত বিষয় সম্যক্প্রকারে ত্যাগ করিয়া 'জগন্নাথ' 'জগন্নাথ'—এই অক্ষরচতুষ্টয় (চিত্তাভিনিবেশে পুনঃপুনঃ উচ্চৈঃস্বরে) কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার ক্ষেত্র গমনাভিপ্রায়ে উৎকলদেশ লক্ষ্য করিয়া অগ্নিকোণ-পথে প্রস্থান করিলাম।

১৬৬। তৎক্ষেত্রমচিরাৎপ্রাপ্তস্তত্রত্যান্ দণ্ডবন্নমন্।
অন্তঃপুরং প্রবিষ্টোঽহং তেষাং করুণয়া সতাম্॥

মূলানুবাদ

১৬৬। অল্পকাল মধ্যেই আমি পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলাম এবং তত্রস্থ লোকসকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে সাধুগণের করুণায় অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৬৬। তত্রত্যান্ তৎক্ষেত্রবর্তমানান্ পথি দৃশ্যমানান্ জনান্। ননু বৈদেশিকস্যাজ্ঞাততত্রত্যতত্তদ্‌বৃত্তস্য গতামাত্রস্যৈব সদ্যোঽন্তঃপুরে প্রবেশঃ কথমঘটতেত্যাশঙ্কায়ামাহ—তেষামিতি। সতাং পরমবৈষ্ণবানাম্ ; পাদস্যাস্য পরেণ বা সম্বন্ধঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৬। অল্পকালমধ্যেই সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলাম। তদনন্তর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। যদি বল, একজন বিদেশীব্যক্তির পক্ষে তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যেহেতু, সেইস্থানের ইতিবৃত্ত পূর্বে কিছুই জানা নাই, বিশেষতঃ ক্ষেত্রে সমাগত হইবামাত্র সদ্যই পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা-হেতু 'তেষাং' ইত্যাদি পদে বলিতেছেন, বৈষ্ণবগণের পরম কৃপায় পুরাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিলাম।

১৬৭। দূরাদদর্শি পুরুষোত্তমবক্ত্রচন্দো,
ভ্রাজদ্বিশালনয়নো মণিপুন্ড্রভালঃ।
স্নিগ্ধাভ্রকান্তিররুণাধরদীপ্তিরম্যো,
হশেষপ্রসাদবিকসৎস্মিতচন্দ্রিকাঢ্যঃ।।

মূলানুবাদ

১৬৭। আমি দূর হইতেই শ্রীপুরুষোত্তমদেবের শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিলাম। দেখিলাম, তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডলে বিশাল নয়নযুগল শোভা পাইতেছে এবং ললাটে মণিময় তিলক বিরাজিত রহিয়াছে। নবমেঘ জিনিয়া অঙ্গের কান্তি, অরুণ-অধরে প্রকাশিত মৃদুহাস্যরূপ চন্দ্রিকায় রমণীয় মুখমণ্ডলকে আরও রমণীয় করিয়া সকল লোকের প্রতি প্রভুপাদের প্রসাদ প্রকাশ করিতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৬৭। ততশ্চ দূরাদেব পুরুষোত্তমস্য শ্রীজগন্নাথদেবস্য বক্ত্রং শ্রীমুখমেব মুখচন্দ্রঃ সর্বাহ্লাদকত্বাৎ দূরতোঽখণ্ডমণ্ডলতয়া সম্যক্ প্রকাশমানত্বাচ্চ । অদর্শি ময়া দৃষ্টঃ ; ভ্রাজন্তী প্রকাশমানে বিশালে বিস্তীর্ণে নয়নে যস্মিন্ সঃ ; মণিবের পুণ্ড্রং তিলকং যস্মিন্ তাদৃশং ভালং ললাটং যস্মিন্ সঃ ; অশেষঃ সম্পূর্ণঃ কিংবা অশেষেষু সর্বেষু জনেষু যঃ প্রসাদঃ সদা চিত্তপ্রসন্নতা, তেন বিকসৎ বিকাশমানং যৎ স্মিতং সৈব চন্দ্রিকা চন্দ্রকান্তিস্তয়া আঢ্যো যুক্তঃ। দূরতো বিরাজমান-শ্রীমুখ এব প্রাগ্‌দৃষ্টেরুৎপতনাত্তৎসমবেতস্যৈব বিস্পষ্টস্য নয়নাদেরাদৌ বর্ণনম্।।

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৭। অতঃপর আমি দূর হইতেই সেই পুরুষোত্তমদেবের সর্বাহ্লাদক শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিলাম। তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডলে প্রকাশমান বিশাল নয়ন-যুগল শোভা পাইতেছে। ললাটে মণির সহিত সুন্দর তিলক দেদীপ্যমান, সুস্নিগ্ধ জলদকান্তি, প্রফুল্ল বাঁধুলি পুষ্প জিনিয়া অরুণাধর, তাহাতে সর্বজনের প্রতি কৃপা, মকরন্দস্রাবী-স্মিত-চন্দ্রিকা প্রকাশিত। অর্থাৎ সেই মৃদুমধুর হাস্য উক্ত রমণীয় মুখমণ্ডলকে অধিকতর শোভাযুক্ত করিয়া সকলের প্রতি প্রভুর প্রসাদ বর্ষণ করিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে দূরত বিরাজমান শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখচন্দ্রের প্রথম দর্শনেই এইপ্রকার নয়নাদির শোভা বর্ণন করিয়াছেন।

১৬৮। তত্রাগ্রতো গন্তুমনাশ্চ নেশে,
প্রেম্ণা হতো বেপথুভির্নিরুদ্ধঃ।
রোমাঞ্চভিন্নোঽশ্রুবিলুপ্তদৃষ্টিঃ,
স্তম্ভং সুপর্ণস্য কথঞ্চিদাপ্তঃ॥

মূলানুবাদ

১৬৮। তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য মনে উৎকণ্ঠা জন্মিল, কিন্তু অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলাম না ; কারণ, চিত্তবৈবশ্য ও প্রেমে সর্বাঙ্গ কম্পমান হওয়াতে আমার গতিরোধ হইল—রোমাঞ্চে সর্বশরীর অবশ করিয়া ফেলিল এবং অশ্রু দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করিল। আমি কষ্টে-সৃষ্টে কোনরূপে গরুড়াধিষ্ঠিত স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৬৭। তত্র দেবকুলাভ্যন্তরে ; অপ্যর্থ চকারঃ ; গন্তুমনা অপি গন্তুং নেশে। তত্র হেতুঃ—প্রেম্ণা চিত্তবৈবশ্যবিশেষেণ হত ইত্যাদিবিশেষণচতুষ্কম্; রোমাঞ্চৈর্ভিন্নো যুক্তঃ ; এতেন জাড্যাপত্তিরুক্তা। অশ্রুভির্বিলুপ্তে মুদ্রিতে দৃষ্টী-লোচনে, যদ্বা, বিলুপ্তা অপহৃতা দৃষ্টির্দর্শনক্রিয়া যস্য সঃ। সুবর্ণস্য শ্রীজগন্নাথদেবাগ্রে স্তম্ভোপরি বর্তমানস্য গরুড়স্য স্তম্ভং তদধিষ্ঠিতং ; প্রাপ্তঃ কথঞ্চিদিতি স্বস্য জ্ঞানবিশেষরাহিত্যাৎ কেবলং ভগবৎ-কৃপয়ৈব তৎপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৮। প্রাণ-মনোহারী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশের ইচ্ছা হইলেও অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলাম না। তাহার কারণ এই যে, প্রেমবশতঃ চিত্তবৈবশ্য বিশেষই আমার গতিপথ রোধ করিল। তাহাই দুইটি বিশেষণের দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন। রোমাঞ্চ-হেতু সর্বশরীর অবশ। ইহা জাড্যাপত্তির লক্ষণ। আর অশ্রুদ্বারা দৃষ্টিশক্তির লোপ অর্থাৎ অশ্রুধারাতে দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইল। অথবা বিলুপ্ত-দর্শনক্রিয়াহেতু শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে বর্তমান গরুড়াধিষ্ঠিত স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া রহিলাম। যদিও কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তথাপি ভগবৎকৃপায় সেই গরুড়স্তম্ভ প্রাপ্ত হইলাম—ইহাই ভাবার্থ।

১৬৯। দিব্যাম্বরালঙ্করণস্রগাবলী,
ব্যাপ্তং মনোলোচনহর্ষবর্দ্ধনম্।
সিংহাসনস্যোপরি লীলয়া স্থিতং,
ভুক্ত্বা মহাভোগগণান্ মনোহরান্॥

১৭০। প্রণামনৃত্যস্তুতিবাদ্যগীত পরাংস্তু সপ্রেম বিলোকয়ন্তম্।
মহামহিম্নাং পদমীক্ষমাণোঽপতং জগন্নাথমহং বিমুহ্য॥

১৭১। সংজ্ঞাং লব্ধ্বাসমুন্মীল্য লোচনে লোকয়ন্ পুনঃ।
উন্মত্ত ইব তং ধর্তুং সবেগোঽধাবমগ্রতঃ॥

মূলানুবাদ

১৬৯। তথা হইতে দর্শন করিলাম, প্রভুর দিব্য বস্ত্র, অলঙ্কার ও মাল্যাদি চন্দন-ব্যাপ্তকলেবর এবং তিনি সিংহাসনোপরি লীলাসহকারে অবস্থিত হইয়া মনোহর মহা মহাভোগসকল ভোজন করিতে করিতে দর্শকগণের মন ও লোচন তৃপ্ত করিতেছেন।

১৭০। প্রণাম-নৃত্য-স্তুতি-বাদ্য ও গীতপরায়ণ দর্শকবৃন্দের প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি করিতেছেন। আমি শ্রীজগন্নাথের মহামহিমা বিচিত্র বৈভব অবলোকন করতঃ মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম।

১৭১। কিছুকাল পরে সংজ্ঞালাভ করতঃ নেত্রদ্বয় উন্মীলনপূর্বক পুনরায় শ্রীপ্রভুকে অবলোকন করিয়া উন্মত্তের ন্যায় তাঁহাকে ধরিবার জন্য সবেগে সম্মুখের দিকে ধাবমান হইলাম।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৬৯। পশ্চান্নিকটগমনেন বিশেষদর্শনে সতি চানন্দমূর্চ্ছামগমমিত্যাহ—দিব্যেতি দ্বাভ্যাম্। স্রগাবলী মালাপঙ্‌ক্তিঃ ; যদ্বা, দিব্যানামদ্ভুতানামম্বরাদীনাং যাবলী তয়া ব্যাপ্ত যথাযথমাচিতম্। মনোলোচনানাং হর্ষং বর্ধয়তীতি। তথা তমিতি সর্বাঙ্গসৌন্দর্য্যাদিকমুক্তম্; ভোগা ভোগ্যদ্রব্যাণি; মনোহরানিত্যনেন সর্বসদ্-গুণাদিকমুক্তম্॥

১৭০। প্রণামাদিপরান্ জনান্ প্রেম্ণা সহিতং যথা স্যাত্তথা বিশেষেণ একদৃষ্ট্যা লোকয়ন্তম্ ; মহতাং মহিম্নাং পদং বিষয়মিতি বিচিত্রপরমবৈভবাদিকমুক্তম্। বিমুহ্য মোহং প্রাপ্যাহমপতম্ ভূমৌ পতিতবান্॥

১৭১। তং শ্রীজগন্নাথদেবং পুনর্লোকয়ন্ সন্ অগ্রতঃ শ্রীজগন্নাথদেবস্য গরুড়স্তম্ভস্য বা সম্মুখে॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৯। পশ্চাৎ নিকটে গমন করিয়া বিশেষরূপে দর্শনের নিমিত্ত আনন্দমূর্ছা প্রাপ্তির বিষয় দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। স্রগাবলী—মালাশ্রেণী। অথবা প্রভু দিব্য বসন ভূষণ ও মাল্যাদি দ্বারা ব্যাপ্তকলেবরে অর্থাৎ যথাযথোচিতভাবে বিভূষিত এবং মন ও নয়নের হর্ষবর্ধনকারী এবম্ভূত সর্বাঙ্গ সৌন্দর্যাদি-নিষেবিত, লীলায় সিংহাসনোপরি বসিয়া সর্বসদ্গুণযুক্ত দিব্য দিব্য বিবিধ ভোগ্যদ্রব্য ভোগ করিতেছেন।

১৭০। এদিকে প্রাঙ্গণে শত শতজন দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিতেছেন। কেহ গীত, কেহ স্তব, কেহ বাদ্য, কেহ বা নৃত্য করিতেছেন ; কেহ বা দর্শন করিতেছেন। আর প্রভুও তাঁহাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিতেছেন। এইপ্রকার মহামহিমাস্পদ অর্থাৎ বিচিত্রপরমবৈভবাদিসমন্বিত সেই শ্রীজগন্নাথদেবকে অবলোকন করতঃ মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম।

১৭১। ক্ষণকাল পরে আমার সংজ্ঞা লাভ হইলে পুনরায় শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন নিমিত্ত 'অগ্রতঃ' অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথদেবের বা গরুড়স্তম্ভের সম্মুখে গিয়াছিলাম।

১৭২। চিরাদ্দিদৃক্ষিতো দৃষ্টো জীবিতং জীবিতং ময়া।
প্রাপ্তোঽদ্য জগদীশোঽয়ং নিজপ্রভুরিতি ব্রুবন্॥

মূলানুবাদ

১৭২। বহুকাল যাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, আজ তাঁহাকে দেখিয়া আমার জীবন সফল হইল, আমি নিজ প্রভু জগদীশকে পাইলাম—এই বলিয়া দৌড়িয়া যাইতেই—

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৭২। কিং কুর্বন্? তদাহ—চিরাদিতি। অদ্যেত্যস্য সর্বত্র সম্বন্ধঃ ; দিদৃক্ষিতো দ্রষ্টুমিষ্টঃ ; চিরাদ্‌বহুকালেনাদ্য দৃষ্টঃ ; অতোঽদ্যৈব জীবিতং জীবনফলং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা, তদ্‌ভাবেন সদা মরণপর্যবসানাৎ। যথাশ্রুতমেব ব্যাখ্যেয়ম্—অতিহর্ষেণ বীপ্সা ; ন চ কেবলং দৃষ্ট এব, কিন্তু আত্মসাদিব কৃতোঽপীত্যাহ—প্রাপ্ত ইতি। অদ্যৈব, ন তু পূর্ব্বং সকলজগদীশতালক্ষণানামত্রৈব বৃত্তেরিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭২। অতঃপর কি করিলেন? তাহা বলিতেছেন, বহুকালের অদৃষ্ট অর্থাৎ বহুকাল হইতে যাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করিতেছি, অদ্য তাঁহাকে দেখিলাম। দেখিয়া আজই আমার জীবন সফল হইল। অথবা দর্শনাভাবে আমার মরণেরই সমান হইত। ভাবার্থ এই যে, অদ্য কেবলই যে দর্শন হইল তাহা নহে, প্রত্যুত নবজীবন লাভ হইল। মূল শ্লোকে "জীবিতং" "জীবিতং" দুইবার লিখিত আছে, কিন্তু উভয় শব্দই একার্থবাচক। এস্থলে অতিশয় আনন্দ বীপ্সায় দ্বিরুক্তি হইয়াছে। অতএব গোপকুমার তাঁহাকে কেবলই যে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, প্রত্যুত আত্মসাৎতুল্য অনুভব করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছেন, অদ্যাই পূর্ণলক্ষণযুক্ত শ্রীজগদীশকে প্রাপ্ত হইলাম। কেননা, পূর্বে যে সকল ভগবদ্‌মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে জগদীশ্বরের পূর্ণলক্ষণ অভিব্যক্ত হয় নাই।

১৭৩। সবেত্রঘাতং প্রতিহারিভিস্তদা,
নিবারিতো জাতবিচারলজ্জিতঃ।
প্রভোঃ কৃপাং তামনুমান্য নির্গতো,
মহাপ্রসাদান্নমথাপ্লবং বহিঃ॥

১৭৪। তদ্ভুক্ত্বা সত্বরং ব্রহ্মন্ ভগবন্মন্দিরং পুনঃ।
প্রবিশ্যাশ্চর্যজাতং যন্ময়া দৃষ্টং মুদাং পদম্॥

১৭৫। হৃদি কর্তুং ন শক্যতে তৎ কথং ক্রিয়তাং মুখে।
এবং তত্র দিবা পূর্ণং স্থিত্বানন্দোঽনুভূয়তে॥

মূলানুবাদ

১৭৩। দ্বারপালগণ আমাকে বেত্রাঘাত করিয়া যাইতে নিবারণ করিলেন, তখন আমার বিচার-বুদ্ধিজাত হওয়াতে লজ্জিত হইলাম এবং ঐ নিবারণ প্রভুর কৃপা অনুমান করিয়া ঐ স্থান হইতে বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিবামাত্র অযাচিতভাবে মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলাম।

১৭৪-১৭৫। ঐ মহপ্রসাদ সত্বর ভোজন করিয়া পুনরায় শ্রীভগবন্মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। হে ব্রাহ্মণ! এইবার আমি যে আনন্দজনক আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয় সকল দর্শন করিলাম, তাহা হৃদয়েও ধারণা করিতে পারি না, বাক্যদ্বারা বর্ণন করিব কিরূপে? এইরূপে মন্দিরমধ্যে সমস্ত দিবস অবস্থান করিয়া পূর্ণানন্দ অনুভব করিতাম।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৭৩। তদা তস্মিন্নেবাগ্রতো ধাবনসময়ে প্রতিহারিভিঃ দ্বারপালসেবকৈর্বেত্র-ঘাতেন সহিতং যথা স্যাত্তথা নিবারিতঃ, স্বহস্তস্থেন বেত্রেণ হত্বা নিরুদ্ধ ইতি। ততশ্চ জাতেন প্রাদুর্ভূতেন বিচারেণ অহো বত! বৈদেশিকো বরাকোঽহং কিমিদমকরবমহো মহাসাহসমিত্যাদিরূপেণ বিবেকেন লজ্জিতঃ সন্ দেবালয়াদ্ বহির্নির্গতঃ। বেত্রঘাতেন নিবারণাচ্চ মম কিমপি দুঃখং নাভূৎ উতানন্দ এবেত্যাহ—প্রভোরিতি। তথা নিবারণং প্রভোঃ কৃপয়ৈব বৃত্তম্ ; অন্যথোন্মত্ত-চেষ্টিতস্য মে শ্রীজগন্নাথধারণেন পরমাপরাধাপত্তেঃ। অনুমন্য পশ্চান্মত্বা পুনঃ পুনর্বা মত্বা ; অথ নির্গমানন্তরমেব ; মহাপ্রসাদরূপমন্ন কেনচিৎ তত্রত্যেন দয়ালুনা দত্তমাপ্লবং প্রাপ্তোঽহম্॥

১৭৪। আশ্চর্যাণাং চিত্তচমৎকারহেতুনাং বহুবিধানামর্থানাং জাতং পরম্পরাম্। কীদৃশম্? মুদাং সর্বানন্দসন্দোহস্যেব পদং নিধানম্॥

১৭৫। তৎ আশ্চর্যজাতং হৃদি কর্তুং মনসা গ্রহীতুমপি ন শক্যেত, অনন্তত্বাৎ অবিতর্ক্যত্বাচ্চ। মুখে ক্রিয়তামুচ্যতামিত্যর্থঃ মনোবৃত্ত্যপেক্ষয়া বাগিন্দ্রিয়-বৃত্তেরল্পব্যাপকত্বাৎ কৈমুতিকন্যায়প্রবৃত্তিঃ। এবং পরমাশ্চর্যপরম্পরাদর্শনেন তত্র দেবালয়াভ্যন্তরে পূর্ণং সমগ্রং দিবা দিবসভাগং স্থিত্বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭৩। প্রভুকে ধরিবার নিমিত্ত যখন সম্মুখে ধাবমান হইলাম, তখন প্রতিহারীগণ (দ্বাররক্ষক পাণ্ডা সেবকগণ) আমাকে বেত্রাঘাত করিয়া যাইতে নিবারণ করিল। তখন আমি (বিষয়বুদ্ধির আবির্ভাবে) লজ্জিত হইলাম। অহো! বরাকরূপী আমি সামান্য একজন বিদেশী আগন্তুকমাত্র হইয়াও মহাসাহসের সহিত কি করিতেছিলাম? এইরূপ বিচার করিয়া লজ্জাবশতঃ ঐস্থান হইতে বহির্গত হইলাম। বেত্রাঘাতের দ্বারা নিবারণ করাতে আমার কোনপ্রকার দুঃখ উপস্থিত হয় নাই, বরং আনন্দই হইয়াছিল। এইজন্যই বলিতেছেন, ঐ নিবারণ প্রভুর কৃপা অনুমান করিয়াছিলাম। অন্যথা, উন্মত্তের ন্যায় চেষ্টা দ্বারা শ্রীজগন্নাথকে ধারণ করিলে পরমাপরাধ সংঘটিত হইত, সুতরাং ঐ নিবারণ প্রভুর কৃপাবিশেষ অনুমান করিয়া বাহিরে আসিলাম। আর তৎক্ষণাৎ কোন এক দয়ালু বৈষ্ণব কর্তৃক অযাচিতভাবে মহাপ্রসাদরূপ অন্ন প্রাপ্ত হইলাম।

১৭৪। পুনরায় শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া আশ্চর্য আশ্চর্য অর্থাৎ চিত্ত-চমৎকারহেতু বহুবিধ আনন্দজনক বিষয় দর্শন করিলাম। তাহা কি প্রকার? তাহা সর্বানন্দের নিদানভূত।

১৭৫। যে আশ্চর্যজনক বিষয় সকল দর্শন করিলাম, মন তাহা স্মরণে সমর্থ নহে, অনন্ত বলিয়া অবিতর্ক্য, তাহা মুখে বর্ণন করিব কিরূপে? মনোবৃত্তি অপেক্ষা বাগিন্দ্রিয়বৃত্তি অল্প ব্যাপকত্ব-হেতু কৈমুতিক ন্যায়ে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, মনের দ্বারা যে আনন্দের ধারণা করা যায় না, বাক্‌বৃত্তিতে তাহা বর্ণন করা অসম্ভব। বিশেষতঃ ক্রমশঃ পরম আশ্চর্য পরম্পরা দর্শনহেতু সেই দেবালয় অভ্যন্তরেই দিবাভাগের সকল সময়ই যাপন করিতাম।

১৭৬। রাত্রৌ মহোৎসবে বৃত্তে বৃহচ্ছৃঙ্গারসম্ভবে।
নির্গম্য তে তু নির্বৃত্তে পুষ্পাঞ্জলিমহোৎসবে॥

মূলানুবাদ

১৭৬। রাত্রে বৃহৎশৃঙ্গার ও পুষ্পাঞ্জলি মহোৎসব নিবৃত্তি হইবার পর আমি মন্দির হইতে বাহিরে আসিতাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৭৬। রাত্রৌ তু নির্গম্যতে, তস্যামপি কদেত্যপেক্ষায়ামাহ—বৃহচ্ছৃঙ্গারো রাত্র্যেকপ্রহরোপরি জায়মানো বিচিত্রসুন্দরবেশভোগাদ্যবসরবিশেষস্তস্মাৎ সম্ভবো যস্য তস্মিন্ মহোৎসবে বৃত্তে সতি। তথাপি পুষ্পাঞ্জলীনাং পরিতঃ প্রক্ষেপরূপে মহোৎসবে নিবৃত্তে সম্পন্নে সতীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭৬। আচ্ছা, রাত্রিতে তো বাহির হইতে? এ অপেক্ষায় বলিতেছেন, রাত্রি এক প্রহরের সময় বৃহৎ শৃঙ্গার নামক মহোৎসব হইত, তাহাতে মহাপ্রভুর বিচিত্র সুন্দর বেশ ও ভোগাদি সম্পন্ন হইত এবং ভোগাবসরে পুষ্পাঞ্জলি মহোৎসব হইত, তারপর পুষ্প-প্রক্ষেপরূপ মহোৎসব নিবৃত্ত হইলে পর মন্দিরের বাহিরে আসিতাম।

১৭৭। নেত্থং জ্ঞাতঃ সতাং সঙ্গে কালো নবনবোৎসবৈঃ।
তদৈবাস্যা ব্রজভুবঃ শোকো মে নিরগাদিব॥

মূলানুবাদ

১৭৭। এই প্রকার সাধুসঙ্গে ও নব নব উৎসব দর্শন কতকালই যে অজ্ঞাতসারে অতিক্রান্ত হইয়া গেল, তাহা অনুভব করিতে পারি নাই। এই সময়ে এই ব্রজভূমির নিমিত্ত শোক আমার হৃদয় হইতে প্রায় চলিয়া গিয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৭৭। ইত্থং সতাং সঙ্গে স্থিতেন ময়া কালো ন জ্ঞাতঃ। তত্রাপি নবাঃ পূর্বমননুভূতাঃ ; আবৃত্তৌ বীপ্সা। যদ্বা, প্রতিক্ষণং নূতনতয়া জ্ঞায়মানা যে উৎসবাঃ চিত্তসুখহেতবস্তৈঃ ; যদ্বা, সতাং সঙ্গে নিবৃত্তে বিষয়ে বা বর্ত্তমানা যে নবনবোৎসবাস্তৈঃ। অস্যাঃ শ্রীবৃন্দাবনাদিরূপায়াঃ ; শোকঃ অদর্শনাচ্ছোচনং বিচ্ছেদাধির্বা, মে মত্তঃ; ইবেতি সমূলানির্গমং দ্যোতয়তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭৭। এইমত সাধুসঙ্গে মহামহোৎসবাদির দর্শনানন্দে কতকালই যে আমার অজ্ঞাতসারে অতিক্রান্ত হইয়া গেল, তাহা জানিতে পারি নাই। কেননা, উহা নব-নবায়মানরূপ অর্থাৎ অপূর্বরূপে অনুভূত হইত। অথবা প্রতিক্ষণে নব নবরূপে জ্ঞায়মান সেই সকল উৎসব চিত্তসুখের হেতু হইত। অথবা এ-প্রকার সাধুগণের সঙ্গে নব নব উৎসবে কখন যে কাল অতিক্রান্ত হইত, তাহা জানিতাম না। এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনাদির নিমিত্ত যে শোক, তাহা একপ্রকার আমার অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। যেহেতু, আমি আনন্দে মত্ত ছিলাম। ইহাতেই সমূলানির্গমনের অর্থাৎ ব্রজভূমি-সম্বন্ধীয় শোক দূর হইবার মতই এই আনন্দ, কিন্তু ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীবৃন্দাবন-সম্বন্ধীয়-সুখ একেবারে তিরোহিত হয় নাই, সূক্ষ্মভাবে হৃদয়াভ্যন্তরে রহিয়াছে।

১৭৮। শ্রীজগন্নাথদেবস্য সেবকেষু কৃপোত্তমা।
বিবিধাজ্ঞা চ সর্ব্বত্র শ্রূয়তেঽপ্যনুভূয়তে॥

১৭৯। নান্যৎ কিমপি রোচেত জগন্নাথস্য দর্শনাৎ।
পুরাণতোঽস্য মাহাত্ম্য-শুশ্রূষাপি নিবর্ততে॥

১৮০। শারীরং মানসং বা স্যাৎ কিঞ্চিদ্দুঃখং কদাচন।
তচ্চ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষে দৃষ্টে সদ্যো বিনশ্যতি॥

মূলানুবাদ

১৭৮। শ্রীজগন্নাথদেবের নিজ সেবকগণের প্রতি বিশেষ বিশেষ কৃপার কথা প্রায়শঃ শুনিতাম এবং নিজেও অনুভব করিতাম।

১৭৯। শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন ব্যতীত আর কিছুতেই আমার রুচি হইত না। অধিক কি বলিব, পৌরাণিকগণ পুরাণাদি হইতে যে শ্রীপ্রভুর মাহাত্ম্যকীর্তন করিতেন, আমার তাহাও শুনিতে ইচ্ছা হইত না।

১৮০। যদি কখনও কোন শরীর বা মানসগত দুঃখ উপস্থিত হইত, শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ দর্শনে তাহা সদ্যই বিনষ্ট হইত।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৭৮। বিবিধা উত্তমা চ কৃপা সেবকেচ্ছাপরিপালনাদিরূপা ; তাদৃশ্যেবাজ্ঞা চ কর্তব্যশিক্ষণাদিরূপা জায়মানা সর্বত্রৈতস্ততঃ শ্রূয়তে, ন চ কিংবদন্তীমাত্রং, সাক্ষাদ্দৃশ্যমানত্বাদিত্যাহ—অন্বিতি। অপি সমুচ্চয়ে ; সাক্ষাত্তৎফলাদিকঞ্চ দৃশ্যত ইত্যর্থঃ॥

১৭৯। তর্হি ত্বয়া স্বয়ং কিমিষ্টং প্রাপ্তং তৎ কথ্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ—নেতি। দর্শনাদন্যৎ ; আস্তামন্যেচ্ছা শ্রীজগন্নাথদেবস্য মাহাত্ম্যশ্রবণমপি নারোচতেত্যাহ—পুরাণত ইতি। ব্রাহ্ম্যাদিপুরাণেভ্যো নিবর্তত ইত্যস্যায়মর্থঃ—তদ্দেবালয়াভ্যন্তরে পৌরাণিকৈর্বাচ্যমানেষু পুরাণাদিষ্বশ্রুতপূর্ব্বং শ্রীজগন্নাথদেবস্য মাহাত্ম্যং সমগ্রং শ্রোতুমিচ্ছা কদাচিজ্জায়তে ; সা চ তচ্ছ্রীমুখদর্শনাসক্ত্যা নিরস্যত ইতি। এবং পুরাণশ্রবণাদ্যভাবেনাগ্রে বক্ষ্যমাণং স্বর্গাদ্যজ্ঞানং সম্ভবেদেবেতি ধ্বনিতম্॥

১৮০। ননু দেহিনাং স্বাভাবিকৈর্দেহাদিধর্মৈস্তত্র শ্রীজগন্নাথদেবমুখদর্শনসুখবাধা কিং ন স্যান্নাম? তত্রাহ—শারীরমিতি, শারীরং রোগাদিনা, মানসং কামাদিনা কৃতম্; স্যাদিতি সম্ভাবনায়াং সপ্তমী ; ততশ্চ ন স্যাদেব—যদি বা কদাচিৎ কিঞ্চিৎ

স্যাদিত্যর্থঃ। তচ্চ বিবিধদুঃখং সদ্যস্তৎক্ষণ এব নশ্যতি; —তদ্দর্শনানন্দেন সর্ব্বাবিস্মৃতেঃ, স্বরূপতো বা নিবৃত্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭৮। বিবিধ উত্তম কৃপা যাঁহার, সেই শ্রীজগন্নাথদেবের নিজ সেবকগণের প্রতি বিবিধ উত্তম কৃপা অর্থাৎ সেবকের ইচ্ছাপালনাদিরূপা, নানাপ্রকার আজ্ঞা এবং কর্তব্য-শিক্ষাদি-রূপা কৃপা আমি সাক্ষাৎ দর্শন করিতাম। আর সাক্ষাৎভাবে তাহার ফলাদিও অনুভব করিতাম।

১৭৯। তাহা হইলে তুমি স্বয়ং কি ইষ্ট প্রাপ্ত হইলে তাহা বল। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, শ্রীজগন্নাথের দর্শন ব্যতীত অন্য কিছুতেই আমার রুচি হইত না। অন্য কথা দূরে থাকুক, পৌরাণিকগণ পুরাণসকল হইতে যে শ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যাদি বর্ণন করিতেন, আমার তাহাও শ্রবণে রুচি হইত না। যদিও ইহাতে ব্রাহ্ম্যাদি পুরাণের ব্যাখ্যা শ্রবণও নিবর্তিত হইল, তথাপি শ্রীভগবানের মন্দিরাভ্যন্তরে পৌরাণিকগণের বর্ণিত—পুরাণাদিবাক্যসমূহ অশ্রুতপূর্ব বলিয়া কদাচিৎ শ্রীজগন্নাথদেবের সমগ্র মাহাত্ম্য শ্রবণের ইচ্ছা হইত, কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখমাধুর্য-দর্শনাসক্তি এত প্রবল যে, তাহা নিরাস করিয়া দিত, পরন্তু দেবালয়ভ্যন্তরে পুরাণাদি শ্রবণে বক্ষ্যমান স্বর্গাদি গমনের জ্ঞানলাভের সম্ভাবনাও আছে, ইহাই ধ্বনিগম্য অর্থ।

১৮০। যদি বল, দেহীগণের স্বাভাবিক দেহধর্মবশতঃ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখদর্শনসুখ বাধা কি উপস্থিত হইত না? তাহাতেই বলিতেছেন,—শরীর সম্বন্ধে রোগাদি বা মানস সম্বন্ধি কামাদি দুঃখের উদ্গম হইত না, অথবা ‘স্যাৎ’ শব্দে সম্ভাবনায় সপ্তমী হইলে অর্থ হইবে যে, কামাদি দুঃখ প্রায়ই উদ্গমের অবসর পাইত না। যদি বা কদাচিৎ কিঞ্চিৎ দুঃখ উপস্থিত হইত, শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষদর্শনে তাহা সদ্যাই বিনষ্ট হইত। কারণ, তাঁহার দর্শনানন্দে সর্ববিস্মৃতি ঘটিত, এজন্য ঐ দুঃখ স্বরূপতঃই নিবৃত্তি হইত।

১৮১। ফলং লব্ধং জপস্যেতি মত্বোদাসে স্ম তত্র চ।
এবং চিরদিনং তত্র ন্যবসং পরমৈঃ সুখৈঃ।।

১৮২। অথ তস্যান্তরীণায়াং সেবায়াং কর্হিচিৎ প্রভোঃ।
জাতা রুচির্মে ততোঽপি তস্যা অঘটনান্মহান্॥

১৮৩। যশ্চক্রবর্ত্তী তত্রত্যঃ স প্রভোর্মুখ্যসেবকঃ।
শ্রীমুখং বীক্ষিতুং ক্ষেত্রে যদা যাতি মহোৎসবে॥

১৮৪। সজ্জনোপদ্রবোদ্যানভঙ্গাদৌ বারিতেঽপ্যথ।
মাদৃশোঽকিঞ্চনাঃ স্বৈরং প্রভুং দ্রষ্টুং ন শক্নুয়ুঃ॥

মূলানুবাদ

১৮১। 'জপের ফল পাইলাম'—ইহা মনে হওয়াতে ক্রমশঃ জপেও ঔদাসীন্য হইতে লাগিল। এইরূপে বহুকাল সেইস্থানে পরমসুখে বাস করিলাম।

১৮২। অনন্তর প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিবার অভিলাষ হইতে লাগিল এবং সেই অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় মনে বিশেষ কষ্টও হইতে লাগিল।

১৮৩-১৮৪। আবার যিনি ঐ দেশের রাজা, তিনিই শ্রীজগন্নাথের মুখ্য সেবক। প্রভুর শ্রীমুখদর্শনের জন্য বা মহোৎসবাদি উপলক্ষে যখন তিনি ক্ষেত্রে আগমন করেন, তখন সজ্জনগণের প্রতি উপদ্রব ও উদ্যানভঙ্গাদি নিবারিত হইলেও মাদৃশ অকিঞ্চন ব্যক্তিগণ স্বচ্ছন্দে শ্রীপ্রভুকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৮১। এবং নিজমন্ত্রজপস্য যৎ ফলং শ্রীজগন্নাথদর্শনাদি, তল্লব্ধমেবেতি মত্বা তত্র জপে উদাসে স্ম, আসক্তিমত্যজমিত্যর্থঃ। সুখস্য বহুত্বং গৌরবেণ বৈচিত্র্যাপেক্ষয়া বা।।

১৮২। এবং সামান্যতো বাসসুখমুক্ত্বেদানীং সেবাবিশেষেণ সুখবিশেষং বক্তুং তৎপ্রাপ্তিপ্রকারং দর্শয়ন্ তদর্থমনোরথবিশেষায়াদৌ নিজাধিং সহেতুকমাহ—অথেতি ত্রিভিঃ। প্রকরণান্তরে কালান্তরে বা ; তস্য শ্রীজগন্নাথদেবস্য অন্তরীণায়াং দেবকুলান্তঃপ্রবেশেন সমীপবর্তিতয়া স্বচ্ছন্দেনান্তরৈর্জনৈরাচর্যমাণায়ামিত্যর্থঃ। ননু গগনস্থ-চন্দ্রস্য করেণ ধারণ ইব পরমদুর্ঘটেঽর্থে কথং মনোরথোঽপি ঘটেত? তত্রাহ—প্রভোঃ সর্ব্বং কর্তুং সমর্থস্যেতি। রুচির্মনোবৃত্তিবিশেষঃ ; তস্যাঃ সেবায়াঃ অঘটনাদসিদ্ধের্মহান্ তাপোঽপি জাতঃ॥

১৮৩-১৮৪। কিঞ্চ, যস্তত্রত্যস্তদ্দেশোধিপঃ স এব শ্রীজগন্নাথদেবপ্রসাদেন চক্রবর্তী, সাম্রাজ্যং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, যশ্চক্রবর্তী সম্রাট, স চ তত্রত্যস্তদ্দেশোদ্ভব এব। অতঃ স এব প্রভোর্জগন্নাথদেবস্য মুখ্যঃ সেবকঃ সেবকগণাধ্যক্ষ ইত্যর্থঃ। অতো রথযাত্রাদি-মহোৎসবসময়ে ক্ষেত্রে পুরুষোত্তমে প্রাধান্যেন শ্রীজগন্নাথ-পুর্যামিতি, বোদ্ধব্যম্। শ্রীজগন্নাথদেবস্য শ্রীমন্মুখং বীক্ষিতুং যদাযাতি, তদা মাদৃশঃ মৎসদৃশা অকিঞ্চিনা নিষ্পরিগ্রহতয়া দীনবদ্দৃশ্যমানাঃ, অতএব স্বৈরং স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা প্রভুং শ্রীজগন্নাথদেবং দ্রষ্টুং ন শক্নুয়ুরিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। ননু তাদৃশ্যস্য মহাসাধোর্নৃপবরস্য ইদমনুচিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সদিতি, সজ্জনানামুদ্রবঃ শ্রীজগন্নাথদেবদর্শনবিঘাতাদিঃ। তথা উদ্যানানাং তত্রত্য-পুষ্পবাটিকাদীনাং ভঙ্গঃ, হস্ত্যশ্বাদিভির্নিপাতনম্ ; আদিশব্দেন জলমালিন্যাদি ; এতেন নিজাবাস-বিবিক্ততাদিলোপেন মনোদুঃখান্তরঞ্চ সূচিতম্। তস্মিংস্তস্মিন্ বারিতেঽপি নিষিদ্ধেঽপি চতুরঙ্গমহাসেনা-সম্মর্দেনাকিঞ্চনানাং দুঃখং দুষ্পরিহরমিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮১। অতঃপর নিজমন্ত্রজপের যে ফল, শ্রীজগন্নাথদর্শনাদি, সেই ফললাভ হইয়াছে ভাবিয়া মন্ত্রজপে ঔদাসীন্য হইতে লাগিল। অর্থাৎ আমি মন্ত্রজপের আগ্রহ ত্যাগ করিলাম। অথবা সুখের প্রাচুর্যবশতঃ গৌরবের বৈচিত্র্য অপেক্ষায় জপে উদাসীন হইলাম।

১৮২। এইরূপে সামান্যতঃ বাসসুখের কথা বলিয়া ইদানীং সেবাবিশেষের দ্বারা সুখবিশেষ প্রাপ্তির কথা বলিবার অভিপ্রায়ে, তৎপ্রাপ্তির প্রকার এবং তদর্থ মনোরথবিশেষের অসিদ্ধিতে যে নিজ মনোদুঃখ, তাহাই তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। প্রকরণান্তরে বা কালান্তরে সেই শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক স্বচ্ছন্দে অন্তরঙ্গজনের আচরিত সেবা করিবার অভিলাষ হইতে লাগিল। যদি বল, আকাশের চাঁদকে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করা যেমন পরম দুর্ঘট, সেইরূপ মনোরথ সিদ্ধি কি প্রকারে সংঘটিত হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন 'প্রভোঃ সর্ব্বং কর্ত্তুং' সমর্থস্যেতি"—যিনি প্রভু, তিনি সকলি করিতে পারেন। অতএব সেবালাভ অঘটন হইলেও ঘটাইতে পারেন—ইহাই ভাবার্থ। পরন্তু এইপ্রকার মনোবৃত্তি হেতু সেই সেবা-অঘটনে মনের মধ্যে মহা সন্তাপ বা বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল।

১৮৩-১৮৪। আরও কিছু বলিতেছেন, আবার যিনি ঐ প্রদেশের রাজা, তিনিই শ্রীজগন্নাথদেবের প্রধান সেবক, প্রভুর কৃপায় তিনি ঐ রাজ্যসম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অথবা যিনি রাজচক্রবর্তী বা সম্রাট, তিনি ঐ দেশেই জন্মলাভ করিয়াছেন বলিয়া তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের মুখ্যসেবক বা সেবকগণের অধ্যক্ষ! তিনি যখন রথযাত্রাদি মহোৎসব উপলক্ষে (পুরুষোত্তমের প্রাধান্য-হেতু শ্রীজগন্নাথ পুরীতে) শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখদর্শনার্থ এখানে আগমন করেন, সেই সময় আমার মত অকিঞ্চন (নিষ্পরিগ্রহহেতু দীনবৎ দৃশ্যমান) ব্যক্তিগণ স্বচ্ছন্দে প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করিতে পারে না। যদি বল, তাদৃশ মহাসাধু নৃপবরের প্রতি এইরূপ আশঙ্কা পোষণ করা উচিত নয়। তাহাতেই বলিতেছেন 'সদিতি'—তখন সজ্জনগণের প্রতি উপদ্রব ও উদ্যানভঙ্গাদি নিবারিত হইলেও কার্যতঃ মাদৃশ অকিঞ্চন ব্যক্তিসকল স্বচ্ছন্দে প্রভুর দর্শনে সমর্থ হয়েন না। তথা উদ্যানস্থ পুষ্পবাটিকাদি ভঙ্গ ও হস্তি অশ্বাদির নিপাতন হেতু দুঃখ অনিবার্য। 'আদি' শব্দে জলের মালিন্যাদিও বুঝিতে হইবে। এতদ্বারা নিজের নির্জনবাস লোপ-হেতু মনোদুঃখান্তর সূচিত হইয়াছে। আর আমাদের মত নিষ্কিঞ্চনের পর্ণকুঠির পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিকের উৎপাতে মাদৃশ অকিঞ্চনগণের যে দুঃখ হয়, তাহা দুষ্পরিহার্য।

১৮৫। এবমুদ্ভূতহৃদরোগোঽদ্রাক্ষং স্বগুরুমেকদা।
শ্রীজগন্নাথদেবাগ্রে পরমপ্রেমবিহ্বলম্॥
১৮৬। ন স সম্ভাষিতুং শক্তো ময়া তর্হি গতঃ ক্বচিৎ।
অলক্ষিতো জগন্নাথ-শ্রীমুখাকৃষ্টচেতসা॥

মূলানুবাদ

১৮৫। এইরূপে আমার হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ হইলে একদিন হঠাৎ আমার শ্রীগুরুদেবকে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে পরমপ্রেমবিহ্বল অবস্থায় দর্শন করিলাম।

১৮৬। তৎকালে আমি তাঁহার সম্ভাষণে সমর্থ হইলাম না, পরে আমার চিত্ত শ্রীজগন্নাদেবের শ্রীমুখাকৃষ্ট হইলে, তিনি আমার অলক্ষিতে কোথায় চলিয়া গেলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৮৫। এবমনেন প্রকারেণ উদ্ভূতং জাতং হৃদি দুঃখং যস্য সোঽহম্। স্বস্য মম গুরুং শ্রীবৃন্দাবনান্তর্মন্ত্রোপদেশকং তং মহানুভাবং শ্রীজগন্নাথদেবস্যাগ্রেঽদ্রাক্ষম্, পরমপ্রেমবিহ্বলত্বাচ্চ॥

১৮৬। তর্হি তস্মিন্ কালে স গুরুঃ সম্ভাষিতুং ন শক্ত ; তর্হ্যেব ক্বচিৎ কুত্রাপি গতশ্চ সঃ। ননু নিজগুরুরসৌ কথং নানুসৃতস্তত্রাহ—অলক্ষিত ইতি, লক্ষয়িতুমশক্ত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—জগন্নাথস্য শ্রীমতা মুখেনাকৃষ্টং কৃতং চেতো যস্য তথাভূতেন সতেতি। অতো নাপরাধঃ পর্যবস্যতীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৫। এইরূপে আমার হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখজাত হইলে একদিন আমার শ্রীগুরুদেবকে (যিনি শ্রীবৃন্দাবনে মন্ত্রোপদেশ করিয়াছিলেন, সেই মহানুভবকে) শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে পরম প্রেমবিহ্বলাবস্থায় দর্শন করিলাম।

১৮৬। কিন্তু ঐ সময়ে আমি তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে সমর্থ হইলাম না। তারপরে তিনি অলক্ষিত হইয়া কোথায় গমন করিলেন! যদি বল, নিজগুরুর কিজন্য অসুসরণ করিলেন না? আমি লক্ষ্য করিতে অসমর্থ। তাহার কারণ এই যে, সেই সময়ে আমার চিত্ত শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইজন্যই তাহা অপরাধে পর্যবসিত হয় নাই।

১৮৭। ইতস্ততোঽমৃগ্যতাসৌ দিনেঽন্যস্মিংস্তটেঽম্বুধেঃ।
নামসঙ্কীর্তনানন্দৈর্নৃত্যল্লব্ধো ময়ৈকলঃ।।

১৮৮। দণ্ডবৎ প্রণমন্তং মাং দৃষ্ট্বাশীর্ব্বাদপূর্বকম।
আশ্লিষ্যাজ্ঞাপয়ামাস সর্বজ্ঞোঽনুগ্রহাদিদম্।।

মূলানুবাদ

১৮৭। অতঃপর আমি সর্বত্র ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে একদিন তাঁহাকে সমুদ্রতীরে দর্শন করিলাম। সে সময় তিনি নাম-সংকীর্তনানন্দে একাকী নৃত্য করিতেছেন।

১৮৮। আমি তাঁহার নিকটে গমন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম, আমাকে দেখিয়া তিনি আশীর্বাদপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং আমার হৃদয় জানিয়া সেই সর্বজ্ঞ গুরুদেব অনুগ্রহবশতঃ আদেশ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৮৭। ননু অসৌ স্বগুরুর্ময়া দিনান্তরে লবণোদধিতীরে লব্ধঃ। কীদৃশেন? ইতস্ততঃ সর্বত্রৈবেত্যর্থঃ। মৃগ্যতান্বিষ্যতা কীদৃশো লব্ধঃ সঃ? নামসংকীর্তনাৎ স্বয়মেব ক্রিয়নাণাৎ শ্রীভগবন্নাম-মধুরগানাদুদ্ভূতৈস্তদ্রূপৈর্বা আনন্দৈর্নৃত্যন্ সন্ ; একল একাকী ॥

১৮৮। সর্বং মদীয়মনোরথাদিকং জানাতীতি তথা সঃ। ইদং যদ্যদিত্যাদি-সার্ধশ্লোকত্রয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৭। যদি বলা হয়, সেই নিজগুরুকে দিনান্তরে লবণসমুদ্রতীরে কিরূপে পাইলেন? সর্বত্র তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে একদিন সমুদ্রতীরে আচম্বিতে তাঁহার দর্শন পাইলাম। কিরূপ অবস্থায় দর্শন পাইলেন? তখন তিনি নাম-সংকীর্তনানন্দে একাকী নৃত্য করিতেছেন।

১৮৮। তিনি সর্বজ্ঞ, আমার মনোরথ জানিয়া আশীর্বাদপূর্বক আলিঙ্গন করিয়া অনুগ্রহবশতঃ আদেশ করিলেন। তাহাই সার্ধ শ্লোকত্রয়ে বলা হইতেছে।

**১৮৯। যদ্‌যৎ সংকল্প্য ভো বৎস নিজং মন্ত্রং জপিষ্যসি।
তৎপ্রভাবেণ তৎ সর্বং বাঞ্ছাতীতং চ সেৎস্যতি।।**

মূলানুবাদ

১৮৯। হে বৎস! যাহা যাহা সংকল্প করিয়া নিজমন্ত্র জপ করিবে, সেই জপের প্রভাবেই তোমার সংকল্পিত বিষয় এবং তাছাড়াও যে কিছু বিষয়, তাহাও সিদ্ধ হইবে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৮৯। সঙ্কল্প্য মনোবচনাদিনা যথাবিধি সংকল্পং কৃত্বা, তস্য মন্ত্রস্য তজ্জপস্য বা প্রভাবেণ শক্ত্যা ; তৎ সঙ্কল্পিতং সর্বমশেষমেব।।

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৯। হে বৎস! যে যে সংকল্প অর্থাৎ মনোবচনাদিদ্বারা যথাবিধি সংকল্প করিয়া নিজমন্ত্রজপ করিবে, উক্ত জপের প্রভাবে সেই সংকল্পিত বিষয় প্রাপ্ত হইবে এবং সংকল্পের অতীত যে কিছু বিষয়, তাহাও সিদ্ধ হইবে।

সারশিক্ষা

১৮৯। শ্রীভগবন্নামাত্মক মন্ত্র সকল সাধ্য ও সাধন উভয়রূপেই সাধকের অভীষ্ট বস্তু। সাধ্যরূপে শ্রীনামমন্ত্র স্বয়ংই মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সাধকের নয়নগোচর হন; আর সাধনরূপে সংকল্পিত বিষয়কে আকর্ষণ করিয়া সাধকের সংকল্প বা অভীষ্ট পূর্ণ করেন। অতএব মন্ত্রজপপূর্বক নিরন্তর যাহা সংকল্প করা যাইবে, তাহাই পাওয়া যাইবে ; সুতরাং যাহা পাইতে হইবে, তাহাই সর্বদা চিন্তা করিতে হইবে। সংকল্প শব্দে ব্রত। অর্থাৎ দীর্ঘকাল অনুপালনীয় ব্রতই সংকল্প। ভাবপক্ষে (বিধিপক্ষে) 'এইটি আমার কর্তব্য' আর অভাব পক্ষে (নিষেধ পক্ষে) 'এইটি আমার অকর্তব্য'—এইপ্রকার সুদৃঢ় ভাববিশেষকে সংকল্প বলে। যে কোন সাধ্যবস্তুতে চিত্ত আকৃষ্ট হইলে সেই বস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহার অনুকূলভাবে সংকল্প করিতে হয়।

১৯০। শ্রীজগন্নাথদেবস্য সেবারূপঞ্চ বিদ্ধি তম্।
এবং মত্বা বিশ্বস্য ন কদাচিজ্জপং ত্যজেঃ॥

১৯১। ত্বমেতস্য প্রভাবেণ চিরজীবী ভবান্বহম্।
ঈদৃগ্ গোপার্ভরূপশ্চ তৎফলাপ্ত্যর্হমানসঃ॥

মূলানুবাদ

১৯০। তুমি ঐ মন্ত্রজপকেও শ্রীজগন্নাথের সেবা বলিয়াই জানিবে, আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া কদাচ ঐ জপ ত্যাগ করিবে না।

১৯১। তুমি এই জপের প্রভাবে চিরজীবী হও এবং সর্বকাল ঈদৃশ গোপ-বালকরূপেই মন্ত্রফল-শ্রীমদনগোপালদেবের সাক্ষাৎ দর্শন এবং সেই সকল ক্রীড়াকৌতুকাদি যোগ্য মানস লাভ কর।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৯০। ননু বিনা শ্রীজগন্নাথদেবস্য সেবাবিশেষং নান্যৎ কিমপীচ্ছামীতি চেত্তত্রাহ—শ্রীজগন্নাথেতি। তং নিজমন্ত্রজপম্ ; নন্বত্র মম হৃদনুভবো ন স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—মদ্বাচি বিশ্বস্যেতি, আদৌ মদ্বাক্যবিশ্বাসেন কুরু, পশ্চাৎ স্বয়মেব তথানুভবিষ্যসীতি ভাবঃ। এবং সর্বজ্ঞেন তেন মম মনোবাঞ্ছিতং জপৌদাসীন্যঞ্চ জ্ঞাত্বা তৎসিদ্ধয়ে তন্নিরাকৃতমিতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, সঙ্কল্পবিশেষাদেবাচিরাৎ তৎফলবিশেষঃ সিধ্যতীতি যথা-মনোরথং সঙ্কল্পবিধানায় তথাজ্ঞা কৃতেতি মন্তব্যম্। যদ্যপি পূর্বং সঙ্কল্পবিধ্যভাবেনাপি গঙ্গাতীররাজ্যং প্রাপ্তম্, তথাপি শ্রীজগন্নাথদেব-সেবাবিশেষাদিরূপং, ততোঽপি মহত্তরং ফলমিদং সঙ্কল্পপূর্বকজপবিশেষেণৈব সিধ্যেদিতি তথানুশাসনমিতি দিক্॥

১৯১। ননু যদ্যদিত্যনেনে সপরিকরা বিবিধাঃ সর্ব্বেঽপ্যর্থা গৃহীতাঃ। এবং তত্তদ্ভোগস্তত্তদর্থকজপশ্চ বহুকালেনৈব সিধ্যতি। অস্মিন্নেব জন্মনি তত্তৎসিদ্ধেরেব তজ্জপপ্রভাবে চমৎকারঃ স্যাৎ, তাবন্মামায়ুশ্চ কুতঃ সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্য স্বয়মেবাশিষং বিধত্তে—ত্বমিতি। এতস্য জপস্যৈব। নর্নুতথাপি জরাদিদেহবিকারৈস্তত্র তত্র সম্যক্‌সিদ্ধিঃ সুখঞ্চ ন ঘটেত, তত্রাহ—অন্বহং সর্বকালম্। ঈদৃগেব গোপার্ভকস্য রূপমাকারাবস্থাদিকং যস্য তাদৃশশ্চ ভবেতি। সম্প্রতি যাদৃগ্‌বয়োরূপাদিমান্ গোপাবালকো বর্তসে, তাদৃশ এব সদা তিষ্ঠেত্যর্থঃ। যদ্বা, ঈদক্ এতদ্বর্ত্তমানত্বদ্বয়ো-রূপাদিসদৃশ-বয়োরূপাদিমান্ যো গোপার্ভকস্তৎস্বরূপো ভবেত্যর্থঃ।

দ্বিতীয়াশীরিয়ম্। অনয়ৈব ব্রহ্মলোকাদৌ চিরস্থিতস্যাপি তথা বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত্যাপি অগ্রে বক্ষ্যমাণা নির্বিকারগোপবালকানুবৃত্তিরুপপন্না। ননু নানাসঙ্কল্পেন। বিচিত্রভোগেন চ চিত্তবিক্ষেপোৎপত্তেঃ কথং সুখবিশেষপ্রাপ্তিঃ সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্যান্যাম-প্যাশিষমাহ—তস্য জপস্য। যদ্বা, তদনির্ব্বচনীয়ং যৎ ফলং প্রাপ্যং তত্তচ্ছ্রীমদনগোপালদেবসাক্ষাৎসন্দর্শন-সহক্রীড়াকৌতুকাদিরূপং, তস্য প্রাপ্তেঃ সংসিদ্ধেরর্হং যোগ্যং মানসং যস্য তাদৃশশ্চ ভবেতি। তত্তল্লাভপ্রতিকূলং তব চিত্তে নোদেষ্যতীত্যর্থঃ। অনয়াশিষৈব সাম্রাজ্যেন্দ্রপদাদিপ্রাপ্তাবপি মত্যাং স্বর্মহলোকাদি-জ্ঞানমপি ন বৃত্তম্ ; তচ্চ পূর্ব্বানুভূতত্বাদিনা পরমসুখবিশেষ-লাভাদ্যর্থকমিতি দিক্। তচ্চাগ্রে পঞ্চমাধ্যায়ান্তে নারদোক্ত্যা ব্যক্তং ভাবি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯০। যদি বল, শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাবিশেষ ব্যতীত অন্য আর কি সাধ্যফলবিশেষ ইচ্ছা হইতে পারে? তাহাতেই বলিতেছেন,—তুমি সেই মন্ত্রজপকেও শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাবিশেষ বলিয়াই জানিবে। অতএব তুমি নিজমন্ত্র জপ কর। যদি বল, তাহা তো আমার হৃদয়ে অনুভব হইতেছে না? তাহাতেই বলিতেছেন,—আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া ঐ জপ কখনও ত্যাগ করিবে না। প্রথমতঃ আমার বাক্যে বিশ্বাস কর, তারপর তাহা স্বয়ংই অনুভব করিতে পারিবে। এইপ্রকারে সর্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীগুরুদেব আমার মনোরথ পূর্ণ করিলেন অর্থাৎ মন্ত্রজপে আমার ঔদাসিন্যাদি জ্ঞাত হইয়া তৎসিদ্ধি বিষয়ে যে বিঘ্ন, তাহা নিরাকৃত করিলেন। অথবা সংকল্পবিশেষাদির অচিরাৎ সিদ্ধির নিমিত্ত কৃপাপূর্বক বলিলেন,— যখন যেরূপ সংকল্প করিয়া ঐ মন্ত্রজপ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাই সিদ্ধ হইবে। যদিও সংকল্পবিধি ব্যতীত পূর্বে গঙ্গাতীরে রাজ্যপদাদিপ্রাপ্ত হইয়াছিলে, তথাপি শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাবিশেষাদিরূপ যে সম্পদ, তাহা পূর্বোক্ত রাজ্যপদাদি হইতেও মহোত্তর ফলবিশেষ বলিয়া উহা সংকল্পপূর্বক মন্ত্রজপের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। ইহা শিষ্যের প্রতি শ্রীগুরুর অনুশাসনও বটে।

১৯১। যদি বল, 'যদ্‌যদ্' ইত্যাদি পদে ন্যায়ানুসারে সর্ববিধ বাসনার পরিপূর্তিরূপ অর্থই গৃহীত হয় এবং তত্তৎভোগ ও তদর্থে জপাদিও বহুকালে সিদ্ধ হয়; তবে এই জন্মে তত্তৎসিদ্ধির বা তত্তৎজপ-প্রভাবের চমৎকারিত্ব কোথায়? আর দেহী জীবের সেইরূপ অপরিমিত পরমায়ুরই সম্ভাবনা কোথায়? এই সকল আশঙ্কা সমাধানের জন্য বলিতেছেন,—আমি আশীর্বাদ করিতেছি, এই জপের প্রভাবেই তুমি চিরজীবী হইবে। তথাপি যদি বল, জরাদি দেহবিকার-হেতু তাহা

সম্যক্ সিদ্ধির নিমিত্ত সুখাদি সংঘটিত হইতে পারে না। তাহাতেই বলিতেছেন, —সর্বকাল ঈদৃশ গোপবালকরূপধারী হইয়া অর্থাৎ সম্প্রতি যেরূপ বয়স ও রূপাদি বিদ্যমান আছে, এইরূপেই সর্বকাল অবস্থান করিবে। অথবা এতাদৃশ বর্তমান নিত্য রূপাদি সদৃশ যে বয়োরূপাদিমান গোপবালকরূপ, সেই স্বরূপেই নিত্যকাল বিদ্যমান থাক। দ্বিতীয়তঃ আমার আশীর্বাদ এই যে, গোপবালকরূপ যে কেবল ব্রহ্মালোকাদিবাসী জনগণের ন্যায় কল্প পরিমিতিকাল মাত্র স্থায়ী, তাহা নহে—ইহা নিত্য—বৈকুণ্ঠাদি প্রাপ্তিরও যোগ্য। (তাহা পরে বলা হইবে) বস্তুতঃ এই গোপবালক স্বরূপই নির্বিকার। অর্থাৎ ব্রজোৎপন্ন বলিয়া চিন্ময়। যদি বল, নানাবিধ সংকল্পের দ্বারা বিচিত্র বিচিত্র ভোগপ্রাপ্তি-হেতু চিত্তবিক্ষেপ উৎপত্তি হইলে সুখবিশেষ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য বলিতেছেন,—জপপ্রভাবেই তাহা সম্ভব হইবে। অথবা সেই অনির্বচনীয় ফল পাইবার যোগ্য, অর্থাৎ যাহা শ্রীমদনগোপালদেবের সাক্ষাৎ সন্দর্শন এবং তাঁহার সহিত ক্রীড়া-কৌতুকাদিরূপ যে ফলবিশেষ, তাহা পাইবার যোগ্য মানস লাভ কর। আর তত্তৎযোগ্য ফললাভের প্রতিকূল যে অনর্থ, তাহা কখনও তোমার চিত্তে উদয় হইবে না। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমার আশীর্বাদে সাম্রাজ্যপদ বা ইন্দ্রত্বপদাদি প্রাপ্তি হইলে কিংবা স্বর্গ ও মহর্লোকাদির উপযোগী জ্ঞানাদি দ্বারাও তাহার কদাচ অপহুব ঘটিবে না, বরং পূর্বানুভূতত্ব-হেতু পরম সুখবিশেষ লাভের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা বিশেষই জাগ্রত হইবে। তাহা অগ্রে পঞ্চমাধ্যায়ে শ্রীনারদোক্তিতে ব্যক্ত হইবে।

সারশিক্ষা

১৯০। শ্রীগুরুবাক্যে বিশ্বাস ব্যতীত মন্ত্রজপাদি শক্তিশালী সাধনও নিষ্ফল হয়। কেননা, সাধনশক্তি হইতেছে শ্রীগুরুকৃপা ; শিষ্যের বিশ্বাসরূপ বৃত্তির দ্বারাই উহা গৃহীত হয়। এইজন্য গুরুবাক্যে বিশ্বাস না হইলে সাধনশক্তি প্রকটিত হয় না। প্রথম গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলে পশ্চাৎ সাধনের সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ স্বতঃই অনুভব হয়।

১৯২। মাং দ্রক্ষ্যসি কদাপ্যত্র বৃন্দরণ্যে কদাচন।
এবং স মামনুজ্ঞাপ্য কুত্রাপি সহসাগমৎ॥

১৯৩। তদ্বিয়োগেন দীনঃ সন্ শ্রীজগন্নাথমীক্ষিতুম্।
গতঃ শান্তিমহং প্রাপ্তো যত্নশ্চাকরবং জপে॥

মূলানুবাদ

১৯২। তুমি আমাকে কখনও এইস্থানে, কখনও বা শ্রীবৃন্দাবনে দেখিতে পাইবে। শ্রীগুরুদেব আমাকে এইপ্রকার আদেশ করিয়া অকস্মাৎ কোথায় চলিয়া গেলেন।

১৯৩। তখন আমি তাঁহার বিরহদুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া শ্রীজগন্নাথদর্শনের নিমিত্ত মন্দিরে গমন করিলাম। শ্রীজগন্নাথদর্শনে শান্তিলাভ করিয়া যত্নপূর্বক মন্ত্রজপে মনোনিবেশ করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৯২। ননু পূর্ব্বমনুক্তং তন্মন্ত্রসাধনপ্রকারমিদানীং শিক্ষয়েত্যাশঙ্ক্যাহ—মামিতি। তদুপদেশোচিতোহয়ং কালো দেশশ্চ ন স্যাৎ। মদ্দর্শনঞ্চ পুনর্ভবিষ্যত্যেব। অতো যথাস্থানং যথাবসরঞ্চ তচ্ছিক্ষয়িতব্যম্। তদেবাচিরাৎ সম্যক্ ফলসিদ্ধেরিতি ভাবঃ। সহসা অতর্কিতেন ; কথং কুত্র বা গত ইতি কিমপি ময়া তর্কয়িতুমশক্তমিত্যর্থঃ॥

১৯৩। তস্য গুরোর্বিয়োগেন বিরহেণ গতঃ দেবকুলান্তঃপ্রবিষ্টঃ সন্নিত্যর্থঃ। এবং দীনজনস্য শ্রীজগন্নাথদেবাশ্রয়ণং বিনা দুঃখশান্তয়ে নান্যৎ কর্তব্যম্ ন চ তদ্দর্শনং বিনা দুঃখোপশমনং সুখঞ্চান্যৎ কিঞ্চিদস্তীতি ধ্বনিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯২। যদি বল, পূর্বে যাহা বলা হয় নাই, এক্ষণে এই সকল মন্ত্রসাধনপ্রণালী শিক্ষা করা কর্তব্য? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যে মন্ত্র যে জাতীয়, সেই মন্ত্রের সেই স্থান অর্থাৎ মন্ত্রোপদেশের উপযোগী দেশ-কাল না হইলে, তাহা উপদেশ করা যায় না। তবে পুনরায় তুমি আমাকে কখনও এইস্থানে, কখনও বা বৃন্দাবনে দেখিতে পাইবে। অতএব যথাস্থানে যথাবসর সেই বিষয়ের শিক্ষালাভ করিবে। এতদ্বারা স্থান ও কালের অনুপযোগিতাবশতঃ সম্যক্ ফলসিদ্ধির অভাবই সূচিত হইতেছে! এই বলিয়া শ্রীগুরুদেব অকস্মাৎ কোথায় যে চলিয়া গেলেন, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে অসমর্থ।

১৯৩। তখন আমি শ্রীগুরুদেবের বিরহে কাতর হইয়া শ্রীজগন্নাথদেব-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলাম। কেননা, তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত এই দীনজনের দুঃখ শান্তির অন্য কোন উপায় ছিল না। এতদ্বারা শ্রীভগবৎদর্শন বিনা দুঃখোপশমের এবং সুখপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই—ইহাই ধ্বনিত হইতেছে।

সারশিক্ষা

১৯২। শ্রীভগবান সর্বত্র থাকিলেও তাঁহার অধিষ্ঠানেরই পূজা বা ধ্যানাদি করিতে হয়। আর প্রত্যেক মন্ত্রের ধ্যানও পৃথক্ এবং মন্ত্রের ধ্যেয় বৈভবস্বরূপ তাঁহার পীঠস্থানও পৃথক্। যেমন দশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্রের পীঠস্থান শ্রীবৃন্দাবন—বৃন্দাবনেই তাঁহার নিত্য অধিষ্ঠান, সুতরাং অন্য অধিষ্ঠানে এই মন্ত্রের সুষ্ঠুভাবে চিন্তা হয় না। আর অন্য স্থান হইতে ধ্যান করিলেও সেই শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠই ধ্যান করিতে হয়। অর্থাৎ ধ্যান—প্রকাশিত শ্রীবৃন্দাবনধামেই মন্ত্রদেবতা চিন্তিত হন। অতএব মুখ্য ধ্যান মন্ত্রদেবতার নিজ ধামগত। হৃদয়কমলগত ধ্যান যোগীগণের মত। ভক্তগণের ধ্যান সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে—শ্রীবৃন্দাবনেই শ্রীমদনগোপলকে ধ্যান করিবে। যেহেতু, তিনি অনস্থানে স্বরূপতঃ বিদ্যমান নহেন, বৈভবরূপে প্রতিমাকারে বিদ্যমান আছেন। অতএব ইষ্টসিদ্ধিজন্য মন্ত্রের নিজক্ষেত্রেই ধ্যান ও উপদেশাদি প্রশস্ত। যেহেতু মন্ত্র, মন্ত্রদেবতা ও তাঁহার ধাম অভিন্ন।

১৯৪। যদাস্যা দর্শনোৎকণ্ঠা ব্রজভূমেরভূত্তরাম্।
তদা তু শ্রীজগন্নাথ-মহিম্না স্ফুরিত স্ম মে॥

১৯৫। তৎক্ষেত্রোপবনশ্রেণীবৃন্দারণ্যতয়ার্ণবঃ।
যমুনাত্বেন নীলাদ্রিভাগো গোবর্ধনাত্মনা॥

মূলানুবাদ

১৯৪-১৯৫। যখন এই ব্রজভূমি দর্শনে অতিশয় উৎকণ্ঠা হইত, তখন শ্রীজগন্নাথের মহিমায় ক্ষেত্রের উপবনশ্রেণী দেখিলে শ্রীবৃন্দাবন, সমুদ্র দেখিলে শ্রীযমুনা ও নীলাদ্রির উন্নতভাগ দেখিলে গোবর্ধন স্ফূর্তি হইত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৯৪। ইদানীং জপফলং নিরূপয়ন্নাদৌ শ্রীজগন্নাথদেবস্য কারুণ্যবিশেষমাহ—যদেতি দ্বাভাম্। মে ময়ি স্ফুরতি স্ম প্রত্যভাৎ॥

১৯৫। কিং কথমস্ফুরদিত্যপেক্ষায়ামাহ—তদিতি। যদ্বা, তস্য শ্রীজগন্নাথদেবস্য ক্ষেত্রে পুরুষোত্তমে বর্তমানা উপবনশ্রেণী বৃন্দাবনতয়া মে স্ফুরতি স্ম, বৃন্দাবনতয়া ভাতি স্মেত্যন্বয়েনৈকবাক্যতয়ৈব। অর্ণবো লবণোদধিশ্চ যমুনাত্বেন স্ফুরতি স্ম। নীলাদ্রের্ভাগোহংশঃ শ্রীজগন্নাথদেবদেবকুল-পশ্চিমদিশি বর্তমানো য একদেশঃ স চ গোবর্ধনাদ্রিরূপেণ স্ফুরতি স্মেত্যর্থঃ। এবমেতদ্‌ব্রজভূম্যদর্শনজঃ শোকো মাং বাধিতুং ন শশাকেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৪। ইদানী জপকাল নিরূপণ প্রসঙ্গে প্রথমেই শ্রীজগন্নাদেবের কারুণ্যবিশেষ 'যদাস্যা' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। যখন আমার ব্রজভূমি দর্শনের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা হইত, তখন শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমায় তত্রস্থ উপবনশ্রেণী দেখিলেই শ্রীবৃন্দাবন-সদৃশ স্ফূর্তি হইত।

১৯৫। কি বস্তু কিরূপে স্ফুরিত হইত? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'তৎ' ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় তাঁহার ক্ষেত্রের উপবনশ্রেণী দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনের মত প্রতীতি হইত। এইপ্রকার লবণসমুদ্রকে যমুনারূপে এবং নীলাদ্রিভাগ (শ্রীজগন্নাথদেবমন্দিরের পশ্চিমদিকে বর্তমান বৃহদাকার বালুকাস্তূপ বা চটকপর্বত) গোবর্ধনরূপে প্রতিভাত হইত। এইরূপে ব্রজভূমির অদর্শনজনিত শোক প্রশমিত হইত। অর্থাৎ ঐ শোক আমার সুখের বাধাস্বরূপে উপস্থিত হইতে পারে নাই।

১৯৬। এবং বসন্ সুখং তত্র ভগবদ্দর্শনাদনু।
গুরুপাদাজ্ঞয়া নিত্যং জপামি স্বেষ্টসিদ্ধয়ে।।

মূলানুবাদ

১৯৬। আমি এইরূপ পরমসুখে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিলাম এবং ভগবদ্দর্শনের পর শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুসারে ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত প্রতিদিন মন্ত্রজপ করিতে লাগিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৯৬। এবমুক্তপ্রকারেণ তত্র সুখং বসন্, ভগবতঃ শ্রীজগন্নাথদেবস্য দর্শনাদনু পশ্চাজ্জপামি ; আদৌ দেবালয়ান্তর্গত্বা তং বীক্ষ্য তদনন্তরং নিজবাসে সমাগত্য নিজমন্ত্রজপং করোমীত্যর্থঃ। স্বস্য মম যদিষ্টং বাঞ্ছিতং বস্তু শ্রীজগন্নাথদেব-সেবাবিশেষরূপং, তস্য সিদ্ধয়ে তৎসঙ্কল্পপূর্ব্বকমিত্যর্থঃ। গুরুপাদানামাজ্ঞয়েতি শ্রীজগন্নাথদেবদর্শনৈকনিষ্ঠতাপগমেঽপি দোষাভাবং তথা গুরুভক্তিবিশেষং জপসাধ্যং বিশ্বাসাদিকঞ্চ সূচয়তি।।

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৬। আমি এই প্রকারে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলাম। ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের পর জপাদি করিতাম। অর্থাৎ প্রথমতঃ দেবালয়ের অভ্যন্তরে শ্রীভগবানের দর্শন, তদনন্তর নিজবাসস্থানে সমাগত হইয়া নিজমন্ত্র জপ করিতাম। আমার ইষ্টবস্তু শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাবিশেষরূপ এবং তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সেইপ্রকার সংকল্পপূর্বক মন্ত্রজপ করিতাম। বিশেষতঃ ইষ্টসিদ্ধির জন্য শ্রীগুরু-আজ্ঞা বিশেষ বলবান জানিয়া, তাঁহার আজ্ঞানুসারে প্রতিদিন মন্ত্রজপ করিতে লাগিলাম। এতদ্বারা শ্রীজগন্নাথদেব-সন্দর্শনের নিষ্ঠা অপগমেও দোষের অভাব এবং গুরুভক্তি বিশেষ হইতে জপসাধ্য বিষয়ে বিশ্বাসাদিও সূচিত হইতেছে।

১৯৭। অথ তস্মিন্ মহারাজে কালং প্রাপ্তেঽস্য সূনুনা।
জ্যেষ্ঠেনাতিবিরক্তেন রাজ্যমঙ্গীকৃতং ন তৎ॥
১৯৮। তত্রাভিষিক্তঃ পৃষ্টস্যানুজ্ঞয়া জগদীশিতুঃ।
সম্পরীক্ষ্য মহারাজচিহ্নানি সচিবৈরহম্॥

মূলানুবাদ

১৯৭। কিছুদিন পরে পুরুষোত্তমের মহারাজ কালপ্রাপ্তি হইলেন, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র সংসারে অতিশয় বিরক্ত ছিলেন বলিয়া রাজ্য অঙ্গীকার করিলেন না।

১৯৮। তখন সাম্রাজ্যের সচিবগণ শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট 'কাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হইবে?'—এইরূপ প্রশ্ন করিলে, শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে আদেশ করিলেন, 'মহারাজ চিহ্নসকল সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া', অর্থাৎ যাহার অঙ্গে রাজচিহ্ন দেখিবে, তাহাকেই রাজা করিবে। অমাত্যগণ আমার অঙ্গে রাজচিহ্ন সকল দেখিয়া আমাকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৯৭। ততশ্চাচিরেণৈবাভীষ্টসিদ্ধির্জাতেতি পঞ্চভিরথেত্যাদিশ্লোকৈর্বদন্নাদৌ সাম্রাজ্যপ্রাপ্তিমাহ—দ্বাভ্যাম্। অথ পশ্চাৎ মহারাজে চক্রবর্তিনি কালং প্রাপ্তে মৃতে সতি ; অন্য মহারাজস্য জ্যেষ্ঠেন সূনুনা ; তদ্রাজ্যং সাম্রাজ্যাধিকারঃ ; অনঙ্গীকারে হেতুঃ—অতিবিরক্তেনেতি, অতিশব্দেন শ্রীজগন্নাথদেবস্য শ্রীমুখদর্শনং বিনান্যস্যাং সেবায়ামপি বৈরাগ্য সূচিতম্॥

১৯৮। তত্র সাম্রাজ্যে সচিবৈরহমভিষিক্তঃ। কিং কৃত্বা? মহারাজস্য চক্রবর্তিনশ্চিহ্নানি লক্ষণানি সম্যক্ পরীক্ষ্য। ননু তথাপি বৈদেশিকস্য কিঞ্চনস্য কথমেতদ্ঘটিতমিত্যাশঙ্কায়ামাহ—জগদীশিতুর্জগন্নাথদেবস্য পৃষ্টস্য স্বতঃ জ্যায়ান্ শ্রীমুখদর্শনাসক্তো বিরক্ত্যা সাম্রাজ্যং ন গৃহ্ণাতি ; কনিষ্ঠাশ্চ তস্মিন্নত্র বর্তমানে অনধিকারান্ন তদর্হন্তি। অন্যেষাঞ্চ তদ্বন্ধূনাং মহারাজলক্ষণানি ন বিদ্যন্তে ; বিনা সম্রাজং ক্ষণমপি পৃথিবী ন বর্তেত। তদধুনা কমত্রাভিষিঞ্চামীতি শ্রীজগন্নাথদেবাগ্রে সনিয়মমমাত্যবর্গেণ প্রশ্নে কৃতে সতীত্যর্থঃ। ততশ্চ তস্যানুজ্ঞয়া 'অত্রাগতং মদ্ভক্তং শ্রীগোবর্ধনপ্রভবং গোপকুমারমভিষিঞ্চত' ইত্যাদিরূপয়া আজ্ঞয়া। যদ্বা, 'অত্র মহারাজলক্ষণানি যস্য দৃশ্যন্তে, তমেবাভিষিঞ্চত' ইতি। তৎপুত্রাদিপৈশুন্যপরিহারায় দীনবৎসলেন পরমচতুরশিরোমণিনা কৃতয়ানুজ্ঞয়া ময়ি মহারাজচিহ্নানি সম্যক্ পরিতশ্চ দৃষ্ট্বাহমেবাভিষিক্ত ইতি। মহারাজলক্ষণানি চোক্তানি তত্র শ্রীনবমস্কন্ধে

(শ্রীভা ৯।২০।২৪) চক্রবর্তী-শাকুন্তলেয়-ভরতবর্ণনে—'চক্রং দক্ষিণহস্তেঽস্য পদ্মকোষোঽস্য পাদয়োঃ' ইতি তথা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৭। অতঃপর অচিরে অভীষ্টসিদ্ধির বাসনাজাত হেতু পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা তাহা বর্ণন করিতেছেন, তন্মধ্যে প্রথম দুইটি শ্লোকে সাম্রাজ্যপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর মহারাজ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সংসারে অতিশয় বিরক্ত ছিলেন, এজন্য সাম্রাজ্যধিকার অঙ্গীকার করিলেন না। এস্থলে 'অতি' শব্দের দ্বারা শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখদর্শন বিনা অন্যান্য সেবা বিষয়েও বৈরাগ্য সূচিত হইয়াছে।

১৯৮। সেই সাম্রাজ্যের সচিবগণ-কর্তৃক কিরূপে রাজপদে অভিষিক্ত হইলাম? মহারাজ চক্রবর্তীর লক্ষণ সকল সম্যক্ পরীক্ষা দ্বারা অর্থাৎ অমাত্যগণ আমার অঙ্গে রাজোচিত লক্ষণযুক্ত চিহ্নসমূহ দেখিয়া আমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তথাপি যদি বল, একজন বৈদেশিক বিশেষতঃ নিষ্কিঞ্চনের পক্ষে এইরূপ ঘটনা অসম্ভব, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন। রাজার অমাত্যগণ শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পরলোকগত মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্বদা শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখর্দশনে আসক্ত এবং সংসারে অতিশয় বিরক্ত বলিয়া সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিবেন না ; আর তাঁহার বর্তমানে কনিষ্ঠেরও রাজ্যে অধিকার নাই। তাঁহার অন্য বন্ধুদিগের অঙ্গেও মহারাজলক্ষণাদি দেখা যাইতেছে না। অথচ এই পৃথিবীতে রাজা ব্যতীত সাম্রাজ্যের কার্য ক্ষণকালও চলিতে পারে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজার অমাত্যগণ শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট প্রশ্ন করিলেন—'অধুনা কাহাকে রাজা করিতে হইবে?' তাহাতে শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে আদেশ করিলেন—'যাহার অঙ্গে রাজচিহ্ন থাকিবে, তাহাকে রাজা করিবে। সম্প্রতি গোবর্ধন হইতে যে আমার ভক্ত গোপকুমার এখানে আসিয়া নিষ্কিঞ্চনভাবে অবস্থান করিতেছে, সেই-ই মহারাজের যোগ্য এবং তাহাকেই রাজপদে অভিষিক্ত কর'। শ্রীজগন্নাথদেবের এইরূপ আজ্ঞায় অমাত্যগণ আমার অঙ্গে রাজচিহ্নসকল দেখিয়া আমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। অথবা রাজার পুত্রাদি পরিজনবর্গের পৈশুন্য পরিহারের নিমিত্ত পরমচতুরশিরোমণি দীনবৎসল শ্রীভগবানের অনুজ্ঞায় আমার অঙ্গে মহারাজ চিহ্নসকল দর্শন করিয়া অমাত্যবর্গ আমাকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। মহারাজলক্ষণসমূহের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে চক্রবর্তী-শাকুন্তলেয় ভরতবর্ণনে লিখিত আছে—দক্ষিণহস্তে চক্র এবং পাদদ্বয়ে পদ্মকোষের চিহ্ন বিরাজমান থাকিলে রাজচক্রবর্তী লক্ষণ হয়।

১৯৯। বিবিধা বর্দ্ধিতাস্তস্য ময়া পূজামহোৎসবাঃ।
বিশেষতো মহাযাত্রা দ্বাদশাত্রাপি গুণ্ডিচা॥

মূলানুবাদ

১৯৯। আমি রাজা হইয়া বিবিধ পূজা মহোৎসব পূর্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত করিলাম। বিশেষতঃ দ্বাদশমাসে দোলাদি যে দ্বাদশটি মহাযাত্রা হয়, তন্মধ্যে গুণ্ডিচা নামক মহাযাত্রা অধিকতর বর্দ্ধিত করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৯৯। সাম্রাজ্যপ্রাপ্তেঃ ফলমাহ—বিবিধা ইতি দ্বাভ্যাম্। বর্দ্ধিতাঃ পূর্ববৃত্তেভ্যোঽধিকতয়া সম্পাদিতাঃ। তত্রাপি বিশেষতঃ সর্ববৈশিষ্ট্যেন ফাল্গুনাদি-দ্বাদশমাসেষু দ্বাদশ-দোলদমনক-চন্দনজলস্নান-রথাদিসম্বন্ধিন্যো মহত্যো যাত্রাঃ তৎক্ষেত্রে জগল্লোকাভিগমনরূপা বর্দ্ধিতাঃ। অত্র আস্বপি মহাযাত্রাসু গুণ্ডিচেতি প্রসিদ্ধা গুণ্ডিচাগারগমনার্থরথারোহণ-যাত্রেত্যর্থঃ। বিশেষতো বর্দ্ধিত সর্বাভ্যো যাত্রাভ্যস্তস্যাঃ পরমশ্রৈষ্ঠ্যাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৯। দুইটি শ্লোকে সাম্রাজ্যপ্রাপ্তির ফল বর্ণন করিতেছেন। আমি সাম্রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের বিবিধ মহাসেবাপূজা মহোৎসব সকল পূর্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত করিলাম। বিশেষতঃ ফাল্গুনাদি দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটি মহোৎসব অর্থাৎ দোল, দমনক পুষ্পাদি-সুরভিত চন্দনজলে স্নানযাত্রা, রামনবমীর অভিষেকযাত্রা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, হোরাপঞ্চমী, শয়নৈকাদশী, পার্শ্ববর্তি একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী, লঙ্কাযাত্রা, উত্থানৈকাদশী, ওঢ়নষষ্ঠী, পুষ্যা, মকর, বসন্তপঞ্চমী আদি যে সকল মহামহোৎসব হইয়া থাকে, সেইগুলি বর্দ্ধিত করিয়া দিলাম। তন্মধ্যে আবার গুণ্ডিচা-নাম্নী মহাযাত্রা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত করিলাম। 'গুণ্ডিচাযাত্রা' বলিতে গুণ্ডিচাবাড়ী গমনার্থ শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার সহিত রথে আরোহণ জন্য যে মহোৎসব।

২০০। পৃথিব্যাঃ সাধবঃ সর্বে মিলিতা যত্র বর্গশঃ।
প্রেম্ণোন্মত্তা ইবেক্ষ্যন্তে নৃত্যগীতাদিতৎপরাঃ॥

মূলানুবাদ

২০০। পৃথিবীর প্রায় সকল সাধুগণ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সমাগত হইয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিয়মনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বা একত্রে মিলিত হওত প্রভুর সম্মুখে নৃত্য-গীতাদি করিয়া থাকেন, সেই সময় তাঁহাদিগকে প্রেমে উন্মত্ত হইতে দেখা যায়।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২০০। তল্লক্ষণমেবাহ—পৃথিব্যা ইতি। পৃথিব্যাং যাবন্তঃ সাধবো র্বর্তন্তে, ত এবেত্যর্থঃ। যত্র মহাযাত্রাসু গুণ্ডিচাযাত্রায়ামেব বা বর্গশো মিলিত নিজনিজ-সম্প্রদায়-ব্যবস্থয়া পৃথক্ পৃথক্ বহুতরসমূহক্রমেণাগত্য সঙ্গতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। প্রেম্ণা ভাববিশেষেণ নৃত্যাদিপরাঃ পরমাভিনিবেশেন তত্তৎ কুর্বাণা উন্মত্তা উন্মাদকলিতা ইব ঈক্ষ্যন্তে লক্ষ্যন্তে লোকৈঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০০। এই গুণ্ডিচাবাড়ী মহাযাত্রা উপলক্ষে পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণই এইস্থানে আগমন করিয়া থাকেন এবং সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে পৃথক্ পৃথক্ বা বহুতর মূর্তি একত্রিতভাবে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মিলিত হইয়া থাকেন। আর প্রেমের সহিত শ্রীপ্রভুর সম্মুখে নৃত্য-গীতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সাধুগণ পরম অভিনিবেশ বা প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া নানাভাববিবশতা ভজনা করেন। আর সমাগত লোকসকলও তাহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

২০১। রাজ্যং রাজোপভোগ্যঞ্চ জগন্নাথপদাব্জয়োঃ।
সমর্প্যাকিঞ্চনত্বেন সেবাং কুর্বে নিজচ্ছয়া॥

২০২। নিজৈঃ প্রিয়তমৈর্নিত্যসেবকৈঃ সহ স প্রভুঃ।
নর্মগোষ্ঠীঃ বিতনুতে প্রেমক্রীড়াঞ্চ কর্হিচিৎ॥

মূলানুবাদ

২০১। আমি রাজ্য ও রাজ্যোপভোগ শ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্মে সমর্পণপূর্বক অকিঞ্চনভাবে নিজেচ্ছায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিলাম।

২০১। প্রভু নিজ প্রিয়তম নিত্যসেবকগণের সহিত কখনও কখনও নর্মগোষ্ঠী ও নানাবিধ প্রেমক্রীড়া করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২০১। নন্বেবং মহারাজ্যবিষয়বর্গসঙ্গেন কথং নিজেষ্ট-শ্রীজগন্নাথদেবস্য সেবাবিশেষঃ সমপদ্যত? তত্রাহ—রাজ্যমিতি। অকিঞ্চনত্বেন যথাপূর্বং দীনবদ্‌বৃত্ত্যা, নিরস্তাখিলাভিমানতয়া বা। নিজেচ্ছয়েতি যদা যথা যাং সেবাং কর্তুমিচ্ছা স্যাত্তদা তথৈব তাং করোমি। তদ্রাজ্যাধিকারেণ সর্বসেবকগণাধ্যক্ষতাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ॥

২০২। ইদানীং শ্রীভগবতঃ শ্রীজগন্নাথদেবস্য প্রসাদবিশেষলাভায় তদিচ্ছয়া সাম্রাজ্যপরিত্যাগেন শ্রীবৃন্দাবনগমনার্থং পুরুষোত্তমক্ষেত্রবাসে নির্বেদহেতুং দর্শয়ন্ প্রথমং তদীয়প্রিয় সেবকোৎকললোকবিষয়ক-কারুণ্যবিশেষাপ্রাপ্ত্যা নিজ-মনোদুঃখমাহ—নিজৈরিতি চতুর্ভিঃ। নিত্যং কুলক্রমেণ জন্মনৈব যে সেবকাঃ সেবমানাস্তৈঃ; অতএব প্রিয়তমৈঃ ; স প্রভুঃ শ্রীজগন্নাথদেবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০১। যদি বল, এইপ্রকার মহারাজ্য-বিষয়বর্গ সংসর্গে কিরূপে নিজ ইষ্টদেব শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা বিশেষ সম্পাদিত হইত? তাহাতেই বলিতেছেন—রাজ্য ও রাজ্যোপযোগী ভোগ তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পণপূর্বক দীনবৃত্তিতে বা সাম্রাজ্যবিষয়ে নিখিল অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে যখন যে সেবা করিবার ইচ্ছা হইত, সেইরূপেই তাঁহার সেবা করিতে লাগিলাম। এতদ্বারা রাজ্যাধিকার ও সর্বসেবকগণের অধ্যক্ষতাও সিদ্ধ হইতেছে।

২০২। ইদানী ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদবিশেষ লাভের ইচ্ছায় সাম্রাজ্য

পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনগমনার্থ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রবাসে নির্বেদের হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথমতঃ তদীয় প্রিয়সেবকদিগের প্রতি কারুণ্যপ্রকাশ, অর্থাৎ প্রভু, নিজপ্রিয়তম উৎকলবাসী নিত্য সেবকগণের সহিত যেরূপ নর্মগোষ্ঠি ও প্রেমকেলি করেন, আমি তদ্রূপ করুণাবিশেষ প্রাপ্ত হইতে পারি নাই—ইহাই নিজমনোদুঃখের হেতু বা নির্বেদের কারণ। এক্ষণে চারিটি শ্লোকে সেই মনোদুঃখের কারণ প্রকাশ করিতেছেন,—এস্থলে নিত্য প্রিয়তম সেবক বলিতে কুলক্রমে জন্মাবধি যিনি প্রভুর সেবক বা সর্বদা প্রভুর প্রিয়সেবায় নিয়োজিত আছেন বলিয়া নিত্য প্রিয়তমসেবক।

২০৩। যদা বা লীলয়া স্থাণুভাবং ভজতি কৌতূকী।
প্রাণন্ত্যথাপি সাশ্চর্যাস্তে তল্লীলানুসারিণঃ॥

মূলানুবাদ

২০৩। এইরূপ প্রেমক্রীড়া করিতে করিতে কৌতুকী প্রভু কখনও কখনও নিশ্চলভাব অবলম্বন করেন, তখন প্রভুর সেবকগণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া প্রভুর সেই সকল লীলার অনুসরণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২০৩। কর্হিচিদিত্যনেন সদা তাং তাং ন করোতীত্যায়াতম্ ; তর্হি তদভাবে কথং নাম তে সুখং বর্ততামিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদেতি। স্থাণুভাবং মৌনানীহত্বাদিকং ভজত্যাশ্রয়তি অনুকরোতীত্যর্থঃ। কতঃ? কৌতুকী প্রিয়জনৈঃ সহ নানাবিনোদকৌতুকাচরণপর ইত্যর্থঃ। তথাপি এবমপি প্রীণন্তি হৃষ্যন্তি। তত্র হেতুঃ—সাশ্চর্যাঃ, অহো! তাদৃশং বাল্যচাপল্যাদিকমধুনৈব বিস্তারিতমহো ইদানীমেবৈতাদৃশত্বং দর্শিতমিত্যাদি-চিত্তচমৎকারবিশেষযুক্তাঃ সন্ত ইতি। ননু, তথাপি তাদৃশসুখাভাবেন হৃদি দুঃখং দুষ্পরিহরমেব, তত্রাহ তস্য যদা যা লীলা স্যাত্তামেবানুসর্তুং শীলমেষামিত্যর্থঃ। এবং নিজেশ্বরপ্রিয়াচরণেন পরমসুখং স্যাদেবেতি ভাবঃ। যদ্বা, ননু তে তদানীং কথং ব্যবহরন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ— তল্লীলেতি; স্থাণুলীলায়ামনুকৃতায়াং তেঽপি তদনুরূপমেব তস্মিন্ ব্যবহার-মাতন্বন্তীতি ভাবঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

২০৩। কদাচিৎ প্রেমক্রীড়া করেন ; সদাসর্বদা করেন না,—ইহাই 'কর্হিচিৎ' শব্দের তাৎপর্য। তাহা হইলে সদা সেইপ্রকার প্রেমক্রীড়ার অভাবে কি প্রকারে তাঁহাদিগকে পরমসুখী বলা যায়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—শ্রীজগন্নাথদেব স্থাণুবৎ মৌনভাবাদি ভজনা করিলেও কৌতুকীপ্রভু নিজপ্রিয়জনের সঙ্গে চিত্তচমৎকারকারী নানাবিধ বিনোদ কৌতুকাচরণ করিয়া থাকেন। আর এইরূপ লীলা করিতে করিতে প্রভু যদিও কখনও কৌতুকবশতঃ মৌনভাব বা নিশ্চলভাব অবলম্বন করিতেন, তথাপি উক্ত সেবকগণ আশ্চর্যভাবে প্রভুর সেই সকল লীলার অনুসরণপূর্বক পরমানন্দে নিমগ্ন হইতেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা এইপ্রকার বিচার করেন,—অহো! এইমাত্র প্রভু এতাদৃশ বাল্যচাপল্যাদি লীলা বিস্তার করিয়া

পুনর্বার মৌনমুদ্রা ধারণ করিয়াছেন! এইরূপে আশ্চর্যান্বিত হইতেন। যদি বল, তথাপি তাদৃশ সুখের অভাবে হৃদয়ের দুঃখ কি দুষ্পরিহার্য হইত না? তাহাতেই বলিতেছেন, ভক্তগণ প্রভুর লীলারই অনুসরণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ প্রভু যে যে লীলা বিস্তার করেন, তাঁহার ভক্তগণও সেই সেই লীলার অনুসরণ করিয়া থাকেন। অতএব নিজ প্রভুর প্রিয় আচরণ দ্বারা তাঁহারা হৃদয়ে পরমসুখই অনুভব করিয়া থাকেন! অথবা যদি বল, ভক্তগণ ঐ অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন? ইহার উত্তর এই যে, প্রভু যখন স্থাণুলীলার অনুসরণ করেন, তখন ভক্তগণও সেই লীলানুসারে তাঁহার সহিত তাদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

২০৪। মমাপি তত্র তত্রাশা স্যাদথাগন্তুকোঽস্ম্যহম্।
তদেকনিষ্ঠো নাপি স্যাং কথং তত্তৎপ্রসাদভাক্॥

মূলানুবাদ

২০৪। পরন্তু আমারও কখন কখন ঐ প্রকার নর্মগোষ্ঠী প্রভৃতিতে যোগদানের আশা হইত, কিন্তু আবার মনে হইত যে, আমি আগন্তুক ব্যক্তি, বিশেষতঃ আমার তদেকনিষ্ঠাও নাই ; অতএব আমি কি প্রকারে তত্তৎপ্রসাদভাজন হইতে পারি?

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২০৪। তত্র তত্র শ্রীজগন্নাথদেবেন সহ নর্ম্মগোষ্ঠ্যাদৌ। যদ্যপি বিচারেণাশাপ্যযোগ্যে ভবিতুং নার্হতি, তথাপি ঈর্ষয়া জন্যত এব। ততশ্চ ধ্রুবং হৃদি দুঃখং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অথেত্যাদিশ্লোকপদৈঃ সপ্তভিঃ। অনন্তরমাগন্তুকো নবীনাগতোঽহং ন চ তস্য নিত্যসেবকোঽস্মীত্যর্থঃ। তত্র চ তস্মিন্নীলাচলপতাবেকস্মিন্নেব নিষ্ঠা নিশ্চলভাবো যস্য তাদৃশোঽপি ন স্যাৎ ; শ্রীবৃন্দাবনাদিব্রজভূম্যনুরক্তচিত্তত্বাৎ। অতস্তং তং পূর্বোক্তমনির্বচনীয়ম্ ; যদ্বা, তস্য নীলাচলপতেঃ তং নর্মগোষ্ঠ্যাদিপ্রসাদং ভজতীতি তথা তাদৃশঃ কথং স্যাম্? যদ্যেবং কিংবা যদ্যপ্যেবং ভবেয়মিতি পরবাক্যবলাদধ্যাহার্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০৪। আমারও কখন কখন শ্রীজগন্নাথদেবের সহিত তাদৃশ নর্মগোষ্ঠী প্রভৃতিতে যোগদানের আশা হইত। যদ্যপি বিচারের দ্বারা মাদৃশ অযোগ্যব্যক্তির এরূপ আশা করা উচিত হয় নাই, তথাপি ঈর্ষাবশতঃ ঐরূপ আশা প্রশমিত হইত না। অর্থাৎ উৎকলভক্তগণের সৌভাগ্য চিন্তা করিলেই পুনর্বার আশা জন্মিত। যদি বল, তাহা হইলে আশার সহিত আপনার হৃদয়ে অবশ্যই দুঃখ হইত? এই আশঙ্কায় সাতটি শ্লোকপাদের দ্বারা বলিতেছেন, আমি আগন্তুক—সম্প্রতি নূতন এখানে আসিয়াছি, অতএব তাঁহার নিত্যসেবক নহি। বিশেষতঃ আমার চিত্ত শ্রীবৃন্দাবনাদি ব্রজভূমিতে অনুরক্ত। অতএব পূর্বোক্ত অনির্বচনীয় লীলা আমি কিরূপে অনুভব করিব? অথবা সেই নীলাচলপতির নর্মগোষ্ঠীরূপ প্রসাদভাজন কিরূপে হইব? কিংবা এই প্রকার উৎকলভক্তদিগের সৌভাগ্য দর্শন করিয়া তাহার অপ্রাপ্তিতে আমার হৃদয়ে দুঃখ হইত।

২০৫। তথাপ্যুৎকলভক্তানাং তত্তৎসৌভাগ্যভাবনৈঃ।
সংজন্যমানয়া তত্তদাশয়াধিঃ কিলোদ্ভবেৎ॥

মূলানুবাদ

২০৫। তথাপি উৎকলভক্তগণের ঐ সকল সৌভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিলেই আমারও হৃদয়ে আশা উদ্দীপ্ত হইত, কিন্তু সেই আশার সহিত মনও ব্যথিত হইত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২০৫। উৎকলাশ্চ তে ভক্তাশ্চ ; তেষাং তত্তন্নর্মগোষ্ঠ্যাদিরূপং যৎ সৌভাগ্যং, তস্য ভাবনৈশ্চিন্তনৈঃ তস্য তস্য নর্মগোষ্ঠ্যাদিপ্রসাদবিশেষস্যাশয়া। কিল সম্ভাবনায়াম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০৫। কিন্তু সেইসকল উৎকলবাসী ভক্তের সহিত শ্রীজগন্নাথদেবের নর্মগোষ্ঠ্যাদিরূপ যে সৌভাগ্য, তাহা চিন্তা করিলেই পুনর্বার আমার হৃদয়ে সেইরূপ প্রসাদবিশেষ প্রাপ্তির আশা জন্মিত।

সারশিক্ষা

২০৫। এই শ্লোকে ভজনরাজ্যের একটি নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সাধক সাধনাবস্থায় যেরূপ ভাবনা করিবেন, সিদ্ধাবস্থায় সেই ভাবই প্রাপ্ত হইবেন। (যথা ক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি, তথেত্য প্রেত্য ভবতীতি—শ্রুতিঃ। ক্রতুরত্র সঙ্কল্প ইতি ভাষ্যকারঃ) বস্তুতঃ ইহাই সাধারণ নীতি। অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্ত কঠোর নহে বা যাঁহারা পরশ্রীকাতররূপ অপরাধপ্রবণ নহেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির ভাবনা করিলেই হৃদয়ে তাঁহার মাধুর্য অনুভূত হইবে, কিন্তু যাঁহাদের হৃদয়ে পরশ্রীকাতরতাদি অপরাধ আছে, তাঁহারা সর্বদা শ্রীভগবানের রূপ-গুণ ও লীলাদির ভাবনা করিলেও শ্রীভগবদ্‌মাধুর্য অনুভব করিতে পারিবেন না। পরন্তু যাঁহারা সর্বদা শ্রীভগবানের রূপ-গুণ ও লীলাদির মাধুর্য আস্বাদন করিতেছেন, সেই সকল ভক্তের সৌভাগ্যের কথা অর্থাৎ ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রীতি এবং ভক্তের প্রতি ভগবানের প্রীতির বিষয় ভাবনা করিলেই চিত্ত ক্রমশঃ সরস হইবে এবং লীলাদির মাধুর্যও ক্রমশঃ অনুভূত হইবে।

২০৬। নামসঙ্কীর্তনস্তোত্রগীতানি ভগবৎপুরঃ।
শ্রূয়মাণানি দুন্বন্তি মথুরাস্মারকাণি মাম্॥
২০৭। সাধুসঙ্গবলাদ্‌গত্বা দৃষ্টে রাজীবলোচনে।
সর্বঃ শোকো বিলীয়েত ন স্যাজ্জিগমিষা ক্বচিৎ॥
২০৮। তথাপি মম সাম্রাজ্যসম্পর্কেণ হৃদি স্বতঃ।
ভগবদ্দর্শনানন্দঃ সম্যঙ্‌নোদেতি পূর্ব্ববৎ॥

মূলানুবাদ

২০৬। ভগবানের সম্মুখে নামসংকীর্তন, স্তোত্র ও গীতসকল শ্রবণ করিলেই মথুরার স্মরণ হইত এবং সেই স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই মনের পীড়া উপস্থিত হইত।

২০৭। যদিও শ্রীরাজীবলোচনের দর্শনে এবং সাধুসঙ্গের প্রভাবে সকল শোক বিলীন হইয়া যাইত এবং অন্য কোন স্থানে গমনের ইচ্ছাও উদয় হইত না।

২০৮। তথাপি সাম্রাজ্য-সম্পর্ক-হেতু আমার হৃদয়ে স্বতঃই শ্রীভগবদ্দর্শনানন্দ পূর্ববৎ সম্যক্ উদিত হইত না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২০৬। কিঞ্চ, নাম্নাং শ্রীমথুরানাথ-বৃন্দাবনচন্দ্র-গোবর্ধনোদ্ধারণাদিরূপাণাং সংকীর্তনানি, তথা স্তোত্রাণি পৌরাণিকান্যাধুনিককবিরচিতানি চ, তথা গীতানি চ স্বর-তালাদিবন্ধেন গীয়মানগাথাবিশেষাঃ মাং দুন্বন্তি উপতাপয়ন্তি। তত্র হেতুঃ—মথুরায়াঃ স্মারকাণীতি, তত্তচ্ছ্রবণেন মথুরাগমনোৎকণ্ঠাবিবর্ধনাৎ তদ্বিহরহ-শোকোৎপাদনাদ্বা॥

২০৭। যদ্যপি মহতাং কৃপায়া সর্বানন্দকদম্বমূর্ত্তি-শ্রীজগন্নাথদেবদর্শনে সতি দুঃখমশেষং বিনশ্যেৎ, তথাপি সাম্রাজ্যসম্বন্ধেন পূর্ব্ববৎ সম্যক্ সুখং ন স্যাদিত্যাহ—সাধ্বিত্যাদিনা ন লভেয়মিত্যন্তেন। সাধুনাং সঙ্গস্য বলাদিতি শোকেন স্বতো গমনশক্ত্যভাবেঽপি সতাং সঙ্গপ্রভাবেণৈব গত্বেত্যর্থঃ। ততশ্চ ক্বচিৎ কুত্রাপি গন্তুমিচ্ছাপি ন স্যাৎ॥

২০৮। যদ্যপ্যেবং, তথাপি মম হৃদি ভগবতঃ শ্রীজগন্নাথদেবস্য দর্শনানন্দঃ পূর্ব্ববৎ সম্যক্ সম্পূর্ণঃ, ক্রিয়াবিশেষণং বা, সাধুতয়া নোদেতি ; স্বত ইতি, সৎসঙ্গবলাৎ কদাচিদুদেতীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—সাম্রাজ্যস্য চক্রবর্তিত্বাধিকারস্য সম্পর্কেণ সম্বন্ধেনেতি, রাজ্যাদের্জ্জগন্নাথপাদাব্জয়োরর্পণাৎ ; কেবলং সম্বন্ধমাত্রম-বশিষ্টমস্তীতি সম্পর্কশব্দপ্রয়োগঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০৬। আরও কিছু বলিতেছেন,—প্রভুর সম্মুখে নামসংকীর্তন অর্থাৎ শ্রীমথুরানাথ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র গোবর্ধনধারী প্রভৃতি নামসংকীর্তন, তথা স্তোত্রাদি যাহা পৌরাণিক ও আধুনিক কবি-বিরচিত ও গীতসকল, যাহা স্বর-তালাদি-নিবদ্ধরূপে গীয়মান গাথাবিশেষ, তাহা শ্রবণ করিলেই মনে ক্লেশ হইত। তাহার হেতু এই যে, উহার দ্বারাই মথুরার স্মরণ হইত এবং তাহা শ্রবণ করিয়া মথুরা গমনে উৎকণ্ঠা বর্ধিত হইত, সুতরাং তদ্বিরহ-শোক উৎপাদন-হেতু মনে ক্লেশ হইত।

২০৭। যদ্যপি মহৎগণের কৃপায় সর্বানন্দকদম্বমূর্তি শ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে সকল শোক-দুঃখ বিনাশ হইয়া যাইত, তথাপি সাম্রাজ্য-সম্বন্ধে পূর্ববৎ সম্যক্ সুখ অর্থাৎ দর্শনানন্দ সম্যক্ স্ফূর্তি হইত না ; কিন্তু সাধুগণের সঙ্গ প্রভাবে সকল শোক বিলীন হইয়া যাইত। তাহাতেই যেন অন্যত্র গমনের শক্তিও হ্রাস পাইত। এজন্য অন্য কোনও স্থানে গমনের ইচ্ছাও হইত না।

২০৮। যদিও এই প্রকার সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ও শ্রীজগন্নাথদর্শন-হেতু সর্বশোক নাশ হওয়াতে অন্যত্র গমনের ইচ্ছা উত্থিত হইত না, তথাপি আমার হৃদয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের পূর্ববৎ দর্শনানন্দ সম্যক্ স্ফূর্তি হইত না ; কিন্তু সাধুসঙ্গ-প্রভাবে কদাচিৎ পূর্ববৎ দর্শনানন্দের স্ফূর্তি হইত। তাহার কারণ এই যে, সাম্রাজ্যের চক্রবর্তীত্ব-অধিকার সম্পর্ক-হেতু। রাজ্যাদি শ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া কেবল সম্বন্ধমাত্র অবশিষ্ট আছে বলিয়া 'সম্পর্ক' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

২০৯। যাত্রামহোৎসবাংশ্চাহমাবৃতো রাজমণ্ডলৈঃ।
সুখং কলয়িতুং নেশে স্বেচ্ছয়া বহুধা ভজন্॥

২১০। রাজ্ঞোঽপত্যেষ্বমাত্যেষু বন্ধুষ্বপি সমর্প্য তম্।
রাজ্যভারং স্বয়ং প্রাগ্বদুদাসীনতয়া স্থিতঃ॥

মূলানুবাদ

২০৯। আমি রাজমণ্ডলে আবৃত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে যাত্রামহোৎসবাদি সম্পাদন ও বহুপ্রকারে ভজন করিয়াও সম্যক্‌রূপে সুখানুভবে সমর্থ হইতাম না।

২১০। অতঃপর আমি রাজার পুত্রগণ, অমাত্যগণ ও বান্ধবগণের উপর সমুদয় রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পূর্ব্ববৎ উদাসীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২০৯। কিঞ্চ, স্বস্য মম ইচ্ছয়া যথেচ্ছমিত্যর্থঃ ; বহুধা শ্রীজগন্নাথদেবস্য বর্ত্মসংমার্জনাদি-শ্রীমুখমার্জন-তাম্বূলার্পণাদিপর্যন্ত-বহুসেবাপ্রকারেণ ভজন্নপি ; সুখং যথা স্যাত্তথা, কলয়িতুমনুভবিতুং, নেশে ন শক্নোমি॥

২১০। ততশ্চ সাম্রাজ্যাধিকারঃ সর্বথা পরিত্যক্ত ইত্যাহ—রাজ্ঞ ইতি। স্বয়ময়ং প্রাগ্‌বদ্‌যথাপূর্বমুদাসীনতয়া সর্ব্বসম্বন্ধরাহিত্যেন স্থিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০৯। আরও নিজের ইচ্ছানুসারে শ্রীজগন্নাথদেবের বহুপ্রকার সেবা করিতে লাগিলাম। অর্থাৎ তাঁহার পথ সংমার্জনাদি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীমুখমার্জন ও তাম্বূলার্পণাদি পর্যন্ত বহুপ্রকার সেবা বা ভজন করিয়াও পূর্ব্ববৎ সুখ অনুভবে সমর্থ হইতাম না।

২১০। অতএব সাম্রাজ্যধিকার সর্বথা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত, এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজপুত্র, বন্ধু ও মন্ত্রীগণের উপর সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করতঃ স্বয়ং পূর্ব্ববৎ উদাসীন হইয়া সর্বসম্বন্ধরহিত দীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম।

২১১। সুখং রহো জপং কুর্বন্ জগন্নাথ-পদাব্জয়োঃ।
সমীপে স্বেচ্ছয়া সেবামাচরন্নবসং ততঃ॥
২১২। তথাপি লোকসম্মানাদরতস্তাদৃশং সুখম্।
ন লভেয় বিনির্বিণ্ণমনাস্তত্রাভবং স্থিতৌ॥

মূলানুবাদ

২১১। তদবধি আমি নির্জনে মন্ত্রজপ করিতে লাগিলাম, তাহাতে মন সুখী হইল ও শ্রীজগন্নাথ চরণকমলের স্বেচ্ছাপূর্বক সেবা করিয়া পরম কুশলে বাস করিতে লাগিলাম।

২১২। তথাপি লোক সকলের প্রদত্ত সম্মান ও আদর হেতু পূর্ববৎ সুখ লাভ হইত না, কাজেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাসই আমার পক্ষে বিরক্তিজনক বোধ হইতে লাগিল।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২১১। তদৈব নিজসমীহিতং সম্পন্নমিত্যাহ—সুখমিতি। ততো রাজ্যভারার্পণেনাসঙ্গতয়াবস্থানাৎ। সুখং যথা স্যাৎ, সুখরূপং বা জপং রহ একান্তে কুর্ব্বন্। পূর্ব্বং সাম্রাজ্য-সম্বন্ধেন বিবিক্তবাসাসম্পত্ত্যা সুখজপাচরণানুপপত্তেঃ॥

২১২। যদ্যপেবং, তথাপি তাদৃশমনির্ব্বচনীয়ং পরমোত্তমমিত্যর্থঃ, যদ্বা, পুরাণভূতসদৃশং সুখং ন লভেয়। তত্র হেতুঃ—লোকানাং লোকৈঃ ক্রিয়মাণে। যঃ সম্মানঃ সম্যকপূজা তৎ পরিহারে কৃতেঽপি সতি যশ্চাদরঃ গৌরবং, তাভ্যাম্। ইত্যতো হেতোস্তত্র ক্ষেত্রে তদ্দেশেঽপি বা স্থিতৌ নিবাসে নির্ব্বিণ্ণমনা বিরক্তচিত্তো দুঃখিতো বাভবম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১১। তদবধি নিজসমীহিত নির্জনে জপানুষ্ঠানাদি করিতে লাগিলাম। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—রাজ্যভার অর্পণপূর্বক পূর্ববৎ উদাসীন ভাবে অবস্থান করিয়া নির্জনে জপাদি অনুষ্ঠানের ফলে মন সুখী হইল। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পূর্বোক্ত সাম্রাজ্য-সম্বন্ধ ত্যাগ এবং নির্জন বাসের দ্বারা জপাদি সম্পত্তির অনুষ্ঠানে অধিক সুখ উপপত্তি হইতেছে।

২১২। যদিও এইপ্রকার স্বেচ্ছাপূর্বক সেবা করিয়া পরমকুশলে বাস করিতে

লাগিলাম, তথাপি তাদৃশ পরম অনির্বচনীয় সুখবিশেষ, কিংবা পূর্বানুভূত সুখের সদৃশ সুখলাভ হইত না। তাহার কারণ এই যে, লোকদিগের কৃত সম্মান ও সম্যক্ পূজাদি পরিহার করিলেও আদর ও গৌরব-হেতু পূর্ববৎ সুখ লাভ হইত না। এজন্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাসই বিরক্তিজনক হইয়া পড়িল, আর তাহাতেই শ্রীবৃন্দাবন গমনে মনেরও দৃঢ়তা জন্মিল।

সারশিক্ষা

২১১। সুখস্বরূপ শ্রীভগবান বিশুদ্ধসত্ত্ববিভাবিত হৃদয়ে স্ফূর্তি পাইয়া থাকেন। অর্থাৎ সাম্রাজ্যাদি অন্য বিষয়ের স্ফুরণরূপ মল দূরীভূত হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধ ও নির্মল হইলে সেই চিত্তে ভজনীয়তত্ত্ব সুখস্বরূপ শ্রীভগবান স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়েন।

যদিও এজগতের বস্তুসকল বিশ্বপ্রসবিতা প্রসব করিয়াছেন এবং তিনিই পরমাত্মারূপে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন ; আর আমাদেরও অন্তর্জগতের চিন্তাপ্রবাহ বা ভাবরাশি বস্তুজগতের অগণিত ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতিমুহূর্তে রূপান্তরিত হইতেছে, কিন্তু সকলই শ্রীভগবানের প্রবর্তনায় সচল বা সক্রিয়। এইরূপে জীবের সহিত শ্রীভগবান কর্মপ্রবৃত্তির প্রযোজ্য ও প্রযোজকরূপে নিত্য-কাল অবিযুক্ত রহিয়াছেন বটে, কিন্তু তথাপি যে পর্যন্ত চিত্ত নির্মল না হয়, সে পর্যন্ত পরমসুখরূপ বস্তুটির অনুভূতি নাই—কিন্তু তদভাবের বোধ বা তজ্জনিত চিত্তের অপ্রসত্তি আছে, সুতরাং তাঁহাকে না পাওয়ার বেদনাও অনুভূতি আছে। ইহাই ভজনের নিগূঢ় রহস্য এবং শেষ ভূমিকা। এইজন্য ভগবৎসেবা ব্যপদেশে সাম্রাজ্যভোগাদি বা তজ্জনিত অধিকারিত্বের অভিমানাদির স্ফুরণরূপ মল যে পর্যন্ত চিত্তভূমিকে আবৃত করিবে, সে পর্যন্ত সুখস্বরূপ শ্রীভগবানের স্ফূর্তি হইবে না ।

২১৩। গন্তুং বৃন্দাবনং প্রাতরাজ্ঞার্থং পুরতঃ প্রভোঃ।
গতঃ শ্রীমন্মুখং পশ্যন্ সর্বং তদ্বিস্মরাম্যহো॥

মূলানুবাদ

২১৩। শ্রীবৃন্দাবন গমনের আজ্ঞা লইবার জন্য একদিন প্রাতঃকালে শ্রীপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। অহো! শ্রীমুখ দর্শন করিবামাত্র সমস্তই বিস্মৃত হইলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২১৩। নন্বেবং চেত্তর্হি নিজমনোরমাং শ্রীমাথুরব্রজভূমিমেব কথং নায়াসি? তত্রাহ—গন্তুমিতি। অহো আশ্চর্যে। অয়মর্থঃ—যস্য জগদীশস্য দর্শনার্থং ময়া সা ব্রজভূমিস্ত্যক্তা, সোঽত্র সাক্ষাৎ সংলব্ধঃ। তৎ কথমসৌ পরিত্যক্তুং যোগ্যঃ শক্যশ্চ? যশ্চ তেনৈব নিজপ্রিয়তমাক্রীড়ে শ্রীবৃন্দাবনে নীত্বা কমপ্যনুগ্রহবিশেষং বিধাতুং তৎক্ষেত্রনিবাসে চিত্তোদ্বেগঃ সমুত্থাপ্যতে, তেনাপি তস্য সাক্ষাদ্‌গত্যানুজ্ঞাগ্রহণং বিনা ন কুত্রাপি যাত্রোচিতা। এবং পর্যালোচনয়া তদগ্রে গমনেন শ্রীমন্মুখদর্শনে সতি সদ্য এব তন্মনোদুঃখং তৎকারণঞ্চান্যত্র গমনানুজ্ঞাগ্রহণাদিকমপি সর্বং বিস্মৃতং স্যাৎ, কুতশ্চাগমনমিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৩। যদি বল, যখন নিজের চিত্তের অবস্থা এইরূপ, তখন নিজের অভীপ্সিত মনোরম শ্রীমাথুরব্রজভূমি আগমন করিতেছ না কেন? তাই, অহো! আশ্চর্যের সহিত বলিতেছেন,—যে জগদীশ্বরের দর্শনের নিমিত্ত আমি সেই ব্রজভূমি ত্যাগ করিয়া যাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা কি প্রকারে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব? যদি তিনি নিজ প্রিয়তম ক্রীড়াস্থান শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া গিয়া কোনরূপ অনুগ্রহবিশেষ বিধান করেন, তাহা হইলে তৎক্ষেত্র নিবাসে যে চিত্তের উদ্বেগ সমুপস্থিত হইয়াছে তাহার নিবৃত্তি হইবে। তথাপি তাঁহার সাক্ষাৎ আজ্ঞাগ্রহণ বিনা কোথাও যাওয়া উচিত নয়। এইরূপ পর্যালোচনা করতঃ শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে গমন করিয়া তাঁহার শ্রীমুখদর্শন করিবামাত্র সেই সমস্ত মনোদুঃখ এবং তাহার জন্য অন্যত্র গমনের অনুজ্ঞাগ্রহণাদি সবই বিস্মৃত হইলাম ; সুতরাং ব্রজভূমি গমন আর কিরূপে হইবে?

২১৪। এবং সংবৎসরে জাতে ময়া তত্রৈকদা শ্রুতম্।
মথুরায়াঃ প্রায়াতেভ্যোঽত্রত্যবৃত্তং বিশেষতঃ॥

২১৫। শোক-দুঃখাতুরং রাত্রৌ শয়ানং মাং মহাপ্রভুঃ।
ইদমাজ্ঞাপয়ামাস পরদুঃখেন কাতরঃ॥

মূলানুবাদ

২১৪। এইরূপে এক বৎসর গত হইল। একদা মথুরা হইতে প্রত্যাগত কতকগুলি লোকের মুখে শ্রীমথুরার বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করিলাম।

২১৫। সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে দুঃখ শোকে অতিশয় কাতর হইয়া রাত্রিতে শয়ন করিলাম, এই অবস্থায় পরদুঃখকাতর মহাপ্রভু আমাকে আদেশ করিলেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

২১৪। একদা মথুরায়াঃ সকাশাৎ তত্র শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রযাতেভ্যো বৈদেশিকলোকেভ্যঃ, অত্রত্যং মথুরাভবং, বৃত্তং বার্ত্তা। বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবন-গোবর্ধনাদিবর্তি-প্রদেশাবলী-গোগোপমৃগ-পক্ষিবৃক্ষাদীনাং প্রত্যেক-শোভাতিশয় বিবরণরূপবিশেষেণ॥

২১৫। ততশ্চ তস্মাচ্ছ্রবণাৎ শোকেন হৃত্তাপেন যদ্দুঃখং, তস্মাদ্ধেতোঃ শয়ানং সন্তং মাম্ ; মহাপ্রভুঃ শ্রীজগন্নাথদেবঃ ; ইদং নিরন্তরশ্লোকত্রয়োক্তম্ ; যতঃ পরস্যান্যস্য শত্রোরপি বা দুঃখেন কাতরো বিবশঃ তদসহিষ্ণুত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৪। এইরূপে একবৎসরকাল অতিবাহিত হইলে একদা মথুরা হইতে প্রত্যাগত কতকগুলি বিদেশীলোক শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে সমাগত হইলেন। তাঁহাদের মুখে এই শ্রীমথুরার বিবরণ শ্রবণ করিলাম। বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবন গোবর্ধনাদি প্রদেশাবলী গো-গোপ ও মৃগ-পক্ষী-বৃক্ষাদির প্রত্যেকের শোভাতিশয়রূপ বিবরণ সকল বিশেষরূপে শ্রবণ করিলাম।

২১৫। সেই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া শোকে হৃদয়ের যে তাপ বা দুঃখ উপস্থিত হইল, তাহাতেই শয়ন করিয়া রহিলাম। পরদুঃখকাতর মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেব (ইদং হইতে আরম্ভ করিয়া তিনটি শ্লোকের দ্বারা) স্বপ্নে আদেশ করিলেন। এস্থলে 'পরদুঃখ কাতর' বলিতে পরের (অন্যের) এমন কি শত্রুর দুঃখেও কাতর বা বিবশ। অর্থাৎ যিনি কাহারও দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না।

২১৬। ভো গোপনন্দন ক্ষেত্রমিদং মম যথা প্রিয়ম্।
তথা শ্রীমথুরাঽথাসৌ জন্মভূমির্বিশেষতঃ॥
২১৭। বাল্যলীলাস্থলীভিশ্চ তাভিস্তাভিরলঙ্কৃতা।
নিবসামি যথাত্রাহং তথা তত্রাপি বিভ্রমন্॥

মূলানুবাদ

২১৬। হে গোপনন্দন! এই ক্ষেত্র যেরূপ আমার প্রিয়, মথুরাও তদ্রূপ প্রিয়। বিষেশতঃ শ্রীমথুরা আমার জন্মভূমি।

২১৭। মথুরা আমার বাল্যলীলাস্থলী এবং সেই সকল লীলাদ্বারা অলঙ্কৃত। আমি এখানেও যেরূপ বাস করি, সেখানেও তদ্রূপ বাস করিয়া থাকি।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

২১৬। তত্রাদৌ শ্রীবৃন্দাবনে প্রহিতুং শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রত্যাগদোষপরি-হারার্থমেতৎক্ষেত্রবাসতোঽপি তদ্ব্রজভূমিবাসো মমাতিপ্রিয় ইত্যাশয়েনাদিশতি—ভো ইতি দ্বাভ্যাম্। গোপনন্দনেতি, সম্বোধনেন তদ্ব্রজভূমিবাস এব তবোচিত ইত্যভিপ্রেতি। ইদং শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যম্ ; অথ প্রত্যুত; অসৌ মথুরা; বিশেষতঃ আধিক্যেন অসাধারণ্যেন বা মম প্রিয়া, যতো মম জন্মভূমিঃ সা॥

২১৭। কিঞ্চ, তাভিস্তাভিঃ পরমানির্বচনীয়াভিঃ মম বাল্যলীলায়াঃ স্থলীভিরলঙ্কৃতা ; এবং তত্তৎসদ্ভাবেনেতঃ স্থানাৎ তৎ স্থানং মে পরমপ্রিয়তমমিতি সিদ্ধম্। যৌবনাদর্বাক্ কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোরাণি বাল্য এবান্তর্ভূতানি। 'জন্ম বাল্যং ততঃ সর্বো জন্তুঃ প্রাপ্নোতি যৌবনম্। অব্যাহতৈব ভবতি ততোঽনুদিবসং জরা॥'—ইত্যাদিবচনৈঃ সর্বত্র বাল্য-যৌবন-বার্ধক্যরূপাবস্থাত্রয়স্যৈব প্রসিদ্ধেঃ। নন্বত্র ভবান্ প্রকটতয়া বিরাজতে, তত্র চ নৈবমিত্যত আহ—নিবসামীতি। বিভ্রমন্ বিহরন্ বিশেষণে পর্য্যটন, ইতি বা, অনেন বাসেঽপি পূর্ববদ্বৈশিষ্ট্যং সূচিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৬। প্রথমতঃ শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ-হেতু শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র ত্যাগের দোষপরিহারার্থ এবং ক্ষেত্রবাস হইতেও সেই ব্রজভূমিতে বাস আমার অতিশয় প্রিয়, এই অভিপ্রায়ে শ্রীজগন্নাথ বলিতেছেন—'ভো গোপনন্দন!' (ওহে গোপকুমার!) এই সম্বোধনের তাৎপর্য এই যে, আমার ব্রজভূমি তোমার যোগ্য বাসস্থান। 'ইদং'—এই পুরুষোত্তমাখ্য ধাম। 'অথ'—প্রত্যুত। 'অসৌ'—মথুরা।

'বিশেষতঃ' বলিবার উদ্দেশ্য—আধিক্য বা অসাধারণ জন্য বা আমার প্রিয় বলিয়া। যেহেতু, সেই মথুরা আমার জন্মভূমি।

২১৭। আরও বলিতেছেন,—সেই মথুরামণ্ডল পরম অনির্বচনীয়। যেহেতু, আমার বাল্যাদিলীলার দ্বারা সেই স্থানসমূহ অলঙ্কৃত এবং তত্তৎ লীলাবিলাসের স্থান বলিয়া আমারও পরম প্রিয়তমরূপে প্রসিদ্ধ। এস্থলে বাল্যাদি লীলা বলিবার তাৎপর্য এই যে, যৌবনের পূর্বাবস্থা কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোরাদির লীলাও বাল্যলীলার অন্তর্ভুক্ত। যথা, "জন্মের পর বাল্যকাল, তারপর সকল প্রাণীই যৌবন প্রাপ্ত হয়। অব্যাহতভাবে যৌবনের পর ক্রমশঃ জরা আসিয়া উপস্থিত হয়।"—এই প্রমাণানুসারে সর্বত্র বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যরূপ অবস্থাত্রয় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। যদি বল, আপনি এইস্থানে প্রকটরূপে বিরাজ করিতেছেন, সম্প্রতি সেইস্থানে প্রকট দেখা যায় না। তাহাতেই বলিতেছেন,—আমি এইস্থানে যেরূপ লীলাপরায়ণ হইয়া বাস করি; সেইস্থানেও তদ্রূপ লীলাপরায়ণ হইয়া বাস করিয়া থাকি। 'বিভ্রমণ' শব্দে বিহরণ বা বিশেষরূপে পর্যটন। এতদ্বারা বাসের পূর্ববৎ বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে।

সারশিক্ষা

২১৭। বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যভেদে বয়স তিন প্রকার। তন্মধ্যে ষোড়শবর্ষ পর্যন্ত বাল্যকাল। এস্থলে 'বাল্য' বলিতে বাল্য পৌগণ্ড ও কৈশোর বাল্যকালের অন্তর্ভূত বুঝিতে হইবে। আর এই ত্রিবিধরূপে তিনি ব্রজেই সর্বদা বিহার করেন।

যদিও শ্রীকৃষ্ণ, দ্বারকা, মথুরা, শ্রীব্রজ প্রভৃতি ধামে বিহার করেন, তথাপি শ্রীব্রজেই তাঁহার লীলামাধুরী সর্বাতিশায়িনী।

২১৮। সদা দোলায়মানাত্মা কথং তদনুতপ্যসে।
তত্রৈব গচ্ছ কালে মাং তদ্রূপং দ্রক্ষ্যসি ধ্রুবম্॥

মূলানুবাদ

২১৮। অতএব তুমি কেন সর্বদা দোলায়মান চিত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছ? মথুরায় গমন কর। সময় হইলেই নিশ্চয় আমাকে দর্শন করিবে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২১৮। তত্তস্মাদ্দোলায়মানঃ 'অত্র তিষ্ঠামি, তত্র বা গচ্ছামি' ইতি সন্দেহমারূঢ়ো দ্বৈধীভূতো বা আত্মা চিত্তং যস্য তাদৃশঃ সন্ ; কথমনুতপ্যসে? বারং বারং দূয়সে কিম্? তর্হি তত্র মথুরায়ামেব গচ্ছ। নন্বত্র ত্বাং সাক্ষাৎ পশ্যন্নস্মি, তত্র তু নৈবমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কালে যথাকালং মাং তত্র দ্রক্ষ্যসি। ধ্রুবং নিশ্চিতং যথা স্যাৎ; যদ্বা, স্থিরং মাং, তত্রৈব নিত্যসন্নিহিতত্বাৎ। কীদৃশং তদ্রূপম্? শ্রীমদনগোপালদেবস্বরূপম্, এতেন রূপেঽপি বৈশিষ্ট্যং পূর্ববদেব ধ্বনিতম্। এবঞ্চ মদীয়স্বরূপ-বিশেষস্য কালবিশেষ এবং সন্দর্শনাৎ পুনঃ কস্যাপি শোকস্যাবকাশোঽপরিপূর্ণতা চ কাচিদপি ন খলু বৎস্যতীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৮। অতএব তুমি কেন সর্বদা দোলায়িত চিত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছ? 'এখানে থাকিব, বা বৃন্দাবনেই গমন করিব'—এইরূপ সন্দেহাকুল দ্বিধাভূতো চাঞ্চল্যযুক্ত চিত্ত হইয়া অনুতাপ কেন করিতেছ? আর বারংবার নিজ ভাগ্যকেই বা কেন দোষ দিতেছ? তাহা হইলে তুমি সেই মথুরায় গমন কর। যদি বল, এস্থানে আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি, সেইস্থানে তো আঁপনাকে সাক্ষাৎরূপে দর্শন করিতে পারিব না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—কালপ্রাপ্ত হইলেই নিশ্চয় আমাকে সেইস্থানে দেখিবে। অথবা আমি সেখানে চিরকালই বাস করি, তথায় নিত্য সন্নিহিত আছি। তথায় কি রূপে বাস করেন? শ্রীমদনগোপালদেবস্বরূপে। এতদ্বারা পূর্ব-প্রদর্শিত রূপ হইতেও এই রূপের বৈশিষ্ট্য ধ্বনিত হইল। আর সময় হইলেই যখন তুমি আমাকে মদনগোপালস্বরূপেই দর্শন করিবে, তখন আবার শোকপ্রকাশ করিয়া কিজন্য নিজেকে অপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেছ? হে বৎস! কদাচ শোকপ্রকাশ করা উচিত নহে! ইহাই ভাবার্থ।

২১৯। আজ্ঞামালাং প্রাতরাদায় পূজা-বিপ্রৈর্বাসে মে সমাগত্য দত্তাম্।
কণ্ঠে বদ্ধা প্রস্থিতো বীক্ষ্য চক্রং, নত্বাথাপ্তো মাথুরং দেশমেতম্॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যখণ্ডে
বৈরাগ্যং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মূলানুবাদ

২১৯। পূজক বিপ্র প্রাতঃকালে আমার বাসভবনে সমাগত হওতঃ যে আজ্ঞামালা প্রদান করিলেন, তাহা কণ্ঠে ধারণপূর্বক মন্দিরের চূড়াস্থিত সুদর্শন চক্র দর্শন ও প্রণাম করিয়া ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। তারপর এই মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে
মূলানুবাদ সমাপ্ত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২১৯। ননু স্বাপ্নিকং মিথ্যাপি সম্ভবেদিতি কথং তাদৃশাজ্ঞামাত্রেণৈব তৎ ক্ষেত্রং ত্যক্ত্বাত্রাগতম্? তত্রাহ—আজ্ঞেতি; মথুরাগমনার্থমাজ্ঞয়া আজ্ঞায়া বা তদ্বোধনীমিত্যর্থঃ, যদ্বা, আজ্ঞারূপাং মালাং কণ্ঠে বর্দ্ধা প্রস্থিতঃ সন্। কথং প্রাপ্তাম্? পূজাসম্বন্ধিভির্বিপ্রৈঃ অন্তর্ভূতাশেষপ্রকারকস্য শ্রীভগবন্মূর্তিপূজারূপভক্তিপ্রকারকস্য প্রায়ঃ প্রবর্তনায় তাদৃশরূপেণাবতীর্ণস্য শ্রীজগন্নাথদেবস্য তদনুরূপলীলাপেক্ষয়া পূজাকর্মণ্যধিকৃতৈর্ব্রাহ্মণৈরিত্যর্থঃ। আদায় তস্যৈবাজ্ঞয়া তৎকণ্ঠাৎ গৃহীত্বা, প্রাতর্মম বাসে সমাগত্য মহ্যং দত্তামতঃ স্বাপ্নিকত্বান্মিথ্যাভ্রমোঽপি নিরস্ত ইতি ভাবঃ। চক্রং সুদর্শনং তদ্দেবকুলচূড়াস্থিতং বীক্ষ্য দূরাদ্ দৃষ্ট্বা, তদেব নত্বা নিজবাসান্তরে বাজ্ঞামালায়ঃ প্রাপ্ত্যা তদ্দেবালয়াভ্যন্তরে শ্রীমুখ-দর্শনার্থং ন গতমিতি ভাবঃ। অথ বর্ত্মক্রমেণ গমনানন্তরম্। এতং শ্রীবৃন্দবনাদিরূপং প্রাপ্তম্॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতামৃত-টীকায়াং দিগ্‌দর্শিন্যাং
দ্বিতীয়খণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

২১৯। যদি বল, স্বপ্ন ভ্রমেতেও হয়, সুতরাং মিথ্যা, অতএব এতাদৃশ মিথ্যা স্বাপ্নিক আজ্ঞামাত্রের উপর নির্ভর করতঃ তৎক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কিরূপে মথুরা

গমন করিবে? তাহাতেই বলিতেছেন,—মথুরাগমনার্থ আজ্ঞা বা তাহার বোধকস্বরূপ আজ্ঞামালা ; অথবা আজ্ঞারূপ মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া মথুরা প্রস্থান। এই আজ্ঞামালা কিরূপে প্রাপ্ত? পূজাসম্বন্ধীয় বিপ্র-কর্তৃক প্রাপ্ত। যিনি শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা করেন, সেই নিত্যসেবক বিপ্রকে আদেশ প্রদান করিয়া তিনি স্বয়ংই এই আজ্ঞামালা প্রেরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ সে সকল বিপ্র অশেষপ্রকারে শ্রীভগবন্মূর্তির পূজাদিরূপ ভক্তিপ্রকার প্রবর্তন করেন বলিয়া শ্রীজগন্নাথদেবও তাদৃশরূপে অবতীর্ণ হইয়া তদনুরূপ লীলার অপেক্ষায় পূজাদি ভক্তিকর্মে নিরত বা সেই পূজাকার্যের অধিকৃত ব্রাহ্মণগণের সেবা-পূজা গ্রহণ করেন। সেই বিপ্র শ্রীজগন্নাথদেবের আজ্ঞায় তাঁহার কণ্ঠ হইতে মালা গ্রহণ করতঃ প্রাতঃকালে আমার বাসভবনে সমাগত হইয়া আমাকে যখন সেই আজ্ঞামালা প্রদান করিলেন তখন আমার স্বাপ্নিক ভ্রম বলিয়া যে মিথ্যা সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নিবৃত্ত হইল। অতঃপর আমি চক্র দর্শন অর্থাৎ দেবমন্দিরের চূড়াস্থিত সুদর্শনচক্র দূর হইতে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম, আর নিজবাসস্থানে গমন করিলাম না বা আজ্ঞামালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া পুনরায় দেবালয় অভ্যন্তরে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখদর্শনের জন্য গমন করিলাম না। ঐস্থান হইতেই প্রস্থান করিলাম এবং ক্রমে ক্রমে পথে পথে গমন করিয়া পুনর্বার এই শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে
টীকা-তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

১। মাথুরোত্তম বিশ্রান্তৌ স্নাত্বা বৃন্দাবনং গতঃ।
অত্র গোবর্ধনাদৌ চ যথাকামং পরিভ্রমন্॥

২। পিবংশ্চ গোরসং পূর্ব্ববান্ধবৈস্তৈরলক্ষিতঃ।
ভজন স্বজপ্যমনয়ং দিনানি কতিচিৎ সুখম্॥

৩। অথ সন্দর্শানোৎকণ্ঠা জগদীশস্য সাজনি।
যয়েদং শূন্যবদ্‌বীক্ষ্য পুরুষোত্তমমস্মরম্॥

মূলানুবাদ

১-২। শ্রীগোপকুমার বলিলেন,—হে মাথুরোত্তম! আমি মথুরায় উপস্থিত হইয়া বিশ্রামঘাটে স্নানান্তর বৃন্দাবনে গমন করিলাম। তথায় গোবর্ধনাদি স্থান সকলে যথা ইচ্ছা পরিভ্রমণ এবং গোরস পান করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলাম। পূর্ববান্ধবগণের অলক্ষিতভাবে থাকিতাম, এইরূপে আমি ভক্তিপূর্বক নিজমন্ত্র জপ করিতে করিতে কিছুদিন এইস্থানে সুখে বাস করিলাম।

৩। অনন্তর জগদীশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পূর্বের মত উৎকণ্ঠা হইল ; তজ্জন্য এই বৃন্দাবন আমার দৃষ্টিতে শূন্যবৎ বোধ হইতে লাগিল, তখন আমার পুরুষোত্তমক্ষেত্র স্মরণ হইল।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

দ্বিতীয়েঽবাদি মাহাত্ম্যং স্বর্গাদীনাং যথোত্তরম্।
সমাধেশ্চ বহির্দৃষ্টেস্তথা ভক্তেশ্চ মুক্তিতঃ॥

১-২। হে মাথুরেষু উত্তম শ্রেষ্ঠ! বিশ্রান্তৌ তৎসংজ্ঞকে শ্রীমথুরাপুরীমুখ্যতীর্থে স্নাত্বা গতঃ প্রাপ্তঃ সন্ ; অত্র শ্রীবৃন্দাবনে ; আদিশব্দেন যমুনাপুলিন-ভাণ্ডীর-তালবন-মহাবনাদি। তৈর্গোবর্ধননিবাসিভিঃ পূর্বৈর্বান্ধবৈঃ সুহৃদ্ভিঃ অলক্ষিতো-ঽপরিচিতঃ সন্, বৈদেশিকবেশাচ্ছন্নত্বাৎ ; অনেনাসঙ্গত্বাদিকং দর্শিতম্। স্বজপ্যং নিজমন্ত্রং ভজন্ ভক্ত্যা জপন্॥

৩। সা তাদৃশী ; অজনি প্রাদুরভূৎ ; যয়া উৎকণ্ঠয়া ইদমখিলং বনং মথুরামণ্ডলং বা, বতিপ্রত্যয়েন বস্তুতো নিত্যং তত্র সান্নিধ্যং সূচ্যতে। তদুক্তং চতুর্থস্কন্ধে (শ্রীভা ৪।৮।৪২)—'পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ।' ইতি; দশমস্কন্ধে চ (শ্রীভা ১০।১।২৮)—'মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।' ইতি, তথা 'পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ, গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ। গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুঃ, বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্ররমার্চিতাঙ্ঘ্রিঃ॥' (শ্রীভা ১০।৪৪।১৩) ইত্যত্রাঞ্চতীতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন নিত্যং হি তত্তদ্বিহারশ্চ বোধ্যতে। পুরুষোত্তমং ক্ষেত্রমস্মরম্ ; তত্রত্যবাসমেব সাধর্ম্মংসীত্যর্থঃ, সদা তত্র শ্রীভগবতঃ প্রকটতয়া নিবেশাৎ। তদানীঞ্চ শ্রীকৃষ্ণকৃপাবিশেষানুদয়াৎ এতচ্ছ্রীমাথুরব্রজভূরস-বিশেষানুভবাভাবেনাস্যান্যত্র জিগমিষা বৃত্তেতি জ্ঞেয়ম্। ইতস্ততঃ সর্বতঃ পরিভ্রমণেন তত্তৎস্থানে তত্ত্বানুভবতস্তত্তৎপরিত্যাগেনাস্যাং ব্রজভূমাবেব নিজাভীষ্টসিদ্ধিরত্রৈব পশ্চান্নিশ্চলতয়া প্রীত্যাবস্থানাদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বর্গ ও মহর্লোকাদির উত্তরোত্তর অধিক মাহাত্ম্য এবং সমাধিদশায় অন্তঃসাক্ষাৎকার অপেক্ষা ভগবৎকৃপায় বহিঃসাক্ষাৎকারের অধিক উৎকর্ষ ও মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির অধিক মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

১-২। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, হে মাথুরোত্তম দ্বিজ। আমি মথুরাপুরী উপস্থিত হইলাম এবং মথুরাপুরীর মুখ্যতীর্থ বিশ্রান্তি নামক তীর্থে স্নান করিয়া এই শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্ত হইলাম। এই শ্রীবৃন্দাবনে এবং গোবর্ধন, যমুনাপুলিন, ভাণ্ডীরবন, তালবন, মহাবন প্রভৃতি স্থানসকলে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। বৈদেশিক বেশ ধারণ করায় আমার পূর্ববান্ধবগণ আমাকে চিনিতে পারিলেন না। ইহা দ্বারা অসঙ্গত্বাদি প্রদর্শিত হইল। এইরূপে অলক্ষিতভাবে আমি নিজমন্ত্র জপ-ভজন করিতে করিতে কিছুদিন সুখে অতিবাহিত করিলাম।

৩। জগদীশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার পূর্ববৎ উৎকণ্ঠা প্রাদুর্ভূত হইল। সেই উৎকণ্ঠার নিমিত্ত এই সমস্ত বন বা মথুরামণ্ডল আমার দৃষ্টিতে শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। এস্থলে 'বতি' প্রত্যয় হেতু বস্তুতঃ সেই বনে বা মথুরামণ্ডলে শ্রীহরির নিত্য সান্নিধ্য সূচিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে,—"মথুরা পুণ্যময়স্থান, যেহেতু শ্রীহরি সর্বদা অবস্থান করিতেছেন।" আরও লিখিত আছে—'ব্রজভূমি অতিশয় পুণ্যবতী ; কারণ, শিব ও লক্ষ্মী যাঁহার চরণার্চনা করিয়া থাকেন, সেই গূঢ় পুরাণপুরুষ মনুষ্যচিহ্নে লক্ষিত হইতেছেন এবং বনজাত মনোহর মাল্য ধারণপূর্বক বেণুবাদন করিতে করিতে বলরামের সহিত গোচারণ

করিয়া তথায় ভ্রমণ করেন। এই শ্লোকে 'অঞ্চতি' এই বর্তমান ক্রিয়াপদের প্রয়োগে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা ব্যক্ত করিতেছে। অর্থাৎ ব্রজভূমিতে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের বিহার বুঝা যাইতেছে। তবে যখন প্রবল উৎকণ্ঠায় বৃন্দাবন শূন্যময় বোধ হইত, যখন পুরুষোত্তমক্ষেত্র স্মরণ হইত এবং সেইস্থানে বাসই উত্তম বলিয়া মনে হইত। কেন না, সদাই সেখানে শ্রীভগবান প্রকটরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। বস্তুতঃ গোপকুমারের উপর শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপার আবির্ভাব না হওয়া প্রযুক্ত, এই শ্রীমাথুর—ব্রজভূমির রস বিশেষের অনুভব-অভাব হেতু অন্যত্র গমনের ইচ্ছা হইয়াছিল। পরে যখন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া তত্তৎস্থানের তত্ত্বানুভব হইল, তখন সেই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া এই ব্রজভূমিতেই নিজ অভীষ্টসিদ্ধি এবং পশ্চাৎ প্রীতির সহিত নিশ্চলভাবে অবস্থানাদি সংঘটিত হইয়াছিল।

**৪। আর্তস্তত্র জগন্নাথং দ্রষ্টুমৌড্রান্ পুনর্ব্রজন্।
পথি গঙ্গাতটেঽপশ্যং ধর্ম্মাচারপরান্ দ্বিজান্॥**

মূলানুবাদ

৪। আমি শ্রীজগন্নাথের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত পুনর্বার উৎকল দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে গঙ্গাতটে ধর্মাচারপরায়ণ দ্বিজগণকে দর্শন করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪। ততশ্চ আর্তঃ তৎপরিত্যাগশোকেন দীনঃ সন্, তত্র পুরুষোত্তমক্ষেত্রে। ঔড্রান্ তৎসংজ্ঞকান্ দেশান্; ধর্মো নিত্যনৈমিত্তিকাদি; আচারস্তদ্ব্যতিরিক্তঃ সতাং ব্যবহারঃ, তাবেব পরৌ শ্রেষ্ঠৌ যেষাং তান্; যদ্বা, স্বধর্মাচারপরায়ণান্ দ্বিজান্ বিপ্রান্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪। অতঃপর আমি শ্রীজগন্নাথদেবের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া পুনর্বার উৎকলাভিমুখে যাত্রা করিলাম; কিন্তু আর্ত অর্থাৎ এই ব্রজভূমি পরিত্যাগ-জনিত শোকে অভিভূত হইলাম। তথাপি ওড্রদেশাভিমুখে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে গঙ্গাতটে ধর্মাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিলাম। এস্থলে 'ধর্ম' বলিতে নিত্য-নৈমিত্তিকাদি। 'আচার' বলিতে সাধুর ব্যবহার। আর এই দুইটি শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা হইয়াছে যাঁহাদের, সেই স্বধর্মাচারণপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিলাম।

৫। বিচিত্রশাস্ত্রবিজ্ঞেভ্যস্তেভ্যশ্চাশ্রৌষমদ্ভুতম্।
স্বর্গো নামোর্ধ্বদেশেঽস্তি দেবলোকেঽন্তরীক্ষতঃ॥

মূলানুবাদ

৫। ঐ সকল ব্রাহ্মণ বহুবিধ শাস্ত্রে বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁহাদের মুখে এক অশ্রুতপূর্ব কথা শুনিলাম যে, ভূতলের ঊর্ধ্ব অন্তরীক্ষে স্বর্গ নামে একটি স্থান আছে, তথায় দেবতারা বাস করেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৫। বিচিত্রেষু শ্রুতি-স্মৃতি-দর্শন পুরাণেতিহাসাদিভেদেন বহুবিধেষু শাস্ত্রেষু; বিজ্ঞেভ্যো বিচক্ষণেভ্যঃ; অদ্ভুতমশ্রুতপূর্বম্, তদেবাহ—স্বর্গ ইতি সার্ধষট্‌কেন। দেবানাং লোকো নিবাস স্থানম্; অন্তরীক্ষতঃ আকাশে, ন তু ভূম্যাদ্যাশ্রয়ে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫। এই সকল ব্রাহ্মণ বিচিত্র শাস্ত্রে বিচক্ষণ ছিলেন। 'বিচিত্র' বলিতে শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ ও ইতিহাসাদি ভেদে বহুবিধ শাস্ত্র। তাঁহাদের মুখে এক অভূতপূর্ব আশ্চর্য কথা শ্রবণ করিলাম। (তাহাই সার্ধ ছয়টি শ্লোকে বর্ণিত হইবে) তাঁহারা বলিলেন, এই মর্ত্যলোকের উর্ধ্বে স্বর্গ নামে একটি স্থান আছে, উহা দেবতাদিগের নিবাস স্থান। ঐ স্থানটি অন্তরীক্ষে (আকাশে) অবস্থিত, ভূম্যাদির আশ্রয়ে নহে।

৬। বিমানাবলিভিঃ শ্রীমান্নির্ভয়ো দুঃখবর্জ্জিতঃ।
জরামরণরোগাদি-দোষবর্গবহিষ্কৃতঃ॥

৭। মহাসুখময়ো লভ্যঃ পুণ্যৈরত্রোত্তমৈঃ কৃতৈঃ।
যস্য শক্রোঽধিপো জ্যায়ান্ ভ্রাতা শ্রীজগদীশিতুঃ॥

মূলানুবাদ

৬। ঐ স্বর্গ বিমানশ্রেণীতে সুশোভিত এবং ভয় ও দুঃখবর্জিত ও জরা-মরণ-রোগাদি দোষশূন্য।

৭। ঐ স্থান মহাসুখময়, উৎকৃষ্ট পুণ্যের দ্বারা ঐ স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়; শ্রীজগদীশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্র ঐ স্থানের অধিপতি।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬। তর্হি কথং তত্র সুখবাসাদি সম্ভবতি? তত্রাহ—বিমানানং বাতোহ্যমান-দেবযানামাবলিভির্যা। শ্রীঃ শোভা সম্পদ্বা, তদতিশয়যুক্তঃ। ভূম্নি মতুঃ; যদ্বা, দোষবর্গাদ্‌বহিষ্কৃতো দূরে নির্মিতস্তদতীত ইত্যর্থঃ॥

৭। ন চ কেবলমেতাবদেব, পরমং সুখঞ্চ তত্র বর্ত্তত ইত্যাহ—মহেতি। দৌর্লভ্যেনোৎকর্ষমাহ—অত্র চ ভারতে বর্ষে কৃতৈরুত্তমৈঃ বিশুদ্ধৈঃ পুণ্যৈরেব লভ্য ইতি। এবং স্বতঃ সাধনতশ্চ মাহাত্ম্যমুক্তা মহেন্দ্রপাল্যত্বেনোৎকর্ষাতিশয়মাহ্য—যস্যেতি। অধিপঃ পালকো রাজা বা; শ্রীজগদীশিতুর্বামনরূপিণঃ শ্রীবিষ্ণোর্ভ্রাতা; তত্র চ জ্যায়ান্ জ্যেষ্ঠঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬। তাহা হইলে সেই অন্তরীক্ষে কি প্রকারে সুখের সহিত বাস সম্ভব হইতে পারে? তাই বলিতেছেন, ঐ স্থান বিমানাবলি দ্বারা পরিশোভিত এবং সেই সকল বিমান বায়ুবেগে পরিচালিত হইয়া থাকে। আর সেই স্বর্গবাসী দেবগণও অতিশয় শোভার আস্পদস্বরূপ। সেই স্বর্গ ভয়রহিত ও দুঃখবর্জিত বলিয়া জরা বার্ধক্যাদি দোষশূন্য কিংবা দোষসমূহ হইতে দূরে নির্মিত বলিয়া দোষাদির অতীত।

৭। কেবল যে জরা মরণাদি দোষশূন্য তাহা নহে, পরমসুখও বর্তমান রহিয়াছে। ইহাই 'মহা' এই শ্লোকে বলিতেছেন,—স্বর্গ পরমসুখের স্থান। বিশেষতঃ দুর্লভতা-হেতু উহার উৎকর্ষ বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে আসিয়া উৎকৃষ্ট পুণ্যজনক কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিলে ঐ স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে উৎকৃষ্ট সাধন-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া মহেন্দ্রের পাল্যত্ব-হেতু উহার অতিশয় উৎকর্ষের কথা বলিতেছেন,—বামনরূপী শ্রীজগদীশের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ঐ স্থানের পালক বা অধিপতি।

৮। যদ্যপ্যস্তি বিলস্বর্গো বিষ্ণু-শেষাদ্যলঙ্কৃতঃ।
ভৌমস্বর্গশ্চ তদ্দ্বীপবর্ষাদিষু পদে পদে॥
৯। বিচিত্ররূপ-শ্রীকৃষ্ণপূজোৎসববিরাজিতঃ।
তথাপ্যূর্দ্ধ্বতরো লোকো দিব্যস্তাভ্যাং বিশিষ্যতে॥

মূলানুবাদ

৮-৯। যদিও শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণু ও শেষ প্রভৃতি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বিলস্বর্গকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এবং ভৌমস্বর্গবাসী লোক সকলও ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে ও দ্বীপসমূহে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেরই বিবিধ পূজা মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তথাপি দিব্যস্বর্গ উহাদের ঊর্দ্ধ্বদেশে বিরাজিত বলিয়া পূর্বোক্ত দুইটি স্বর্গ হইতেও বিশেষ গুণযুক্ত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৮-৯। ননু ভৌমস্বর্গো বিলস্বর্গশ্চ বিচিত্রভগবন্মূর্তি-পূজোৎসবাদিযুক্তস্তত্র তত্রাস্তি, তৎ কথময়মেব স্তূয়ত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। বিষ্ণুর্বলিদ্বার-পালকঃ সুতলাধিষ্ঠাতা; শেষশ্চ সপ্তমপাতালাধিষ্ঠাতা; আদিশব্দাদ্রামায়ণোক্তো রাবণমদধ্বংসিকোহতলে বিরাজমানঃ শ্রীকপিলস্তথা বিতলবর্তমান-শ্রীরুদ্রাদয়শ্চ; তৈরলঙ্কৃতঃ শোভিতঃ। তস্মাদ্‌ভূমের্দ্বীপেষু জম্বাদিষু বর্ষেষু ভারতাদিষু, আদিশব্দেন ক্ষীরোদাদি। পদে পদে স্থানে স্থানে স্থিতং, বিচিত্রং প্লক্ষদ্বীপাদিবর্তি-শ্রীসূর্যাদি-ভেদেন, তথা ইলাবৃতবর্ষবর্তি-শ্রীসঙ্কর্ষণ-ভদ্রাশ্ববর্তি-শ্রীহয়শীর্ষাদিভেদেন বহুবিধং রূপং মূর্তির্যস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভগবতঃ পূজৈবোৎসবস্তেন বিরাজিতো ভৌমস্বর্গোহপি যদ্যস্তি, তত্রাপেক্ষিততত্তদ্দ্বীপবর্ষাদিবর্তি শ্রীভগবন্মূর্তি বার্তাবিশেষশ্চ পঞ্চমস্কন্ধে জ্ঞেয়ঃ। তথাপি দিব্যঃ আন্তরীক্ষলোকঃ তাভ্যাং বিল-ভূমিস্বর্গাভ্যাং সকাশাদ্‌বিশিষ্টো ভবতি; যত ঊর্ধ্বতরঃ মুকুটবত্তয়োরুপরি বর্তমান ইত্যর্থঃ। যদ্বা, দিব্য ইতি পদং হেতুঃ; ততশ্চ যতোহসৌ দেবানাং লোক ইত্যর্থঃ। এতেন চ তত্তদ্দ্বীপবর্ষাদিজিগমিষা নিস্তেতি মন্তব্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮-৯। যদি বল, ভৌমস্বর্গে ও বিলস্বর্গে জগদীশ শ্রীবিষ্ণু কিরূপ বিচিত্র মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া এবং কি প্রকারে তথায় পূজোৎসবাদিযুক্ত হইয়া বিরাজমান, অর্থাৎ সেই সকল ভগবন্মূর্তি কিরূপে পূজিত হইয়া থাকেন? এই আশঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত বলিতেছেন, জগদীশ শ্রীবিষ্ণু ত্রিবিক্রম মূর্তিতে বলির দ্বারপালরূপে সুতলে অধিষ্ঠিত, শেষদেব ধরণীধররূপে সপ্তম পাতালে অধিষ্ঠিত। আদি শব্দে

রামায়ণোক্ত রাবণের গর্বচূর্ণকারী শ্রীকপিলদেবও অতলে বিরাজমান রহিয়াছেন। সেইরূপ ভগবানের শ্রীরুদ্রাদি মূর্তিও সেই বিতলে বিরাজমান রহিয়াছেন। এইরূপ অসংখ্য ভগবন্মূর্তি বিলস্বর্গকে অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। এইরূপে জম্বুদ্বীপস্থিত ভারতবর্ষাদিতে ভগবন্মূর্তিসকল বিরাজমান রহিয়াছেন। আদি শব্দে ক্ষিরোদাদি সমুদ্রস্থিত এবং তাহার উপকূলে স্থানে স্থানে অবস্থিত ভগবন্মূর্তিসকল এবং প্লক্ষাদি দ্বীপ সকলে সূর্যাদির মূর্তিভেদে ভগবানের বহুবিধ মূর্তি বিরাজ করিতেছেন। যেমন, ইলাবৃত বর্ষে শ্রীসঙ্কর্ষণ, ভদ্রাশ্ববর্ষে শ্রীহয়শীর্ষ, এই প্রকারে বহুবিধ মূর্তি ধারণ করিয়া স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ পূজা ও উৎসবাদির সহিত বিরাজ করিতেছেন। আর ভৌমস্বর্গবাসী লোকসকলও ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে ও ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে এবং ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে বিরাজমান সেই ভগবানেরও বিবিধ পূজা মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সকল দ্বীপ ও বর্ষাদির অন্তর্বর্তি শ্রীভগবন্মূর্তির বিশেষ পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দ্রষ্টব্য। যদিও ভৌমস্বর্গ ও বিলস্বর্গাদিতে এতাদৃশ পূজা মহোৎসবাদি বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি অন্তরীক্ষ বা দিব্যস্বর্গ, ভৌম ও বিলস্বর্গ হইতেও বিলক্ষণ অর্থাৎ বিশেষ গুণযুক্ত। যেহেতু, দিব্যস্বর্গ মুকুটস্বরূপে এই দুই স্বর্গের ঊর্ধ্বে বর্তমান রহিয়াছে। কিংবা দিব্য বলিয়াই তাহার পদও দিব্য অর্থাৎ উৎকর্ষের হেতুস্বরূপ হইয়াছে। অথবা দিব্য অর্থে দেবগণের লোক। এতদ্বারা আমার (গোপকুমারের) সেই সেই দ্বীপ ও বর্ষাদির অন্তর্ভূত স্থানসমূহ এবং তন্নিম্ন বিলস্বর্গাদি গমনের স্পৃহা নিরস্ত হইয়াছিল।

সারশিক্ষা

৮-৯। ভৌমস্বর্গ, বিলস্বর্গ ও দিব্যস্বর্গভেদে স্বর্গ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে ভৌমস্বর্গের অন্তর্ভূত জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর—এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের বাসভূমি জম্বুদ্বীপ। এই জম্বুদ্বীপ কমলপত্রের ন্যায় চতুর্দিকে বর্তুলাকার হইলেও নয়টি বর্ষে বিভক্ত। এই নয়টি বর্ষের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতিরিক্ত অপরাপর দ্বীপ ও বর্ষসকল ভৌমস্বর্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই পৃথিবীর অধোদেশে সাতটি স্তর আছে। ঐ সপ্তস্তরের নাম—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। এই সপ্তপাতালকে বিলস্বর্গ বলে।

লবণসমুদ্র জম্বুদ্বীপকে এবং প্লক্ষদ্বীপ লবণসমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই প্লক্ষদ্বীপ জম্বুদ্বীপ হইতেও সূক্ষ্ম, এজন্য ব্যাপকরূপে জম্বুদ্বীপকে তথা লবণসমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সর্বোচ্চ এবং ব্যাপক পুষ্করদ্বীপের ঊর্ধ্বসীমাই পৃথিবীর পরিভ্রমণ কক্ষ। ঐ কক্ষের নাম মানসোত্তরগিরি। মানসোত্তরগিরিই ভূলোকের শেষসীমা। উহার পর ভুবলোক। ঐ লোকে গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি অবস্থিত এবং উহা ভূলোক হইতেও সূক্ষ্মতর বলিয়া ভূর্লোককে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই ভুবলোকের ঊর্ধ্বদেশে স্বর্লোক বা দিব্যস্বর্গ।

১০। যস্মিন্ শ্রীজগদীশোঽস্তি সাক্ষাদদিতিনন্দনঃ।
তস্যোপেন্দ্রস্য বার্তা চ শ্রীবিষ্ণোরদ্ভুতা শ্রুতা॥

মূলানুবাদ

১০। সেই দিব্যস্বর্গে সাক্ষাৎ শ্রীজগদীশ্বর অদিতিনন্দনরূপে বিরাজ করেন। সেই শ্রীবিষ্ণু উপেন্দ্রের অদ্ভুত বার্তা শ্রবণ করা যায়।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০। কিঞ্চ, যস্মিন্ দিব্যস্বর্গে সোঽদিতিনন্দন এব শ্রীবিষ্ণুসংজ্ঞ উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজঃ। যদ্বা, ইন্দ্রস্যাপ্যুপরি পরমমাহাত্ম্যেন বিরাজমানত্বাদুপেন্দ্রঃ; তদুক্তং হরিবংশে শক্রেণৈব 'মমোপরি যথেন্দ্রস্ত্বং স্থাপিতো গোভিরীশ্বরঃ। উপেন্দ্র ইতি কৃষ্ণ ত্বাং গাস্যন্তি দিবি দেবতাঃ॥' ইতি। তস্য বার্তা প্রবৃত্তিঃ, অদ্ভুতা সর্ব্ববিলক্ষণা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০। আরও বলিতেছেন, যে দিব্যস্বর্গে সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণু অদিতিনন্দনরূপে বিরাজ করেন, সেই শ্রীবিষ্ণু ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উপেন্দ্র নামে অভিহিত হন। অথবা ইন্দ্রের উপর পরম মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া বিরাজমানত্ব-হেতু উপেন্দ্র। পক্ষান্তরে 'উপ' উপসর্গের আধিক্যার্থ-হেতু ইন্দ্র অপেক্ষা পরমমাহাত্ম্যমণ্ডিত হইয়া বিরাজ করেন বলিয়া উপেন্দ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অথবা উপ—হীন, ইন্দ্র—দেবরাজ, যিনি দেবরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তিনি উপেন্দ্র। তাই হরিবংশে ইন্দ্র স্বয়ংই বলিয়াছেন—'হে কৃষ্ণ! আমার উপরে গাভীগণ আপনাকে ইন্দ্রত্বে স্থাপন করিয়াছেন, এইজন্য স্বর্গের দেবগণ আপনাকে উপেন্দ্র নামে স্তব করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সেই উপেন্দ্রের বার্তাসকল পরম অদ্ভুত ও বিলক্ষণ।'

১১। আরুহ্য পক্ষীন্দ্রমিতস্ততোঽসৌ,
ক্রীড়ন্ বিনিঘ্নন্নসুরান্ মনোজ্ঞৈঃ।
লীলাবচোভী রময়ন্নজস্রং,
দেবান্নিজভ্রাতৃতয়ার্চ্যতে তৈঃ॥

মূলানুবাদ

১১। তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া 'উপেন্দ্র' নাম ধারণ করিয়াছেন, তিনি গরুড়ে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতে করিতে অসুরগণকে বিনাশ করেন এবং অজস্র মনোজ্ঞ বাক্যাবলি দ্বারা দেবগণকে আনন্দিত করেন, সেই দেবগণও তাঁহাকে ভক্তি সহকারে ভ্রাতৃভাবে অর্চনা করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১১। তামেবাহ—আরুহ্যেতি। পক্ষীন্দ্রং শ্রীগরুড়ম্; দেবান্ ইন্দ্র-বরুণাদীন্। নিজভ্রাতৃতয়া লীলাভিঃ ক্রীড়াভির্ব্বচোভিশ্চ রময়ন্ তৈর্দেবৈরর্চ্যেত ইতি। ইত্যাদিকং পূর্ব্বানুভূতাদ্‌বৈলক্ষণ্য জ্ঞেয়ম্; এবমগ্রেঽপি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১। এক্ষণে সেই শ্রীউপেন্দ্রের সর্ববিলক্ষণ অদ্ভুত বার্তাসকল বলিতেছেন। সেই শ্রীউপেন্দ্র শ্রীগরুড়ে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতে করিতে অসুরগণকে বিনাশ করেন এবং বিবিধ মনোজ্ঞ বাক্যবিন্যাস করিয়া স্নেহাস্পদ নিজ ভ্রাতা ইন্দ্র ও বরুণাদি দেবগণকে আপ্যায়িত ও মনোহর ক্রীড়াসমূহের দ্বারা আনন্দিত করিয়া থাকেন। আর সেই দেবগণও তাঁহাকে ভক্তিপূর্বক অর্চনা করিয়া থাকেন। এইপ্রকার শ্রীউপেন্দ্রের অদ্ভুতবার্তা (পূর্বে শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে যাহা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা অপেক্ষাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বার্তা) শ্রবণ করিলেন। উত্তরোত্তর এইপ্রকার বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইবে।

১২। তদ্দর্শনে জাতমনোরথাকুলঃ,
সঙ্কল্পপূর্ব্বং স্বজপং সমাচরন্।
স্বল্পেন কালেন বিমানমাগতং,
মুদাঽহমারুহ্য গতস্ত্রিপিষ্টপম্॥

১৩। পূর্ব্বং গঙ্গাতটনৃপগৃহে যস্য দৃষ্টা প্রতিষ্ঠা,
তং শ্রীবিষ্ণুং সুরগণবৃতং সচ্চিদানন্দসান্দ্রম্।
তত্রাপশ্যং রুচিরগরুড়স্কন্ধসিংহাসনস্থং,
বীণাগীতং মধুরমধুরং নাদরস্যার্চয়ন্তম্॥

মূলানুবাদ

১২। এই সকল অদ্ভুত কথা শুনিয়া তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত মন আকুল হইল, তাহাতেই সংকল্পপূর্বক নিজ-ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। কি আশ্চর্য! অতি অল্পকালের মধ্যেই স্বর্গ হইতে বিমান উপস্থিত হইল এবং আমিও হর্ষভরে সেই বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলাম।

১৩। আমি পূর্বে গঙ্গাতটস্থিত নৃপতির মন্দিরে যাঁহার প্রতিমা দর্শন করিয়াছিলাম, স্বর্গে সেই শ্রীবিষ্ণুকেই দেখিলাম। দেবগণ তাঁহার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সচ্চিদানন্দঘনরূপ-প্রকাশিত এবং মনোজ্ঞ গরুড়স্কন্ধরূপ সিংহাসনে বিরাজমান। অগ্রে শ্রীনারদ বীণাযন্ত্রে মধুর গান করিতেছেন, ভগবান সেই গানের প্রশংসা করিতেছেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১২। তস্য শ্রীবিষ্ণোর্দর্শনে জাতো বো মনোরথঃ কামস্তেনাকুলো বিবশঃ সন্। সঙ্কল্পঃ স্বর্গে শীঘ্রমুপেন্দ্রদর্শনার্থং বা মানসবৃত্তিবিশেষস্তৎপূর্ব্বকম্। স্বয়মেব জপং সম্যঙ্নিয়মাদিদার্ঢ্যেনাচরন্॥

১৩। যস্য প্রতিষ্ঠা প্রতিকৃতিঃ পূর্ব্বং দৃষ্টাস্তীত্যনেন ততোঽপি সৌন্দর্য-মাধুর্যাদ্যতিশয়স্তথা তস্মিন্ বর্ণিতশঙ্খচক্রাদিধারিশ্রীচ্চতুঃকরাজভুজসুশ্যামকান্তি-বয়োভূষণাদয়োঽপাস্য দ্রষ্টব্যাঃ। এবমাকারাদিনা কথঞ্চিৎ তৎসদৃশতামুক্ত্বা ততোঽপি বিশেষমাহ—সুরগণবৃতমিত্যাদিনা। সৎ—সর্ব্বত্র সত্তয়া বর্তমানং নিত্যং বস্তু, তদেব চিজ্জ্ঞানং, তদেব আনন্দসুখবিশেষস্তদ্ঘনম্; তেজো ঘনরবিমণ্ডলবদ্ঘনীভূত-পরব্রহ্মরূপমিত্যর্থঃ। এবং তদীয়-শ্রীবিগ্রহতত্ত্বমুক্তম্। তত্র ত্রিপিষ্টপে। রুচিরঃ

সুন্দরো যো গরুড়স্য স্কন্ধস্তদেব সিংহাসনং মহারাজবরাসনং তৎস্থং তত্রাসীনমিত্যর্থঃ। নারদস্য বীণাগীতং, নারদেন বীণয়া গীয়মানং গীতমর্চয়ন্তং শ্লাঘনাদিনা সম্মানয়ন্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২। আমি এই প্রকার শ্রীবিষ্ণুর অদ্ভুত বার্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দর্শন লালসায় আকুল হইলাম। সেই শ্রীউপেন্দ্রকে শীঘ্র দর্শনের নিমিত্ত সংকল্পপূর্বক (স্বীয় জপবিষয়ক নিয়ম সকল সম্যকরূপে দৃঢ় করিয়া) নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। জপপ্রভাবে অল্পকাল পরেই মদুদ্দেশ্যে আগত বিমানে সানন্দে আরোহণপূর্বক স্বর্গে গমন করিলাম।

১৩। আমি পূর্বে গঙ্গাতীরস্থ রাজার মন্দিরে যাঁহার প্রতিকৃতি দর্শন করিয়াছিলাম, স্বর্গে সেই শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিলাম, তবে পূর্বে রাজমন্দিরে শ্রীমূর্তির যেরূপ সৌন্দর্য-মাধুর্য অবলোকন করিয়াছিলাম, স্বর্গে তদপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য ও মাধুর্যাদি নিরীক্ষণ করিলাম। তথায় বর্ণিত—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ, মনোহর শ্যামকান্তি, পীতবসন, বনমালা বিভূষিত কিশোর মূর্তির সহিত কথঞ্চিৎ সদৃশতা থাকিলেও তদপেক্ষা বিশেষ রহিয়াছে। বিশেষ এই যে, স্বর্গে দেবগণ তাঁহার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছেন এবং তিনি সুচারু গরুড়স্কন্ধরূপ মহারাজবর সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। আরও দেখিলাম, তিনি সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। সৎ—সর্বত্র যাঁহার সত্তা বিদ্যামানতা-হেতু নিত্যস্বরূপ, আবার তাহা জ্ঞান ও আনন্দঘন বিশেষ। অর্থাৎ তেজোঘন রবিমণ্ডলবৎ ঘনীভূত পরব্রহ্মস্বরূপ। দেবর্ষি শ্রীনারদ তাঁহার অগ্রে বীণাযন্ত্রে মধুর মধুর গান করিতেছেন, আর শ্রীভগবান সেই গানের প্রশংসা করিতেছেন।

১৪। প্রাপ্য প্রাপ্যং দ্রষ্টুমিষ্টঞ্চ দৃষ্ট্বা তত্রাত্মানং মন্যমানঃ কৃতার্থম্।
দূরাদ্ভুয়ো দণ্ডবদ্‌বন্দমানস্তেনাহূতোঽনুগ্রহস্নিগ্ধবাচা॥

মূলানুবাদ

১৪। আমি প্রাপ্য বস্তু পাইলাম এবং ইষ্টকে দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম। তারপর দূর হইতে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম, তিনিও আমাকে অনুগ্রহপূর্ণ স্নিগ্ধবাক্যে আহ্বান করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৪। প্রাপ্যং প্রাপ্তুং যোগ্যং যত্তত্র প্রাপ্য; দ্রষ্টুমিষ্টং বাঞ্ছিতং যৎ তচ্চ তত্র দৃষ্ট্বা, অতএবাত্মানং কৃতার্থং পরিপূর্ণাখিলার্থং মন্যমানঃ; ভূয়ঃ পুনঃপুনঃ; তেন শ্রীবিষ্ণুনা আহূতঃ অহমাকারিতঃ। অনুগ্রহেণ স্নিগ্ধা আর্দ্রা সরসা বাক্ যস্য তেন, তয়ৈব কৃত্বা বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪। আমি প্রাপ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া এবং দ্রষ্টব্য ইষ্টদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করতঃ অর্থাৎ পরিপূর্ণ অখিলার্থ মন্যমান হইয়া দূর হইতে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। পরম করুণ প্রভুও আমাকে অনুগ্রহপূর্ণ স্নিগ্ধ বাক্যে আহ্বান করিলেন।

১৫। দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা গতোঽসি ত্বমত্র শ্রীগোপনন্দন।
অলং দণ্ডপ্রণামৈর্মে নিকটেঽনুসরাভয়ম্॥

১৬। তস্যাজ্ঞয়া মহেন্দ্রেণ প্রেরিতৈস্ত্রিদশৈরহম্।
অগ্রতঃ সাদরং নীত্বা প্রযত্নাদুপবেশিতঃ॥

মূলানুবাদ

১৫। হে শ্রীগোপনন্দন! এখানে আসিয়া তুমি ভালই করিয়াছ। তোমার আর দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হইবে না, আমার বৈভব দেখিয়া ভয় করিবে না, নিকটে আইস।

১৬। তাঁহার আজ্ঞায় দেবরাজ মহেন্দ্র-প্রেরিত দেবগণ সাদরে আমাকে অগ্রদেশে নীত করিয়া প্রযত্নপূর্বক উপবেশন করাইলেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৫। আহ্বানপ্রকারমাহ—দিষ্ট্যেতি। অত্র স্বর্গে মৎপার্শ্বে ত্বমাগতোঽসীতি যদেতদ্দিষ্ট্যা ভদ্রং জাতম্। অতি হর্ষে বীপ্সা; অভয়ং যথা স্যাৎ তথা মদ্গৌরবাদিনা ভয়ং মা কুরু। অগ্রতোঽভিসৃত্য মৎপার্শ্বমাগচ্ছেত্যর্থঃ॥

১৬। তস্য শ্রীবিষ্ণোরাজ্ঞয়া গোপকুমারমিমমাদরেণ মন্নিকটমানায্য মদ্ গৌরবেণ অনুপবিশন্তমপি পরমযত্নোনোপবেশ্য দেবভোগ্যাদিদ্রব্যৈঃ সম্মান্য নন্দনবনে নিবাস্যতামিত্যেতদ্রূপেণাদেশেন॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫। আহ্বানের প্রকার এইরূপ—হে গোপনন্দন! তুমি সৌভাগ্যবশতঃই এই স্থানে সমাগত হইয়াছ। উত্তম হইয়াছে। আর দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হইবে না। আমার বৈভবাদি দেখিয়া ভীত হইও না, ভয় ও সম্ভ্রম ত্যাগ করিয়া আমার নিকট আইস।

১৬। আমি কিন্তু ভগবানের বৈভব দেখিয়া ভয় ও গৌরববশতঃ তাঁহার নিকটে গমন করিতে পারিলাম না। এজন্য ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু দেবরাজ মহেন্দ্রকে আদেশ করিলেন,—"এই গোপবালক আমার প্রতি সম্ভ্রম বুদ্ধি করিয়া উপবেশন করিতেছে না। আপনি তাহাকে পরম যত্নে আমার নিকটে লইয়া আসুন। পরে দেবভোগ্য অমৃতাদি দ্বারা তাহার সৎকার করিয়া নন্দন-বনে নিবাস করিতে দিন।" ইন্দ্র আদেশ পাইয়া দেবগণকে ইঙ্গিত করিলে দেবগণ সাদরে আমাকে ভগবানের অগ্রদেশে আনয়নপূর্বক সযত্নে উপবেশন করাইলেন।

১৭। দিব্যৈর্দ্রব্যৈস্তর্পিতো নন্দনাখ্যে,-
হরণ্যে বাসং প্রাপিতোহগাং প্রহর্ষম্।
বীক্ষে কাচিত্তত্র ভীর্নাস্তি শোকো,
রোগো মৃত্যুর্গ্লানিরার্ত্তির্জরা চ॥

১৮। সন্তু বা কতিচিদ্দোষাস্তানহং গণয়ামি ন।
তাদৃশং জগদীশস্য সন্দর্শনসুখং ভজন্॥

মূলানুবাদ

১৭। অনন্তর দেবগণ আমাকে নন্দনকাননে বাস করাইলেন, আমি তথায় দেবভোগ্য অমৃতাদি ও দিব্য দিব্য দ্রব্যসমূহ উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। দেখিলাম, তথায় কোনরূপ ভয়, শোক, রোগ, মৃত্যু, গ্লানি ও জরাদি নাই।

১৮। স্বর্গে কোনরূপ দোষ থাকে থাকুক, আমি কিন্তু তাহা গণনা করি না। কারণ, আমি তাদৃশ ভগবৎ সন্দর্শনের সুখে বিভোর ছিলাম।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৭। দ্রব্যৈরমৃতাদিভিঃ; ততশ্চ প্রহর্ষং পরমানন্দমগাং প্রাপ্তোঽহম্, বাক্যৈকং বা। ইত্থং তত্র কতিচিদ্দিনানি নিবসন্ যদপশ্যত্তদাহ—বীক্ষ ইতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্। বীক্ষে আলোচয়ামি; অতীতে বর্তমানা, বহুকালং বীক্ষণানুবৃত্তের্বাক্যার্থ এবাস্য কর্ম। তত্র স্বর্গে; ভয়াভাবে হেতুঃ—শোকাদয়ো ন সন্তীতি॥

১৮। দোষাঃ স্পর্দ্ধাদয়ঃ; অগণনে হেতুঃ—তাদৃশমিতি। অনির্বচনীয়ং ভজন্ সাক্ষাদনুভবন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭। অনন্তর দেবগণ আমাকে নন্দনবনে বাস করাইলেন। আমি তথায় দেবভোগ্য অমৃতাদি উপভোগ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। এই প্রকারে তথায় কিছুদিন বাস করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। (বহুকাল বীক্ষণ ক্রিয়ার অনুবৃত্তি জন্য বাক্যার্থ অতীতে বর্তমান প্রয়োগ) আরও দেখিলাম যে, সেই স্বর্গে কোনরূপ ভয় নাই। কারণ, তথায় রোগ, শোক, মৃত্যু, গ্লানি, আর্তি ও ভয়াদির অস্তিত্ব নাই।

১৮। যদিও স্বর্গে স্পর্ধাদি কিছু দোষ থাকে থাকুক, তথাপি ঐ দোষকে গণনা করি না। কারণ, তাদৃশ ভগবদ্দর্শন জনিত অনির্বচনীয় ভজন সুখ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া আমি ঐ দোষকে গণনার মধ্যেই আনিতে পারি নাই।

১৯। মহেন্দ্রেণার্চ্যতে স্বর্গবিভূতিভিরসৌ প্রভুঃ।
ভ্রাতৃত্বেনেশ্বরত্বেন শরণত্বেন চান্বহম্॥

২০। মনস্যকরবং চৈতদহো ধন্যঃ শতক্রতুঃ।
যো হি শ্রীবিষ্ণুনা দত্তং সাধয়িত্বা নিরাকুলম্॥

২১। ত্রৈলোক্যৈশ্বর্যমাসাদ্য ভগবন্তমিমং মুদা।
উপহারচয়ৈর্দিব্যৈর্গৃহ্যমাণৈঃ স্বয়ং যজেৎ॥

২২। এবং মমাপি ভগবানয়ং কিং কৃপয়িষ্যতি।
ইতি তত্রাবসং কুর্বন্ স্বসংকল্পং নিজং জপম্॥

মূলানুবাদ

১৯। সেই প্রভু মহেন্দ্র-কর্তৃক প্রতিদিন স্বর্গবিভূতিস্বরূপ পারিজাতাদি বস্তু দ্বারা ভ্রাতৃত্ব ও ঈশ্বররূপে স্নেহ, গৌরব, আদরভরে পূজিত হইয়া থাকেন।

২০-২১। আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম—অহো! ইন্দ্র বড় ভাগ্যবান। যেহেতু, শ্রীবিষ্ণু স্বহস্তে অসুর সংহারে নিষ্কণ্টক করিয়া ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য প্রদান করিয়াছেন, আর ইনিও দিব্য দিব্য উপহার সমূহদ্বারা শ্রীভগবানের অর্চনা করিতেছেন।

২২। আমিও এইপ্রকার ভগবানের অর্চনা করিব, শ্রীভগবান কৃপা করিয়া আমার বাসনা কি পূর্ণ করিবেন? যাহা হউক, এই প্রকার সংকল্প করিয়া নিজমন্ত্র জপ করিতে করিতে তথায় বাস করিতে লাগিলাম।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৯। ইদানীং তস্য বৈভবমাহ—মহেন্দ্রেণেতি। অন্বহং নিত্যং স্বর্গস্য বিভূতিভিরমৃত পারিজাতাদিভিরর্চ্যতে। কথম্? ভ্রাতৃত্বাদিনা; তত্র ভ্রাতৃত্বেনৈব স্নেহাতিশয়ঃ, ঈশ্বরত্বেন গৌরববিশেষঃ, শরণত্বেন চাদরবিশেষ উক্তঃ॥

২০-২১। ইদানীমৈন্দ্র্যপদলাভায় মনোরথোৎপত্তয়ে মহেন্দ্রসৌভাগ্যমভি-নন্দতি—মনসীতি দ্বাভ্যাম্। ধন্যঃ পরম-ভাগ্যবান্; অসুরনিগ্রহাদিনা সাধয়িত্বা দত্তমতএব নিরাকুলং নিরুপদ্রবম্, ইমমীদৃশমনির্বচনীয়মাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ। স্বয়মেব ভগবতা গৃহ্যমাণৈঃ শ্রীকরাব্জপ্রসারণাদিনোপাদীয় মানৈর্যো যজেৎ॥

২২। এবং ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য-বৈভবভরানুষ্ঠীয়মান-ভগবৎ পূজাসম্পাদনেন; অয়ং

শ্রীবিষ্ণু; কথমেবং সম্ভবতি? তত্রাহ—ভগবানচিন্ত্যৈশ্বর্যঃ পরমদয়ালুরিতি বা। ইত্যেবং কামেন জপং কুর্বন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯। ইদানীং সেই ভগবানের বৈভবের কথা বলিতেছেন—প্রভু, শ্রীউপেন্দ্র-মহেন্দ্র কর্তৃক প্রতিদিন স্বর্গবিভূতিস্বরূপ অমৃত ও পারিজাত আদি দ্রব্য দ্বারা অর্চিত হইয়া থাকেন। কি ভাবে অর্চিত হন? কনিষ্ঠভ্রাতা, ঈশ্বর ও শরণ্যভাবে অর্চিত হন। অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব-হেতু স্নেহাতিশয়, ঈশ্বরত্ব-হেতু গৌরবভাববিশেষ, শরণত্ব-হেতু আদরময় ভাববিশেষের দ্বারা অর্চিত হইয়া থাকেন।

২০-২১। সম্প্রতি ইন্দ্রের সৌভাগ্য দর্শন করিয়া ঐন্দ্রত্বপদ লাভের নিমিত্ত প্রবল বাসনার উদ্রেকবশতঃ (গোপকুমার) মহেন্দ্রর সৌভাগ্যকে অভিনন্দিত করিতেছেন। তাহা 'মনসি' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে। আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, অহো! এই শতক্রতুই পরম ধন্য! (একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন জন্য ইন্দ্রের অপর নাম শতক্রতু, এক্ষণে এই শতক্রতু নাম সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।) যেহেতু, শ্রীভগবান স্বহস্তে অসুর সংহারাদি দ্বারা ত্রিভুবনকে নিষ্কণ্টক করিয়া সেই ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য এই শতক্রতুকে প্রদান করিয়াছেন। আরও অনির্বচনীয় মাহাত্ম্য এই যে, ইন্দ্র দিব্য দিব্য উপহার দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চনা করিতেছেন, আর শ্রীভগবানও তৎপ্রদত্ত সেই সকল উপহার স্বয়ংই শ্রীকরকমল প্রসারণপূর্বক গ্রহণ করিতেছেন।

২২। এই শ্রীবিষ্ণু কি আমায় কৃপা করিবেন? আমার মনোরথ কি পূর্ণ হইবে? আমি এইরূপ ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য-বৈভব-প্রাচুর্যের দ্বারা কি অনুষ্ঠীয়মান ভগবৎপূজা সম্পাদন করিতে পারিব? আমার এমন কি সৌভাগ্য আছে, যাহা দ্বারা আমার এই প্রকার অসম্ভব বাসনা সাফল্যমণ্ডিত হইবে? (আবার ভাবিতেছেন) শ্রীভগবান অচিন্ত্য ঐশ্বর্যশালী হইলেও পরম দয়ালু, তাঁহার কৃপা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। এই মনে করিয়া সংকল্প সহকারে নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে তথায় বাস করিতে লাগিলাম।

২৩। অথৈকস্য মুনীন্দ্রস্য দূষয়িত্বা প্রিয়াং বলাৎ।
লজ্জয়া শাপভীত্যা চ শক্রঃ কুত্রাপ্যলীয়ত॥

২৪। দৈবৈরন্বিষ্য বহুধা স ন প্রাপ্তো যদা ততঃ।
অরাজকত্বাত্রৈলোক্যমভিভূতমুপদ্রবৈঃ॥

মূলানুবাদ

২৩। ইত্যবসরে ইন্দ্র বলপূর্বক কোন এক মুনীন্দ্রপত্নীকে দূষিত করিয়া শাপভয়ে ও লজ্জাবশতঃ কোন গোপনীয় স্থানে লুক্কায়িত হইলেন।

২৪। দেবগণ বহু অন্বেষণ করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না, ত্রিলোকপতির অন্তর্ধানে ত্রৈলোক্য দৈত্যাদি-কৃত উপদ্রবে অভিভূত হইল।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৩। ততশ্চাচিরাদিষ্টসিদ্ধির্জাতেত্যাহ—অথেতি ত্রিভিঃ। একস্য দেবশর্মগৌতমাদিসদৃশস্য কস্যচিৎ; বলাদ্ দূষয়িত্বা চৌর্যেনোপসংগম্য, কুত্রাপি মানসসরোহজ্জমৃণালতন্তন্তরাদৌ কস্মিংশ্চিন্নিগূঢ়স্থানে॥

২৪। উপদ্রবৈর্দৈত্যাদিকৃতৈরুৎপাতৈঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩। অনন্তর অচিরেই আমার ইষ্টসিদ্ধি হইল। তাহাই 'অথৈকস্য' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। ইত্যবসরে ইন্দ্র দেবশর্মা গৌতমাদির সদৃশ কোন এক মুনীন্দ্রপত্নীকে বলপূর্বক অপহরণ করতঃ সতীত্বনাশের চেষ্টা করার জন্য লজ্জায় ও শাপভয়ে কোন নিগূঢ় স্থানে লুক্কায়িত হইলেন। নিগূঢ় স্থান বলিতে মানসসরোবরের পদ্ম মৃণালের অভ্যন্তরে।

২৪। ত্রৈলোক্যপতি ইন্দ্রের অন্তর্ধানে ত্রৈলোক্যরাজ্য দৈত্যাদির উপদ্রবে উপদ্রুত হইতে লাগিল।

২৫। শ্রীবিষ্ণোরাজ্ঞয়া দেবৈর্গুরুণা প্রেরিতৈরথ।
ঐন্দ্রে পদেঽভিষিক্তোঽহমদিত্যাদ্যনুমোদিতঃ॥
২৬। ততোঽদিতিং শচীং জীবং ব্রাহ্মণানপি মানয়ন্।
ত্রৈলোক্যে বৈষ্ণবীং ভক্তিং পূর্ণাং প্রাবর্তয়ং সদা॥

মূলানুবাদ

২৫। অতঃপর শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞায় দেবগুরু বৃহস্পতি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া দেবগণ আমাকে ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিলেন। আর ইন্দ্রমাতা অদিতি প্রভৃতি দেবরাজের সুহৃদগণও আহ্লাদভরে তাহা অনুমোদন করিলেন।

২৬। পরন্তু আমি অদিতি, শচী, বৃহস্পতি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের বিশেষ সম্মান করিয়া ত্রৈলোক্যে বৈষ্ণবীভক্তি অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি প্রচার করিয়াছিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৫। অথ অতো হেতোঃ অনন্তরমিতি বা; শ্রীবিষ্ণোরুপেন্দ্রস্যাজ্ঞয়া, গুরুণা বৃহস্পতিনা প্রেরিতৈর্দেবৈঃ, ননু শক্রস্য মাতাদিতির্ভার্যা চ শচী, পরে চ সুহৃদঃ কথং সহন্তাম্? তত্রাহ—আদিত্যাদিভিরনুমোদিত ইতি। অত্রাপি শ্রীবিষ্ণো-রাজ্ঞয়েতি হেতুর্দ্রষ্টব্যঃ॥

২৬। এবং ত্রৈলোক্যৈশ্বর্যলাভেন নহুষাদেরিব ন মম মদোঽজনি, যেন কস্যাপি অবমানো বৃত্তঃ। কিং তর্হি সর্বত্র শ্রীভগবদ্ভক্তিরেব সংপ্রবৃত্তেত্যাহ—তত ইতি। জীবং গুরুং, ব্রাহ্মণান্ অগস্ত্য-গৌতমাদীন্ মানয়ন্ পূজয়ন্; পূর্ণাং নবপ্রকারাম-বিহত্যাং বা; এবমদিতিসুত-পুরন্দরাদপি বৈশিষ্ট্যং ধ্বনিতম্। যদ্যপ্যেতদবৃত্তমগ্রে বক্ষ্যমাণব্রহ্মলোকদৃষ্টপ্রলয়ার্ণবভগবচ্ছয়নাদ্যপেক্ষয়া বরাহকল্পীয়-বৈবস্বত-মন্বন্তরান্তর্গতং ন স্যাৎ, কিন্তু ততঃ পূর্বকল্পান্তস্যৈব, তথাপি প্রায়ঃ কল্পান্তরবদেব সৃষ্টৌ সত্যাং যথাবসরমিত্যাদয়োঽন্যে চাধিকারিণঃ সপরিবারপরিচ্ছদাঃ পূর্ববজ্জায়ন্ত ইতি সর্বমনবদ্যম্। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'যুগে যুগে ভবন্ত্যেতেদাক্ষাদ্যা মুনিসত্তম। পুনশ্চৈব নিরুধ্যন্তে বিদ্বাংস্তত্র ন মুহ্যতি॥' ইতি; তথা শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়েঽপি—'সর্বকল্পেষু চাপ্যেবং সৃষ্টিপুষ্টিবিনষ্টয়ঃ' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫। অনন্তর এই ত্রৈলোক্য রক্ষার নিমিত্ত শ্রীবিষ্ণু-উপেন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে দেবগুরু বৃহস্পতি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া দেবগণ আমাকে ঐন্দ্রপদে অভিষিক্ত

করিলেন। যদি বল, ইন্দ্রের মাতা, ভার্যা বা তাঁহার সুহৃদ্‌গণ কিরূপে তাহা সহ্য করিলেন? ভগবদাজ্ঞার প্রভাবে। ইন্দ্রমাতা অদিতি, ইন্দ্রপত্নী শচী ও দেবরাজের অন্যান্য সুহৃদ্‌গণ কেহই কোন আপত্তি করিলেন না, বরং তাঁহারা আহ্লাদভরে অনুমোদন করিলেন। বস্তুতঃ শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছাই মূল হেতুস্বরূপে দ্রষ্টব্য।

২৬। অতঃপর আমি ত্রৈলোকের ঐশ্বর্য লাভ করিলাম বটে, কিন্তু নহুষাদি নৃপতিগণের মত বিষয় মদে অভিভূত হইলাম না। অর্থাৎ এমন মদমত্ততা জাত হইল না, যাহার জন্য আমি কাহারও অবমাননা করিতে পারি; বরং আমি দেবমাতা অদিতি, শচী, বৃহস্পতি, অগস্ত্য ও গৌতমাদি ব্রাহ্মণগণকে বিশেষ সম্মানই করিয়াছিলাম এবং ত্রৈলোক্যের সর্বত্রই পূর্ণা (নববিধা) ভগবদ্ভক্তি প্রবর্তন করিয়াছিলাম। এতদ্বারা অদিতিতনয় পুরন্দর হইতেও গোপকুমারের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইল।

যদ্যপি বলা হয়, এই গোপকুমার কোন্ কল্পের কোন্ মন্বন্তরে ঐন্দ্রত্বপদ লাভ করিয়াছিলেন? উত্তরে যদি বলা হয়, এই বরাহকল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরে ঐন্দ্রত্বপদ লাভ করিয়াছিলেন। তাহা সঙ্গত হয় না। যেহেতু, গ্রন্থোক্ত (২।১৪৩) শ্লোকে—'গোপকুমার ব্রহ্মলোক হইতে দেখিতেছেন যে, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই তিনলোক সঙ্কর্ষণের মুখাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গেল।'—এই বাক্যের সঙ্গতি হয় না। কারণ, ব্রহ্মার বয়সের পূর্ব-পরার্ধ অতীত হইলেও সম্প্রতি দ্বিতীয় পরার্ধের প্রথমাংশ শ্বেতবরাহ কল্প, কাজেই, এখনও কল্পের অবসান অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং গোপকুমারের পক্ষে পূর্বোক্ত প্রলয় দেখা সম্ভবপর নহে। অতএব কথিত ঐন্দ্রত্বপদ লাভ পূর্বকল্পেই সংঘটিত হইয়াছিল। এই শ্লোকের টীকায় আছে—'এবমদিতিসুত-পুরন্দরাদপি বৈশিষ্ট্য ধ্বনিতম্'—ইহা দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, বৈবস্বত মন্বন্তরে স্বর্গাধিপতি পুরন্দর হইতেই গোপকুমার ঐন্দ্রত্বপদ লাভ করিয়াছিলেন। অতএব নিষ্কর্ষ সিদ্ধান্ত এই যে, বরাহকল্পের পূর্বে কোন এক কল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

আরও বিচার্য বিষয় এই যে, কশ্যপপত্নী অদিতি প্রতি কল্পেই ইন্দ্রের মাতা, সেইরূপ শচীদেবী ও অন্যান্য আধিকারিক দেবগণও প্রতি মন্বন্তরেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। সুতরাং প্রতি মন্বন্তরেই 'ইন্দ্র' নামও অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তবে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় কখন কখন কেহ কোন অংশে বিভিন্ন হইয়া থাকেন। যেমন, বৈবস্বত মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম পুরন্দর, চাক্ষুষ মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম—মন্ত্রদ্রুম। এইরূপে কোন কোন মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন নামাঙ্কিত মহোত্তম জীবও ইন্দ্র হইয়া থাকেন।

অতএব যথাবসরে অর্থাৎ প্রতি কল্পেই সপরিবার প্রজাপতিগণ অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। যথা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—দক্ষাদি মুনি সত্তমগণের যুগে যুগে আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে; এজন্য বিদ্বান ব্যক্তিগণ মোহপ্রাপ্ত হন না। এইরূপে ব্রহ্মার দিবাবসানে প্রলয় হইলে পুনরায় সৃষ্টির পর যুগ-ধর্মাদির প্রবর্তন করিতে হয়। যথা, শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়—সর্বকল্পেই এইরূপ সৃষ্টি, পুষ্টি ও বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

সারশিক্ষা

২৬। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চতুর্যুগ দিব্যযুগকে বলে। এইরূপ সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়। ব্রহ্মার একদিনকে এক কল্প বলে। এক কল্পের অন্তর্ভূত চতুর্দশ মন্বন্তর। অতএব প্রতিকল্পে চতুর্দশ মন্বন্তরাবতার হইয়া থাকে। অর্থাৎ চতুর্দশ মনু ও ইন্দ্র প্রভৃতি আধিকারিক দেবতাগণের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। আর কল্পাবসানে যে প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাকে ব্রহ্মার রাত্রি বলে। এই রাত্রিকালে বিশ্বস্রষ্টা নিদ্রিত থাকেন। রাত্রি শেষ হইলে পুনরায় সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয় এবং তাহা চতুর্দশ মনুর ভোগকাল ব্যাপিয়া বর্তমান থাকে। প্রতি মনু প্রায় এক সপ্ততি-যুগ পরিমিত কাল ভোগ করেন। পুনরায় ব্রাহ্মীনিশা উপস্থিত হইলে প্রলয় হয়। এই প্রলয়ের সময় ত্রৈলোক্য প্রলয়জলে অদৃশ্য হইয়া থাকে—নিমগ্ন হয় না। তবে ভগবদিচ্ছাবশতঃ কখন কখন মন্বন্তরের মধ্যেও প্রলয় হইয়া থাকে। যেমন, চাক্ষুষ মন্বন্তরে অকস্মাৎ প্রলয় হইয়াছিল। অতএব ব্রহ্মালোক হইতে গোপকুমার যে প্রলয় দেখিয়াছিলেন, তাহা দৈনন্দিন প্রলয়।

২৭। স্বয়ং তস্যাঃ প্রভাবেন স্বারাজ্যেঽপি যথা পুরা।
সদাঽকিঞ্চনরূপোঽহং ন্যবসং নন্দনে বনে॥
২৮। অত্যজংশ্চ জপং স্বীয়মকৃতজ্ঞত্বশঙ্কয়া।
বিস্মর্ত্তুং নৈব শক্নোমি ব্রজভূমিমিমাং ক্বচিৎ॥

মূলানুবাদ

২৭। যদিও আমি স্বরাজ্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলাম, তথাপি ইন্দ্রের রাজপুরীতে বাস না করিয়া পূর্ব্ববৎ অকিঞ্চনের ন্যায় নন্দনকাননেই বাস করিতে লাগিলাম।

২৮। যদিও আমি জপের ফলস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎ দর্শন ও স্বর্গরাজ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তথাপি মন্ত্রজপ পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। কারণ, যাহার প্রভাবে এতাদৃশ ফল প্রাপ্ত পওয়া যায়, তাহাকে পরিত্যাগ করিলে অকৃতজ্ঞতা দোষ হয়, কিন্তু আমি নন্দনকাননে বাস করিয়াও ব্রজভূমিবাসের মাধুর্য বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৭। নন্বেবঞ্চেত্তর্হি মহাভিমানেন কুতঃ সুখমস্তু? তত্রাহ—স্বয়মিতি। তস্যা ভক্তেঃ, স্বারাজ্যে স্বর্গরাজ্যেত্বেঽপি; যথা পুরা পূর্ব্ববদকিঞ্চনরূপঃ নিরস্তাভিমানতুল্যঃ, অতএব নন্দনাখ্যে বনে সদা নিতরামবসম্, ন তু পুরীপ্রসাদসুধর্ম্মাদৌ॥

২৮। তথা নন্দনবননিবাসাদপি গোরক্ষণেন শ্রীবৃন্দাবনবাস এবং মনোহর ইত্যাশয়েনাহ—অত্যজমিতি। জপমত্যজন্‌সন্ ক্বচিৎ কদাচিদপি ইমাং ব্রজভূমিং বিস্মর্ত্তুং নৈব শক্নোমীতি। শ্রীমদনগোপাল-মন্ত্রজপস্য তদীয়ক্রীড়াদিবিষয়ক-রত্যুৎপাদকস্বভাবাৎ। জপাত্যাগে হেতুঃ—অকৃতজ্ঞত্বস্য শঙ্কয়া; ফলে সিদ্ধে সাধনস্য পরিত্যাগোপপত্ত্যা জপে ত্যক্তে সতি তৎকৃতোপকারাজ্ঞানাদ-কৃতজ্ঞতাদোষঃ পর্যবস্যতীতি তৎপরিহারার্থমিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৭। যদি বলা হয়, "ঐন্দ্রত্বপদ লাভ করিয়াও নহুষাদির মত আমার মত্ততা আসে নাই"—এই প্রকার অভিমান থাকিলে, কি প্রকারে সুখ হইতে পারে? ইহা নিরসনের নিমিত্ত বলিতেছেন, যদিও আমি ঐন্দ্রত্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলাম, তথাপি

ভক্তিপ্রভাবে পূর্ব্ববৎ অকিঞ্চনের ন্যায়ই ছিলাম। অর্থাৎ নিরস্তাভিমানতুল্য হইয়াছিলাম বলিয়া বিলাসপুরী অমরাবতীর রাজপ্রসাদে বাস ও সুধর্ম্মাদি সভাগৃহে অধিবেশন পরিত্যাগ করিয়া নন্দনাখ্য কাননেই সর্বদা বাস করিতে লাগিলাম।

২৮। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি পারিজাতাদি সুশোভিত নন্দনকাননে বাস করিয়াও বৃন্দাবন-বাস বিস্মৃত হইতে পারি নাই। অর্থাৎ নন্দনবনে বাস অপেক্ষাও গোচারণপূর্বক শ্রীবৃন্দাবনে বাসই মনোহর বলিয়া মনে হইত। তজ্জন্য এই ব্রজভূমিকে কখনও ভুলিতে পারি নাই। বিশেষতঃ শ্রীমদনগোপালদেবের মন্ত্র যতই জপ করিতে লাগিলাম, ততই শ্রীমদনগোপালদেবের ক্রীড়াদির স্ফূর্তি-হেতু আমার বৃন্দাবন-প্রীতি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। যেহেতু, শ্রীমদনগোপাল মন্ত্রজপের তদীয় ক্রীড়াদিবিষয়ক রতি উৎপাদনই স্বভাব! যদিও সাধনের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইলে, আর সাধনের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ আমি শ্রীমদনগোপাল-মন্ত্রজপ-প্রভাবে ভগবদ্দর্শনরূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তথাপি মন্ত্রজপ পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। কারণ, যাহার অনুগ্রহে কৃতকৃত্য হওয়া যায়, তাহাকে পরিত্যাগ করিলে অকৃজ্ঞতা দোষ আপতিত হয়। এই আশঙ্কায় আমি অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদ মন্ত্রজপে বিরত হই নাই।

২৯। তচ্ছোকদুঃখৈরনুতপ্যমানঃ, শুষ্কাননোঽহং জগদীশ্বরেণ।
সংলক্ষ্য তোষ্যেয় মুহুঃ করাব্জস্পর্শেন চিত্রৈর্বচনামৃতৈশ্চ॥

৩০। জ্যেষ্ঠসোদরসম্বন্ধমিব পলায়তা স্বয়ম্।
মত্তোষণায় মদ্দত্তং ভোগ্যমাদায় ভুজ্যতে॥

৩১। তেন বিস্মৃত্য তদ্দুঃখং পূজয়াঽপূর্ববৃত্তয়া।
প্রীণয়ন্ স্নেহভাবাত্তং লালয়েয়ং কনিষ্ঠবৎ॥

মূলানুবাদ

২৯। ব্রজের বিচ্ছেদ-শোকদুঃখে আমার মুখমণ্ডল ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে লাগিল, তখন জগদীশ্বর আমার অবস্থা দেখিয়া স্বয়ংই হস্তকমল দ্বারা বারবার আমার গাত্র স্পর্শ করিয়া ও বিচিত্র বচনামৃতে আমায় অভিসিঞ্চিত করিতে লাগিলেন।

৩০। আমার প্রতি তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় গৌরব প্রকাশ করিতেন এবং আমার প্রদত্ত ভোজ্য সাদরে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেন।

৩১। তাঁহার করস্পর্শাদিরূপ করুণা প্রাপ্ত হইবার ফলে, আমি ব্রজবিচ্ছেদজনিত দুঃখ বিস্মৃত হইলাম। আমিও অপূর্বরূপে পূজা অর্থাৎ কনিষ্ঠবৎ ভ্রাতৃস্নেহের দ্বারা লালন করিয়া তাঁহাকে সন্তোষিত করিতে লাগিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৯। তয়া বিস্মরণাশক্ত্যা ব্রজভূমিবিচ্ছেদেন যানি শোক-দুঃখানি তৈঃ; শুষ্কং ম্লানতাং গতমাননং যস্য সঃ। তোষ্যেয় তোষং কার্য্যেয়, সম্ভাবনায়াং সপ্তমী; বিচিত্রৈর্বহুবিধৈর্বচনান্যেবামৃতানি তৈঃ॥

৩০। কিঞ্চ, জ্যেষ্ঠসোদরস্য সহোদরজ্যেষ্ঠভ্রাতুর্যঃ সম্বন্ধঃ গৌরবব্যবহারাদি-হেতুরন্বয়স্তং পালয়তা ; ইবেতি বস্তুতস্তৎসম্বন্ধাভাবাৎ স্বয়মেবাদায় ভুজ্যতে॥

৩১। তেন করস্পর্শাদিনা; তদ্‌ব্রজভূমিবিরহজং দুঃখং বিস্মৃত্য, ন পূর্বং বৃত্তা স্থিতা যা তয়া, কনিষ্ঠভ্রাতরমিব তং শ্রীজগীশ্বরম্; লালয়েয়ং করস্পর্শালিঙ্গনাদিনা লালনং কুর্যাম্। ন চৈতদনুচিতমিত্যাহ—স্নেহভাবাদিতি। গুরুতরস্নেহাক্রান্তচিত্তানাং ন কিমপ্যশোভনং ভবতীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৯। ব্রজভূমি বিস্মরণে অশক্ত বলিয়া আমি ব্রজভূমির বিচ্ছেদে নিতান্ত শোকাতুর হইলাম। আমার মুখমণ্ডল ক্রমশঃ শুষ্ক ও মলিন হইতে লাগিল, তখন

জগদীশ্বর আমার মনের অবস্থা অবগত হইয়া স্বয়ংই শ্রীকরকমল দ্বারা গাত্রস্পর্শ করিয়া বিচিত্র বচনামৃত বর্ষণপূর্বক আমায় পরিতোষিত করিতে লাগিলেন।

৩০। বিশেষতঃ সেই শ্রীমান্ উপেন্দ্র আমার প্রতি জ্যেষ্ঠ সহোদরের তুল্য গৌরবময় প্রীতি প্রকাশ করিতেন। অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রতি যে প্রকার গৌরব ব্যবহার বিহিত হইয়া থাকে, সেইপ্রকার গৌরবাদিভাব প্রকাশ করিয়া আমার সন্তোষ বিধান করিতেন। এস্থলে 'ইব'কারের তাৎপর্য এই যে, বস্তুতঃ তৎসদৃশ সম্বন্ধ না থাকিলেও তিনি স্বয়ংই ঐরূপ সম্বন্ধ প্রকাশ করতঃ মৎপ্রদত্ত ভোজ্য সাদরে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেন।

৩১। সেই শ্রীউপেন্দ্রের করস্পর্শ ও সুস্নিগ্ধ বচনামৃতের দ্বারা এবং তাঁহার অনুজভাব প্রদর্শন প্রভাবে আমি ব্রজভূমির বিরহজনিত দুঃখ বিস্মৃত হইলাম। আমিও নব নব উপচারের দ্বারা অপূর্বরূপে পূজা করিয়া তাঁহাকে সন্তোষিত করিতে লাগিলাম। আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় করস্পর্শ ও আলিঙ্গনাদি দ্বারা স্নেহভাবে লালন করিতে লাগিলাম। যদি বল, এই প্রকার অনুচিত ব্যবহার শোভনীয় নহে। তাহা বলা যায় না! গুরুতর স্নেহাক্রান্তচিত্তে কি না শোভা পায়? অর্থাৎ চিত্ত গুরুতর স্নেহে আক্রান্ত হইল ভয় গৌরবাদি স্বতঃই অপসারিত হয়। বিশেষতঃ এই স্নেহভাব স্বাভাবিক বলিয়া জগদীশ্বরকে স্নেহভাবে লালনাদি অশোভনীয় নহে।

৩২। এবং মাং স্বাস্থ্যমাপাদ্য স্বস্থানে কুত্রচিদ্গতঃ।
উপেন্দ্রো বসতি শ্রীমান্ন লভ্যেত সদেক্ষিতুম্॥
৩৩। ততো যো জায়তে শোকস্তেন নীলাচলপ্রভুম্।
অচলাশ্রিতবাৎসল্য দ্রষ্টুমিচ্ছেয়মেত্য তম্॥

মূলানুবাদ

৩২। এইরূপে শ্রীমান্ উপেন্দ্র আমার স্বাস্থ্য সম্পাদন করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। জানি না, তিনি কোন্ স্থানে বাস করেন। এইজন্য স্বর্গলোকে সতত তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

৩৩। অনন্তর তাঁহার দর্শনাভাব-হেতু শোকে ব্যাকুল হইয়া থাকিতে পারিলাম না, তখন মনে হইল, নীলাচলে গিয়া নীলাচলপতিকে দর্শন করিব। যেহেতু, তাঁহার আশ্রিত বাৎসল্যও অচল, তাই তিনি তথায় স্থিরভাবে বিরাজ করিতেছেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৩২। ইদানীং ইতোঽপ্যধিকভগবৎপ্রসাদলব্ধয়ে পদান্তরগমনায় স্বর্গবাসে নির্ব্বেদকারণমুপন্যস্যতি—এবমিতি দ্বাভ্যাম্। ত্রৈলোক্যৈশ্বর্যবৈভবদ্বারা নিজনিজ-মহাপূজা-সম্পাদনেন, তথা ত্রিলোক্যা স্বভক্তিবিস্তারেণ, তথা মদভিমান-প্রাপ্তিনিবারণেন, তথা শ্রীকরাজস্পর্শাদিনা মদীয়াশেষদুঃখনাশন-সুখবিবর্ধনাদিনা মাং স্বাস্থ্যং নিরুপাধি-চিত্ততামাপাদ্য প্রাপয্য; স্বস্থানে শ্বেতদ্বীপ-ধ্রুবলোকাদিবৈকুণ্ঠে গতঃ সন্; কুত্রচিদিত্যজ্ঞানেন নির্ধারভাবাৎ। শ্রীমান্ লক্ষ্ম্যা সহিত ইতি তস্যা অপি দর্শনং ন লভ্যেতেত্যর্থঃ। ননু সচ্চিদানন্দঘনমূর্তেস্তস্য সর্বব্যাপকত্বাৎ কথমলব্ধিঃ সম্ভবেত্তত্রাহ—ঈক্ষিতুমিতি; সাক্ষান্ন দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। সদেত্যনেন। কদাচিদেব দৃশ্যত ইতি গম্যতে॥

৩৩। ততস্তস্মাদ্দর্শনালাভাৎ; তেন শোকেন হেতুনা তচ্ছান্তয় ইত্যর্থঃ। তং পূর্ব্বদৃষ্টমনির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যমিতি বা; নীলাচলপ্রভুং শ্রীজগন্নাথং দ্রষ্টুমিচ্ছেয়ম্; সম্ভাবনায়াং সপ্তমী। এবং যথাস্থানমন্যত্রাপ্যূহ্যম্। কিং কৃত্বা? এত্য স্বর্গাদত্র পৃথিব্যামাগত্য, যদ্বা, তং নীলাচলং এত্য। তত্র হেতুঃ—অচলং সদা তত্র প্রাকট্যেন নিবাসাৎ ধ্রুবসুমেরুবৎ স্থিরম্, আশ্রিতেষু সেবকেষু বাৎসল্যং স্নেহাতিশয়ো যস্য তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩২। এই প্রকারে ভগবান্ শ্রীউপেন্দ্রর কৃপালাভ করিলেও সম্প্রতি তদপেক্ষা অধিকতর কৃপা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় স্থানান্তর গমন নিমিত্ত স্বর্গবাসে নির্ব্বেদের

কারণ নির্দেশ করিতেছেন। এই প্রকার ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য-বৈভব দ্বারা আমরা যাহাতে নিজ নিজ মহাপূজা সম্পাদন করিতে পারি, তদ্রূপ বিধান করতঃ এবং ত্রৈলোক্যে স্বভক্তিপ্রবর্তনরূপ স্বকার্য সাধন করতঃ তথা ঐন্দ্রত্বপদাদি লাভে আমার অভিমানাদি দূরীভূত করতঃ, বিশেষতঃ ব্রজভূমির বিচ্ছেদজনিত আমার শোকাদি অশেষ দুঃখ নিবারণ দ্বারা অর্থাৎ সেই ভগবান স্বীয় করকমলের দ্বারা স্পর্শাদি করিয়া মদীয় অশেষ দুঃখনাশপূর্বক নিবিড় সুখ বিবর্ধন করতঃ আমার চিত্ত সম্যক্‌রূপে সুস্থ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। বলিতে পারি না, সেই প্রিয় স্থান কোন্‌টি, শ্বেতদ্বীপ? না ধ্রুবলোক? না বৈকুণ্ঠ? ফলতঃ সেই সময় কেহই তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন পাইতেন না। কাজেই আমিও তখন তাঁহার দর্শন হইতে বঞ্চিত হইতাম। আবার শ্রীভগবান যেমন সকলের অদৃশ্য হইলেন, তদ্রূপ তাঁহার প্রেয়সী শ্রীলক্ষ্মীদেবীও সকলের অদৃশ্যা হইলেন। যদি বল, সেই সচ্চিদানন্দঘনমূর্তি সর্বব্যাপক, সুতরাং সর্বত্রই তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইতে পারে? তবে কি প্রকারে অদৃশ্য হইলেন? হে মাথুরোত্তম বিপ্র। এরূপ সন্দেহ করিও না। কারণ, তিনি যদিও সদা সর্বত্র বিদ্যমান, তথাপি সর্বদা চক্ষুর গোচরীভূত হইতেন না। এজন্য তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন অতীব দুর্ঘট। কোন ভাগ্যবান্ কদাচিৎ তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া থাকেন।

৩৩। অতঃপর শ্রীভগবানের বিচ্ছেদ শোক ঘনীভূত হইল, তজ্জন্য আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তখন সেই শোক শান্তির নিমিত্ত আমার হৃদয়ে এক বাসনা হইল যে, আমি পূর্বদৃষ্ট অনির্বচনীয় সেই নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিব। আমি আর স্বর্গে থাকিব না, পৃথিবীতে গমন করিব। যদি বল, কি জন্য পৃথিবীতে গমন করিবেন? বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই নীলাচলপতির আশ্রিতবাৎসল্য অচলের ন্যায় স্থির এবং তিনিও তথায় ধ্রুব সুমেরুর মত নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছেন। অর্থাৎ স্থিরভাবে প্রকট রহিয়াছেন।

৩৪। প্রাদুর্ভূতস্য বিষ্ণোস্তু তস্য তাদৃক্কৃপাভরৈঃ।
আধিঃ সর্বো বিলীয়েত পাশ্চাত্যোঽপি তদাশয়া॥

৩৫। এবং নিবসতা তত্র শক্রত্বমধিকুর্বতা।
ব্রহ্মন্ সম্বৎসরো দিব্যো ময়ৈকো গমিতঃ সুখম্॥

৩৬। অকস্মাদাগতাস্তত্র ভৃগুমুখ্যা মহর্ষয়ঃ।
পদ্ভ্যাং পাবয়িতুং যান্তস্তীর্থানি কৃপয়া ভুবি॥

মূলানুবাদ

৩৪। কিন্তু শ্রীভগবানের কি অপূর্ব করুণা! তিনি আমার এতাদৃশ অবস্থা দেখিলেই মাঝে মাঝে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বহস্তে আমার প্রদত্ত পূজোপহারাদি গ্রহণ করিতেন ও তাদৃশ মধুর বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতেন। তাহাতেই আমার শোক-তাপ প্রশমিত হইত এবং পশ্চাৎ অদর্শনজনিত শোকও বিলীন হইত।

৩৫। হে ব্রহ্মন্! এইরূপে আমি ইন্দ্রত্ব অধিকার করিয়া দেবমানে একবৎসর-কাল সুখে অতিবাহিত করিলাম।

৩৬। ইতিমধ্যে মহর্লোকবাসী ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ অকস্মাৎ কৃপাবশতঃ স্বর্গে আগমন করিলেন। আগমনের কারণ এই যে, মহাপাতকীর স্পর্শে তীর্থসকল মলিন হইল, তাহাদের পবিত্রতা সম্পাদন জন্য তাঁহারা পদযুগদ্বারাই ভূমণ্ডলে বিচরণ করেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৩৪। নন্বেবং চেত্তর্হি সদ্য এব কিমিতি নায়াতোঽসি? তত্রাহ—প্রাদুরিতি। তস্যানির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যস্যেত্যনেন তত্তৎ পূজাদ্রব্যাদান-মাধুরীপ্রকটন-বিবিধক্রীড়াবিস্তারণ-বচনামৃতাশ্বাসনাদিনা নীলাচল পতিতঃ কশ্চিদ্‌বিশেষঃ সূচিতঃ। অতএব তাদৃশীনাং কৃপানাং ভরৈরুদ্রেকৈঃ, সর্ব্বস্তদ্দর্শনজাতো ব্রজভূমি বিচ্ছেদজশ্চ তথান্যোঽপ্যশেষাধির্মানসী পীড়া বিলীয়েত নশ্যতি। ননু পুনরপি তস্মিন্নন্তর্হিতে তথৈবং দুঃখ ভবিতা, তত্রাহ—পাশ্চাত্তঃ তদ্‌গমনানন্তরং তদ্বিরহেণ ভাবী য আধিঃ সোঽপি, তেষু কৃপাভরেষু যা আশা মনোঽভিনিবেশবিশেষস্তয়া; যদ্বা, তেষাং তৎকৃপাভরাণামাশয়া পুনঃ প্রাপ্তীচ্ছয়া বিলীয়েতেতি॥

৩৫। এবমুক্তপ্রকারেণ শক্রত্বমধিকুর্ব্বতা ইন্দ্রস্যাধিকারবৃষ্ট্যাদিনা যজ্ঞাদি-প্রবর্তনেন ত্রৈলোক্যপালনাদিরূপমাচরতা, একঃ সম্বৎসরোঽব্দঃ দিব্যো দেবমানেন গণনীয়ঃ, তত্র স্বর্গে গমিতঃ॥

৩৬। অধুনা স্বর্গেঽপি মহর্লোকগমনকারণত্বেন তল্লোকনিবাসিনাং মাহাত্ম্য-মুপক্ষিপতি—অকস্মাদিত্যাদিনা পদে পদে ইত্যন্তেন। অকস্মাদিতি তেষাং

স্বর্গাগমনে হেতুবিশেষাদর্শনাৎ। ততঃ পূর্ব্বং তেষাং তত্ত্বজ্ঞানাদ্বা; ভৃগুর্মুখ্যঃ শ্রেষ্ঠো যেষাং মরীচ্যত্র্যহিগরঃপুলস্ত্যপুলহাদীনাং তে; যদ্যপি মরীচিরেব তেষাং জ্যেষ্ঠত্বান্মুখ্যঃ স্যাত্তথাপি লক্ষ্মীপিতুঃ শ্রীভৃগোঃ পরমবৈষ্ণবত্বেন ভগবদ্বিভূত্যন্তর্গণনয়া মুখ্যত্বম্। তথা চ শ্রীভগবদ্গীতাসু (শ্রীগী ১০।১৫)—'মহর্ষীণাং ভৃগুরহম্' ইতি। অতএব শ্রীভাগবতেঽপি (শ্রীভা ৩। ১১। ৩০)— 'যাস্ত্যস্মণা মহার্লোকজ্জনং ভৃগ্বাদয়োঽর্দ্দিতাঃ।' ইতি। অতএব সর্বথা সর্বতোঽপি বিশিষ্টে শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যে সন্দেহমপ্যসহমানেন; ততঃ স্মরণমেব সাদু মত্বা তন্মাহাত্ম্যভরাভিব্যক্তয়ে স্ববন্ধাদপ্যনুচিতং তত্তৎকর্মাচরিতমিতি দিক্। ননু স্বর্গোপরি নিবাসিনামধোদেশে স্বর্গে গমনং কুতো বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—পদ্ভ্যামিতি। ভুবি পৃথিব্যাং, যান্তঃ সন্তঃ। কিমর্থম্? পদ্ভ্যাং তীর্থানি পাবয়িতুং মহাপাতকিজনস্পর্শেন জাতং গঙ্গাদিতীর্থনাং মালিন্যং নিজচরণদ্বয়স্পর্শেন শোধয়িতুমিত্যর্থঃ। ননু তেষাং বচনমাত্রাদেবৈতৎ সম্পদ্যেত, কিং প্রয়াণেন? তত্রাহ—কৃপয়েতি। দর্শনস্পর্শনাদিনা লোকহিতার্থমিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৪। যদি বল, শ্রীমান্ উপেন্দ্রের অদর্শনে নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যখন আপনার এতাদৃশ উৎকট উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইয়াছে, তখন সদ্যই কেন চলিয়া আসিলেন না? উত্তরে বলিতেছেন, সেই ভগবান শ্রীউপেন্দ্রের অনির্বচনীয় মাহাত্ম্য। তিনি আমার হৃদয়ের অবস্থা অবগত হইয়া কৃপাবশতঃ অপূর্ব মাধুর্য প্রকটন করিয়া মধ্যে মধ্যে সম্মুখবর্তি হইতেন এবং সেইরূপই মৎপ্রদত্ত পূজোপহার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেন। বিশেষতঃ বিবিধ ক্রীড়া-কৌতুক প্রদর্শন ও বচনামৃত বর্ষণ এবং আশ্বাস বাক্যের দ্বারা নীলাচলপতি হইতেও আমার অনুরাগভাজন হইতেন। অর্থাৎ তাঁহার ঐ সকল বৈশিষ্ট্য দর্শন করিয়া নীলাচলপতি হইতেও কিছু বৈশিষ্ট্য সূচিত হইত বলিয়া আমার চিত্ত বিমুগ্ধ হইত। অহো! সেই শ্রীউপেন্দ্রের কি অনির্বচনীয় করুণা! সেই করুণা প্রভাবে আমার সমস্ত সন্তাপ এবং ব্রজভূমির বিরহজনিত শোক সদ্যই প্রশমিত হইত। যদি বল, পুনরায় তিনি অন্তর্হিত হইলে তদ্রূপ দুঃখ উপস্থিত হইবে? সত্য, কিন্তু তিনি অদর্শন হইলেও পুনরায় তাঁহার কৃপারাশি প্রাপ্তির ও দর্শনের আশায় অদর্শনজনিত শোকও বিলীন হইয়া যাইত।

৩৫। এইরূপে ঐন্দ্রত্বপদ অধিকার করিয়া এবং ইন্দ্রের অধিকারানুসারে যথাসময়ে বারিবর্ষণ, নানারূপ যজ্ঞাদির প্রবর্তন দ্বারা সম্যক্‌রূপে ত্রৈলোক্যরাজ্য পালন করিয়া স্বর্গে অবস্থান করতঃ দেবমানে একবৎসরকাল সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলাম।

৩৬। অধুনা স্বর্গ হইতে মহর্লোক গমনের হেতুস্বরূপে সেই মহর্লোকবাসিগণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে। কোন সময়ে মহাপাতকি সংস্পর্শে

গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থসকলের মলিনতা দূরীভূত করিবার জন্য পদযুগদ্বারায় গমনশীল ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ অকস্মাৎ কৃপাবশতঃ স্বর্গে সমুপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ বলিবার তাৎপর্য এই যে, স্বর্গে আগমনের কোন হেতু দেখা যায় না। অথবা ইতিপূর্বে তাঁহাদের সম্বন্ধীয় জ্ঞান ছিল না এবং তাঁহারা যে তথায় আগমন করিতেন, তাহাও তাঁহার (গোপকুমারের) জানা ছিল না। এস্থলে মহর্ষিগণের নামোল্লেখ প্রসঙ্গে 'ভৃগুপ্রমুখ মহর্ষিগণ' বলার তাৎপর্য এই যে, যদ্যপি মরীচি ভৃগু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তথাপি তিনি লক্ষ্মী পিতা এবং পরমবৈষ্ণব বলিয়া অগ্রে তাঁহার নাম উক্ত হইয়াছে। ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভৃগুর প্রশংসা আছে, "মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু।" অতএব শ্রীভাগবতে লিখিত হইয়াছে—"ভগবানের শক্তিরূপ সঙ্কর্ষণের মুখাগ্নিদ্বারা ত্রৈলোক্য দগ্ধ হইলে, সেই তাপে এই ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাপিত হইয়া মহর্লোক হইতে জনলোকে আগমন করেন।" অতএব সর্বদা সর্বপ্রকারেই বৈশিষ্ট্য-হেতু শাস্ত্রসকল ভৃগুকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দান করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীভৃগু ভগবৎমাহাত্ম্য প্রচারবিষয়ে অগ্রণী। তিনি ভগবন্মাহাত্ম্যের কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূনতা সহ্য করিতে পারেন না। এজন্য ভগবৎস্মরণ ও লোককল্যাণের নিমিত্ত ত্রিদেবপরীক্ষা দ্বারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মহিমা যে সর্বাপেক্ষা অধিক, ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত নিজ অভিমতেরও অনুচিত কার্য অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন। যদি বল, তাঁহারা স্বর্গের ঊর্ধ্বদেশ মহর্লোকনিবাসী হইয়াও কিজন্য পৃথিবী গমন করেন? স্বীয় স্বীয় চরণকমল স্পর্শ দ্বারা তীর্থাদির পবিত্রতা সম্পাদনার্থ পৃথিবীতে গমন করেন। যদি বল, সত্যবাক্ সাধুগণ স্বীয় স্বীয় বাক্যের দ্বারাই ত তীর্থসমূহের পবিত্রতা সম্পাদনা করিতে পারেন, সুতরাং পৃথিবী গমনের কি প্রয়োজন? সেই স্বচ্ছন্দকারী মহর্ষিগণ কেবল লোকহিতার্থেই পরিভ্রমণ করেন অর্থাৎ সাক্ষাৎ দর্শন স্পর্শনাদি দ্বারা লোক সকলকে কৃতার্থ করেন।

সারশিক্ষা

৩৬। মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে, 'ন দেবা ভুবং স্পৃশন্তি' এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে দেবদেহ কদাপি ভূমিস্পর্শ হয় না, সেইজন্য দেবগণ ভূলোকের ঊর্ধ্বস্থিত ভুবর্লোকে আসিয়া নিজ নিজ বাহনোপরি অবস্থান করেন। অতএব সেই দেবগণের পূজ্য এবং ঊর্ধ্বলোকে অবস্থান করিয়াও মহর্ষিগণ কিরূপে ভূমি স্পর্শ করিবেন? আরও প্রশ্ন হইতে পারে যে, তীর্থসকল স্বভাবতই পবিত্র, তাহাদিগকে পবিত্র করার অর্থ কি? সত্যই দেবদেহ দ্বারা ভূমি স্পর্শ হয় না, কিন্তু পরম দয়ালু মহর্ষিগণ শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি-প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন। অর্থাৎ শ্রীভগবানের কৃপাবলে পৃথিবী স্পর্শ করিবার অধিকার লাভ করেন। সেই সময়ে তাঁহাদের দেবর্ষি বা মহর্ষি আদির অভিমান থাকে না।

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে,—শ্রীভগবান যখন তীর্থসকলকে পাপী-তাপী উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন, তখন তীর্থসকল বিনীতভাবে বলিলেন, প্রভো! আমরা পৃথিবীতে গমন করিলে মহাপাতকিগণ আমাদের সংস্পর্শে পাপনির্মুক্ত হইবে সত্য, কিন্তু সেই সকল মহাপাপ ধারণ করিলে স্বতঃই আমাদেরও মালিন্য উপস্থিত হইবে এবং সেই মালিন্য-হেতু আমাদের মাহাত্ম্যও খর্ব হইবে। অতএব আমরা সেই পাপ হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করিব? শ্রীভগবান বলিলেন, তোমাদের চিন্তা নাই, আমি সাধুর বেশ পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর তীর্থসমূহে পরিভ্রমণ করিব, তাহাতেই তোমাদের পাপসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং তোমাদের মহিমারও পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে।

কোন সময়ে ঋষিগণের সভায় বিতর্ক উপস্থিত হয় যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই তিনের মধ্যে কে বড় এবং কাহার ভজনা করিতে হইবে? কিন্তু তর্কপরায়ণ ঋষিগণ এবিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। অগত্যা তখন সকলে একার্যের জন্য মহর্ষি ভৃগুকে অনুরোধ করিলেন। শ্রীভগবৎ কৃপাশক্তি-কর্তৃক আবিষ্ট হইয়া শ্রীভৃগু প্রথমতঃ ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হওত নিজ পিতা শ্রীব্রহ্মাকে প্রণামাদি করিলেন না, তাহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ পুত্র ভৃগুকে তিরস্কার করিলেন। পরে পুত্রবুদ্ধিতে ক্ষমা করিলেন। মহর্ষি ভৃগু ব্রহ্মাতে সত্ত্বগুণের অভাব দেখিয়া কৈলাসে শ্রীমহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীমহাদেব ভ্রাতৃবুদ্ধিতে ভৃগুকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে, মহর্ষি তিরস্কার ছলে বলিলেন, তুমি সদাচারহীন, তোমার আলিঙ্গন চাহি না। তখন শ্রীমহাদেব ক্রোধান্বিত হইয়া ত্রিশূল উত্তোলনপূর্বক তাঁহাকে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে শ্রীপার্বতী তাঁহার চরণধারণ করিয়া সান্ত্বনা করিলেন। ভৃগু সেখানেও সত্ত্বগুণের অভাব অনুভব করিয়া বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তথায় অন্তঃপ্রকোষ্ঠে শ্রীলক্ষ্মী-কর্তৃক সেব্যমান শ্রীবিষ্ণুকে অবলোকন করিয়া সহসা তাঁহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। কি আশ্চর্য! শ্রীভগবান তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া ভৃগুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। আরও বলিলেন, হে ভগবন্! অদ্য আমি আপনার চরণরেণুস্পর্শে পবিত্র হইলাম। আমার কঠিন হৃদয়স্পর্শে আপনার কোমল চরণে ত' ব্যথা লাগে নাই? মহর্ষি শ্রীভগবানের এতাদৃশ করুণ এবং মধুর বচনামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। পরে সজলনয়নে ঋষিসভায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। আর ঋষিগণও সংশয়মুক্ত হওত শ্রীবিষ্ণুকেই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্যতত্ত্ব জানিয়া ভজন করিতে লাগিলেন।

৩৭। সসম্ভ্রমং সুরৈঃ সর্বৈর্ঋষিভির্গুরুণা স্বয়ম্।
বিষ্ণুনা চার্চ্যমানাস্তে ময়া দৃষ্টাঃ সবিস্ময়ম্॥

মূলানুবাদ

৩৭। তখন দেবতাগণ, ঋষিগণ ও বৃহস্পতি অধিক কি স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুও সসম্ভ্রমে সেই মহর্ষিগণের অর্চনা করিলেন, তাহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৩৭। ঋষিভির্নারদাদিভিঃ; অপ্যর্থে চকারঃ। স্বয়ং বিষ্ণুনাপি ব্রহ্মণ্যদেবত্বাৎ তে ভৃগ্বাদয়ঃ; সসম্ভ্রমমর্চ্যমানাঃ পূজ্যমানাঃ; অতএব বিস্ময়শ্চিত্তচমৎকারস্তেন সহিতং যথা স্যাত্তথা ময়া দৃষ্টাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৭। ভৃগুপ্রমুখ মহর্ষিগণ স্বর্গে উপস্থিত হইলে আমি বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া দেখিলাম যে, দেবতাগণ, ঋষিগণ, এমন কি শ্রীনারদ ও দেবগুরু বৃহস্পতি, অধিক কি বলিব, স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেবও সসম্ভ্রমে সেই মহর্ষিগণের অর্চনা করিলেন। অতএব তদ্দর্শনে আমি চমৎকৃত হইয়া ভাবিলাম, ইহাদের মাহাত্ম্য কি?

৩৮। অহঞ্চাভিনবো বিষ্ণুসেবানন্দহৃতান্তরঃ।
ন জানে তানথ স্বীয়ৈঃ প্রেরিতস্তৈরপূজয়ম্॥

মূলানুবাদ

৩৮। আমি নবাগত, কাহার কিরূপ মর্যাদা তাহা জানি না। কারণ, আমি সর্বদা শ্রীবিষ্ণুসেবানন্দে নিমগ্ন থাকিতাম। তারপর বৃহস্পতি প্রভৃতি গুরুগণ তাঁহাদের অর্চনা করিতে অনুমতি প্রদান করিলে আমি তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৩৮। ননু লব্ধেন্দ্রাধিকারস্য তবৈব প্রথমং পূজ্যাস্তেঽতিথয়ঃ, তত্রাহ—অহমিতি। ত্বর্থে চকারো বাক্যভেদে; তান্ মহর্ষীন্ ন জানে। কিমেতে স্বর্গবাসিনো দেববিশেষা দেবর্ষয়ো বা? কিং বান্যত্রত্যাঃ কেচিদিতি বিশেষতো ন বেদ্মি ন পরিচিনোমীতি বা। তত্র হেতুঃ—অভিনব আগন্তুক ইত্যর্থঃ। ননু তয়ৈবোক্তং সংবৎসরো গমিত ইতি সত্যম্; বিষ্ণোঃ সেবানন্দেন হৃতমন্তঃকরণং যস্য সঃ; তদাসক্ত্যা তদন্যজিজ্ঞাসানুপপত্তেন কিমপি জ্ঞাতুমশক্তবমিত্যর্থঃ। যদ্যপি জিজ্ঞাসাং বিনাপি শ্রীভগভৎসেবাপ্রভাবেণ স্বয়মেব সর্বজ্ঞতা পরিস্ফুরেৎ, তথাপ্যস্য তদভাবে কারণং পঞ্চমাধ্যায়শেষে শ্রীনারদোক্তৌ ব্যক্তং ভাবি; তচ্চ তদ্‌গুরুবরাশীর্বাদ-প্রভাবাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। অথ ততশ্চ তৈস্তদর্চকৈঃ স্বীয়ৈর্গুর্বাদিভিঃ প্রেরিত উক্তঃ সন্ তানহমপূজয়ম্ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৮। যদি বল, ইন্দ্রের অধিকার লাভ করিয়াছেন, সুতরাং সেই অতিথিগণকে আপনারই সর্বপ্রথমে পূজাদি করা কর্তব্য? সত্যিই, কিন্তু আমি স্বর্গে আগন্তুক মাত্র। যদিও তথায় একবৎসর বাস করিতেছি, তথাপি আমি সর্বদাই শ্রীবিষ্ণুর পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিতাম বলিয়া অন্য বিষয়ে মনোযোগের অবকাশ থাকিত না। কাজেই আমি সেই মহর্ষিগণের দর্শনে বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম যে, ইঁহারা কি স্বর্গবাসী কোন দেববিশেষ? কিংবা কোন দেবর্ষি? অথবা তাঁহারা অন্যত্র কোথাও থাকেন? ফলতঃ আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। যেহেতু, ইঁহারা অভিনব আগন্তুক। যদি বল, বিষ্ণুসেবার প্রভাবে জীব সর্বজ্ঞ হয় এবং সেই সর্বজ্ঞতাবলে মহর্ষিগণের আগমন কিজন্য জ্ঞাত হন নাই? হে বিপ্র! যদ্যপি জিজ্ঞাসা বিনাও শ্রীভগবৎসেবা-প্রভাবে সর্বজ্ঞতাদি বিভূতিসকল স্বয়ংই পরিস্ফুরণ হয়,

তথাপি শ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদে শ্রীভগবৎসেবার প্রতিকূল সর্বজ্ঞতাদি সিদ্ধিসকল আমায় অধিকার করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ সর্বজ্ঞতা-প্রভাবে মহর্লোকাদির তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে, পরে সেই মহর্লোক গমনানন্তর তত্রস্থ মহত্ত্বদর্শনে চিত্তের চমৎকারিত্ব থাকিবে না সুতরাং পুর্ণ আনন্দও উপলব্ধি হইবে না। এজন্য শ্রীগুরুকৃপাবলে সেই সর্বজ্ঞতাদিশক্তি আবৃত হইয়া রহিয়াছে। পঞ্চমাধ্যায় শেষে শ্রীনারদোক্তিতে ব্যক্ত হইবে। যাহা হউক, পরে দেবগুরু শ্রীবৃহস্পতি তাঁহাদের অর্চনা করিতে অনুমতি প্রদান করিলে আমি তাঁহাদের যথাযোগ্য অর্চনা করিয়াছিলাম।

সারশিক্ষা

৩৮। শ্রীভগবানের অনন্তশক্তির মধ্যে হ্লাদিনীশক্তি প্রধান এবং ভক্তি সেই হ্লাদিনী শক্তিরই সারবৃত্তি। এজন্য ভক্তিপ্রকাশের অবিরোধে অন্যান্য শক্তির ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। সর্বজ্ঞতাদি বিভূতি-শক্তি প্রকাশে যদি ভক্তিপ্রকাশের বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেই সকল শক্তির পরিস্ফুরণ হয় না।

ভক্তের ভক্তির আবরণে সর্বজ্ঞতাদি অনন্ত শক্তি আবৃত হইয়া অবস্থান করে, প্রয়োজন হইলে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন অগ্নিতে দাহিকাশক্তি থাকিলেও দাহ্যবস্তুর অভাবে বা সংযোগ ব্যতীত কদাচ প্রকাশ হয় না। সেইরূপ ভক্তের সর্বজ্ঞতাদিশক্তি থাকিলেও প্রয়োজনাভাবে তাহার প্রকাশ হয় না।

ভক্তের হৃদয়ে যখন ভক্তির উদয় হয়, তখন বহিরিন্দ্রিয়ের ও অন্তরিন্দ্রিয়ের ভক্তির প্রতিযোগী বা অনুপযোগী অন্য পদার্থে বিন্দুমাত্রও অভিনিবেশ থাকিতে দেয় না। এইজন্য ইন্দ্রিয়গণের অন্য পদার্থজ্ঞান জন্মাইতে সামর্থ্যই থাকে না। কাজেই ভক্তি স্বয়ংই সর্বজ্ঞতাদিশক্তি পরিস্ফুরণের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকেন।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় সাধক যখন ভক্তিবীজ লাভ করেন, তখনই তাঁহার অন্যাভিনিবেশ তিরোহিত হইয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীগোপকুমার বলিলেন, শ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদে ভক্তির প্রতিকূল সর্বজ্ঞতাদি সিদ্ধিসকল আমায় অধিকার করিতে পারে নাই।

বিশেষতঃ সর্বজ্ঞতাদি সিদ্ধি থাকিলে ভক্তিরস আস্বাদন হয় না। কারণ, ভক্তি হইতে জাত চমৎকারিতাই আনন্দের লক্ষণ। অন্তররাজ্যে অনুভূত আনন্দের মধ্যে চমৎকারিতা না থাকিলে পরিপূর্ণরূপে সুখের অনুভবই হয় না।

**৩৯। অভিনন্দ্য শুভাশীর্ভির্মাং তেঽগচ্ছন্ যথাসুখম্।
তিরোঽভবদুপেন্দ্রোঽপি ময়া পৃষ্টাস্তদামরাঃ॥**

মূলানুবাদ

৩৯। ভৃগু আদি মুনিগণ আমাকে আশীর্বাদ করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। ইত্যবসরে ভগবান্ উপেন্দ্রও অন্তর্হিত হইলেন, তখন আমি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৩৯। ন চ তেষু মেঽপরাধোঽজনীত্যাহ—অভিনন্দ্যেতি। শ্রীভগবতঃ সাক্ষাদন্যবার্তা ন যুজ্যতে, ন চ তদ্দর্শনানন্দেনোদেতি। কিঞ্চ, তস্মিন্ সাক্ষাদ্‌বর্তমানেঽন্যত্র জিগমিষাপি ন সম্ভবেদিত্যুপেন্দ্রস্য তিরোভাব ইত্যূহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৯। হে বিপ্র! মহর্ষিগণের প্রতি অনবধান-প্রযুক্ত আমার অপরাধ হইয়াছিল, এরূপ আশঙ্কা করিও না। যেহেতু, তাঁহারা আমাকে শুভাশীর্বাদ প্রদানপূর্বক অভিনন্দিত করিয়া পৃথিবীতে গমন করিলেন। ইত্যবসরে শ্রীভগবানও অন্তর্হিত হইলেন। তখন আমি দেবগণকে সেই মহর্ষিগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। শ্রীভগবানের সাক্ষাতে অন্য বার্তা সঙ্গত নহে বলিয়া ইতিপূর্বে জিজ্ঞাসা করি নাই। বিশেষতঃ শ্রীভগবানের দর্শনানন্দ অনুভবের সময় অন্য প্রসঙ্গ মনে স্থান পায় না। আর শ্রীভগবান সাক্ষাৎ বিদ্যমান থাকিতে অন্যত্র গমন করা দূরে থাকুক, অন্যত্র গমনের ইচ্ছাও হয় না।

৪০। পূজ্যা দেবা নৃণাং পূজ্যা দেবানামপ্যমী তু কে।
কিং মাহাত্ম্যা মহাতেজোময়াঃ কুত্র বসন্তি বা॥

মূলানুবাদ

৪০। মনুষের পূজ্য দেবতাগণ, আর আপনাদেরও পূজ্য ঐ মহর্ষিগণ কে? তাঁহাদের মাহাত্ম্য কি? আর সেই মহাতেজোময় মহর্ষিগণ কোন্‌স্থানেই বা বাস করেন?

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪০। কিং পৃষ্টাঃ? তদাহ—পূজ্যা ইতি। অমী তু দেবানাং পূজ্যাঃ। কে কতমে? পূজ্যানাং পূজকত্বাযোগাদ্‌বিস্ময়েন প্রশ্নঃ। ননু পুত্রাদিভিঃ পূজ্যান্যাং পিত্রাদীনাং পিতামহাদিপূজা দৃশ্যত ইত্যাশঙ্ক্য পূজ্যপূজ্যত্বকারণং মহিমবিশেষং পৃচ্ছতি। কিং কীদৃশং মাহাত্ম্যং যেষাং তে কিং মাহাত্ম্যা ইতি। অত্র তেভ্যশ্চৈতে মাহাত্ম্যবিশেষমর্হন্তোবেত্যাহ—মহাতেজোময়া ইতি। অতোঽত্রত্যা ন স্যুঃ, কিন্ত্বন্যমহাপদস্থিতা এবেতি মত্বা পৃচ্ছতি—কুত্রেতি। এষাং বাসস্থানে পরিজ্ঞাতে সতি তৎপূজ্যেশ্বর-বরদর্শনার্থং তত্রৈবাগন্তুং যতিষ্য ইতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪০। দেবগণকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন? জিজ্ঞাসা করিলাম এই যে, হে পূজ্য দেবগণ! আপনারা মনুষ্যগণের পূজ্য, আর আপনাদেরও পূজ্য ঐ মহর্ষিগণ কে? এস্থলে পূজ্যগণেরও পূজ্য বলিয়া বিস্ময়ের সহিত এই প্রকার প্রশ্ন করিলেন। যদিও লোকরীতিতে পুত্রাদির পূজ্য পিতা এবং পূজ্য পিতারও পূজ্য পিতামহ, তথাপি আশঙ্কাবশতঃ পূজ্য-পূজকত্বের কারণ ও মহিমাবিশেষ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁহাদের মাহাত্ম্যই বা কি প্রকার? এই মহর্ষিগণের শরীরের মহাতেজ দেখিয়া মনে হইতেছে যে ইঁহারা দেবগণের পূজনীয় হইবেন এবং এই স্বর্গবাসীও নহেন, অন্য কোন মহৎপদের অধিবাসী হইবেন। এইরূপ বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হে দেববৃন্দ! ঐ মহর্ষিগণ কোথায় বাস করেন? তাঁহাদের বাসস্থান জানিতে পারিলে তথায় গমন করিয়া তাঁহাদের পূজ্য ঈশ্বরবরকে দর্শনার্থ যত্ন করিব—এই অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করিলেন।

৪১। মহাভিমানিভির্দেবৈর্মৎসরাক্রান্তমানসৈঃ।
লজ্জয়েব ন তদ্‌বৃত্তমুক্তং গুরুরথাব্রবীৎ॥

মূলানুবাদ

৪১। দেবতাগণ মহাভিমানী এবং তাঁহাদের মানস বৈর-ভাবাক্রান্ত বলিয়া মহর্ষিগণের স্বাভাবিক উৎকর্ষ বর্ণনের লজ্জাভয়ে নিরুত্তর রহিলেন; কিন্তু দেবগুরু বৃহস্পতি প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪১। মৎসরঃ পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুতা, তেনাক্রান্তানি মানসানি যেষাং তৈঃ। ননু তথাপি স্বরূপমাত্রনিরূপণে কা হানিঃ? তত্রাহ—মহাভিমানিভিরিতি। মহাভিমানিত্বাদেব সহজপরমোৎকর্ষতাং মহর্ষীণাং বার্তামাত্রকথনেনাপি নিজাপকর্ষাপত্তের্লজ্জয়া তেষাং ভৃগ্বাদীনাং বৃত্তং নোক্তমিত্যর্থঃ। ইবেত্যুৎপ্রেক্ষায়াং লৌকিকরীত্যানধিকার্থমেব বা। গুরুশ্চাবশ্যং শিষ্যপ্রশ্নমুত্তরয়িতুমর্হতীতি গুরু-শব্দপ্রয়োগঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪১। পরোৎকর্ষসহনে অসহিষ্ণু দেবগণ আমার প্রশ্ন শ্রবণে সকলেই নিরুত্তর রহিলেন। যেহেতু তাঁহাদের মানস মৎসরাক্রান্ত। যদি বল, তথাপি স্বরূপমাত্র নিরূপণে কি হানি? তাঁহারা সকলেই মহা অভিমানী। এজন্য ভৃগু প্রমুখ মহর্ষিগণের স্বভাবসিদ্ধ পরমোৎকর্ষ বর্ণন করিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহাদের উৎকর্ষ বর্ণন করিলে নিজেদের অপকর্ষ সূচিত হয় বলিয়া তাঁহাদের জিহ্বা নিষ্পন্দ রহিল। কিন্তু দেবগুরু বৃহস্পতি প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। যেহেতু, গুরু নিজশিষ্যের সকল প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। এইজন্যই এস্থলে ‘গুরু’ শব্দের প্রয়োগ।

শ্রীবৃহস্পতিরুবাচ—

৪২। অত ঊর্ধ্বং মহর্লোকো রাজতে কর্মভিঃ শুভৈঃ।
প্রাপ্যো মহদ্ভির্যো নশ্যেত্ত্রৈলোক্যপ্রলয়েঽপি ন॥

৪৩। যথা হি কোটিগুণিতং সাম্রাজ্যাৎ সুখমৈন্দ্রিকম্।
তৎকোটিগুণিতং তত্র প্রাজাপত্যং সুখং মতম্॥

৪৪। তেনামী সেবিতাস্তত্র নিবসন্তি মহাসুখৈঃ।
যজ্ঞেশ্বরং প্রভুং সাক্ষাৎ পূজয়ন্তঃ পদে পদে॥

মূলানুবাদ

৪২। শ্রীবৃহস্পতি বলিলেন,—হে দেবরাজ! এই স্বর্গের ঊর্ধ্বদেশে মহর্লোক বিরাজ করিতেছে, মনুষ্যগণ শুভ কর্মের দ্বারা ঐ মহর্লোক প্রাপ্ত হয়; এই ত্রিলোকের প্রলয়েও ঐ মহর্লোক বিদ্যমান থাকে, আসন্ন মুক্ত্যধিকারী পুরুষগণই ঐ স্থানে বাস করেন।

৪৩। যেমন সাম্রাজ্যসুখ হইতে ঐন্দ্রপদে কোটিগুণ সুখ, তদ্রূপ ঐন্দ্রপদ হইতে প্রাজাপত্যপদে কোটিগুণ সুখ, বিবেকীগণ ইহাই স্থির করিয়াছেন।

৪৪। সেই সুখসেবিত মহর্লোকে ভৃগু আদি মুনিগণ মহাসুখে নিবাস করেন। তথায় সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর প্রভুকে পদে পদে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হয়েন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪২। অতঃ স্বর্গাদূর্ধ্বমুপরি কীদৃশঃ? মহদ্ভিঃ স্বর্গপ্রাপকপুণ্যকর্মতোঽতিশ্রেষ্ঠৈঃ শুভৈঃ শুদ্ধৈরুৎকৃষ্টৈর্বা কর্মভির্যাগযোগাদিভিঃ প্রাপ্যঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ; যশ্চ ত্রৈলোক্যস্য ভূর্ভুবস্বপ্রলয়ে নাশে সত্যপি ন নশ্যেৎ, প্রায়ো বিমুক্ত্যধিকারিপদত্বেন পরমেষ্ঠি-সমকালাবস্থানাৎ॥

৪৩। ননু মর্ত্য-লোকাৎ স্বর্গসুখমধিকমনুভূতমেব, তত্র চ কীদৃশং সুখম্? যেনৈতাদৃঙ্মহিমা ঘটেতেত্যপেক্ষায়ামাহ—যথেতি সাম্রাজ্যদ্ভৌমচক্রবর্তি-সুখাৎ—যথা ঐন্দ্রিকম্ ইন্দ্রস্য সুখং কোটিগুণিতং কোটিগুণৈরধিকং মতম্, তথা তস্মাদৈন্দ্রসুখাৎ কোটিগুণিতং প্রাজাপত্যং, প্রজাপতীনাং তেষাং ভৃগ্বাদীনাং সুখং, তত্র মহর্লোকে মতং বিবেকিভিরিত্যর্থঃ॥

৪৪। তেন সুখেন সেবিতা আশ্রিতাঃ সন্তঃ অমী মহর্ষয়স্তত্র মহর্লোকে নিবসন্তি। কদাচিদেব কেনাপি হেতুনা কুত্রচিদ্‌গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। তৎসুখমেবাহ—মহদ্ভিস্ত্রৈলোক্যে

বর্তমানমখেভ্যো বহুধা বৃহত্তরৈর্মখৈঃ যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞাধিষ্ঠাতারং যজ্ঞফলপ্রদং প্রভুং পরমেশ্বরং নিজস্বামিনং বা পদে পদে ইতস্ততঃ স্থানে স্থানে সাক্ষাৎ প্রকটতয়া স্থিতং পূজয়ন্তঃ সন্ত ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪২। স্বর্গের ঊর্ধ্বদেশে মহর্লোক বিরাজমান আছে। স্বর্গ-প্রাপক পুণ্যকর্মফলে যেমন স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, তেমন ঐ সকল পুণ্যকর্ম অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট যাগ-যোগাদিরূপ কর্মের দ্বারা ঐ মহর্লোক লাভ হইয়া থাকে। সেই মহর্লোক ত্রৈলোক্যনাশেও অর্থাৎ প্রলয়কালে ভূ, ভুব ও স্বর্গ এই তিনলোকের বিনাশ হইলেও সেই মহর্লোক বিনষ্ট হয় না। প্রায় বিমুক্ত অধিকারী পুরুষগণই তথায় স্থান প্রাপ্ত হন এবং ঐ লোক ব্রহ্মার পরমায়ুকাল পর্যন্ত অবস্থিত থাকে।

৪৩। যদি বল, মর্ত্যলোকের সুখ হইতেও স্বর্গের সুখ অধিকরূপে অনুভূত হইয়া থাকে; অতএব সেই মহর্লোকের কীদৃশ সুখ? উত্তরে বলিতেছেন, যেমন ভৌম সাম্রাজ্যের রাজচক্রবর্তী-সুখ হইতে ঐন্দ্রপদে কোটিগুণ অধিক সুখ, তদ্রূপ ঐন্দ্রপদ হইতে প্রাজাপত্য পদে কোটিগুণ অধিক সুখ। ভৃগুপ্রমুখ প্রজাপতিগণ মহর্লোকের সেই প্রাজাপত্যপদে অধিষ্ঠিত আছেন, বিবেকিগণ ইহাই স্থির করিয়াছেন।

৪৪। সেই সুখসেবিত মহর্ষিগণ মহর্লোকে মহাসুখে নিবাস করেন। কদাচিৎ কোন বিশেষ প্রয়োজনে স্থানান্তরেও গমন করেন। তাঁহাদের সুখের বিষয় আমি অধিক কি বলিব? সেই মহর্লোকে প্রকটবিহারী যজ্ঞেশ্বর ত্রৈলোক্য বর্তমান যজ্ঞসমূহ অপেক্ষাও বৃহত্তর যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা পূজিত। অর্থাৎ তথায় স্থানে স্থানে প্রকটিত যজ্ঞাধিষ্ঠাতা যজ্ঞফলপ্রদ প্রভু পরমেশ্বরকে তাঁহারা বৃহত্তর যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সাক্ষাৎ পূজা করিয়া থাকেন।

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

৪৫। তচ্ছ্রুত্বৈন্দ্রপদে সদ্যো নির্ব্বিদ্যৈচ্ছং তমীক্ষিতুম্।
পূজ্যপূজ্যৈর্মহদ্ভিস্তৈঃ পূজ্যমানং মহাপ্রভুম্॥

মূলানুবাদ

৪৫। শ্রীগোপকুমার কহিলেন,—হে ব্রহ্মণ্! বৃহস্পতির সেই অদ্ভুত কথা শ্রবণমাত্রেই আমি ঐন্দ্রপদে বিরক্ত হইলাম। মনে করিলাম যে, শ্রীযজ্ঞেশ্বরকে দর্শন করিব। কারণ, তিনি পূজ্যেরও পূজ্য ভৃগু-আদি-কর্তৃক পূজ্যমান্ মহাপ্রভু।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪৫। তৎ গুরূক্তং শ্রুত্বা সদ্যস্তৎক্ষণ এব ঐন্দ্রে পদে স্বর্গরাজ্যে নির্বিদ্য বিরজ্য তং যজ্ঞেশ্বরমীক্ষিতুমৈচ্ছমভ্যলষম্। ননু পূর্বং দ্রষ্টুমিষ্টো জগদীশোঽত্র সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুর্দৃশ্যমনোহস্ত্যেব, তত্রাহ—পূজ্যেতি, পূজ্যানাং দেবানাং পূজ্যৈস্তৈর্মহর্ষিভিঃ পূজ্যমানমতএব মহাপ্রভুং মাহাত্ম্যবিশেষযুক্তং ভগবন্তমিতি। অয়ং ভাবঃ—যথা মর্ত্যলোকে পূজ্যমানাদ্ ভগবতঃ স্বর্গলোকে পূজ্যমানস্য তস্যৈব মধুরবৈভব-বিশেষো দৃষ্টঃ, এবমত্র স্বর্গে পূজ্যমানাদপি মহর্লোকে পূজ্যমানস্যাবশ্যং কোঽপি মাহাত্ম্যবিশেষো ভাবীতি স এব তত্র গত্বা দ্রষ্টুং যোগ্য ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৫। দেবগুরু বৃহস্পতির সেই সকল অপূর্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার ঐন্দ্রপদে (স্বর্গরাজ্যে) নির্বেদ উপস্থিত হইল। ইচ্ছা করিলাম যে, সেই যজ্ঞেশ্বরকে দর্শন করিব। যদি বল, স্বর্গলোকেও ত' জগদীশ্বর শ্রীবিষ্ণু সাক্ষাৎ দৃশ্যমানরূপে বিরাজ করিতেছেন, তবে কি জন্য সেই মহর্লোকে যাইতে অভিলাষ করিতেছ? হে বিপ্র! তাহার রহস্য বলিতেছি শ্রবণ কর। যেমন মনুষ্যগণের পূজ্য দেবগণ, সেইরূপ দেবগণের পূজ্য মহর্ষিগণ। অতএব পূজনীয়গণেরও পূজনীয় বলিয়া সেই মহাপ্রভু যজ্ঞেশ্বর অবশ্যই কোন বিশেষ মহাত্ম্যযুক্ত হইবেন। মর্ত্যলোকে পূজ্যমান শ্রীভগবন অপেক্ষা স্বর্গলোকে পূজ্যমান ভগবানের অধিক মাধুর্য ও বৈভববিশেষ আমি স্বয়ংই অনুভব করিয়াছি। অতএব স্বর্গলোক অপেক্ষা মহর্লোকে পূজ্যমান শ্রীভগবান অবশ্যই কোন বিশেষ মাধুর্যবিশিষ্ট হইবেন ; সুতরাং সেই মহর্লোক গমন করিয়া সেই মহাপ্রভুকে দর্শন করাই যুক্তিযুক্ত হইতেছে।

৪৬। তৎ সঙ্কল্প্য জপং কুর্বন্নচিরাদূর্ধ্বমুত্থিতঃ।
ব্যোমযানেন তং প্রাপ্তো লোকং তত্র ব্যলোকয়ম্॥

৪৭। ত্রৈলোক্যে যৎ সুখং নাস্তি বৈভবং ভজনং তথা।
নির্দোষং তত্র তৎ সর্বমস্ত্যনির্বাচ্যমাশু তৎ॥

৪৮। বিতায়মানেষু মহামখেষু তৈ,-
র্মহর্ষিভির্ভক্তিপরৈঃ সহস্রশঃ।
মখাগ্নিমধ্যে প্রভুরুত্থিতঃ স্ফুর,-
ন্মখেশ্বরঃ ক্রীড়তি যজ্ঞভাগভুক্॥

মূলানুবাদ

৪৬। এই প্রকার সংকল্প করিয়া মন্ত্রজপ করিলাম। জপ-প্রভাবে ব্যোমযান উপস্থিত হইল, সেই ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া মহর্লোক প্রাপ্ত হওত তথাকার বৈচিত্র্য অবলোকন করিলাম।

৪৭। ত্রৈলোক্যে যে সুখ, বৈভব ও ভজন নাই, তথায় সেই নির্দোষ সুখ বৈভব ও ভজনাদি দর্শন করিলাম। আর তত্রস্থ সুখাদিও অনির্বচনীয়।

৪৮। ভৃগু প্রমুখ সহস্র সহস্র ভক্তিপর মহর্ষি মহা মহা যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছেন। আর সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে দীপ্তিমান স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়া সেই সমস্ত যজ্ঞভাগ ভোজন করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৪৬। তৎ মহর্লোক যজ্ঞেশ্বরদর্শনং ; তং মহঃসংজ্ঞম্ তত্র চ বক্ষমাণানুসারে-ণাদৌ তত্রত্যমুখ্যস্য শ্রীভৃগোরেব বাসং গত ইতি। তথা ভৃগ্বাদয়শ্চ তে তীর্থেভ্যো নিজলোকমাগতাঃ সন্তীতি চোহ্যম্। তত্র মহার্লোকে॥

৪৭। কিং দৃষ্টম্? তদাহ—ত্রৈলোক্য ইতি ত্রিভিঃ। তচ্চ সর্বং নির্দোষম্; তত্র সুখস্য নির্দোষতা ব্রহ্মরাত্র্যাগমেঽপি নাশভয়াভাবাদিনা তথা স্পর্দ্ধাদিরাহিত্যেন দুঃখকারণাভাবাৎ। বৈভবস্য চ ন্যূনাতিরেকাদ্যভাবাৎ ভজনস্য চ হেতুকাদ্যভাবাদূহ্যা। ননু তত্তদেব বিবৃণ্বিতি চেত্তত্রাহ—তৎসুখাদিকমনির্বাচ্যং নির্বক্তুমশক্যম্॥

৪৮। তথাপ্যৌৎসুক্যেন সংক্ষেপতো হৃদ্যং কিমপি বর্ণয়তি—বিতায়মানেষ্বিতি দ্বাভ্যাম্। তৈর্ভৃগ্বাদিভিঃ ভক্তিপরৈরিতি তেষাং নিষ্কামত্বমনন্যপরত্বঞ্চাহ—মখাগ্নিকুণ্ডাদেবোত্থিতঃ প্রাদুর্ভূত, তস্মিন্নেব, স্ফুরন্ বিরোচমানঃ; যজ্ঞাগ্নিতোঽপি মহাতেজস্বীত্যর্থঃ। যজ্ঞস্য ভাগং ভুঞ্জানঃ সন্ ক্রীড়তীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৬। মহর্লোকে সেই যজ্ঞেশ্বরকে দর্শন নিমিত্ত সংকল্প করিয়া মন্ত্রজপ করিতে লাগিলাম। মন্ত্রপ্রভাবে ব্যোমযান সমাগত হইলে আমি সেই বোমযানে আরোহণ করিয়া মহর্লোকে ভৃগুভবনে উপস্থিত হইলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে তত্রস্থ বিচিত্র বৈভবসকল অবলোকন করিলাম। বলা বাহুল্য যে, সেই সময় ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ ভূমণ্ডলের তীর্থসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া নিজভবনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

৪৭। তথায় কি দর্শন হইল? তাহাতেই বলিতেছেন, ভূ, ভুব ও স্বর্লোকে যে বৈভব ও ভজনসুখ নাই, মহর্লোকে সেই নির্দোষ বৈভব ও ভজনসুখ দর্শন করিলাম। তত্তস্থ সুখের নির্দোষতার হেতু এই যে, ব্রহ্মারাত্রিতে অর্থাৎ কল্পাবসানে ত্রৈলোক্য নাশ হইলেও মহর্লোক বিনষ্ট হয় না বলিয়া সেই সুখেরও নাশ হয় না। বিশেষতঃ তত্রত্য সুখের স্পর্ধাদি রাহিত্য-হেতু দুঃখরূপ কারণের অভাব। অর্থাৎ স্বর্গাদির মত স্পর্ধাদি দোষ না থাকায় দুঃখের কারণ নাই। তত্রত্য বৈভবেও সকলের সমান অধিকার এবং ভজনেও ফল কামনাদি দোষ বা কোন হেতু নাই। অর্থাৎ বৈভবের ন্যূনাধিক্যরূপ বিষমতা নাই বলিয়া ভজনাদিও নির্দোষ-হেতুশূন্য হইয়া থাকে, মর্ত্যলোকাদির ন্যায় ফলকামনাদিযুক্ত ভজন নহে। যদি বল, তথাকার সুখাদি বর্ণন করুন। তাহাতেই বলিতেছেন, সেই সুখাদি অনির্বচনীয়।

৪৮। তথাপি ঔৎসুক্যবশতঃ সংক্ষেপে সেই হৃদ্য বৈভবাদি বর্ণন করিতেছেন। তথায় ভৃগুপ্রমুখ সহস্র সহস্র ভক্তিপর মহর্ষিগণ অন্য কামনাশূন্য হইয়া মহা মহা যজ্ঞ বিস্তার করিতেছেন। আর সেই যজ্ঞের প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর প্রাদুর্ভূত বলিয়া মহাতেজস্বী বুঝিতে হইবে। যজ্ঞভাগ ভোজন করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছেন।

৪৯। স যজ্ঞমূর্তী রবিকোটিতেজা,
জগন্মনোহারিমহাপ্রতীকঃ।
প্রসার্য্য হস্তাংশ্চরুমাদদানো,
বরান্ প্রিয়ান্ যচ্ছতি যাজকেভ্যঃ॥

৫০। তদ্দর্শনোজ্জৃম্ভিতসম্ভ্রমায়, হর্ষান্নমস্কারপরায় মহ্যম্।
দত্তো নিজোচ্ছিষ্টমহাপ্রসাদ,-স্তেন স্বহস্তেন দয়ার্দ্রবাচা॥

মূলানুবাদ

৪৯। সেই যজ্ঞমূর্তির তেজ কোটি সূর্যের ন্যায় ভাস্কর, তিনি সেই অঙ্গকান্তি দ্বারা জগতের মনোহরণ করিতেছেন এবং শ্রীভুজযুগল প্রসারণপূর্বক চরু গ্রহণ করিয়া যাজকগণকে ইষ্টবর প্রদান করিতেছেন।

৫০। সেই যজ্ঞেস্বরের অত্যাশ্চর্য-প্রভাব দর্শনে অতিশয় সম্ভ্রমগ্রস্ত হইলাম, আর হর্ষভরে প্রণাম করিতে লাগিলাম। তাহা দেখিয়া যজ্ঞেশ্বর দয়ার্দ্র বাক্যে আহ্বানপূর্বক স্বয়ংই স্বহস্ত দ্বারা নিজোচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ আমাকে প্রদান করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪৯। এবং সামান্যতো নিগদ্য তদ্রূপচরিতাদিকং বিশেষতঃ কিঞ্চিৎ বর্ণয়তি—স ইতি। যজ্ঞো মূর্তিস্তনুর্যস্য সঃ, যজ্ঞাবয়বত্বাৎ। যদ্বা, স্রুক্স্রুবাদি-যজ্ঞোপকরণধারণেন মূর্তিমদ্ যজ্ঞ ইবেত্যর্থঃ। যদ্বা, তদুপলক্ষিতবিগ্রহ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং তৃতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ৩।১৩।৩৫-৩৬) যজ্ঞবরাহবর্ণনে—'রূপং তবৈতন্ননু দুষ্কৃতাত্মনাং, দুর্দ্দর্শনং দেব যদধ্বরাত্মকম্। ছন্দাংসি যস্য ত্বচি বর্হিরোম-স্বাজ্যং দৃশি ত্বঙ্ঘ্রিষু চাতুর্হোত্রম্॥ স্রুক্ তুণ্ড আসীৎ স্রুব ঈশ নাসয়োঃ, রিলোদরে চমসাঃ কর্ণরন্ধ্রে। প্রাশিত্রমাস্যে গ্রসনে গ্রহাস্ত তে, যচ্চর্বণং তে ভগবন্নগ্নিহোত্রম্॥' ইত্যাদি অত্রাপীদমেবানুসর্তব্যম্—জগতাং মনোহারিণো মহান্তো বিশালাঃ প্রতীকাঃ শ্রীশিরোমুখকণ্ঠবক্ষো-বাহূরুপাদাদ্যঙ্গানি যস্য সঃ; চরুং যজ্ঞীয়ভক্ষ্যদ্রব্যবিশেষম্; প্রিয়ানভীষ্টান্; এবং শ্লোকদ্বয়েনোপেন্দ্রাদ্‌বিশেষ উহ্যঃ॥

৫০। ইদানীং তস্য স্ববিষয়কানুগ্রহবিশেষমাহ—তদিতি। তেন যজ্ঞেশ্বরেণ নিজমুচ্ছিষ্টমেব মহাপ্রসাদঃ স্বহস্তেন কৃত্বা মহ্যং দত্তঃ। কীদৃশায়? তস্য যজ্ঞেশ্বরস্য দর্শনেনোজ্জৃম্ভিতো বিস্তারিতঃ সম্ভ্রমঃ কর্ত্তব্যানুসন্ধানং যস্য তস্মৈ; অতএব কেবলং হর্ষদ্ধেতোর্নমস্কারপরায় প্রণমনপ্রবণায়। দয়য়া আর্দ্রা স্নিগ্ধা যা বাক্ 'ভো

গোপকুমারগ্রেঽভিগচ্ছাতিথ্যং গৃহাণ'—ইত্যাদিরূপা যস্য তেন তয়ৈব বা, তাদৃশমুক্ত্যেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৯। এইরূপে সংক্ষেপতঃ বৈভবাদির কথা বলিয়া এক্ষণে সেই যজ্ঞেশ্বরের রূপ ও চরিতাদির বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতেছেন। সেই যজ্ঞমূর্তি অর্থাৎ যজ্ঞই যাঁহার অবয়ব, সেই যজ্ঞেশ্বর স্রুক্ স্রুবাদিরূপ যজ্ঞোপকরণ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া সাক্ষাৎ যজ্ঞস্বরূপে প্রতীত হইতেছেন অথবা তদুপলক্ষিত বিগ্রহরূপে প্রকাশমান। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে যজ্ঞবরাহ বর্ণনে—হে দেব! যজ্ঞময় তোমার এই মূর্তি দুষ্কৃতাত্মাগণ দর্শন করিতে পায় না। কারণ, ইহা যজ্ঞাত্মক, যজ্ঞ ভিন্ন তোমার এই রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। হে প্রভো! তোমার বিগ্রহের ত্বকে বেদশাস্ত্রসমূহ ও গায়ত্রী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দ, রোমে যজ্ঞীয় কুশাদি, চক্ষুর্দ্বয়ে হবি, (হবনীয় ঘৃত) এবং চরণকমলে চাতুর্হোত্র (হোত্রাদি কর্ম চতুষ্টয়) বিরাজমান। হে ঈশ! তোমার বদনে স্রুক্ (জুহু), তোমার নাসারন্ধ্রে স্রুব, কর্ণদ্বয়ে চমস, উদরে ঈড়া (যজ্ঞীয় ভক্ষ্যদ্রব্যের আধার), শ্রীমুখে সোমপাত্র (যজ্ঞীয় পানপাত্র) বিদ্যমান। হে ভগবন্। তুমি যে চর্বণ কর, তাহাই আমাদিগের অগ্নিহোত্র, অধিক কি, তুমিই নিখিল মন্ত্র, অখিল দেবতা, সমস্ত দ্রব্য, ক্রতু ও ব্যাপারস্বরূপ। হে প্রভো! তোমার তেজ কোটি সূর্যের ন্যায় হইলেও শ্রীঅঙ্গকান্তি দ্বারা জগতের মন হরণ করিতেছ। তথাপি তোমার বিশাল অর্থাৎ শ্রীমূর্তির প্রতীক শিরঃ, মুখ, কণ্ঠ, বাহু, উদর, ঊরু ও পাদাদি অঙ্গসমূহ পরিদৃশ্য হইতেছে। আরও অনুগ্রহপূর্বক প্রিয়বুদ্ধিতে সহস্র হস্ত প্রসারণে যজ্ঞীয় চরু গ্রহণ করতঃ ভোজন করিতেছেন। অতএব তোমাকে নমস্কার শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা শ্রীউপেন্দ্র হইতেও যজ্ঞেশ্বরের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইল।

৫০। ইদানীং সেই যজ্ঞেশ্বর হইতে নিজবিষয়ক অনুগ্রহবিশেষ বর্ণন করিতেছেন। সেই যজ্ঞেশ্বর স্বয়ংই স্বহস্তদ্বারা নিজোচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ আমাকে প্রদান করিলেন। যদি বল, কিরূপে তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিলেন? বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই প্রভুর অত্যাশ্চর্য প্রভাব দর্শনে আমি সম্ভ্রমবশতঃ কর্তব্যানুসন্ধানে বিরত অর্থাৎ কি কর্তব্য কি অকর্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অতএব কেবল হর্ষভরে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম। আমার সেই অবস্থা দেখিয়া প্রভু স্নিগ্ধবাক্যে আহ্বান করিলেন, 'ভো গোপকুমার'! আমার সম্মুখে আগমন করিয়া আতিথ্য গ্রহণ কর' ইত্যাদিরূপে বিশেষ অনুগ্রহ করিলেন।

৫১। অপূর্ব্বলব্ধমানন্দং পরমং প্রাপ্নুবংস্ততঃ।
কারুণ্যাতিশয়াত্তস্য সংসিদ্ধাশেষবাঞ্ছিতঃ॥

৫২। দয়ালূনাং মহর্ষীণাং সঙ্গত্যেতস্ততো ভ্রমন্।
প্রত্যাবাসং তথৈবাহমদ্রাক্ষং জগদীশ্বরম্॥

৫৩। ততঃ কৃতার্থতানিষ্ঠাং মন্বানঃ স্বস্য সর্বথা।
সানন্দং নিবসংস্তত্র প্রোক্তোঽহং তৈর্মহর্ষিভিঃ॥

মূলানুবাদ

৫১। তাঁহার অতিশয় করুণাতে যে অপূর্ব আনন্দ পাইলাম, তাহাতেই মনে করিলাম যে, আমার জগদীশ দর্শনাদি অশেষ বাঞ্ছিত ফল সিদ্ধ হইল।

৫২। তথায় দয়ালু মহর্ষিগণের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, প্রতি গৃহেই জগদীশ্বর সেই প্রকারে পূজিত হইতেছেন।

৫৩। অনন্তর তাঁহার করুণাতিশয় লাভে নিজেকে সর্বপ্রকারে কৃত কৃতার্থ মনে করিলাম। এইরূপে তথায় পরমানন্দে অবস্থান করিতে করিতে মহর্ষিগণ আমাকে বলিলেন—

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৫১। ততস্তস্মাত্তস্য যজ্ঞেশ্বরস্য কারুণ্যাতিশয়াৎ পরমানন্দং প্রাপ্তোঽহম্। কীদৃশম্? ন পূর্ব্বং লব্ধো যস্তম্। এবং মর্ত্ত্য-স্বর্গলোকাভ্যাং বৈশিষ্ট্যমুক্তম্। যতঃ সম্যক্ সিদ্ধম্ অশেষং বাঞ্ছিতং জগদীশ-দর্শনাদি যস্য সঃ॥

৫২। ইদানীং স্বর্গতো বিশেষান্তরমাহ—দয়ালূনানিতি। ইতস্ততঃ তল্লোকমধ্য এব স্থানে স্থানে; তথৈব তাদৃশমেব; যজ্ঞাগ্নি-মধ্যে পরিস্ফুরন্তং যজ্ঞভাগং ভুঞ্জানমিত্যাদি-পূর্ব্বোক্তরূপম্॥

৫৩। ততস্তস্মাত্তাদৃশানেকমূর্তি-জগদীশদর্শনাদ্ধেতোঃ। সর্বথা জগদীশ-সাক্ষাদ্দর্শনবিশেষ-তদীয়কারুণ্যাতিশয়লাভাদ্যশেষপ্রকারেণ স্বস্য মম কৃত্যর্থতায়া জন্ম-জপাদিসাফল্যস্য নিষ্ঠাং পরিপাকং মন্বানো মন্যমানঃ; অতএব সানন্দং তত্র মহর্লোকে নিবসন্ সন্ তৈর্ভৃগ্বাদিভিরহমুক্তঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫১। অতএব সেই যজ্ঞেশ্বরের কারুণ্যাতিশয়-প্রভাবে পরমানন্দ লাভ করিলাম। সেই আনন্দ কীদৃশ? সেই আনন্দ অপূর্ব, যাহা পূর্বে কখনও অনুভব করি নাই।

এতদ্দ্বারা মর্ত্য ও স্বর্গলোক হইতেও পরমানন্দের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইল। যেহেতু, আমার জগদীশ সন্দর্শনাদি অশেষ বাঞ্ছিত ফল সিদ্ধ হইল।

৫২। ইদানীং স্বর্গ হইতেও বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিভূতির কথা বলিতেছেন। সেই দয়ালু মহর্ষিগণের সহিত ইতস্ততঃ অর্থাৎ সেই লোকমধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, প্রতিগৃহেই ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞাগ্নিকুণ্ড হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বহস্তে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতঃ ভোজন করিতেছেন, কিন্তু স্বর্গে এইরূপ ভগবদ্‌বিভূতি দর্শন করি নাই।

৫৩। অনন্তর সেই মহর্লোকে তাদৃশরূপে স্থানে স্থানে জগদীশ্বরের অনেক অনেক মূর্তি সন্দর্শনের হেতু বলিতেছেন। সর্বথা জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনে এবং অশেষপ্রকারে তদীয় কারুণ্যাতিশয় লাভ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ এবং জন্ম ও জপাদি সাফল্যের পরিপাক শেষ হইল মনে করিলাম। এইরূপে তথায় পরমানন্দে বাস করিতে করিতে সেই ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ বলিলেন,—

শ্রীমহর্ষয় ঊচুঃ—

৫৪। ভো গোপবৈশ্যপুত্র ত্বমেতল্লোকস্বভাবজম্।
প্রদায়মানমস্মাভির্বিপ্রত্বং স্বীকুরু দ্রুতম্॥

৫৫। মহর্ষীণামেকতমো ভূত্বা ত্বমপি পূজয়।
জগদীশমিমং যজ্ঞৈশ্চিরমাত্মাদিদৃক্ষিতম্॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

৫৬। তচ্ছ্রুত্বাচিন্তয়ং ব্রহ্মন্ বৈশ্যত্বে স্যাৎ সুখং মহৎ।
প্রভোরেষাঞ্চ বিপ্রাণাং তদ্ভক্তানামুপাসনাৎ॥

মূলানুবাদ

৫৪। মহর্ষিগণ বলিলেন,—হে গোপবৈশ্যপুত্র! আমরা তোমাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিতেছি, শীঘ্র স্বীকার কর। এই লোকের প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব স্বয়ংই সমাগত হয়।

৫৫। তুমিও এই সকল মহর্ষিগণের মধ্যে একজন মহাঋষি হইয়া চিরদিন যাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর, সেই এই যজ্ঞেশ্বর শ্রীজগদীশ্বরকে চিরকাল দর্শন এবং যজ্ঞের দ্বারা পূজা কর।

৫৬। এই কথা শুনিয়া গোপকুমার মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! বৈশ্যদেহ লাভ করিয়া আমি পরমসুখে আছি! কারণ, এই দেহ দ্বারাই প্রভুর ও তাঁহার ভক্ত বিপ্রগণের সেবা করিয়া অধিক সুখ পাওয়া যায়।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৫৪। গোপঃ গোরক্ষাবৃত্তিকো যো বৈশ্যস্তস্য পুত্রেতি সম্বোধনেন তব সহজদ্বিজত্বমস্ত্যেবেতি ধ্বনিতম্। ত্বং বিপ্রত্বং স্বীকুরু, ব্রাহ্মণো ভবেত্যর্থঃ। ননু বৈশ্যপুত্রস্য মম কথমেতাবৎ সিধ্যেত্তত্রাহুঃ—অস্মাভির্মহর্ষিভিঃ প্রকর্ষেণ দীয়মানম্। কিমেতাবতা প্রয়াসেন? তত্রাহুঃ—এতস্য ঋষিলোকস্য স্বভাবাদেব জায়তে যত্তৎ কেবলং বাহ্যব্যবহারাদিকমেব সম্পাদনীয়মিত্যর্থঃ। অন্যথা এতল্লোকবাসোঽসঙ্গত ইব স্যাদিতি ভাবঃ॥

৫৫। ততঃ কিমত আহুঃ—মহর্ষীণামিতি। চিরমাত্মনস্তব দিদৃক্ষিতং দ্রষ্টুমিষ্টম্॥

৫৬। চিন্তিতমেবাহ—বৈশ্যত্ব ইত্যাদি-পাদোনদ্বয়েন। প্রভোর্যজ্ঞেশ্বররূপিণো

জগদীশস্য; তস্য প্রভোর্ভক্তানামেষাং বিপ্রণাম্। অয়ং ভাবঃ—ব্রাহ্মণত্বে দাস্যানুপপত্তেঃ ব্রাহ্মণানামেষাং সম্যক্ সেবা ন স্যাৎ; বৈশ্যত্বে চ বৈষ্ণবানামেষাং যজ্ঞেশ্বরস্য চ সেবয়ামীভ্যোঽপি মম সুখমধিকং স্যাদিতি ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৪। হে গোপবৈশ্যপুত্র! (এস্থলে গোরক্ষাবৃত্তিসম্পন্ন বৈশ্যের পুত্র বলিয়া সম্বোধন করায় (গোপকুমারের) সহজসিদ্ধ দ্বিজত্ব বিদ্যমান আছে, জানিতে হইবে) তুমি বিপ্রত্ব স্বীকার কর, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হও। যদি বল, আমি বৈশ্যপুত্র হইয়া কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিব? এরূপ আশঙ্কা করিও না। আমরা তোমাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিতেছি। যদি বল, তজ্জন্য কি কোন প্রকার প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে? না, তপস্যাচরণাদি কোনরূপ প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। এই ঋষিলোকের স্বভাবধর্মবশতঃ ব্রাহ্মণত্ব স্বয়ংই সমাগত হয়। কেবল তোমাকে কতিপয় বাহ্য ব্যবহারাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অন্যথা এই লোকে তোমার বাসই অসঙ্গত হইবে।

৫৫। এই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলে কি হইবে? উত্তরে বলিতেছেন—এই মহর্ষিগণের মধ্যে তুমিও একজন মহর্ষি বলিয়া পরিগণিত হইবে। বিশেষতঃ তুমি চিরকাল যাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর, সেই প্রভু যজ্ঞেশ্বরকে যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা সর্বদা সন্দর্শন করিবে।

৫৬। হে মথুরোত্তম দ্বিজ! মহর্ষিগণের এইপ্রকার বাক্যাদি শ্রবণ করিয়া আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, এই বৈশ্যদেহ লাভ করিয়া পরমসুখে আছি। কারণ, বিপ্রত্ব লাভ করিলে সেবা অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব। যেহেতু, ব্রাহ্মণের দাস্যভাবের অনুপপত্তি-হেতু ব্রাহ্মণদেহে এইপ্রকার সম্যক্ সেবা হয় না। পক্ষান্তরে এই বৈশ্যদেহ দ্বারাই দাস্যভাবে যজ্ঞেশ্বর এবং তাঁহার ভক্ত ও এই ব্রাহ্মণগণের সেবা করিতে পারা যায়। অতএব এই বৈশ্যত্ব বা বৈশ্যদেহে থাকিলে প্রভু জগদীশ্বরের তথা ভক্ত ও ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়া এই মহর্ষিগণ অপেক্ষাও অধিকতর সুখ প্রাপ্ত হইব।

৫৭। এষাং যজ্ঞৈকনিষ্ঠানামৈক্যেনাবশ্যকে নিজে।
জপে চ সদ্গুরূদ্দিষ্টে মান্দ্য স্যাদ্দৃষ্টসৎফলে॥

৫৮। ততস্তাননুমান্যাহমনঙ্গীকৃত্য বিপ্রতাম্।
তত্রাবসং স্বতো জাতপ্রাজাপত্যমহাসুখৈঃ॥

মূলানুবাদ

৫৭। যদি ইঁহাদের মত ব্রাহ্মণত্ব অঙ্গীকার করি, তবে সদ্গুরোপদিষ্ট মন্ত্রজপে অবশ্যই শৈথিল্য হইবে, কিন্তু এতাদৃশ সদ্য ফলপ্রদ মন্ত্রজপে শৈথিল্য প্রকাশ কখনও উচিত নহে! বিশেষতঃ ইঁহাদের যজ্ঞমাত্রে নিষ্ঠা, অন্য কোন কর্তব্যে রুচি নাই।

৫৮। এইজন্য আমি ব্রাহ্মণত্ব অঙ্গীকার করিলাম না; মহর্ষিগণকে অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাদের নির্বন্ধ হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। তাঁহারাও আমাকে পূর্ববৎ আদর-যত্ন করিতে লাগিলেন। আর আমিও তাঁহাদের ন্যায় মহাসুখে তথায় বাস করিতে লাগিলাম।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৫৭। কিঞ্চ এষামিতি। ঐক্যেন অভেদেন মান্দ্যং শৈথিল্যং স্যাৎ। কুতঃ? যজ্ঞ এবৈকস্মিন্ নিষ্ঠা স্থিতির্যেষাং তেষাম্; অতো মমাপি তাদৃক্ত্বাপত্তেঃ ন চ তত্র শৈথিল্যমুচিতমিত্যাহ—আবশ্যকেঽবশ্যকর্ত্তব্যে। কুতঃ? সতা উৎকৃষ্টেন গুরুণা উদ্দিষ্টে আদ্দিষ্টে, কিঞ্চ, দৃষ্টং সাক্ষাদনুভূতং সৎ উত্তমং ফলং সাম্রাজ্য স্বরাজ্য-মহর্লোক-প্রাপ্ত্যাদিরূপং যস্য তস্মিন্॥

৫৮। ততস্তস্মাদ্বিচারাৎ বিপ্রতামনঙ্গীকৃত্য ব্রাহ্মণো ন ভূত্বা। ননু মহতাং তেষাং বচনানাদরেণাপরাধঃ স্যাত্তত্রাহ—তান্ মহর্ষীননুমান্য সম্মতান্ কৃত্বেত্যর্থঃ। ন চ বিপ্রতানঙ্গীকারেণ তল্লোকস্বাভাবিকসুখহানিঃ কদাচিদভুদিত্যাহ—স্বত ইতি। আত্মন এব জাতানি প্রাদুর্ভূতানি প্রাজাপত্যানি পূর্ব্বোক্তলক্ষণানি সুখানি তৈর্বিশিষ্টঃ; সুখস্য বহুত্বং গৌরবেণ বৈচিত্র্যপেক্ষয়া বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৭। আরও বলিতেছেন, যদি আমি যজ্ঞৈকনিষ্ঠ এই মহর্ষিগণের ন্যায় বিপ্রত্ব লাভ করতঃ তাঁহাদের সমশ্রেণীভুক্ত হই, তাহা হইলে যজ্ঞেই সম্যক্ নিষ্ঠা জাত হইবে এবং অবশ্যকর্তব্য সদ্গুরুলব্ধ মন্ত্রজপে নিশ্চয়ই আমার শৈথিল্য হইবে।

যে মন্ত্রজপ-প্রভাবে আমি সাম্রাজ্য, ঐন্দ্রত্ব ও মহর্লোকাদির ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়াছি, এতাদৃশ সাক্ষাদনুভূত এবং সদ্যফলপ্রদ মন্ত্রজপে শৈথিল্য প্রকাশ করা কখনও উচিত নহে। বিশেষতঃ এই মহর্ষিগণ কেবলমাত্র যজ্ঞেই তৎপর, অন্য কর্তব্যে ইঁহাদের রুচি নাই।

৫৮। এইপ্রকার বিচার করিয়া আমি বিপ্রত্ব অঙ্গীকার করিলাম না অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইলাম না। যদি বল, তাদৃশ মহতের বাক্যে অনাদর করিলে কি অপরাধ হইবে না? এরূপ আশঙ্কা করিও না! কারণ, আমি সেই মহর্ষিগণকে অনুনয়-বিনয়দ্বারা তাঁহাদের সম্মতিক্রমেই সেই প্রকার নির্বন্ধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলাম। এইজন্যই তাঁহারা আমায় পূর্বের ন্যায় আদর-যত্ন করিয়াছিলেন। আর বিপ্রতা অঙ্গীকার না করিলেও সেই মহর্লোকে আমার কোনরূপ স্বাভাবিক সুখ হানি হয় নাই। পরন্তু সেই লোকের প্রভাবে স্বতঃই প্রাদুর্ভূত প্রাজাপত্যরূপ মহান্ সুখের অধিকারী হইয়াছিলাম। অতএব আমিও প্রজাপতিগণের ন্যায় মহাসুখে তথায় বাস করিতে লাগিলাম।

৫৯। ন দোষাস্তত্র শোকো বা শঙ্কা বা কাপি বিদ্যতে।
ন্যন্যচ্চ কিঞ্চিদ্যজ্ঞেশপ্রীত্যৈ যজ্ঞোৎসবানৃতে॥

মূলানুবাদ

৫৯। সেই মহর্লোকে স্বর্গের মত শোক বা শঙ্কা আদি দোষের লেশও নাই; তথায় যজ্ঞেশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত কেবল যজ্ঞোৎসব হইয়া থাকে, অন্য কোনরূপ বিষয় ভোগ নাই।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৫৯। তাদৃশসুখোৎপত্তিকারণত্বেন পুনঃ স্বর্গাদ্বিশেষান্তরমাহ—নেতি। দোষাঃ স্পর্দ্ধা-মাৎসর্য-কাম-ক্রোধ-মদাদয়ঃ; শোকো বিপক্ষাভিভবাদিকৃতঃ, শঙ্কা লোকনাশ-পাতাদিভয়ম্, অতএব ভগবদ্‌ভজনং বিনা ন কুত্রাপি তত্রত্যানামা-সক্তিরিত্যাহ—নেতি। যজ্ঞেশস্য ভগবতঃ প্রীত্যৈ যে যজ্ঞরূপা উৎসবাস্তান্ ঋতে বিনা তত্রান্যৎ বিষয়ভোগাদিকং কিঞ্চিৎ কর্ম নাস্তি, যদস্তি, তচ্চ তৎসম্বলিত-মেবেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৯। তাদৃশ সুখোৎপত্তির কারণরূপে স্বর্গ হইতেও মহর্লোকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইতেছে। সেই মহার্লোকে স্বর্গের মত স্পর্ধা, মাৎসর্য, কাম, ক্রোধ ও মদাদিরূপ কোন দোষ নাই এবং বিপক্ষ কর্তৃক অভিভবাদিকৃত কোন শোকেরও আশঙ্কা নাই, প্রলয়ে লোক নাশ হইতে পতনাদিরও ভয় নাই। অতএব ভগবদ্ভজন বিনা কুত্রাপি তাঁহাদের আসক্তি নাই। তথায় যজ্ঞেশ্বর ভগবতের প্রীতির নিমিত্ত কেবল যজ্ঞরূপ উৎসব হইয়া থাকে, অন্য কোনরূপ উৎসব বা বিষয়ভোগাদি কর্ম নাই। যদি বা কোন বিষয় ভোগ করিতে হয়, তাহাও ভগবৎপ্রীতি সম্বলিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বর্গে এতাদৃশ ভগবৎসেবা-সৌষ্ঠবতা নাই।

৬০। কিন্তু যজ্ঞসমাপ্তৌ স্যাদ্দুঃখমন্তর্হিতে প্রভৌ।
বৃত্তে যজ্ঞান্তরে চাস্য প্রাদুর্ভাবাৎ পুনঃ সুখম্॥

৬১। চতুর্যুগ সহস্রস্য তত্রত্যৈকদিনস্য হি।
অন্তে ত্রৈলোক্যদাহেন জনলোকোঽধিগম্যতে॥

৬২। রজন্যামিব জাতায়াং যজ্ঞভাবেন তত্র তু।
যজ্ঞেশাদর্শনেন স্যাদ্দাহস্তদ্দাহতোঽধিকঃ॥

মূলানুবাদ

৬০। কিন্তু যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সেই প্রভু যজ্ঞেশ্বর অন্তর্হিত হয়েন, তখনই আমার হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হয়। আবার যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই প্রাদুর্ভূত হয়েন, তখন আমার দুঃখও অন্তর্হিত হয়।

৬১। সহস্র চতুর্যুগের বা ব্রহ্মার একদিনের অবসানে প্রলয়ের সময় ত্রৈলোক্য দগ্ধ হয়, সেই তাপে মহর্লোকও তাপিত হয়। সেইসময় মহর্ষিগণ জনলোকে গমন করেন।

৬২। সেই জনলোকে রাত্রি উপস্থিত হইলে, যজ্ঞানুষ্ঠান হয় না। যজ্ঞের অভাবে শ্রীযজ্ঞেশ্বরকে দর্শন করিতে পাওয়া যায় না, তাঁহার অদর্শনে যে তাপ উপস্থিত হয়, সেই তাপ প্রলয়কালীন তাপ হইতেও অধিক।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬০। ইদানীমিতোঽপ্যুত্তমপদ-প্রাপ্তয়ে তল্লোক-বাসে বৈরাগ্যকারণান্যুপক্ষিপতি—কিন্ত্বিতি ত্রিভিঃ। যজ্ঞস্য সমাপ্তৌ সত্যাং প্রভৌ যজ্ঞেশ্বরেঽন্তর্হিতে সতি দুঃখং স্যাৎ, ন চ সেবকাধীনস্য তস্য চিরমদর্শনং তত্র স্যাদিত্যত আহ—বৃত্ত ইতি। পুনর্যজ্ঞান্তরে জাতে সতি অস্য প্রভোঃ প্রাদুর্ভাবঃ স্যাত্তস্মাচ্চ পুনঃ সুখং স্যাদিত্যর্থঃ এবমন্তরা তত্রাপি মনোদুঃখং স্যাদিত্যুদ্দিষ্টম্॥

৬১। কিঞ্চ, চতুর্যুগসহস্র-প্রমাণস্য তত্রত্যস্য মহর্লোকীয়স্য একস্য দিনস্য অন্তেঽবসানে সতি। ব্রহ্মলোকতুল্যকালস্থায়িত্বান্মহরাদীনং ত্রৈলোক্যস্য দাহেন তত্তাপপীড়য়া হেতুনেত্যর্থঃ। জনসংজ্ঞো মহর্লোকোপরিতনো লোকঃ॥

৬২। তত্র জনলোকে, রজন্যাং ভগবতা সহৈকার্ণবে ব্রহ্মণঃ শয়নাদ্রাত্রৌ জাতায়াং রাত্রিব্যবহারে সতীত্যর্থঃ। ইবেতি বস্তুতস্তত্র তম আদ্যভাবেন রাত্রিসাম্যাসম্ভবাৎ। যজ্ঞস্য যাগস্যাভাবেন রাত্র্যাবপ্রবৃত্ত্যা হেতুনা যজ্ঞেশস্য ভগবতো

দর্শনং ন স্যাৎ। তেন তস্মাত্ত্রৈলোক্যদাহক-সংকর্ষণমুখাগ্নিকৃতাদ্দাহাৎ তাপাদধিক উৎকটো দাহঃ স্যাদিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬০। ইদানীং ইহা অপেক্ষাও উত্তমপদ প্রাপ্তির নিমিত্ত মহর্লোক বাসে বৈরাগ্য উপজাত হইবার কারণ, তিনটি শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিতেছেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সেই প্রভু যজ্ঞেশ্বর অন্তর্হিত হয়েন, তখন আমার হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হয়। যদিও সেই সেবাকাধীন প্রভু চিরদিনের জন্য অন্তর্ধান করেন না, বা অদর্শনজনিত দুঃখও চিরকাল ভোগ করিতে হয় না। যেহেতু, পুনর্বার যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন এবং পুনরায় আমাদের হৃদয়ে সুখের সঞ্চার হইয়া থাকে। তথাপি সেই মহর্লোকেও মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ যজ্ঞ সমাপ্তিকালে ভগবানের অদর্শনজনিত মনোদুঃখ ভোগ করিতে হয়।

৬১। আরও বলিতেছেন, সহস্র চতুর্যুগে যেমন ব্রহ্মার একদিন হয়, তেমন মহর্লোকেও সহস্র চতুর্যুগে একদিন হয়। অতএব মহর্লোকও ব্রহ্মালোক তুল্যকাল স্থায়ী; কিন্তু ব্রহ্মার দিবাবসানে প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে শ্রীসঙ্কর্ষণের মুখাগ্নিতে যখন ত্রিলোক দগ্ধ হয়, তখন সেই তীব্রতাপে ত্রৈলোক্য-সন্নিহিত (উপরিস্থিত) মহর্লোকও তাপিত হয়, সেই সময় ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ রাত্রি জানিয়া তাপভয়ে মহর্লোকের উপরিতন জনলোকে প্রস্থান করেন।

৬২। সেই জনলোকে রাত্রি উপস্থিত হইলে ভগবৎ সহ ব্রহ্মা একার্ণবে শয়ন করেন, সেই সময়ে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হয় না; এজন্য রাত্রি বলিয়া পরিগণিত হয়। বস্তুতঃ তথায় রাত্রির ন্যায় অন্ধকার হয় না। 'ইব' শব্দের অর্থ এই যে, বস্তুতঃ তথায় অন্ধকারের অভাব অর্থাৎ তমসাচ্ছন্ন হয় না; তথাপি রাত্রি ব্যবহার হেতু যজ্ঞাদির অভাবে যজ্ঞেশ্বর ভগবানের দর্শন লাভ হয় না; তজ্জন্য হৃদয়ে যে তাপ উপস্থিত হয়, সেই তাপ প্রলয়কালীন সঙ্কর্ষণ-মুখনিঃসৃত ত্রৈলোক্যদাহক তাপ হইতেও অধিকতর উৎকট।

**৬৩। ততোঽক্ষয়বটচ্ছায়ে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
আগত্য শ্রীজগন্নাথং পশ্যেয়মিতি রোচতে॥**

মূলানুবাদ

৬৩। সেই ভগবদ্-বিরহ তাপ নিবারণের জন্য অক্ষয় বটচ্ছায়ায় শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিয়া সর্বদা শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিবার ইচ্ছা হইত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬৩। ততস্তস্মাদ্দাহাদ্ধেতোঃ, ন বিদ্যতে প্রলয়কালেঽপি ক্ষয়ো যস্য তস্য বটস্য ছায়া যস্মিন্ তস্মিন্। এতেন তৎক্ষেত্রস্য প্রলয়েঽপি স্থিত্যা সদা তত্র শ্রীগজন্নাথদর্শনং সিধ্যতীত্যুক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৩। অতএব সেই দাহ অর্থাৎ ভগবদ্বিরহ তাপ শান্তির নিমিত্ত ইচ্ছা করিলাম যে, প্রলয়েও যাহার ক্ষয় নাই, সেই অক্ষয় বটচ্ছায়ায় সুস্নিগ্ধ শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিব। যেহেতু, সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র প্রলয়েও যথাবৎ অবস্থিত থাকেন এবং শ্রীজগন্নাথদেবও চিরকালের জন্য তথায় অচলরূপে বিরাজ করেন, সুতরাং সেখানে সর্বদা তাঁহার দর্শন লাভ হয় বলিয়া কখনও বিরহ তাপ উপস্থিত হয় না।

৬৪। মহর্লোকে গতেঽপ্যাত্মজপাদ্রহসি পূর্ব্ববৎ।
সম্পাদ্যমানাচ্ছোকঃ স্যাদস্যা ভূমের্দিদৃক্ষয়া॥
৬৫। প্রাদুর্ভূতোঽথ ভগবানিজ্যমানো দয়ানিধিঃ।
যদা মামাহ্বয়েৎ প্রীত্যা মন্নীতং লীলয়াত্তি চ॥
৬৬। তদানীয়েত সর্বার্তিস্তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।
রাত্রাবপি তদেকাশাবদ্ধো নেশে ক্বচিদ্‌গতৌ॥

মূলানুবাদ

৬৪। মহর্লোকে অবস্থান করিলেও নির্জনে যখন পূর্ব্ববৎ নিজমন্ত্র জপ করিতাম, তখন শ্রীব্রজভূমি দর্শনেচ্ছায় শোকাতুর হইতাম।

৬৫-৬৬। অনন্তর দয়ানিধি ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়া যে সময় সাদরে আমাকে আহ্বান করেন এবং আমার প্রদত্ত উপহার প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন; সেই সময়ে সূর্যোদয়ে অন্ধকার নাশের মত আমার সমস্ত তাপ দূরীভূত হইত। রাত্রিতেও পুনর্বার দর্শনের আশায় সমস্ত দুঃখ প্রশমিত হইত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬৪। নন্বচিরাদেব রজন্যাং নিবৃত্তায়াং মহর্লোকে তাদৃশযজ্ঞেশ্বর-দর্শনাদ্যানন্দো ভাবীতি তদা তদাশয়ান্মেঽধুনাপি পূর্ব্ববৎ সুখী স্যাত্তত্রাহ—মহরিতি। অস্যাঃ শ্রীবৃন্দাবনরূপায়াঃ ভূমেঃ; এবং শ্রীনীলাচলপতেস্তৎপ্রিয়াক্রীড়ামাথুর-শ্রীব্রজভূমেশ্চ সর্বতোঽধিকমনোহরমাহাত্ম্যং দর্শতে॥

৬৫-৬৬। নন্বেবঞ্চেত্তর্হি কথং তত্র তাদৃশং সুখং বর্ণিতম্? তত্রাহ—প্রাদুরিতি দ্বাভ্যাম্। অথ মহর্লোকগমনানন্তরং ময়ানীতং তৎ সমর্পণায়োপনীতং ভোগ্যদ্রব্যম্। ননু রাত্রৌ দুঃখস্যাবশ্যম্ভাবিতোক্তা, সত্যং, তদপি তদাশয়া ন গণ্যত ইত্যাহ—রাত্রাবিতি। অপি-শব্দস্যায়মর্থঃ—তাদৃশ-যজ্ঞেশ্বর-সন্দর্শন- তদীয়পূজোৎসব-তৎকারুণ্যভরানন্দেন দিবা কুত্রাপি গমনশক্তিরিচ্ছা চ ন স্যাদেব; রাত্রৌ সত্যামপি তস্মিন্ তাদৃশ-যজ্ঞেশ্বর-সন্দর্শন-পূজোৎসব-কারুণ্যবিশেষ একস্মিন্নেব একা অব্যবহিতা বা যা আশা তয়া বদ্ধঃ রজ্জেব শৃঙ্খলিতঃ সন্; এতএব ক্বচিৎ কুত্রাপি স্থানান্তরে পুরুষোত্তমাদৌ গতৌ গন্তুমিত্যর্থঃ। কিংবা গতের্জ্ঞানার্থত্বাৎ তদন্যৎ কিঞ্চিদনুসন্ধাতুমিত্যর্থঃ। নেশে ন শক্নোমি। পরমসুখলাভাশয়া তদ্দুঃখং হৃদি ন সমুন্নীলতীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৪। যদি বল, কিয়ৎকাল পর রজনী নিবৃত্ত হইলে সেই মহর্লোকেই ত' তাদৃশ যজ্ঞেশ্বর-দর্শনানন্দ হইবে—এই আশায় অধুনাও কি পূর্ব্ববৎ সুখী হইতেন না? তাহাতেই বলিতেছেন,—মহর্লোকে অবস্থান করিলেও যখন নির্জনে মন্ত্রজপ করিতাম, তখনই এই শ্রীবৃন্দাবনভূমির দর্শনেচ্ছায় শোকাতুর হইতাম এবং বিবেচনা করিতাম, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনীলাচলপতি ও তদীয় প্রিয় ক্রীড়াভূমি মাথুর শ্রীব্রজমণ্ডল এইগুলিই সর্বতো অধিক ও সর্বপেক্ষা মনোহর মাহাত্ম্যযুক্ত। এতদ্বারা শ্রীনীলাচলপতি ও তদীয় প্রিয় ক্রীড়াস্থান শ্রীব্রজমণ্ডলের সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা মনোহর মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইল।

৬৫-৬৬। যদি এই প্রকার হয়, তাহা হইলে মহর্লোকের মাহাত্ম্য এবং তাদৃশ সুখ কিজন্য বর্ণন করিলেন? বলিতেছি, শ্রবণ কর। অনন্তর রজনী শেষ হইলে দয়ানিধি ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর প্রাদুর্ভূত হওত পূর্বের ন্যায় পূজ্যমান হইয়া যখন আমাকে সাদরে আহ্বান করিতেন এবং মৎপ্রদত্ত ভোজ্যদ্রব্য সাদরে ভোজন করিতেন, তখন সূর্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের ন্যায় আমার শোকাদি সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হইত। যদি বল, রাত্রিতে তথায় যজ্ঞাদির অভাবে তাঁহার অদর্শন জনিত দুঃখ অবশ্যম্ভাবী? সত্য, কিন্তু সেই দুঃখ গণনার যোগ্য নহে। যেহেতু, রাত্রাবসানে পুনরায় যজ্ঞেশ্বরের তাদৃশ দর্শনাশায় সমস্ত দুঃখ শমিত থাকিত। অর্থাৎ রাত্রিতে হৃদয়ে এরূপ ঔৎসুক্য হইত যে, শীঘ্রই প্রভাত হইবে, শীঘ্রই ভগবদ্দর্শন হইবে এবং পুনরায় তাদৃশ পূজোৎসব সম্পাদন ও তাঁহার কারুণ্য বিশেষ লাভের সৌভাগ্য অবশ্যই পাইব। এইরূপ আশা-রজ্জুতে শৃঙ্খলিত হওয়ায় সেই দুঃখ চিত্তে সম্যক্ পরিস্ফূরিত হইত না। অর্থাৎ এই ঔৎসুক্যই আমার সুখের কারণ হইত। তজ্জন্যই আমি শ্রীবৃন্দাবন কি শ্রীপুরুষোত্তম কোথাও যাইতে সমর্থ হই নাই। বস্তুতঃ মহর্লোকে যে আনন্দ পাইতাম, তাহা বর্ণন করিতেও অক্ষম। দিবাভাগে আমি যজ্ঞেশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া ও তাঁহার পূজোৎসব অবলোকন করিয়া বিশেষতঃ আমার প্রতি তিনি যে কারুণ্যাতিশয় প্রকাশ করিতেন, তাহাতে আমি আত্মহারা হইয়া যাইতাম। তজ্জন্য আমি কুত্রাপি যাইতে সমর্থ হই নাই। এমন কি গমনের ইচ্ছাও করিতে পারি নাই। এইরূপ পরমসুখ লাভের আশায় সেই দুঃখ হৃদয়ে সম্যক্ স্ফুরণ হইত না—ইহাই ভাবার্থ।

৬৭। তত্রৈকদা মহাতেজঃপুঞ্জরূপো দিগম্বরঃ।
পাঞ্চশাব্দিকবালাভঃ কোঽপ্যাগাদূর্ধ্বলোকতঃ॥

মূলানুবাদ

৬৭। এক সময় মহাতেজঃপুঞ্জ কলেবর দিগম্বর পঞ্চবৎসরের বালকের ন্যায় প্রতীয়মান কোন পুরুষ ঊর্ধ্বলোক হইতে সমাগত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬৭। এবং মহর্লোকবাসিনাং প্রলয়ে জনলোকে গমনেন প্রায়ো দ্বয়োরনয়োর্লোকয়োরভেদোঽভিপ্রেতঃ। যশ্চ দাহপীড়া-পলায়নাদ্যভাবেন জনলোকে কশ্চিদ্বিশেষোঽস্তি, সোঽপি তত্র গমনেনানুভূত এব। অত ইদানীং তদুপরি তপোলোকগমনহেতুত্বেন তত্রত্যানাং মাহাত্ম্যমুপক্ষিপতি—তত্রোত্যাদিনা গতোঽপি চেত্যন্তেন। অত্র মহর্লোকে, একদা কদাচিৎ। ঊর্ধ্বলোকতঃ তপোলোকাদিতি নামানির্দ্দেশস্তদানীমজ্ঞানাৎ; কোঽপ্যেক আগাদায়াতঃ। কীদৃশঃ? পঞ্চ ষট্ বা পঞ্চযাঃ, তে চ তেঽব্দাশ্চেতি তৎসম্বন্ধী তাদৃশবয়সি বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতো যো বালস্তদাভস্তৎসদৃশঃ, অতএব দিগম্বরো নগ্নঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৭। যদিও এইরূপে মহর্লোক ও জনলোকে প্রায়ই কোন ভেদ নাই, তথাপি মহর্লোকবাসিগণ প্রলয়ের সময় জনলোকে গমন করিয়া থাকেন; এজন্য জনলোকের যৎকিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্ব এই যে, মহর্লোকবাসিগণের মত জনলোকবাসিগণের প্রলয়কালীন দাহ-পীড়াদি ভয়ে পলায়নাদি চেষ্টার অভাব আছে। আমি তথায় গমন করিয়া তাহা অনুভব করিয়াছি। ইদানীং সেই জনলোকের ঊর্ধ্বতন তপোলোক গমনের হেতু এবং সেই তপোলোকের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। কোন সময়ে মহাতেজঃপুঞ্জঃ কলেবর দিগম্বর পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় প্রতীয়মান কোন মহাপুরুষ ঊর্ধ্বলোক হইতে মহর্লোকে সমাগত হইলেন। 'ঊর্ধ্বলোক' বলিবার তাৎপর্য এই যে, তদানীন্তন তপোলোক সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই, এজন্য নাম নির্দেশ না করিয়া ঊর্ধ্বলোক বলিয়াছেন। বস্তুতঃ এই মহাপুরুষের আগমনই শ্রীগোপকুমারের তপোলোক গমনের হেতুরূপে সূচিত হইল।

৬৮। বিহায় যজ্ঞকর্ম্মাণি ভক্ত্যোত্থায় মহর্ষিভিঃ।
প্রণম্য ধ্যাননিষ্ঠোঽসৌ যজ্ঞেশ্বরবদর্চিতঃ॥

৬৯। যথাকামং গতে তস্মিন্ ময়া পৃষ্টা মহর্ষয়ঃ।
কুত্রত্যঃ কতমো বায়ং ভবদ্ভির্বার্চিতঃ কথম্॥

শ্রীমহর্ষয় ঊচুঃ—

৭০। সনৎকুমারনামায়ং জ্যেষ্ঠোঽস্মাকং মহত্তমঃ।
আত্মারামাপ্তকামানামাদ্যাচার্য্যো বৃহদ্‌ব্রতঃ॥

মূলানুবাদ

৬৮। তখন মহর্ষিগণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং ভক্তিপূর্বক সেই ধ্যাননিষ্ঠ পুরুষকে যজ্ঞেশ্বরের অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রণাম ও পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন।

৬৯। সেই স্বচ্ছন্দাচারী পুরুষ প্রস্থান করিলে আমি মহর্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ বালক কে? কোথায় বাস করেন? আপনারাই বা কেন ঐ বালকের পূজা করিলেন?

৭০। শ্রীমহর্ষিগণ বলিলেন,—আমাদের মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠ, মহত্তম, আত্মারাম ও আপ্তকামের আদি আচার্য এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, ইঁহার নাম শ্রীসনৎকুমার।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬৮। ততশ্চ মহর্ষিভির্ভৃগ্বাদিভিরসৌ কুমারোঽর্চ্চিতঃ। ধ্যাননিষ্ঠোঽন্তর্মনা ইত্যনেন কিঞ্চিৎ সম্ভাষণমপি ন বৃত্তমিত্যূহ্যম্॥

৬৯। যথাকামং সর্বত্রাবিহতগতিত্বেন স্বচ্ছন্দবর্ত্তিত্বাৎ স্বেচ্ছানুসারেণ তস্মিন্ কুমারে গতে প্রস্থিতে সতি? কিং পৃষ্ঠাস্তদাহ—কুত্রত্য ইতি। কথামিতি দেবপূজ্যানাং সর্বোপরিবর্তমানানাং সাক্ষাচ্ছ্রীযজ্ঞেশ্বরপূজামহোৎসববতাং পূজ্যঃ কোঽপি ন সম্ভবতি, তৎ কথং ভগবৎপূজাকর্মাণ্যপি পরিহৃত্যায়মর্চিত ইত্যর্থঃ॥

৭০। অস্মাকং ব্রহ্মপুত্রাণাং মধ্যে জ্যেষ্ঠোঽগ্রজো ভ্রাতা, ন চ কেবলমেতাবৎ সর্বৈর্গুণৈরপিঃ মহত্তমঃ। তদেবাহ—আত্মারামাণামাপ্তকামানাঞ্চ আদ্যঃ প্রথম আচার্যস্তন্মার্গপ্রদর্শকঃ, বৃহদ্‌ব্রতো নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্যনিষ্ঠঃ এবং কতম ইত্যুত্তরিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৮। তদনন্তর সেই কুমারকে দর্শন করিয়া ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান পরিত্যাগ করতঃ দণ্ডায়মান হইলেন এবং ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যজ্ঞেশ্বরের ন্যায় পূজা করিলেন। তিনি ধ্যাননিষ্ঠ অন্তর্মনা ছিলেন বলিয়া মহর্ষিগণের সহিত কোন বাক্যালাপ করিলেন না।

৬৯। সর্বত্র অব্যাহতগতিবিশিষ্ট স্বচ্ছন্দচারী সেই কুমার স্বেচ্ছায় মহর্লোক হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে আমি মহর্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহাদিগকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন? জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মহর্ষিগণ! আপনারা দেবগণেরও পূজ্য এবং সর্বোপরিপদে সমাসীন ও সাক্ষাৎ শ্রীযজ্ঞেশ্বরের পূজামহোৎসবে রত, সুতরাং আপনাদের অন্য কেহ যে পূজ্য আছেন, তাহা অসম্ভব, এজন্য আমি ধারণা করিতে পারি না। আরও আশ্চর্য হইলাম যে, আপনারা ঐ দিগম্বর বালককে যজ্ঞেশ্বরের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিলেন, এমন কি ভগবৎ পূজাকর্মাদি পরিত্যাগ করিয়াও তাঁহার অর্চনা করিলেন। অতএব ঐ বালক কে? কোথায় বাস করেন? অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

৭০। শ্রীমহর্ষিগণ বলিলেন,—আমরা সকলেই ব্রহ্মার পুত্র, তন্মধ্যে ইনিই সকলের জ্যেষ্ঠ। অতএব আমাদের অগ্রজ ভ্রাতা, কেবল অগ্রজ বলিয়া নহে, সর্বগুণেও মহত্তম। ইনি আত্মারামগণেরও প্রথম আচার্য ও তৎপথপ্রদর্শক এবং বৃহদব্রত অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। ইঁহার নাম শ্রীসনৎকুমার।

৭১। ইত উর্দ্ধতরে লোকে তপঃসংজ্ঞে বসত্যসৌ।
ভ্রাতৃভিস্ত্রিভিরন্যৈশ্চ যোগীন্দ্রৈঃ স্বসমৈঃ সহ॥

৭২। বৃহদ্ব্রতৈকলভ্যো যঃ ক্ষেমং যস্মিন্ সদা সুখম্।
প্রাজাপত্যাৎ সুখাৎ কোটিগুণিতং চৌর্দ্ধ্বরেতসম্॥

৭৩। যথা যজ্ঞেশ্বরঃ পূজ্যস্তথায়ঞ্চ বিশেষতঃ।
গৃহস্থানামিবাস্মাকং স্বকৃত্যত্যাগতোঽপি চ॥

মূলানুবাদ

৭১। এই মহর্লোকের ঊর্ধ্বস্তরে জনলোকের উপরি যে তপোলোক আছে, তথায় ইনি বাস করেন, তথায় ইঁহার আরও তিন ভ্রাতা আছেন। তাঁহারাও ইহার ন্যায় যোগীন্দ্র।

৭২। সেই তপোলোকে কেবল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যব্রতের দ্বারা লাভ করা যায়। তথায় সর্বদা ক্ষেম (মঙ্গল) ও সুখ বিরাজ করিতেছে। তথায় যে সুখ, তাহা প্রাজাপত্য সুখ হইতেও কোটিগুণ অধিক।

৭৩। আমাদের মত গৃহস্থগণের যজ্ঞেশ্বর যেরূপ পূজ্য, এই সনৎকুমারও সেইরূপ পূজনীয়; বিশেষতঃ তিনি শ্রীভগবানের অবতার এবং পরমভাগবত। এইজন্য আমরা যজ্ঞাদি কর্মত্যাগ করিয়াও ইঁহার পূজা করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৭১। কুত্রত্য ইত্যুত্তরয়ন্তি—মহর্লোকদূর্ধ্বতরে পরমোর্ধ্বজনলোকাদপ্যুপরীত্যর্থঃ। অসৌ সনৎকুমারঃ; ননু কিমেকলমেব? নেত্যাহুঃ—ভ্রাতৃভিরিতি স্বসমৈঃ সনৎকুমারতুল্যৈস্ত্রিভির্ভ্রাতৃভিঃ সনক-সনন্দন—সনাতনৈঃ সহ। তথান্যৈশ্চ স্বসমৈরেব যোগীন্দ্রৈঃ যোগীশ্বরৈঃ কবিহব্যন্তরীক্ষ-প্রবুদ্ধপিপ্পলায়নাদিভিঃ সহ॥

৭২। তেষামেব মাহাত্ম্য-নিরূপণায় তল্লোকমাহাত্ম্যমতিদিশতি—বৃহদিতি বৃহতা ব্রতেন নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্যেণৈবৈকেন লভ্যঃ লব্ধুং শক্যঃ। অতএব মহর্জনলোকাভ্যাং বৈশিষ্ট্যং দর্শয়তি—যস্মিন্ তপোলোকে সদা ক্ষেমম্, মহর্লোক উষ্ম-পীড়া-পলায়নাদি, জনলোকে চ ত্রিলোকীদাহাদ্যক্ষেমদর্শনেনাক্ষেমমেব, তত্র তু তত্তদভাবেন নিরন্তরং কল্যাণমেবেত্যর্থঃ। অতএব যস্মিন্ ঔর্ধ্বরেতসং ঊর্ধ্বরেতসাং যোগ্যম্, তৈরনুভবনীয়ং বা। প্রাজাপত্যান্মহর্লোকে প্রজাপতিভিরনুভবনীয়াৎ সুখাৎ কোটিগুণৈরধিকং সুখং স্যাদিত্যর্থঃ॥

৭৩। কথমর্চিত ইত্যুত্তরয়ন্তি—যথেতি। তথায়ং সনৎকুমারোঽপি সর্বেষামপি পূজ্যঃ, অতিথিত্বেন ভগবদ্রূপত্বাত্তস্য স্বতো ভগবদবতারত্বাৎ পরমভাগবতত্বাচ্চ।

তত্র চ বিশেষত আধিক্যেন অস্মাকং স্বকৃতস্য নিজাবশ্যকর্তব্যস্য ত্যাগেনাপি পূজ্যঃ। তত্র হেতুঃ—'গৃহস্থানাম্' ইতি। গৃহিণামতিথিসেবায়া আবশ্যকত্বাৎ, গার্হস্থ্যান্নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্যস্য শ্রৈষ্ঠ্যাচ্চেতি দিক্। ইবেতি বস্তুতো ভগবদ্‌যজ্ঞনিষ্ঠানাং তেষাং গৃহদ্যাসক্ত্যভাবাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭১। কোথায় ইনি বাস করেন? এই মহর্লোকের উপরিস্থিত জনলোকেরও উপরিভাগে যে লোক বর্তমান, ইনি তথায় বাস করেন। সেই স্থানের নাম তপোলোক। আচ্ছা, এই সনৎকুমার কি তথায় একাই বাস করেন? না, তথায় ইঁহার আরও তিন ভ্রাতা আছেন। সেই তিন ভ্রাতাও এই সনৎকুমারের ন্যায় যোগীন্দ্র। সেই তিন ভ্রাতার নাম—সনক, সনন্দন ও সনাতন। তথায় এই সনৎকুমারের ন্যায় আরও অনেক যোগীন্দ্র বাস করেন। তাঁহাদের নাম—কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন প্রভৃতি।

৭২। তাঁহাদের মাহাত্ম্য নিরূপণের দ্বারা তল্লোকবাসীগণের মাহাত্ম্য নিরূপিত হইতেছে। ঐ তপোলোক একমাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যব্রতের দ্বারাই লভ্য হয়। অতএব মহর্লোক জনলোক হইতেও তপোলোকের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইল। সেই তপোলোকে সর্বদাই ক্ষেম (মঙ্গল) বিরাজ করিতেছে। মহর্লোকে উষ্মা প্রভৃতি অর্থাৎ প্রলয়কালীন তাপ পীড়াদির ভয়ে পলায়নাদিরূপ অমঙ্গল আছে, জনলোকে যদিও তাদৃশ প্রলয়তাপ নাই, তথাপি ত্রৈলোক্যদাহাদিরূপ অমঙ্গল দর্শন জনিত মনঃপীড়া আছে; কিন্তু তপোলোকে তত্তৎ পীড়াদির অভাবে নিরন্তরই কল্যাণ বিরাজমান। অতএব সেই তপোলোক কেবল ঊর্ধ্বরেতা যোগীন্দ্রগণের যোগ্য স্থান। সেই তপোলোকে মহর্লোকস্থ প্রাজাপত্যসুখ হইতেও কোটিগুণ অধিক সুখ অনুভব হয়।

৭৩। ভগবৎ পূজাত্যাগ করিয়া ঐ দিগম্বর বালকের অর্চনা করিলেন কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর যেরূপ সকলেরই পূজ্য, এই সনৎকুমারও সেইরূপ সকলের পূজ্য। কারণ, অতিথি ভগবৎস্বরূপ, বিশেষতঃ এই সনৎকুমার স্বভাবতঃই শ্রীভগবানের অবতার ও ভগবদ্ভক্ত—পরম ভাগবত। আর এই সনৎকুমার আমাদের অপেক্ষা সর্ববিষয়ে অধিক বলিয়া আমরা অবশ্য কর্তব্য কর্ম ভগবৎপূজা পরিত্যাগ করিয়াও তাঁহার অর্চনা করিলাম। আরও বলি, আমাদের মত গৃহস্থ সকলের অতিথি সেবা অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু, গৃহস্থ অপেক্ষা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ মহর্লোকবাসিগণের বিশেষতঃ ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণের গৃহাদিতে কখনও আসক্তি ছিল না, তাঁহারা ভগবৎপ্রীতিপর যজ্ঞনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। এইজন্যই মূলে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

৭৪। ততোঽকর্ষমহং চিত্তে তত্রাহো কীদৃশং সুখম্।
ঈদৃশাঃ কতি বান্যে স্যুরেষাং পূজ্যশ্চ কীদৃশঃ॥

মূলানুবাদ

৭৪। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, এই কথা শুনিয়া আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, সেই তপোলোকে কীদৃশ সুখ? আর এই সনৎকুমারের ন্যায় কত মূর্তি তথায় বাস করিতেছেন? উহাদের পূজনীয় শ্রীভগবানই বা কীদৃশ?

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৭৪। এবং তৈরুক্তং শ্রুত্বা তত্র গমনমধ্যবস্যতি—তত ইতি। তস্মাৎ তেষাং বচনাৎ ঈদৃশঃ সনৎকুমারসদৃশাঃ। নন্বেবমপি জগদীশদিদৃক্ষাপরস্য তে তত্র গমনং নোপপদ্যতে। তত্র চিন্তয়তি—এষামিতি। অয়মর্থঃ—এতে তাবদীশমাহাত্ম্যবন্ত এষাঞ্চ পূজ্যোঽবশ্যমেতেভ্যোঽপ্যুৎকৃষ্ট-পরম-মাহাত্ম্যবান্ ভবিতা; অতঃ স এব তত্র গত্বা দ্রষ্টুং যোগ্য ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৪। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া তথায় গমন নিমিত্ত আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, সেই তপোলোকের সুখ কি প্রকার এবং এই সনৎকুমার সদৃশ আর কতগুলি যোগীন্দ্র তথায় বাস করিতেছেন, আর উঁহাদের পূজনীয় শ্রীভগবানই বা কীদৃশ? বিশেষতঃ ইঁহারা স্বয়ংই ভগবৎ মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট; সুতরাং ইঁহাদের পূজ্য ঈশ্বর অবশ্যই ইঁহাদের অপেক্ষা বিশেষ কোন উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্যযুক্ত হইবেন। অতএব সেই লোকে গমন করিয়া তাদৃশ ভগবানকে দর্শন করা কর্তব্য।

৭৫। এবং তাঞ্চদিদৃক্ষুঃ সন্ সমাহিতমনা জপন্।
ভূত্বা পরমতেজস্বী তং লোকং বেগতোঽগমম্॥
৭৬। তত্র দৃষ্টো ময়া শ্রীমান্ সনকোঽথ সনন্দনঃ।
অসৌ সনৎকুমারোঽপি চতুর্থশ্চ সনাতনঃ॥

মূলানুবাদ

৭৫। এই প্রকার তাঁহাদের দর্শনেচ্ছাতে সমাহিত চিত্তে নিজ-মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। জপ প্রভাবে আমিও সনৎকুমারের ন্যায় পরম তেজস্বী হইলাম এবং অতি বেগে সেই তপোলোকে উপস্থিত হইলাম।

৭৬। সেই তপোলোকে শ্রীমান্ সনক, সনন্দন এবং পূর্বদৃষ্ট সেই সনৎকুমার ও চতুর্থ সনাতনকে দর্শন করিয়াছিলাম।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৭৫। এবমীদৃগবিমর্ষেণ তান্ সনকাদীন্ তঞ্চ তেষাং পূজ্যং দ্রষ্টুমিচ্ছুস্তৎসঙ্কল্পে-নেত্যর্থঃ। সমাহিতমনাস্তদেকার্পিতচিত্তঃ সন্; যদ্বা, সনৎকুমারস্য ধ্যাননিষ্ঠতাদৃষ্টা সমাধিমেব তল্লোকপ্রাপ্তিসাধনং মন্যমানঃ অন্তর্দৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ। জপন্ নিজমন্ত্রজপং কুর্বন্ পরমতেজস্বী তল্লোকগমনযোগ্যতায়ৈ সনৎকুমারাদিবন্মহাতেজোযুক্তো ভূত্বা তং তপঃসংজ্ঞং লোকং বেগতো জবেনাগমং প্রাপ্তোঽহম্॥

৭৬। তত্র তপোলোকে; অসৌ মহর্লোকে দৃষ্টো যঃ সোঽপি, স্বেচ্ছাচারিত্বেন পুনর্নিজস্থানে সমাগমনাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৫। এই প্রকার বিচার করিয়া সেই সনকাদিকে ও তাঁহাদের পূজ্য ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য সমাহিত চিত্তে অর্থাৎ ভগবদর্পিত-মানসে স্বীয় ইষ্টমন্ত্রজপ করিতে লাগিলাম। অথবা সনৎকুমারের ধ্যাননিষ্ঠতা দর্শন করিয়া অনুমান করিয়াছিলাম যে, সমাধিই তল্লোকপ্রাপ্তির একমাত্র সাধন, তাই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া নিজ মন্ত্রজপ করিতে করিতে তল্লোকগমনোপযোগী পরম তেজস্বী (সনৎকুমারাদির ন্যায় মহাতেজোময়) হইয়াছিলাম, পরে বেগবশতঃ অতি শীঘ্র সেই তপোলোক প্রাপ্ত হইলাম।

৭৬। সেই তপোলোকে শ্রীমৎ সনক, সনাতন, সনন্দন এবং যাঁহাকে পূর্বে মহলোকে দর্শন করিয়াছিলাম, সেই শ্রীসনৎকুমারকেও দর্শন করিলাম। স্বচ্ছন্দচারিত্ববলে সেই সনৎকুমার পুনরায় তথায় সমাগত হইয়াছিলেন।

৭৭। সম্মন্যমানাস্তত্রত্যৈস্তাদৃশৈরেব তে মিথঃ।
সুখগোষ্ঠীং বিতন্বানাঃ সন্ত্যগম্যাং হি মাদৃশৈঃ॥

মূলানুবাদ

৭৭। আরও দেখিয়াছিলাম, তপোলোকবাসিগণ ভগবদবতার সেই সনকাদিকে সম্মাননা করিতেছেন, আর তাঁহারাও পরস্পরে সুখের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। তাঁহাদের সেই সুখগোষ্ঠী আমার মত অল্পজ্ঞ নূতন বৈষ্ণবের অগম্য।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৭৭। তানেব চতুরো বর্ণয়তি—সম্মন্যমানা ইতি। তাদৃশৈঃ সনকাদি-সদৃশৈরেব তত্রত্যৈস্তল্লোকবাসিভিঃ। সম্যগ্‌ভগবদবতারত্বেন তদ্দৃষ্ট্যা পূজ্যমানাঃ সন্তঃ। তেষাং চরিতমাহ—মিথোঽন্যোন্যং সুখেন সুখরূপাং বা গোষ্ঠীং সংলাপং বিতন্বানা বিস্তারেণ কুর্বাণা ইতি। এষাং পরস্পরং গোষ্ঠী চ দশমস্কন্ধে শ্রুতিস্তুতৌ প্রসিদ্ধা। সা কীদৃশীত্যপেক্ষায়ামাহ—মাদৃশৈর্মৎসদৃশৈরল্পজ্ঞৈর্জনৈর্নূতনবৈষ্ণবৈর্বা অগম্যাং বোদ্ধুমশক্যামিত্যর্থঃ। অতএব মুক্তিভক্ত্যাদিজ্ঞানং তত্র ন কিমপি বৃত্তমিতি জ্ঞেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৭। অতঃপর সেই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। দেখিলাম, তপোলোকবাসিগণ সনকাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সদৃশ মহাত্ম্যসম্পন্ন হইয়াও সেই সনকাদিকে ভগবদবতার বলিয়া পূজা করিতেছেন, আর তাঁহারাও পরস্পর আনন্দের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। এই প্রকার পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠীর বিষয় দশমস্কন্ধে বেদস্তুতিতে প্রসিদ্ধ আছে। যদি বল, সেই ইষ্টগোষ্ঠী কীদৃশ? তাহা আমার ন্যায় অল্পজ্ঞজনের বা নবাগত বৈষ্ণবের অগম্য—ধারণা শক্তির অতীত। অতএব মুক্তি, ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ক কি না, তৎসম্বন্ধে কোনও জ্ঞান ছিল না।

৭৮। ভগবল্লক্ষণং তেষু তাদৃঙ্নাস্তি তথাপ্যভূৎ।
তেষাং সন্দর্শনাত্তত্র মহান্মোদো মম স্বতঃ॥

মূলানুবাদ

৭৮। যদিও তাঁহারা (সনকাদি) ভগবানের মত লক্ষণান্বিত ছিলেন না, তথাপি তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে স্বভাবতই হৃদয়ে অপার আনন্দ উপস্থিত হইত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৭৮। মনু জগদীশসন্দর্শনরতস্য তে কিমন্যদর্শনেন? তত্র সুখাভাবাৎ। সত্যম্, ভগবত্তাসম্বন্ধেনৈব তত্রাপি তদভূদিত্যাহ—ভগবদিতি। যদ্যপি তেষু সনকাদিষু নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিবেশধারিষু তাদৃগসাধারণং প্রকটং বা ভগবতো লক্ষণং চতুর্ভুজত্বাদিকং পরমৈশ্বর্যবৈভবাদিকঞ্চ নাস্তি, তথাপি তেষাং সনকাদীনাং চতুর্ণাং দর্শনান্মম মহান্ মোদো হর্ষোঽভূৎ। স্বত ইত্যনেন ভগবদবতারাণাং পরমানন্দক স্বভাবতো বোক্তা। স চ তত্র তপোলোক এব, ন তু পূর্বং মহর্লোকে সনৎকুমারস্য দর্শনাদিতি তল্লোকস্বাভাবিকমাহাত্ম্যং দর্শিতম। এবং সর্বত্রৈব স্থান-বিশেষস্য-কালবিশেষস্যাধিকারিবিশেষস্য চ মাহাত্ম্যবিশেষো দ্রষ্টব্যঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৮। যদি বল, সর্বদা জগদীশ সন্দর্শনে রত, তথাপি কি জন্য অন্যদর্শনে প্রবৃত্তি হইল? তবে কি তথায় সুখের অভাব? সত্য, ভগবত্তা সম্বন্ধে আমার এই প্রকার ধারণা হইয়াছিল; তথাপি তাহা অভূতপূর্ব। যদ্যপি সেই সনকাদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বেশধারী এবং ভগবত্তার তাদৃশ অসাধারণ চিহ্ন প্রকট নাই, কিংবা অসাধারণ লক্ষণ চতুর্ভুজত্ব ও শঙ্খ চক্রাদি পরমৈশ্বর্যময় বৈভবাদিও প্রকট ছিল না, তথাপি সেই সনকাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে দর্শন করিলেই আমার হৃদয়ে স্বতঃই মহান্ আনন্দের উদ্রেক হইত। এস্থলে 'স্বতঃ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, তাঁহারা ভগবদতার বলিয়া স্বভাবতই পরমানন্দস্বরূপ। আর ইহা তপোলোকেরও স্বভাব বটে, নতুবা পূর্বে মহর্লোকে যখন আমি এই শ্রীসনৎকুমারকে সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তখন তথায় তাদৃশ আনন্দের উদ্গম হয় নাই—কেবল এই তপোলোকেই তাঁহাদিগের দর্শনে বিলক্ষণ আনন্দ পাওয়া যাইতেছে। এতদ্দারা তপোলোকের স্বাভাবিক মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইল। এই প্রকার সর্বত্রই স্থানবিশেষে, কালবিশেষে ও অধিকারীবিশেষে মাহাত্ম্য বিশেষ দ্রষ্টব্য।

**৭৯। যথাস্থানং প্রয়াতেষু ধ্যাননিষ্ঠেষু তেষ্বথ।
দ্রষ্টুং ভ্রমামি সম্ভাব্য পূর্ব্ববজ্জগদীশ্বরম্॥**

মূলানুবাদ

৭৯। অনন্তর ধ্যাননিষ্ঠ সনকাদি যোগীন্দ্রগণ যথাস্থানে প্রস্থান করিলে, আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, স্বর্গাদির ন্যায় এখানেও প্রকটভাবে শ্রীভগবান বিরাজ করেন, এই অভিপ্রায়ে আমি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৭৯। অথানন্তরং তেষু পূজ্যপূজকেষু সর্বেষু যথাস্থানং নিজনিজাবাসং প্রকর্ষেণান্তর্ধানগত্যা যাতেষু সৎসু জগদীশ্বরং পূর্ববত্তত্র সম্ভাব্য যথা স্বর্লোকে মহর্লোকে চ বর্ততে, তথাত্র কুত্রাপি নিগূঢ়াস্পদেহবশং বিদ্যত ইতি সম্ভাবনাং কৃত্বা দ্রষ্টুমিতস্ততস্তল্লোকে ভ্রমামীত্যর্থঃ। ননু তে কিং ন পৃষ্টাঃ? তত্রাহ—ধ্যাননিষ্ঠেষ্বিতি। পূজাসময়ে তত্রত্যযোগীন্দ্রগণ-সমাগমেন বিবিক্তত্বাবাবত্তদানীং মিথো গোষ্ঠীমকুর্বন্, পশ্চাচ্চ প্রায়ো ধ্যাননিষ্ঠত্বাত্তদর্থং স্বস্বস্থানং গতা ইত্যবসরাভাবান্ন প্রশ্নঃ কৃত ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৯। অনন্তর পূজ্য সনকাদি মহর্ষিগণ এবং পূজক তল্লোকবাসী অন্যান্য মহর্ষিগণ অন্তর্ধান শক্তিবলে নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করিলেন। তখন আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, স্বর্গলোকে ও মহর্লোকে যেমন প্রকটভাবে শ্রীজগদীশ্বর বিরাজ করেন, সেইরূপ এই তপোলোকেও ভগবান্ অবশ্যই কোন নিগূঢ় স্থানে বিরাজ করিতেছেন, অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই দর্শন লাভ করিব। এইরূপ সম্ভাবনা করিয়া সেই তপোলোকে আমি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। যদি বল, যোগীন্দ্রগণকে কেন জিজ্ঞাসা করেন নাই? বলিতেছি, শ্রবণ কর, তাঁহারা ধ্যাননিষ্ঠ, এজন্য আমার বলিবার অবসর হয় নাই। কেবল পূজা-সময়ে তত্রত্য যোগীন্দ্রগণ সমাগত হইলে নির্জনতা ভঙ্গপূর্বক পরস্পর সুখগোষ্ঠীতে প্রবৃত্ত হয়েন। তারপর প্রায়ই ধ্যাননিষ্ঠা-প্রভাবে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করেন। এইজন্য আমি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার অবসর প্রাপ্ত হই নাই।

৮০। ইতস্ততো ন দৃষ্টা তমপৃচ্ছং তান্ মহামুনীন্।
ন তে স্তুবন্তং মামগ্রে নমন্তং লোকয়ন্ত্যপি॥

৮১। প্রায়ঃ সর্বে সমাধিস্থা নৈষ্ঠিকা ঊর্ধ্বরেতসঃ।
স্বাত্মারামাঃ পূর্ণকামাঃ সেব্যমানাশ্চ সিদ্ধিভিঃ॥

৮২। ভগবদ্দর্শনাশা চ মহতী ফলিতা ন মে।
উতাভূদ্বিরমন্তীব তেষাং সঙ্গ স্বভাবতঃ॥

৮৩। তত্রাথাপ্যবসং তেষাং প্রভাবভর-দর্শনাৎ।
গুরুবাগ্গৌরবাদ্দৃষ্টফলতাচ্চাত্যজন্ জপম্॥

৮৪। স্থান-স্বভাবজাচ্চিত্ত-প্রসাদানন্দতোঽধিকম্।
তেন সম্পদ্যমানেন সা দিদৃক্ষা বিবর্ধিতা॥

মূলানুবাদ

৮০। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াও যখন শ্রীজগদীশ্বরের দর্শন পাইলাম না, তখন অগত্যা সেই মহামুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না। পরন্তু তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া স্তবাদি করিলেও তাঁহারা আমায় অবলোকনও করিলেন না।

৮১। তাঁহারা প্রায়ই সমাধিস্থ, কদাচিৎ পরস্পর প্রিয়গোষ্ঠী বা বাহ্য পূজাদি করেন। তাঁহারা নৈষ্ঠিক, ঊর্ধ্বরেতা, আত্মারাম, পূর্ণকাম ও অণিমাদি সিদ্ধি-কর্তৃক সেব্যমান।

৮২। তথায় আমার ভগবদ্দর্শন আশা ফলিত হইল না, বরং আত্মারামগণের সংসর্গ বশতঃ আমার সেই আশাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল।

৮৩। তথাপি আমি সেই তপোলোকেই বাস করিতে লাগিলাম। তাঁহাদের প্রভাব দর্শনে আমি স্থানান্তরে যাইতে পারি নাই। আর শ্রীগুরুবাক্যের গৌরব-হেতু দৃষ্টফল মন্ত্রজপও ত্যাগ করিতে পারি নাই।

৮৪। স্বভাবত স্থান-মাহাত্ম্যে মন্ত্রজপ করিতে করিতে আমার প্রভু-দর্শনানুরাগ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল; তাহাতে আমার চিত্তপ্রসাদরূপ যে আনন্দ লাভ হইল, তাহার তুলনায় সনকাদি মুনিগণের সংসর্গজাত আনন্দ ন্যূন বোধ হইল।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৮০। তং জগদীশ্বরং তানপৃচ্ছম্; অত্র জগদীশ্বরঃ কুত্রাস্তীতি প্রশ্নমকার্ষম্। অস্তু তাবত্তে প্রত্যুত্তরং দদুঃ, প্রত্যুত মামগ্রে স্থিতং স্তুবন্তং নমন্তঞ্চ ন লোকয়ন্তি ন পশ্যন্ত্যপি॥

৮১। তত্র হেতুমাহ—প্রায় ইতি। কদাচিদেব মিথো গোষ্ঠীং বহিঃ পূজাঞ্চ কুর্বন্তীত্যর্থঃ। স্বেনাত্মনৈব আ সম্যগ্ রমন্তে ইত্যাত্মারামা অনন্যরতয় ইত্যর্থঃ। যতঃ পূর্ণঃ সিদ্ধঃ সমাপ্তো বা কামো বাঞ্ছা যেষাং তে। উর্দ্ধরেতযামাত্মারামাণাঞ্চ লক্ষণমুক্তম্। অতএব সিদ্ধিভিরণিমাদিভির্মূর্ত্তিমতীভিঃ সেব্যমানাঃ পরিচর্যমাণাঃ॥

৮২। এবঞ্চ ভগবতো দর্শনে যা আশা, সা মে ন ফলিতা সিদ্ধা, তত্র তদ্দর্শনাসম্পত্তেঃ। মহতী চিরকালানুবৃত্ত্যা দীর্ঘেত্যর্থঃ। উত প্রত্যুত তেষাং তৈরাত্মারাধৈর্য্যঃ সঙ্গতস্য স্বভাবতঃ সহজধর্মাদ্বিরমন্তী ক্ষীয়মাণেব সাশাভূৎ॥

৮৩। তর্হি মহর্লোকে নির্বৃত্ত্য কথং নায়াতোঽসি? তত্রাহ—তত্রেতি। অথাপি এবং সত্যপি প্রভাবভরস্য মহাসিদ্ধিজাতাভিব্যঞ্জনাদিরূপস্য শক্ত্যতিশয়সং দর্শনাৎ, সাক্ষাদনুভবাদ্ধেতোঃ। নন্বাত্মারামসঙ্গে জগদীশ্বর-দিদৃক্ষেব তদ্ধেতুর্মন্ত্রজপোঽপি নিবৃত্তং কিম্? নেত্যাহ—গুর্বিতি, গুরোর্যাবাক্—'ন কদাচিজ্জপং ত্যজেৎ'—ইত্যাদিরূপা, তস্যাং যদ্-গৌরবমাদরস্তস্মাদ্ধেতোঃ; অত্যজন্নিত্যনেন তত্ত্যাগমাত্রং নিরাকৃতম্। প্রীত্যাসক্তিশ্চ পূর্ববন্নাস্তীতি বোধ্যতে॥

৮৪। নন্বেবং চেত্তর্হি তল্লোকস্যোক্তো মাহাত্ম্য-বিশেষঃ কথং ঘটত্যামিত্যা শঙ্কয়া তন্মাহাত্ম্য দর্শয়ন্ জপরূপয়াপি ভক্ত্যা আত্মারামতানিরসনমাহ—স্থানেতি, স্থানস্য তল্লোকস্য স্বভাবাজ্জায়াত ইতি তথা তস্মাচ্চিত্তপ্রসাদরূপাদানন্দাদ্ধেতোরধিকং পূর্বতোঽপি বিশেষেণ সম্পদ্যমানেন স্বতঃসিদ্ধতা তেন জপেন সা দীর্ঘা জগদীশবিষয়কা দর্শনেচ্ছা বিশেষেণ বর্ধিতা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮০। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াও যখন শ্রীজগদীশ্বরের সন্দর্শন পাইলাম না, তখন সেই মহর্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই তপোলোকে শ্রীজগদীশ্বর কোথায় বিরাজ করিতেছেন? আমার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা আমাকে অবলোকনও করিলেন না। অধিক কি বলিব, আমি তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব প্রণামাদি করিতে থাকিলেও তাঁহারা আমার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না।

৮১। তাহার কারণ বলিতেছেন, সেই মুনিগণ প্রায়ই সমাধিস্থ, কদাচিৎ তাঁহারা পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী ও বাহ্য পূজাদি করিয়া থাকেন। কারণ, সেই উর্দ্ধরেতাগণ সকলেই আত্মাতে রমণ করিয়া থাকেন, সুতরাং অনন্যরতি, অর্থাৎ আত্মভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই তাঁহাদের মনোযোগ নাই। বিশেষতঃ তাঁহাদের সমস্ত কামনা বাসনা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া পূর্ণকাম। এমন কি অণিমাদি সিদ্ধিসকল মূর্তিমতী হইয়া তাঁহাদিগের সেবা করিতেছেন।

৮২। বহুকাল হইতে আমি যে ভগবদ্দর্শনের মহতী আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি, তথায় সেই ভগবদ্দর্শনাশা ফলিত বা সিদ্ধ হইল না; প্রত্যুত আত্মারামগণের সংসর্গ বশতঃ চিরকালের মহতী আশা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। যাঁহারা আত্মারাম, তাঁহাদের সঙ্গে স্বভাবতঃ সহজধর্ম সকলও বিরামপ্রাপ্ত হয়, এজন্য আমার ভগবদ্দর্শনাশাও ক্ষীণ হইতে লাগিল।

৮৩। তাহা হইলে মহার্লোকে কেন ফিরিয়া আসিলেন না? সত্যই, তপোলোকে আমার ভগবদ্দর্শনাশা ক্ষীণপ্রায় হইয়াছিল। তথাপি আমি সেই স্থানে বাস করিতে বাধ্য হইলাম। কেননা, শ্রীসনকাদির পরিচারিকাস্বরূপে অণিমাদি সিদ্ধির অভিব্যঞ্জনাদি অর্থাৎ তাহাদের অব্যাহত শক্তিপ্রভাব সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি, সেই শক্তিপ্রভাবে আমি স্থানান্তরে যাইতে পারি নাই। যদি বল, আত্মারামগণের সঙ্গ-প্রভাবে ভগবদ্দর্শন-লালসা লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল, সুতরাং ভগবৎ দর্শনের হেতুস্বরূপ মন্ত্রজপও কি নিবৃত্ত হইল? বলিতেছি, শ্রবণ কর। মন্ত্রপ্রদ শ্রীগুরুদেব আদেশ করিয়াছিলেন, 'ন কদাচিজ্জপং ত্যজেৎ'—কখনও জপ ত্যাগ করিবে না। ইত্যাদিরূপ আদেশবলে বা গুরুত্ব প্রতি গৌরববশতঃ আমার মন্ত্রজপ ত্যাগ মাত্রই বাকি ছিল, কিন্তু পূর্ববৎ মন্ত্রজপের প্রতি প্রীতি ও আসক্তি ছিল না।

৮৪। যদি বল, এই প্রকারে ভগবদ্দর্শনাশা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইলে, কথিত তপোলোকের মাহাত্ম্যবিশেষের অনুভব কি প্রকারে সংঘটিত হইয়াছিল? ইহার উত্তর ব্যপদেশে প্রথমতঃ সেই তপোলোকের মাহাত্ম্য প্রদর্শন, পরে মন্ত্রজপরূপ ভক্তিদ্বারা আত্মারামতা নিরসনের হেতু বলিতেছেন, মন্ত্রজপ করিতে করিতে সেই তপোলোকের স্বভাবজাত চিত্তপ্রসন্নতারূপ আনন্দহেতু মন্ত্রজপও পূর্বাপেক্ষা অধিকতররূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল। তাহাতেই আমার দীর্ঘকালের জগদীশ বিষয়ক দর্শনেচ্ছা বিশেষরূপে বর্ধিত হইল। এজন্য আত্মারামগণের সংসর্গবশতঃ চিত্তপ্রসাদরূপ যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহাও ন্যূন বোধ হইতে লাগিল।

৮৫। সদা নীলাচলে রাজজ্জগন্নাথদিদৃক্ষয়া।
যিযাসুং তত্র সংলক্ষ্যাব্রবীন্মাং পিপ্পলায়নঃ॥

মূলানুবাদ

৮৫। তারপর এই অনুরাগের প্রাবল্যে মনে করিলাম, সদা বিরাজমান শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনার্থ নীলাচলে গমন করিব। এমন সময়ে শ্রীপিপ্পলায়ন সর্বজ্ঞতাশক্তিবলে আমার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৮৫। ততশ্চ তল্লোকে তদ্দর্শনাভাবাৎ নীলাচলে রাজতঃ প্রকাশমানস্য জগন্নাথস্য দিদৃক্ষয়া; সদেতি সর্গে মহর্লোকে চ কদাচিদন্তর্ধানাত্তত্র তত্র জিগমিষাং নিবারয়তি। তত্র নীলাচলে যিযাসুং যাতুমিচ্ছুং সংলক্ষ্য তত ইতো ভ্রমণমুখম্লানি-শোকাদিবাহ্যান্তর-লক্ষণেন জ্ঞাত্বা সার্বজ্ঞেন বাহ্যভিজ্ঞায়। পিপ্পলায়নঃ কবিমুখ্যানং নবানামৃষভদেবপুত্রাণাং মধ্যমঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৫। তদনন্তর সেই তপোলোকে সর্বদা ভগবৎ দর্শনের অভাব হেতু স্থিরভাবে বিরাজমান শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন নিমিত্ত নীলাচল যাইতে ইচ্ছা করিলাম। এমন সময় ভগবান্ শ্রীঋষভদেবের মধ্যম পুত্র কবিমুখ্য শ্রীপিপ্পলায়ন সর্বজ্ঞতা শক্তিবলে আমার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হওত, অথবা আমার ইতস্ততঃ ভ্রমণ, মুখম্লানি ও শোকাদিব্যঞ্জক বাহ্যলক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ সর্বদা বিরাজ করেন"—একথা বলার তাৎপর্য এই নয় যে, স্বর্গে ও মহর্লোকে শ্রীভগবান কখন কখন অন্তর্হিত হইয়া থাকেন, বা তথায় বিরাজমানতার নির্ভরতা নাই।

শ্রীপিপ্পলায়ন উবাচ—

৮৬। ইদং মহৎ পদং হিত্বা কথমন্যদ্‌যিযাসসি।
কথং বা ভ্রমসি দ্রষ্টুং দৃগ্‌ভ্যাং তং পরমেশ্বরম্॥

৮৭। সমাধৎস্ব মনঃ স্বীয়ং ততো দ্রক্ষ্যসি তং স্বতঃ।
সর্বত্র বহিরন্তশ্চ সদা সাক্ষাদিব স্থিতম্॥

৮৮। পরমাত্মা বাসুদেবঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
নিতান্তং শোধিতে চিত্তে স্ফুরত্যেষ ন চান্যতঃ॥

মূলানুবাদ

৮৬। শ্রীপিপ্পলায়ন বলিলেন,—এই মহৎপদ পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য অন্যস্থানে যাইতে ইচ্ছা করিতেছ? আর কিজন্যই বা চক্ষুর অগোচর সেই পরমেশ্বরকে চক্ষু দ্বারা দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছ?

৮৭। তুমি সমাধি অবলম্বন করিয়া আপনার মন স্থির কর, মানস-সমাধিতেই পরমেশ্বরকে দর্শন করা যায়। তিনি অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র অবস্থান করিলেও তুমি সমাধিবলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষের ন্যায় দর্শন করিবে।

৮৮। কারণ, পরমাত্মা চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেব বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবিত চিত্তেই স্ফূর্তি পাইয়া থাকেন—অন্য পদার্থের স্ফুরণরূপ মল দূরীভূত হইয়া চিত্ত নিতান্ত শোধিত হইলে সেই চিত্তেই বাসুদেব স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অন্য কোন প্রকারে তাঁহার দর্শনলাভ হয় না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৮৬। মহতামূর্দ্ধ্বরেতসাং যোগীন্দ্রাণা পদং লোকম্; যদ্বা প্রাজাপত্য-সুখকোটিগুণিত-সুখাস্পদত্বান্মহৎ পরমোৎকৃষ্টমন্যৎ পদং যাতুমিচ্ছসি। তং চক্ষুরাদ্যগোচরং দৃগ্‌ভ্যাং দ্রষ্টুম্॥

৮৭। ননুদর্শনং চক্ষুর্ভ্যামের স্যাত্তদর্থং পরিভ্রমণমুচিতমেব তত্রাহ—সমাধৎস্বেতি, অন্তর্বৃত্তিকং কুরু; ততঃ সমাধানাৎ। স্বত ইতি যথা দর্পণমার্জনাৎ স্বয়মেব প্রতিবিম্বিতং মুখং দৃশ্যতে, তথা অনায়াসেনেত্যর্থঃ। নন্বত্রন্যত্র বাহসৌ দ্রষ্টব্যস্তত্রাহ—সর্ব্বত্রেতি। ইবেতি বস্তুতোহক্ষিভ্যামদর্শনাৎ। এবমীদৃশস্য দৃগ্‌ভ্যাং দর্শনার্থং পরিভ্রমণমযুক্তমিতি ভাবঃ॥

৮৮। তত্র হেতুমাহ—পরমাত্মেতি। বাসুদেবশ্চিত্তাধিষ্ঠাতা চিত্ত এব স্ফুরতি

প্রকাশতে। তদুক্তং চতুর্থস্কন্ধে (শ্রীভা ৪।৩।২৩)—'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্' ইত্যাদি। ঈদৃশে নিতান্তমতিশয়েন শোধিতে তদিতরস্ফূরণরূপমলরহিতীকৃতে, ন চ অন্যতঃ অন্যথা অন্যস্মিন্ চক্ষুরাদাবিতি বা; যতঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। পরব্রহ্মঘনরূপস্য তস্য স্বপ্রকাশকত্বাদপরিচ্ছিন্নত্বাচ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়েণ ন গ্রহণং সম্ভবতীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৬। শ্রীপিপ্পলায়ন বলিলেন,—এই তপোলোকে ঊর্ধ্বরেতা যোগীন্দ্রগণের পদ অথবা প্রাজাপত্যসুখ হইতেও কোটিগুণিত সুখাস্পদ পরমোৎকৃষ্ট মহৎপদ ত্যাগ করিয়া কিজন্য অন্যত্র গমনের ইচ্ছা করিতেছ? আর কিজন্যই বা চক্ষুর অগোচর সেই পরমেশ্বরকে চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিবার জন্য ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছ?

৮৭। যদি বল, দর্শন চক্ষুর দ্বারাই হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত পরিভ্রমণ আবশ্যক। বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই পরমেশ্বরকে কদাচ বাহ্য চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব তুমি মনকে অন্তর্মুখ করিয়া সমাধি অবলম্বন কর। যেমন দর্পণ মার্জনা করিলে স্বতঃই তাহাতে মুখ প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ সমাধিবলে চিত্ত পরিষ্কৃত হইলেই পরমেশ্বরকে অনায়াসে দর্শন করা যায়। যদি বল, সেই পরমেশ্বর এইস্থানে বা অন্যত্র দ্রষ্টব্য? সেই পরমেশ্বর সর্বদা সর্বস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন, অর্থাৎ বহির্দেশে ও অন্তর্দেশে প্রত্যক্ষের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। অতএব এতাদৃশ পরমেশ্বরকে বাহ্য চক্ষুর দ্বারা দর্শনার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা অযুক্ত।

৮৮। তাহার হেতু বলিতেছেন, চিত্তাধিষ্ঠাতা পরমাত্মা বাসুদেব বিশুদ্ধ-সত্ত্ববিভাবিত চিত্তেই স্ফূর্তি পাইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থস্কন্ধে উক্ত আছে—'বিশুদ্ধ সত্ত্বই বাসুদেব শব্দে উক্ত হয়।' কেননা, নির্মল বিশুদ্ধ চিত্তে পরমপুরুষ বাসুদেব প্রকাশ পান। অন্য পদার্থের স্ফুরণরূপ মল দূরীভূত হইয়া চিত্ত নিতান্ত শোধিত হইলে সেই চিত্তেই বাসুদেব স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়েন, অন্য কোন কারণে কিংবা চক্ষুরাদি অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে তাঁহার দর্শনলাভ হয় না। কারণ, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্মঘনস্বরূপ স্বপ্রকাশ ও অপরিচ্ছিন্ন, অতএব সেই বাসুদেবকে বাহ্যেন্দ্রিয়দ্বারা দর্শন করিতে পারা যায় না।

৮৯। তদানীঞ্চ মনোবৃত্ত্যন্তরাভাবাৎ সুসিধ্যতি।
চেতসা খলু যৎ সাক্ষাচ্চক্ষুষা দর্শনং হরেঃ॥
৯০। মনঃসুখেঽন্তর্ভবতি সর্বেন্দ্রিয়সুখংস্বতঃ।
তদ্বৃত্তিষ্বপি বাক্চক্ষুঃশ্রুত্যাদীন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥

মূলানুবাদ

৮৯। মনের দ্বারা যে কেবল ধ্যানই নিষ্পন্ন হয় তাহা নহে, চক্ষুদ্বারা শ্রীহরির যে সাক্ষাৎ দর্শন, তাহাও কেবল মনোদ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। কারণ ভগবৎস্ফূর্তিসময়ে শ্রীভগবৎস্ফুরণরূপ বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তিই থাকে না। অতএব নেত্রের কর্ম মনোদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

৯০। মনের সুখ হইলে সর্বেন্দ্রিয়ের স্বতঃই সুখ হইয়া থাকে, সকল ইন্দ্রিয়সুখই মনঃসুখের অন্তর্ভূত। মনের বৃত্তিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েরও বৃত্তি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৮৯। নন্বিদং ধ্যানমেব, ন তু দর্শনম্; তত্তুচক্ষুরিন্দ্রিয়ণৈব স্যাত্ততঃ কথং দ্রক্ষ্যসীত্যুক্তম্? তত্রাহ—তদানীমিতি। চক্ষুষা যদ্ধরেঃ সাক্ষাদ্দর্শনং তচ্চেতসৈব খলু নিশ্চিতং সিধ্যতি। তত্র হেতুঃ তদানীং চিত্তে ভগবৎস্ফূর্ত্তিসময়ে মনসো বৃত্ত্যন্তরস্য ভগবৎস্ফূরণবৃত্তেরন্যদ্বৃত্তেরভাবাৎ। অয়মর্থঃ—শ্রীভগবন্মূর্ত্তৌ মনোঽভিনিবেশকালে 'মনসৈবাহময়ং ভগবন্তং পশ্যন্নস্মি, ন তু চক্ষুর্ভ্যাম্' ইতি জ্ঞানবিশেষাভাবাদথ চ তাভ্যামিব তেনৈব দর্শনসম্পত্তিশ্চক্ষুষঃ কর্ম মনসৈব সিধ্যেদিতি। সুশব্দেন ততোঽপি শোভনতয়া দর্শনসিদ্ধিরুক্তা, পরিচ্ছিন্নেন চক্ষুরিন্দ্রিয়েণ যুগপৎ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণাসম্ভবাৎ, তথা তত্তল্লাবণ্যাদিবিশেষস্য সম্যগ্গ্রহণাশক্তেঃ॥

৯০। ননু ভবত্বেবং, তথাপ্যক্ষিভ্যাং দর্শনেনৈব সুখমধিকং স্যাৎ, তত্রাহ—মন ইতি, মনসঃ সুখে সতি, অস্তু তাবদেকস্য চক্ষুরিন্দ্রিয়স্য, সর্বেষামপীন্দ্রিয়াণাং সুখং স্যাদিত্যর্থঃ। মনোদুঃখেন অস্তু তাবদিন্দ্রিয়াণাং বিষয়গ্রহণসুখং, প্রবৃত্তেরপ্যঘটনাৎ। স্বত ইতি সর্বেন্দ্রিয়াণাং মনোমূলকত্বাৎ তরুমূলসেকেন শাখাপল্লবাদীনামিবেত্যযত্নতাং দর্শয়তি। নন্বেবমপি স্মরণরূপং মনস এব কর্ম সিধ্যেন্ন তু বাক্চক্ষুরাদীনাং কীর্তনদর্শনাদি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি বৈচিত্র্যেব সুখমধিকতরং স্যাত্তত্রাহ—তস্য মনসো বৃত্তিষু শ্রুতিঃ শ্রবণম্, বাগাদীন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়োঽপ্যন্তর্ভবন্তি। মনসৈব কীর্তন-দর্শনাদিকং সিধ্যতীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৯। যদি বল, মনের দ্বারা কেবল ধ্যানই নিষ্পন্ন হয়, দর্শন হয় না। পরন্তু দর্শন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। কিন্তু আপনি 'ততো দ্রক্ষ্যসি' (৮৭ শ্লোক)—"তারপর দর্শন করিবে"—এই কথা কিজন্য বলিলেন? এরূপ আশঙ্কা করিও না। শ্রীহরির যে সাক্ষাৎ দর্শন, তাহাও কেবল মনোদ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ মনের দ্বারা যে কেবল ধ্যানই নিষ্পন্ন হয়, তাহা নহে। চক্ষুর্দ্বারা শ্রীহরির যে সাক্ষাৎ দর্শনের কথা শুনা যায়, তাহা কেবল মনোদ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। তাহার হেতু এই যে, চিত্তে ভগবৎস্ফূর্তির সময়ে ভগবৎস্ফুরণরূপবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তিই থাকে না। অর্থাৎ শ্রীভগবন্মূর্তিতে মনের অভিনিবেশকালে যখন মনে ভগবৎস্ফূর্তি লাভ হয়, তখন "আমি কেবল মনোদ্বারাই ভগবদ্দর্শন করিতেছি, চক্ষুর্দ্বারা নহে—" এইরূপ জ্ঞান বিশেষের অভাব-হেতু অন্য প্রকার মনোবৃত্তির উদয় হইতে পারে না; বরং "নেত্রযুগল দ্বারাই যেন দর্শন করিলাম।"—এই ধারণাই হইয়া থাকে; সুতরাং নেত্রের কর্ম মনের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ মনের দ্বারাই চক্ষুর কর্ম দর্শনসম্পত্তি—চক্ষুর্দ্বারা দর্শনের মত হইয়া থাকে। 'সুসিধ্যতি' পদের 'সু' শব্দে ততোধিক শোভনরূপ দর্শনক্রিয়া সিদ্ধি। অধিক কি বলিব, মনোদ্বারা শ্রীভগবন্মূর্তির সাক্ষাৎ দর্শনক্রিয়া যেরূপ শোভনরূপে নিষ্পন্ন হয়, চক্ষুর্দ্বারা সেরূপ হয় না। কারণ, পরিচ্ছিন্ন চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা যুগপৎ সর্বাঙ্গ গ্রহণ সম্ভবপর নহে, সুতরাং মনোদ্বারাই তদ্দর্শন সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

৯০। যদি বল, মনোদ্বারাই তদ্দর্শন হয়, হউক; তথাপি চক্ষুর্দ্বারা দর্শনে অধিক সুখ হইয়া থাকে। তাহাতেই বলিতেছেন, মনের সুখ হইলেই চক্ষুরাদি সর্বেন্দ্রিয়েরই সুখ হইয়া থাকে। অতএব চক্ষুর্দ্বারা দর্শনেই যে অধিক সুখ হয়, তাহা মনে করিও না। কারণ, কেবল চক্ষু কেন, সকল ইন্দ্রিয়ের সুখই মনঃসুখের অন্তর্ভূত। যেমন তরুর মূল স্নিগ্ধ হইলে শাখা-প্রশাখা পত্র-পুষ্পাদি সর্বাবয়ব প্রফুল্ল হয়, সেইরূপ মনোমূলক সর্বেন্দ্রিয় মনের সুখেই স্বতঃই সুখী হয়। মনে দুঃখ থাকিলে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সুখ গ্রহণের কথা দূরে থাকুক, বিষয়গ্রহণেই প্রবৃত্তি হয় না। যদি বল, এই প্রকারে মনের স্মরণরূপ মানস কর্মই সিদ্ধ হয় কিন্তু বাক্ চক্ষুরাদির বৃত্তি কীর্তন ও দর্শনাদি সিদ্ধ হয় না বলিয়া পরিমিত বা সীমাবদ্ধ সুখই উপলব্ধি হইয়া থাকে। সত্য, ইন্দ্রিয়বৃত্তির বৈচিত্র্যেই অধিকতর সুখ হয়, কিন্তু মনের বৃত্তিতেই শ্রবণ, বাক্, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি অন্তর্ভূত আছে বলিয়া যাবতীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির কার্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ; সুতরাং মনের দ্বারাই কীর্তন ও দর্শনাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে।

৯১। মনোবৃত্তিং বিনা সর্বেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়োঽফলাঃ।
কৃতাপীহাঽকৃতৈব স্যাদাত্মন্যনুপলব্ধিতঃ॥
৯২। কদাচিদ্ভক্তবাৎসল্যাদ্যাতি চেদ্দৃশ্যতাং দৃশোঃ।
জ্ঞানদৃষ্ট্যেব তজ্জাতমনভিমানঃ পরং দৃশোঃ॥

মূলানুবাদ

৯১। মনোবৃত্তি ব্যতীত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি নিষ্ফল, যদি বা ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করে, তথাপি তাহা অনাচরিতের ন্যায়ই হইয়া থাকে। অতএব বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তিতে শ্রীভগবানের স্ফূর্তিকেই তাঁহার দর্শন বলিয়া জানিবে।

৯২। সেই শ্রীভগবান্ ভক্তবাৎসল্যাদিগুণে কদাচিৎ কাহারও বাহ্য চক্ষুগোচর হয়েন সত্য, কিন্তু সেই সন্দর্শনও জ্ঞানরূপ দৃষ্টি দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে, কেবল শ্রীভগবানের করুণায় জীবের এই অভিমান হইয়া থাকে যে, আমি নেত্র দ্বারাই ভগবদ্দর্শন করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৯১। এবমন্বয়েনোক্ত্বা ব্যতিরেকেণাহ—মনোবৃত্তিমিতি। ফলং স্বস্ববিষয়-গ্রহণ, তদ্রহিতা ভবন্তি। যতঃ কৃতাপি তৈরিন্দ্রিয়ৈরীহা নিজনিজবিষয় গ্রহণরূপো ব্যাপারঃ, অকৃতা অনাচরিতৈব স্যাৎ। কুতঃ? আত্মনি জীবে অনুপলব্ধিতঃ মনোবৃত্ত্যভাবেন তত্তদ্বিষয়ানুভবাভাবাৎ। অত্র চ সুখপাঠ্যমানস্তোত্রাদেবনুসন্ধানম্। সর্বৈরনুভূয়-মানমেব ব্যক্তং নিদর্শনন, এবং শ্রীভগবতো বিশুদ্ধচিত্তবৃত্তিবিশেষে স্ফূর্ত্তিরেব দর্শনং, ন তু সাক্ষাদক্ষিভ্যাম, ইন্দ্রিয়বৃত্ত্যগোচরত্বাদিতি সিদ্ধম্॥

৯২। ননু কথং তর্হি শ্রীধ্রুব-প্রহ্লাদাদীনাং সাক্ষাদক্ষিভ্যাং ভগবদ্দর্শনস্য প্রসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কদাচিদিতি। ভক্তেষু যদ্বাৎসল্যং চক্ষুঃসাফল্যসম্পাদনাদি রূপঃ স্নেহবিশেষস্তস্মাদ্ধেতোশ্চেদ্যদি দৃশোর্দৃশ্যতাং যাতু, দৃশ্যো ভবতু, তদাপি তদ্দর্শনং জ্ঞানরূপয়া দৃষ্ট্যেব জাতং, ন তু দৃগ্‌ভ্যাং, পরিচ্ছিন্নত্বাদিধর্মবতা পরমাপরিচ্ছিন্নত্বাদিধর্মিণো গ্রহণাসম্ভবাৎ। ননু তহি কথং তথা প্রসিদ্ধিঃ, তদ্বাৎসল্যং বোক্তম্? তত্রাহ—পরং কেবলং দৃশোর্ময়া ভগবান্ সাক্ষাদক্ষিভ্যাময়ং দৃশ্যতে দৃষ্টো বেত্যক্ষ্ণোর্বিষয়ে জীবস্যাভিমানঃ স্যাৎ, স চ ভক্তবাৎসল্যবোধনার্থ এবেত্যবগন্তব্যম্॥ চক্ষুরিন্দ্রিয়স্য চ স্ববৃত্ত্যতীতে বস্তুনি প্রবৃত্ত্যভাবাদ্‌বৈফল্যমপি ন শঙ্কনীয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯১। এই প্রকার অন্বয়মুখে বলিয়া এক্ষণে ব্যতিরেক মুখে বলিতেছেন। মনোবৃত্তি ব্যতীত সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি নিষ্ফল। অর্থাৎ বিষয়গ্রহণে অসমর্থ হইয়া থাকে। যদি বা ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিষয়গ্রহণের চেষ্টা করে, তথাপি তাহা অকৃত্যের ন্যায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ গ্রহণ না করার মতই হইয়া থাকে। কেন? সর্বোবৃত্তির অভাবে দেহী জীব তত্তৎ বিষয় অনুভব করিতে পারে না, এবিষয়ে সুখপঠ্যমান ভগবৎ স্তোত্রাদিই তাহার স্পষ্ট নিদর্শন। অতএব বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তিবিশেষে শ্রীভগবানের স্ফূর্তিকেই তাঁহার দর্শন বলিয়া জানিবে। নেত্রদ্বারা তাঁহার দর্শন সম্ভব নহে, কারণ, তিনি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অগোচর।

৯২। যদি বল, তাহা হইলে, শ্রীধ্রুব-প্রহ্লাদাদি ভগবদ্ভক্তগণ নেত্রদ্বারাই সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি কিজন্য প্রচলিত আছে? এই প্রকার আশঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত বলিতেছেন, শ্রীভগবান ভক্ত-বাৎসল্যগুণে কদাচিৎ শ্রীধ্রুব-প্রহ্লাদাদির ন্যায় কোন কোন ভাগ্যবান ভক্তের নেত্রযুগলের সাফল্য সম্পাদনরূপ স্নেহহেতু সাক্ষাৎ চক্ষুদ্বারা দর্শনযোগ্য হয়েন সত্য, কিন্তু সেই সন্দর্শন জ্ঞানরূপ দৃষ্টিদ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে—চক্ষুদ্বারা নহে। কারণ, পরিচ্ছিন্নত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়দ্বারা কখনও পরম অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্বের গ্রহণ সম্ভব না। যদি বল, তবে কিজন্য উক্তরূপ প্রসিদ্ধি হইল এবং কেনই বা শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যের কথা বলা হইল। বলিতেছি, শ্রবণ কর। 'আমি নেত্রদ্বারাই সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ দর্শন করিলাম'—ইহা কেবল চক্ষুবিষয়ে জীবের অভিমানমাত্র। আর জীবের এইরূপ অভিমানের নিদানই শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যগুণ। অর্থাৎ শ্রীভগবান ভক্তবৎসল বলিয়া জীবের এইরূপ অভিমান হইয়া থাকে যে, আমি নেত্রদ্বারাই ভগবৎদর্শন করিলাম। নেত্র যদিও স্ববৃত্তির অতীত বস্তু অধিকার করিতে পারিল না, তথাপি এই দর্শনে নেত্রের বৈফল্য জ্ঞান করা উচিত নহে।

৯৩। তস্য কারুণ্যশক্ত্যা বা দৃশ্যোঽস্ত্বপি বহির্দৃশোঃ।
তথাপি দর্শনানন্দঃ স্বযোনৌ জায়তে হৃদি॥

৯৪। অনন্তরঞ্চ তত্রৈব বিলসন্ পর্য্যবস্যতি।
মন এব মহাপাত্রং তৎসুখগ্রহণোচিতম্॥

মূলানুবাদ

৯৩। শ্রীভগবান করুণা করিয়া কখন কখন জীবের বাহ্য চক্ষুগোচর হয়েন, কারণ তাঁহার অসাধ্য কিছু নাই। তথাপি তাঁহার দর্শনে যে আনন্দ হয়, তাহা আনন্দযোনি মানসেই সঞ্চারিত হয়।

৯৪। দর্শনানন্তর শ্রীভগবান অন্তর্হিত হইলেও তাঁহার দর্শনানন্দ মনেতেই নানারূপ বিলাস প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা ভগবৎ দর্শন হইলেও ঐ দর্শনানন্দ মনেই পর্যবসিত হয়। অতএব মনোদ্বারাই ভগবদ্দর্শনই হয় এবং মনই সেই দর্শনানন্দ গ্রহণের মহাপাত্রস্বরূপ।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৯৩। ননু পরমেশ্বরস্য তস্য শক্ত্যা কিং ন ঘটেত? সত্যম্, তথাপি চিত্তমেব তৎফলভাগি স্যাদিতি তথোচ্যত ইত্যাহ—তস্যেতি। কারুণস্য শক্ত্যা 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।'—ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারকেণ প্রভাবেন কিংবা তস্য কারুণ্যেন দৃশোরেব যা শক্তিস্তদ্গ্রহণরূপং সামর্থ্যং তয়া বহির্দৃশোর্মাংসচক্ষুষোরপি যদি দৃশ্যো বাস্তু সঃ, তথাপি তস্য দর্শনেন য আনন্দঃ স তু হৃদি চেতস্যেব জায়তে। কুতঃ? আনন্দস্য যোনৌ অভিব্যক্তিস্থানে শোকানন্দদুঃখাদীনাং মনোধর্মত্বাৎ॥

৯৪। কিঞ্চ, দর্শনানন্তরং ভগবত্যন্তর্হিতে সতি চেত্যর্থঃ। তত্র হৃদ্যেব বিলসন্ অহো! ময়া দৃগ্ভ্যামেবমেবমীদৃগীদৃক্ শ্রীভগবান্ দৃশ্যোঽপি দৃষ্ট ইত্যনুসন্ধানেন বহুধা পরিস্ফুরন্ পর্যবস্যতি, স দর্শনানন্দো হৃদ্যেব পর্যবসানং নিষ্ঠাং স্থিতিং প্রাপ্নোতি। অতশ্চক্ষুদর্শনফলস্যাপি পশ্চান্মনস্যেব পর্যবসানাৎ দর্শনকালেঽপি তস্মিন্নেবোৎপত্তেঃ। কিমক্ষিভ্যাং দর্শন কল্পনয়েতি ভাবঃ। ননু চক্ষুষোঽপি জ্ঞানেন্দ্রিয়ত্বাত্তস্মিন্নেব তৎ সুখং জায়তামবতিষ্ঠতামপি, তত্রাহ—মন এবেতি। তেন ভগবদ্দর্শনেন যৎ সুখং, তস্য উচিতমনুরূপং মহাপাত্রং ভাজনং মতমধ্যাত্মবিদ্ভিঃ। মহাপাত্রমিতি শ্লেষেণ মহারাজস্য কশ্চিদমাত্যবরো যথা পরমোপদেয়স্য দ্রব্যবিশেষস্যোপযুক্তো ভবেন্ন ত্বন্যস্তথেতি বোধয়তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৩। যদি বল, পরমেশ্বরের কারুণ্যশক্তিতে কি না সম্ভব হয়? সত্য, তথাপি সেই দর্শনে চিত্তই তৎফলভাগি হইয়া থাকে—ইহাই সুধীগণের সিদ্ধান্ত। সেই শ্রীভগবান স্বীয় কারুণ্য শক্তিদ্বারা কদাচিৎ কাহারও কাহারও বাহ্য চক্ষুর গোচর হয়েন। কারণ তাঁরার অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহার করুণা-প্রভাবে মূকও বাচাল হয়, পঙ্গুও পর্বত লঙ্ঘন করে। তথাপি তাঁহার দর্শনে যে আনন্দ উচ্ছলিত হয়, তাহা আনন্দযোনি মানসেই সঞ্চারিত হয়। কারণ, আনন্দের অভিব্যক্তি স্থানই মন। কেন? শোক, আনন্দ ও দুঃখাদি মনোধর্মবিশেষ, অন্য ইন্দ্রিয়ের ধর্ম নয়।

৯৪। আরও বলিতেছেন, সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্দর্শনের পর তিনি অন্তর্হিত হইলেও তাঁহার দর্শনানন্দ হৃদয়েই নানারূপে বিলাস প্রাপ্ত হয়! অর্থাৎ সাক্ষাৎ দর্শনের পর শ্রীভগবান অন্তর্হিত হইলেও তাঁহার সাক্ষাৎকারের মত আনন্দ মনেই অনুভব হইয়া থাকে। তখন মনে হয় যে, 'আমি কি এই চক্ষুদ্বারা ভগবদ্দর্শন করিলাম?' এইরূপে সেই ভগবদ্দর্শনানন্দের বহুপ্রকারে পরিস্ফুরণ হয় এবং সেই দর্শনানন্দ মনেই উত্তরোত্তর উল্লাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। তজ্জন্যই সুধীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনোদ্বারাই ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে এবং উহা মনেই পর্যবসিত হয়। কারণ, দর্শনকালেও তথায় অর্থাৎ মনেই দর্শনানন্দের আবির্ভাব হয়, 'চক্ষুর দর্শন হইল', এই কল্পনা বৃথা। যদি বল, চক্ষু জ্ঞানেন্দ্রিয়, সুতরাং সেই দর্শনানন্দ চক্ষেই জাত হয় এবং স্থিত থাকে। উত্তরে বলিতেছেন, মহারাজা যেমন কোন উৎকৃষ্ট পদার্থ পাইলে মহাপাত্রকে (প্রধান অমাত্যকে) প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভগবদ্দর্শনে যে আনন্দলাভ হয়, তাহার অনুরূপ মহাপাত্র মন। এজন্য অধ্যাত্মবিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, ভগবদ্দর্শনানন্দ মনেরই প্রাপ্য। 'মহাপাত্র' এই শ্লেষ বাক্যের তাৎপর্য এই যে, মহারাজের পরমোপাদেয় দ্রব্যবিশেষ ভোগের উপযুক্ত ভাজন যেমন কোন মন্ত্রিবর হইয়া থাকেন, অন্যে হইতে পারে না, সেইরূপ জীবের সর্বোকৃষ্ট বস্তু ভগবদ্দর্শনানন্দ উপভোগের ভাজন একমাত্র মনই হইতে পারে।

৯৫। তৎপ্রসাদোদয়াদ্যাবৎ সুখং বর্ধেত মানসম্।
তাবদ্বর্ধিতুমীশীত ন চান্যদ্বাহ্যমিন্দ্রিয়ম্॥

৯৬। অন্তর্ধ্যানেন দৃষ্টোঽপি সাক্ষাদ্দৃষ্ট ইব প্রভুঃ।
কৃপাবিশেষং তনুতে প্রমাণং অত্র পদ্মজঃ॥

মূলানুবাদ

৯৫। শ্রীভগবৎপ্রসাদে শ্রীভগবদ্দর্শনানন্দ যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই সঙ্গে মনও তৎপরিমাণে বর্ধিত হয়। মন ব্যতীত অন্য কোন বাহ্যেন্দ্রিয় সেরূপ বর্ধিত হইতে পারে না।

৯৬। ধ্যানবলে যে ভগবদ্দর্শন হয়, তাহাও প্রত্যক্ষদর্শনের ন্যায়ই হইয়া থাকে, আর এই রূপেই প্রভু, বরপ্রদানাদি করিয়া কৃপাবিশেষ বিস্তার করিয়া থাকেন, পদ্মজ অর্থাৎ ব্রহ্মাই এবিষয়ের প্রমাণ।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৯৫। ননু মনোঽপি পরিচ্ছিন্নমেব, তত্রাহ—তদিতি, তস্য মনসঃ প্রসাদো নৈর্মল্যং, তস্যোদয়াৎ তদাবির্ভাবানুসারেণ যদ্বা তস্য ভগবতো যঃ প্রসাদঃ অনুগ্রহাভিমুখতা তস্যোদয়াৎ। যাবৎ যৎ-পরিমাণং সুখং বর্ধেত, তাবদেব মানসমপি বর্ধিতুমীশীত শক্নুয়াৎ, শুদ্ধস্য চেতসঃ সূক্ষ্মরূপত্বেনাত্মাকারতাযোগ্যত্বাৎ। ন চান্যদিন্দ্রিয়ং যতো বাহ্যম্॥

৯৬। নন্বেবং ভবতু নাম, সাক্ষাদ্দর্শনসুখতো বিশিষ্টং ধ্যানদর্শনসুখং তথাপি বরপ্রাপ্তি-সম্ভাষণাদি-মহাসুখং সাক্ষাদ্দর্শনত এবেতি সর্বত্র প্রসিদ্ধম্? তত্রাহ—অন্তরিতি, অন্তর্দৃষ্টোঽপি কৃপাবিশেষমভীষ্টবরপ্রদান-সম্ভাষণ-স্পর্শনাদিকং বিস্তারয়তি; যতঃ প্রভুঃ শক্তিবিশেষবান্। নন্বীদৃশং কদা কস্মিন্ বৃত্তমস্তি? তত্রাহ—প্রমাণমিতি। পদ্মজো ব্রহ্মা, পদ্মজ ইত্যনেন যদাদৌ পদ্মকর্ণিকোপরি প্রাদুর্ভূতস্তদানীমিতি সূচিতম্, তচ্চ দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রখ্যাতমেব; তথাহি তপশ্চরণেন ব্রহ্মণঃ সমাধ্যনন্তরং—তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ, সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎ পরম্।' (শ্রীভা ২।৯।৯) ইত্যাদি। 'দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিম্' (শ্রীভা ২।৯।১৪) ইত্যাদি। 'তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতান্তরো, হৃষ্যত্তনূপ্রেমভরাশ্রুলোচনঃ। ননাম পাদাম্বুজমস্য বিশ্বসৃগ্, যৎ পারমহংস্যেন পথাতিগম্যতে॥ তং প্রীয়মাণং সমুপস্থিতং কবিং প্রজাবিসর্গে নিজশাসনার্হণম্। বভাষ ঈষৎস্মিতরোচিষা গিরা, প্রিয়ঃ প্রিয়ং প্রীতমনাঃ করে স্পৃশন্॥' (শ্রীভা ২।৯।১৭-১৮) ইতি। তথা

বরগ্রহণার্থং ভগবতোক্তস্য ব্রহ্মণো বরপ্রার্থনানন্তরং চতুঃশ্লোক্যুপদেশাদিকঞ্চ। পশ্চাচ্চ—'সম্প্রদিশ্যৈবমজনো জনানাং পরমেষ্ঠিনম্। পশ্যতস্তস্য তদ্রূপমাত্মনো ন্যরুণদ্ধরিঃ।।' (শ্রীভা ২।৯।৩৭) ইতি। এবং ধ্যানদর্শনানন্তরমেব বরলাভ-সম্ভাষণ-স্পর্শনাদি-পরমকারুণ্যং ব্যক্তমেব। তথা তৃতীয়স্কন্ধে চ (শ্রীভা ৩।৮।২২-২৩)—'কালেন সোঽজঃ পুরুষায়ুষাভি, প্রবৃত্তযোগেন বিরূঢ়বোধঃ। স্বয়ং তদন্তর্হৃদয়েঽবভাত মপস্যতাপশ্যত যন্ন পূর্ব্বম্॥ মৃণাল গৌরায়তশেষভোগ-পর্যঙ্ক একং পুরুষং শয়ানম্।'' ইত্যাদি। কিঞ্চ 'অস্তৌদ্‌বিসর্গাভিমুখস্তমীড্য, -মব্যক্তবর্ত্মন্যভিনিবেশিতাত্মা।' (শ্রীভা ৩।৮।৩৩) ইতি। তৎস্তুত্যনন্তরঞ্চ—'মা বেদগর্ভ! গাস্তন্দ্রীম্' (শ্রীভা ৩।৯।২৯) ইত্যাদি ভগবদ্বচনম্। তথা প্রীতোঽহমস্তু ভদ্রংতে, (শ্রীভা ৩।৯।৩৯) ইত্যাদি চ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৫। যদি বল, মনও ত' পরিচ্ছিন্ন? তাহাতেই বলিতেছেন, সত্য, মন পরিচ্ছিন্ন হইলেও মনের নৈর্মল্যানুসারে বা শ্রীভগবানের অনুগ্রহবিশেষ দ্বারা তদীয় অভিমুখ্যতাভাবের উদয়-হেতু ভগবদ্দর্শনানন্দ যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই সঙ্গে মনও তদনুরূপ বর্ধিত হয়। মন ব্যতীত চক্ষুরাদি অন্য কোন বাহ্যেন্দ্রিয় সেরূপ বর্ধিত হইতে পারে না। কারণ, তাহারা বাহ্য। শুদ্ধ মনই সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত আত্মাকারতার যোগ্য হইয়া আত্মানুরূপ প্রসারিত হইয়া থাকে।

৯৬। যদি বল, সাক্ষাৎ দর্শনসুখ হইতে ধ্যান-দর্শনসুখ অধিক হয় হউক, কিন্তু বরপ্রাপ্তি ও সম্ভাষণাদিরূপ মহাসুখ কেবল সাক্ষাৎ দর্শন হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং ইহা সর্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। বলিতেছি শ্রবণ কর, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেই কৃপাবিশেষ বিস্তার করিয়া শ্রীভগবান বরপ্রদান ও সম্ভাষণ-স্পর্শনাদি মহাসুখ প্রদান করিয়া থাকেন। যেহেতু, তিনি প্রভু, শক্তিমানবিশেষ। যদি বল, এতাদৃশ কৃপা কোথায় কাহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে? পদ্মজ ব্রহ্মাই এ বিষয়ে প্রমাণ। 'পদ্ম' শব্দের দ্বারা আদিতে পদ্মকর্ণিকোপরি প্রাদুর্ভূত হেতু তদানীন্তন ভগবদ্‌কৃপাপাত্ররূপে নির্ধারিত হইয়াছেন। এবিষয়ে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রসিদ্ধ আছে। ''তপস্যারত ব্রহ্মার সমাধিতে শ্রীভগবান প্রীত হইয়া তাঁহাকে সেই সর্বোৎকৃষ্ট নিজলোক দেখাইলেন, যাহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ পদ নাই।'' তখন ব্রহ্মা দেখিলেন, ''নিখিল ভক্তের প্রতি সেই ভগবান তথায় সমাসীন রহিয়াছেন এবং পার্ষদগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন। শ্রীভগবানের ঐ রূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মা আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন। অঙ্গ রোমাঞ্চ হইল, নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। পরে তিনি সেই ভগবানের শ্রীচরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

তখন শ্রীভগবান তাঁহার হস্তধারণপূর্বক প্রসন্নমনে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! পরমহংসপথ অবলম্বন না করিলে কেহ এই লোক দর্শন করিতে পারে না! তুমি আমার একান্ত প্রণয়ভাজন এবং উপদেশ দিবার যোগ্যপাত্র। যদিও তুমি প্রজা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, তথাপি তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।'' অনন্তর বরগ্রহণের নিমিত্ত শ্রীভগবদ্-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বর প্রার্থনা করিলেন এবং চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশাদি লাভ করিলেন। তদনন্তর শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া দেখিতে দেখিতে সেই স্থান হইতেই অন্তর্হিত হইলেন। এতদ্দ্বারা সমাধিদশায় ভগবদ্দর্শনের পর বরলাভ ও সম্ভাষণ-স্পর্শনাদিরূপ পরম কারুণ্যই ব্যক্ত হইয়াছে। আরও তৃতীয়স্কন্ধে উক্ত আছে, 'পুরুষের অণুপরিমিত কাল অর্থাৎ শতবৎসর অতীত হইলে ব্রহ্মার সমাধি সুসম্পন্ন হওয়ায় চিত্তে জ্ঞান উৎপন্ন হইল।' পূর্বে বহু অন্বেষণ করিয়াও যাঁহার দর্শনপ্রাপ্ত হন নাই, এক্ষণে সমাধিতে সেই পুরুষকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন, সেই পরমপুরুষ তাঁহার হৃদয়মধ্যে স্বয়ং বিরাজমান। আরও দেখিলেন, সলিলে মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ এবং বিস্তীর্ণ অনন্তনাগের শয্যায় শ্যামজলদকান্তি সেই ভগবান্ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। আরও বলিতেছেন, 'অব্যক্ত পথাধিগম্য ভগবানে চিত্ত অভিনিবেশপূর্বক ব্রহ্মা পরমগূঢ় সেই প্রভুকে (সৃষ্টি বিষয়ে শক্তিলাভের নিমিত্ত) স্তব করিতে লাগিলেন।' স্তুতির পর শ্রীভগবান বলিলেন, 'হে বেদগর্ভ! শোক করিও না। তুমি সৃষ্টির নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছ, তাহা আমি পূর্বেই সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছি।' ইত্যাদি ভগবৎবচন এবং 'তোমার এই স্তবে আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক'।

সারশিক্ষা

৯৫। মন জড়বস্তু, জীবাত্মা কিন্তু লিঙ্গশরীররূপ মনকে আত্মজ্ঞানে অর্থাৎ সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনের স্বরূপে আসক্ত হইয়া মনের গুণে নিজেকে গুণবান অভিমান করিয়া জড়বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এইজন্যই বলা হইয়াছে যে, মনের নৈর্মল্যানুসারে ভগবদ্দর্শন অর্থাৎ শ্রীভগবদ্কৃপায় তাঁহার রূপ লীলাদির মাধুর্য অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু একমাত্র শুদ্ধা ভক্তি যাজনের ফলেই চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া ভগবদ্দর্শনের যোগ্যতা লাভ করে, তাহা পরে বলিবেন। এস্থলে কেবল জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিসাধনের কথাই বলা হইতেছে। কারণ, তপোলোকবাসী মহর্ষিগণ জ্ঞানীভক্ত।

মন অতি ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে অতিবৃহত্তম বস্তুর ধারণা করিতে সমর্থ এবং ক্ষুদ্র বা বৃহত্তম বস্তুর আশ্রয় হেতুই মন ক্ষুদ্র বা মহৎ বলিয়া পরিচিত হয়। অতএব জড়বিষয় সংযোগে মন যেরূপ বিষয়াকারে আকারিত হয়, সেইরূপ অপ্রাকৃত বিষয় সংযোগে অপ্রাকৃত মন বিষয় আকারে পরিণত হয়।

৯৭। সাক্ষাদ্দর্শনমপ্যস্য ভক্তানামেব হর্ষদম্।
কংস-দুর্যোধনাদীনাং ভয়দোষাদিনোচ্যতে॥

মূলানুবাদ

৯৭। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সন্দর্শনই ভক্তসকলের হর্ষদ, কিন্তু অভক্ত সকলের নহে। শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াও কংসের হৃদয়ে ভয় এবং দুর্যোদনাদির হৃদয়ে দোষাদির উদ্রেক হইয়াছিল।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৯৭। ননু শ্রীভগবতঃ সাক্ষাৎকার এব পরমসুখপ্রসাদো ধ্যানাদিভক্তেরপি ফলম্, তত্রাহ—সাক্ষাদিতি। অস্য ভগবতো হরেঃ; ভক্তানামেব হর্ষদং ন ত্বভক্তানাম্। নন্বিদং কথং জ্ঞায়েত? তত্রাহ—কংসেতি। ভয়ং দোষশ্চ ক্রোধ মাৎসর্য্যাদিঃ আদির্যস্য শোক-দুঃখাদেঃ তেনোচ্যতে প্রতিপাদ্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৭। যদি বল, শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারই পরমসুখপ্রদ এবং সেই সুখও ধ্যানাদি ভক্তিরই ফলবিশেষ। হে বিপ্র! এ বিষয়ে রহস্য বলিতেছি। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সন্দর্শন ভক্তসকলেরই হর্ষজনক, অভক্ত সকলের হর্ষজনক নহে। যদি বল, ইহা কিরূপে জ্ঞাত হইলেন? বলিতেছি শ্রবণ কর, শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়া কংসের হৃদয়ে ভয়, দুর্যোধনাদির হৃদয়ে দোষবুদ্ধির উদ্রেক হইয়াছিল। এইরূপ কংস-দুর্যোধনাদির ন্যায় মধুকৈটভ ও কালনেমি প্রভৃতির হৃদয়েও ভয়, দ্বেষ, ক্রোধ, মাৎসর্যাদি প্রতিফলিত হইয়াছিল। এস্থলে 'আদি' শব্দের দ্বারা শোক, দুঃখাদিও গ্রহণ করিতে হইবে।

৯৮। পরানন্দঘনং শ্রীমৎ সর্বেন্দ্রিয়গুণাঞ্জনম্।
নারায়ণস্য রূপং তৎ সাক্ষাৎ সংপশ্যতামপি॥
৯৯। মধুকৈটভমুখ্যানামসুরাণাং দুরাত্মনাম্।
ন লীনো দুষ্টভাবোঽপি সর্বপীড়াকরো হি যঃ॥

মূলানুবাদ

৯৮-৯৯। শ্রীনারায়ণের শ্রীমৎ অর্থাৎ অশেষ শোভাসম্পন্ন পরমানন্দঘনরূপ এবং লাবণ্য-মাধুর্যাদিগুণে ইন্দ্রিয়সকলকে সুখসাগরে নিমগ্ন করিয়া দেয়। পরন্তু দুরাত্মা মধুকৈটভপ্রমুখ অসুরগণ সেই ভগবদ্রূপ সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াও সর্বপীড়ার আকর দুষ্টভাব পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৯৮-৯৯। আদিশব্দেন গৃহীতানাং মধুকৈটভাদিদৈত্যানাং সাক্ষাদ্ভগবদ্-দর্শনেনাপ্যানন্দো ন জাত ইতি বিবৃণোতি—পরেতি। তদনির্বচনীয়ং নারায়ণস্য রূপং শ্রীমূর্তিং সাক্ষাদব্যবধানেন সম্যগ্সঙ্কোচেন পশ্যতাং নিরীক্ষ্যমাণানামপি মধুকৈটভৌ মুখ্যাবাদ্যৌ যেষাং ময়-তারক-কালনেমি-প্রভৃতীনাং তেষামস্তু তাবৎ পরমানন্দো জনিষ্যতে, দুষ্টভাবো দুষ্টতাপি ন লীনো নান্তরধাদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কীদৃশঃ? জগতঃ পীড়াং করোতীতি তথা সঃ ইত্যলীনতালক্ষণং জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, সর্বস্যাঃ সম্পূর্ণায়াঃ পীড়ায়া আকর ইতি কিঞ্চিদ্দুঃখমপি নাপগতমিতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ—দুরাত্মনাং ভক্ত্যভাবেন শুদ্ধিরাহিত্যাদ্দুষ্টচেতসামিত্যর্থঃ। যদ্বা, দুষ্টস্বভাবানাং ভগবদ্দ্বেষিণামভক্তানামিত্যর্থঃ। কীদৃশং রূপম্? পরমানন্দঘনং ঘনীভূতপরমানন্দময়ম্, শ্রীমৎ অশেষশোভাতিশয়যুক্তম্, অতএব সর্বাণীন্দ্রিয়াণি স্বগুণৈর্লাবণ্য মাধুর্যাদিভিঃ অনক্তি সুখয়তীতি তথা তৎ। যদ্বা, সর্বান্ ইন্দ্রিয়াণাং গুণান্ বিষয়ান্ অঞ্জয়তি তত্তদ্বিষয়ভোগসুখং সংযোজয়তীতি তথা তৎ। কংস-দুর্য্যোধনাদীনাস্তু বার্তা ন বিবৃতা। পরম-মাহাত্ম্য-চরমকাষ্ঠা-প্রতিপাদ্যমান- শ্রীকৃষ্ণ-বার্তাশ্রবণে তদানীং তত্র তস্যাযোগ্যত্বাদিতি গম্যতে। সা চেদৃশ্যূহ্যা। মধুপুর্যাং রঙ্গভূমৌ তাদৃশং শ্রীনন্দনন্দন-বদনচন্দ্রে সাক্ষাৎ সংদৃশ্যমানেঽপি তদেকপ্রিয়াণাং শ্রীনন্দাদীনাং পরম-প্রেমরসসাগরে বর্ধমানেহপি তত্রৈব যদুবংশজাতস্য কংসস্য তদনুগানামপি সুখং ন জাতমেব, অথচ পরমহৃদুত্তাপনং ভয়-ক্রোধাদিকমেবাবিরভূৎ। তথা কৌরব সভামধ্যে তদীয়সন্দর্শন-বচনামৃত পানেনাপি শ্রীবিদুর-ভীষ্মাদীনাং তদ্ভক্তানাং পরমসুখে জায়মানেঽপি তত্রৈব তজ্জ্ঞাতীনাং পুরুবংশ-প্রসূতনাং তেনৈব ভগবতা সহালাপাসন-বিবাহাদিসম্বন্ধবতামপি

দুর্য্যোধনাদীনাং সুখং তাবদ্দূরেঽস্তু, তদীয়প্রিয়তমজনবিষয়ক-মহাপরাধ-হৃদ্রোগস্যাপ্যুপশমো নেহ জাতঃ, যেন ক্ষণং নিরন্তরক্রোধ-মৎসরাভিমানাদিদোষ-শতেন্ধনোদ্দীপ্য-মানাধিমহানল-দাহস্যাপি বিরামঃ স্যাদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৮-৯৯। পূর্ব শ্লোকে 'কংস-দুর্যোধনাদি' পদের 'আদি' শব্দে গৃহীত মধুকৈটভাদি দৈত্যগণ সাক্ষাৎ ভগবৎ দর্শন করিলেও তাহাদের হৃদয়ে আনন্দ জাত হয় নাই; প্রত্যুত ক্রোধ মাৎসর্যাদির উদ্রেক হইয়াছিল, এই শ্লোকে তাহাই সম্যক্ প্রকারে বিবৃত হইতেছে: সেই অনির্বচনীয় অশেষ শোভাযুক্ত শ্রীনারায়ণের শ্রীমূর্তি ব্যবধানরহিত ও সম্যক্ অসঙ্কোচের সহিত নিরীক্ষণ করিয়াও মধুকৈটভ, ময়, তারক, কালনেমি প্রভৃতি অসুরগণের হৃদয়ে আনন্দ জাত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের দুষ্টভাব কি দুষ্টতা পর্যন্ত হ্রাস হয় নাই। সেই দুষ্টভাব কিরূপ? সেই দুষ্টভাব জগৎপীড়াকর। তথা সেইরূপ জগৎপীড়াই লীনতা না হওয়ার লক্ষণ রূপে জানিতে হইবে অথবা এই দুষ্টভাব সম্পূর্ণ পীড়ার আকর বলিয়া তাহাদের সামান্য দুঃখও অপগম হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, ভক্তির অভাবে চিত্তশুদ্ধিরাহিত্যহেতু দুরাত্মন্ অর্থাৎ দুরন্তস্বভাবসম্পন্ন অভক্ত। সেই ভগবানের রূপ কীদৃশ? পরমানন্দঘন অর্থাৎ ঘনীভূতপরমানন্দময় শ্রীমৎ অশেষ শোভাযুক্ত রূপ। অতএব সেই রূপ স্বীয় লাবণ্য-মাধুর্যাদি গুণে ইন্দ্রিয়গণকে সুখসাগরে নিমজ্জিত করিয়া দেয় কিংবা ইন্দ্রিয়সকলের সম্বন্ধে সর্বপ্রকার বিষয়-ভোগ-সুখের সংযোজকস্বরূপ। এইস্থানে কংস ও দুর্যোধনাদির কথা বিশেষভাবে বলা হইল না। কারণ, তৎকালে চরমসীমাপ্রাপ্ত পরম মাহাত্ম্যযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণের যোগ্যতা নাই। অতএব উহা উহ্য রহিল। মথুরাপুরীর রঙ্গভূমিতে তাদৃশ রূপ-লাবণ্যবিশিষ্ট শ্রীনন্দনন্দনের বদনচন্দ্র সাক্ষাৎ নিরীক্ষণ করিয়া তদেকপ্রিয় শ্রীনন্দাদির পরম প্রেম-সাগর স্ফীত হইয়া উঠিল কিন্তু সেই যদুবংশ জাত কংসের এবং তাহার অনুচরগণের সুখোৎপত্তি হওয়া দূরে থাকুক, হৃদয়ে ভীষণ সন্তাপ, ভয় ও ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। এইরূপ কৌরবসভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া এবং তদীয় বচনামৃত পান করিয়া শ্রীবিদুর ও শ্রীভীষ্মদেব প্রভৃতি ভক্তগণের পরমসুখ উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞাতি অর্থাৎ সেই পুরুবংশ সম্ভূত দুর্যোধনাদি বীরগণ শ্রীভগবানের সহিত আলাপ, একত্র উপবেশন ও বিবাহবন্ধন প্রভৃতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত হইয়াও সুখ অনুভব করিতে পারে নাই, বরং ভগবানের প্রিয়তম পাণ্ডবগণের নিকট মহা অপরাধরূপ হৃদ্‌রোগে জর্জরিত হইয়াছিল। আর সেই অপরাধ ক্ষয় না হওয়ায় নিরন্তর ক্রোধ মাৎসর্য অভিমানাদি দোষসমূহ শত শত ইন্ধনরূপে সেই অপরাধরূপ মহা অনলকে প্রজ্বলিত করিয়াছিল এবং শেষে সেই অনলে সকলে দগ্ধ হইয়াছিল।

১০০। আনন্দকস্বভাবোঽপি ভক্তিমাহাত্ম্যদর্শনাৎ।
ভক্তান্ হর্ষয়িতুং কুর্য্যাদ্ দুর্ঘটঞ্চ স ঈশ্বরঃ॥

মূলানুবাদ

১০০। শ্রীনারায়ণ, ভক্তিমাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ ও ভক্তগণকে সুখী করিবার নিমিত্ত কখন কখন স্বীয় জগদানন্দ-স্বভাব আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন। তিনি পরমেশ্বর বলিয়া তাঁহার পক্ষে অঘট্য সংঘটন-বিচিত্র নহে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০০। ননু আত্মসাক্ষাৎকারে সতি কোঽপি দোষদুঃখাবকাশো নাবশিষ্যেত, কথং পরব্রহ্মঘনমূর্তেঃ শ্রীভগবতস্তস্য দর্শনাদিনাপি দোষ-দুঃখাপগমোঽপি নাভূদিত্যাশঙ্ক্যাহ—আনন্দকেতি। স শ্রীনারায়ণ এব। অপ্যর্থে চকারঃ। দুর্ঘটং বহ্নেরুষ্ণস্বভাবান্তর্ধানমিবাত্মনো জগদানন্দকস্বভাবাচ্ছাদনমঘটমানমপি কুর্যাৎ ঘটয়তি। কিমর্থম্? ভক্তের্যন্মাহাত্ম্যমানন্দকস্বভাবস্যাপ্যভক্তেষ্বনুভবো ন স্যাৎ, প্রত্যুত বৈপরীত্যমেবেত্যাদিরূপঃ স্বাভাবিকো মহিমা, তস্য দর্শনাৎ তদ্দ্বারেত্যর্থঃ। ভক্তান্ নিজভক্তিমার্গরতান্ হর্ষয়িতুম্, তাদৃশভক্তিমাহাত্ম্যেন সর্বেষাং ভক্তিপ্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। অতএব কেচিদ্‌ভক্তবরা দুষ্টানামভক্তানাং ভয়দুঃখাদিকম-প্যনুমন্যন্তে। যথোক্তং শ্রীযুধিষ্ঠিরেণ শিশুপাল-দন্তবক্রাবধিকৃত্য সপ্তমস্কন্ধে (শ্রীভা ৭।১।১৮)—'শ্বিত্রো ন জাতো জিহ্বায়াং নান্ধং বিবিশতুস্তমঃ।' ইতি; যতো ভগবদ্দ্বেষ-নিন্দাদিপরাণাং তেষাং মহাভয়যাতনাদিকমেব তত্তন্মহাপাতক প্রায়শ্চিত্তরূপং সৎ পরিণামে মহাফলরূপভক্তিপ্রবৃত্তয়ে কল্প্যত ইতি দিক্। ননু স্বভাবতিরোধাপনং কথং সম্ভবতি? ন হি কদাচির্দগ্নিরুষ্ণতাং ত্যক্তুং শক্নোতি, তত্রাহ—ঈশ্বরঃ দুর্বিতর্ক্য বিচিত্রশক্তিমানিতি। এবং সাক্ষাদ্‌ভগবদ্দর্শনে সত্যপি ভক্ত্যৈবানন্দঃ স্যান্নান্যথেতি সিদ্ধম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০০। যদি বল, আত্মসাক্ষাৎকার হইলে কোনও দোষ দুঃখের লেশমাত্র থাকে না, তবে পরব্রহ্ম-ঘনমূর্তি সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্ দর্শনে দোষ ও দুঃখের অবসান কিজন্য হইবে না? এরূপ আশঙ্কা করিও না। সেই শ্রীনারায়ণ ভক্তির মাহাত্ম্য প্রদর্শন নিমিত্ত এবং ভক্তগণকে সুখী কবিরার জন্য অগ্নির উষ্ণতা স্তম্ভন বা অন্তর্ধানের ন্যায় আপন জগদানন্দ স্বভাব আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন। যদিও ইহা

অসম্ভব, তথাপি সেই ভগবান্ অঘটন সংঘটন করিয়া থাকেন। কি জন্য? ভক্তির যে স্বাভাবিক মাহাত্ম্য অর্থাৎ আনন্দময়স্বভাব, তাহা অভক্তের অনুভব-গোচর হয় না, বরং তাহাদের বিপরীত ধারণাই হয়; তাই শ্রীভগবান ভক্তির স্বাভাবিক মাহাত্ম্যপ্রকটনদ্বারা ভক্তিমার্গস্থিত নিজভক্তসকলকে আনন্দপ্রদান করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, তাঁহার প্রতি ভক্তি এবং বিদ্বেষ তুল্যফলপ্রসু হইলে ভক্তি প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হইয়া থাকে। আর এতাদৃশ ভক্তিমাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইলে সকলেরই ভক্তিপথে প্রবৃত্তি হইবে। অতএব কোন কোন শ্রেষ্ঠ ভক্তপ্রবর দুষ্টস্বভাব অভক্ত সকলের ভগবদ্দর্শনে যে মহাভয় শোকাদি হয়, তাহা অনুমোদন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভগবান্ বা ভক্তের দ্বেষাদিতে যে অপরাধ হয়, তাহা ভয় ও শোকাদি দ্বারা প্রশমিত হয় বলিয়া অপরাধীর পরম মঙ্গল হয়। এজন্য কোন কোন শ্রেষ্ঠ ভক্ত অপরাধীর দুঃখ ইচ্ছা করেন, যেমন, শিশুপাল ও দন্তবক্রকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন 'ইহাদের জিহ্বায় কুষ্ঠ হইল না! ইহারা ঘোর নরকে নিপতিত হইল না!!' (শ্রীমদ্ভাঃ) যেহেতু, ভগবদ্দ্বেষ ও নিন্দাদিপরায়ণ শিশুপালাদির মহাভয় ও শোকাদি যন্ত্রণাসমূহ তাহাদের সম্বন্ধে তত্তৎ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হইয়াছিল। এজন্য পরিণামে উহা মহাফলরূপ ভক্তি প্রবৃত্তির উন্মেষ নিমিত্ত কল্পিত হইয়া থাকে। যদি বল, অগ্নি যেরূপ নিজ উষ্ণতা কখনও ত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবের তিরোধান কিরূপে সম্ভব হইবে? এরূপ অশঙ্কা করিও না। সেই ভগবান্ দুর্বিতর্ক্য বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন, তর্কের দ্বারা কেহ তাঁহার শক্তির মীমাংসা করিতে পারে না। অতএব সাক্ষাৎ দর্শন হইলেও একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভগবদ্দর্শনানন্দ লাভ হয়, অন্য কোনও উপায়ে হইতে পারে না—ইহাই তাৎপর্য।

১০১। ভক্তৌ নববিধায়াঞ্চ মুখ্যং স্মরণমেব হি।
তৎ সমগ্রেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ-মনোবৃত্তিসমর্পণম্॥

মূলানুবাদ

১০১। অতএব নববিধা ভক্তির মধ্যে স্মরণই মুখ্য ভক্তি। কারণ, স্মরণে সমগ্র ইন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে পারা যায়।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১০১। ননু প্রস্তুতে কিমায়াতম্? তদাহ—ভক্তাবিতি। হি যতঃ; তৎ স্মরণম্ সমগ্রেষু সর্বেষু; সমগ্রং সম্পূর্ণং বা যদিন্দ্রিয়েষু শ্রেষ্ঠস্য মনসো বৃত্তীনাং সমর্পণং ভগবত্যভিনিবেশনং তদ্রূপম্। এবং মনোঽধীনবাগাদীন্দ্রিয়াণাং বৃত্ত্যপর্ণরূপ-কীর্তনাদিতোঽপি স্মরণস্য শ্রৈষ্ঠ্যং সাধিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০১। আচ্ছা, আপনি বলিলেন, 'মনোবৃত্তি সমর্পণম্'—এই বাক্যের দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ে কি অনুকূল ভাব পোষণ করিল? তাহাতেই বলিতেছেন, সেই নববিধা ভক্তির মধ্যে স্মরণই মুখ্য ভক্তি। যেহেতু স্মরণ সর্বেন্দ্রিয় অথবা সমগ্র ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তিরূপে শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে পারা যায় বলিয়া উহা ভগবৎ-অভিনিবেশরূপা। এই প্রকারে মনের অধীন বাগাদি ইন্দ্রিয় সকলের বৃত্তি অর্পণরূপ কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ হইতেও স্মরণাঙ্গ ভক্তির শ্রেষ্ঠতা সম্পাদিত হইল।

১০২। অন্তরঙ্গান্তরঙ্গাস্তু প্রেমভক্তিং যথারুচি।
দাতুমর্হত্যবিশ্রামং মন এব সমাহিতম্॥

মূলানুবাদ

১০২। সমাহিত মন অর্থাৎ মনের স্থিরতা হইলে জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি হইতেও অন্তরঙ্গ-প্রেমভক্তি রুচি অনুসারে অবিশ্রামে স্ফুরিত হইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০২। কিঞ্চ, শ্রীভগবৎপ্রাপ্তৌ অন্তরঙ্গেভ্যো নিকটগামিভ্যোঽপি সাধনেভ্যো জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিভ্যোঽন্তরঙ্গাং প্রেম্ণা হেত্বননুসন্ধানেন তেন বা সহিতাং ভক্তিং মন এব সমাহিতং স্থিরীকৃতং সৎ যথারুচি রুচ্যনুসারেন দাতুমর্হতি। মনসঃ সর্বেন্দ্রিয়াধিকারিত্বেন নিজনিজার্থে সর্বেন্দ্রিয়প্রবর্তনসামর্থ্যাৎ, মনোভজনে প্রায়ো বিঘ্নসম্ভবাৎ। মনোঽভিনিবেশনৈব প্রেম্ণঃ স্ফূরণাদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০২। আরও বলিতেছেন, শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি বা ভগবৎ সমীপে গমন বিষয়ে জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি যতপ্রকার অন্তরঙ্গ সাধন আছে, সেই সকল অন্তরঙ্গ সাধন হইতেও অন্তরঙ্গ অর্থাৎ প্রেমবশতঃ হেতুশূন্য অথবা প্রেম সহিত ভক্তিকে উল্লিসিত করিতে একমাত্র সমাহিত মনই সমর্থ। অর্থাৎ সমাহিত মনই রুচি অনুসারে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া থাকে। কেননা, মন সর্বেন্দ্রিয়ের চালক, অতএব ইন্দ্রিয়সকলকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্তন করিতে সামর্থ্যবান। অধিক কি, মনোদ্বারা ভজন করিলে প্রায়ই বিঘ্ন সকল উপস্থিত হয় না এবং সেই মনের অভিনিবেশেই প্রেমের স্ফূর্তি হইয়া থাকে।

১০৩। অশেষসাধনৈঃ সাধ্যঃ সমস্তার্থাধিকাধিকঃ।
যো বশীকরণে গাঢ়োপায়ো ভগবতোঽদ্বয়ঃ॥
১০৪। তৎপ্রসাদৈকলভ্যো যস্তদ্ভক্তৈকমহানিধিঃ।
বিচিত্রপরমানন্দমাধুর্যভর-পূরিতঃ॥
১০৫। মহানির্বাচ্যমাহাত্ম্যঃ পদার্থঃ প্রেমসংজ্ঞকঃ।
পরিণামবিশেষে হি চেতোবৃত্তেরুদেতি সঃ॥

মূলানুবাদ

১০৩-১০৫। অশেষ সাধনের সাধ্য অর্থাৎ সমস্ত অর্থ হইতেও অধিক যে ভগবদুপাসনা, তাহা হইতেও অধিক, পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্‌বশীকরণের অদ্বিতীয় গাঢ় উপায়স্বরূপ যে প্রেম, তাহা ভগবদ্‌প্রসাদেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, নিজ চেষ্টায় তাহা লাভ করা যায় না। এজন্য ভক্তগণ ঐ প্রেমকেই অদ্বিতীয় মহানিধিপ্রায় যত্ন করিয়া রক্ষা করেন। উহা পরমানন্দের বিচিত্র মাধুর্যভরে পরিপূরিত। যাঁহারা মাহাত্ম্য মহা অনির্বাচ্য, সেই প্রেমসংজ্ঞক পদার্থ মনোবৃত্তির পরিণাম বিশেষে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিতে উদিত হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০৩-১০৫। কিঞ্চ, যঃ প্রেমসংজ্ঞকঃ পদার্থো দ্রব্যবিশেষঃ, স হি চেতোবৃত্তেঃ পরিণামবিশেষে কস্যাঞ্চিদুৎকৃষ্টায়াং পরিণতৌ উদেতি প্রকাশতে ইতি ত্রিভিরন্বয়ঃ। পূর্বশ্লোকার্থোঽয়ং হেতুর্বা দ্রষ্টব্যঃ। তমেব সপ্তভির্বিশেষণৈর্বিশিনষ্টি—অশেষৈঃ সাধনৈঃ কর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিভিঃ সাধ্যঃ। তস্যৈব পরমমুখ্যফলত্বাৎ সমস্তেভ্যোঽর্থেভ্যো ধর্ম-কামার্থমোক্ষেভেঽধিকাদ্‌ভগবদুপাসনাদপ্যধিকঃ, তস্যাপি ফলরূপত্বাৎ। তস্য ভগবতঃ পরমস্বতন্ত্রস্য বশীকরণেঽদ্বয় একো গাঢ়ো দৃঢ় উপায়ঃ সাধনম্। মত্তগজেন্দ্রস্যেব তস্য প্রিয়জনবশবর্তিতাপাদকপাদাজ-শৃঙ্খলারূপত্বাৎ। তস্য ভগবতঃ প্রসাদেনৈবেকেন লক্ষ্যঃ লব্ধুং শক্যঃ, স্বপৌরুষেণ সাধয়িতুমশক্যত্বাৎ। তদ্ভক্তানামেকো মুখ্য অদ্বয়ো বা মহানিধিঃ স্বত এব সুখং সর্বাভীষ্টদায়িত্বাৎ। বিচিত্রং যৎ পরমানন্দস্য মাধুর্যং তস্য ভরোঽতিশয়স্তেন পূরিতঃ ধিক্কৃতব্রহ্মানন্দানুভবত্বাৎ। অতএব মহদপরিচ্ছিন্নমনির্বাচ্যমীদৃক্‌তয়া নির্বক্তুমশক্যং মাহাত্ম্যং যস্য সঃ। অনেন পরমরহস্যতয়াঽনভিব্যঞ্জিতমপি শ্রীভগবতা সহ ক্রীড়াবিশেষনিষ্পাদনাদি-মাহাত্ম্যমূহ্যম্। তস্য চ পিপ্পলায়েনোক্তস্য চ সিদ্ধান্তস্য

নিষ্ঠাগ্রে শ্রীভগবৎপার্ষদবচনতোঽভিব্যক্তিং যাস্যতি। সা চ সমাধিপ্রধানেঽস্মিন্ তপোলোকে বক্তুমযোগ্যেতি জ্ঞেয়ম্ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৩-১০৫। আরও বলিতেছেন, প্রেম নামক যে দ্রব্যবিশেষ, তাহা চিত্তবৃত্তিরই পরিণামবিশেষ। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি বিশুদ্ধ অবস্থায় পরিণত হইলে সেই প্রেম প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা তিনটি শ্লোকে অন্বিত হইয়াছে এবং পূর্ব শ্লোকের অর্থরূপে বা হেতুরূপে দ্রষ্টব্য। অতঃপর সেই প্রেমকে সাতটি বিশেষণে বিশেষিত বা বিশেষভাবে ব্যক্ত করিতেছেন। সেই প্রেম, কর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি অশেষ সাধনের সাধ্য। এমন কি সেই প্রেম, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ অর্থ হইতেও অধিক যে ভগবদুপাসনা, তাহা হইতেও অধিক। কেন না, প্রেমই সমগ্র সাধনের পরম মুখ্যফল এবং ভগবদুপাসনারও চরমফল স্বরূপ। অধিক কি বলিব, পরম স্বতন্ত্র শ্রীভগবানকে বশীভূত করিতে সেই প্রেম বশীকরণ সদৃশ, সুতরাং এই প্রেমই ভগবানকে বশীভূত করিবার অদ্বিতীয় সুদৃঢ় উপায় এবং মত্ত গজেন্দ্রতুল্য শ্রীভগবানের প্রিয়জনবশবর্তিতা উৎপাদক; অর্থাৎ এই প্রেম সেই ভগবানকে প্রিয়জনের বশীভূত করিতে পাদশৃঙ্খলবিশেষ। বলিব কি, শ্রীভগবানের অনুগ্রহেই সেই প্রেম প্রাপ্ত হওয়া যায়, পুরুষকার অর্থাৎ নিজ চেষ্টায় তাহা লাভ করা যায় না। এইজন্য ভক্তগণ সেই প্রেমকে অদ্বিতীয় মহানিধি বলিয়া গণনা করেন। কেন না, সেই প্রেম স্বতঃই সুখরূপ বলিয়া তাঁহাদের সর্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। উহা পরমানন্দের বিচিত্র মাধুর্যরাশির আশ্রয় এবং আস্বাদন-প্রাচুর্যে ব্রহ্মানন্দকেও ধিক্কৃত করে। প্রেমের মাহাত্ম্য মহা অপরিচ্ছিন্ন ও অনির্বাচ্য বলিয়া সাক্ষাৎ বাণীও তাহা ব্যক্ত করিতে সমর্থা নহেন। অর্থাৎ উক্ত বিশেষণের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পরম রহস্য-হেতু অপ্রকাশনীয়। সুতরাং ভগবানের সহিত ভক্তের প্রেমক্রীড়া-বিশেষ নিষ্পাদন মাহাত্ম্যও উহ্য রহিল। আর শ্রীগোপকুমারের প্রতি শ্রীপিপ্পলায়নের যে উপদেশ বা সিদ্ধান্তের সম্যক্ স্থিতি-প্রকার, তাহা অগ্রে শ্রীভগবৎ পার্ষদগণের বাক্যে প্রকাশিত হইবে। যেহেতু, সমাধিপ্রধান তপোলোকে সেই সকল ভক্তিরহস্য বলা উচিত নহে।

১০৬। মনসো হি সমাধানং মন্যসে দুষ্করং যদি।
চক্ষুঃ সাফল্যকামো বা ভগবন্তং দিদৃক্ষসে॥

মূলানুবাদ

১০৬। মনের সমাধান অর্থাৎ মনের স্থিরতা সম্পাদন যদি দুষ্কর বলিয়া বিবেচনা কর, কিংবা যদি কেবল চক্ষুদ্বয়ের সফলতা সম্পাদনের নিমিত্ত ভগবদ্দর্শনের বাসনা করিয়া থাক,—

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০৬। এবং মনসঃ সমাধানাৎ সুখং ভগবদ্দর্শনং সর্বত্রৈব সম্পদ্যত ইত্যুক্তম্। তত্র যদি মনসঃ সমাধানং দুষ্করং মন্যসে, অথবা এতল্লোকস্বভাবতো নিজমন্ত্রজপ-প্রভাবতো বা তদপি সম্পদ্যত এব, কিন্তু মনস এব সাফল্যমিত্থং সিধ্যতি, ন তু চক্ষুষঃ ভগবদ্দর্শনাভাবাদিতি চক্ষুষঃ সাফল্যে কামো যস্য তথাভূত সন্, ভগবন্তং দৃগ্‌ভ্যাং দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৬। এইপ্রকার মনের সমাধানেই সুখে সর্বত্র ভগবদ্দর্শন হয়—ইহাই বলা হইল। যদি তুমি মনের সমাধান দুষ্কর বলিয়া বিবেচনা কর অথবা এই তপোলোকের স্বভাববশতঃ কিংবা নিজমন্ত্রজপপ্রভাবে মনের সমাধান হয়, কিন্তু তাহা হইলেও মনেরই সাফল্য সিদ্ধ হয়, চক্ষুর নহে। কেননা, চক্ষুর্দ্বারা ভগবদ্দর্শন হয় না। কিংবা যদি কেবল চক্ষুদ্বয়েরই সফলতা সম্পাদনে দৃঢ় বাসনা করিয়া থাক অর্থাৎ চক্ষুর্দ্বারা ভগবদ্দর্শনের ইচ্ছা করিয়া থাক,—

১০৭। তদ্ গচ্ছ ভারতং বর্ষং তত্র নোঽত্রত্যমীশ্বরম্।
নারায়ণং নরসখং পশ্যাদৌ গন্ধমাদনে॥

১০৮। অন্তর্বহিশ্চ পশ্যামস্তং সমাধিপরায়ণাঃ।
নাতো বিচ্ছেদদুঃখং স্যাদিত্যগাত্তত্র স প্রভুঃ॥

মূলানুবাদ

১০৭। তবে ভারতবর্ষে গমন কর, তথায় গন্ধমাদন পর্বতে এই লোকের অধীশ্বর নরসখ নারায়ণকে দর্শন কর।

১০৮। আমরা সমাধিপরায়ণ, সমাধিতে তাঁহাকে অন্তরে, বাহিরে সর্বত্রই সন্দর্শন করিতেছি, তজ্জন্যই আমরা তাঁহার বিচ্ছেদ-দুঃখ অনুভব করি না; আর প্রভুও আমাদের এতাদৃশ যোগ্যতা জানিয়া সেই স্থানে গমন করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০৭। তত্তদা তত্র বর্ষে স্থিতং নোঽস্মাকমীশ্বরং স্বামিনম্ অত্রত্যমেতল্লোকাধিষ্ঠাতারং পশ্য। তত্রাপি কুত্র? গন্ধমাদনাখ্যেঽদ্রৌ পর্বতে॥

১০৮। ননু ভবন্তস্তং বিনা কথমত্র স্থাতুং শক্নুবন্তি? স চ ভক্তবৎসলঃ কথং যুষ্মান্ পরিত্যাজ্যান্যত্র গত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্তরিতি। অতঃ অস্মাকমন্তর্বহিশ্চ তদ্দর্শনাদ্ধেতোঃ। বিচ্ছেদেন তস্য বিরহেণ যদ্দুঃখং তন্ন স্যাদিত্যতো হেতোঃ স শ্রীনারায়ণস্তত্র গন্ধমদনে গতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৭। তবে ভারতবর্ষে গমন কর। তথায় এই তপোলোকের অধিষ্ঠাতা আমাদের স্বামী সেই নরসখ নারায়ণকে সন্দর্শন কর। যদি বল, সেই ভারতবর্ষে কোন্‌স্থানে তিনি অবস্থান করিতেছেন? গন্ধমাদনাখ্য পর্বতে তিনি অবস্থান করিতেছেন।

১০৮। যদি বল, আপনারা সেই ভগবানকে ছাড়িয়া তাঁহার বিরহে কিজন্য এখানে অবস্থান করিতেছেন? আর সেই ভক্তবৎসল ভগবানই বা আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য তথায় অবস্থান করিতেছেন? এইরূপ আশঙ্কা করিও না। আমরা সমাধিবলে সেই ভগবানকে সর্বদা অন্তরে ও বাহিরে সন্দর্শন করিতেছি। তজ্জন্য আমরা তাঁহার বিরহ-দুঃখ অনুভব করি না। আর সেই শ্রীভগবানও আমাদের এতাদৃশ যোগ্যতা জানিয়া সেই গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিয়াছেন।

১০৯। লোকশিক্ষাহিতার্থন্তু কুর্ব্বন্নাস্তে মহত্তপঃ।
ধনুর্বিদ্যাগুরুর্ব্রহ্মচারিবেশো জটাধরঃ॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

১১০। তত্রৈব গন্তুকামং মাং চত্বারঃ সনকাদয়ঃ।
পশ্যাত্রৈব তমিত্যুক্ত্বা বহুরূপাণ্যদর্শয়ন্॥

মূলানুবাদ

১০৯। সেই প্রভু লোকশিক্ষার্থ ধনুর্বিদ্যার গুরুরূপে ও ব্রহ্মচারীবেশে জটাধারণ পূর্ব্বক মহত্তপোনুষ্ঠান করিতেছেন।

১১০। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্! আমি সেই গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিতে উদ্যত হইলে সনকাদি ঋষিচতুষ্টয় আমার চিত্তচাঞ্চল্য জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, গোপকুমার! এইস্থানেই তুমি শ্রীভগবানকে দর্শন কর, এই বলিয়া বহু বহু ভগবৎ মূর্তি প্রদর্শন করাইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০৯। তত্র গমনকারণং নির্দ্দিশন্ তল্লক্ষণমাহ—লোকেতি। লোকানাং জনানাং শিক্ষা তপশ্চর্য্যাদিশিক্ষণম্, সৈব হিতং মঙ্গলং তদর্থম্। ধনুর্বিদ্যায়া গুরুরিতি কোদণ্ডমণ্ডিতপাণিত্বাদিকমুন্নেয়ম্॥

১১০। তত্র গন্ধমাদন এব, চত্বারঃ সনক-সনন্দন-সনাতন-সনৎকুমারাঃ। বহূনি রূপাণি শ্রীভগবন্মূর্তীর্মামদর্শয়ন্ ব্যঞ্জয়ামাসুরিতি বা। কিং কৃত্বা? অস্মিন্ লোকে স্থান এব বা তং ভগবন্তং পশ্যেত্যুক্ত্বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৯। এক্ষণে সেই গন্ধমাদন পর্বতে গমনের কারণ নির্দেশ পূর্ব্বক তাহার প্রয়োজন লক্ষণ বলিতেছেন। লোকসকলকে তপশ্চর্যাদি শিক্ষা-রূপ মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতেছেন। 'ধনুর্বিদ্যার গুরু' বলায় তাঁহার হস্ত ধনুর্বাণে শোভিত বুঝিতে হইবে।

১১০। আমি সেই গন্ধমাদন পর্বতে গমনোৎসুক হইলে সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার বহু বহু শ্রীভগবন্মূর্তি প্রদর্শন করাইলেন। কি করিয়া? তাঁহারা বলিলেন, আর তোমাকে গন্ধমাদন পর্বতে যাইতে হইবে না। এই তপোলোকেই শ্রীভগবানকে সন্দর্শন কর।

১১১। একো নারায়ণো বৃত্তো বিষ্ণুরূপোঽপরোঽভবৎ।
অন্যো যজ্ঞেশরূপোঽভূৎ পরে বিবিধরূপবান্॥

মূলানুবাদ

১১১। মুখ্য যে সনক, তিনি নারায়ণরূপ, কেহ বিষ্ণুরূপ, কেহ যজ্ঞেশ্বররূপ, কেহ কেহ বা নৃসিংহাদি নানা ভগবৎস্বরূপ প্রকটন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১১১। রূপদর্শনপ্রকারমাহ—এক ইতি, একো মুখ্যঃ সনকঃ কশ্চিদিতি বাঃ; নারায়ণো নরশ্রেষ্ঠ; বিষ্ণুঃ স্বর্গে দৃষ্ট উপেন্দ্রস্তৎস্বরূপস্তত্তুল্যো বা; যজ্ঞেশো মহর্লোকে ইষ্টো যজ্ঞেশ্বরস্তদ্রূপঃ। বিবিধানি নৃসিংহ বামনাদীনি রূপাণি, তদ্বান্ ক্রমশস্তত্তদ্রূপোঽভূদিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১১। রূপ দর্শনের প্রকার বলিতেছেন। এক মুখ্য সনক শ্রীনারায়ণ হইলেন। কেহবা নরশ্রেষ্ঠ হইলেন। অপর দুইজনের মধ্যে একজন স্বর্গে দৃষ্ট উপেন্দ্রস্বরূপ, অপরে মহর্লোকের পূজ্য যজ্ঞেশ্বরস্বরূপ হইলেন, কিংবা তাঁহাদের তুল্যস্বরূপ হইলেন। এইরূপ ক্রমে ক্রমে ভগবানের বিবিধ রূপ অর্থাৎ নৃসিংহ ও বামনাদির রূপও প্রকটিত করিলেন।

১১২। ভয়েন বেপমানস্তানবোচং সাঞ্জলির্নমন্।
অপরাদ্ধং ময়া বাঢ়ং ক্ষমধ্বং দীনবৎসলাঃ॥

১১৩। স্পৃষ্টোঽহং তৈর্মূর্দ্ধ্নি লব্ধ্বা সমাধিং,
দৃষ্টানি প্রাক্ তানি রূপাণ্যপশ্যম্।
ব্যুত্থানেঽপি ধ্যানবেগাৎ কদাচিৎ,
প্রত্যক্ষাণীবানুপশ্যেয়মারাৎ॥

১১৪। ততো জপেঽপি মে নিষ্ঠামবিন্দত সুখং স্বতঃ।
কিন্ত্বস্যা মাধুরীভূমের্ব্যাকুলীকুরুতে মনঃ॥

মূলানুবাদ

১২২। আমি এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলাম, আর কৃতাঞ্জলি পূর্বক প্রণাম করিতে করিতে বলিলাম, হে দীনবৎসলগণ! আমি বহু অপরাধ করিলাম, আপনারা ক্ষমা করুন।

১১৩। তদনন্তর সনকাদি আমার মস্তক স্পর্শ করিলেন, সেই স্পর্শপ্রভাবে আমি সমাধিস্থ হইলাম এবং সমাধিতে পূর্বদৃষ্ট শ্রীবিষ্ণুর মূর্তিসকল সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিলাম। পরে সমাধিভঙ্গ হইলেও ধ্যানের বেগে (আবেশে) সেই সকল মূর্তিকে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিতে লাগিলাম।

১১৪। মনের সমাধান-হেতু ভগবদ্রূপ-দর্শনে অথবা আমার জপের পরিপাকে স্বতঃই আনন্দ হইত, কিন্তু যখনই আমি জপ করিতাম, তখনই বৃন্দাবন মাধুরী-বিচ্ছেদ-শোক হৃদয়ে উদয় হইয়া আমাকে ব্যাকুল করিত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১১২। ততশ্চ ভয়েন বেপমানঃ কম্পমানঃ তান্ সনকাদীন্ কিম্? তহাহ—অপরাদ্ধমিতি। বাঢ়ং দৃঢ়মেব ময়া অপরাধঃ কৃতঃ। হে দীনবৎসলাঃ ক্ষমধর্বমপরাধক্ষমাং কুরুত॥

১১৩। ততশ্চ তৈঃ সনকাদিভিরহং মূর্দ্ধ্নি স্পৃষ্টঃ সন্ সমাধিং চিত্তৈকাগ্রতাং লব্ধ্বা প্রাক্ মহর্লোকাদৌ দৃষ্টানি তানি রূপাণি শ্রীবিষ্ণ্বাদিমূর্তীরপশ্যং সমাধাবেব সাক্ষাদিবান্বভবম্; পশ্চাদ্‌ব্যুত্থানে সমাধিভঙ্গেন বহির্দৃষ্টৌ সত্যামপি কদাচিদারাৎ সমীপে প্রত্যক্ষাণি সাক্ষাদ্ গৃহীতানীব অনুপশ্যেয়ম্। কুতঃ? ধ্যানস্য বেগাদুদ্রেকতঃ॥

১১৪। ইদানীং পূর্ববদুত্তরপদান্তর্গমনায় প্রথমং তল্লোকত্যাগে কথঞ্চিৎ কারণমুপন্যস্যতি—তত ইতি চতুর্ভিঃ। তস্মান্মনঃসমাধানাৎ ভগবদ্রূপদর্শনাদ্বা; স্বতোঽযত্নেন সুখং যথা স্যাত্তথা নিষ্ঠাং পরিপাকং প্রাপ। তল্লক্ষণমিব নির্দিশন্নাহ—কিন্ত্বিতি। এবং তত্র সর্বথা সুখমেব সমপদ্যত, কিন্তু অস্যাঃ শ্রীবৃন্দাবনাদিরূপায়া ভূমের্মাধুরী মম মনো ব্যাকুলীকুরুতে, জপকৃতস্মরণেন বিচ্ছেদশোকোৎপাদনাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১২। অতঃপর আমি এই প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভয়ে কম্পমান হইলাম। পরে সেই সনকাদিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলাম, আমি প্রচুর অপরাধ করিয়াছি। হে দীনবৎসলগণ! আপনারা ক্ষমা করুন।

১১৩। তারপর সেই সনকাদি আমার মস্তক স্পর্শ করিলেন, সেই স্পর্শ প্রভাবে আমি তৎক্ষণাৎ সমাধিদশা প্রাপ্ত হইলাম এবং সেই সমাধিযোগে মহর্লোকাদি-দৃষ্ট ভগবানের শ্রীবিষ্ণুমূর্তিসকল সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম। পরে ব্যুত্থানে অর্থাৎ সমাধিভঙ্গে বাহ্যদৃষ্টি লাভ করিলেও কদাচিৎ নিকটে সেই মূর্তি সকল সাক্ষাৎ দর্শন করিতে লাগিলাম। কি নিমিত্ত? ধ্যানের বেগবশতঃ।

১১৪। ইদানী পূর্ববৎ ঊর্দ্ধ্বপদ গমনের নিমিত্ত প্রথমতঃ সেই তপোলোক পরিত্যাগের কিঞ্চিৎ কারণ নির্দেশ করিতেছেন। এইরূপ মনের সমাধানে বা ভগবৎ দর্শনের আনন্দ হইতে পরিপাকদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সেই পরিপাকের লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন। এই প্রকারে সেই তপোলোকবাসিগণের ন্যায় সর্বপ্রকার সুখভোগই সম্পন্ন হইল, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনমাধুরী আমার মনকে ব্যাকুল করিয়াছিল। কেননা, মন্ত্রজপের সময়ে সেই ব্রজভূমির স্মরণজনিত বিচ্ছেদশোক উৎপন্ন হইত।

১১৫। সুষুপ্তিরিব কাচিন্মে কদাচিজ্জায়তে দশা।
তয়া জপেঽন্তরায় স্যাত্তদ্রূপেক্ষণে তথা॥
১১৬। বিলপামি ততো নীলাচলং জিগমিষামি চ।
তত্রত্যৈস্তেস্তু তদ্বৃত্তং পৃচ্ছেয়াহং সসান্ত্বনম্॥

মূলানুবাদ

১১৫। সমাধিদশায় চিত্তবৃত্তি লয় হয় বলিয়া সেই অবস্থায় জপ অন্তরায় ও অনির্বচনীয় ভগবদ্রূপ দর্শনে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল।

১১৬। তাহাতে আমি বিলাপ করিতাম। পরে শ্রীজগন্নাথ দর্শনে নীলাচল যাইতে ইচ্ছা করিলে তত্রস্থ মহর্ষিগণ মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আমার অশান্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১১৫। কিঞ্চ, কদাচিৎ সমাধিরূপা দশাবস্থা, তস্যাং সর্বেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ-বৃত্তিলোপেন শূন্যতাপত্তেঃ সুষুপ্তিসাদৃশ্যম্; অন্তরায়ো বিঘ্নঃ স্যাজ্জপাসিদ্ধেঃ। তথেতি সমুচ্চয়ে। তেষাং তেষামনির্বচনীয়ানাং রূপাণাং শ্রীভগবন্মূর্তীনামীক্ষণে দর্শনে চান্তরায়ঃ স্যাৎ॥

১১৬। ততোঽন্তরায়াদ্বিলপামি—'অহো মম দৌর্ভাগ্যম্, অকস্মাৎ কোঽয়মুপদ্রবো জাতঃ' ইত্যাদিবিলাপং করোমি। নীলাচলং শ্রীজগন্নাথ-দর্শনার্থং গন্তুমিচ্ছামি, তত্র তদ্বিঘ্নাভাবাৎ। তত্রত্যৈস্তল্লোকবাসিভিস্তৈঃ পিপ্পলায়নাদিভিঃ। তস্য বিলাপস্য বৃত্তং হেত্বাদিকম্। যদ্বা, তস্যা দশায়া বৃত্তং বিবরণম্। সান্ত্বনং মধুরবাক্যেনাশ্বাসনং, তেন সহিতং যথা স্যাত্তথাহং পৃচ্ছেয়॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৫। আরও বলিতেছেন কখনও কখনও সমাধিদশায় সর্বেন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণের বৃত্তিলোপ হইত বলিয়া সুষুপ্তিদশার ন্যায় শূন্যতাবোধ হইত এবং সেই সুষুপ্তিদশায় জপে অন্তরায় উপস্থিত হইত, অর্থাৎ জপের সময় সেই অনির্বচনীয় ভগবন্মূর্তির রূপলাবণ্য দর্শনে বিঘ্ন জন্মিত।

১১৬। জপের সময়ে সেই অনির্বর্চনীয় ভগবদ্-রূপ-লাবণ্য দর্শনে অন্তরায় উপস্থিত হওয়ায় 'অহো! আমার কি দুর্ভাগ্য, অকস্মাৎ কি উপদ্রব আরম্ভ হইল?' ইত্যাদিরূপ বিলাপ করিতাম। অনন্তর আমি স্থির করিলাম, শ্রীজগন্নাথ দর্শনে নীলাচল গমন করিব; তথায় ভগবদ্দর্শনে কোন বিঘ্ন নাই. তখন তপোলোকবাসি সেই পিপ্পলায়ন প্রভৃতিকে এই বিলাপের বৃত্তান্ত অবগত করাইলে তাঁহারা মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আমার অশান্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

১১৭। সশোকং কথ্যমানা সা শ্রুত্বামীভিঃ প্রশস্যতে।
ময়া তথানুবুদ্ধ্যেত দুঃখমেবানুমন্যতে॥

১১৮। অথভ্যাসবলেনান্তর্বহিশ্চ জগদীশ্বরম্।
তত্তদ্রূপেণ পশ্যামি প্রত্যক্ষমিব সর্বতঃ॥

১১৯। কদাচিৎ সনকাদীংশ্চ ধ্যাননিষ্ঠাবশং গতান্।
বিন্দতস্তানি রূপাণি দৃষ্ট্বাপ্নোমি পরাং মুদম্॥

১২০। তত্তদ্রহিতকালেঽপি ন সীদামি তদাশয়া।
ইত্থং চিরদিনং তত্তর সুখেনেবাবসং সদা॥

মূলানুবাদ

১১৭। আমি শোকের সহিত নিজের দশা তাঁহাদের সমীপে বর্ণন করিলে তাঁহারা তাহা শুনিয়া প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সেই প্রশংসাবাদ আমি জ্ঞাত হইতে পারি নাই, বরং উহা আমার দুঃখেরই কারণ হইয়াছিল।

১১৮। আমি অভ্যাসবলে অন্তরে ও বাহিরে প্রত্যক্ষের ন্যায় সেই শ্রীজগদীশ্বরকে তত্তৎরূপেই দর্শন করিতাম।

১১৯। কদাচিৎ দেখিতাম যে, সনকাদি শ্রীভগবানের মূর্তি ধ্যান করিতে করিতে শ্রীভগবানের সমানরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ঐরূপ ধ্যাননিষ্ঠা ও তৎপ্রভাবে তন্ময়তা দেখিয়া পরমানন্দিত হইতাম।

১২০। যে সময়ে শ্রীসনকাদি আমাকে ভগবন্মূর্তি দর্শন করাইতেন না, সে সময়েও পুনরায় দর্শনের আশায় আমার চিত্তের অবসাদ হইত না; এইরূপে বহুদিন সুখের সহিত তথায় বাস করিয়াছিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১১৭। সা চ দশা ময়া সশোকং কথ্যমানাপি অমীভিঃ সনকাদিভিঃ পিপ্পলায়নাদিভির্বা প্রশস্যতে। অহোঽচিরাদেবেদৃশী পরমদুর্লভা বিশুদ্ধা দশা জাতেতি শ্লাঘ্যতে। ময়া চ সা তথা তাদৃশী প্রশংসার্হেতি ন বুধ্যেত। তৎপ্রশংসা-প্রকার ইতি বা, তত্তত্ত্বাজ্ঞানাদ্‌ভক্তিস্বভাবাদ্বা, অতো দুঃখমেবানুমন্যতে ময়া॥

১১৮। ননূক্তং তল্লোকমাহাত্ম্যং, তর্হি কথং সিধ্যেদিত্যপেক্ষয়ামাহ—অথেতি। অভ্যাসঃ পুনঃ পুনর্ধ্যানে ভগবদ্দর্শনাবৃত্তিস্তস্য বলেন জগদীশ্বরং বহিরন্তশ্চ তেন তেন পূর্বোক্তেন রূপেণ বিশিষ্টং প্রত্যক্ষং সাক্ষাদিব সর্বত্র পশ্যামি॥

১১৯। তানি পূর্বোক্তানি রূপাণি বিন্দতো লভমানান্ দৃষ্ট্বা। তত্র হেতুঃ—ধ্যানং তেষু রূপেষু চিত্তাভিনিবেশস্তস্য নিষ্ঠা স্থৈর্যং, তস্যা বশং গতান্ তদেকপরতাং প্রাপ্তান্ সতঃ। পেশস্কৃতো ভ্রমরবিশেষস্য ধ্যানেন কীটানাং তদ্রূপতাপত্তিবৎ ধ্যানবেগেনৈব তাদৃকত্বং প্রাপ্নুবত ইত্যর্থঃ॥

১২০। তেন তেন সতোঽমীভ্যশ্চ জায়মানেন রূপদর্শনেন রহিতো হীনো যঃ কালস্তস্মিন্নপি। তস্য রূপদর্শনস্যাশয়া; তত্র তপোলোকে; ইব-শব্দেন কদাচিৎ কিঞ্চিদ্দুঃখমপি সূচিতং তচ্চ প্রায়েণোদ্দিষ্টমেব॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৭। আমি শোকভরে স্বীয় অবস্থা তাঁহাদিগকে জানাইলাম! তখন সেই সনকাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও পিপ্পলায়ন প্রভৃতি যোগেন্দ্রগণ আমার অবস্থা অবগত হইয়া বহু প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, 'কি আশ্চর্য! অচিরেই ইহার এতাদৃশ বিশুদ্ধ দশা জাত হইল?' কিন্তু আমি সেই প্রশংসাবাক্যের তাৎপর্য বা সেই প্রশংসার প্রকার বুঝিতে পারিলাম না। বস্তুতঃ ভক্তির স্বভাববলেই তাদৃশ প্রশংসাবাদ আদি বুদ্ধিগোচর হয় নাই। অতএব আমার হৃদয়ে সেই দুঃখ রহিয়া গেল, অর্থাৎ ভগবদ্দর্শন বিরহে আমি সর্বদাই দুঃখিত থাকিতাম।

১১৮। যদি বল, ভগবদ্দর্শন বিরহে সর্বদা দুঃখ ভোগ হইলে তল্লোকমাহাত্ম্য কিরূপে সিদ্ধ হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, আমি অভ্যাসবশতঃ অর্থাৎ পুনঃপুনঃ ধ্যানের বেগবশতঃ অন্তরে ও বাহিরে পূর্বোক্তরূপবিশিষ্ট জগদীশ্বরকে সর্বত্র সাক্ষাতের ন্যায় দর্শন করিতাম।

১১৯। আরও দেখিতাম, কোন কোন সময়ে শ্রীসনকাদি ভগবন্মূর্তির ধ্যান করিতে করিতে ভগবন্মূর্তিময় হইয়াছেন। তাহার হেতু এই যে, প্রথমতঃ ধ্যান এবং সেই ধ্যানবেগবশতঃ ভগবদ্‌রূপে চিত্তাভিনিবেশ হেতু নিষ্ঠা বা স্থিরতা। সেই নিষ্ঠার ফলে তদেকরূপতা অর্থাৎ ধ্যেয়-স্বরূপের আকার প্রাপ্ত। পেশস্কৃৎ ভ্রমর বিশেষের ধ্যানে যেরূপ অন্য কীট তদ্‌রূপতা প্রাপ্তি হয়। সেইরূপ ধ্যানবেগ-বশতঃ তাঁহারা ধ্যেয়স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন। যাহা হউক, তাঁহাদের এইরূপ ধ্যাননিষ্ঠতা এবং তৎপ্রভাবে তন্ময়তা দেখিয়া পরমানন্দিত হইতাম।

১২০। যখন সেই সেই ভগন্মূর্তির দর্শন হইত না, অর্থাৎ যে সময়ে শ্রীসনকাদি আমাকে ভগবন্মূর্তি প্রদর্শন করাইতেন না, সেই সময়েও পুনর্বার সেই রূপ দর্শনের আশায় আমার চিত্তে অবসাদ উপস্থিত হইত না। মূলে 'ইব' শব্দ দ্বারা সেই তপোলোকে কদাচিৎ দুঃখ সুচিত হইয়াছে বলিয়া 'প্রায়' শব্দে তাহা উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

সারশিক্ষা

১১৯। উক্ত 'পেশস্কৃৎ' ন্যায়ের সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ—

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাম্॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎ-সাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসন্ত্যজন্॥

(শ্রীভাঃ ১১।৯।২৩)

অর্থাৎ, হে রাজন্! দেহধারী জীব দ্বেষ বা ভয়হেতু যে কোন বিষয়ে একাগ্রভাবে মন ধারণ করিলে, সেই ধ্যেয় বিষয়েরই সমানরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বলবান্ পেশস্কৃৎ নামক ভ্রমরবিশেষ অন্য কীটকে নিজ কুড্যাভ্যন্তরে নিরুদ্ধ করিলে, সেই দুর্বল কীট ভয়হেতু নিরন্তর ঐ ভ্রমরকে ধ্যান করিবার ফলে পূর্বরূপ ত্যাগ না করিয়াই, তাহার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার সেই কীটদেহ ভ্রমরদেহে পরিণত হয়।

জড়বিষয় ধ্যানের ফলে বর্তমান জড়দেহেরই যখন রূপান্তর হয়, তখন সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবন্মূর্তির ধ্যানের ফলে ধ্যাতৃদেহের যে ধ্যেয়তুল্যাকারতা লাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব যে কোন ভাবে শ্রীভগবানে চিত্ত আবিষ্ট হইলেই তন্ময়তা-প্রভাবে তৎস্বরূপতা প্রাপ্তি ঘটিবে। তন্মধ্যে যাহাদের দ্বেষ কিংবা ভয়াদিবশতঃ শ্রীভগবানে চিত্ত আবিষ্ট হয়, তাহাদের তন্ময়তা লাভ হইলেই দ্বেষ ও ভয়াদি বিনষ্ট হইয়া যায়। আর যাঁহাদের স্নেহ ও ভক্তিপূর্বক সেবা আকাঙ্ক্ষায় শ্রীভগবানে চিত্ত আবিষ্ট হয়, তাঁহাদের তন্ময়তা লাভ হইলে সেবাকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হয় এবং যথাযোগ্য অর্থাৎ সেবাযোগ্য দেহ লাভ হয়।

১২১। কদাচিৎ পুষ্করদ্বীপে স্বভক্তান্ কৃপয়েক্ষিতুম্।
প্রস্থিতোঽহং সমারূঢ়স্তত্রায়াতশ্চতুর্মুখঃ॥

১২২। পরমৈশ্বর্যসম্পন্নঃ স বৃদ্ধঃ সনকাদিভিঃ।
সসম্ভ্রমং প্রণম্যাভিপূজিতো ভক্তিনম্রিতৈঃ॥

১২৩। আশীর্ভির্বর্ধয়িত্বা তান্ স্নেহেনাঘ্রায় মূর্ধসু।
কিঞ্চিৎ সমনুশিষ্যাসৌ তং দ্বীপং বেগতোঽগমৎ॥

মূলানুবাদ

১২১। কোন সময়ে পুষ্করদ্বীপে নিজভক্তগণকে কৃপাবশতঃ দর্শন দিবার নিমিত্ত যাইবার সময়ে হংসারূঢ় শ্রীব্রহ্মা পথিমধ্যে তপোলোকে উপস্থিত হইলেন।

১২২। পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন সেই বৃদ্ধ চতুর্মুখকে সনকাদি মুনিগণ সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া ভক্তিপূর্বক পূজা করিলেন।

১২৩। আর শ্রীব্রহ্মাও বার বার আশীর্বাদ করিয়া স্নেহের সহিত তাঁহাদের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং কিঞ্চিৎ ভগবদ্ভক্তি-রহস্য উপদেশ করিয়া তিনি পুষ্করদ্বীপ অভিমুখে গমন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১২১। ইদানীং সত্যলোকগমনে কারণবিশেষমুপক্ষিপতি—একদেত্যাদিনা নো মতমিত্যন্তেন। তত্র সত্যলোকস্য মাহাত্ম্যবিশেষ-প্রতিপাদনায় তল্লোকস্বামিনঃ শ্রীব্রহ্মণো মহিমবিশেষং বদন্নাদৌ স্বয়ং দৃষ্টং তমেব ত্রিভির্বর্ণয়তি—পুষ্করদ্বীপে বর্তমানান্ স্বভক্তানীক্ষিতুং তদ্দ্বীপ এব প্রস্থিতঃ কৃতপ্রয়াণঃ সন্; তত্র তপোলোকে আয়াতঃ। তত্ত্বাজ্ঞানেন যথাদৃষ্টরূপস্যৈব নির্দেশঃ, হংসমারূঢ় ইত্যাদিবিশেষণ-চতুষ্কেণ॥

১২২। পরমং সর্বতঃ শ্রেষ্ঠ যদৈশ্বর্যং পরিচ্ছদপরিজনাদিবৈভবং তেন সম্পন্নঃ, স চতুর্মুখঃ। বৃদ্ধঃ পরম প্রামাণিকলক্ষণ-লম্বশ্বেতকূর্চবত্ত্বেন, ন তু জরাদ্যভিভবেন, ভগবদবতাত্বেন সচ্চিদানন্দঘনমূর্তিত্বাৎ॥

১২৩। তান্ সনকাদীন্; কিঞ্চিদিতি তদ্বিশেষেণানবধারণাৎ সামান্যেন নির্দ্দেশঃ; তচ্চ ভগবদ্ভক্তিরহস্যমিত্যূহ্যম। অনুশিষ্য বারং বারং শিক্ষয়িত্বা; অসৌ চতুর্মুখঃ; তং পুষ্করাখ্যং দ্বীপম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২১। ইদানীং সত্যলোক গমনের কারণবিশেষ বলিবার জন্য প্রথমতঃ তল্লোকাধিষ্ঠাতা শ্রীব্রহ্মার মহিমাবিশেষ বর্ণন করিয়া পরে সেই লোকের মাহাত্ম্যবিশেষ প্রতিপাদন করিতেছেন এবং তাহাই তিনটি শ্লোকের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। কোন সময়ে পুষ্করদ্বীপে বর্তমান নিজভক্তগণকে দেখিবার জন্য যাইতে যাইতে হংসারূঢ় চতুর্মুখ পথিমধ্যে তপোলোকে উপস্থিত হইলেন। শ্রীব্রহ্মার তত্ত্ব অবগত না থাকার জন্য যথাদৃষ্ট 'হংসারূঢ়' 'চতুর্মুখ' ইত্যাদিরূপে তাঁহার স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।

১২২। সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ ও পরিজনাদি দ্বারা যিনি পরম ঐশ্বর্যসম্পন্ন, সেই পরম প্রামাণিক চতুর্মুখ ব্রহ্মা; (এস্থলে পরম প্রামাণিকের লক্ষণ এই যে, লম্ব-শ্বেতশ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ ইত্যাদি) ইনি যদিও দেখিতে বৃদ্ধের মত, তথাপি তাঁহার শরীরে জরার আবির্ভাব হয় নাই। যেহেতু, তিনি ভগবদবতার বলিয়া সচ্চিদানন্দ মূর্তি।

১২৩। তিনি সনকাদিকে পুনঃ পুনঃ স্নেহভরে আশীর্বাদ করিয়া কিঞ্চিৎ ভগবদ্ভক্তি রহস্য উপদেশ করিলেন। এস্থলে কিঞ্চিৎ বলার উদ্দেশ্য এই যে, বিশেষরূপে সেই ভক্তিরহস্য অবধারণের অর্থাৎ শ্রদ্ধা সহকারে নিশ্চয়পূর্বক হৃদয়ে রক্ষণ ও শ্রবণের অযোগ্যতাবশতঃ ভগবদ্ভক্তিরহস্য উহ্য রহিল। তথাপি তিনি বার বার যাহা উপদেশ করিলেন, তাহা আমাদের সুদুর্বোধ হইলেও সারার্থ মাত্র গ্রহণ করিলাম। পরে তিনি পুষ্করদ্বীপে গমন করিলেন।

১২৪। তত্তত্ত্ববৃত্তং সংপৃষ্টা ময়াঽবোচন্ বিহস্য তে।
অত্রাগত্যাধুনাপীমং গোপবালক বেৎসি ন॥

১২৫। প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা স্রষ্টা বিশ্বস্য নঃ পিতা।
স্বয়ম্ভুঃ পরমেষ্ঠ্যেষ জগৎ পাত্যনুশাস্ত্যপি॥

১২৬। অস্য লোকস্তু সত্যাখ্যঃ সর্বোপরি বিরাজতে।
শতজন্মকৃতৈঃ শুদ্ধৈঃ স্বধর্ম্মৈর্লভ্যতে হি যঃ॥

মূলানুবাদ

১২৪। আমি সনকাদিকে তাঁহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—হে গোপবালক! এখানে তুমি এতদিন বাস করিলে, অথচ পরমপ্রসিদ্ধ এই ব্রহ্মার তত্ত্ব জান না?

১২৫। ইঁহার নাম ব্রহ্মা, ইনি প্রজাপতিগণেরও পতি ও আমাদের পিতা। ইনি স্বয়ম্ভু, ইঁহার পিতা নাই। এই পরমেষ্ঠী বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বকে পালন করেন এবং বেদ প্রচার দ্বারা ধর্ম্মাদিও শিক্ষা দিয়া থাকেন।

১২৬। ইঁহার বাসস্থান সত্যলোকে, সেই লোক সর্বোপরি বিরাজমান। শত জন্মকৃত শুদ্ধ স্বধর্ম্মদ্বারা সেই সত্যলোক লাভ করা যায়।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১২৪। তস্য চতুর্মুখস্য তত্ত্বং স্বরূপং তস্য বৃত্তং বিবরণং ময়া তে সনকাদয়ঃ পৃষ্টাঃ সন্তঃ বিহস্যাবোচন্নূচুঃ। কিম্? তদাহ—অত্রেতি সার্দ্ধচতুর্ভিঃ। হে গোপবালকেতি হাসপ্রকারঃ। অত্র তপোলোকে আগত্যাপি; তত্র চাধুনা এতাবত্যপি কালে; ইমং পরমং প্রসিদ্ধং ন বেৎসি; অয়ঞ্চ হাসপ্রকার এব॥

১২৫। কোঽয়মিত্যপেক্ষায়াং স্বয়মেব বিজ্ঞাপয়ন্তি—প্রজেতি, প্রজাপতীনাং ভৃগ্বাদীনামপি পতিঃ স্বামী পালকো বা। নোঽস্মাকং পিতা, এবং তেষামপি পিতেতি জ্ঞাপিতং, সনকাদি ভ্রাতৃত্বাৎ। তস্য চ পিতা নাস্তীত্যাহুঃ—স্বয়ম্ভুঃ স্বয়মেব, ভগবন্নাভিকমলাদাবির্ভূতত্বাৎ। পরমেষ্ঠী সর্বশ্রেষ্ঠতমপদাধিকারী। পাতি বৃত্তদানাদিনা, অনুশাস্তি বেদপ্রবর্ত্তন-দ্বারা ধর্ম্মাদিশিক্ষণেন। যদ্বা, বিশ্বস্য স্রষ্টেতি স্রষ্টৃত্বমুক্ত্বা পাত্যনুশাস্তীতি পদদ্বয়েনানেন পালকত্বং সংহারকত্বঞ্চোক্তম্॥

১২৬। কুত্র বসতীত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—অস্যেতি। সর্বেষাং লোকানামুপরি ব্রহ্মাণ্ডোর্দ্ধ্বভাগস্যান্ত্যসীমবর্তিত্বাৎ। যো হি লোকঃ শতজন্মভিঃ কৃতৈঃ সঞ্চিতৈঃ স্বধর্ম্মৈলভ্যতে;—'স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি' ইতি চতুর্থস্কন্ধে (শ্রীভা ২।২।২৯) শ্রীরুদ্রোক্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৪। অনন্তর আমি সনকাদিকে ব্রহ্মার তত্ত্ব ও তাঁহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"হে গোপবালক! সত্যই তুমি গোপবালক! এই তপোলোকে তুমি এতকাল আসিয়াছ, অথচ পরম প্রসিদ্ধ এই চতুর্মুখের তত্ত্ব অবগত নহ?" ইহাই হাস্যের প্রকার।

১২৫। কে ইনি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, ইনি ভৃগু প্রভৃতি প্রজাপতিগণেরও পতি অর্থাৎ পালনকর্তা এবং আমাদের পিতা (এই বাক্যে ভৃগু প্রভৃতিরও পিতা বলা হইল, কারণ তাঁহারা সনকাদির ভ্রাতা) পরন্তু ইনি স্বয়ম্ভূ, ইঁহার পিতা নাই; স্বয়ংই শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইনি পরমেষ্ঠী বলিয়া সর্বশ্রেষ্ঠতম পদাধিকারী। আর এই পরমেষ্ঠীই বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং জীবিকাদি বৃত্তিদান করিয়া সেই বিশ্ব পালন করেন। অনুশাস্তি অর্থাৎ বেদ প্রবর্তন দ্বারা ধর্মাদিও শিক্ষা দিয়া থাকেন। অথবা সৃষ্টি করেন, পালন করেন, এই উক্তি দ্বারা শাসকত্ব ও পালকত্ব-হেতু জগৎকে আত্মসাৎ করিয়া প্রলয়কালে শ্রীভগবানের ক্রোড়ে শয়ন করেন। ইহার দ্বারা জগৎ সংহারকত্বও কথিত হইল।

১২৬। কোথায় বাসস্থান? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, ইঁহার বাসস্থান সত্যলোকে। সেই সত্যলোক সর্বলোকোপরি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত্যসীমার উর্ধ্বভাগে অবস্থিত। সেই লোক শত জন্ম নিশ্ছিদ্র স্বধর্মপালনের দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। চতুর্থস্কন্ধে শ্রীরুদ্র বলিয়াছেন, স্বধর্মনিষ্ঠ পুরুষ শত জন্মে বিরিঞ্চিত্ব প্রাপ্ত হয়।

১২৭। তত্র বৈকুণ্ঠলোকোঽস্তি যস্মিন্ শ্রীজগদীশ্বরঃ।
সহস্রশীর্ষা বর্তেত স মহাপুরুষঃ সদা॥

১২৮। তস্য পুত্র ইব ব্রহ্মা শ্রূয়তে ন চ ভিদ্যতে।
ব্রহ্মৈব লীলয়া তত্র মূর্তিভ্যাং ভাতি নো মতম্॥

মূলানুবাদ

১২৭। সেই সত্যলোকে যে বৈকুণ্ঠ আছেন, তথায় সহস্রশীর্ষা নামে মহাপুরুষ শ্রীজগদীশ্বর সর্বদা অবস্থান করিতেছেন।

১২৮। শ্রুতিতে শুনা যায় যে, এই ব্রহ্মা সেই মহাপুরুষের পুত্রের মত অথচ তাঁহা হইতে কোন ভেদ নাই। ব্রহ্মাই লীলাবশতঃ দুই মূর্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন—ইহাই আমাদেরও স্থির সিদ্ধান্ত।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১২৭। তত্রৈব তব মনঃপূর্তিঃ স্যাদিত্যভিপ্রায়েণ তল্লোক মাহাত্ম্যবিশেষ-মাহুঃ—তত্রেতি। তস্মিন্ সত্যলোক এব বৈকুণ্ঠাখ্যো লোকঃ স্থানবিশেষোঽস্তি। যস্মিন্ বৈকুণ্ঠলোকে, সঃ অনির্বচনীয়ঃ মহাপুরুষরূপঃ॥

১২৮। ননু কথং তর্হি শ্রীব্রহ্মণস্তল্লোকস্বামিত্বং পারমেষ্ঠ্যাদি-মাহাত্ম্যং তত্র তাদৃগ্ বর্ণিতম্? তত্র জগদীশ্বরস্য সাক্ষাদ্‌বৃত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্যেতি। ইবেতি লৌকিকরীত্যদর্শনাৎ। শ্রূয়তে শ্রুতিভ্যঃ, ন তু তত্ত্বতো জ্ঞায়তে, তদুৎপন্নত্বেনাস্মাকং সর্বেষাং ততোঽর্বাচীনত্বাৎ। ননু পুত্রস্য পিতুঃ সকাশাৎ পূজা-পূজাকত্বাদিনা ভেদো দৃশ্যত এব, তত্রাহ—ব্রহ্মৈব মূর্তিভ্যাং চতুর্মুখ-সহস্রশীর্ষরূপাভ্যাং তত্র তত্র লোকে লীলয়া ভাতি বিরাজতে; নোঽস্মাকং মতমেতৎ। ব্রহ্মণ্যপি জগদীশ্বরতালক্ষণদর্শনেন তয়োরভেদপ্রতীতিরিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৭। তথায় তোমার মনঃপূর্তি হইবে, এই অভিপ্রায়ে সেই সত্যলোকের মাহাত্ম্যবিশেষ বলিতেছেন। সেই সত্যলোকের কোন্ স্থানে শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্য ধামও বিরাজ করিতেছেন। সেই বৈকুণ্ঠলোকে অনির্বাচনীয় মহাপুরুষ সহস্রশীর্ষা নামক শ্রীজগদীশ্বর নিয়ত অবস্থান করিতেছেন।

১২৮। যদি বল, সেই সত্যলোকে শ্রীজগদীশ্বর যদি সাক্ষাৎ বিরাজিত, তবে ব্রহ্মার কিরূপে তল্লোকস্বামিত্ব এবং পারমেষ্ঠ্যাদি মাহাত্ম্য সিদ্ধ হয়, বা তাদৃশভাবে

বর্ণন করিলেন কেন? এইরূপ আশঙ্কা করিও না। যদিও আমরা লোকরীতিতে দেখিতেছি বা শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, ব্রহ্মা সেই সহস্রশীর্ষা মহাপুরুষের পুত্রের ন্যায় লাল্য; কিন্তু তত্ত্ব বিচার করিলে তাহা মনে হয় না। যদিও আমরা সকলেই সেই ব্রহ্মার পুত্ররূপে উৎপন্ন-হেতু আধুনিক, তথাপি যদি বল, পুত্রের পিতা বা পিতার পুত্র সম্বন্ধে পূজ্য-পূজক বলিয়া ভেদ প্রতীতি হইতেছে। ইহা আমাদের মত নয়। যেহেতু ব্রহ্মাই লীলাবশে মূর্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন। কেননা, ব্রহ্মাতেও জগদীশ্বরতা লক্ষণ দৃশ্য হইতেছে। এজন্য উভয়ের অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাই আমাদের নিশ্চয় সিদ্ধান্ত।

সারশিক্ষা

১২৮। হিরণ্যগর্ভ ও বৈরাজ ভেদে ব্রহ্মার দ্বিবিধ অবস্থান। তন্মধ্যে যে সূক্ষ্মরূপে সত্যলোকের ঐশ্বর্যাদি উপভোগ হয়, সেই সূক্ষ্মরূপকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। এই সূক্ষ্মরূপই মহত্তত্ত্ব, এজন্য দেবতাদিগেরও অদৃশ্য। আর যে রূপ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্যে নিয়োজিত, সেই রূপের নাম বৈরাজ। ইহা স্থূল সমষ্টি শরীর বলিয়া দেবতাদিগের দৃশ্য। এই বৈরাজরূপেই ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য ও বেদ প্রবর্তনাদি জন্য চতুর্মুখ, অষ্টনেত্র ও অষ্টবাহু হইয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মার চারিমুখ হইতে চারিবেদ আবির্ভূত হইয়াছেন। সম্মুখের মুখ হইতে ঋক, দক্ষিণমুখ হইতে যজু, পশ্চাৎমুখ হইতে সাম ও বামমুখ হইতে অথর্ববেদ এবং বেদবিহিত মন্ত্রাদির সহিত উপবেদ সকলও আবির্ভূত হইয়াছেন। ইতিহাস ও পুরাণাদি পঞ্চমবেদ বলিয়া ব্রহ্মার চতুর্মুখ হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন। হৃদয় হইতে প্রণব আবির্ভূত হইয়াছেন। যদিও কল্পভেদে ব্রহ্মা বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টিকার্য নির্বাহ করেন, তথাপি তাঁহার শব্দ-ব্রহ্মারূপ স্বরূপটি সর্বদাই বিদ্যমান থাকে।

কোন কোন কল্পে মহত্তম জীবও ব্রহ্মা হইয়া থাকেন, আবার কল্পবিশেষে গর্ভোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মারূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ংই উক্ত সৃষ্টিকার্যাদি করিয়া থাকেন। অতএব কল্পভেদে ব্রহ্মার জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব উভয়ই সিদ্ধ হইতেছে। শাস্ত্রে ঈশ্বরাবির্ভাব অপেক্ষা করিয়াই ব্রহ্মাকে ভগবানের অবতার বলা হইয়াছে। তবে যে কেহ কেহ ব্রহ্মাকে ভগবানের সন্নিকর্ষতা-হেতু এবং সৃষ্টকার্যে সক্ষম জানিয়া ভগবানের অবতার বলেন, তাহা জীবত্ব অপেক্ষা করিয়া, অবতার শব্দ গৌণরূপে উপচারিত হয়।

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

১২৯। তচ্ছ্রুত্বা তত্র গত্বা তং মহাপুরুষমীক্ষিতুম্।
জপং কুর্বংস্তপোলোকে নিবিষ্টোঽন্তঃসমাধিনা॥

১৩০। মুহূর্তানন্তরং দৃষ্টী সমুন্মীল্য ব্যলোকয়ম্।
ব্রহ্মলোকাপ্তমাত্মানং তঞ্চ শ্রীজগদীশ্বরম্॥

মূলানুবাদ

১২৯-১৩০। শ্রীগোপকুমার বলিলেন,—হে বিপ্র! আমি সনকাদির কথা শুনিয়া সত্যলোকে সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য অন্তঃসমাধিতে নিবিষ্ট মনে জপ করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলাম, আমি সত্যলোকে উপস্থিত হইয়াছি এবং শ্রীজগদীশ্বরও নয়নগোচর হইয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১২৯-১৩০। তত্র সত্যলোকে; তং তল্লোকবর্তিনম্; অন্তর্মনসঃ সমাধিনা তপোলোকে নিবিষ্ট উপবিষ্টঃ সন্। মুহূর্তাদনন্তরং দৃষ্টী চক্ষুষী সমুন্মীল্য আত্মানং মাং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তং ব্যলোকয়মিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তং মহাপুরুষরূপং শ্রীজগদীশ্বরঞ্চ ব্যলোকয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৯-১৩০। অতঃপর সনকাদির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যলোকে সেই মহাপুরুষরূপ শ্রীজগদীশ্বরকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত সেই তপলোকে উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্টমনে জপ করিতে করিতে সমাধিদশা উপস্থিত হইল; ক্ষণকাল পরেই নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলাম, আমি ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং সেই জগদীশ্বর নয়নগোচর হইয়াছেন।

১৩১। শ্রীমৎসহস্রভুজশীর্ষপদং মহান্তং,
নীলাম্বুদাভমনুরূপবিভূষণাঢ্যম্।
তেজোনিধিং কমলনাভমনন্তভোগ,-
তল্পে শয়ানমখিলাক্ষিমনোঽভিরামম্॥

মূলানুবাদ

১৩১। দেখিলাম, শ্রীমৎ জগদীশ্বর সহস্রভুজ, সহস্রশীর্ষ ও সহস্রপদে সুশোভিত, তিনি নীল মেঘের ন্যায় আভাবিশিষ্ট স্বীয় শ্রীঅঙ্গের উপযুক্ত বিভূষণে বিভূষিত এবং তাঁহার নাভিদেশে প্রফুল্ল কমল বিরাজমান। তিনি শেষনাগের শয্যাতে শয়ান আছেন। তিনি নিখিল জগতের মনোনেত্র-অভিরাম অর্থাৎ আনন্দজনক।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৩১। তমেব বিশিনষ্টি—শ্রীমদিতি ত্রিভিঃ, শ্রীমন্তি সহস্রাণ্যপরিমিতানি ভুজশীর্ষপদানি যস্য তম্; মহান্তং বৃহৎপ্রমাণাকারমনুরূপৈস্তত্তদবয়বোচিতৈর্বিভূষণৈরাঢ্যং যুক্তম্, তেজসাং নিধিং নিধানম্; কমলং নাভৌ যস্য তম্; অনন্তস্য শেষস্য ভোগ এব তল্পং শয্যা তত্র শয়ানম্; অখিলস্য জগতোঽক্ষিমনসামভিরামম্; অনেন সহস্রভুজশীর্ষাদিযুক্ত-মহাকারত্বেঽপি পরমসৌন্দর্যমুক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩১। দেখিলাম, সেই জগদীশ্বর শ্রীমন্ত, অর্থাৎ সহস্র ভুজ, সহস্রশীর্ষ ও সহস্রচরণবিশিষ্ট সুমহান্ মূর্তি এবং মূর্তির অনুরূপ দিব্য বেশভূষায় বিভূষিত, তিনি সমগ্র তেজের নিধান হইলেও স্নিগ্ধ নীল মেঘের আভাবিশিষ্ট এবং তাঁহার নাভিদেশে প্রফুল্ল কমল রহিয়াছে। অনন্তনাগের ভোগ অর্থাৎ ফণারূপ শয্যাতে শয়ান আছেন। তিনি জগতের অখিল প্রাণীর নেত্র ও মনের অভিরাম অর্থাৎ আনন্দজনক। অতএব সহস্র-ভুজ-শীর্ষাদিযুক্ত আকার বিশাল হইলেও তিনি পরম সৌন্দর্যযুক্ত।

১৩২। সংবাহ্যমানচরণং রময়া সুপর্ণে,
বদ্ধাঞ্জলৌ কৃতদৃশং বিধিনার্চ্যমানম্॥
ভূয়ো বিভূতিভরমুং বহু লালয়ন্তং,
শ্রীনারদ-প্রণয়ভক্তিষু দত্তচিত্তম্॥

১৩৩। মহারহস্যং নিগমার্থতত্ত্বং, স্বভক্তিমার্গং কমলাসনায়।
শনৈর্বিবৃত্যোপদিশন্তমন্ত,-র্নিজালয়েন্দ্রস্য বিরাজমানম্॥

১৩৪। অথো তদাকর্ণ্য চতুর্মুখঞ্চ, প্রমোদসম্পদ্বিবশীভবন্তম্।
অনূদ্য নীচৈরনুমোদমানং, মুহুস্তদঙ্ঘ্রীনভিবন্দমানম্॥

মূলানুবাদ

১৩২। আরও দেখিলাম, শ্রীরমাদেবী তাঁহার চরণসেবা করিতেছেন; গরুড় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আছেন, শ্রীজগদীশ্বর তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতেছেন। এবং বহু বৈভবসংযুক্ত ব্রহ্মার পূজ্যমান শ্রীজগদীশ্বর স্বীয় করকমলের কোমলস্পর্শ প্রদান করিয়া তাঁহার লালন করিতেছেন। শ্রীনারদ নৃত্য-গীতাদি দ্বারা প্রণয় ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন। আর শ্রীজগদীশ্বরও তাঁহার সেবাতে চিত্ত সন্নিবেশ করিতেছেন।

১৩৩। কমলাসন ব্রহ্মার নিমিত্ত শ্রীজগদীশ্বর মহারহস্য প্রকটন করিয়া পরম গোপ্য নিগমার্থের সারভূত স্বভক্তিমার্গ ক্রমশঃ উপদেশ করিতেছেন; আর অঙ্গকান্তিতে নিজালয় উদ্ভাসিত করিয়া তন্মধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

১৩৪। অনন্তর চতুর্মুখ সেই সকল ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণপূর্বক প্রমোদ-সম্পত্তি লাভ করিয়া আনন্দভরে বিহ্বল হইলেন এবং শ্রীজগদীশ্বরের বাক্যামৃতের অনুমোদন করিয়া পুনঃপুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৩২। কিঞ্চ, রময়া লক্ষ্ম্যা সংবাহ্যমানাশ্চরণা যস্য তম্; বর্দ্ধোঽঞ্জলির্যেন তস্মিন্ সুপর্ণে শ্রীগরুড়ে কৃতা দৃক্ দৃষ্টির্যেন তম্; বিধিনা ব্রহ্মণা ভূয়সীভি-র্বিভূতিভির্নিজবৈভবৈঃ কৃত্বার্চ্যমানং পূজ্যমানম্ অমুং বিধিং বহু যথা স্যাত্তথা লালয়ন্তং শ্রীহস্তাব্জস্পর্শনাদিনা লালনং কুর্বমন্ত্। শ্রীনারদস্য যাঃ প্রণয়যুক্তা ভক্তয়ঃ গীত-নৃত্যাদিরূপাঃ সেবাস্তসু দত্তং ন্যস্তং চিত্তং যেন॥

১৩৩। কিঞ্চ, কমলং ভগবন্নাভিসরোজমেবাসনং যস্য তস্মৈ; পূজানন্তরং নিজাসনে গত্বাসীনায় ব্রহ্মণে ইত্যর্থঃ। স্বস্য ভগবতো ভক্তিরেব মার্গস্তৎপ্রাপকত্বাৎ। যদ্বা,

ভক্তের্মার্গং প্রকারমিত্যর্থঃ। বিবৃত্য বিস্তার্য্য; শনৈঃ পরমরহস্যত্বাল্লঘু লঘু উপদিশন্তং শিক্ষয়ন্তং কর্ণে কথয়ন্তমিতি বা; কীদৃশং মার্গম্? নিগমানাং বেদানামর্থস্যাভিধেয়স্য তত্ত্বং সারভূতম্; অতএব মহারহস্যং পরমগোপ্যম্। পুনর্জগদীশ্বরমেব বিশিনষ্টি—নিজো য আলয়েন্দ্রঃ প্রাসাদশ্রেষ্ঠঃ তস্যান্তর্মধ্যে বিরাজমানমিত্যর্থঃ॥

১৩৪। অথো অনন্তরং চতুর্মুখং ব্যালোকয়ম্। কীদৃশম্? তত্তত্ত্বমাকর্ণ্য প্রমোদসম্পত্তিঃ পরমানন্দ সম্পত্তিভির্বিবশীভবন্তম্; ততশ্চ নীচৈর্লঘু লঘু তদেবানূদ্য অনুমোদমানম্, ততশ্চ ভক্ত্যা তস্য শ্রীজগদীশ্বরস্য অঙ্ঘ্রীন্ চরণকমলানি মুহুরভিবন্দমানম্; নাভিকমলোপরি নির্বিশ্যৈব বাগঞ্জল্যাদিনা কিংবা ততোঽবরুহ্য মূর্ধাদিভিঃ প্রণমন্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩২। আরও বলিতেছেন, শ্রীরমাদেবী তাঁহার শ্রীচরণ সেবা করিতেছেন। গরুড় কৃতাঞ্জলি হইয়া সেবার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আর শ্রীজগদীশ্বর তাঁহার প্রতি স্নেহ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। ব্রহ্মা বিচিত্র বৈভবের দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিতেছেন, আর শ্রীভগবানও স্বীয় করকমলের কোমল স্পর্শ প্রদান করিয়া লালন করিতেছেন। শ্রীনারদ নৃত্য-গীতাদিরূপ সেবা দ্বারা প্রণয় ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন, আর শ্রীভগবান সেই শ্রীনারদ-কৃত সেবাতে চিত্ত সংন্যস্ত করিয়াছেন।

১৩৩। আরও বলিতেছেন, শ্রীভগবানের নাভিকমলে যাঁহার আসন, সেই কমলাসন ব্রহ্মা অর্চনা শেষ করিয়া উপবেশন করিলে শ্রীভগবান পরমগোপ্য নিগম সমূহের নিগূঢ় অর্থ অর্থাৎ বেদার্থের সারভূত ভগবৎপ্রাপক ভক্তিমার্গ তাঁহাকে লঘু লঘুভাবে উপদেশ করিতেছেন। (পরম রহস্যময় বলিয়া ধীরে ধীরে অর্থাৎ কানে কানে উপদেশ করিতেছেন।) সেই ভক্তিমার্গ কীদৃশ? নিগমসমূহের (বেদার্থের) সারভূত অভিধেয়তত্ত্ব। অতএব মহারহস্যময় বলিয়া পরমগোপনীয়, আর সেই জগদীশ্বরও স্বীয় অঙ্গকান্তিতে নিজ প্রাসাদবর আলোকিত করিয়া তন্মধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

১৩৪। অনন্তর চতুর্মুখ ব্রহ্মা সেই ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণে প্রমোদসম্পত্তি অর্থাৎ পরমানন্দরূপ সম্পত্তি লাভ করিয়া আনন্দে বিবশাঙ্গ হইলেন এবং লঘু লঘু সেই ভগবদ্ বাক্যের অনুমোদন করিলেন। পরে শ্রীজগদীশ্বরের শ্রীচরণকমল যুগল বার বার অভিবন্দন করিলেন। নাভিকমলোপরি নিবসন-হেতু বাক্যরূপ অঞ্জলি দ্বারা অভিবন্দন করিতেছেন, কিংবা সেই নাভিকমল হইতে অবতরণ করিয়া বার বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন।

১৩৫। প্রমোদবেগাৎ পতিতং বিসংজ্ঞং,
বিলোক্য সা মামভিগম্য লক্ষ্মীঃ।
নিনায় সংজ্ঞাং বহু লালয়িত্বা,
স্ববালবৎ পার্শ্বমুত স্বভর্তুঃ॥

মূলানুবাদ

১৩৫। আমি এই সকল দেখিয়া আনন্দভরে মূর্ছিত হইলাম, সেই সময় ভগবৎপ্রেয়সী শ্রীলক্ষ্মীদেবী আমার বৈকল্য দর্শনে আমার সমীপে আগমন করিয়া স্বীয় শীতল করস্পর্শে আমায় সচেতন করিলেন এবং করুণাবশতঃ হস্তধারণ করিয়া আমাকে জগদীশ্বরের পার্শ্বে লইয়া গেলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৩৫। নিজবৃত্তমাহ—প্রমোদেত্যাদিনা, প্রমোদস্য বেগাদুদ্রেকাৎ পতিতমথ বিসংজ্ঞং চ প্রাপ্তমোহং মাং বিলোক্য সা ভগবৎপরা লক্ষ্মীরভিগম্য অগ্রত এত্য বহু যথা স্যাত্তথা স্ববালবৎ স্বকীয়শিশুমিব লালয়িত্বা শীতলহস্তস্পর্শ জলসেকাদিনা লালনং কৃত্বা সংজ্ঞাং বোধং নিনায় প্রাপিতবতী। উতেতি সমুচ্চয়ে। স্বভর্তুঃ শ্রীজগদীশ্বরস্য পার্শ্বঞ্চ নিনায়॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৫। এক্ষণে নিজের বৃত্তান্ত বলিতেছেন। আমি এই সকল অনির্বচনীয় ব্যাপার দর্শনে পরমানন্দের উদ্রেকবশতঃ অচেতন হইয়া ভূপতিত হইলাম। ভগবৎপ্রেয়সী শ্রীলক্ষ্মীদেবী আমার সেই বৈকল্যদশা অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ আমার সমীপে আগমন করতঃ নিজ-পুত্রবৎ-লালন করিতে লাগিলেন এবং নিজহস্তে জলসেকাদি ও শীতল হস্তস্পর্শাদি দ্বারা আমায় সচেতন করিলেন, পরিশেষে নিজস্বামী শ্রীজগদীশ্বরের পার্শ্বে লইয়া গেলেন।

১৩৬। ভগবন্তং মুহুঃ পশ্যন্ প্রণমন্নবদং মনঃ।
নিজেপ্সিতান্তমদ্যাগা নিশ্চলং ত্বং মুদং ভজ॥

১৩৭। অশেষশোকসন্ত্রাসদুঃখহীনমিদং পদম্।
পরমর্দ্ধিপরানন্দনিচিতং জগদর্চিতম্॥

মূলানুবাদ

১৩৬। আমি শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া বার বার প্রণাম পূর্বক নিজ মনকে বলিলাম, হে মন! তুমি অদজ্য নিজঈপ্সিতের সীমাপ্রাপ্ত হইলে, এক্ষণে স্থিরভাবে আনন্দ উপভোগ কর।

১৩৭। এই সত্যলোকে কোন প্রকার শোক, সন্ত্রাস এবং দুঃখাদির লেশও নাই। পরমপদ ও আনন্দব্যাপ্ত শ্রেষ্ঠতম স্থান বলিয়া জগতের সকলেই ইহার অর্চনা করিয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৩৬। ততশ্চ ভগবন্তং পশ্যন্ সন্ মুহুঃ প্রণমন্ স্বমনঃ প্রত্যবদম্। কিন্তুদাহ—নিজেতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। নিজানামীপ্সিতানাং প্রাপ্তুমিষ্টানামন্তং সীমাং ত্বমদ্য অগা লব্ধমসি। অতোঽদ্য নিশ্চলং যথা স্যাৎ, যদ্বা, নিশ্চলং স্থিরং সৎ মুদং ভজ॥

১৩৭। কুত ঈদং সত্যলোকাখ্যং পদং স্থানম্? অশেষৈঃ শোকৈঃ সন্ত্রাসৈর্দুঃখৈশ্চ হীনম্ কিঞ্চ, পরমাভির্ঋদ্ধিভির্বিভূতিভিঃ পরমানন্দেন চ নিচিতং ব্যাপ্তম্; অতএব জগতি পূজিতং সর্বশ্রেষ্ঠতমত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৬। অতঃপর আমি শ্রীভগবানকে দর্শন ও বার বার প্রণাম করিয়া নিজ মনকে বলিলাম, হে মন! তুমি অদ্য নিজ ইপ্সিত চরম ইষ্টবস্তু লাভ করিলে। অতএব চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে এই জগদীশ্বরের ভজনা কর এবং সেই আনন্দ উপভোগ কর।

১৩৭। আরও বলিতেছেন, এই সত্যলোকাখ্য পদ অশেষ সন্ত্রাস ও দুঃখহীন, পরম ঋদ্ধি (বিভূতি) ও পরমানন্দে ব্যাপ্ত। অতএব জগতে সর্বশ্রেষ্ঠতম স্থান বলিয়া পূজিত।

১৩৮। যাদৃশঃ সম্ভবেদ্‌ভ্রাতর্জগদীশশ্চ তাদৃশঃ।
ভাত্যশেষমহত্তায়াঃ পরাং কাষ্ঠাং গতঃ স্ফুটম্॥

১৩৯। স্নেহমন্বভবো লক্ষ্ম্যা দৃগ্‌ভ্যাং পশ্যাধুনা প্রভুম্।
মাথুরব্রজভূশোকং যিযাসাং চান্যতো জহি॥

১৪০। জগদীশাদ্বিধাতেব লালনং চেদভীপ্সসি।
তন্মহাপুরুষাদিষ্টমন্ত্রশক্ত্যা ফলিষ্যতি॥

মূলানুবাদ

১৩৮। হে ভ্রাতঃ মন! শ্রীজগদীশ্বরের যেরূপ উৎকৃষ্ট প্রকাশ হওয়া উচিত, এই সত্যলোকে তদুপযুক্ত আকৃতি, সৌন্দর্য, গুণ-বৈভব ও মহত্ত্বাদির দ্বারা চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়া এই জগদীশ্বর বর্তমান আছেন।

১৩৯। হে মন, তুমি তো শ্রীলক্ষ্মীদেবীর স্নেহ সাক্ষাৎ অনুভব করিলে, এক্ষণে প্রভুকে সাক্ষাৎ অনুভব কর। ব্রজভূমির জন্য আর শোক করিও না, এইরূপ আনন্দ কুত্রাপি পাইবে না। এক্ষণে অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা ত্যাগ কর।

১৪০। জগদীশ্বর বিধাতাকে যেরূপ লালন করিতেছেন, তুমিও যদি সেইরূপ লালন পাইতে ইচ্ছা কর, তবে মহাপুরুষ-কর্তৃক আদিষ্ট মন্ত্রশক্তির প্রভাবে তাহাও প্রাপ্ত হইবে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৩৮। ন কেবলমেতাবদেব, তব চিরন্তনাভীষ্টসিদ্ধমিত্যাশয়েনাহ—যাদৃশ ইতি। হে ভ্রাতর্মনঃ! জগদীশো যাদৃশো যৎপ্রকারকঃ সম্ভবেদুচিতো ভবতি, তাদৃশ এব স্ফুটং ব্যক্তং ভাতি, অত্র প্রকাশতে; যতঃ অশেষায়া আকৃতিসৌন্দর্য গুণবৈভবাদি-মহত্তায়াঃ পরাং চরমাং কাষ্ঠাং সীমাং গতঃ প্রাপ্তঃ; অতোহন্যঃ কশ্চিৎ কথমপি মহান্নাস্তীত্যর্থঃ॥

১৩৯। এবং পূর্বানুভূতাদ্‌বিশেষমুক্ত্বা ইদানীং সর্বতো বিলক্ষণবিশেষান্তরমাহ—স্নেহমিতি। লক্ষ্ম্যাঃ স্নেহং সংজ্ঞাপ্রাপণ-লালনাদিরূপমন্বভবঃ সাক্ষাল্লব্ধমসি। অধুনা দৃগ্‌ভ্যাং প্রভুং জগদীশ্বরং পশ্যেতি তপোলোকাদ্বিশেষো দর্শিতঃ অতএবাধুনা মাথুরব্রজভুবঃ শোকং বিচ্ছেদসন্তাপং জহি ত্যজ, অন্যতো নীলাচলে যিসাসাং গমনেচ্ছাঞ্চ জহি॥

১৪০। কিঞ্চ, জগদীশাদস্মাৎ সকাশাৎ লালনং চেদ্ যদি ব্রহ্মেব ব্রহ্মাধিকারপ্রাপ্ত্যা তদ্বৎ প্রাপ্তুমিচ্ছসি, তদা তেন অনির্বচনীয়েন মহাপুরুষেণ আদিষ্টস্য উপদিষ্টস্য শক্ত্যা জপ-প্রভাবেণ ফলিষ্যতি, তদপি স্যেৎস্যতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৮। কেবল তাহাই নহে, তোমার চিরন্তন অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব হে ভ্রাতঃ মন! শ্রীজগদীশ্বরের যাদৃশ ও যে প্রকার প্রকটন হওয়া সম্ভব, তাদৃশ ভগবত্তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। যেহেতু, আকৃতি, সৌন্দর্য ও গুণবৈভবাদির মহত্ত্ব দ্বারা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া এই ভগবান বর্তমান আছেন। অতএব ইহা অপেক্ষা কোনস্থানে মহান্ প্রকাশ নাই।

১৩৯। এইরূপে পূর্বানুভূত বিশেষ কথা বলিয়া, অধুনা সর্ববিলক্ষণ বিশেষের কথা বলিতেছেন। হে মন: তুমি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর স্নেহ অর্থাৎ সংজ্ঞা-প্রাপন ও লালনাদিরূপ স্নেহ অনুভব করিয়াছ, অধুনা চক্ষুদ্বারা প্রভু জগদীশ্বরকে দর্শন কর। এতদ্দ্বারা তপোলোক হইতেও বিশেষ উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইল। অতএব এক্ষণে মাথুর-ব্রজভূমির বিচ্ছেদ-শোক পরিহার কর। আর নীলাচল গমনের ইচ্ছাও ত্যাগ কর।

১৪০। আরও বলিতেছেন, জগদীশ্বরের নিকট হইতে যদি ব্রহ্মার ন্যায় লালনাদি পাইতে ইচ্ছা কর, তবে অনির্বচনীয় মহাপুরুষের উপদিষ্ট মন্ত্রজপ কর। জপপ্রভাবে তাহাও প্রাপ্ত হইবে।

১৪১। নিদ্রালীলাং প্রভুর্ভেজে লোকপদ্মেঽস্য নাভিজে।
সৃষ্টিরীতিং বিধির্বীক্ষ্য স্বকৃত্যায়াভবদ্বহিঃ॥

১৪২। পশ্যন্ প্রভো রূপমদো মহাদ্ভুতং, তন্নাভিপদ্মে যুগপত্তথা জগৎ।
গূঢ়োপদেশশ্রবণাচ্চতুর্মুখ,-প্রেমপ্রবাহঞ্চ সুখং ততোঽবসম্॥

১৪৩। কৃৎস্নে লোকত্রয়ে নষ্টে রাত্রাবেকার্ণবে সতি।
শেষোপরি সুখং শেতে ভগবান্ ব্রহ্মণা সমম্॥

মূলানুবাদ

১৪১। ইহার পর প্রভু নিদ্রালীলা অবলম্বন করিলেন, ব্রহ্মাও সেই প্রভুর মহা অদ্ভুত নাভিকমল নিরীক্ষণ পূর্বক সৃষ্টি রীতি শিক্ষা করিয়া, পরে ব্রহ্মাণ্ডরচনারূপ নিজ কার্যের জন্য তথা হইতে বহির্দেশে গমন করিলেন।

১৪২। আমি প্রভুর সেই মহাদ্ভুত রূপ ও তাঁহার নাভিকমলে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান চতুর্দশভুবনাত্মক জগৎ যুগপৎ নিরীক্ষণ করিয়া এবং নিগূঢ় ভক্তিরহস্য শ্রবণে চতুর্মুখ ব্রহ্মার প্রেমপ্রবাহ দর্শন করিয়া তথায় সুখে বাস করিয়াছিলাম।

১৪৩। ব্রহ্মাদিনের অবসানে রাত্রি হইলে, প্রলয়ে লোকত্রয় নষ্ট হইলে, শ্রীভগবান ব্রহ্মার সহিত শেষ-শয্যায় সুখে শয়ন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৪১। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—নিদ্রেতি, নিদ্রারূপাং লীলামেব ভেজে অবলম্বিতবান্। বস্তুতঃ চিদ্ঘনস্য তস্য স্বাপাসম্ভবাৎ। অস্য প্রভোর্নাভিজে লোকপদ্মে চতুর্দশ-ভুবনাত্মক-কমলে সৃষ্টের্জগদ্‌বিধানস্য রীতিং প্রকারং বীক্ষ্য দ্রুতপরিপূর্তয়ে তদ্দ্বারা শিক্ষিত্বেত্যর্থঃ। বিধির্ব্রহ্মা স্বস্য কৃত্যায় ব্রহ্মাণ্ডচর্চারূপ-নিজাবশ্যকপ্রয়োজনায় বহিরভবৎ-ভগবদালয়াদ্‌বহির্ভূয় নিজাবাসমগাদিত্যর্থঃ॥

১৪২। এবং পরমসুখেন তস্মিঁল্লোকে বাসঃ কৃত ইত্যাহ—পশ্যন্নিতি। অদঃ পরমমহত্তয়া প্রসিদ্ধম্। তথা তস্য নাভিপদ্মে চ চতুর্দ্দশভুবনাত্মকং জগৎ যুগপৎ সূক্ষ্মত্বেনৈকদৈব পশ্যন্; তথা গূঢ়স্য ভক্তিরহস্যস্য য উপদেশো ভগবৎকর্ত্তৃকস্তস্য শ্রবণাদ্ধেতোর্যশ্চতুর্মুখস্য প্রেমপ্রবাহঃ প্রেমাশ্রুধারা প্রেমসম্পৎসন্ততির্বা তঞ্চ পশ্যন্; ততস্তস্মিন্ ব্রহ্মলোকে সুখং যথা স্যাত্তথা বাসমকরবম্। এবং স্বর্গাদিকৃতসুখবাসাৎ বিশেষো দর্শিতঃ॥

১৪৩। বিশেষান্তরমাহ—কৃৎস্ন ইতি দ্বাভ্যাম্। রাত্রৌ চতুর্যুগসহস্রপরিমিত-ব্রহ্মদিনান্তে বৃত্তে নিশায়াং সত্যাং ভগবান্ সহস্রশীর্ষা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪১। তারপর শ্রীভগবান কি লীলা আবিষ্কার করিলেন? সেই প্রভু নিদ্রালীলা অবলম্বন করিলেন। বস্তুতঃ চিদ্‌ঘন শ্রীভগবানের নিদ্রা নাই, তথাপি লীলাবশতঃ যোগমায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে ব্রহ্মা, সেই প্রভুর চতুর্দশ ভুবনাত্মক নাভিকমল নিরীক্ষণ করিয়া জগৎ সৃষ্টির প্রণালী শিক্ষা করিলেন। অর্থাৎ দ্রুত পরিপূর্তির নিমিত্ত সেই নাভিকমলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডরচনারূপ নিজ কর্তব্য শিক্ষা করিলেন। পরে সেই বিধি কর্তব্য পালন নিমিত্ত ভগবদ্‌গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নিজবাসে গমন করিলেন।

১৪২। এইরূপে সেই লোকে বাস-কৃত সুখের হেতু বলিতেছেন। আমি তথায় প্রভুর মহা আশ্চর্যরূপ এবং তাঁহার নাভিকমলে বর্তমান চতুর্দশভুবনাত্মক জগৎ (যুগপৎ সূক্ষ্ম ও কারণরূপে) নিরীক্ষণ করিয়া এবং ভগবদ্-কর্তৃক গূঢ় ভক্তিরহস্য শ্রবণ করতঃ চতুর্মুখ ব্রহ্মার প্রেমপ্রবাহরূপ নয়নাশ্রু দর্শন করিয়া সেই ব্রহ্মালোকে সুখে বাস করিয়াছিলাম। এতদ্দ্বারা স্বর্গাদি-কৃত সুখবাস হইতেও বিশেষ উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইল।

১৪৩। আরও বিশেষান্তর বর্ণিত হইতেছে। যুগসহস্র পরিমিত ব্রহ্মদিনের অবসানে রাত্রি হইলে ভগবান্ সহস্রশীর্ষাপুরুষ ব্রহ্মার সহিত শেষনাগোপরি শয়ন করিলেন।

সারশিক্ষা

১৪৩। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, দ্রব্যাধীন নৈমিত্তিক প্রলয়, কালাধীন নিত্য প্রলয় এবং সত্ত্বাদি গুণাধীন প্রাকৃতিক প্রলয়, এই তিন প্রকার প্রলয়। কল্পান্তে যে প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাকে ব্রহ্মার রাত্রি বলে। ইহারই নাম দৈনন্দিন বা নৈমিত্তিক প্রলয়। এই শ্লোকে প্রলয়ের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্রহ্মার আয়ু দ্বি-পরার্ধকালের অবসানে কালাধীন প্রলয় বা নিত্য প্রলয় হইয়া থাকে। এই সময়ে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয় বলিয়া ব্রহ্মার পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়ে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। আর প্রকৃতিও সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবানে লীন হয়।

কেহ কেহ বলেন, নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক ভেদে প্রলয় চতুর্বিধ। তাঁহাদের মতে নিত্য প্রলয় সুষুপ্তি। নৈমিত্তিক প্রলয় ব্রহ্মার দিবা অবসানে। প্রাকৃতিক প্রলয় ব্রহ্মার পরমায়ু (দ্বিপরার্ধকাল) অবসানে। আত্যন্তিক প্রলয় সর্বমুক্তিতে; কিন্তু বৈষ্ণবদার্শনিকগণের মতে আত্যন্তিক প্রলয়ের অর্থ মুক্তি, যেহেতু এককালে সর্বমুক্তি অসম্ভব বলিয়া তাঁহারা মুক্তি ভিন্ন জগৎগত আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার করেন না। যদিও প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়ে জীবসকল স্ব স্ব বাসনা লইয়া শ্রীভগবানে লীন হইয়া থাকে এবং সেই সকল জীবের দেহ মন প্রভৃতি কিছুই থাকে না, তথাপি তাহাদের অবিদ্যার ব্যবধান থাকিয়া যায়। এজন্য মহাপ্রলয়াবসানে যথাপূর্ব সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

এজন্য শতবর্ষ আয়ুও গতপ্রায় বোধ হয়; তজ্জন্য সকলেই সর্বদা কালভয়ে ভীত। এই কাল সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতেও সূক্ষ্মতম এবং সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্যন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় সত্তায় ব্যাপিয়া রহিয়াছে বলিয়া মহান্ হইতেও সুমহান্। দুইটি পরমাণুর সমবায়ে একটি অণু সৃষ্টি হয়, তিনটি অণু মিলিত হইলে একটি ত্রসরেণু হয়, তিনটি ত্রসরেণুর পরিমিত কালকে ক্রটী বলে। শত ক্রটী পরিমিত কালকে বেধ বলে। তিন বেধ মিলিত হইলে এক লব হয়। তিন লবে এক নিমেষ। তিন নিমেষে এক ক্ষণ, পাঁচ ক্ষণে এক কাষ্ঠা, পনর কাষ্ঠায় এক লঘু, পনর লঘুতে এক দণ্ড, সাড়ে সাত দণ্ডে এক প্রহর, অষ্টপ্রহরে মানবদিগের এক অহোরাত্র। ত্রিশ অহোরাত্রে এক মাস। এক মাসে পিতৃলোকের এক অহোরাত্র। এইরূপে উত্তরোত্তর কালগত পরিমাণ বর্ধিত হইয়া মানবদিগের সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন। এইরূপ ত্রিশ দিনে একমাস, দ্বাদশমাসে বৎসর এবং পঞ্চাশ বর্ষে এক পরার্ধ। এইরূপ দ্বি-পরার্ধকাল অর্থাৎ একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। এইরূপে সকল প্রাণীর অবস্থান ও দেশগত পরিচ্ছিন্নতা হেতু কাল পরিমাণে হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এই যে ব্রহ্মপরিমাণে দুই পরার্ধ কালের বিষয় বলা হইয়াছে, ইহা কার্যোপাধিশূন্য অনন্ত ও অনাদি হইলেও জগৎকারণ শ্রীভগবানের নিমেষমাত্র, তাহাও তাঁহার আয়ুর্গণনায় ধর্তব্য নহে। অর্থাৎ এই নিয়মেও তাঁহার ব্যবচ্ছেদক নহে।

অতএব পরমাণু হইতে সুমহান্ ব্রহ্মাণ্ড-প্রপঞ্চ এবং ক্ষুদ্র কীট হইতে জগৎসৃজনকারী ব্রহ্মা পর্যন্ত সকলেই কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারেন না! আর এইরূপ যথাযোগ্য কালের নিয়ন্ত্রণেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে।

১৫৫। অত্যন্তসন্নিকর্ষেণ পিতৃবুদ্ধ্যা চ সেবয়া।
কদাপ্যাগাংসি জাতানি মৃষ্যন্তে প্রভুণা মম॥

মূলানুবাদ

১৫৫। আমি শ্রীজগদীশের অত্যন্ত নিকটে থাকিতাম এবং পিতৃবুদ্ধিতে তাঁহার সেবা করিতাম, কদাচিৎ আমার সেবা অপরাধ সংঘটিত হইলেও দয়ালু প্রভু আমার সেই সব অপরাধ মার্জনা করিতেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৫৫। কিঞ্চ, জগদীশ্বরে কৃতাপরাধতো জায়মানোঽপ্যাধিস্তস্যকৃপয়া মহালক্ষ্ম্যাঃ স্নেহেন চ নিবর্তত ইত্যাহ—অত্যন্তেতি দ্বাভ্যাম্। পরমনিকটবর্তিতয়া যা সেবা তয়া, সন্নিকর্ষস্যানাদরহেতুত্বাৎ। তথা ভগবানয়ং ব্রহ্মণো মম পিতেতি বুদ্ধ্যা যা সেবা তয়া চ সম্বন্ধানুসন্ধানেন ভয়ানুৎপত্তেঃ। কদাচিজ্জাতানি সন্তি প্রভুণা জগদীশ্বরেণ তেন যদ্যপি ক্ষম্যন্তে॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৫। আরও বলিতেছেন, শ্রীজগদীশ্বরের নিকট কদাচিৎ আমার কোন অপরাধ ঘটিলেও সেই প্রভুর কৃপায় এবং মহালক্ষ্মীর স্নেহের দ্বারাই তাহা নিবৃত্তি হইত। শ্রীজগদীশ্বরের অত্যন্ত নিকটে থাকিয়া সেবা করিতাম এবং অত্যন্ত সন্নিকর্ষতাবশতঃ যদিও গৌরববুদ্ধির হানি হইত বা তজ্জন্য অপরাধ ঘটিবার আশঙ্কা থাকিত, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে পিতা বলিয়া সেবা করিতাম বলিয়া সেই সম্বন্ধানুসন্ধান-হেতু ভয়োৎপত্তি হইত না। আর কদাচিৎ কোন অপরাধ ঘটিলেও সেই দয়ালু প্রভু আমার সেই সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিতেন।

১৫৬। তথাপ্যন্তর্মহোদ্বেগঃ স্যাত্ততো ব্যঞ্জিতে শ্রিয়া।
স্নেহে মাত্রেব হৃষ্টঃ স্যামেবং তত্রাবসং চিরম্॥
১৫৭। একদা মুক্তিমত্রাপ্তমেকং তল্লোকবাসিভিঃ।
সংশ্লাঘ্যমানমাকর্ণ্য তানপৃচ্ছং তদদ্ভুতম্॥

মূলানুবাদ

১৫৬। কিন্তু তিনি অপরাধ মার্জনা করিলেও আপনাকে অপরাধী ভাবিয়া সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতাম, সেই উৎকণ্ঠা অবগত হইয়া শ্রীলক্ষ্মী মাতার ন্যায় স্নেহবাক্যে আমাকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান করিতেন, এজন্য তথায় হৃষ্টমনে বহুকাল সুখে বাস করিয়াছিলাম।

১৫৭। একদা সেই সত্যলোকবাসীগণ কোন এক প্রাপ্তমুক্তি জীবের প্রশংসা করিতেছেন, আমি তাঁহাদের মুখে সেই জীবের যথেষ্ট সাধুবাদ শুনিয়া অদ্ভুত কৌতুকবশতঃ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মুক্তি কি?

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৫৬। অথাপি তথাপি মম অন্তর্মনসি মহানুদ্বেগঃ ক্ষোভং স্যাৎ, প্রভু-বিষয়ক-নিজসেবাসৌষ্ঠবাভাব-বিবেচনাৎ, তত উদ্বেগাৎ; মদুদ্বেগং পর্য্যালোচেত্যর্থঃ। শ্রিয়া মহালক্ষ্ম্যা মাত্রা জনন্যেব স্নেহে সান্ত্বনাদিরূপে ব্যঞ্জিতে প্রকটিতে হৃষ্টঃ স্যাম্। এবং দুঃখকারণেষু বিদ্যমানেষ্বপি সুখেনৈব তত্র সত্যলোকে চিরমবসম্॥

১৫৭। ইদানীং তল্লোকত্যাগকারণমুপক্ষিপতি—একদেত্যাদিনা নিজাং ব্রজেত্যন্তেন। অত্র ভারতবর্ষে মুক্তিং প্রাপ্তমেকং কঞ্চিজ্জীবং তস্মিন্ সত্যাখ্যে লোকে বাসিভির্ব্রহ্মর্ষিপ্রভৃতিভিঃ সম্যক্ ভক্তিস্তুত্যাদিপূর্বকং শ্লাঘ্যমানমাকর্ণ্য তান্ শ্লাঘ্যমানান্ ব্রহ্মর্য্যাদীন্ তৎপ্রাপ্তমুক্তিক-জীবশ্লাঘনরূপ-মদ্ভুতমশ্রুতপূর্বত্বাদাশ্চর্য্যং কৌতুকমিতি যাবৎ। যদ্বা, বৃত্তমিত্যধ্যাহার্যম্। অপৃচ্ছম্, 'কা নাম মুক্তিঃ, তৎপ্রাপ্তৌ বা কথমীদৃশী শ্লাঘা ক্রিয়তে?'—ইত্যাদিরূপং প্রশ্নমকরবম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৬। যদ্যপি তিনি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিতেন, তথাপি নিজেকে অপরাধী ভাবিয়া সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতাম এবং প্রভুবিষয়ক-নিজ সেবা-সৌষ্ঠবের অভাব বিবেচনা করিলেও উদ্বেগ উপস্থিত হইত; সেই উদ্বেগ অবগত হইয়া

শ্রীমহালক্ষ্মী জননীর ন্যায় আমায় সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিতেন বলিয়া হর্ষলাভ করিতাম। এইরূপে দুঃখের কারণ বিদ্যমানেও তথায় পরমসুখে বহুকাল বাস করিয়াছিলাম।

১৫৭। ইদানীং সেই ব্রহ্মলোক ত্যাগের কারণ উপস্থিত হইতেছে। একদা সেই সত্যলোকবাসি ব্রহ্মর্ষিগণ এই ভারতবর্ষের কোন প্রাপ্তমুক্ত জীবের ভক্তিসহকারে প্রশংসা করিতেছেন। আমি ব্রহ্মর্ষিগণের মুখে সেই প্রাপ্তমুক্তিক জীবের অশ্রুতপূর্ব প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম এবং এই অদ্ভুত কৌতুকের বিষয় তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'হে ব্রহ্মলোকবাসিগণ! মুক্তি কি? আর সেই মুক্তি প্রাপ্তির জন্যই বা আপনারা এত প্রশংসা করিতেছেন কেন?'

১৫৮। মুক্তেঃ পরমমুৎকর্ষং দৌর্লভ্যঞ্চ নিশম্য তান্।
সর্বজ্ঞান্ পুনরপ্রাক্ষং তদুপায়ং তদীপ্সয়া॥

১৫৯। বহুলোপনিষদ্দেব্যঃ শ্রুতি-স্মৃতিভিরন্বিতাঃ।
উচুরেকেন সাধ্যোঽসৌ মোক্ষো জ্ঞানেন নান্যথা॥

১৬০। কৈশ্চিদুক্তং সগাম্ভীর্যং পুরাণৈরাগমৈরপি।
জন্যতে ভগবদ্ভক্ত্যা সুখং জ্ঞানং সুদুর্ঘটম্॥

১৬১। কিংবানুষ্ঠিতয়া সম্যক্ তয়ৈব সুলভোঽস্তি সঃ।
শ্রুতি-স্মৃতীনাং কাসাঞ্চিৎ সম্মতিস্তত্র লক্ষিতা॥

মূলানুবাদ

১৫৮। তাঁহারা আমার সমক্ষে মুক্তির পরম উৎকর্ষ ও দৌর্লভ্যতা বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া আমি মুক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছায় সেই ব্রহ্মলোকবাসী সর্বজ্ঞ মূর্তিধারী বেদাদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—মুক্তির উপায় কি?

১৫৯। বহু উপনিষদ্ দেবীগণ, শ্রুতি ও স্মৃতির সহিত মিলিত হইয়া একবাক্যে বলিলেন,—একমাত্র জ্ঞানেতেই মুক্তি হয়। মোক্ষরূপ এই সাধ্য বস্তু লাভ করিবার অন্য উপায় নাই।

১৬০। তন্মধ্যে ভক্তি-প্রবৃত্ত চতুর পুরাণ, আগম ও পঞ্চরাত্রাদি গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন,—যদিও জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয় সত্য, তথাপি ভগবদ্ভক্তিবলেই সেই জ্ঞান সুখলভ্য হয়, অন্য কোন উপায়ে জ্ঞান লাভ হয় না।

১৬১। কিংবা নিষ্কামত্ব ও অসঙ্গত্বাদি সাধুবিহিত ভক্তির অনুষ্ঠানে সেই মোক্ষ সুলভ হয়। কোন কোন শ্রুতি ও স্মৃতি মস্তক ঢুলাইয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৫৮। ততশ্চ শ্লাঘাকরণং মুক্তেরুৎকর্ষং মহত্ত্বং দৌর্লভ্যঞ্চ। পরমমিত্যস্য দ্বাভ্যামেবান্বয়ঃ। তেভ্যো নিশম্য শ্রুত্বা তস্যা মুক্তেরূপায়ং সাধনং তান্ তল্লোকবাসিনঃ সর্বজ্ঞান্ বেদানীন্ পুনরপ্রাক্ষং প্রশ্নমকার্যম্। কিমর্থম্? তস্যা মুক্তেরীপ্সয়া প্রাপ্তীচ্ছয়া॥

১৫৯। ততশ্চ বহুলা বহ্ব্যঃ উপনিষদঃ বেদানাং সারভাগভূতাস্তা এব দেব্যঃ পরমপ্রকাশমানত্বাৎ মূর্তিমত্যঃ সভায়াং দেদীপ্যমানা উপনিষদ ইত্যর্থঃ। এবং পুরাণাগমাদয়শ্চ মূর্তিমন্ত এবেতি জ্ঞেয়ম্। এবমগ্রেঽপি। শ্রুতয়োঽন্যেঽপি বেদাঃ; স্মৃতয়ো ধর্মশাস্ত্র-পুরাণাগমাদ্যাস্তাভিরন্বিতাঃ সহিতাঃ! কিমূচুঃ! তদাহ অসৌ

পরমোৎকৃষ্টঃ পরমদুর্লভো মোক্ষো জ্ঞানেনৈকেনাদ্বয়েন সাধ্যঃ, নত্বন্যথা কেনাপ্যন্যেন প্রকারেণ। তথা চ শ্রুতিঃ—'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' (শ্বে ৩।৮, ৬।১৫) ইত্যাদিকা। তচ্চ জ্ঞানমত্র ভক্ত্যেকজন্যং ভক্তিরূপং গ্রাহ্যমন্যস্য মোক্ষজনকত্বাদেতচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি॥

১৬০। কৈশ্চিদ্‌ভগবদ্‌ভক্তি-প্রবর্তন-চতুরৈঃ পুরাণৈরাগমৈঃ পঞ্চরাত্রাদিভিরপি। গাম্ভীর্যমক্ষোভ্যত্বং, তেন সহিতং যথা স্যাত্তথোক্তং কিন্তদাহ—জন্যত ইতি শ্লোকার্ধদ্বয়েন। অয়মর্থঃ—জ্ঞানেনৈব মোক্ষঃ সাধ্য ইতি স্যাদেব, কিন্তু তজ্‌জ্ঞানমন্যেন সুদুর্ঘটং পরমদুঃখসাধ্যমপি ভগবতো ভক্ত্যা সুখং জন্যতে॥

১৬১। কিঞ্চেতি পক্ষান্তরে। তথা ভগবদ্‌ভক্ত্যৈব সম্যক্ নিষ্কামত্বা-সঙ্গত্বাদি-সাধুপ্রকারেণ অনুষ্ঠিতয়া বিহিতয়া সত্যা স মোক্ষঃ সুলভোঽস্তি স্যাদিতি। এবকারেণান্যনিরপেক্ষতয়া তত্র ভক্তেঃ স্বাতন্ত্র্যং দ্যোত্যতে। তথা চ বৃহন্নারদীয়ে—'ভক্তির্দৃঢ়া ভবেদ্‌যস্য দেবদেবে জনার্দনে। শ্রেয়াংসি তস্য সিদ্ধ্যন্তি ভক্তিমন্তোঽধিকাস্ততঃ॥' ইতি। 'জীবন্তি জন্তবঃ সর্বে যথা মাতরমাশ্রিতাঃ। তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্বা জীবন্তি সিদ্ধয়ঃ॥' ইতি। সিদ্ধয়ো মোক্ষাদ্যাঃ। মোক্ষস্য সাক্ষাদনুক্ত্যা সম্মতিমাত্রম্। শ্রীভগবদ্গীতাসু চ (শ্রীগী ১১।৫৪)—'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহমেবম্বিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥' ইতি। ভগবতি প্রবেশশ্চ প্রায়ো মোক্ষ এব পর্যবস্যতীতি। কাসাঞ্চিৎ ভগবৎপরাণাং শ্রুতীনাং স্মৃতীনাঞ্চ ধর্মশাস্ত্রাদীনাং তত্র কেবলয়া ভগবদ্‌ভক্ত্যৈব মোক্ষঃ সুলভ ইত্যর্থে সম্মতিরনুমোদনং লক্ষিতা মস্তকধূননাদিনা লক্ষণেনাবকলিতা। অয়মর্থঃ তাসাং শ্রুতি-স্মৃতীনাং বচনৈঃ সাক্ষাদবৃত্ত্যা তথা ন প্রতিপাদ্যতে, কিন্তু তাৎপর্যবৃত্ত্যৈবেতি। তথা চ পাদ্মে—'অপত্যং দ্রবিণং দারা হারা হর্ম্যং হয়া গজাঃ। সুখানি স্বর্গমোক্ষৌ চ ন দূরে হরিভক্তিতঃ॥' ইতি। ন দূরে ভবন্তি, অপি তু নিকট এবেতি তাৎপর্যোক্তিঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৮। অতঃপর তাঁহারা আমার সমক্ষে মুক্তির উৎকর্ষ, মহত্ত্ব ও দুর্লভতা বর্ণন করিলেন। তাঁহাদের মুখে মুক্তির উৎকর্ষ শ্রবণ করিবার পর ব্রহ্মলোকবাসী সর্বজ্ঞ বেদাদিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—'মুক্তির উপায় কি?' যদি বল, পুনরায় কিজন্য জিজ্ঞাসা করিলেন? মুক্তিপ্রাপ্তির ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিলাম।

১৫৯। তখন সভায় দেদীপ্যমানা বেদসকলের সারভূতা মূর্তিমতী উপনিষদ্ দেবীগণ, শ্রুতি, স্মৃতি, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ ও আগমাদির সহিত মিলিত হইয়া একবাক্যে বলিলেন। তাঁহারা কি বলিলেন? বলিলেন, পরমোৎকৃষ্ট পরমদুর্লভ মোক্ষ একমাত্র অদ্বয় জ্ঞানের দ্বারাই লাভ হয়, অন্য কোন প্রকারে লাভ করা যায় না। শ্রুতি

বলিলেন, তাঁহাকে জানিলেই অতিমৃত্যু অতিক্রম করা যায়, ইহা ব্যতীত মোক্ষলাভের অন্য কোন পন্থা নাই। তবে সেই জ্ঞান ভক্তিজন্য বলিয়া উহাকে ভক্তিরূপেই জানিবে। যেহেতু, অন্য জ্ঞানের (কেবল জ্ঞানের) মোক্ষজনকত্ব নাই। অগ্রে সম্যক্ বিবৃত হইবে।

১৬০। কোন কোন ভগবদ্ভক্তি-প্রবর্তনচতুর পুরাণ, আগম ও পাঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন,—জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় সত্য, কিন্তু সেই জ্ঞান সুদুর্ঘট; অপিচ সেই জ্ঞান পরমদুঃখসাধ্য হইলেও ভগবদ্ভক্তিবলে তাহা সুখলভ্য হয়, অন্য কোন উপায়ে সেই জ্ঞান লাভ হয় না।

১৬১। আরও বলিতেছেন, পক্ষান্তরে সম্যক্ নিষ্কামত্ব ও অসঙ্গত্বাদিরূপ সাধুপ্রকারের সহিত ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সেই মোক্ষ সুলভ হয়। মূলের 'এব'কার দ্বারা ভক্তির অন্য নিরপেক্ষতারূপ স্বাতন্ত্র্য সূচিত হইল। বৃন্নারদীয়ে লিখিত আছে, 'দেবাদেব জনার্দনে যাহার নিশ্চলা ভক্তি হয়, তাহার সর্বপ্রকার শ্রেয় অনায়াসে সিদ্ধ হয়।' অতএব ভক্তিমানই সর্বশ্রেষ্ঠ। 'যেমন, মাতাকে আশ্রয় করিয়াই সর্বপ্রাণী পরিবর্ধিত হয়, তদ্রূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াই যাবতীয় সিদ্ধিগণ জীবনধারণ করে।' এস্থলে 'সিদ্ধি' বলিতে মোক্ষকে জানিতে হইবে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, —মদেকনিষ্ঠ ভক্তির অনুষ্ঠান করিলেই আমার তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারে এবং আমাকে চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে পারে ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ আমার সহিত মিলিত হইয়া একত্রে বাস করিতে সমর্থ হয়। 'ভগবানে প্রবেশ'—ইহা প্রায়ই মোক্ষে পর্যবসিত হয়, অর্থাৎ অনায়াসে মোক্ষলাভ হয়। কোন কোন ভগবদ্পরায়ণ শ্রুতি স্মৃতি এবিষয়ে মস্তকচালনাদিরূপ লক্ষণ দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অর্থাৎ এই সকল শ্রুতি স্মৃতির অভিপ্রায় সাক্ষাৎ বৃত্তি (অভিধাবৃত্তি) দ্বারা ভক্তির সাক্ষাৎ মোক্ষহেতুত্ব প্রতিপাদিত হয় না, কিন্তু তাৎপর্যবৃত্তিদ্বারা ভক্তির সাক্ষাৎ মোক্ষহেতুকত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। যেহেতু, তাৎপর্যবৃত্তিতে বস্তুতত্ত্ব নির্ধারিত হইলে, সেই বস্তুর মর্যাদা অধিক হয়। পদ্মপুরাণে উক্ত আছে,—পুত্র, পৌত্র, ধনসম্পত্তি, স্ত্রী, ভোগ্যবস্তুসমূহ, অট্টালিকা, অশ্বগজাদি হইতে যত প্রকার সুখ এজগতে বর্তমান আছে, বা স্বর্গে যত প্রকার সুখ আছে, এমনকি মোক্ষসুখ পর্যন্ত হরিভক্তি হইতে দূরে নয়! এস্থলে 'ন দূরে' বাক্যের তাৎপর্য—অতিনিকটে।

১৬২। ব্যক্তং তাসাং বচোঽশ্রুত্বা ক্রুদ্ধাঃ স্বৈরাগমাদিভিঃ।
মহোপনিষদঃ কাশ্চিদন্বমোদন্ত তৎ স্ফুটম্॥

মূলানুবাদ

১৬২। যে সকল শ্রুতি স্মৃতি ভক্তির সাক্ষাৎ মোক্ষহেতুত্ব স্পষ্টরূপে অনুমোদন করিলেন না, তাঁহাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া মহা মহা উপনিষদ্ ও তাঁহার অনুগত আগম-পুরাণাদি সহ একবাক্যে ভক্তির মোক্ষহেতুত্ব অনুমোদন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৬২। তা সাং হৃৎকৃতসম্মতীনাং শ্রুতি-স্মৃতীনাং ব্যক্তং সাক্ষাদ্বৃত্ত্যোক্তং বচঃ অশ্রুত্বা ক্রুদ্ধাঃ সত্যঃ কাশ্চিৎ ভগবন্মাহাত্ম্যপরায়ণা মহোপনিষদঃ। স্বৈর্নিজৈ-স্তন্মহোপনিষদনুবৃত্তিভিরিত্যর্থঃ। আদি-শব্দেন তাদৃশান্যেব পুরাণাদীনি কানিচিৎ গ্রাহ্যাণি। তদ্‌ভগবদ্‌ভক্ত্যৈব কেবলয়া মোক্ষস্য সুলভত্বং স্ফুটং প্রকটবাক্যৈরেবান্বমোদন্ত। তথাচ বৃহন্নারদীয়ে—'ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যা পরুষার্থা দ্বিজোত্তমাঃ। হরিভক্তিপরাণাং বৈ সম্পদ্যন্তে ন সংশয়ঃ॥' ইতি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ ভগবৎস্তুতৌ—'ধর্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা। সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬২। যে সকল শ্রুতি ও স্মৃতি অন্তরে সম্মতি প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বাহিরে সাক্ষাৎবৃত্তিতে ভক্তির সাক্ষাৎ মোক্ষজনকত্ব স্পষ্ট অনুমোদন করিলেন না, তাঁহাদের প্রতি কুপিত হইয়া ভগবন্মাহাত্ম্যপরায়ণ মহা মহা উপনিষদ্‌গণ এবং তাঁহাদের অনুগত পুরাণ ও আগমাদি ধর্মশাস্ত্র সকল একবাক্যে সুদৃঢ়রূপে ভক্তির মোক্ষজনকত্ব অনুমোদন করিয়া স্পষ্টভাবে বলিলেন, কেবল ভক্তির দ্বারাই মোক্ষ সুলভ হয়। যথা, বৃহন্নারদীয়ে 'হে দ্বিজোত্তমগণ! ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষনামক পুরুষার্থ হরিভক্তিপরায়ণ ভক্তগণই নিঃসন্দেহে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে—সমস্ত জগতের মূলস্বরূপ তোমাতে (শ্রীভগবানে) যাহার ভক্তি স্থিরতরা, ধর্ম, অর্থ, কামাদির কি কথা, মুক্তিও তাহার করতলগত।

১৬৩। গূঢ়োপনিষদঃ কাশ্চিৎ কৈশ্চিদ্গূঢ়ৈর্মহাগমৈঃ।
সমং মহাপুরাণৈশ্চ তূষ্ণীমাসন্ কৃতস্মিতাঃ॥

১৬৪। মোক্ষোঽনুভগবন্মন্ত্র-জপমাত্রাৎ সুসিধ্যতি।
ন বেতি কৈশ্চিদাম্নায়-পুরাণাদিভিরুল্বণঃ॥

১৬৫। আগমানাং বিবাদোঽভূত্তমসোঢ়া বহির্গতাঃ।
তে পুরাণাগমাঃ কর্ণৌ পিধায়োপনিষদ্যুতাঃ॥

মূলানুবাদ

১৬৩। তারপর কোন গূঢ় ভগবদ্ভক্তিপর উপনিষদ্ কোন কোন গূঢ় মহা আগম, সাত্বত সিদ্ধান্ত, বৈষ্ণবতন্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি মহাপুরাণসকল মৃদু হাস্য করিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন।

১৬৪-১৬৫। অতঃপর কেহ বলিলেন,—ভগবন্মন্ত্রজপপ্রভাবেই মোক্ষ লাভ হয়। কেহ বলিলেন,—হয় না, আরও উপায় আছে। এইরূপে বেদ পুরাণাদির সহিত আগমাদির বাগ্বিবাদ আরম্ভ হইল, তখন গূঢ় মহাপুরাণ ও আগম সকল উপনিষদগণের সহিত সেই বাদ-বিবাদ সহিতে না পারিয়া কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুলি প্রদানপূর্বক বহির্দেশে গমন করিলেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৬৩। কাশ্চিৎ পরমদুর্লভাঃ শ্রীভগবদ্ভক্তিপরা গূঢ়াঃ পরমরহস্যরূপা উপনিষদস্তু; কৈশ্চিদ্গূঢ়ৈর্মহাগমৈঃ সাত্বতসিদ্ধান্তাদির্বৈষ্ণবতন্ত্রৈর্মহাপুরাণৈঃ শ্রীভাগবতাদিভিশ্চ সমং সহ কৃতং স্মিতমীষদ্ধাস্যং যাভিস্তথাভূতাঃ সত্যঃ। অহো ভগবন্মায়াবৈভবং যেন ব্যক্তমপি শাস্ত্রতত্ত্বং সর্বজ্ঞানামপি দুর্জ্ঞেয়ং ভবতীতি বিস্ময়েন। কিংবা অহো বত ভক্তের্মুক্তিদাতৃত্বমহিমপ্রতিপাদনমেবৈতে বহুমন্যন্ত ইত্যবজ্ঞয়া তূষ্ণীমাসন্। আত্মনোঽসদৃশৈঃ সহ বাদস্যাযোগ্যত্বাৎ পরমরহস্যার্থস্য সভামধ্যে নিরূপণানর্হত্বাদ্ বা মৌনমবলম্ব্যৈব স্থিতাঃ। ইদমত্র তত্ত্বম্—যদ্যপি ভগবদ্ভক্তিমার্গ-মহোত্তানপদারোহণ-সোপানরূপাণাং কর্ম-জ্ঞান-মোক্ষাণাং মাহাত্ম্যমপি ভক্তের্মাহাত্ম্য এব পর্যবস্যতি, তথাপি তত্তন্মাহাত্ম্যনিরূপণপ্রসঙ্গে অস্মিন্ স্থানীয়বিশুদ্ধবচনপরিপাট্যা তত্তাৎপর্যং ভক্তাবেব বোধয়দ্ভিরপি ভক্তের্মাহাত্ম্যং সাক্ষান্ন নিরূপ্যতে, অস্থানে তদ্যোগ্যত্বাদিতি॥

১৬৪-১৬৫। ততশ্চ কৈশ্চিৎ আম্নায়ৈর্বেদৈঃ পুরাণাদিভিশ্চ সহ; আদি শব্দেন ধর্মশাস্ত্রেতিহাসাদি; আগমানাং পঞ্চরাত্রাদিতন্ত্রাণামুল্বণ উৎকটো বিবাদো বচনানুবচনং

তদ্রূপকলহো বাহ্ভূৎ। কেন হেতুনা? নু বিতর্কে প্রশ্নে বা। ভগবন্মন্ত্রস্য জপমাত্রাৎ কেবলজপেনৈব মোক্ষঃ সিধ্যতি, ন বেত্যেতেন। তং বিবাদমসোঢ়া বিবাদহেতুং তৎসন্দেহমপি সোঢুমশক্নুবঞ্চ ইত্যর্থঃ। তে স্মিতং কৃত্বা তূষ্ণীমুপবিশ্য স্থিতা গূঢ়মহাপুরাণাগমা উপনিষদ্ভিস্তাদৃশীভিরেব যুতাঃ সহিতা বহির্গতাঃ সভায়াঃ নিঃসৃতাঃ। কিং কৃত্বা? কর্ণৌ পিধায়, তৎসংশয়শ্রবণা যোগ্যত্বাৎ। কুত্রাপি তেষু ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যসন্দেহ-গন্ধস্পর্শোঽপি নাস্তীতি তাৎপর্যম্। প্রথমং তূষ্ণীমাসনে গূঢ়োপনিষদাং প্রাধান্যাভিপ্রায়েণ শ্রীভাগবতাদিগূঢ়মহাপুরাণানাং গৌণত্বেন সাহিত্যমুক্তম্; ইদানীঞ্চ তদ্বিবাদাসহনে শ্রীভাগবতাদীনাং মুখ্যতাভিপ্রায়েণ তাসাং সাহিত্যমুক্তমিতি জ্ঞেয়ম্, এবমগ্রেঽপি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৩। পরম দুর্লভ শ্রীভগবদ্ভক্তিপর গূঢ় পরমরহস্যরূপা কোন কোন উপনিষৎ, কোন কোন গূঢ় মহা আগম ও সাত্বতসিদ্ধান্তাদি বৈষ্ণবতন্ত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি মহাপুরাণসকল ঈষৎ হাস্য করিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, অহো! ভগবানের মায়াবৈভব কি বিচিত্র! সর্বজ্ঞগণও সুব্যক্ত শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত নহেন! অর্থাৎ তত্ত্বসমুদয় শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত থাকিলেও সর্বজ্ঞগণের পক্ষেও দুর্জ্ঞেয় হইয়াছে,—ইহাই বিস্ময়ের কারণ। কিংবা এই সর্বজ্ঞগণ বিবেচনা করেন যে, ভক্তির মুক্তিদাতৃত্ব মহিমা প্রতিপাদনই চরম গৌরবের বিষয়। যাহা হউক, ইহাদিগের সহিত বাক্যালাপে প্রয়োজন নাই—এই মনে করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। যেহেতু, নিজের সমান না হইলে তাহার সহিত বাদ করা অযোগ্য; কিংবা পরমরহস্যময় ভক্তিতত্ত্ব সভামধ্যে প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করা অনুচিত। এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা মৌনাবলম্বন করিলেন। বস্তুতঃ তত্ত্ব এই যে, যদ্যপি ভগবদ্ভক্তিমার্গরূপ মহা উচ্চতম প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিতে হয়, তবে সোপানপরম্পরা অতিক্রম করিতে হয়। সেই সোপানশ্রেণীর নিম্নস্তরে কর্ম, পরে জ্ঞান ও মোক্ষ; কাজেই কর্ম-জ্ঞান-মোক্ষরূপ সোপানসমূহের মাহাত্ম্য ভক্তিমাহাত্ম্যেরই অন্তর্ভূত বা ভক্তিমাহাত্ম্যেই পর্যবসিত হইতেছে। তথাপি তত্তৎমাহাত্ম্য নিরূপণ প্রসঙ্গে এইরূপ বিশুদ্ধবচনপরিপাটি দ্বারা তাৎপর্যবৃত্তিতে ভক্তির মাহাত্ম্য নিরূপিত হইলে অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞান ও মোক্ষের মাহাত্ম্য নিরূপণ করিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে ভক্তির মাহাত্ম্য উল্লেখ করিলেও সেই মাহাত্ম্য ভক্তিতেই পর্যবসিত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ভক্তির মাহাত্ম্য নিরূপণ করা হয় না। অতএব অস্থানে পতিত মহানিধির ন্যায় কর্মজ্ঞানাদির মধ্যে ভক্তির সমাবেশ হওয়া অনুচিত।

১৬৪-১৬৫। তদনন্তর কেহ কেহ বলিলেন, শ্রীভগবন্মন্ত্র জপ-প্রভাবেই মোক্ষ হয়। কেহ কেহ বলিলেন, হয় না। এই বিষয়ে আম্নায় (বেদ) পুরাণাদির সহিত

(আদি শব্দে) ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাসাদি, আগমসমূহ ও পাঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রসকলের উৎকট বচনানুবচনরূপ কলহ অর্থাৎ বাগ্‌বিবাদ উপস্থিত হইল। কিহেতু বিবাদ উপস্থিত হইল? ভগবন্মন্ত্র জপমাত্র অর্থাৎ কেবল জপের দ্বারা মোক্ষ সিদ্ধ হয় কি না? এবিষয়ে যাঁহারা পূর্বে মৃদুহাস্যপূর্বক মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই সকল শাস্ত্রের সহিত গূঢ় মহা মহা পুরাণ, আগমসকল ও গূঢ় উপনিষৎসকলও সেই বিবাদ এবং বিবাদের হেতু-সন্দেহ পর্যন্ত সহ্য করিতে না পারিয়া সভা পরিত্যাগপূর্বক বহির্দেশে গমন করিলেন, কি করিয়া বহির্দেশে গমন করিলেন? কর্ণপিধান করিয়া। অর্থাৎ কর্ণবিবরদ্বয়ে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বহির্দেশে গমন করিলেন। কেননা, তদ্‌বিষয়ে সংশয়াদি শ্রবণের অযোগ্য। এই সকল শাস্ত্রের ভগবদ্ভক্তি-মাহাত্ম্য বিষয়ে সন্দেহের লেশও নাই—ইহাই তাৎপর্য। প্রথমতঃ মৌনাবলম্বন সময়ে পূর্বোক্ত উপনিষৎগণেরই মুখ্যত্ব এবং শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রের গৌণত্ব বলা হইয়াছিল;কিন্তু এক্ষণে বহির্গমন বিষয়ে অগ্রগমন প্রযুক্ত শ্রীভাগবতাদিরই মুখ্যত্ব এবং উপনিষৎদিগের গৌণত্ব কথিত হইল। অগ্রে সম্যক্ ব্যক্ত হইবে।

১৬৬। ততো মহাপুরাণানাং মহোপনিষদাং তথা।
মাধ্যস্থ্যাদাগমানন্তু জয়ো জাতো মম প্রিয়ঃ॥

মূলানুবাদ

১৬৬। অনন্তর সেই মহাপুরাণসকল ও মহা-উপনিষদ্গণ বিবাদ-নিষ্পত্তির মধ্যস্থ হইলেন, এবং তাঁহারা বিচারপূর্বক আগম সকলেরই জয় ঘোষণা করিলেন; আগমের জয় স্থির হইলে আমিও আহ্লাদিত হইলাম।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৬৬। ততস্তেষাং নির্গমাদ্ধেতোঃ মাধ্যস্থ্যাৎ পাক্ষিকত্বপরিহারেণ উভয়েষামেব বচনার্থবিচারণাদিত্যর্থঃ। আগমানাং জয়ঃ ভগবন্মন্ত্রজপমাত্রেণৈব মোক্ষঃ সুষ্ঠু সিধ্যতীতি পক্ষঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'গত্বা গত্বা নিবর্তন্তে চন্দ্র-সূর্যোদয়ো গ্রহাঃ। অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ॥' ইতি। পাদ্মনাভীয়ে চ—'জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি। প্রসন্না বিপুলান্ ভোগান্ দদ্যান্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্॥' ইতি। কীদৃশঃ? মম ভগবন্মন্ত্রজপমাত্রপরস্য প্রিয়ো হৃদয়ঙ্গমঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৬। বস্তুতঃ সেই সকল শাস্ত্রে বহির্নির্গমনের হেতু মধ্যস্থতা—কোন পাক্ষিকত্ব অবলম্বন না করিয়া উভয়বিধ বাক্যের যথাযথ অর্থ-নির্ধারণপূর্বক সুসামঞ্জস্য করা। অতঃপর সেই মহা মহা পুরাণসকল এবং মহা মহা উপনিষৎ সকল বিবাদ নিষ্পত্তির মধ্যস্থ হইলেন, পরিশেষে মধ্যস্থগণ আগম সকলের জয় ঘোষণা করিলেন। অর্থাৎ ভগবন্মন্ত্র জপমাত্রেই মোক্ষ সুষ্ঠুভাবে সিদ্ধ হয়—এই মতাবলম্বীগণ জয়লাভ করিলেন। আগম সকলের জয়লাভে আমিও পরমানন্দিত হইলাম। কারণ, শ্রীভগবন্মন্ত্রজপের পক্ষপাতী। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'চন্দ্র-সূর্যাদি গ্রহগণ পুনঃ পুনঃ গমন করেন ও ফিরিয়া আসেন, কিন্তু দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রচিন্তক অদ্যাপিও ফিরিয়া আসিলেন না।' পদ্মনাভীয় শাস্ত্র বলিয়াছেন, মন্ত্রজপের দ্বারা দেবতা নিত্য স্তূয়মান হইলে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তজ্জন্যই জপকারীকে বিপুল ভোগ এমনকি শাশ্বতী মুক্তিও প্রদান করেন। কিজন্য এতাদৃশ প্রসন্ন হইয়া থাকেন? শ্রীভগবান মনে করেন যে, এই ব্যক্তি আমার মন্ত্রমাত্র জপপরায়ণ, অতএব আমার প্রিয়।

১৬৭। ময়াভিপ্রেত্য তদ্ভাবং তে পুরাণাগমাদয়ঃ।
অনুনীয় সভা-মধ্যমানীতাঃ স্তুতিপাটবৈঃ॥
১৬৮। তত্তত্ত্বং সাদরং পৃষ্টাস্তে শ্রীভাগবতাদয়ঃ।
ঊচুঃ সাত্বতসিদ্ধান্তাদ্যাগমাঃ শ্রুতিমৌলিভিঃ॥

শ্রীভক্তিশাস্ত্রাণ্যূচুঃ—

১৬৯। লব্ধব্রহ্মাধিকারেদং মহাগোপ্যং নিধেরপি।
ভবৎসদ্গুণ-সন্দোহৈরাখ্যামো মুখরীকৃতাঃ॥

মূলানুবাদ

১৬৭। সেই পুরাণ ও আগমাদির মৃদুহাস্য ও গাম্ভীর্য দ্বারা মনোভাব অবগত হইয়া আমি অনুনয় সহকারে পুনরায় সভামধ্যে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইলাম।

১৬৮। তারপর তাঁহাদিগকে আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা মৃদুহাস্যপূর্বক মৌনাবলম্বন ও কর্ণবিবরে অঙ্গুলিপ্রদান করিয়া সভা হইতে বহির্গত হইলেন কেন? আমাকে এই সকল বৃত্তান্ত বলুন। তখন শ্রুতিমৌলি উপনিষদ্গণ ও সাত্বতসিদ্ধান্তাদি শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত একত্র মিলিত হইয়া বলিলেন,—

১৬৯। হে লব্ধ-ব্রহ্ম-অধিকার। এই তত্ত্ব নিধি হইতেও পরম গোপ্য, ইহা ব্রহ্মার সমক্ষেও প্রকাশযোগ্য নহে, তোমার ভগবদ্ভজনশীলতাদি সদ্গুণে বশীভূত হইয়া আমরা স্বয়ংই প্রকাশে মুখরীকৃত (প্রবৃত্ত) হইয়াছি।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৬৭। ততশ্চ গূঢ়ং ভাবমভিপ্রায়মভিপ্রেত্য স্মিতগাম্ভীর্যাদিনা লক্ষ্যতে, সভায়া নির্গতাঃ শ্রীভাগবত সাত্বত-সিদ্ধান্তাদয়ঃ, অনুনীয় বিনয়েন বশীকৃত্য স্তুতিপাটবৈঃ কৃত্বা সভামধ্যমানীতাঃ॥

১৬৮। সাদরং যথা স্যাত্তথা তস্য মোক্ষস্য তত্ত্বং যাথার্থ্যম্; যদ্বা, স্মিতপূর্ব্বক-মৌনাবলম্বন-কর্ণপিধান-নিঃসরণাদেঃ কারণং ময়া পৃষ্টাঃ সন্তঃ তে সভান্তরানীতাঃ, পরমৈশ্বর্যবন্তঃ সর্বশ্রেষ্ঠা বা। শ্রীভাগবতাদয়ো ভগবদ্ ভক্তিপরা গ্রন্থাঃ সাত্বতসিদ্ধান্তাদয়শ্চাগমাঃ ঊচুঃ; যদ্বা,—শ্রীভাগবতমাদৌ যেষাং, তে, সাত্বতসিদ্ধান্তানামাগমেষু মুখ্যং বৈষ্ণবশাস্ত্রম্; শ্রুতীনাং মৌলয় মুকুটবৎ শিরোধার্যাঃ, গূঢ়োপনিষদন্তাভিঃ সহিতাঃ; সহার্থে তৃতীয়া॥

১৬৯। কিমূচুস্তদাহ—লব্ধেত্যাদিনা নিজাং ব্রজেত্যন্তেন। লব্ধো

ব্রহ্মণোঽধিকারো যেন তস্য সম্বোধনম্। অনেন এতচ্ছ্রবণে তবাধিকারোঽস্তীতি ধ্বনিতম্ ইদং বক্ষ্যমাণং নিধেঃ সকাশান্মহাগোপ্যমপি আখ্যামঃ কথয়ামঃ। বিধেরিতি পাঠে ব্রহ্মণঃ সকাশাদপি পরমগোপ্যং, তস্মৈ অপি ন প্রকাশ্যত ইত্যর্থঃ। অতস্তদধিকারমাত্রপ্রাপ্ত্যা ত্বয়ি কথমিদং প্রকাশয়িতুং যুজ্যেত? তথাপি ভগবদ্ গুণসন্দোহৈর্মুখরীকৃতাঃ কথয়াম ইতি। তত্র হেতুঃ—ভবতো যে সন্ত উত্তমা গুণা ভগবদ্ভজনশীলতাদ্যাস্তেষাং সন্দোহৈর্মুখরীকৃতাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৭। অতঃপর সভা হইতে নির্গত সেই শ্রীভাগবত ও সাত্বতসিদ্ধান্তাদির হাস্য ও গাম্ভীর্যাদি দ্বারা ব্যঞ্জিত গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমি অনুনয় ও বিনয়াদি দ্বারা বশীকৃত করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে সভামধ্যে উপবেশন করাইলাম।

১৬৮। তখন আমি সেই মহাপুরাণাদির মৃদু-হাস্যপূর্বক মৌনাবলম্বন ও কর্ণপিধান অর্থাৎ কর্ণবিবরে অঙ্গুলি প্রদানপূর্বক সভা হইতে বহির্নির্গমন ইত্যাদির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সভায় সমাগত সেই পরমধৈর্যবন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভাগবতাদি এবং সাত্বতসিদ্ধান্তাদির সহিত আগমসকল, অথবা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ যাঁহাদের আশ্রয় সেই সকল ভগবদ্ভক্তিপর সাত্বতসিদ্ধান্তাদি এবং আগমসমূহের মুখ্য বৈষ্ণবশাস্ত্রসকল, শ্রুতির মুকুটবৎ শিরোধার্য গূঢ় উপনিষৎ সকলের সহিত মিলিত হইয়া বলিলেন,—

১৬৯। হে লব্ধব্রহ্মাধিকার! (এই সম্বোধনের ধ্বনিগম্য অর্থ এই যে, যখন তুমি ব্রহ্মার অধিকার লাভ করিয়াছ, তখন তোমার এই গূঢ় তত্ত্বরহস্য শ্রবণে অধিকার আছে।) বক্ষ্যমান এই আখ্যান মহানিধি হইতেও মহাগোপ্য। যদি 'বিধি'—পাঠ থাকে, তবে অর্থ হইবে যে, ব্রহ্মার নিকটেও গোপনীয়। অতএব তুমি ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছ বলিয়া যে তোমাকে বলিতেছি, তাহা নহে। তাহা হইলে ব্রহ্মার অধিকারমাত্র প্রাপ্ত-হেতু তোমার নিকট কিরূপে তাহা প্রকাশ করিতেছি? যদিও প্রকাশ করা সঙ্গত নয়, তথাপি ভগবদ্গুণসমূহের দ্বারা মুখরীকৃত হইয়াছি। তাহার হেতু এই যে, তোমার ভগবদ্ভজনশীলতাদিরূপ সদ্গুণসমূহে বশীভূত হইয়া স্বয়ংই প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

১৭০। ক্বচিৎ প্রস্তূয়তেঽস্মাভির্ভগবদ্ভক্তিতৎপরৈঃ।
মোক্ষস্ত্যাজয়িতুং সম্যগ্বিনিন্দ্য সপরিচ্ছদঃ॥

মূলানুবাদ

১৭০। যদ্যপি আমরা ভগবদ্ভক্তিতৎপর, তথাপি মোক্ষত্যাগের নিমিত্ত কোন কোন স্থানে মোক্ষ নিরূপণ করিয়া মোক্ষ ও মোক্ষ সাধনের বিশেষরূপে নিন্দাদিও করিয়া থাকি।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৭০। যদ্যপি মোক্ষস্য নিরূপণমস্মাকমযোগ্যং; তথাপি কেনচিদ্ধেতুনা কর্তব্যমিত্যাশয়েনাহুঃ—ক্বচিদিতি দ্বাভ্যাম্। ভগবতো ভক্তৌ তৎপরৈঃ প্রাপ্তনিষ্ঠৈরপ্যস্মাভিঃ ক্বচিৎ কদাচিৎ কস্মিংশ্চিৎ স্থানে বা মোক্ষঃ প্রস্তূয়তে নিরূপ্যতে। কিমর্থম্? বিনিন্দ্য বিশেষণ নিন্দিত্বা সম্যক্ নিতরাং ত্যাজয়িতুমুপাদেয়ত্বং নিরাকর্তুমেব। হেয়স্যাপি বস্তুনস্তত্ত্বাজ্ঞানেন ত্যাগাসম্ভবাৎ। পরিচ্ছদাঃ জ্ঞানাদিসাধনানি, তৈঃ সহিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭০। যদ্যপি মোক্ষ নিরূপণ করা আমাদের অযোগ্য, তথাপি কোন কোন কারণবশতঃ মোক্ষের কথা বলিতে হয়। আমরা ভগবদ্ভক্তিতৎপর এবং ভক্তিনিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াও কদাচিৎ কোন কোন স্থানে মোক্ষ নিরূপণ করিয়া থাকি। কি জন্য? সেই মোক্ষ ও মোক্ষসাধন-জ্ঞানাদির বিশেষরূপে নিন্দা করিয়া থাকি এবং তাহা ত্যাগের নিমিত্ত তাহার উপাদেয়ত্ব নিরসন করিয়া থাকি। অর্থাৎ আমাদের অভিপ্রায় এই যে, কেহ যেন মোক্ষের প্রতি আদর না করেন, প্রত্যুত অবজ্ঞাপূর্বক ত্যাগ করেন। হেয়বস্তুর তত্ত্ব প্রতিপাদন না করিলে, কেহই ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। এইজন্যই আমরা মোক্ষতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া তাহার নিন্দা করিয়া থাকি।

১৭১। নির্বক্তুং ভক্তিমাহাত্ম্যং কথ্যতেঽস্যাপি তৎ ক্বচিৎ।
ন তু সাধ্যফলত্বেন সুখগন্ধোঽপি নাস্তি যৎ॥

মূলানুবাদ

১৭১। ভক্তিমাহাত্ম্য নিরূপণ প্রসঙ্গে কোন কোন স্থলে মোক্ষসুখ বর্ণন করিয়াছি। যেমন মুক্তিসুখ হইতে কোটিগুণ অধিক ভক্তিসুখ; কিন্তু মোক্ষ ভক্তির ন্যায় সাধ্যফল নহে, কারণ, তাহাতে সুখের গন্ধও নাই।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৭১। কথং তর্হি কুত্রচিৎ প্রশংসাপি ক্রিয়তে? তত্রাহুঃ—নির্বক্তুমিতি। ভক্তের্মাহাত্ম্যং নির্বক্তুং নিরূপয়িতুমেব অস্য মোক্ষস্যাপি তন্মাহাত্ম্যং ক্বচিৎ কথ্যতে। ঈদৃশপরমোৎকৃষ্টমোক্ষসুখাৎ কোটিকোটিগুণাধিকসুখময়ী ভগবদ্ভক্তি-রিত্যেতন্নিরূপণস্য তদিতরনিদর্শনাভাবাৎ। এতচ্চ মুমুক্ষু-মতানুসারেণৈবেতি জ্ঞেয়ম্। তত্ত্ববিচারেণ সুখস্পর্শাভাবাৎ তদেবাহুঃ—ন ত্বিতি। সাধ্যং যৎ ফলং তদ্রূপেণ তু ন কথ্যতে, যদ্যতঃ সুখস্য গন্ধঃ স্বল্পসম্বন্ধোঽপি মোক্ষে নাস্তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭১। তাহা হইলে কোন কোন স্থানে কেন মোক্ষের প্রশংসা করিয়া থাকেন? বলিতেছি শ্রবণ কর, ভক্তির মাহাত্ম্যনিরূপণপ্রসঙ্গে মোক্ষের মাহাত্ম্যও ক্বচিৎ কথিত হইয়া থাকে। যেমন, ভক্তি ঈদৃশ পরমোৎকৃষ্ট যে, মোক্ষসুখ হইতেও কোটি কোটি গুণে অধিক সুখময়ী। এইরূপে ভক্তি নিরূপণ প্রসঙ্গে মোক্ষসুখ বর্ণনা করিয়াছি। কারণ, মোক্ষসুখ বর্ণন ভিন্ন ভক্তিসুখ বর্ণন করিবার অন্য নিদর্শন নাই। অর্থাৎ মোক্ষসুখ ভিন্ন অন্য কোন দৃষ্টান্তোপযোগী বস্তু না থাকায় অগত্যা মোক্ষসুখের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহাও মুমুক্ষুগণের মত। বস্তুতঃ তত্ত্ববিচারে মোক্ষে সুখস্পর্শ নাই। তবে আমরা যে মোক্ষের সুখময়ত্ব বর্ণন করিয়াছি, তাহা মোক্ষবাদেরই অনুবাদ বলিয়া জানিবে। যেহেতু, মোক্ষ ভক্তির ন্যায় সাধ্য ফল নহে। কারণ, মোক্ষে সুখের গন্ধমাত্রও নাই।

১৭২। যথারোগ্যে সুষুপ্তৌ চ সুখং মোক্ষেঽপি কল্প্যতে।
পরস্ত্বজ্ঞানসংজ্ঞোঽয়মনভিজ্ঞপ্ররোচকঃ॥
১৭৩। কথঞ্চিদ্ভগবন্নামাভাসস্যাপি স সিধ্যতি।
সকৃদুচ্চারমাত্রেণ কিং বা কর্ণ-প্রবেশতঃ॥
১৭৪। বিচারাচাতুরীরম্যো মোক্ষোঽয়মবধার্যতাম্।
তেষাং বেদপুরাণাদিশাস্ত্রাণাং হি যথামতম্॥

মূলানুবাদ

১৭২। যেমন রোগ আরোগ্য হইলে অর্থাৎ রোগরূপ দুঃখের অভাব যেরূপ সুখ, অথবা সুষুপ্তিকালে যেমন সুখ হয়, অর্থাৎ 'আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম' সেইমত দুঃখাভাবই মুক্তির সুখ বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে। পরন্তু মোক্ষ অজ্ঞানসংজ্ঞ অর্থাৎ অজ্ঞানময় বন্ধনের যেমন সত্যতা নাই, তেমন বন্ধনমোচনরূপ মুক্তিতে সত্যতার অভাব; সুতরাং অনভিজ্ঞগণই উহাতে রুচি প্রকাশ করে।

১৭৩। শ্রীভগবানের নাম-মহিমা দূরে থাকুক, তাঁহার নামাভাসেও অনায়াসে সেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়। একবারমাত্র শ্রীভগবন্নাম উচ্চারিত হইলেও কিংবা কর্ণে প্রবেশ করিলেও মোক্ষ সুসিদ্ধ হয়।

১৭৪। বস্তুতঃ বিচার-চাতুরীর অভাবেই মোক্ষকে মনোহর বলিয়া বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে বিচার করিলে কোন মতেই রমণীয় বলিয়া প্রতিপাদিত হইবে না। বেদ, ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্র সকলের যে মত, তাহাই আমরা তোমায় বলিতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৭২। তদেব সদৃষ্টান্তমুপপাদয়ন্তি—যথেতি। আরোগ্যে রোগিত্বাভাবে কিং সুখমরোগিতেতি রোগদুঃখাভাব এব যথাসুখমিতি কল্প্যতে। যথা চ সুষুপ্তৌ তমোময্যাং সুষুপ্তিদশায়াং সুখানুভবাভাবেঽপি 'সুখমহমস্বাপ্সম্, ন কিঞ্চিদবেদিষম্' ইত্যেবং নানামনোরথস্বপ্নাদি মনোবৈকল্য দুঃখাভাব এব সুখমিতি কল্প্যতে। তথা মোক্ষেঽপি সর্বশূন্যতারূপে জন্মমরণাদি-সংসারদুঃখাভাব এব সুখতয়া কল্প্যত ইত্যর্থঃ; বস্তুতঃ সুখত্বাভাবাৎ। তর্হি কথমত্রৈত্যৈঃ স শ্লাঘিতস্তত্রাহুঃ—পরমিতি। কেবলমনভিজ্ঞেভ্যঃ মোক্ষতত্ত্বাবিদ্ভ্যঃ প্ররোচত ইতি অনভিজ্ঞান্ প্ররোচয়তীতি তথা সঃ। যতঃ অজ্ঞানেন সংজ্ঞা যস্য সঃ, ন তু তস্য বস্তুতঃ সত্যতাপ্যস্তীতি ভাবঃ। যদুক্তং ব্রহ্মণৈব দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।১৪।২৬)—অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ, দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।' ইতি॥

১৭৩। তথাপি কিং তৎ সাধনমিত্যপেক্ষায়াং ভক্তিমাহাত্ম্যনির্বচনায়ৈব ভগবদ্ভক্তানামনায়াসেনৈব মোক্ষঃ সিধ্যতীত্যাহ—কথঞ্চিদিতি। অস্তু তাবৎ ভগবন্নাম্নাং সেবয়া, ভগবন্নাম্নো য আভাসঃ প্রতিবিম্ববদনুকারকশব্দস্তস্যাপি কথঞ্চিৎ কেনাপি পরিহাসাবহেলনাদি-প্রকারেণাপি সকৃৎ বারমেকমপি উচ্চারণমাত্রেণ জিহ্বাগ্রে করণেন। কিংবেতি পক্ষান্তরে। তস্যৈব কথঞ্চিৎ কর্ণয়োঃ প্রবেশাৎ স মোক্ষঃ সিধ্যতি, তদুক্তং ষষ্ঠস্কন্ধে (শ্রীভা ৬।৩।২৪)—'বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি, নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্' ইতি। তথা শ্রীবরাহপুরাণে সত্যতপ-উপাখ্যানারম্ভে—'কশ্চিজ্জলে মগ্নং জপপরং ব্রাহ্মণং ভক্ষয়িতুমাগতস্য ব্যাঘ্রস্য তৈনৈব ব্যাধেন হতস্যাকস্মদুদ্গতভগবন্নামশ্রবণেনৈব মুক্তির্জাতা।' ইতি দিক্॥

১৭৪। কথং তর্হি তদর্থং যোগিভিঃ প্রয়াসঃ ক্রিয়তে? তত্রাহুঃ—বিচারেতি। অয়ং মুমুক্ষুভিঃ পরমপুরুষার্থতয়া প্রতিপাদ্যমানো মোক্ষঃ। বিচারেষু যাঽচাতুরী চাতুর্যাভাবস্তয়ৈদ রম্যো মনোহর ইত্যবধার্যতাং নিশ্চীয়তাম্। অত্র চ তন্মাহাত্ম্যবাদিনামেব সিদ্ধান্তঃ প্রমাণমিত্যাহুঃ—তেষামিতি। যথা যাদৃঙ্মতং তথৈব; যদ্বা, তেষাং মতমনতিক্রম্যৈব, তেষাং সিদ্ধান্তাবিরোধেনৈব মোক্ষস্য বিচারা-চাতুরীরম্যতা সিধ্যতীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭২। অতঃপর দৃষ্টান্তদ্বারা মোক্ষের হেয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। আরোগ্য অর্থাৎ রোগরূপ দুঃখের অভাব নিমিত্ত যে সুখ কল্পিত হয়, তদ্রূপ সুখই মোক্ষসুখ কিংবা তমোময়ী সুষুপ্তিদশায় সুখানুভবের অভাবেও যে এক প্রকার সুখ কল্পিত হয়, সেইরূপ সুখই মোক্ষসুখ। যেমন, "সুখে আমি ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই" এই যে নানামনোরথ, (সংকল্প-বিকল্পাদিরূপ স্বপ্ন) মনের বৈকল্যরূপ দুঃখের অভাবজনিত যে সুখ কল্পিত হয়, সেইরূপ সুখই মোক্ষসুখ। যদি মনে জাগে, সুষুপ্তির পর জাগ্রত হইলে 'সুখে আমি ঘুমাইয়াছিলাম'— এইরূপ স্মৃতি উদ্ভূত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাকে কল্পিত সুখ বলা যাইতে পারে না। ইহা বলিতে পার না। যেহেতু, ইহা সুষুপ্তিকালীন সুখবোধের স্মরণ নহে। সুষুপ্তিকালে কোনরূপ স্বপ্নাদিজনিত চিত্তবৈকল্যরূপ দুঃখভোগ করিতে হয় নাই বলিয়া উক্তপ্রকার ভাণদ্বারা সুখস্মৃতি কল্পিত হইতেছে। তথা মোক্ষও সেই প্রকার সর্বশূন্যতারূপে জন্ম-মরণাদি সংসার দুঃখাভাবই মোক্ষসুখরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ঐ মোক্ষে সুখ নাই। যদি বল, তাহা হইলে ব্রহ্মলোকবাসিগণ ও সর্বজ্ঞগণ কিজন্য মোক্ষের এত প্রশংসা করিলেন? কেবল মোক্ষতত্ত্বে অনভিজ্ঞগণই উহাতে রুচি প্রকাশ করিয়া থাকেন। যেহেতু, অজ্ঞানই যাহার সংজ্ঞা, সেই মোক্ষে বস্তুতঃ সত্যতা নাই; সুতরাং অজ্ঞানরূপ

মোক্ষেরই যখন সত্যতা নাই, তখন বন্ধনমোচনেরও সত্যতাভাব স্বতঃই উৎপন্ন হইতেছে। যথা দশমস্কন্ধে শ্রীব্রহ্মার উক্তি—সংসারবন্ধন বা সংসারমোচন দুইই অজ্ঞানসংজ্ঞা, অর্থাৎ এই দুইটি নামই অজ্ঞানমূলক। সূর্যে যেরূপ দিন রাত্রি নাই, সেইরূপ সত্য প্রাজ্ঞভাব হইতে এই দুইটির পার্থক্য নাই। অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে বন্ধ-মোক্ষ নাই।

১৭৩। তথাপি কি তাহার সাধন? বলিব কি, ভক্তি-মাহাত্ম্য পরম অনির্বচনীয়া বলিয়া ভগবন্নামাভাসে অনায়াসেই সেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়। শুদ্ধ ভগবন্নামের কথা দূরে থাকুক, ভগবন্নামের আভাসেও সেই মোক্ষ পাওয়া যায়। প্রতিবিম্ববৎ অনুকারক শব্দও অর্থাৎ পরিহাস বা অবহেলাদিতেও যদি কোন প্রকারে একবারমাত্র ভগবন্নাম জিহ্বাগ্রে উচ্চারিত হয়, কিংবা সেই নাম কথঞ্চিৎ কর্ণবিবরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে অনায়াসে মোক্ষ সুসিদ্ধ হয়। যথা ষষ্ঠস্কন্ধে—'মহাপাপী অজামিল অশুচি ও মুমূর্ষু সময়ে অসুস্থচিত্তে নিজপুত্রকে 'নারায়ণ' বলিয়া আহ্বান করাতে মুক্তিলাভ করিতে পারিল।' শ্রীবরাহপুরাণে সত্যতপ উপাখ্যানের প্রারম্ভে কথিত আছে—একদা এক ব্রাহ্মণ জলে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবন্নাম জপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক ব্যাঘ্র সেই ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হয়, ইত্যবসরে এক ব্যাধ শর নিক্ষেপে সেই ব্যাঘ্রকে পাতিত করিলে সেই আহত ব্যাঘ্র দেহত্যাগকালে অকস্মাৎ উদ্গাত (সেই ব্রাহ্মণের কণ্ঠনিঃসৃত) ভগবন্নাম শ্রবণে মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

১৭৪। তাহা হইলে যোগীগণ কি জন্য সেই মুক্তির নিমিত্ত এত প্রয়াস স্বীকার করিয়া থাকেন? সে কেবল তাঁহাদের বিচার চাতুর্যের অভাব। বস্তুতঃ এ বিষয়ে বিচার করিলে মোক্ষকে কোনমতে রমণীয় বলিয়া বোধ হয় না। তবে যে মুমুক্ষুগণ এই মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহাদের বিচার বিষয়ে অচাতুরী, উহা কেবল তন্মাহাত্ম্যবাদিগণের সিদ্ধান্ত। এক্ষণে বেদ, ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রসিদ্ধান্তের অবিরোধে বিচার-চাতুরী রম্যতা যেরূপে সিদ্ধ হয়, তাহাই বলিতেছি। অর্থাৎ সেই সকল শাস্ত্রের মত সংগ্রহ করিয়াই আমরা তোমায় বলিতেছি।

১৭৫। সোঽশেষদুঃখধ্বংসো বাঽবিদ্যাকর্মক্ষয়োঽথবা।
মায়াকৃতান্যথারূপত্যাগাৎ স্বানুভবোঽপি বা॥

মূলানুবাদ

১৭৫। অশেষ প্রকার দুঃখ ধ্বংসরূপ যে মোক্ষ, অথবা অবিদ্যা ও কর্মের ক্ষয়রূপ যে মোক্ষ, অথবা মায়াকৃত অন্যথারূপ পরিত্যাগে স্বানুভবরূপ যে মোক্ষ, ইত্যাদিরূপ কোন মোক্ষেই সুখ নাই।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৭৫। তেষাং মতমেব বিকল্পেনোপন্যস্যতি—স ইতি। মোক্ষঃ অশেষস্য একবিংশতিপ্রকারস্য দুঃখস্য ধ্বংসো লোপস্তদ্রূপ এব বা। এতন্নৈয়ায়িকানাং মতম্। তদুক্তং নৈয়ায়িকৈ, 'আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির্মুক্তিঃ' ইত্যাদি। অথবা অবিদ্যায়াঃ কর্মণাঞ্চ ক্ষয়রূপঃ, এতচ্চ বৈদান্তিকৈকদেশীয়ানাং কেষাঞ্চিন্মতম্। তদুক্তং তৈরেব, বৈশেষিক-মীমাংসাসাংখ্যাদি শাস্ত্রাণাঞ্চ মতং নোত্থাপিতম্। তৈঃ কৃতেন মোক্ষস্য স্বরূপনিরূপণেন স্বত এবাতিতুচ্ছতাসিদ্ধেঃ। বেতি পক্ষান্তরে। মায়াকৃতস্যান্যথারূপস্য সংসারিত্বস্য ভেদস্য বা ত্যাগাৎ স্বস্য আত্মরূপস্য ব্রহ্মণোঽনুভবরূপ এব। এতচ্চ বিবর্তবাদিনাং বেদান্তিনাং মুখ্যং মতম্। যথোক্তং দ্বিতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ২।১০।৬)—'মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭৫। তাঁহাদের মত (বিকল্পে) উপস্থিত করা হইতেছে। নৈয়ায়িকমতে একবিংশতি প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক ধ্বংসরূপ মুক্তি। তাঁহাদের মতে মোক্ষের সংজ্ঞা এইরূপ,—'আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই মুক্তি।' বৈদান্তিক—একদেশবাসীগণের মত এইরূপ,—'অবিদ্যা ও কর্মের ক্ষয়রূপ মোক্ষ।' বৈশেষিক, মীমাংসক ও সাংখ্যবাদির মত আর উত্থাপন করিলাম না। কারণ, তাঁহারা মোক্ষের যে লক্ষণ নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা অতি তুচ্ছতা-হেতু অসিদ্ধ। পক্ষান্তরে বৈদান্তিকগণের মুখ্য বিবর্তবাদির মতে, সংসারিত্বরূপ মায়াকৃত অন্যথারূপের (ভেদ) পরিত্যাগে স্বানুভবরূপ (ব্রহ্মানুভবরূপ) মোক্ষ। যথা, দ্বিতীয়স্কন্ধে—আত্মা অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া যে নিজ স্বরূপে অবস্থিতি করেন, তাহারই নাম মোক্ষ।

সারশিক্ষা

১৭৫। নৈয়ায়িকগণ যেরূপ মুক্তিতে সুখানুভব স্বীকার করেন না, অর্থাৎ উহা সুষুপ্তিদশার মত বলিয়া মত প্রকাশ করেন; বৈশেষিকগণও সেইরূপ মুক্তিতে সুখানুভব স্বীকার করেন না।

মীমাংসকগণের মতে স্বর্গই চরম প্রাপ্তি এবং কাম্য এবং ইহাই মুক্তিরই নামান্তর। মুক্তি হইতেছে, চেতনাতীত অনন্ত শান্তিময় অবস্থা; যাহা সুখ, দুঃখ, আনন্দ ও বেদনার সম্পূর্ণ অতীত। মুক্ত আত্মা চরম বিশুদ্ধ সত্তায় নিজ স্বরূপে 'স্বস্থ'; সুতরাং এই অবস্থায় আত্মার চেতন বলিয়া নিজস্ব কিছু নাই বা আত্মার কোন স্থায়ীরূপও নাই। তবে বাস্তব জগতে জ্ঞানেন্দ্রিয় সংস্পর্শেই নির্বিকার আত্মায় চৈতন্যের সঞ্চার হয়। এই অবস্থায় আত্মা জ্ঞানের বিষয়বস্তু ও জ্ঞাতৃত্বধর্মবিশিষ্ট হয়।

অতএব বৈশেষিকগণের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদি উপরত হইয়া পাষাণের ন্যায় আত্মস্বরূপে অবস্থানই মুক্তিরূপে কথিত হইয়া থাকে! এজন্য 'সর্বসিদ্ধান্ত' গ্রন্থে উক্ত আছে—"ন তু বৈশেষিকাং মুক্তিং গোতমস্তাং প্রার্থয়ামি।"—আমি বৈশেষিকী মুক্তি চাহি না, ঐ মতের সমর্থক 'গোতম' অর্থাৎ গোসদৃশ মুর্খ ব্যক্তিগণই ঐরূপ মুক্তি কামনা করিয়া থাকে।

শ্রীভগবান কপিল মূর্তি ধারণ করিয়া যে সাংখ্য জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে উট্টঙ্কিত হইয়াছে। তাহা প্রচলিত সাংখ্য দর্শন অপেক্ষা প্রাচীন এবং শ্রুতির অবিরোধী যুক্তিসমূহে পরিপূর্ণ বলিয়া ভক্তগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে।

প্রচলিত সাংখ্য দর্শনের আরম্ভ দুঃখবাদে। পরিসমাপ্তিও আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিতে। অতএব আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই জীবের পুরুষার্থ। এবং আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির উপায় একমাত্র জ্ঞান। 'জ্ঞানান্মুক্তি' (সাংখ্যসূত্র) বস্তুতঃ ইহাদের মতে মুক্তিদশায় সুখের অস্তিত্ব অস্বীকৃত, সুতরাং ইঁহাদের পক্ষে মুক্তি কদাচ পুরুষার্থ হইতে পারে না। আর যদি বলা হয়, 'মুক্তিতে সুখ বিদ্যমান আছে, কিন্তু উহার অভিব্যক্তি নাই।' তবে তাহারও কোন সার্থকতা নাই। যেহেতু, কেহ কখনও ইচ্ছা করে না যে, 'আমি সুখ হইব', পরন্তু সকলেই ইচ্ছা করে যে, 'আমি সুখ অনুভব করিব।' অতএব ঐ প্রকার সুখশূন্য মোক্ষে বা পুরুষার্থে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এইজন্যই বৈশেষিক, মীমাংসক ও সাংখ্যের মত উল্লেখ করিলেন না।

১৭৬। জীবস্বরূপভূতস্য সচ্চিদানন্দবস্তুনঃ।
সাক্ষাদনুভবেনাপি স্যাত্তাদৃক্ সুখমল্পকম্॥

মূলানুবাদ

১৭৬। জীবস্বরূপভূত জ্ঞানের দ্বারা সচ্চিদানন্দ বস্তু দর্শনে অতি অল্পই সুখ হইয়া থাকে। পরন্তু সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের সাক্ষাৎ অনুভবে যে সাগর সদৃশ ভক্তিসুখ উদ্গত হয়, তৎ তুলনায় মোক্ষসুখ বিন্দুর ন্যায় কল্পিত হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৭৬। তত্র প্রথমপক্ষদ্বয়ে, তেষাং মতনৈব মোক্ষে দুঃখাভাব তৎকারণাভাব-মাত্রতৈবেতি সুখং নাস্তীতি সিদ্ধমেব। বিবর্তবাদিনাং মতেঽপি আত্মস্বরূপানুভবেন সুখং তুচ্ছমেব স্যাদিতি সাধয়তি জীবেত্যেকবিংশত্যা। তাদৃগ্ জীবস্বরূপানুভবরূপমেব; অতএবাল্পকং সচ্চিদানন্দঘন-শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দানুভবরূপ-ভক্তিসুখাপেক্ষয়াত্য-ল্পকম্। যদ্যপি সুখং নাম তত্র তত্ত্বতো নাস্ত্যেব, কেবলং দুঃখাভাব এবেতি নিশ্চয়ঃ, তথাপি 'তুষ্যতু দুর্জনঃ' ইতি ন্যায়েনাভ্যুপগম্য সুখং মোক্ষে কিঞ্চিদত্রোচ্যমানমস্তি। তচ্চ ভগবদ্ভক্তিসুখমাহাত্ম্য-বোধনায়েবেতি পূর্বোক্তানুসারেণ বোদ্ধব্যমিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭৬। তন্মধ্যে প্রথম পক্ষদ্বয়ের (নৈয়ায়িক ও একদেশিকবাদি বৈদান্তিকের) মতে মোক্ষে দুঃখাভাব এবং দুঃখের কারণাভাবমাত্র নির্ধারিত হইয়াছে, সুতরাং সেই মোক্ষে সুখ নাই স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। আর বিবর্তবাদিগণের মতেও আত্ম-স্বরূপের অনুভব সুখ যে অতি তুচ্ছ, তাহা একবিংশতি শ্লোকের দ্বারা প্রতিপাদন করা যাইতেছে। বস্তুতঃ তাদৃশ জীবস্বরূপানুভবরূপ যে সুখ, তাহা অতীব অল্প। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবদ্ চরণারবিন্দের অনুভবে যে অপার ভক্তিসুখ উদ্গত হয়, তাহার তুলনায় মোক্ষসুখ সাগর সমীপে গোষ্পদ-বারির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যদ্যপি উহা নামে মাত্র সুখ, কিন্তু তত্ত্বত সুখহীন; কেবল দুঃখাভাবমাত্রই জানিতে হইবে। তথাপি 'দুর্জন ব্যক্তি সন্তোষ লাভ করুক।' এই 'অভ্যুপগম' ন্যায়াবলম্বনে (অস্বীকার্য বিষয় স্বীকারপূর্বক যাথার্থ্য তত্ত্ব নির্ধারণ) সুখ-শব্দ মোক্ষে কথঞ্চিৎ উপচারিত হইয়া থাকে। পরন্তু উহাও কেবল ভগবদ্ভক্তি সুখ মাহাত্ম্য বুঝাইবার নিমিত্তই কথিত হইয়া থাকে। ইহাও পূর্বোক্ত ন্যায়ানুসারে বুঝিতে হইবে।

১৭৭। শুদ্ধাত্মতত্ত্বং যদ্বস্তু তদেব ব্রহ্ম কথ্যতে।
নির্গুণং তচ্চ নিঃসঙ্গং নির্বিকারং নিরীহিতম্॥

১৭৮। ভগবাংস্তু পরং ব্রহ্ম পরাত্মা পরমেশ্বরঃ।
সুসান্দ্র-সচ্চিদানন্দবিগ্রহো মহিমার্ণবঃ॥

মূলানুবাদ

১৭৭। শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব যে বস্তু, তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয় এবং সেই ব্রহ্ম নির্গুণ, নিঃসঙ্গ, নির্বিকার ও নিরীহিত বলিয়া সচ্চিদানন্দঘন হইতে পারেন না।

১৭৮। পরন্তু শ্রীভগবানই পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরমেশ্বর। তিনি পরম ঘন—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এবং বিবিধ মহিমার অর্ণবস্বরূপ।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৭৭। ননু মোক্ষঽপরিচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণোঽনুভবাত্তদনুরূপং সুখমপ্যপরিচ্ছিন্নমেবাস্তু, তত্রাহ—শুদ্ধেতি। অতস্তদনুভবেনাপি তথৈবেতি ভাবঃ। তচ্চ ব্রহ্ম নির্গুণং কারুণ্যাদি-গুণহীনং তথা নিঃসঙ্গং ভক্তজন-সঙ্গাদি-রহিতম্, তথা নির্বিকারং চিত্তার্দ্রতাদিবিক্রিয়াহীনম্ বিচিত্র-শ্রীমূর্ত্তিবৈভবাদিপরিণামরহিতমিতি বা। তথা নিরীহিতঞ্চ বিচিত্রমধুরলীলাহীনমিত্যেবং ভগবত্তাভাবেন সচ্চিদানন্দঘনত্বাভাবাত্তদনু-ভবেন সুখমপি তদনুরূপমেব স্যাদিতি সিদ্ধম্॥

১৭৮। ননু তর্হি সান্দ্রসুখানুভবঃ কথং স্যাদিত্যপেক্ষায়াং শ্রীভগবদ্ভক্ত্যৈব সম্পদ্যত ইত্যুপপাদয়তি—ভগবাংস্ত্বিতি চতুর্ভিঃ। পরব্রহ্মত্বাদেব পরাত্মা পরমাত্মা সর্বজীবান্তর্যামী চিত্তাধিষ্ঠাতা, অতএব পরমেশ্বরঃ ব্রহ্মাদীনামপি নিয়ন্তা। শ্রীবৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাতা অতএব সুসান্দ্রং পরমঘনং যৎ সচ্চিদানন্দং তদেব বিগ্রহো মূর্ত্তির্যস্য সঃ; অতএব মহিম্নামচিন্ত্যাদ্ভুতবিবিধমহত্তানামর্ণবঃ স্থিরাপারগম্ভীরাশ্রয়ঃ; অতএব 'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।' (শ্রীগী ১০।১২)—ইত্যত্র তথা-পরব্রহ্মনরাকৃতীত্যাদি-বচনেষু চ ভগবদ্বাচকে ব্রহ্মণি পর-শব্দপ্রয়োগঃ। আত্মতত্ত্ববাচকে চ—'ব্রহ্মন্! ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ। কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরম্॥' (শ্রীভা ১০।৮৭।১) ইত্যত্র, তথা 'ব্রহ্মণোঽপি প্রতিষ্ঠাঽহম্' (শ্রীগী ১৪।২৭) ইত্যাদিষু কেবলব্রহ্ম শব্দপ্রয়োগঃ। যত্র তস্মিন্নপি পর-শব্দপ্রয়োগঃ ক্বচিদ্ দৃশ্যেত, স চ শব্দ-ব্রহ্মাদ্যপেক্ষয়েত্যূহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭৭। যদি বল, মোক্ষে অপরিসীম ব্রহ্মের অনুভবজনিত অপরিমিত সুখই লাভ হইবে, হে মহাভাগ! এইরূপ ধারণা করিও না। যে বস্তু শুদ্ধ আত্মস্বরূপ, তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে,—সেই ব্রহ্ম নির্গুণ—কারুণ্যাদি গুণহীন, তথা, নিঃসঙ্গ—ভক্তজনসঙ্গাদি রহিত। অর্থাৎ নিজ ভক্তগণকে সুখপ্রদান করেন না। তথা নির্বিকার—চিত্ত আর্দ্রতারূপ বিক্রিয়া রহিত। অর্থাৎ ভক্তের করুণ ক্রন্দনেও তাঁহার চিত্ত বিগলিত হয় না। অথবা শ্রীমূর্তির বৈভবাদি প্রকটনরূপ পরিণামরহিত। তথা নিরীহিত—বিচিত্র মধুর-লীলাহীন। অতএব মধুর লীলা প্রকটনে ভক্তের মন হরণ করেন না। এতাদৃশ ভগবত্তাহীন বস্তু কদাচ সচ্চিদানন্দঘন হইতে পারেন না। অতএব তাঁহার অনুভবে তাদৃশ সুখলাভ হয় না।

১৭৮। আচ্ছা, তাহা হইলে সান্দ্র সুখানুভব কিরূপে হইবে? ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে সম্পাদিত হইবে—ইহাই চারিটি শ্লোকে বিবৃত হইবে। শ্রীভগবানই পরব্রহ্ম পরমাত্মা—সর্বজীবের অন্তর্যামী চিত্তাধিষ্ঠাতা বলিয়া পরমেশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও নিয়ন্তা শ্রীবৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাতা; অতএব পরমঘন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এবং অচিন্ত্য অদ্ভুত বিবিধ মহত্ত্বের অর্ণবস্বরূপ স্থির ও অপার গম্ভীর আশ্রয় স্বরূপ। এইরূপে শ্রীভগবানেও কখন কখন পরব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, (শ্রীগীতায়) 'পরংব্রহ্ম পরমধাম আপনিই একমাত্র পরমপবিত্র' ইত্যাদি, এই যে ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম শব্দ ইহার প্রায়ই দ্বিবিধ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যেমন, পরব্রহ্ম নরাকৃতি ইত্যাদি বাক্যে পরংব্রহ্ম শব্দে ভগবান। আবার আত্ম-বাচকস্থলে কেবল ব্রহ্মশব্দ কথিত হইয়া থাকে, যথা—"হে ব্রহ্মন্। যাঁহাকে প্রত্যক্ষরূপে নির্দেশ করিতে পারা যায় না, যিনি নির্গুণ এবং কার্য কারণের অস্পৃষ্ট, গুণবৃত্তিসম্পন্ন শ্রুতিগণ সেই নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ কিরূপে বর্ণন করিবেন?" (শ্রীভাঃ) ইত্যাদি স্থলে নির্গুণত্বাদি বিশেষণ দৃষ্ট হয়। শ্রীগীতাতে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন, 'আমি চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের আশ্রয়।' অর্থাৎ ঘনীভূত তেজোবিগ্রহ সূর্য যেরূপ কিরণরাশির আশ্রয়, সেইরূপ চিৎঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্ চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের আশ্রয়। এই বাক্যে কেবল ব্রহ্ম-শব্দের প্রয়োগ; কচিৎ কোনস্থলে ব্রহ্মশব্দের পূর্বে 'পর' শব্দ প্রয়োগ দৃষ্ট হইলে সেই শব্দ কেবল ব্রহ্ম হইতেও উৎকৃষ্ট জানাইবার জন্য কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু মূর্ত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া সর্বত্রই 'পর' শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

সারশিক্ষা

১৭৭। আনন্দ চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম এবং এই আনন্দ কখনও নিজ আধারে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাই চেতনজীব অপরকে ভালবাসে এবং অপরের দ্বারা নিজেকে

ভালবাসায়। এই চৈতন্য ও আনন্দের মূল শ্রীভগবান; তিনি নিজে পরমানন্দস্বরূপ হইয়াও নিজ স্বরূপগত বৃত্তিবিশেষ দ্বারা আনন্দস্বরূপ নিজের সুখের বিষয় হইয়া নিজেকেই সুখী করিয়া থাকেন। জীব তাঁহার অংশ বলিয়া অণু চিদানন্দময়, যেহেতু, অংশীর ধর্ম অংশে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই জন্য জীব আনন্দময় ভগবানের ন্যায় নিজ বৃত্তিবিশেষদ্বারা নিজেই আনন্দের বিষয় হইয়া থাকেন; কিন্তু জীবস্বরূপ স্বভাবতঃ অণু বলিয়া অণুপরিমিতি আনন্দই অনুভবের বিষয় হয়, পরন্তু সেই জীব যখন ভগবানের হ্লাদিনীশক্তির আশ্রয়ে আনন্দের পূর্ণতম অর্থাৎ মূর্তানন্দকে অনুভব করেন, তখন অপরিসীম আনন্দানুভব হইয়া থাকে। আবার যখন সেই মূর্ত আনন্দের পরিবর্তে অমূর্ত আনন্দানুভবে আগ্রহ প্রকাশ করে, তখন সেই মূর্তানন্দই নিজ-প্রভা বিস্তার করিয়া আনন্দের বিষয় হইয়া থাকেন। ইহাই শ্রীভগবানের ব্রহ্মরূপে অভিব্যক্তি। এই ব্রহ্মস্বরূপ স্বভাবতঃ নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় ও নিরঞ্জন বলিয়া জীবের সম্যক্ প্রীতির বিষয় হয়েন না। কাজেই ব্রহ্মানুভবে যে সুখ হয়, তাহা ভগবদনুভব-সুখের তুলনায় অতীব অল্প।

১৭৯। সগুণত্বাগুণত্বাদিবিরোধাঃ প্রবিশন্তি তম্।
মহাবিভূতির্ব্রহ্মাস্য প্রসিদ্ধেত্থং তয়োর্ভিদা॥

মূলানুবাদ

১৭৯। সগুণত্ব ও নির্গুণত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্মসকল সমুদ্রস্বরূপ শ্রীভগবানেই সুসঙ্গত হয়। ভগবানের মহা বিভূতিরূপেই ব্রহ্মের প্রসিদ্ধি—এইরূপই শ্রীভগবান ও ব্রহ্মের ভেদ। ব্রহ্ম ও জীব শ্রীভগবানের মহাবিভূতিরূপ বলিয়াই জানিতে হইবে।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৭৯। অতএব সগুণত্বমগুণত্বঞ্চেত্যাদি-বিরোধাস্তং ভগবন্তং প্রবিশন্তি, সমুদ্রে লীনাঃ প্রবাহা ইব লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ। আদিশব্দেন নিঃসঙ্গত্ব-সঙ্গিত্ব-নির্বিকারত্ব-সবিকারত্ব-নিরীহত্বেহাবত্ত্বানি, তথৈকত্বানেকত্বনির্বিশেষত্ব-সবিশেষত্বাদীনি চ। ব্রহ্মত্বেন নির্গুণত্বাদিকং পরমাত্মত্ব-পরমেশ্বরত্বাভ্যাঞ্চ সঙ্গিত্বসগুণত্বাদি বিবেচনীয়ম্। যচ্চানামারূপত্বাদিকং কুত্রাপি শ্রূয়তে, তচ্চ বাসুদেবাধ্যাত্মবচনেন পরিহৃতমেবাস্তি। তথাহি 'অপ্রসিদ্ধেস্তদ্গুণানামনামাসৌ প্রকীর্তিতঃ। অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাপ্যরূপোহয়ং প্রচক্ষতে॥' তচ্চৈতন্মায়াবাদিবৎ পরমেশ্বরত্বস্য মায়িকত্বেন সগুণত্বাদীনাং মায়িকতয়াঽবিরুদ্ধত্বং সিধ্যতীতি বাচ্যম্। যতস্তস্য পারমৈশ্বর্যং নিত্যং সত্যঞ্চ, ন তু প্রপঞ্চবন্মায়িকম্; অতএব শ্রীভগবদাখ্যমেকমেব বস্তু ব্রহ্মবদ্গুণাতীতত্বাদিনা নির্গুণম্। প্রপঞ্চবন্নানাবিধবিশেষবত্ত্বেন সগুণমপি, তচ্চ বিরুদ্ধং, তস্মিন্নেবাচিন্ত্যাদ্ভুতবিচিত্রশক্ত্যা ঘটত ইত্যত এবোক্তং—মহিমার্ণব ইতি। তথা চোক্তং মোক্ষধর্মে—'যৎ কিঞ্চিদিহ লোকে বৈ দেহবন্ধং বিশাম্পতে। সর্বং পঞ্চভিরাবিষ্টং ভূতৈরীশ্বরবুদ্ধিজৈঃ॥ ঈশ্বরো হি মহদ্ভূতং প্রভুর্নারায়ণো বিরাট্। ভূতান্তরাত্মা বিজ্ঞেয়ঃ সগুণো নির্গুণোঽপি সঃ॥' ইতি। কৌর্মে চ—'অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্বতঃ। অবর্ণঃ সর্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ॥ ঐশ্বর্যযোগাদ্ ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে। তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন॥ গুণা বিরুদ্ধা অপি তু সমাহার্য্যাশ্চ সর্বতঃ॥' ইতি। বিষ্ণুধর্মোত্তরে চ—'গুণাঃ সর্বেঽপি যুজ্যন্তে হ্যৈশ্বর্যাৎ পুরুষোত্তমে। দোষাঃ কথঞ্চিন্নৈবাত্র যুজ্যন্তে পরমো হি সঃ॥' গুণদোষৌ মায়য়ৈব কেচিদাহুরপণ্ডিতাঃ। ন তত্র মায়া মায়ী বা তদীয়ো তৌ কুতো হ্যতঃ॥ তস্মান্ন মায়য়া সর্বং সর্বৈশ্বর্যস্য সম্ভবম্। অমায়ো হীশ্বরো যস্মাত্তস্মাত্তং পরমং বিদুঃ॥' ইতি। এতচ্চাগ্রে বিস্তারেণ ব্যক্তং ভাবি। যে চ মন্যন্তে—যোগিভিরুপাস্যং ভগবতো নির্গুণং রূপং ব্রহ্ম পৃথক্, ভক্তৈরুপাস্যং সগুণং চতুর্ভুজাদিরূপং পৃথক্, তচ্চাপি শুদ্ধসত্ত্বঘনং নিত্যমেবেতি, তেষামপি মতে

সগুণরূপমেব পরমোৎকৃষ্টতরমপি সিধ্যতি—একান্তভক্তিমতামেব লভ্যত্বাৎ, ব্রহ্মনিষ্ঠানামপ্যদৃশ্যত্বাৎ, পরমানন্দবিশেষ-বিস্তারণাদি—মহামহিমবত্বাচ্চ। এতচ্চ মোক্ষধর্মে শ্রীনারায়ণীয়োপাখ্যানে উপরিচরবসোর্যজ্ঞে তেন দৃষ্টস্যাপি যজ্ঞভাগগ্রাহিণো ভগবতো বৃহস্পতিপ্রভৃতিভিরদর্শনাৎ। তথা শ্বেতদ্বীপগতানাং পরমপ্রযত্ন পরাণাং ব্রহ্মপুত্রাণাং মহাযোগীন্দ্রাণামপ্যেকত-দ্বিত-ত্রিতানাং ভগবদ্দর্শনাপ্রাপ্তের্ব্যক্তমেব ভাতি। কিঞ্চ, সদা ব্রহ্মানুভবিনামাত্মারামেন্দ্রাণামপি শ্রীসনকাদীনাং শ্রীবৈকুণ্ঠে ভগবদ্দর্শনার্থ গমনং তথা তত্র তদ্দর্শনাদেবানন্দবিশেষসম্পত্ত্যা বিবিধবিকারবিশেষাবির্ভাবশ্চ বিশেষতস্তত্র প্রমাণমিতি দিক্। তথা চ তৃতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ৩।১৫।৪৩)—'তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ,-কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসী-মকরন্দ-বায়ুঃ। অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং, সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥' ইতি। অলমতিবিস্তরেণ। অতএব ব্রহ্মরূপ-জীবতত্ত্বরূপমস্য ঈশ্বরস্য ভগবতো মহাবিভূতিরিতি প্রসিদ্ধা। তদুক্তং মহদ্ভিঃ—'পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ' ইতি। তথা শ্রীভগবদ্গীতাসু (শ্রীগী ১০।২০) বিভূতিকথনে— 'অহমাত্মা গুড়াকেশ। সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।' ইতি তচ্ছাস্ত্রে আত্মব্রহ্মণোরভেদোক্তেঃ। ব্রহ্মসংহিতায়াঞ্চ (৫।৪০)—'যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি,-কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং, গোবিন্দমাদিপুরুষ তমহং ভজামি॥' ইতি। অস্যার্থঃ—যস্য প্রভা কলা অংশঃ ব্রহ্ম তদনিরূপ্যম্; তদেব বিশিনষ্টি—নিষ্কলমিতি পদত্রয়েণেতি। তথা চ একাদশস্কন্ধেঽপি—'অনারম্ভং তমো যান্তি পরমাত্মবিনিন্দনাৎ। পরাধীনশ্চ বদ্ধশ্চ স্বল্পজ্ঞানসুখে হিতঃ॥ অল্পশক্তিঃ সদোষশ্চ জীবাত্মা নেদৃশঃ পরঃ। বদতা তু তয়োরৈক্যং কিং তৈর্ন দুষ্কৃতং কৃতম্॥ অন্তর্যাম্যৈক্যবাচীনি বচনানীহ যানি তু। তানি দৃষ্ট্বা ভ্রমন্তীহ দুরাত্মানোঽল্পচেতসঃ॥ অস্যাস্মি ত্বমহং স্বাত্মেত্যভিদা গোচরো যতঃ সর্ব্বান্তরত্বাৎ পুরুষস্ত্বন্তর্যামী ভিদাময়ন্॥ অতো ভ্রমন্তি বচনৈরসুরা মোহতৎপরৈঃ। তন্মোহনে পরা প্রীতির্দেবানাং পরমস্য চ। অতো মহান্ধতমসি নরকে যান্ত্যভেদতঃ॥' ইত্যাদি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭৯। অতএব সমুদ্রে যেরূপ তরঙ্গসকল বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্রস্বরূপ শ্রীভগবানে সগুণত্ব নির্গুণত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ-অবিরুদ্ধ ধর্মসকল প্রবেশ করিয়া থাকে। এস্থলে 'আদি' শব্দে নিঃসঙ্গত্ব—সঙ্গিত্ব, নির্বিকারত্ব—সবিকারত্ব, নিরীহত্ব—ঈহাবত্ব, একত্ব—অনেকত্ব, নির্বিশেষত্ব—সবিশেষত্ব ইত্যাদি বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ধর্মসকল। ব্রহ্মত্ব হেতু নির্গুণত্বাদি এবং পরমাত্মা পরমেশ্বরত্ব হেতু সঙ্গিত্ব ও সগুণত্বাদি ধর্মসকল তাঁহাতেই সুসঙ্গত হইয়া থাকে। আর কোথাও কোথাও যে 'অনাম' ও 'অরূপের' কথা যায়, তাহা 'বাসুদেব-অধ্যাত্ম্য' প্রমাণের দ্বারা পরিহৃত হইয়াছে। যথা, ভগবৎ

গুণসকল মায়িক ইন্দ্রিয়াদিতে স্ফূর্তির অভাববশতঃ তাঁহাকে 'অনাম' বলা হয় এবং মায়িক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর অপ্রাকৃত রূপ বলিয়া তাঁহাকে 'অরূপ' বলা হয়। পরন্তু ভগবানের অপ্রাকৃত গুণসকল অন্য কুত্রাপি প্রসিদ্ধ নাই; সুতরাং গুণানুসারে তাঁহার নাম দেওয়া অসম্ভব বলিয়া তিনি 'অনাম' এবং তাঁহার রূপও তদ্রূপ অপ্রাকৃত-হেতু 'অরূপ' বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। মায়া সেই পরমেশ্বরের বহিরঙ্গা শক্তি এবং সেই শক্তির কার্য জগৎপ্রপঞ্চ। অতএব পরমেশ্বরে শক্তি বলিয়া পরমেশ্বরই মূল কারণ বা মায়ী। আর ভগবান্ ভিন্ন যখন কিছুই নাই, তখন তাঁহাতে বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ সকল ধর্মেরই সমাবেশ হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ তাঁহার পরমৈশ্বর্য নিত্য সত্য, প্রপঞ্চের ন্যায় মায়িক বা মিথ্যা নহে। অতএব শ্রীভগবদাখ্য এক অদ্বয়তত্ত্ববস্তুই ব্রহ্ম বলিয়া গুণাতীতত্বাদিরূপে নির্গুণ এবং প্রপঞ্চের ন্যায় নানাবিধ বিশেষ বৈচিত্রী আছে বলিয়া সগুণ। অতএব শ্রীভগবানে অচিন্ত্য অনন্ত অদ্ভুত বিচিত্র শক্তির সমাবেশ-হেতু অনন্তপ্রকার বিরুদ্ধ ধর্মেরও সমাবেশ হইয়া থাকে। এই জন্যই শ্রীভগবানকে মহিমার্ণব বলা হইয়াছে। মোক্ষধর্মে উক্ত আছে,—"ঈশ্বরের সংকল্প হইতে উৎপন্ন যে পঞ্চভূত এবং যে পঞ্চভূতে আবিষ্ট-হেতু দেহী জীব দেহধর্মে আবদ্ধ হইয়াছে; সেই ঈশ্বর মহাদ্ভুত, প্রভু, নারায়ণ, বিরাট; অতএব তিনিই সকল ভূতের অন্তরাত্মা এবং তিনিই সগুণ ও নির্গুণ।" কূর্মপুরাণে লিখিত আছে, "যিনি সর্বতোভাবে অস্থূল হইয়াও স্থূল, অনণু হইয়াও অণু, অবর্ণ হইয়াও শ্যামবর্ণ ও রক্তান্তলোচন।" এই সকল গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও অচিন্ত্য ঐশ্বর্য যোগে শ্রীভগবানে নিত্যই অবস্থিত। "তথাপি পরমেশ্বরে অনিত্যত্ব প্রভৃতি কোনরূপ দোষের আহরণ হইতে পারে না, অথচ ঐ সকল গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাহাতে সমাহার বা সংগৃহীত হইবে।" যথা, বিষ্ণুধর্মোত্তরে—"ঐশ্বর্য হেতু পুরুষোত্তমে গুণ সকলেই যোজনা হইয়া থাকে, কিন্তু দোষের কখনও যোগ হয় না। যেহেতু, তিনি পরমেশ্বর। অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিয়া তাঁহাতে হেয় প্রাকৃত গুণ ব্যতীত তাঁহার স্বরূপভূত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজ ইত্যাদি নিত্য বিদ্যমান আছে।" কোন কোন অপণ্ডিতগণ বলেন, "ভগবানে মায়াদ্বারা গুণ ও দোষ উভয়েরই যোগ হইয়া থোকে। কিন্তু পরমেশ্বরে কদাচ মায়া যোগ হইতে পারে না। কারণ, পরমেশ্বর সূর্যসম জ্যোতির্ময়, আর মায়া অন্ধকারস্থানীয়, সুতরাং আলোকের সহিত অন্ধকারের যোগ কিরূপে হইবে? বিশেষতঃ তিনি মায়াতীত ঈশ্বর বলিয়া পরমেশ্বর-পদবাচ্য।" এই সকল তত্ত্ব অগ্রে সম্যক্ বিবৃত হইবে। যাঁহারা বলেন, যোগীগণের উপাস্য ভগবান্ নির্গুণ ব্রহ্মরূপে পৃথক্, আর ভক্তগণের উপাস্য ভগবান সগুণ চতুর্ভুজাদিরূপে পৃথক্, তথাপি শুদ্ধসত্ত্বঘন বলিয়া নিত্য। অতএব তাঁহাদের মতেও সগুণরূপ পরমোৎকৃষ্টতর বলিয়া

প্রতিপন্ন হইতেছে এবং সেই ভগবানও একান্ত ভক্তিমানের লভ্য; কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠাপ্রাপ্ত যোগীগণের অদৃশ্য। এইরূপে সেই ভগবান্ ভক্তগণের সম্বন্ধে পরমানন্দ বিশেষ বিস্তারণাদি লীলা দ্বারা মহামহিমাযুক্ত হইয়া থাকেন। এবিষয়ে মোক্ষধর্মে শ্রীনারায়ণোপাখ্যানে বর্ণিত আছে,—"উপরিচর বসুগণের যজ্ঞে ভগবান্ সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং ঐ উপরিচর বসুগণ তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই যজ্ঞের পুরোহিতবর্গ ব্রহ্মনিষ্ঠ বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহার দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।" "সেই প্রকার ব্রহ্মার পুত্র মহা যোগীন্দ্র সকল শ্বেতদ্বীপে গমনপূর্বক প্রযত্ন সহকারে বহু চেষ্টা করিয়াও একবার, দুইবার, এমনকি তৃতীয় বারেও সেই ভগবানের দর্শন লাভে সমর্থ হয়েন নাই।" আরও বলিতেছেন, "কোন সময়ে সদা ব্রহ্মানুভবী আত্মারামগণের শিরোমণি শ্রীসনকাদি শ্রীবৈকুণ্ঠে ভগবদ্দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন, তথায় ভগবদ্দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিয়া বিবিধ সাত্ত্বিক বিকারে বিভূষিত হইয়াছিলেন।" তাহার প্রমাণ যথা, (শ্রীভাঃ) সেই মুনিগণ শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে প্রণাম করিলে পঙ্কজনয়ন শ্রীভগবানের চরণকমলের পরাগমিশ্রিত তুলসীর মকরন্দ বায়ু তাঁহাদিগের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। যদিও তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া সদাই ব্রহ্মানন্দানুভবে নিমগ্ন ছিলেন, তথাপি সেই তুলসীগন্ধে তাঁহাদের চিত্তে বিশেষ আনন্দের উদ্রেক হেতু রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারের আবির্ভাব হইল।" অতএব ব্রহ্মরূপ ও জীবরূপতত্ত্ব শ্রীভগবানেরই মহাবিভূতিরূপে প্রসিদ্ধ। এবিষয়ে মহৎগণ বলিয়াছেন, 'হে ভগবন্! পরাৎপর ব্রহ্ম তোমারই বিভূতি।' (শ্রীগীতা) আবার বিভূতিযোগ কথনে—'হে অর্জুন! আমি সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা।' এস্থলে ব্রহ্ম আত্মার অভেদত্বের কথাই বলা হইয়াছে! বস্তুতঃ শ্রীগোবিন্দ ও ব্রহ্ম একতত্ত্ব হইলেও শক্তিবিশেষের অভিব্যক্তির তারতম্যবশতঃ শ্রীগোবিন্দ ধর্মী এবং ব্রহ্ম ধর্ম। যথা, শ্রীব্রহ্মসংহিতায়—"কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল বিভূতি আছে, তাহা হইতেও ভিন্ন যে নিষ্কল অনন্ত, এবং নিরুপাধি অশেষস্বরূপ ব্রহ্ম এবং সেই প্রভাবশালী ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।" ফলিতার্থ এই যে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে বসুধাদি বিভূতিদ্বারা যিনি ভিন্ন-ভেদপ্রাপ্ত এবং যিনি নিষ্কল ও অনন্তস্বরূপ, সেই ব্রহ্ম সদা প্রভাবযুক্ত যে গোবিন্দের প্রভায়, আমি সেই গোবিন্দের ভজনা করি। অতএব ভগবান্ ও ব্রহ্মের এইরূপে ভেদ জানিবে। তথা একাদশস্কন্ধেও বলিয়াছেন,—পরমাত্মার নিন্দা প্রযুক্ত ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করে। জীবাত্মা পরাধীন, বদ্ধ, অল্পজ্ঞানসুখবিশিষ্ট, অল্পশক্তি, দোষযুক্ত; আর পরমাত্মা এতাদৃশ নয়। সুতরাং যাহারা উভয়ের ঐক্যত্ব বলে তাহারা কি দুষ্কৃতই না করিয়া থাকে! ঐক্যবাচী অন্তর্যামী ইত্যাদি শব্দ দেখিয়া দুরাত্মা অল্পচিত্ত ব্যক্তিগণই এই সংসারে ভ্রমণ করে। মোহপর বাক্যের দ্বারা অসুরগণই মোহ প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমণ

করে এবং তাহাদিগের মোহনে দেবতাদিগেরও ভগবানের পরমা প্রীতি হইয়া থাকে। অতএব জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে অভেদবুদ্ধি করার ফলে মহা অন্ধতম নরকে যায়।

সারশিক্ষা

১৭৯। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভগবানের মহা বিভূতি অর্থাৎ চিন্মাত্র সত্তা ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত এবং উহা শক্তিবর্গ লক্ষণ তৎধর্মাতিরিক্ত কেবল জ্ঞান মাত্র বলিয়া যোগীগণ ভগবানের অনভিব্যক্ত তত্ত্ববিশেষরূপে অর্থাৎ জ্ঞানরূপ বিদ্যমানতাই অনুভব করিয়া থাকেন। ভক্তগণ শ্রীভগবানের নিত্য বিরাজমান স্বরূপানুবন্ধি রূপ, গুণ ও লীলাদির মাধুর্য অনুভব করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানীগণের তাহা উপলব্ধির বিষয় হয় না।

চিৎবস্তু মাত্রেই নিত্য ও নির্বিকার। যে বস্তুর স্বরূপগত পরিণাম বা অবস্থান্তর ঘটে, তাহাই বিকারী বস্তু। অনিত্যতা ও বিকৃতি জড়ের ধর্ম। চিৎবস্তু ও জড়বস্তু পরস্পরে বিরুদ্ধ স্বভাব। অতএব যে বস্তু অনিত্য ও বিকারশীল, তাহাই জড়বস্তু; আর যে বস্তু নিত্য নির্বিকার, তাহাই চিদ্‌বস্তু।

১৮০। অতঃ সান্দ্রসুখং তস্য শ্রীমৎপাদাম্বুজদ্বয়ম্।
ভক্ত্যানুভবতাং সান্দ্রং সুখং সম্পদ্যতে ধ্রুবম্॥

মূলানুবাদ

১৮০। অতএব শ্রীমৎ ভগবদ্পাদপদ্মযুগলই ঘনসুখস্বরূপ। আর সেই সুখ ভক্তিতেই অনুভব হয় অর্থাৎ যিনি ভক্তি দ্বারা ভগবদ্ মাধুর্য অনুভব করেন, তিনি নিশ্চয়ই নিবিড় সুখ প্রাপ্ত হয়েন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৮০। ব্রহ্মানুভবিনাং সুখাদধিকাধিকং ভগবদ্ভক্তানাং সুখং সম্পদ্যত ইত্যাহুঃ—অত ইতি। সান্দ্রং যৎ সুখং তদ্রূপং সান্দ্রং সুখং যস্মাত্তদিতি বা। তস্য ভগবতঃ পদাম্বুজদ্বয়ং শ্রীমৎ পরমশোভাযুক্তম্, তমেব যুক্তিসিদ্ধত্বাৎ। তথাহি—'একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥' ইতি শ্রীপরাশরোক্ত্যা। তথা 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।' (শ্রীগী ১৪।২৭) ইতি শ্রীভগবদ্-গীতাদি-বচনেন চ। ঘনমণ্ডল-চন্দ্রতেজোঘনমণ্ডল-সূর্যস্থানীয়স্য ভগবচ্চরণারবিন্দ দ্বন্দ্বস্য সচ্চিদানন্দঘনস্য ভক্তিদ্বারানুভবেন সুখং ঘনং স্যাদেব। সর্বব্যাপি জ্যোৎস্নাতেজঃস্থানীয়স্য জীবস্বরূপভূতস্য জগন্ময়স্য সচ্চিদানন্দব্রহ্মণোঽনুভবেন সুখমপি তদনুরূপং স্বল্পমেব স্যাৎ, ন চ মায়িকং প্রপঞ্চজাতমিদং জ্যোৎস্নাস্থানীয়মিতি বাচ্যম্। যথা চন্দ্র-সূর্যয়োর্জ্যোৎস্না-তেজঃ-পরমাণবঃ প্রকাশকত্বাদি-তত্তদ্গুণযোগাত্তত্-দংশাস্তথা জগতঃ সচ্চিদানন্দত্বাদ্যভাবেন পরব্রহ্মণোঽংশত্বাসম্ভবাৎ শক্তিশব্দ-প্রয়োগাচ্চেতি দিক্। তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪০)—'যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' ইতি। অস্যার্থঃ—যস্য প্রভা কলা অংশঃ ব্রহ্ম, তদনিরূপ্যম্; তদেব বিশিনষ্টি—নিষ্কলমিতি পদত্রয়েণেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮০। ব্রহ্মানুভবির সুখ হইতেও ভগবদ্ভক্তের অধিকাধিক সুখ অনুভব হইয়া থাকে। কারণ, যে বস্তু সান্দ্র, তাহার অনুভবে সান্দ্র সুখই হইয়া থাকে। অতএব সেই মহৎ ভগবদ্পাদারবিন্দ-দ্বন্দ পরম শোভাযুক্ত সান্দ্র সুখঘন বলিয়া পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন। যথা, একদেশস্থিত অগ্নি যেরূপ স্বকীয় প্রভা দ্বারা বহুল দেশব্যাপী হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরব্রহ্ম সবিশেষ অর্থাৎ একদেশবর্তি হইয়াও নিজশক্তি দ্বারা যুগপৎ অখিল জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। "এই শ্রীপরাশর বাক্য এবং গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, নিরাকার ব্রহ্ম (চৈতন্যরাশি) অব্যয় অমৃত (নিত্যমুক্তি) এবং ঐকান্তিকসুখ

(ভক্তি)—এই সকলের আমিই প্রতিষ্ঠা—পরমাশ্রয়"। এই দুই প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, সেই শ্রীমৎ ভগবদ্পদারবিন্দদ্বয় ঘনসুখস্বরূপ বলিয়া, যিনি ভক্তিদ্বারা উহা অনুভব করেন, তিনি নিবিড় সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেহেতু, শ্রীমৎ ভগবদচরণারবিন্দযুগলই প্রভাবিস্তারকারী অগ্নিস্থানীয় এবং অমৃত অব্যয় ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ। অতএব অগ্নিস্থানীয় ভগবদ্চরণারবিন্দযুগল অনুভবে যে সুখ লাভ হইবে, সেই সুখ প্রভাস্থানীয় ব্রহ্মের অনুভবের দ্বারা হইতে পারে না। পুনরায় দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন, ঘনমণ্ডল চন্দ্র ও তেজোঘনমণ্ডল সূর্য স্থানীয় ভগবচ্চরণারবিন্দদ্বন্দ্ব যে ব্যক্তি সচ্চিদানন্দঘন ভক্তিযোগের দ্বারা অনুভব করেন, তিনি তদনুরূপ ঘনসুখই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর জ্যোৎস্না-তেজোস্থানীয় জীবস্বরূপভূত জ্ঞানের দ্বারা সর্বব্যাপি জ্যোৎস্না-তেজোস্থানীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনুভবের দ্বারা সুখও তদনুরূপ অল্পই হইবে। যেহেতু ধর্মীর অনুভবে যে সুখ লাভ হয়, একদেশবর্তি ধর্মের অনুভবে তাদৃশ সুখ লাভ হয় না, তবে এই জ্যোৎস্না-তেজ মায়িক প্রপঞ্চজাত বস্তু নহে। কারণ, মায়িক বস্তু অচৈতন্য বলিয়া অপ্রকাশ স্বভাব। যদিও চন্দ্রের জ্যোৎস্না, সূর্যের তেজোপরমাণু প্রকাশকত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট, তথাপি উহা স্বপ্রকাশ মূল চৈতন্য শক্তির আশ্রয় শ্রীভগবানের প্রভাস্থানীয় বলিয়া প্রকাশস্বভাববিশিষ্ট জানিবে। এইরূপে এক অখণ্ড শক্তিদ্বারা শ্রীভগবান প্রভারূপে পরিণত হইয়াও স্বয়ং সবিশেষরূপে—শক্তিমানরূপে নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন। সূর্য ও তৎপ্রভার দৃষ্টান্ত দ্বারা শাস্ত্র সেই শক্তি ও শক্তিমানের যুগপৎ এক অচিন্ত্য ভিন্নাভিন্নত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। যথা, যিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ-বসুধাদি-বিভূতি-ভেদে ভিন্ন হইয়াছেন, সেই নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম, যে প্রভুর অঙ্গকান্তি, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। এই প্রমাণে নিরাকার বা নির্বিশেষ সর্বব্যাপি ব্রহ্ম শ্রীভগবানের কলা (অংশ) রূপে অর্থাৎ প্রভারূপে নির্ধারিত হইয়াছেন।

সারশিক্ষা

১৮০। প্রভা যেরূপ সূর্যেরই শক্তি, সেইরূপ ব্রহ্মও পরব্রহ্মের কলা বা শক্তি। আবার শ্রীভগবান আনন্দের পূর্ণতম আশ্রয়বিগ্রহ বলিয়া ব্রহ্মানন্দ, জীবানন্দ ও বিশ্বানন্দের কারণ। অর্থাৎ নিখিল আনন্দের তিনিই পরমাশ্রয় স্বরূপ। অতএব শ্রীভগবান হইতেই সকল প্রকার আনন্দ ধারা উৎসারিত হইয়া থাকে। অতএব চিদানন্দকণ জীবের পক্ষে নিজ পরমাশ্রয় ও পরমকারণ শ্রীভগবানের পাদপদ্মযুগলের আশ্রয় ব্যতীত পরমানন্দ লাভের অন্য কোন উপায় নাই।

যদিও ব্রহ্মানুভবরূপ সুখ প্রাপ্তি হইলে জীবের দুঃখনিবৃত্তিরূপ গৌণ প্রয়োজন সাধিত হয়, তথাপি মুখ্য প্রয়োজন যে পর্যন্ত সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ না হয়, সেই পর্যন্ত নিজ স্বরূপভূত আনন্দের পরিবর্তে নিজ পরমাশ্রয় ও পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবদ্চরণারবিন্দ সেবন-তৎপর হইবার সৌভাগ্য লাভ হয় না।

১৮১। সুখরূপং সুখাধারঃ শর্করা-পিণ্ডবন্মতম্।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-দ্বন্দ্বং সুখং ব্রহ্ম তু কেবলম্॥
১৮২। জীবস্বরূপং যদ্বস্তু পরং ব্রহ্ম তদেব চেৎ।
তদেব সচ্চিদানন্দঘনং শ্রীভগবাংশ্চ তৎ॥

মূলানুবাদ

১৮১। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগল শর্করাপিণ্ডের ন্যায় সুখরূপ ও সুখের আধার, আর ব্রহ্ম কেবল সুখমাত্র, সুখের আধার নহেন।

১৮২। জীবস্বরূপ যে বস্তু, তাহাই যদি পরব্রহ্ম হয়, তবে শ্রীভগবানকেই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম বলিতে হয়।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৮১। তদেব বিবৃণোতি—সুখেতি। শ্রীকৃষ্ণস্য চরণদ্বন্দ্বং সুখরূপম্ সুখস্বরূপম্, সুখস্যাধার আশ্রয়শ্চ মতং তত্ত্ববিদ্ভিঃ, তৎঘনরূপত্বাৎ। তত্র যুক্তো দৃষ্টান্তঃ—যথা শর্করাপিণ্ডং শর্করারূপং শর্করায়া আধারশ্চ পিণ্ডরূপত্বাত্তথেতি। ব্রহ্ম তু কেবলং সুখমেব, ন তু তদাধারঃ, তথা সতি ভেদপ্রসক্তেঃ। ভগবতি সমুদ্রকোটিগম্ভীরে পরমাশ্চর্য্যমহিমবতি ভেদাভেদাদিরূপ-বিচিত্রবিরোধপ্রবাহাঃ প্রবিশন্তীত্যাদাবে-বোক্তমস্তি॥

১৮২। এবং সত্যপি যে কেচিন্মন্যন্তে—সুখঘনমেব ব্রহ্ম চন্দ্রস্থানীয়ং তদেব শ্রীভগবতঃ স্বরূপং 'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।' (শ্রীভা ১।২।১১) ইতি বচনাৎ; তচ্চৈতন্যেন ব্যাপিনা জ্যোৎস্নাস্থানীয়েন জগদ্ভাসত ইতি, তেষাং মতমপ্যনূদ্য তত্রাপি যুক্ত্যা মুক্তৌ সুখমল্পকমেব সিধ্যতীত্যাহুঃ— জীবেতি সপ্তভিঃ। তদবস্ত্বেব পরং ব্রহ্ম; অতস্তজ্জীবস্বরূপমেব সচ্চিদানন্দঘনমেব, তৎ জীবস্বরূপমেব শ্রীভগবানপীতি চেদ্যদি কৈশ্চিন্মন্তব্যমিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮১। অধুনা সেই সুখের স্বরূপ বিবৃত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল ব্রহ্মঘন হেতু সুখস্বরূপ হইয়াও সুখের আধার, ইহাই তত্ত্ববেত্তাগণ স্থির করিয়াছেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেরূপ শর্করাপিণ্ড, শর্করারূপ হইয়াও শর্করার আধার। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল (শর্করা পিণ্ডের ন্যায়) সুখস্বরূপ হইয়াও সুখের আধার, কিন্তু ব্রহ্ম কেবল সুখমাত্র—সুখের আধার নহেন; সুখের আধার হইলে

ভেদ উপস্থিত হইত। অতএব সমুদ্রকোটি গম্ভীর পরমাশ্চর্য মহিমাবিশিষ্ট শ্রীভগবানে ভেদাভেদাদিরূপ বিচিত্র বিরোধ-প্রবাহ প্রবেশ করতঃ যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা তোমায় পূর্বেই বলিয়াছি।

১৮২। এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থিরতর থাকিলেও যাঁহারা ব্রহ্মকে সুখঘন চন্দ্রস্থানীয় এবং শ্রীভগবানকেও তৎস্বরূপ বলিয়া থাকেন। যথা, (শ্রীভা) "সেই অদ্বয়জ্ঞানই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে অভিহিত হয়েন।" ইত্যাদি প্রমাণানুসারে সেই ব্রহ্মেরই ব্যাপক চৈতন্যস্থানীয় জ্যোৎস্নায় জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। অতএব তাঁহাদের মতেও যুক্তিদ্বারা মুক্তিতে অল্পসুখই সিদ্ধ হইতেছে। তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপর আরও বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে বস্তু জীবস্বরূপ, তাহাই যদি ব্রহ্ম হয়, তবে শ্রীভগবানই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

সারশিক্ষা

১৮১। অংশিত্ব ও অংশত্বের পার্থক্যবশতঃ স্বভাবের ভিন্নতা সংঘটিত হইয়া থাকে। যেমন, সূর্য ও কিরণ, সূর্য হইতে তাহার কিরণ অভিন্ন না হইয়াও আশ্রয় ও আশ্রিত ভেদে ভিন্ন, তদ্রূপ শক্তিমান শ্রীভগবান হইতে তদীয় শক্তিরূপ কার্য প্রভাস্থানীয় ব্রহ্ম আশ্রিত তত্ত্বরূপে নিত্য পৃথক্; কিন্তু সূর্যবিরহিত কিরণ বা কিরণবিরহিত সূর্যের অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব, সেইরূপ ভগবানকে বাদ দিয়া তচ্ছক্তিরূপ ব্রহ্মের কল্পনা অথবা শক্তিরূপ ব্রহ্মকে বাদ দিয়া শক্তিমান ভগবানের কল্পনা করাও সেইরূপ অসম্ভব। অতএব শক্তি ও শক্তিমান যেরূপ যুগপৎ ভেদাভেদ সম্বন্ধ, তদ্রূপ ভগবান্ ও ব্রহ্ম পরস্পর একই সময়ে ভিন্ন ও অভিন্নরূপে অবস্থান করেন। ইহা অচিন্ত্যনীয় ভিন্নাভিন্নতত্ত্ব। এই অচিন্ত্য বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই তিনি 'ভগবান্' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।

সুখস্বরূপ শ্রীভগবান যেরূপ নিজ বৃত্তিবিশেষ দ্বারা নিজেই আনন্দী ও আনন্দনীয়; তদ্রূপ চিন্মাত্রসত্তা ব্রহ্মও নিজ বৃত্তিবিশেষ দ্বারা নিজেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়; কিন্তু আনন্দিনী শক্তির অনভিব্যক্ততত্ত্ববিশেষ বলিয়া অর্থাৎ কেবল চিন্মাত্র সত্তা বলিয়া তিনি জ্ঞানরূপেই উপলব্ধির বিষয় হন। এজন্য ব্রহ্ম সুখের আধার নহেন, কেবল সুখরূপ। যেহেতু, চিন্ময়বস্তুমাত্রেই সুখময়।

**১৮৩। তথাপি জীবতত্ত্বানি তস্যাংশা এব সম্মতাঃ।
ঘনতেজঃসমূহস্য তেজো-জালং যথা রবেঃ॥**

মূলানুবাদ

১৮৩। তথাপি জীবতত্ত্বসকল ব্রহ্মেরই অংশ, ইহাই পরাশরাদির মত। ঘনতেজসমূহ যেমন তেজঃপুঞ্জ সূর্যেরই অংশ, তেমনি জীবসকলও ব্রহ্মেরই অংশ।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৮৩। তথাপ্যেবং সত্যপি জীবানাং তত্ত্বানি স্বরূপাণি তস্য ব্রহ্মণোহংশা এব সতাং পরাশরাদীনাং মতাঃ, ঘনশব্দেন নিজপ্রতিযোগিঘনেতরাপেক্ষকানন্দমাত্রস্যাপি বস্তুনঃ সূচিতত্বাৎ। তদ্বস্ত্বেবাত্মতত্ত্বং বেদিতব্যম্; তস্য চ বহুত্বং জীবানাং নানাত্বাপেক্ষয়া। তদেব দৃষ্টান্তেনোপপাদয়ন্তি—ঘনানাং সান্দ্রানাং তেজসাং সমূহো মণ্ডলং, তদ্রূপস্য রবের্যথা তেজোজালমংশা এব নান্যৎ তথেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৩। তথাপি তাঁহাদের মতেও জীবতত্ত্বসকল ব্রহ্মেরই অংশ—(ইহা শ্রীপরাশরাদির মত) ঘন শব্দ নিজ প্রতিযোগি অঘন (তরল) বস্তু আনন্দমাত্রের অপেক্ষা সূচনা করিতেছে এবং সেই অপেক্ষিত বস্তুই জীবতত্ত্ববিশেষ বলিয়া জানিবে। জীবের নানাত্ব অপেক্ষা করিয়া সেই তরলানন্দের বহুত্ব স্থাপন হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত—যেমন ঘনীভূত তেজমণ্ডলস্বরূপ সূর্য এবং তেজসকল তাহারই অংশ, সেইরূপ জীবতত্ত্ব সকলও সেই ব্রহ্মেরই অংশ ভিন্ন আর কিছু নহে।

সারশিক্ষা

১৮৩। 'ঘন' বস্তু অপেক্ষা অঘন বস্তু অল্প, সুতরাং অল্প ও অতিশয়, এই উভয়ের মধ্যে আনন্দগত তারতম্য আছেই, এই তারতম্যতাই ভেদরূপ জীবতত্ত্ব।

১৮৪। নিত্যসিদ্ধাস্ততো জীবা ভিন্না এবং যথা রবেঃ।
অংশবো বিস্ফুলিঙ্গাশ্চ বহ্নের্ভঙ্গাশ্চ বারিধেঃ॥

১৮৫। অনাদিসিদ্ধয়া শক্ত্যা চিদ্বিলাসস্বরূপয়া।
মহাযোগাখ্যয়া তস্য সদা তে ভেদিতাস্ততঃ॥

মূলানুবাদ

১৮৪। পরন্তু জীবতত্ত্ব নিত্যসিদ্ধ বলিয়া ভিন্নরূপেই প্রতীত হয়। সূর্য হইতে কিরণ যেমন পৃথক্, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ হইলেও যেমন পৃথক্, সমুদ্র হইতে সমুদ্রের তরঙ্গসকল যেমন পৃথক্, সেইরূপ পরব্রহ্ম হইতে নিত্যসিদ্ধ জীবসকলও পৃথক্।

১৮৫। অনাদিসিদ্ধ, চিদ্‌বিলাসস্বরূপ, মহাযোগাখ্যা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ভগবৎশক্তি দ্বারাই জীবতত্ত্ব পরব্রহ্মরূপ ভগবান্ হইতে সদা ভেদিত হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৮৪। ননু মায়য়ৈব জীবতত্ত্বান্যংশবদ্ভিন্নান্যনেকানি চ প্রতীয়ন্তে। মুক্তৌ চ মায়াপগমাদভেদঃ স্যাদেব, নেত্যাহ—নিত্যেতি দ্বাভ্যাম্। তত্ত্ববাদিমতানুসারেণ ততঃ পরব্রহ্মণঃ সকাশাজ্জীবা জীবতত্ত্বানি নিত্যসিদ্ধা নিত্যমংশতয়া সিদ্ধা, ন তু মায়য়া ভ্রমণোৎপাদিতাঃ; অতএব ভিন্নাস্ততো ভেদং প্রাপ্তাঃ। অত্র দৃষ্টান্তাঃ—যথা রবেরংশবঃ তেজঃপরমাণবস্তৎসমবেতা অপি ভিন্নত্বেন নিত্যং সিদ্ধাঃ, এবমেব; যথা চ বহ্নের্বিস্ফুলিঙ্গা, যথা চ বারিধের্ভঙ্গাস্তরঙ্গাঃ॥

১৮৫। ননু মায়াং বিনা সদা ভেদঃ কুতঃ সম্ভবতি? তত্রাহুঃ—অনাদীতি। অস্য শ্রীভগবতঃ শক্ত্যা তে জীবাস্তত্তত্ত্বানি, ততঃ পরব্রহ্মস্বরূপাদ্ভগবত এব সদা ভেদিতা অংশত্বেন পৃথক্কৃতাঃ সন্তি! কীদৃশ্যা? অনাদিসিদ্ধয়া অনাদিত্বেন প্রসিদ্ধয়েত্যর্থঃ। অতো জীবতত্ত্বানামপ্যনাদিসিদ্ধত্বম্। পুনঃ কীদৃশ্যা? চিৎ চৈতন্যং তস্যা বিলাসো বৈভবং শোভাতিশয়ো বা, স এব স্বরূপং তত্ত্বং যস্যা ইতি তেষামপি চৈতন্যবিভূতিরূপত্বেনামায়িকত্বম্! পুনশ্চ কীদৃশ্যা? অঘটনঘটনাচাতুর্যবিশেষেণ মহাযোগ ইত্যাখ্যা নাম যস্যাস্তয়া। তথা চ ভগবদ্‌গীতাসু (শ্রীগী ৭।২৫)—'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।' ইত্যাদি! অনেনাংশাংশিত্বাসম্ভবেঽপি তথা সম্পাদনসামর্থ্যমিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৪। যদি বল, মায়া-প্রভাবেই জীবসকল অংশবৎ ভিন্ন ও অনেক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু মুক্তি প্রাপ্ত হইলে মায়া-অপগমে অভেদ অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মরূপই অবশিষ্ট থাকিবে। এই মতের খণ্ডন জন্য 'নিত্যসিদ্ধা' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, অনাদি সিদ্ধ চিদ্‌বিলাসরূপ ভগবানেরই শক্তিদ্বারাই পরব্রহ্ম হইতে জীবসকল স্বভাবতই ভেদিত হইয়া থাকে। তত্ত্ববাদি সম্প্রদায়ের মতানুসারে পরব্রহ্ম হইতে জীবসকল ভিন্নরূপে নিত্যসিদ্ধতত্ত্ব বলিয়া নিত্যই অংশরূপে বিদ্যমান আছে, মায়া কর্তৃক ভ্রমোৎপত্তির জন্য বেদ কল্পিত হয় নাই। অতএব জীবতত্ত্ব পরমেশ্বর হইতে সর্বদা ও সর্বথা ভিন্ন। তাহার দৃষ্টান্ত—যেমন সূর্য ও সূর্যের তেজোপরমাণু, অগ্নি ও অগ্নির স্ফুলিঙ্গ, সমুদ্র ও সমুদ্রের তরঙ্গসকলের নিত্য ভেদ।

১৮৫। যদি বল, মায়া ব্যতীত নিত্যভেদ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিদ্বারাই জীবতত্ত্বসকল পরব্রহ্মস্বরূপ হইতে নিত্য ভেদিত অর্থাৎ অংশত্ব হেতু পৃথক্‌কৃত হইয়া থাকে। তাহা কীদৃশ? অনাদিসিদ্ধ বলিয়াই জীবতত্ত্বসকলও অনাদিসিদ্ধ। পুনরায় যদি বল, তাহার স্বরূপ কি প্রকার? চিদ্‌বিলাসরূপ অর্থাৎ চৈতন্যের বৈভবস্বরূপ এবং চৈতন্যের বিভূতিরূপত্ব বলিয়াই অমায়িক। পুনরায় যদি বল, তাহা কিরূপে সম্পাদিত হয়? তাহা অঘটন-ঘটন-চাতুর্য বিশেষরূপা মহাযোগমায়া-নাম্নী ভগবানের শক্তি প্রভাবেই সেইপ্রকার নিত্যভেদরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে। যথা, শ্রীগীতায় ভগবদ্বাক্য—'যোগমায়া সমাবৃত আমি সাধারণ প্রাকৃত দৃষ্টির গোচর হই না, কেবলমাত্র প্রেমময়ী দৃষ্টির বিষয় হইয়া থাকি।' অতএব অংশ ও অংশীত্বে ভেদ অসম্ভব হইলেও যোগমায়া-কর্তৃকই অংশ ও অংশীরূপে নিত্য ভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে।

সারশিক্ষা

১৮৪। শ্রুতিও জীবকে স্ফুলিঙ্গের মতই অণু ও বহু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, —'যথা সুদীপ্তাৎ প্রভবন্তে পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।' অর্থাৎ যেমন সুদীপ্ত অগ্নিরাশি হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হয়। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—এই জীবের স্বরূপ কেশাগ্র হইতেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অর্থাৎ শতধা বিভক্ত কেশাগ্রের শতভাগের একভাগকে পুনরায় শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একভাগ কল্পনা করিলে, তাহা যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়, জীবচৈতন্যও সেইরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু। যথা—'কেশাগ্র-শতভাগস্য শতাংশ সদৃশাত্মকঃ। জীবঃ সূক্ষ্ম স্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥'

অতএব জীব শক্তি, ভগবান শক্তিমান। শক্তিমানের শক্তি এবং শক্তির শক্তিমান, পরস্পর নিত্য অবিচ্ছিন্ন মধুর সম্বন্ধযুক্ত। যেমন, পিতার পুত্র এবং পুত্রের পিতা, অথবা স্বামীর স্ত্রী এবং স্ত্রীর স্বামী—দুই কথাই যথার্থ। এইরূপে শক্তি ও শক্তিমানে তদীয়-মদীয়-ভাবাত্মক সম্বন্ধে নিত্য আবদ্ধ। উভয়ে তত্ত্বে অভেদ হইয়াও প্রেমাস্বাদন লীলায় পরস্পরে ভেদ। কিরূপে পরস্পরে অভেদ ও ভেদ এবং ভেদ হইয়াও অভেদ, এই সমুদয় অচিন্ত্য অর্থাৎ মনুষ্যচিন্তার অতীত।

অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু ভেদ প্রতিপন্ন করা যেরূপ দুরূহ, অভেদ প্রতিপন্ন করাও সেইরূপ দুরূহ। যেহেতু, ভেদাভেদ-সাধনে মানব চিন্তার উপযোগিতা নাই। এজন্য পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিময়ত্ব হেতু ভেদাভেদ উভয়ই অচিন্ত্য বলিয়া স্বীকারই সমীচীন সিদ্ধান্ত।

১৮৫। ভক্তির আলোক ব্যতীত চিদ্‌বিলাসবিগ্রহ শ্রীভগবানের দর্শনলাভ হয় না। নির্বিশেষ ব্রহ্মদর্শীর বা কর্ম্মমার্গস্থিত মীমাংসকের চক্ষে ভগবদ্দর্শন হয় না। তাঁহাদিগের দৃষ্টির উপঘাতক যোগমায়া শক্তির তেজ সংযত না হইলে তাঁহারা কেবল সেই তেজোময় বিভূতিই দর্শন করেন। তাই কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈদিক ঋষি শরণাগত হইয়া শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন—

হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্য পীহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ (বৃঃ উঃ)

জ্যোতির্ময় আবরণ দ্বারা সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের শ্রীবিগ্রহ আবৃত রহিয়াছে। হে জগৎপোষক পরমাত্মন্! তুমি সত্যধর্মগ্রাহী মাদৃশ ভক্তজনের সাক্ষাৎকার নিমিত্ত তোমার ঐ আবরণ উন্মোচন কর—ইহাই যোগমায়া কৃত আবরণ।

১৮৬। অতস্তস্মাদভিন্নাস্তে ভিন্না অপি সতাং মতাঃ।
মুক্তৌ সত্যামপি প্রায়ো ভেদস্তিষ্ঠেদতো হি সঃ॥

মূলানুবাদ

১৮৬। অতএব পরব্রহ্মের ন্যায় জীবেরও সচ্চিদানন্দত্বাদি ধর্ম আছে, এজন্য তাহারা পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং অংশত্ব হেতু ভিন্ন, সাধুগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন। আর মুক্তির পরেও সেই ভেদ বিদ্যমান থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৮৬। অতোঽস্মাত্তচ্ছক্তিবিশেষকৃতভেদাৎ; তস্মাৎ পরব্রহ্মণোঽভিন্নাঃ সচ্চিদানন্দত্বাদিব্রহ্মসাধর্ম্যবত্ত্বাৎ। অংশত্বাদিনা ভিন্না অপি; অত্রাপি পূর্বোক্তং রবেরংশব ইত্যাদি দৃষ্টান্তত্রয়ং দ্রষ্টব্যম্। যথা রব্যাদেঃ সকাশাদংশাদয়ঃ প্রকাশকত্বাদি-তত্তদ্ গুণযোগাদভিন্নাঃ, অংশত্বেন নানাত্বাদ্যব্যাপ্ত্যা ভিন্নাশ্চ তথেতি! অতঃ স নিত্যসিদ্ধো ভেদস্তিষ্ঠেদেব। এবং সত্যেব 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি' ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য-ভগবৎপাদানাং বচনম্। তথা 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥' (শ্রীভা ৬।১৪।৫) ইত্যাদীনি মহাপুরাণাদিবচনানি চ সঙ্গচ্ছন্তে। অন্যথা মুক্ত্যা ব্রহ্মণি লয়েনৈক্যে সতি কো নাম লীলয়া বিগ্রহং করোতু? কো বা ভক্ত্যা নারায়ণপরায়ণো ভবতু? কথমপি পৃথক্‌সত্তাবশেষাভাবাৎ। ন চ বক্তব্যম্—তদ্বচনানি জীবন্মুক্তবিষয়ানীতি। যতো জীবন্মুক্তানাং স্বত এব দেহস্য বিদ্যমানত্বাৎ বিগ্রহং কৃত্বেত্যুক্তির্ন সঙ্গচ্ছতে। তথা 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্' ইতি পদদ্বয়নির্দেশোঽপি। অত্র চ পাদ্মকার্তিকমাহাত্ম্যোক্তৌ ভগবতি লয়ং প্রাপ্তস্যাপি নৃদেহস্য 'মহামুনেঃ পুনর্নারায়ণরূপেণ প্রাদুর্ভাবঃ। তথা বৃহন্নারসিংহপুরাণে নরসিংহ-চতুর্দশী-ব্রত-প্রসঙ্গে কথিতঃ। ভগবতি লীনস্যাপি বেশ্যাসহিতস্য বিপ্রস্য পুনঃ সভার্য-প্রহ্লাদরূপেণাবির্ভাব ইত্যাদ্যনেকোপাখ্যানমন্যচ্চ পরং প্রমাণমনুসন্ধেয়মিত্যেষা দিক্। প্রায় ইতি কদাচিৎ কস্যাপি ভগবদিচ্ছয়া সাযুজ্যাখ্য-নির্বাণাভিপ্রায়েণ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৬। পরব্রহ্মের শক্তিবিশেষ-কৃত অভেদ হেতু পরব্রহ্মের ন্যায় জীবেরও সচ্চিদানন্দত্বাদি ধর্ম আছে, সুতরাং তাঁহারা পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং অংশত্ব হেতু ভিন্ন। অতএব পূর্বোক্ত রবি ও রবির কিরণসমূহ, অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গ, সমুদ্র ও

তাহার তরঙ্গ—দৃষ্টান্তত্রয় দ্রষ্টব্য। তাৎপর্য এই যে, স্বভাবতঃ সূর্যরশ্মির সহিত সূর্যের যে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত জীবেরও সেই সম্বন্ধ। সূর্যরশ্মি সূর্য হইতে নিঃসৃত হইলেও সূর্য যেমন রশ্মিস্বরূপ নহেন; পরন্তু উহা হইতে পরমস্বরূপ। তদ্রূপ শ্রীভগবানও জীবের পরমস্বরূপ। শ্রীভগবানের যোগমায়াখ্যা দুর্ঘট-ঘটন-পটীয়সী স্বাভাবিকী অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে রশ্মিস্থানীয় জীবসকল ভগবান হইতে অভেদ হইয়াও তাঁহার অংশরূপে ভেদভাবে বর্তমান রহিয়াছে। অথবা শ্রীভগবান ও জীবে চৈতন্যত্বে কোন ভেদ না থাকিলেও যেমন অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গে উষ্ণতার প্রতীতি হয়, তদ্রূপ জীব ও ভগবানে ভেদ ও অভেদদ্বারা অংশের প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব ভেদ নিত্য, এজন্য জীবের মুক্তি হইলেও সেই ভেদ প্রায় বিদ্যমান থাকে। যথা, 'মুক্তগণ লীলাবশতঃ শরীরধারণ করিয়া শ্রীভগবানের ভজন করেন।'—ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্যপাদের বচনানুসারে জানা যায় যে, জীবন্মুক্তদশার পর বিদেহমুক্তি লাভ করিয়াও কোন কোন জীব স্বেচ্ছায় ভগবৎ সেবোপযোগী শরীর গ্রহণ করিয়া ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন। তথা, শ্রীশুকদেবের প্রতি শ্রীপরীক্ষিতের বাক্য—'কোটি সিদ্ধমুক্তগণের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তচিত্ত ভক্ত অতি দুর্লভ।' ইত্যাদি। মহাপুরাণের বচনেও শ্রীভগবান ও তদীয় সেবক জীবের পরস্পর ভেদ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অন্যথা মুক্তিকালে ব্রহ্মে লয় হইলে কেই বা শরীর ধারণ করিবে? আর কেই বা ভক্তিবলে নারায়ণপরায়ণ হইবে? যদি ব্রহ্মে জীব সত্তা চিরতরে লয় হইত, তবে আর পৃথক্ সত্তার পরিচয় কিরূপে পাওয়া যাইত? যদি বল, উক্ত প্রমাণদ্বয় জীবন্মুক্তগণের প্রতি প্রযোজ্য। ইহা বলিতে পার না। যেহেতু, মুমুক্ষুগণ জীবন্মুক্ত হইলেও তাঁহাদের দেহ বিদ্যমান থাকে, তবে কিজন্য 'বিগ্রহং কৃত্বা'? অর্থাৎ শরীর ধারণ করিয়া ভজন করিবেন? আর শ্রীমদ্ভাগবতে "মুক্তানামপি সিদ্ধানাং"—নির্দেশ হেতু জীবন্মুক্তি অধিকার করিয়া পদদ্বয় পঠিত হইয়াছে, একথা বলিতে পার না। পাদ্মে কার্তিকমাহাত্ম্যে পঠিত হইয়া থাকে যে, ভগবানে লীন হইলেও নৃদেহ মুনি পুনর্বার নারায়ণ-নামক মুনিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তথা বৃহন্নারসিংহপুরাণে উক্ত আছে—বেশ্যা সহিত কোন বিপ্র ভগবানে লীন হইলেও পুনর্বার (ভার্যার সহিত) প্রহ্লাদরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই প্রকার মুক্তের পুনর্বার দেহধারণ বিষয়ে বহু বহু উপাখ্যান আছে। মূলে 'প্রায়'-শব্দ দ্বারা কদাচিৎ কেহ ভগবদিচ্ছায় সাযুজ্যাখ্য মুক্তির পরেও পুনর্বার দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব নির্বাণকেই অধিকার করিয়া এই প্রায় শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

**১৮৭। সচ্চিদানন্দরূপানাং জীবানাং কৃষ্ণ-মায়য়া।
অনাদ্যবিদ্যয়া তত্ত্ববিস্মৃত্যা সংসৃতির্ভ্রমঃ॥**

মূলানুবাদ

১৮৭। সচ্চিদানন্দরূপ জীবসকল পরব্রহ্মের অংশত্ব-নিবন্ধন অণুস্বরূপ বলিয়া নিজতত্ত্ব-বিস্মৃতির ফলে অনাদি অবিদ্যারূপা শ্রীকৃষ্ণমায়া-কর্তৃক সংসাররূপভ্রমে পতিত হইতে পারে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৮৭। ননু যদি মুক্তাবপি ভেদস্তিষ্ঠেদেব, তর্হি বহুজন্মকৃতপরম-প্রয়াসেন সাধ্যমানয়া মুক্ত্যা কিং কৃতম্? তত্রাহুঃ—সচ্চিদিতি দ্বাভ্যাম্। কৃষ্ণস্য ভগবতো মায়য়া যা অনাদিরবিদ্যা তয়া তত্ত্বস্য পরব্রহ্মাংশভূত-নিজস্বরূপস্য বিস্মৃতিরননুসন্ধানং, তয়া সংস্মৃতিঃ সংসারিত্বং তদ্রূপো ভ্রমঃ স্যাৎ। অবিদ্যয়া যৎ সংসারিত্বং, তদপি কেবলং ভ্রমাত্মকমেবেত্যর্থঃ। বিচারেণ তেষামপি সংসারিত্বাসম্ভবাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৭। যদি বল, মুক্তিতেও যদি ভেদ বিদ্যমান থাকে, তবে বহু জন্ম-কৃত প্রয়াসসাধ্য মুক্তিলাভের কি প্রয়োজন? তাহাতে বলিতেছেন,—জীবসকল সচ্চিদানন্দরূপ হইলেও অণুত্ব-প্রযুক্ত সংসারে আবদ্ধ হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনাদি অবিদ্যারূপা মায়া শক্তি-প্রভাবে জীব নিজতত্ত্বের (আমি পরব্রহ্মের অংশভূত সচ্চিদানন্দস্বরূপ) বিস্মৃতি-হেতু সংসাররূপ ভ্রমে পতিত হয়। অতএব অবিদ্যা-কর্তৃক যে সংসারিত্ব-অভিমান, তাহা কেবল ভ্রমাত্মক, কিন্তু তত্ত্ববিচারে তাহার সংসারিত্ব অসম্ভব।

১৮৮। মুক্তৌ স্বতত্ত্বজ্ঞানেন মায়াপগমতো হি সঃ।
নিবর্ততে ঘনানন্দব্রহ্মাংশানুভবো ভবেৎ॥

১৮৯। স্বসাধনানুরূপং হি ফলং সর্বত্র সিধ্যতি।
অতং স্বরূপ-জ্ঞানেন সাধ্যে মোক্ষেঽল্পকং ফলম্॥

মূলানুবাদ

১৮৮। মুক্তি হইলে নিজতত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তত্ত্ববিস্মৃতারূপা মায়া অপগত হয় অর্থাৎ সংসাররূপ ভ্রম দূরীভূত হয়। তখন ঘনানন্দরূপ ব্রহ্মাংশের অনুভব হইয়া থাকে।

১৮৯। সর্বত্রই স্বসাধনানুরূপ ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব স্বরূপজ্ঞান দ্বারা যে মোক্ষ লাভ হয়, তাহা অংশত্বহেতু অল্প সুখদায়ক হয়।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৮৮। স্বতত্ত্বস্য আত্মস্বরূপস্য জ্ঞানেন চ মুক্তৌ সত্যাং মায়ায়া অপগমাৎ নাশাৎ স ভ্রমো নিবর্ততে। ততশ্চ ঘনানন্দং যদ্ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম ভগবানিত্যর্থঃ; উক্তপক্ষে ব্রহ্ম-ভগবতোরৈক্যাভিপ্রায়াৎ। তস্যাংশ আত্মস্বরূপং, তস্যানুভবো ভবেদিতি মুক্তৌ সুখাংশমাত্রাবাপ্তিরিতি সিদ্ধম্। যদ্যপি ভক্তা অপীদৃশস্বরূপাস্তথাপি তেষাং ভগবদ্ভজনেন তচ্চরণাজানুভবাদ্ভক্তিসুখাবাপ্তিরিতি মুক্তেভ্যো বিশেষো জ্ঞেয়ঃ॥

১৮৯। এবমুক্তমপি মুক্তৌ স্বল্পসুখানুভবকারণং লৌকিকসাধনসাধ্যরীতিদৃষ্ট্যা দ্রঢ়য়ন্তি—স্বসাধনেতি ত্রিভিঃ। স্বস্য ফলস্য যৎ সাধনং তস্যানুরূপং সদৃশমেব সর্বত্র ইহলোকে পরত্র চ ফলং সাধ্যং সধ্যিতি; ন হি সৎপরশুনা সাধ্যং কর্তরিকয়া সিধ্যেৎ; অতঃ স্বরূপস্য ব্রহ্মাংশভূতাত্মতত্ত্বস্য জ্ঞানেন কৃত্বা সাধ্যে মোক্ষে সুখমল্পকমেব স্যাৎ, সাধনস্যৈবাংশবিষয়কত্বেন স্বল্পতাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৮। মুক্তি হইলে আত্মস্বরূপের উপলব্ধিবশতঃ নিজতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সেই তত্ত্ববিস্মৃতিরূপা মায়া অপগত হয় বলিয়া সেই ভ্রমও নিবর্তিত হয়। পরিশেষে ঘনআনন্দরূপ যে ব্রহ্ম, 'আমি সেই পরব্রহ্ম ভগবানেরই অংশ'—এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। উক্তপক্ষে ব্রহ্ম ও ভগবানের ঐক্য অভিপ্রায়ে এই উক্তি জানিতে হইবে। যেহেতু, তাঁহার অংশই আত্মস্বরূপ। আর সেই অনুভবে মুক্তি হইলে তাঁহার সুখাংশ মাত্রেরই অনুভব হয়। যদিও ভক্তসকলও ঈদৃশ স্বরূপসম্পন্ন, তথাপি তাঁহারা শ্রীভগবদ্ভজন দ্বারা তচ্চরণারবিন্দযুগলের অশেষ মাধুর্য অনুভব দ্বারা ভক্তিসুখই লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই মুক্ত হইতে ভক্তের বিশেষ জানিবে।

১৮৯। এইপ্রকার মুক্তিতে স্বল্পসুখ অনুভবের কারণ, লৌকিক-সাধন-সাধ্যরীতি—দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন। ইহলোকে বা পরলোকে সর্বত্রই নিজের সাধনারূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। যেরূপ উত্তম বৃহৎ কুঠার দ্বারা যাহা ছেদন করা যায়, সামান্য কর্তরিকা (জাঁতি) দ্বারা তাহা ছেদন করা যায় না। সেইরূপ ব্রহ্মের অংশস্বরূপ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-কৃত সাধ্য যে মোক্ষ, তাহা নিশ্চয়ই অল্প সুখদায়ক হইবে। কারণ, আংশিক বিষয়ের সাধনের দ্বারা আংশিক সুখই লাভ হয়, পূর্ণসুখ লাভ হয় না।

সারশিক্ষা

১৮৮। পরতত্ত্বের আবির্ভাব অনুসারেই উপাসনা এবং উপাসনা অনুসারেই পরতত্ত্বের আবির্ভাব উভয়ের পরিপোষক।

অনন্ত বিশেষণবিশিষ্ট পরতত্ত্বের আবির্ভাবই সবিশেষ শ্রীভগবান এবং উহাই ভক্তের উপাস্যতত্ত্ব। আর সর্বপ্রকার বিশেষণহীন পরতত্ত্বের আবির্ভাবই ব্রহ্ম। উহাই জ্ঞানীর উপাস্যতত্ত্ব। জ্ঞানী ব্রহ্মের বিশেষণ সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধ চিদংশমাত্রই উপাসনার মধ্যে গ্রহণ করতঃ মনন নিদিধ্যাসন ইত্যাদি করিয়া থাকেন, তাহাতেই অভেদ উপাসনা সিদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মের চিদানন্দমাত্রই অনুভব হয়। পরন্তু ভক্ত ভক্তি দ্বারা স্বরূপশক্তির অনন্ত বিচিত্র বিলাসাস্পদ পূর্ণতম শ্রীভগবানের মাধুর্য অনুভব করেন বলিয়া ভক্তের আস্বাদনীয় সুখও অপরিমেয় এবং অনন্ত বিলাস-বৈচিত্রীপূর্ণ। কাজেই ব্রহ্মানুভবির সুখ অপেক্ষা ভক্তের সুখ অনন্তগুণে অধিক। অর্থাৎ ভক্তি স্বয়ংই রসাবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া, ভক্তিরসে অনবচ্ছিন্ন অসীম আনন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবানের স্ফুরণ হইয়া থাকে—ব্রহ্মে মাত্র চৈতন্যের স্ফুরণ হয়।

১৯০। সংসার-যাতনোদ্বিগ্নৈ রসহীনৈর্মুমুক্ষুভিঃ।
বহুধা স্তূয়তে মোক্ষো যথা দ্যৌঃ স্বর্গকামিভিঃ॥

মূলানুবাদ

১৯০। সংসার যাতনায় অস্থিরচিত্ত রসহীন মুমুক্ষুগণ কদাচ ভক্তিরস আস্বাদন করিতে পারেন না, কেননা তাঁহারা সংসারজ্বালা নিবারণের জন্যই মোক্ষের শরণাপন্ন হন। যেমন স্বর্গকামীগণ ক্ষয়িষ্ণু স্বর্গকেই চরম সুখময় বলিয়া থাকেন, তদ্রূপ মুমুক্ষুগণও মোক্ষকে চরম পুরুষার্থ বলিয়া থাকেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৯০। কথং তর্হি মোক্ষে সুখস্য পরাকাষ্ঠেতি কৈশ্চিদুচ্যতে? তত্রাহুঃ—সংসারেতি সংসারযাতনয়া জন্মমরণাদিদুঃখেন উদ্বিগ্নৈর্ব্যাকুলান্তঃকরণৈঃ; অতএব রসেন চিত্তার্দ্রতা-কারণদ্রব্যবিশেষেণ প্রীতিবিশেষেণ বা হীনৈঃ রহিতৈঃ। সংসারতাপশোধিতহৃদয়তয়া রসগ্রহণসামর্থ্যাভাবাৎ, অতএব মুমুক্ষুভিঃ সংসার যাতনায়া মুক্তিমিচ্ছদ্ভিঃ মোক্ষো বহুধা পরমসুখান্ত্যকাষ্ঠাময়ত্বাদি-নানাপ্রকারেণ স্তূয়তে স্তুতিমাত্রং ক্রিয়তে, ন তু বস্তুতস্তাদৃশ ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—যথা পাতভয়স্পর্ধা-ক্ষয়িষ্ণুতাদি-বহুদুঃখসংভিন্না দ্যৌঃ স্বর্গস্তত্রত্যসুখমিত্যর্থঃ। স্বর্গকামিভিঃ 'যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।' ইত্যাদিনা বহুধা স্তূয়তে তথেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯০। তবে কেন কেহ কেহ মোক্ষকে সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া থাকেন? তাহার কারণ এই যে, যাঁহারা জন্ম-মরণাদি দুঃখময় সংসার যন্ত্রণায় ব্যাকুলান্তঃকরণ, অতএব, রসহীন বলিয়া কখনও আর্দ্রতাজনক কোন প্রীতিময় দ্রব্যবিশেষ উপভোগ করেন না; তাঁহাদের হৃদয়ও তদ্রূপ রসময় বস্তুর আস্বাদনে অসমর্থ। যেহেতু, তাঁহাদের হৃদয় সংসারের তাপে উত্তাপিত। অতএব সেই সংসার তাপ নিবারণ করিবার জন্য মুমুক্ষুগণই মোক্ষের শরণাপন্ন হইয়া থাকেন; আর তাঁহারাই মোক্ষকে সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া নানা প্রকার স্তুতিও করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ মোক্ষে তাদৃশ সুখ নাই। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, স্বর্গকামীগণ যেমন পতনভয়, স্পর্দ্ধা ও ক্ষয়িষ্ণুতাদি বহুবিধ দুঃখযুক্ত স্বর্গাদিকেই পরমসুখ বলিয়া বর্ণনা করেন। সেইরূপ মুমুক্ষুগণও মোক্ষকে সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া থাকেন।

১৯১। সুখস্য তু পরাকাষ্ঠা ভক্তাবেব স্বতো ভবেৎ।
তন্ময়শ্রীপদাম্ভোজসেবিনাং সাধনোচিতা॥

১৯২। পরমাতিশয়প্রাপ্তমহত্তাবোধনায় হি।
পরাকাষ্ঠেতি শব্দ্যেত তস্যানন্তস্য নাবধিঃ॥

১৯৩। তৎ সুখং বর্ধতেঽভীক্ষ্ণমনন্তং পরমং মহৎ।
ন তু ব্রহ্মসুখং মুক্তৌ বর্ধতে সীমবদ্‌যতঃ॥

মূলানুবাদ

১৯১। বস্তুতঃ সুখের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ শ্রীভগবৎপদকমলের সেবা-সংরত ভক্তবৃন্দের ভক্তিতেই সাধনানুরূপ সুখের পরাকাষ্ঠা স্বতই আবির্ভূত হইয়া থাকে।

১৯২। পরমাতিশয় মহত্ত্ব অর্থাৎ যে মহত্ত্বের অধিক মহত্ত্ব নাই, তাহাই পরাকাষ্ঠা শব্দে অভিহিত হয়, সুতরাং সেই সুখও অনন্ত,—তাহার সীমা নাই।

১৯৩। সেই পরম মহৎ অনন্ত ভক্তিসুখ প্রতিক্ষণে নব নবরূপে বর্ধিত হইয়া ভক্তবৃন্দ কর্তৃক অনুভূত হয়; কিন্তু ব্রহ্মসুখ তাদৃশরূপে মুক্তগণ কর্তৃক অনুভূত হয় না; কারণ উহা সীমাযুক্ত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৯১। শ্রীভগবদ্‌ভক্তৌ ত্বনায়াসেন সম্পদ্যতে তদনুরূপ সাধনাদিত্যাহুঃ—সুখস্যেতি। স্বতঃ স্বয়মেব ভবেৎ সিধ্যতি। কুতঃ? তন্ময়য়োঃ সুখপরাকাষ্ঠাময়য়োঃ, শ্রীযুক্তয়োরর্থাদ্ ভগবতঃ পদাম্ভোজয়োঃ সেবিনাং সেবয়ানুভবিনাম্। অতএব সাধনস্যোচিতা যোগ্যা! যাদৃশং সাধনং, তাদৃশমেব সাধ্যং ফলতীতি যুক্ত্যেত্যর্থ॥

১৯২। ননু পরাকাষ্ঠেত্যুক্ত্যা পরিচ্ছেদঃ সূচ্যতে সীমাবত্ত্বেনানন্ত্যাভাবাদিত্যা-শঙ্ক্যাহুঃ—পরমেতি, পরমোঽতিশয়ঃ আধিক্যং, যস্মাৎ পরঃঽতিশয়ো নাস্তি, তং প্রাপ্তা যা মহত্তা, তস্যা বোধনায় তস্মাদন্যন্মহন্নাস্তীতি জ্ঞাপনায়; হি নিশ্চয়ে; শব্দ্যেত শব্দঃ প্রযুজ্যেত; তস্য সুখস্য তু অবধিঃ সীমা নাস্ত্যেব যতঃ অনন্তস্য অপরিচ্ছিন্নস্যেতি॥

১৯৩। এবঞ্চ ব্রহ্মানুভবসুখাদস্য পরমবৈশিষ্ট্যং সিধ্যতীত্যাহুঃ—তদিতি। ভগবদ্ভক্তিজং সুখমভীক্ষ্ণং সর্বদৈব বর্ধতে; তর্হি তদ্‌বৃদ্ধ্যুক্ত্যা কস্মিংশ্চিৎ কালাদৌ পরিচ্ছিন্নত্বমপ্যায়াতমিত্যাশঙ্ক্য তদেব বিশিনষ্টি—অনন্তং সদা অপরিচ্ছিন্নমপি; তথা পরমং মহৎ পরমান্ত্যকাষ্ঠাপ্রাপ্ত্যা সদা পরমমহত্তাবদপি। প্রতিক্ষণং তস্য নূতন-নূতনত্ব

মধুরমধুরত্বাধিকাধিকত্বাদিনা প্রকারেণ ভক্তৈরনুভূয়মানত্বাৎ; যতঃ সীমবৎ তৎ সীমাযুক্তঃ বৃদ্ধিবিকারাযোগাত্তথা মুক্তিপরৈরেব তত্র সুখস্য পরাকাষ্ঠেতুক্ত্যা সীময়া বোধ্যমানত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯১। শ্রীভগবদ্ভক্তিতেই অনায়াসে সাধনানুরূপ সুখের পরাকাষ্ঠা সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাহাতেই বলিতেছেন—'সুখস্য' ইত্যাদি। পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত সুখ স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিরূপে? সুখের পরাকাষ্ঠাময় শ্রীযুক্ত ভগবৎপদকমলের সেবা তৎপরতায়। অতএব সাধনানুরূপ যোগ্য ফল অর্থাৎ যাদৃশ সাধন, তাদৃশ সাধ্য-ফল লাভ হইয়া থাকে।

১৯২। যদি বল, পরাকাষ্ঠা-শব্দ প্রয়োগ-হেতু সেই সুখের পরিচ্ছেদই সূচিত হইয়াছে, সুতরাং সীমাবিশিষ্ট সুখ কখনও অপরিচ্ছিন্ন বা অপরিমেয় হইতে পারে না। এই আশঙ্কার নিরসন প্রসঙ্গেই বলিতেছেন, যাহা পরম অতিশয়, যাহা হইতে আর অতিশয় নাই, সেইরূপ পরম মহত্ত্ব জ্ঞাপনের জন্যই পরাকাষ্ঠা-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই সুখের অবধি বা সীমা নাই; যেহেতু, অনন্ত ও অপরিচ্ছিন্ন।

১৯৩। এই প্রকারে ব্রহ্মানুভব সুখ হইতেও ভক্তিসুখের পরম বৈশিষ্ট্য সিদ্ধ হইতেছে। যেহেতু, ভগবদ্ভক্তিসুখ ক্ষণে ক্ষণে অধিক হইতেও অধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আচ্ছা, তাহা হইলেও 'তদবৃদ্ধি'-উক্তিহেতু কোন কোন সময়ে পরিচ্ছিন্নত্ব উপস্থিত হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, সেই সুখ অনন্ত, সদা অপরিচ্ছিন্ন, তথা পরম মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইলেও প্রতিক্ষণে নূতন হইতেও নূতনত্বরূপে, মধুর হইতেও মধুরত্বরূপে, অধিক হইতেও অধিকত্বরূপে ভক্তগণ-কর্তৃক অনুভূত হয়, কিন্তু ব্রহ্মানুভবসুখ তাদৃশ নহে। কারণ, উহা সীমা যুক্ত বলিয়া বৃদ্ধিরূপ বিকার যোগ হইতে পারে না। আর এই বৃদ্ধি হইতে পারে না বলিয়াই মুক্তিপরায়ণগণ বলিয়া থাকেন, 'মোক্ষই সুখের পরাকাষ্ঠা', অতএব তাঁহারাই মোক্ষের সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন।

১৯৪। পরমাত্মা পরব্রহ্ম স এব পরমেশ্বর।
ইত্যেবমেষামৈক্যেন সজাতীয়-ভিমা হতা॥

মূলানুবাদ

১৯৪। যিনি পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, তিনিই পরমেশ্বর। অর্থাৎ পরমেশ্বরেরই গুণ-লীলা ও অবতার-ভেদে বিবিধরূপে প্রতীতি; সুতরাং পরমাত্মা, পরব্রহ্ম ও পরমেশ্বরে ভেদরাহিত্য বা সকলের ঐক্য হেতু সজাতীয় ভেদশূন্য।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৯৪। নন্বেবং জীবতত্ত্বানাং সদা পৃথক্‌সত্ত্বোক্ত্যা পরব্রহ্মণি সজাতীয়ভেদঃ প্রসজ্যেত, স চ একমদ্বয়মিত্যাদি তৎস্বরূপনিরূপণেন নিরস্যমানত্বান্নোপপদ্যতে; সত্যং, তত্তু সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরাহিত্যমন্যথা সিধ্যতীত্যাহুঃ—পরমাত্মেতি দ্বয়েন। য এব পরমাত্মা সর্ব জীবান্তর্যামী, স এব পরব্রহ্ম, স এব পরমেশ্বরশ্চ। এবং পরমেশ্বরস্যাপি গুণলীলাবতার-ভেদেন যে বিশেষাস্তেঽপি স এবেত্যুহ্যমিত্যেবমনেন প্রকারেণ। এষাং পরমাত্ম-পরব্রহ্ম-পরমেশ্বরাণাং তদবতারাণাঞ্চ ভিন্নত্বেন প্রতীয়মানানামপি ঐক্যেন ভেদাভাবেন কথমপি কুত্রচিৎ স্বভাবরাহিত্যাভাবাৎ সজাতীয়ভিদা, সর্বেষাং সচ্চিদানন্দঘনত্বেন নানাত্বেন চ প্রতীয়মানা যা সমান-জাতীয়া ভিদা ভেদো হতা নষ্টা, ইত্যেবমেকমিতি সিদ্ধম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৪। যদি বল, পরব্রহ্ম হইতে জীবতত্ত্বসকল এইরূপে সদা পৃথক্ হইলে পরব্রহ্মে সজাতীয়-ভেদরূপ দোষ আপতিত হইবে এবং 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই শ্রুতিবাক্যেও বিশেষ উপস্থিত হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, সত্যই পরব্রহ্মে সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরাহিত্য, কদাচ ইহার অন্যথা হইতে পারে না। এখানে যিনি সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা, তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই পরমেশ্বর এবং গুণাবতার ও লীলাবতার-ভেদে তাঁহার যে যে বিশেষ আছে, তাঁহারাও সেই পরমেশ্বর। এই প্রকারে সজাতীয় ভেদরাহিত্য জানিবে। আর পরমাত্মা-পরব্রহ্ম-পরমেশ্বর ও তাঁহার অবতারসকল ভিন্নত্বে প্রতীয়মান হইলেও সকলে অভিন্ন, এই সকলের ঐক্য-হেতু অর্থাৎ সকলেরই সচ্চিদানন্দময়ত্ব ও স্বভাবগত অভিন্নতা-হেতু নানাত্বে প্রতীয়মান হইলেও পরস্পর অভিন্ন। এতদ্বারা সজাতীয় বা সমানজাতীয় ভেদ নিরস্ত হইল।

১৯৫। সদা বৈজাত্যমাপ্তানাং জীবানামপি তত্ত্বতঃ।
অংশত্বেনাপ্যভিন্নত্বাদ্বিজাতীয়ভিদা মৃতা॥

মূলানুবাদ

১৯৫। কিন্তু জীবসকল সততই পরব্রহ্ম হইতে বিভিন্নাংশ; কিন্তু তত্ত্বতঃ ঐ জীবসকলও পরব্রহ্মের অংশ বলিয়া তাহা হইতে অভিন্ন; কেননা, অংশীর ধর্ম অংশেও থাকে। অতএব বিজাতীয় ভেদ নিরস্ত হইতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৯৫। অদ্বয়মিত্যপি সাধয়ন্তি—সদেতি। বৈজাত্যং পরিচ্ছিন্নত্বাদিভেদেন বিজাতীয়ত্বং, বিসদৃশতামাপ্তানাং জীবানাং জীবতত্ত্বানাং তত্ত্বতঃ পরমার্থতঃ অভিন্নত্বাদ্‌ভেদাভাবাৎ চিদ্‌বিলাসশক্তিকৃতত্বেন তেষামপি তাদৃকৃত্বাৎ, তথা অংশিধর্মাণামংশেষু সঙ্গতত্বাদংশত্বেনাপ্যভিন্নত্বাদ্‌বিজাতীয়রূপা ভিদা নষ্টা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৫। এক্ষণে অদ্বয়ত্ব নির্ধারণ করিতেছেন, জীবসকল সততই পরব্রহ্ম হইতে বৈজাত্যবিশিষ্ট, অর্থাৎ জীব পরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন—এই বিজাতীয় ভাব সতত বিদ্যমান থাকিলেও জীবতত্ত্বসকল তত্ত্বতঃ চিদ্‌বিলাস পরব্রহ্মের অংশ বলিয়া ভিন্ন নয়। অর্থাৎ চিদ্‌বিলাস-শক্তিকৃত ভেদরূপে প্রতীয়মান হইলেও সেই পরব্রহ্মেরই অংশ। তথা অংশীর ধর্ম অংশেও সঙ্গত হয় বলিয়া পরিচ্ছিন্নতা ও অংশত্ব হেতু বৈজাত্য থাকিলেও তত্ত্বতঃ ভেদ নষ্ট হইল।

১৯৬। অস্মিন্ হি ভেদাভেদাখ্যে সিদ্ধান্তেঽস্মৎসুসম্মতে।
যুক্ত্যাবতারিতে সর্বং নিরবদ্যং ধ্রুবং ভবেৎ॥

মূলানুবাদ

১৯৬। পরন্তু ভেদাভেদাখ্য সিদ্ধান্তে সমস্তই সুসঙ্গত এবং নিরবদ্য সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। আর শ্রীভগবৎপরায়ণ মহানুভবগণও এইজন্য যুক্তিবলে 'ভেদাভেদ'—সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৯৬। অস্মিন্নুক্তপ্রকারকে সিদ্ধান্তে ন্যায়বিশেষে অস্মাকং শ্রীভগবদ্ভক্তিপরাণাং সুসম্মতে যুক্ত্যা বিচারেণ অবতারিতে ব্যাখ্যাদ্বারাভিব্যঞ্জিতে সতি সর্বমুক্তমনুক্তমপি ভক্তিমার্গবিষয়কং ব্যাখ্যানং নির্গতমবদ্যং দোষো যস্মাত্তাদৃশং ভবতি। ধ্রুবং নিশ্চিতং, সর্বসন্দেহনিরসনসামর্থ্যাৎ; এবমেব ব্রহ্মণ এবোৎপদ্যন্তে, তস্মিন্নেব লীয়ন্তে ইত্যতো জীবানাং তত্ত্বতো ব্রহ্মণা সহাভেদং যে কিচেন্মন্যন্তে, তেষামপি মতে মুক্তৌ ব্রহ্মণোঽশেষস্বরূপানুভবাভাবাৎ সুখমল্পকমেব সিধ্যতি। তথাহি—যথা সমুদ্রস্য প্রদেশাদেকস্মাদেব জায়মানাস্তরঙ্গা একস্মিন্নেব দেশে লীয়মানা জলময়ত্বাদিনা সমুদ্রাদভিন্না গাম্ভীর্য-রত্নাকরত্বাদিগুণাভাবাদ্ভিন্নাশ্চ কেবলং তস্মিঁল্লয়াৎ পৃথক্‌ত্বেনাদৃশ্যমানা ঐক্যং গতাঃ, সমুদ্রস্বরূপং প্রাপ্তা ইত্যুচ্যতে; তথা স্বকারণে ব্রহ্মাংশে তেজআদিস্থানীয়ে মুক্ত্যা লীয়মানা জীবা ব্রহ্মৈক্যং গতা ইত্যুচ্যতে, ন ত্বপরিচ্ছিন্নসুখঘনব্রহ্মতাপ্রাপ্তিস্তেষাং স্বভাবেনৈব পরিচ্ছিন্নত্বাৎ। অতো মুক্তাবপি পৃথক্‌দর্শনাদভিন্নত্বং কস্মিংশ্চিদ্ভাগে পরিচ্ছিন্নত্বেন লীনতয়াবস্থানাৎ ভিন্নত্বঞ্চ। অতএব কস্যচিন্মুক্তস্য শ্রীভগবৎকৃপাবিশেষেণ ভক্তিসুখায় সচ্চিদানন্দ-শরীরধারণার্থং পুনঃ পৃথক্‌সত্তাবাপ্তিং সম্ভবতীত্যাদাবেব নিরূপিতম্। এবং সত্যেব 'সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্ব চ ন সমুদ্রস্তারঙ্গঃ॥' ইতি শ্রীভগবচ্ছঙ্করপাদানাং ভেদাভেদন্যায়োপবৃংহিতবচনং সম্যক্ উপপদ্যতে। অবিদ্যাকৃতজীবত্বভেদে বিনষ্টেঽপি তদীয়ত্বেন পুনর্ভেদস্য সিদ্ধেঃ। অন্যথা পরমৈক্যাপত্ত্যা 'নাথ! তবাহম্' ইত্যাদ্যুক্তির্নৈব সঙ্গতা স্যাদিতি দিক্। অত্র চেদং তত্ত্বম্—যথা হি পরিচ্ছিন্নানাং নদীপ্রবাহাণাম-পরিচ্ছিন্ন-বিচিত্র-রত্নাদিময়-সমুদ্রত্বাপত্তির্ন সম্ভবতি, কেবলং বহিঃসত্তালোপেনৈব সমুদ্রতাবাপ্তিরুচ্যতে; এবং বিচারেণ মুক্ত্যা কেবলমভাব এব দীপনির্বাণবৎ পর্যবস্যতি, ন তু সুখাদিপ্রাপ্তিস্তেষাং লয়েনাপি তস্য বুদ্ধ্যাদি কিঞ্চিদ্বিশেষানুৎপত্তেঃ, যথাপূর্বমেবাবস্থানাৎ। এবমেব চতুর্বিধপ্রলয়মধ্যে আত্যন্তিকপ্রলয়ে ন মোক্ষোঽভিধীয়ত ইতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৬। এই প্রকার সিদ্ধান্ত বা ন্যায়বিশেষে (আমাদের মত শ্রীভগবদ্‌পরায়ণজনের মতে) শাস্ত্রসমূহের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা হয় এবং যুক্তি-বিচারেও ভেদাভেদাখ্য সিদ্ধান্ত অবতারিত হইলে সমস্তই নিশ্চয় নিরবদ্য হয়। অর্থাৎ সর্বভক্তিমার্গ-সম্মত নির্দোষ সিদ্ধান্ত হয়। যেহেতু 'ধ্রুব' নিশ্চিত, এই ব্যাখ্যার সর্বসন্দেহ নিরসনের সামর্থ্য আছে। কাহার কাহার মতে 'ব্রহ্ম হইতে জীব উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মেই লীন হয়, কাজেই ব্রহ্ম ও জীবের সহিত অভেদ সম্বন্ধ।' যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের মতে ও যুক্তিতে ব্রহ্মের অশেষস্বরূপ অনুভব হয় না, অল্পপরিমিত সুখেরই অনুভব হয়। যেমন সমুদ্রের একদেশ হইতে তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া একদেশেই লীন হইয়া জলমগ্ন হইয়া যায়। তখন জলময়ত্ব হেতু সেই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্‌রূপে জানা যায় না। কারণ, সেই তরঙ্গ তখন সমুদ্রের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এই অংশে সেই সকল তরঙ্গ সমুদ্র হইতে অভিন্ন। কিন্তু সেই তরঙ্গে গাম্ভীর্য ও রত্নাকরত্বাদি গুণের অভাববশতঃ অর্থাৎ সমুদ্রের ধর্ম বর্তমান থাকে না বলিয়া ঐ তরঙ্গ সমুদ্র হইতে ভিন্ন। কেবল সমুদ্রে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই ভিন্নরূপে প্রতীতি হয় না। অর্থাৎ যেখানে উৎপন্ন, সেইখানেই বিলয় হয়, এজন্য সেই সময় পৃথক্‌রূপে দেখা যায় না বলিয়া ঐক্য বলা হয়; কিন্তু কোন অংশে লীনতারূপে অবস্থান করে বলিয়া ভিন্ন। সেইরূপ স্বকারণ তেজঃস্বরূপ ব্রহ্মাংশে মুক্তিদশায় লীন হইলে জীব ব্রহ্মৈক্য প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মে মুক্তজীবসকলও অপরিচ্ছিন্নঘনসুখপ্রাপ্ত হয় না। কারণ, জীবসকল স্বভাবতঃ পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং মুক্তিতে অপৃথক্ দর্শন-হেতুই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, পরন্তু ব্রহ্মের কোন অংশ-বিশেষে পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু লীনতারূপে অবস্থান করে বলিয়া ভিন্ন। ভিন্নতা আছে বলিয়াই কোন সময়ে কোন মুক্ত জীব শ্রীভগবৎকৃপাবিশেষে ভক্তিসুখ অনুভব করিবার জন্য পৃথক্ সত্তা অর্থাৎ ভজনানুরূপ সচ্চিদানন্দ শরীর গ্রহণ করিতে পারেন। ইহা পূর্বেই নিরূপণ করিয়াছি। এইরূপ ভেদাভেদরাহিত্যহেতু "হে নাথ! ভেদ নষ্ট হইয়া গেলেও আমি তোমার, তুমি আমার নহ, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ, তরঙ্গের সমুদ্র নহে।" ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্যপাদের ভেদাভেদন্যায়-যুক্ত বচন সম্যক্ যুক্তিযুক্ত হইতেছে। অবিদ্যা-কৃত জীবত্বভেদে অর্থাৎ অবিদ্যায় আত্মবিস্মৃতিরূপ ভ্রম বিনাশ হইলে ভেদভাব অভাব সত্ত্বেও পুনরায় তদীয়তারূপে ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। অন্যথায় একতা প্রাপ্তি হইলে 'হা নাথ! আমি তোমার'—এই বাক্যের সঙ্গতি হয় না। এবিষয়ে তাৎপর্য এই যে, পরিচ্ছিন্ন নদীপ্রবাহসকল কখন অপরিচ্ছিন্ন বিচিত্র রত্নাদিময় সমুদ্র হইতে পারে না। কেবল স্বীয় স্বীয় বহিঃসত্তা লোপ করিয়া সমুদ্র সহ অভিন্নরূপে

প্রতীত হইতে থাকে। এই প্রণালীতে বিচার করিলে, ইহাই নিশ্চয় হয় যে, মুক্তিতে দীপ নির্বাণের মত অভাবমাত্রই অর্থাৎ কেবল আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিমাত্রে পর্যবসিত হয়, কিন্তু সুখাদি প্রাপ্ত হয় না, কিংবা তাহার বুদ্ধ্যাদির উৎকর্ষরূপ কোন আত্মগুণেরও সঞ্চার হয় না; যথাপূর্বভাবে অবস্থান করিতেই দেখা যায়। এই প্রকার চতুর্বিধ প্রলয়ের মধ্যে আত্যন্তিক প্রলয়েও জীবের মোক্ষ উপপন্ন হয় না।

সারশিক্ষা

১৯৬। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, কেবল অবিদ্যার প্রভাবে বিজ্ঞান বা জীবস্বরূপভূত জ্ঞান আবৃত হওয়ায় প্রাক্তন কর্মবাসনাবশে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মানন্দ ব্যবহারিক জগতে খণ্ড, অস্থির ও অনিত্যরূপে প্রকাশ হয়। এই সমস্ত দোষের হ্রাস হইলে এই লৌকিক আনন্দই ব্রহ্মানন্দে পরিণত হইতে পারে।

নদীসমূহ যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সমুদ্রে মিলিত হইলে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য চলিয়া যায়, তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীব ব্রহ্মভূত হইলে অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম' এই চিন্তার দ্বারা মায়িক অহঙ্কার তিরোহিত হইলে শান্তভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার পর শ্রদ্ধালাভ এবং ভক্তি। এইজন্যই বলিয়াছেন, 'হে নাথ! আমি তোমারই'।

তাই শ্রুতির "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ বলিয়াছেন, 'সুপর্ণা' অর্থে নিয়ম্য-নিয়ামক ভাবপ্রাপ্তিরূপ উত্তমপক্ষ সম্পন্ন পক্ষী, 'সযুজা' অর্থে একসঙ্গে মিলিত। 'সখায়া' উভয়েই সখাভাবে থাকিলেও জীব সুস্বাদু পিপ্পল ফল ভক্ষণ করেন, ব্রহ্ম রাজার ন্যায় তাহা কেবল দর্শন করেন। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ রাজা ও প্রজার ন্যায় অর্থাৎ সেব্য ও সেবকের ন্যায়। জীবের সুস্বাদু ফলভক্ষণরূপ নিজের কর্মফল ভোগের আনন্দ, তাহা ব্রহ্মের দর্শনে অর্থাৎ প্রেরণায় সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু তাহা যতদিন হৃদয়ঙ্গম না হইবে, ততদিন অহঙ্কারবশতঃ জীবের নিজ কর্তৃত্বাভিমান থাকিবে। ততদিন জীব 'অনীশয়া' 'মুহ্যমান' ইত্যাদি। এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য মুক্তিকে অতিক্রম করিয়া ভক্তিসুখ-প্রকাশাদি দ্বারা নিগূঢ়ভাবে নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। তৎকৃত শ্রীগোবিন্দাষ্টক স্তোত্র ও শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম ভাষ্য প্রভৃতি এ বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ।

১৯৭। সদা প্রমাণভূতানামস্মাকং মহতাং তথা।
বাক্যানি ব্যবহারাশ্চ প্রমাণং খলু সর্বথা॥

মূলানুবাদ

১৯৭। আমাদের প্রমাণভূত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র এবং শ্রীনারদ-প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাজনের বাক্যসকল ও শ্রীশুক-সনকাদি মহানুভবগণের ব্যবহার সর্বদাই ভক্তির উৎকর্ষ সম্বন্ধে সর্বথা প্রমাণ।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৯৭। যে চ কেচিন্মন্যন্তে—সদা সর্বদা অদ্বিতীয়মেকং ব্রহ্মৈব মায়োপাধিনা ভিন্নং, নানাজীবত্বেন মিথ্যেব প্রতীয়তে, তত্ত্বজ্ঞানেন তৎপ্রতীতিলোপাদ্-ব্রহ্মাস্ফূর্তিঃ স্যাদেব; অতোঽন্তরাপতিত-জীবত্বোপাধি-মিথ্যাভ্রম-নিরাসেন যথাপূর্ব স্ব-স্বরূপ-সুখঘনব্রহ্মাত্বপ্রকাশরূপে মোক্ষে সান্দ্রসুখানুভব এব স্যাৎ; তত্র মোক্ষে অহঙ্কারাবশেষদোষ প্রসক্ত্যাসত্তবাত্তৎ-সুখানুভবিতুরভাবেঽপি মোক্ষস্যৈব স্বরূপ-সুখানুভবরূপত্বাত্তস্মিন্নপি তথৈব সুখং সম্পদ্যতে। যথা ভক্তিপরাণামেব মতে সচ্চিদানন্দঘনরূপস্য শ্রীভগবতঃ সদা স্বরূপস্ফূর্ত্যাঃ স্বত এব পরমমহাঘনসুখানুভবঃ স্যাদিতি তেষাং মতে তু মোক্ষাদ্ভক্তের্মাহাত্ম্য-বিশেষো ন ঘটেত, তস্মিন্নেব সান্দ্রসুখানুভবসিদ্ধেঃ; তচ্চাযুক্তমিতি তন্মতমেব পরিহরন্তি—সদেত্যষ্টভিঃ। অস্মাকং শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রাণং বচনানি—'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥' (শ্রীভা ১।৭।১০) ইতি; 'ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী' ইতি, সিদ্ধের্মুক্তেঃ; 'নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥' (শ্রীভা ৬।১৭।২৮) ইতি; 'দুরবগমাত্মতত্ত্ব-নিগমায় তবাত্ততনো-শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্তপরিশ্রমণাঃ। ন পরিলসন্তি কেচিদপবর্গমীশ্বর তে, চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ॥' (শ্রীভা ১০।৮৭।২১) ইতি; তথা 'মহতাং মধুদ্বিট্সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ' ইত্যাদীনি সহস্রসহস্রাণি, তথা মহতাং শ্রীনারদ-প্রহ্লাদ হনূমদাদীনাং প্রাচীনানাং বাক্যানি—'ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে। ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥' ইত্যাদীনি। তথার্বাচীনানাঞ্চ নিখিলশ্রুত্যর্থব্যাখ্যাকুশল-পরমহংসাচার্য-সর্ব্বজ্ঞবর- শ্রীশঙ্করাচার্য-ভগবৎপাদাদীনাম্—'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি।' ইতি, 'মুক্তোপসৃপ্যাৎ' ইতি বেদান্তে চ তথা এষাং ব্যবহারাশ্চ। শ্রীশুক-সনকাদীনাং শ্রীভগবল্লীলাখ্যানাদিপ্রবৃত্তিরূপাঃ, প্রহ্লাদ-হনূমদাদীনাঞ্চ শ্রীভগবদ্দীয়মান-

মোক্ষাস্বীকারাদয়ঃ। সদা প্রমাণমেব সর্ব্বথেতি অর্থবাদত্বকল্পনাদিনা কেনাপি প্রকারেণাপ্রামাণ্যং নিরস্যতি; খল্বিতি নিশ্চয়ে; অত্র প্রমাণং নামুসন্ধেয়মিতি ভাবঃ; কুতঃ? সদা প্রমাণভূতানাং প্রমাণেষু প্রমাণান্তরাপেক্ষানুপযোগাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৭। যাঁহারা বলেন, "সদা সর্বদা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিদ্যমান রহিয়াছেন, আর সেই ব্রহ্মই মায়া-উপাধি-যোগে ভিন্ন নানাজীবত্বরূপে মিথ্যা প্রতীত হইতেছেন। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সেই মিথ্যা প্রতীতি লোপ হইলেই কেবল ব্রহ্মই স্ফূর্তি পাইতে থাকেন। অতএব ব্রহ্ম ও মোক্ষ এই উভয়ের স্থানে পতিত জীবত্ব-উপাধিরূপ মিথ্যাভ্রম নিরসন হইলেই যথা পূর্ব স্ব-স্বরূপ সুখঘন-ব্রহ্মত্ব প্রকাশরূপ মোক্ষে সান্দ্রসুখানুভব হইয়া থাকে। সেই মোক্ষে অহঙ্কারের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না বলিয়া অনুভবিতারও অভাব হয়; তথাপি মোক্ষ স্বয়ংই স্বরূপসুখানুভবরূপত্ব বলিয়া সান্দ্রসুখ প্রদান করিয়া থাকেন। যেমন ভক্তিপরায়ণগণের মতে সচ্চিদানন্দঘনরূপ শ্রীভগবান সর্বদাই হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়েন বলিয়া পরম মহাঘন সুখানুভব হইয়া থাকে। অতএব জানা যাইতেছে যে, মোক্ষ হইতে ভক্তির কোন বিশেষ মাহাত্ম্য নাই।"—এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। বাদির বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত খণ্ডনের জন্য আটটি শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। আমাদের প্রমাণ স্বরূপ শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র সকলের বচন—যথা, "যাঁহারা বন্ধনমুক্ত (অহঙ্কার গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া বিধি-নিষেধের অতীত), সেই সকল আত্মারাম মুনিগণের কোন বাসনা না থাকিলেও কেবল শ্রীহরির গুণে মোহিত হইয়াই বিপুল বিক্রম সেই ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। কেননা, শ্রীভগবানের গুণের প্রভাবই এইরূপ যে, মুক্ত ও অমুক্ত সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন।" তথা, "সকলপ্রকার সিদ্ধি হইতে ভক্তিকে অতিশয় গরীয়সী জানিতে হইবে।" এখানে সিদ্ধি শব্দে মুক্তি। তথা, "নারায়ণপরায়ণ ভক্তগণ কোথাও ভয় প্রাপ্ত হন না এবং স্বর্গ, মুক্তি ও নরকে সমান প্রয়োজন বোধ করেন।" শ্রুতিগণ শ্রীভগবানের স্তব করিতেছেন, "হে বিভো! আপনি দুর্জ্ঞেয় নিজভক্তি প্রকাশার্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন। আপনার চরিত্ররূপ সুধা-সাগরে অবগাহন করিয়া যাঁহারা দেহস্মৃতি পর্যন্ত বিস্মৃত হওত আপনার শ্রীচরণকমলের মকরন্দাস্বাদন করিতেছেন, আর যাঁহারা সেই ভক্তাগ্রগণ্যদিগের সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া গৃহত্যাগ পূর্বক ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও কখনও মুক্তি কামনা করেন না।" তথা, মধুসূদনের সেবানুরক্ত ভক্তগণের নিকট মোক্ষ অতি তুচ্ছ।" এইপ্রকার সহস্র সহস্র প্রমাণ আছে। তথা, মহদনুভবরূপ প্রমাণ—যেমন, শ্রীনারদ, শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীহনুমান প্রভৃতি প্রাচীন মহাজনের বাক্য। যথা, "হে নাথ! ভববন্ধন ছেদনকারী

সেই মুক্তির নিমিত্ত কখনই আমাদের স্পৃহা নাই। কারণ, এই মোক্ষে 'তুমি প্রভু' 'আমি দাস'—এই সম্বন্ধ বিলোপ করিয়া দেয়", তথা আধুনিক আচার্যগণের মধ্যে নিখিল শ্রুত্যর্থের ব্যাখ্যাকুশল পরমহংসাচার্য সর্বজ্ঞবর ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্যপাদ বলিয়াছেন, "মুক্তগণও লীলায় বিগ্রহ ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।" তথা বেদান্তদর্শনে "মুক্তোপসৃপ্যাৎ" (১।২।৩ সূত্র) পরব্রহ্ম শ্রীহরিই মুক্তগণের উপাস্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। আর শ্রীশুক ও শ্রীসনকাদি ব্রহ্মনিষ্ঠগণের ও শ্রীভগবানের লীলাবর্ণনে প্রবৃত্তিরূপ ব্যবহার দৃষ্টে এবং শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীহনুমানাদি প্রাচীন মহাজন সকলের শ্রীভগবৎ কর্তৃক দীয়মান মুক্তির প্রত্যাখ্যানরূপ আচরণাদি (ভক্তির উৎকর্ষ বিষয়ে) সর্বথা প্রমাণ জানিবে। অর্থাৎ সর্বপ্রকার অর্থবাদত্ব কল্পনাদিরূপ বাদ নিরসন পূর্বক বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া নিশ্চয়ার্থে 'খলু' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অধিক কি বলিব, চিরপ্রমাণভূত স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বিদ্যমান থাকিতে আমাদের প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করা অনুচিত।

সারশিক্ষা

১৯৭। মায়াবাদির উক্তি—'ব্রহ্মই মায়ারূপ উপাধিযোগে জীবরূপে প্রতীত হইতেছেন। অতএব জীব ও ব্রহ্মের ভেদ মায়া-কৃত।' মায়াবাদির এই সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। যেহেতু, এই ভেদ মায়া-কৃত নহে। মায়া-কৃত ভেদ স্বীকার করিলে ব্রহ্ম ও জীব পরস্পরে আদিমত্ব দোষে লিপ্ত হইয়া পড়েন। অর্থাৎ তাঁহাদের আর অনাদিত্ব থাকে না। অথবা তাঁহারা যদি উক্ত প্রকার ভেদ অস্বীকার করিয়া কেবল উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মকেই জীব বলেন, তাহাও সম্ভব হইবে না। কারণ, ব্রহ্মের একদেশ উপাধিসংযুক্ত হইলে অপর প্রদেশের সহিত ভেদ উপস্থিত হয়। কাজেই যুগপৎ ভেদ ও অভেদরূপে ব্রহ্মের অনুপহিত্বরূপ দোষ উপস্থিত হয় অথবা এই প্রকার বিভাগ স্বীকার না করিয়া যদি বলেন, সম্পূর্ণ ব্রহ্মই উপাধিসংযুক্ত। ইহাও অযুক্ত। যেহেতু, শুদ্ধ ব্রহ্মের ব্যপদেশই অসিদ্ধ হইয়া পড়িল। অথবা যদি বলেন, শুদ্ধ ব্রহ্মের পৃথক্ অধিষ্ঠান নাই, কেবল উপাধিসংযুক্ত জীবই ব্রহ্মরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইহাও অসম্ভব। যেহেতু, শুদ্ধ ব্রহ্মের পৃথক্ অধিষ্ঠান অস্বীকার করিলে মুক্তিতে ব্রহ্মে লীন হওয়া যায় না, সুতরাং মোক্ষকে পুরুষার্থরূপে স্থাপন করা যায় না। অতএব মায়াকৃত উপাধিযোগে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ মায়াবাদির কল্পনা মাত্র। বিশেষতঃ চিৎশক্তি স্বপ্রকাশ, এজন্য উপাধি সাপেক্ষ নহে।

বস্তুতঃ জীব শ্রীভগবানের শক্তিরূপা বলিয়া বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আর সেই শক্তিমান শ্রীভগবানও আনন্দঘনীভূতরূপে বিগ্রহ আকারে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। এইরূপে পরব্রহ্ম যে এক অদ্বিতীয়, তাহা সকলেই স্বীকার করেন।

অর্থাৎ ব্রহ্ম এক বলিলেই তাঁহার বহুত্ব প্রতিপন্ন হয় এবং ব্রহ্মের সেই বহুত্বেই একত্ব অর্থাৎ সেই বহুত্ব শক্তিরূপে একত্ব বলিয়া তিনি অদ্বিতীয়। এইরূপে শ্রীভগবান স্বয়ং শক্তিমান এবং শক্তিভেদে নিজেই নিজের আনন্দ আস্বাদন করিতেছেন বলিয়া তিনি বহু হইয়াও এক অদ্বিতীয়তত্ত্ব। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মে যে ভেদ, তাহা স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বরূপশক্তিকৃত।

এমনকি শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের বাণীও এই তত্ত্বের বিরোধী বলিয়া মনে হয় না। কেননা, তিনি মুক্তির পরেও ভগবদ্দাস্য প্রার্থনা করিয়াছেন; বিশেষতঃ তিনি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে বহুত্বকে দর্শন করিতে বলেন নাই। ব্রহ্মের মধ্যেই এই বহুত্ব দেখিতে বলিয়াছেন এবং ব্রহ্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মানন্দকে উপলব্ধি করিতে উপদেশ করিয়াছেন। এইজন্যই তিনি মুক্তির পরেও ভগবৎদাস্য প্রার্থনা করিয়াছেন। যেহেতু, সনক প্রভৃতি মুক্তগণ যখন বীতরাগ, নিতান্ত নিস্পৃহ, তখন তাঁহাদের পক্ষেও ভগবদ্-পাদারবিন্দের পরমানন্দাস্বাদনরূপ দৃষ্ট ফল সম্ভব হইয়াছে। অতএব এই সকল প্রামাণিক শাস্ত্র-বাক্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, মুক্তগণও পরমানন্দকর ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া থাকেন।

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, সনক প্রভৃতি মুক্তগণ যখন বীতরাগ নিস্পৃহ, তখন তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিরসাস্বাদন সম্ভবপর হয় কিরূপে? শ্রীভগবানের সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি গুণে তাঁহারা সমাকৃষ্ট হইয়া ভক্তিরস আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যেমন, পিত্তরোগাক্রান্ত ব্যক্তির শর্করা ভক্ষণে পিত্তনাশ হইলেও মিষ্টরস আস্বাদন লোভে সে সর্বদা শর্করা ভক্ষণে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। অতএব ভগবদ্ভজনের সার্বকালিকতা জানিতে হইবে। শ্রীশুক, শ্রীসনক প্রভৃতি আত্মারামগণই ইহার দৃষ্টান্ত।

১৯৮। তথৈতদনুকূলানি পুরাবৃত্তানি সন্তি চ।
নৈব সঙ্গচ্ছতে তস্মাদর্থবাদত্ব-কল্পনা॥

১৯৯। অথাপ্যাচর্যমাণা সা নাস্তিকত্বং বিতন্বতী।
ক্ষিপেৎ কল্পয়িতারং তং দুস্তরে নরকোৎকরে॥

২০০। অহো শ্লাঘ্যঃ কথং মোক্ষো দৈত্যানামপি দৃশ্যতে।
তৈরেব শাস্ত্রৈর্নিন্দ্যন্তে যে গোবিপ্রাদিঘাতিনঃ॥

মূলানুবাদ

১৯৮। এ বিষয়ের অনুকূল বহু বহু পুরাবৃত্ত আছে,—এই সকল পুরাবৃত্তের অর্থবাদ কল্পনা করিলে কেবল কুতর্কই প্রকাশ হইয়া থাকে।

১৯৯। ইহাতেও (শাস্ত্র প্রমাণ, মহৎ ব্যবহার ও প্রসিদ্ধ ইতিহাসাদির) অর্থবাদ কল্পনা করিয়া কেহ যদি নাস্তিকত্ব প্রকাশ করে, তবে সেই নাস্তিক মত কল্পয়িতাকে উৎকট নরকে পতিত হইতে হয়।

২০০। অহো! সেই মোক্ষ কিরূপ শ্লাঘনীয় হইতে পারে? গো-বিপ্রাদিঘাতী দৈত্যগণ যে মুক্তি লাভ করে এবং মোক্ষপরগণও যাহার নিন্দা করিয়া থাকেন, এতাদৃশ দুষ্টগণের প্রাপ্য মোক্ষ কি শিষ্টগণের গ্রহণীয় হইতে পারে?

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৯৮। তথেতি সমুচ্চয়ে; এতস্য মোক্ষাধিকভক্তি-মাহাত্ম্যনিরূপণস্য, যদ্বা, তেষাং বাক্যব্যবহারাণামনুকূলানি অনুবর্তীনি পুরাবৃত্তানি পুরাতনোপাখ্যানানি চ সন্তি—'তথা হি মুক্তিপদং প্রাপ্তাঃ স্বসুতা দ্বারকাবাসিনা ভগবদ্ভক্তিপরেণ বিপ্রেণার্জুননিন্দাদি চাতুর্যা শ্রীভগবদ্দ্বারা ভক্তিপদং দ্বারকাপুরীমেবানীতাঃ' ইত্যাদীনি, তথা সনকাদি-সদৃশানামেক-তদ্দ্বিতত্রিতাদীনাং ব্রহ্মনিষ্ঠানামপি শ্বেতদ্বীপে পরমযত্নেনাপি ভগবদ্দর্শনালাভাদিবৃত্তানি, তথা পরমোৎকৃষ্টবরবরণার্থং শ্রীভগবতাদিষ্টেন তদীয়-ভক্তাবতাররূপেণ শ্রীপৃথুনা তং সাক্ষাৎস্তুতিবিশেষেণ সন্তোষ্য 'যথা চরেদ্বালহিতং পিতা স্বয়ং, তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিতুম্।' (শ্রীভা ৪।২০।৩১) ইত্যুক্তে সতি শ্রীভগবতোক্তম্—'ময়ি ভক্তিরস্তু তে' (শ্রীভা ৪।২০।৩২) ইত্যাদীনি চ। তস্মাৎ মহতাং বাক্যব্যবহার-প্রামাণ্যাৎ, তথা বহুতরেতিহাস-সত্ত্বাচ্চ অর্থবাদত্বং, তেষাং বাক্যানাং স্তুতিপরমাত্রতা, তস্য কল্পনা নৈব সঙ্গচ্ছতে ঘটতে, সহস্র সহস্রবচনেষ্বর্থবাদত্বকল্পনয়া তস্যাত্যন্তব্যাপকতাদোষপ্রসক্তেঃ, তথা মহতাং বাক্যব্যবহারপ্রামাণ্যাৎ পুরাবৃত্তানাং সত্যত্বাচ্চেতি দিক্॥

১৯৯। অথাপি মহিতাং বাক্যব্যবহারাদ্যনাদরেণাপি আচার্যমাণা বিধীয়মানা নাস্তিকত্বং কল্পয়িতুর্বেদশাস্ত্রবিমুখত্বং বিতন্বতী বিস্তারয়ন্তী বিখ্যাপয়ন্তীত্যর্থঃ; যদ্বা তস্যামেব প্রবর্তমানেন বর্ধয়ন্তী তং নিজপাণ্ডিত্যবিখ্যাপনার্থ প্রৌঢ়িবাদপরং কল্পয়িতারমেতে হ্যর্থবাদা ইতি কল্পয়ন্তং সৈবার্থবাদত্বকল্পনা দুস্তরেদুষ্পরিহরেঽন-বচ্ছিন্নে বা নরকাণামুৎকরে সমূহে ক্ষিপেৎ। তথা চ শ্রীনারদীয়ে—'পুরাণেষু দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্বধর্মপ্রবক্তৃষু॥ প্রবদন্ত্যর্থবাদত্বং যে তে নরকভাজনাঃ॥' ইতি। এতদুক্তং ভবতি। এবং পর্যালোচনয়া অবশ্যমেব তৈর্নিজকুতর্ককর্কশমিথ্যাপ্রৌঢ়িবাদং বিহায়াবিরোধ-প্রকারায় মোক্ষাধিকভক্তিমাহাত্ম্যবিশেষ-প্রতিপাদকঃ কশ্চিৎ পক্ষঃ স্বীকর্তব্যঃ। অন্যথা মহানরকপাত-প্রসঙ্গাদিতি। স চ পক্ষঃ ভগবাংস্তু পরং ব্রহ্মেত্যাদি চতুঃশ্লোক্যা নির্দিষ্টোঽস্ত্যেব। তত্রাপি বিচারেণ কেবলমভাব এব পর্যবস্যতীতি সন্যায়ং পূর্বমেবোদ্দিষ্টমস্তি। এবঞ্চ বহুজন্মসাধিতে মোক্ষোপায়ানাং প্রায়ো বৈয়র্থ্যাপত্তেরলং তৎপ্রয়াসেনেতি তাৎপর্যমলমতি বিস্তরেণ॥

২০০। তত্র প্রকটং ন্যায়ান্তরমপি দর্শয়ন্তি—অহো ইতি দ্বাভ্যাম্। যতো দৈত্যানাং কংসাঘাসুরাদীনামপি দৃশ্যতে সং; মহাদুষ্টপ্রাপ্যত্বেন তস্য শ্লাঘ্যত্বং ন ঘটত ইতি ভাবঃ। দৈত্যাদীনাং পরমদুর্ঘটত্বমেব দর্শয়ন্তি; তৈর্মোক্ষপরৈরেব যে দৈত্যা নিন্দ্যন্তে; কুতঃ? গো-বিপ্রাদিঘাতিনঃ; আদিশব্দেন যজ্ঞ-বেদাদি। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৪।৪০) কংসমন্ত্রিণাং বচনম্—'তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্! ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ। তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্ গাশ্চ হন্মো হবির্দুঘাঃ॥' ইতি। এবমন্যদপ্যন্যেষাং বহুলমস্তি; অতো নিন্দ্যজন-প্রাপ্যত্বেন নিন্দ্যত্বমেব যুক্তমিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯৮। এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের দ্বারা মোক্ষ হইতে ভক্তির অধিক মাহাত্ম্য নিরূপণ করিয়া, অতঃপর সেই সকল শাস্ত্রের বাক্য এবং মহাজন-ব্যবহারের অনুকূলে (মুক্তি হইতে ভক্তির উৎকর্ষ বিষয়ে) বহু বহু পুরাতন উপাখ্যান প্রদর্শিত হইতেছে। যথা, 'কোন সময়ে দ্বারকাবাসী এক ব্রাহ্মণের পুত্র দেহত্যাগানন্তর মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া চাতুরীপূর্বক অর্জুনের ভুজবীর্যের নিন্দা করিয়াছিলেন; আর সেই অর্জুন-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীভগবান সেই ব্রাহ্মণের পুত্রকে মুক্তিপদ হইতে ভক্তিপদরূপ দ্বারকাপুরীতে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন।' তথা, 'সনকাদিসদৃশ কতিপয় ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষিগণ শ্রীভগবদ্দর্শন নিমিত্ত শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু একবার, দুইবার, এমনকি তৃতীয়বার পরম যত্নসহকারে বহু চেষ্টা করিয়াও শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই।' তথা, শ্রীভগবান স্বীয়ভক্ত মহারাজ পৃথুকে পরমোৎকৃষ্ট বর প্রদান করিতে উদ্যত

হইলেও তিনি সেই বর গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছিলেন, 'হে প্রভো! 'বর লও' আপনি এই যে একটি কথা বলিয়াছেন, তাহা জগতের মোহকারিণী। অতএব হে প্রভো! পিতা যেমন আপনা হইতে পুত্রের হিতকামনা করেন, আপনিও সেইরূপ বিবেচনা করিয়া আমায় বরদান করুন।' শ্রীপৃথু এইপ্রকারে স্তব করিলে, শ্রীভগবান বলিলেন, 'হে বৎস! তুমি ভক্তির নিমিত্ত অভিলাষ করিয়াছ, অতএব আমার প্রতি তোমার ভক্তি হউক।' এইসকল মহতের আচরণস্বরূপ প্রমাণমূলক বহু বহু ইতিহাস আছে। এই সকল ইতিহাসের অর্থবাদত্ব কল্পনা করা উচিত নহে। এইরূপ সহস্র সহস্র বাক্যের অর্থবাদত্ব কল্পনা করিলে অত্যন্ত ব্যাপকতা দোষ বা কুতর্কত্বই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

১৯৯। তথাপি যদি কেহ মহতের বাক্য ও ব্যবহারাদির অনাদর করিয়া বেদশাস্ত্র বিমুখতারূপ নিজ প্রৌঢ়িবাদ অর্থাৎ আপনার সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনার্থ অর্থবাদত্ব (ইহা প্রশংসাবাদ মাত্র বলিয়া অর্থান্তর) কল্পনা করেন, তবে সেই কল্পনাই সেই কল্পয়িতাকে উৎকট নরকে পাতিত করে। যথা শ্রীনারদীয়ে—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সর্বধর্মপ্রবক্তা পুরাণ সকলের বাক্যে যাহারা অর্থবাদত্ব কল্পনা করে, তাহাদের নিশ্চয়ই নরকে পতন হয়। এতএব এই সকল শাস্ত্রপ্রমাণ পর্যালোচনা করিয়া নিজ নিজ মতবাদ অর্থাৎ কুতর্ক-কর্কশ মিথ্যা প্রৌঢ়িবাদ পরিত্যাগ করুন এবং অবিরোধে মোক্ষ হইতে ভক্তির অধিক মাহাত্ম্যবিশেষ প্রতিপাদক কোন এক পক্ষ স্বীকার করুন। অন্যথা মহানরকপাত প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোন্ পক্ষ স্বীকার করা কর্তব্য? সেই পক্ষই স্বীকার করা কর্তব্য, যাহা "ভগবাংস্তু পরব্রহ্ম" ইত্যাদি চতুঃশ্লোকী দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যাঁহারা বহু জন্ম ক্লেশ স্বীকার করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা অর্থবাদ কল্পনা পরিত্যাগ বিষয়ে সতর্ক হউন।

২০০। ইহাতেও কেহ যদি সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগের জন্য বলিতেছেন, এ বিষয়ে প্রকট ন্যায়ান্তর দর্শন কর। "অহো! দৈত্য কংস, অঘাসুরাদি মহাদুষ্টস্বভাব অসুরগণ যে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন, সেই মোক্ষ কিরূপে শ্লাঘনীয় হইল? বিশেষতঃ মোক্ষপরায়ণ ব্যক্তিগণও যাহাদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন, সেই নিন্দিতজনের প্রাপ্যবস্তু শিষ্টজনের গ্রহণীয় হইতে পারে কি?" যদি বল, মোক্ষপরগণ তাহাদের কেন নিন্দা করেন? তাহারা সর্বদা গো-বিপ্রকে হনন করে এবং যজ্ঞ বেদাদিও নষ্ট করে। যথা (শ্রীভাঃ) কংসানুচরগণের বাক্য—"হে রাজন! তবে আমরা সর্বভাবে ব্রহ্মবাদিগণকে (বেদবক্তা ব্রাহ্মণসকলকে) তপস্বীগণকে, যজ্ঞকারীগণকে এবং সেই যজ্ঞের হবির্দাতা গাভীসকলকে বিনাশ করিব।" এইরূপ বহুতর প্রমাণ আছে। অতএব নিন্দ্যজন-প্রাপ্য বস্তু নিন্দনীয়ই হইবে।

২০১। সর্বথা প্রতিযোগিত্বং যৎ সাধুত্বাসুরত্বয়োঃ।
তৎ সাধনেষু সাধ্যে চ বৈপরীত্যং কিলোচিতম্॥

মূলানুবাদ

২০১। সাধুত্ব ও অসুরত্ব সর্বথা পরস্পর বিপরীত; সুতরাং সাধুর ও অসুরের সাধন ও সাধ্য বিষয়ে বৈপরীত্য নিশ্চয়ই হইবে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২০১। তদেবাহুঃ—সর্বথেতি। সাধুত্বং ভগবদ্ভক্তত্বমসুরত্বং ভগবদ্দ্বেষ্টৃত্বং, তয়োঃ সর্বথা গুণকর্মাদিনাশেষপ্রকারেণ যদ্‌যস্মাৎ প্রতিযোগিত্বং বৈপরীত্যম্, অতস্তেষাং সাধূনামসুরাণাঞ্চ সাধনেষু উপায়েষু সাধ্যে চ ফলে বৈপরীত্যং কিল নিশ্চিতমুচিতমেব। তত্র সাধূনাং শ্রীভগবচ্চরণাব্জোপাসনং সাধনং, দৈত্যানাঞ্চ তদ্বিপরীতমদ্বৈতাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানম্। সাধ্যা চ সাধূনাং প্রেমভক্তিরেব, দৈত্যানাঞ্চ তদ্বিপরীতা মুক্তিরিতি বিবেকো দ্রষ্টব্যঃ। যচ্চ কৈশ্চিদ্‌ভক্তিফলেন সমং দ্বেষাদিফলমপ্যেকত্রৈব গণ্যতে, তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৮৭।২৩)—'নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদিযন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ। স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ড-বিষক্তধিয়ো, বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥' ইতি, তথা চ সপ্তমস্কন্ধে (শ্রীভা ৭।১।২৯) চ—'কামাদ্দ্বেষাদ্‌ভয়াৎ স্নেহাদ্‌যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্‌গতিং গতাঃ।' ইত্যাদি তচ্চ কেবলং জন্মমরণাদি-সংসারপ্রবাহাভাব-সাম্যাভিপ্রায়েণ, শ্রীভগবৎ-স্মরণ-দর্শন-দয়ালুত্বাদ্যনুভাব-বিখ্যাপনাপেক্ষয়া বেত্যূহ্যম্। যচ্চ নারদেন সপ্তমস্কন্ধে (শ্রীভা ৭।১।২৬)—'যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ। ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥' ইতি দ্বেষঃ শ্লাঘিতস্তত্ত ভক্তিঃ স্বাভাবিকা তৃপ্তিতঃ কেবলং প্রেমগাম্ভীর্যপ্রাগল্‌ভ্যেণ বা বাক্‌পরিপাটী-পাটবমিতি জ্ঞেয়ম্; অন্যথা পরমভাগবতস্য শ্রীযুধিষ্ঠিরস্য সভায়াং তত্রৈব উপবিষ্টস্য মহাপ্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণদেবস্য সাক্ষাৎ পরমভক্তিরস-লম্পটাচার্যস্য তস্য তদনুপপত্তেঃ, যদ্বা, ইদং তন্ময়তারূপং বস্তু ভগবদ্দ্বেষেণৈব সিধ্যেৎ, ন ত্বন্যথেত্যেবং তন্ময়তায়াঃ সাযুজ্য-মোক্ষাভিপ্রায়েণোপহাস-গাম্ভীর্যমিদমিত্যূহ্যম্। তস্যাঃ পরমহেয়ত্বাদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০১। সাধু ও অসুর, এই উভয়ের গুণ-কর্মাদিরূপ অশেষ প্রকারে বৈপরীত্য জানিবে, সুতরাং সাধু ও অসুর এই উভয়ের সাধ্য ও সাধন বিষয়েও বৈপরীত্য

নিশ্চয়ই হইবে। শ্রীভগবৎপদকমলের উপাসনাই সাধুগণের সাধন; তদ্‌বিপরীত আত্মতত্ত্বজ্ঞানই দৈত্যসকলের সাধন। প্রেমভক্তিই সাধুগণের সাধ্য; আর তদ্‌বিপরীত মুক্তিই দৈত্যগণের সাধ্য। কেহ কেহ ভক্তিফলের সহিত ভগবদ্‌দ্বেষভাবের ফলকে সমানরূপে গণনা করিয়া থাকেন। যথা (শ্রীভা) শ্রুতিস্তবে—"হে ভগবন্! প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযমপূর্বক সুদৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ যে তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করেন, আপনার স্মরণপ্রভাবে আপনার দ্বেষকারী অসুরগণও সেই তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর ভুজগেন্দ্র সদৃশ আপনার দীর্ঘভুজযুগলে আসক্তচিত্ত ব্রজবধূগণ আপনার চরণকমল-সুধারস আস্বাদন করেন। অতএব শ্রুতি-অভিমানী সমদর্শী দেবতা যে আমরা, সেই ব্রজবধূগণের অনুগত হইয়া গোপীদেহ লাভ করতঃ আপনার শ্রীচরণ-স্পর্শরূপ সৌভাগ্য লাভ করিব।" তথা, "কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ অথবা উপযুক্ত ভক্তিবশতঃ শ্রীভগবানে মনোনিবেশ করিয়া অনেকে কামাদিজন্য পাপ হইতে মুক্তি লাভানন্তর ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, ভগবদ্‌দ্বেষী ও ভগবদ্ভক্ত এই উভয়েরই তন্ময়তা হেতু জন্ম-মরণাদিরূপ সংসারপ্রবাহ নিবৃত্তি হইয়া যায়, এজন্য সাম্য অভিপ্রায়ে এইপ্রকার উদাহরণ বুঝিয়া লইতে হইবে। অথবা শ্রীভগবানের স্মরণ-দর্শন ও দয়ালুতাদি ভাবের প্রভাব বিখ্যাপন নিমিত্তই উক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবার শ্রীনারদ কর্তৃক সপ্তমস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—বৈরানুবন্ধের দ্বারা মনুষ্য যেরূপ তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, ভক্তিযোগের দ্বারা সেইরূপ তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারে না—ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা। এইপ্রকারে দ্বেষভাবের প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, শ্রীনারদের স্বাভাবিক ভক্তিরস আস্বাদনের তৃপ্তি হইতে প্রেমগাম্ভীর্য-প্রাগলভ্য-হেতু বাক্যের পরিপাটি মাত্র জানিতে হইবে। অন্যথায় পরম মহাভাগবত শ্রীযুধিষ্ঠিরের সভামধ্যে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে পরম ভক্তিরস-লম্পটাচার্য শ্রীনারদের এরূপ উক্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? কিংবা এই তন্ময়তারূপ বস্তু শ্রীভগবদ্দ্বেষদ্বারাও সিদ্ধ হয়। এখানে সাযুজ্যমোক্ষ অভিপ্রায়ে উপহাসগাম্ভীর্য। কেননা ব্রহ্মসাযুজ্যের মত হেয় বস্তু আর কিছুই নাই।

সারশিক্ষা

২০১। ভক্তি ও অদ্বয়-আত্মজ্ঞান এক বস্তু নহে। উভয়ের মধ্যে স্বরূপ, সাধন, ফল, অধিকারগত যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ভক্তিতে মন দ্রবীভূত হয়, সরস হয়, জ্ঞানে চিত্ত শুষ্ক ও কঠোর হয়। ভক্তিতে মন দ্রবীভূত হইয়া ভগবদ-সেবার উপযোগী আকার প্রাপ্ত হয়, আত্মজ্ঞানে অদ্বৈত ভাবনায় ব্রহ্মমাত্র স্ফূর্তি হইলে ধ্যেয় ও ধ্যাতৃস্বরূপের জ্ঞান তিরোহিত হয়। শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির শ্রবণ-কীর্তনই ভক্তির সাধন; কিন্তু জ্ঞানীর সাধন 'তত্ত্বমসি' বাক্যের বিচার। ভক্তের

সাধ্যফল প্রেম, জ্ঞানীর সাধ্যফল অজ্ঞাননিবৃত্তি। ভক্তিতে প্রাণীমাত্রের অধিকার। জ্ঞানে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন কতিপয় সন্ন্যাসীর অধিকার। ভক্তি সাধন ও সিদ্ধি উভয় অবস্থায় পুরুষার্থ বলিয়া ভক্তিতে মানুষের কখনও বিরাগ হইবে না। কিন্তু জ্ঞানীর সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তেই পতনের ভয় আছে।

এখানে 'কাম' বলিতে স্বীয় অভীষ্ট বিষয়ক তৃষ্ণা। তন্ময়তা বলিতে আবিষ্টতা। এই আবেশবশতঃই জীব তদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু কামকলুষ দ্বারা নহে। তদ্রূপ দ্বেষভাবেও আবেশ হেতু ভগবদ্ স্ফূর্তি হইয়া থাকে। দ্বেষভাবের দ্বারা নহে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে ভাবে ভজনা করেন, শ্রীভগবানও তাঁহার নিকট সেই ভাবের উপযুক্তভাবে আবির্ভূত হইয়া সেই ভাবেই নিরন্তর স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। টীকায় উদ্ধৃত "যথা বৈরানুবন্ধেন" শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, শত্রুভাবে শ্রীভগবদভিনিবেশ দ্বারা জীব যত শীঘ্র তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, কেবলমাত্র শাস্ত্র-শাসন ভয়ে বৈধভক্তির অনুষ্ঠান করিলেও তত শীঘ্র তন্ময়তা প্রাপ্ত হন না। এখানে বৈরানুবন্ধি ভাব-সহকৃত প্রগাঢ় ধ্যানের ফল শ্রীভগবদাবেশ; আর সেই আবেশের ফলে সত্বর সিদ্ধিলাভ। এইরূপে ভাবমার্গের উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ বৈরানুবন্ধের দ্বারা যেরূপ ভগবদাবেশ ঘটে, ভাবশূন্য কেবল বিধিভক্তিতে তাদৃশ আবেশ ঘটে না। কিন্তু আবেশশূন্য বুদ্ধিপূর্বক দ্বেষাদি হইতে নরকপাত হয়। যেমন, বেন রাজা। পরন্তু ভাবশূন্য ভক্তির কোন প্রত্যবায় নাই বরং অতি সত্বর ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব দ্বেষভাব উপলক্ষণ মাত্র।

২০২। কৃষ্ণভক্ত্যৈব সাধুত্বং সাধনং পরমং হি সা।
তয়া সাধ্যং তদঙ্ঘ্র্যব্জযুগলং পরমং ফলম্॥

২০৩। তদ্ভক্তিরসিকানান্তু মহতাং তত্ত্ববেদিনাম্।
সাধ্যা তচ্চরণাম্ভোজমকরন্দাত্মিকৈব সা॥

মূলানুবাদ

২০২। কৃষ্ণভক্তির দ্বারাই সাধুত্ব হইয়া থাকে। অতএব যে ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা হয়, তাহাই সাধুত্বের মুখ্য লক্ষণ এবং সেই ভক্তিই ভগবৎপাদপদ্মযুগল প্রাপ্তি বিষয়ে পরম সাধন ও ভক্তির পরম ফল।

২০৩। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসিক তত্ত্ববিদ্ মহৎ সকলের সেই ভক্তি সাধনীয়া হইলেও সাধ্য বলিয়াই জানিবে। অর্থাৎ সাধ্যরূপ এই ভক্তিকেই শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ-মকরন্দস্বরূপা বলিয়া জানিবে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২০২। ননু স্বধর্মাচরণ-জ্ঞানসাধনাদিপরা অপি সাধব উচ্যন্তে? নেত্যাহুঃ—কৃষ্ণেতি। কৃষ্ণস্য ভক্ত্যৈব পরমং সাধুত্বম্, অন্যথা চ গৌণমিত্যর্থঃ। যদ্বা, সাধুত্বং নাম যৎ তৎ কৃষ্ণভক্ত্যৈব ন ত্বন্যথেতি। তথা চ নবমস্কন্ধে (শ্রীভা ৯।৪।৬৩) শ্রীমদম্বরীষোপাখ্যানে দুর্বাসসং প্রতি 'অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ!' ইত্যাদিকমারম্ভে উপসংহারে চ। 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।' (শ্রীভা ৯।৪।৬৮) ইত্যাদি বদতা শ্রীভগবতা স্বভক্তানামেব সাধুত্বমভিপ্রেতমিতি দিক্। হি যতঃ সা ভক্তিঃ তচ্চরণারবিন্দপ্রাপ্তৌ পরমং সাধনঞ্চ। কর্মজ্ঞান-বৈরাগ্যাদীনাং ভক্ত্যারম্ভে তদঙ্গত্বেন গৌণতাপেক্ষয়া তস্যাঃ পরমত্বমুহ্যম্। যদ্বা, পরমমিতি স্বরূপমাত্রানির্দ্দেশঃ। অতস্তয়া পরমসাধনরূপয়া ভক্ত্যা সাধ্যং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্ঘ্র্যব্জযুগলং চরণারবিন্দদ্বয়মেব পরমং ফলম্। অত্রাপি পরমমিতি ব্রহ্মাপেক্ষয়া স্বরূপমাত্রনির্দেশৈনেব বা॥

২০৩। ননু পরমপুরুষার্থ-মোক্ষাধিকত্বেন তস্যা এব ফলত্বমুচিতং, ন তু সাধনত্বং সত্যমিত্যাহুঃ—তদ্ভক্তীতি। তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্র্যব্জযুগলে যা ভক্তিস্তস্যাং যে রসিকা লম্পটাস্তেষামেব। ত্বর্থে চকারঃ পূর্বাপেক্ষয়া বৈশিষ্ট্যং সূচয়তি। অতএব মহতাং মহাশয়ানাং কুতস্তত্ত্বং তদ্ভক্তিস্বরূপং বেদিতুং শীলমেষামিতি তথা তেষাং সা ভক্তিঃ সাধ্যা ফলকরূপৈবেত্যর্থঃ। ননু শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দদ্বন্দ্ব-সাক্ষাৎকার এব সমগ্রায়া ভক্তেরপি ফলমিতি প্রসিদ্ধম্; তত্রাহুঃ—তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চরণাম্ভোজয়োর্যো মকরন্দঃ সারভূতো মধুরসুগন্ধি শীতলরসঃ পরমানন্দবিশেষ ইত্যর্থঃ, তদাত্মিকৈব। অয়মর্থঃ—ভগবতঃ সাক্ষাৎকারে দর্শনমাত্রেণ যৎ সুখং স্যাৎ, ততোঽপ্যধিকাধিকং

তস্য সাক্ষাত্তদীয়বিচিত্রসেবয়া সম্পদ্যত ইতি ভক্তিরেব পরমং ফলম্, এতচ্চাগ্রে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি। এবং বহুধা ব্রহ্মানুভবিনামাত্মারামাণাং জীবন্মুক্তানাং তথা সিদ্ধানামপি দুঃখাভাবমাত্রমেব, শ্রীভগবদ্ভক্তানান্তু বৈকুণ্ঠমগতানামপি পাঞ্চভৌতিকদেহ-ধারিণামপি সান্দ্রসুখবিশেষানুভাবো নিরন্তরং ভগবৎপ্রসাদাৎ সম্পদ্যত ইতি সিদ্ধম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০২। যদি বল, স্বধর্মাচরণ ও জ্ঞানসাধনাদি তৎপর পুরুগণকেও ত' সাধু বলা হয়? এই মত খণ্ডনের নিমিত্ত বলিতেছেন, কৃষ্ণভক্তির দ্বারাই পরম সাধুত্ব অর্জন হইয়া থাকে। কৃষ্ণভক্তি না থাকিলে স্বধর্মাচরণাদি গৌণ সাধুত্বরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অথবা সাধুত্ব বলিতে কৃষ্ণভক্তি, অন্য কিছু হইতে পারে না। তথা নবমস্কন্ধে শ্রীমদ্ অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যানে শ্রীদুর্বাসার প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য—'আমি ভক্তাধীন, ভক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা নাই', ইত্যাদি উপক্রম করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন, —"সাধুগণ আমার হৃদয়, আর সাধুর হৃদয় আমি।" অর্থাৎ সাধুভক্তেরাই আমার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রীভগবান স্বয়ংই নিজ ভক্তের সাধুত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেহেতু, সেই ভক্তিই তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ প্রাপ্তি বিষয়ে পরম সাধন। ভক্তির আরম্ভে কদাচিৎ কর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি ঐ ভক্তিরই অঙ্গত্বরূপে পরিগণিত হয় বলিয়া কর্মজ্ঞানাদির গৌণ সাধুত্ব এবং ভক্তিরই মুখ্য সাধুত্ব জানিতে হইবে। অথবা পরম শব্দে স্বরূপমাত্র নির্দেশ। অতএব পরম সাধনরূপা ভক্তির সাধ্য শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলযুগলকেই পরমফল বলিয়া জানিবে।

২০৩। যদি বল, ভক্তি পরম পুরুষার্থ মোক্ষ হইতেও অধিক; অতএব সেই ভক্তির সাধনত্ব না হইয়া সাধ্যত্ব হওয়াই উচিত, তাহাতেই বলিতেছেন—সত্য, এই ভক্তি সাধ্য ও সাধন। শ্রীকৃষ্ণপদকমলে যে ভক্তি, সেই ভক্তিরসিক অর্থাৎ ভক্তিলোলুপ মহাশয়গণেরই সেই ভক্তি সাধনীয় ও সেই ভক্তিই ফলরূপা অর্থাৎ সাধ্যা। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণচরণকমলযুগলের সাক্ষাৎকারই ভক্তির সমগ্র ফল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে? তাহার রহস্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই সাধ্যরূপা ভক্তিকেই শ্রীকৃষ্ণচরণকমল-যুগলের মকরন্দ অর্থাৎ সারভূত মধুর সুগন্ধি শীতল রসময় পরমানন্দবিশেষ (তদাত্মিকা) বলিয়া জানিবে। ফলিতার্থ এই যে, শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারে যে সুখ হয়, তাহা হইতেও অধিক সুখ তাঁহার বিচিত্র সেবার দ্বারা লাভ হয়, ইহাই ভক্তির পরম ফল বলিয়া জানিবে। ইহা অগ্রে সম্যকরূপে বলা হইবে। এইমত বহু প্রকারে ব্রহ্মানুভবি, আত্মারাম, জীবন্মুক্ত তথা সিদ্ধগণেরও দুঃখাভাবমাত্রই সাধ্য (লাভ) হইয়া থাকে, পরন্তু ভগবদ্ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে গমন না করিলেও অর্থাৎ যথাবস্থিত পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়াও নিরন্তর ঘনীভূত সুখবিশেষ অনুভবাদিরূপ ভগবৎ প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।

**২০৪। সা কর্মজ্ঞানবৈরাগ্যাপেক্ষকস্য ন সিধ্যতি।
পরং শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া তন্মাত্রাপেক্ষকস্য হি॥**

মূলানুবাদ

২০৪। সেই ভক্তি কর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি নিরপেক্ষ, এজন্য কেবল যাঁহারা কর্মাদির অপেক্ষা করেন, তাঁহাদের সেই ভক্তি কদাচ সিদ্ধ হয় না; পরন্তু যাঁহারা কেবল শ্রীকৃষ্ণভক্তিমাত্রের অপেক্ষা করেন, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণকৃপাবলে সেই ভক্তি লাভ করেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

২০৪। সা কথং সিধ্যতীত্যপেক্ষায়াং ভক্তিপরাণাং কর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি-নিরপেক্ষতামাহুঃ—সেতি। 'কর্ম' স্বধর্মাচরণাদিকং, 'জ্ঞানং' আত্মানাত্মাদিতত্ত্ব বোধঃ 'বৈরাগ্যং' বিষয়াদি-বৈতৃষ্ণ্যম্—তেষামপেক্ষকস্য তত্তদাসক্তস্য সা ভক্তির্ন সিধ্যতি ন সম্পদ্যতে, কিন্তু পরং কেবলং শ্রীকৃষ্ণকৃপয়ৈব সিধ্যতীতি। ননু তর্হি শ্রীকৃষ্ণস্য স্বাভাবিকপরম-দয়ালুত্বেন সর্বেষামেব সা কথং ন সিধ্যতি? তত্রাহুঃ—তন্মাত্রং ভক্তিমাত্রং, ন তু কর্ম-জ্ঞানাদি, তৎফলং মোক্ষমপি অপেক্ষতে ইতি তথা তস্যৈব। হি নিশ্চয়ে। এতাদৃশমধিকারিণং প্রত্যেব তস্য তাদৃশী কৃপা স্যাদিতি ভাবঃ। যথোক্তং শ্রীব্রহ্মণা শ্রীদশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।১৪।৮)—'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো, ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে, জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥' ইতি। মুক্তিঃ পরমানন্দাবিভূতিস্তৎস্বরূপং পদং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং, স্থানং, শ্রীভগবচ্চরণো বা তস্মিন্। যদ্বা, মুক্তেঃ পদং ফলং যত্তস্মিন্ ভক্তাবিত্যর্থঃ। যদ্বা, মুক্তৌ পদমঙ্ঘ্রির্যস্য তস্মিন্ ন্যক্কৃতমুক্তিকে ভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, অপবর্গপর্যায়স্য মুক্তিশব্দস্যাত্র পারিভাষিকসংজ্ঞৈব গ্রাহ্যা। তথা চ পঞ্চমস্কন্ধে (শ্রীভা ৫।১৯।১৯)—'অপবর্গশ্চ ভবতি যোঽসৌ ভগবতি সর্বভূতাত্মন্যনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্তভক্তিযোগ লক্ষণঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—'আত্মনি ভবমাত্ম্যং রাগাদি, তদ্রহিতেঽনিরুক্তে বাচামগোচরে, অনিলয়নে অনাধারে, অনন্যনিমিত্তোঽহৈতুকো ভক্তিযোগ এব লক্ষণং স্বরূপং যস্য সঃ।' শ্রীভগবদ্বচনঞ্চৈকাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১১।২০।৩৫)—'নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্। তস্মান্নিরাশিষো ভক্তিনিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—'পরং কেবলমুৎকৃষ্টং বা নৈরপেক্ষ্যং বিষয়ভোগাদিনিরপেক্ষত্বমেব। যদ্বা, বিষয়ভোগাদিনিরপেক্ষেণ জনেন সাধ্যং যৎ পরমং বস্তুতদেব অনল্পকং মহৎ নিঃশ্রেয়সং মোক্ষমিত্যর্থঃ। তস্মান্নিঃশ্রেয়সাৎ সকাশাৎ নিরাশিষো নিষ্কামস্য অতএব নিরপেক্ষস্য তদুপায়জ্ঞান-বৈরাগ্যাদ্যপেক্ষাহীনস্য জনস্য

মে মদীয়া ভক্তির্ভবেৎ সিধ্যতীতি।' যচ্চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সগরং প্রত্যৌর্বেণোক্তং—'বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্।।' ইতি। অস্যার্থঃ—'বর্ণাশ্রমাচারঃ স্বধর্মস্তদ্‌বতা পুরুষেণ বিষ্ণুরারাধ্যত এব, ন চান্যৎ কিঞ্চিৎ সাধ্যতে; নাপি তেনৈব কৃতকৃত্যতয়া সর্বত উপরম্যত ইত্যর্থঃ। এবং বর্ণাশ্রমাচারাণাং বিষ্ণোরারাধনমেব ফলমিতি পর্য্যবসিতম্। কুতঃ? অন্য আরাধনাৎ পরঃ পন্থাঃ কর্মজ্ঞানাদিমার্গস্তস্য বিষ্ণোস্তোষকারণং ন স্যাৎ, নোচেৎ স্বাতন্ত্র্যেণ তেষাং তত্তোষকারণত্বাযোগ্যত্বাদ্‌ভক্ত্যনুসরণং বিনা বৈয়র্থ্যাপত্তিরেব স্যাৎ ইতি। অতস্তদ্‌বচনং—'শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞা যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্রোহী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণব।।' ইত্যাদিকমন্যমপি তাদৃশং বর্ণাশ্রমাচারাণাং ভক্তিপ্রবৃত্তি-হেতুত্বেন প্রথমং পরিত্যাগাযোগ্যত্বাৎ সর্বথা তত্ত্যাগনিরসনার্থকং, কিংবা প্রবৃত্তিপরবেদমার্গরক্ষার্থকং কিংবা ভক্তিবিষয়কাপেক্ষাশ্রদ্ধাবিশেষরহিত-জনবিষয়ক-মিতি বোদ্ধব্যম্। সর্বত্রৈব কর্মণাং সাবধিত্বাদি-শ্রবণাদভক্তিপরাণাং কর্মাদিলোপেনাপি পাতিত্যাদিদোষানুৎপত্তেঃ। তদুক্তং শ্রীভগবতৈব পদ্মপুরাণে—'মৎকর্ম কুর্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্ যদি। তেষাং কর্মাণি কুর্বন্তি তিস্রং কোট্যো মহর্ষয়ঃ।।' ইতি। তথা তত্রৈব দেবদ্যুতি-স্তুতৌ—'যস্মিন্ জ্ঞাতে ন কুর্বন্তি কর্ম চৈব শ্রুতীরিতম্। নিরেষণা জগন্মিত্রাঃ শুদ্ধং ব্রহ্ম নমামি তম্।।' ইতি। জ্ঞাতেঽপি, কিং বক্তব্যম্ আশ্রিতে সেবিতে বা সতীতি তথৈকাদশস্কন্ধেঽপি (শ্রীভা ১১।২০।৯)—'তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।' ইতি। কর্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি বা-শব্দোঽত্রান্যনিরপেক্ষতয়া অস্য পক্ষস্য বৈশিষ্ট্যং সূচয়তি—'মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা, বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।' 'যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থাঃ' (শ্রীভা ৫।৫।২-৩) ইতি বৎ। শ্রদ্ধা বিশ্বাসঃ; কিঞ্চ, 'ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ। সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্।।' (শ্রীভা ১১।২০।৩৬) ইতি। গুণদোষৈর্বিহিত-প্রতিষিদ্ধৈরুদ্ভবো যেষাং তে গুণাঃ পুণ্যপাপাদয় ইতি। শ্রীশিবেনাপি—'স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতু চিৎ। সর্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।।' ইতি। অস্যার্থঃ—কদাচিদপি ন বিস্মর্তব্যঃ। এতয়োঃ স্মরণ-বিস্মরণয়োরেব কিঙ্করা অধীনাঃ। স্মৃতাবেব সর্ববিধয়ঃ তৎকৃতাশেষপুণ্যানি, বিস্মৃতাবেব সর্বে নিষেধাঃ তৎকৃতাশেষপাপানি ভবন্তীতি। অতস্তত্রৈব যত্নঃ কার্যঃ, ন চান্যত্র ইতি ভাবঃ।।

টীকার তাৎপর্য্য

২০৪। আচ্ছা, সেই ভক্তি কিরূপে সিদ্ধ হয়? বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা কর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদির অপেক্ষা করেন, তাঁহাদের সেই ভক্তি কদাচ সিদ্ধ হয় না।

এখানে কর্ম বলিতে স্বধর্মাচরণাদিরূপ কর্ম, জ্ঞান বলিতে আত্ম-অনাত্মাদি তত্ত্ববোধরূপ জ্ঞান; বৈরাগ্য বলিতে আত্ম-অনাত্মাদি তত্ত্ববোধরূপ জ্ঞান; বৈরাগ্য বলিতে বিষয়াদির প্রতি বিতৃষ্ণা। যাঁহারা এই সকলের অপেক্ষা ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমাত্রের অপেক্ষা করেন, অর্থাৎ সেইরূপ ভক্তিবিষয়ে আসক্ত, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণকৃপাবলে সেই ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যদি বল, স্বভাবতঃ পরমদয়ালু শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সকলেরই সেই ভক্তি কি জন্য সিদ্ধ হয় না? ইহার রহস্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমদয়ালু হইলেও সকলকে ভক্তিফল প্রদান করেন না। যাঁহারা কর্ম-জ্ঞানাদিরূপ সাধন এবং তাহার ফল স্বর্গ ও মোক্ষাদি সর্বপ্রকার সাধ্যফল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তিমাত্র প্রার্থনা করেন, এইরূপ অধিকারীবিশেষকেই তিনি নিশ্চয়ই ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। যথা (দশমস্কন্ধে) শ্রীব্রহ্মার বাক্য—"যিনি আপনার কৃপার প্রভাব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া কেবল কৃপার প্রতীক্ষায় স্বকৃত কর্মফল ভোগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কায়-মনো-বাক্যে আপনার পাদপদ্মে নিরন্তর প্রণামপূর্বক জীবন ধারণ করেন, তিনিই মুক্তিপদ লাভের অধিকারী হন।" অর্থাৎ জীবিত না থাকিলে যেমন পৈতৃক ধনে দায়-ভাক্ (অধিকার) থাকে না, সেইরূপ ভক্তিজীবন ব্যতীত মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। এখানে মুক্তি শব্দে পরমানন্দবিভূতি এবং তৎস্বরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্য-পদ বা শ্রীভগবানের শ্রীচরণ; অথবা মুক্তির পদ-ফল যে ভক্তি; কিংবা মুক্তির উপর পদ যাঁহার, সেই ন্যক্কৃত মুক্তিকের প্রাপ্য যে ভক্তিমার্গ; অথবা মুক্তি-শব্দের অপরপর্যায় বা পারিভাষিক সংজ্ঞা অপবর্গ। পঞ্চম স্কন্ধে অপবর্গ প্রাপ্তির লক্ষণ কথিত হইয়াছে যে, বর্ণবিধান অনুসারে মানবগণের এই ভারতবর্ষে সেই অপবর্গ লাভ হয়। জীবসকলের নানাগতির কারণ যে অবিদ্যাগ্রন্থি, তাহার ছেদনদ্বারা যখন বিষ্ণুভক্তসহ প্রকৃষ্টযোগ হয়, তখনই সর্বভুতাত্মা, অনাত্মা অনিরুক্ত, অনিলয়ন ভগবান্ বাসুদেবে
প্রকৃষ্টযোগ হয়, তখনই সর্বভূতাত্মা, অনাত্মা অনিরুক্ত, অনিলয়ন ভগবান্ বাসুদেবে
অনন্য নিমিত্ত (অহৈতুক) ভক্তিযোগ লক্ষণ অপবর্গ সিদ্ধি হয়। অতএব অপবর্গ অর্থে ভক্তি। সেই প্রকার একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদ্বাক্য—নৈরপেক্ষ, যাহা পরম উৎকৃষ্ট এবং বিষয় ভোগাদির অপেক্ষারহিত অথবা বিষয় ভোগাদি-নিরপেক্ষজনের সাধ্য যে পরম বস্তু, তাহাই মহৎ নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ; অতএব যাঁহারা নিষ্কাম ও নিরপেক্ষ, অর্থাৎ সেই মুক্তির উপায় জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির অপেক্ষারহিত ও কামনাশূন্য, তাঁহারাই আমার ভক্তির অধিকারী, অর্থাৎ জ্ঞানাদি নিরপেক্ষ কামনাশূন্য ব্যক্তিরই আমার প্রতি ভক্তি জন্মিবে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সগরের প্রতি শ্রীঔর্বমুনির উক্তি—যথা, 'পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্ন পুরুষ-কর্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন শ্রীবিষ্ণুর প্রীতি সাধনের অন্য উপায় নাই।' কারণ, বর্ণাশ্রমীর স্বধর্ম হইতেছে বিষ্ণুর আরাধনা, সুতরাং অন্যান্য সাধনসমূহ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর আরাধনারূপ

বর্ণাশ্রমধর্ম পালনে নিজেকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিবেন; তাহা হইলেই বর্ণাশ্রমের ফল যে বিষ্ণু আরাধনা, তাহা সম্যক্ সিদ্ধ হইবে। যেহেতু, বিষ্ণু আরাধনা ব্যতীত বর্ণাশ্রমাচাররূপ কর্ম-জ্ঞানাদির অনুষ্ঠান করিলে তদ্দ্বারা ভগবদ্-তোষণ হইবে না। এইরূপে বর্ণাশ্রম ধর্মে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই ফলরূপে পর্য্যবসিত হইতেছে। অতএব শ্রীবিষ্ণু আরাধনা ব্যতীত কেবল বর্ণাশ্রমাচার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতেছে। এইপ্রকার অজাতদৃঢ়শ্রদ্ধ ভক্তির অনধিকারীর প্রতি শ্রীভগবানের উপদেশ এই যে, 'শ্রুতি-স্মৃতি আমার আজ্ঞা, যিনি শ্রৌত-স্মার্তবিধিরূপ আমার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেন, তিনি আমার আজ্ঞাচ্ছেদী বলিয়া আমার বিদ্বেষী, অতএব তিনি আমার ভজনা করিলেও বৈষ্ণব নহেন।' এই শ্রীভগবদ্‌বাক্যের তাৎপর্য এই যে, তাদৃশ বর্ণাশ্রমাচারবান ব্যক্তির ভক্তিমার্গে প্রবেশের নিমিত্ত কোন কোন স্থলে অর্থাৎ গুণীভূতাভক্তি প্রসঙ্গে এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অথবা প্রবৃত্তিপর বেদমার্গ রক্ষার নিমিত্ত শ্রীভগবান এইরূপ শাসনবাণী প্রয়োগ করিয়াছেন। কিংবা ভক্তিবিষয়ে যে শ্রদ্ধার অপেক্ষা দেখা যায়, সেই শ্রদ্ধারহিত ব্যক্তিগণের প্রতি এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, জানিতে হইবে। যেহেতু, সর্বত্রই কর্মের সাবধিত্ব শুনা যায়, পক্ষান্তরে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণের কর্মত্যাগে পাতিত্যাদি দোষস্পর্শের কথা শুনা যায় না। পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "আমার কর্মকারীর (ভক্তি অনুশীলনকারীর) যদি ক্রিয়ালোপ হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত ত্রিশকোটি বেদপারগ মহর্ষি নিযুক্ত আছেন।" আবার ইহার পরেই দেবদ্যুতিস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে, "যাঁহাকে জানিলে শ্রৌত কর্মসকলের নিবৃত্তি হয়। অর্থাৎ আর কর্ম করিতে হয় না। সেই পরব্রহ্মকে জানিয়া যাঁহারা সকল প্রকার কামনা ত্যাগপূর্বক সমস্ত জগজ্জীবের প্রতি মৈত্রভাব পোষণ করতঃ ভগবানের ভজনা করেন, এবং শ্রীভগবানও সেই নির্মলাত্মা সাধুগণের ভজনীয় হইয়া থাকেন, আমি সেই পরব্রহ্মকে প্রণাম করি।" তাঁহাকে জানিবার কথা দূরে থাকুক, কোনপ্রকারে একবার আশ্রয় করিলেই শ্রৌতবিধিরূপ বর্ণাশ্রমাধিকার নিবৃত্তি হয়। যথা, (শ্রীভা) শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "যে পর্যন্ত চিত্তে বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত না হয়, কিংবা আমার কথা শ্রবণাদি বিষয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক না হয়, সেই পর্যন্ত কর্ম সকল অনুষ্ঠান করিবে।" এখানে কর্ম বলিতে শাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্মসকল। 'বা' শব্দে অন্য সমস্ত করণীয় বিষয়ে নিরপেক্ষ হওয়া। ইহাতে কর্ম-জ্ঞানাদি ত্যাগ পক্ষেরই বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতেও লিখিত আছে, "তাঁহারাই মহান্ত, যাঁহারা সকলের সুহৃৎ, প্রশান্ত, অক্রোধ, সদাচারী এবং সর্ব প্রাণীকেই সমান দেখেন, (তাঁহারাই মহৎ)"। "আমি ঈশ্বর, যাঁহারা আমাতে সৌহৃদ্য করিয়া থাকেন এবং তাহাকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই মহৎ।" এইমত শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস জানিবে। আরও বলিতেছেন, আমার একান্ত ভক্ত অর্থাৎ সমচিত্ত সাধুদিগের

বিধি-নিষেধোৎপন্না পুণ্য-পাপাদি সম্ভব হয় না। যেহেতু, তাঁহারা বুদ্ধির পরপারে অবস্থিত। অর্থাৎ মায়াতীত যে আমি, আমার গুণ-লীলায় আবিষ্টচিত্ত। শ্রীশিবও বলিয়াছেন,—"সতত বিষ্ণুস্মরণ করিবে, কখনই বিস্মৃত হইবে না। সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইয়ের কিঙ্কর।" অতএব সর্বদা বিষ্ণুস্মরণই বিধি, বিস্মরণই নিষেধ! এই বিধি ও নিষেধের অধীন শাস্ত্রোক্ত সমুদয় বিধি ও নিষেধ; কাজেই বিষ্ণুস্মরণ করিলেই সমস্ত বিধি পালন হয়, এজন্য সর্বপ্রকার বিধিপালনের ফল লাভ হয়। আর বিস্মৃত হইলে শাস্ত্রনিষিদ্ধ সমুদয় পাপের ভাগী হইতে হয়। অতএব সর্বদা যত্নসহকারে বিষ্ণুস্মরণ করিবে! আর অন্য কোন কিছুই করিবে না।

সারশিক্ষা

২০৪। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমে অবস্থান করতঃ শাস্ত্রবিহিত যে ধর্মের আচরণ করা হয়, তাহাই বর্ণাশ্রমাচার। ঐ ধর্মপালন হইতে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তি হয়—এই উপক্রম করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন, শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রম ধর্মরূপ কর্মযোগ সেই পর্যন্ত অনুষ্ঠান করিতে হইবে; যে পর্যন্ত চিত্তের বিশুদ্ধি পরিসম্পন্ন না হয়। অতএব কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় বলিয়া তাহাও সাধনপর্যায়ভুক্ত হইয়াছে; কিন্তু ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা হইলে আর শাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্মানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না। অতএব দুই প্রকারে সাধনের সীমা নির্দেশ করিলেন; এক চিত্তশুদ্ধি, অপর ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা। তাহার পরেই বলিতেছেন, চিত্তশুদ্ধির ফলে সমস্ত বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া সর্বদা শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিলেই সমস্ত বিধিপালন করা হয়। এমনকি, সর্বদা শ্রীবিষ্ণুর স্মরণেই রত থাকিবে, অন্য বিষয় স্মরণ করিবে না এবং অন্য উপায়ও অবলম্বন করিবে না—ইহাই ভক্তিযোগ। এতদ্দারা কর্ম ও জ্ঞানযোগের শেষ সীমা যে ভক্তি, তাহাই প্রতিপাদিত হইল। অতএব সংসারে প্রবিষ্ট মনুষ্যদিগের ইহা হইতে মঙ্গলদায়ক অন্য পথ নাই।

আর পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহারা স্বরূপতঃ পুরুষার্থ নহে, পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায়রূপে পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, পরন্তু ভক্তি স্বতঃই পুরুষার্থরূপা; যেহেতু, ভক্তি সুখরূপা। অতএব ভক্তির সাহচর্য কর্ম-জ্ঞানাদির অনুশীলন হইতে সুখ লাভ হইয়া থাকে বলিয়া ভক্তিই একমাত্র 'সাধুত্বের' হেতুরূপে কথিত হইয়াছে।

**২০৫। কর্মবিক্ষেপকং তস্যা বৈরাগ্যং রসশোষকম্।
জ্ঞানং হানিকরং তত্তচ্ছোধিতং ত্বনুযাতি তাম্॥**

মূলানুবাদ

২০৫। কর্ম ভক্তির বিক্ষেপক, বৈরাগ্য রসশোষক, জ্ঞান ভক্তির হানিকর, তবে উক্ত কর্ম-জ্ঞানাদি শোধিত অর্থাৎ ভক্তির অনুগামী হইলে কোন কোন সময়ে শ্রেয়ঃসাধন করিয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২০৫। অতএব ভক্তিবিরুদ্ধং কর্মাদিকং সর্ব্বং ভক্তিপরৈস্ত্যাজ্যমেবেত্যাশয়েনাহুঃ—কর্মেতি। তস্যা ভক্তে র্বিক্ষেপকং নানাব্যাপারশতেন চালকং, বৈরাগ্যঞ্চ সর্ব্বনিরপেক্ষত্বং তস্যা রসস্য তদ্বিষয়করাগস্য শোষকম্। ভগবৎসেবায়ামপি নির্ব্বিণ্ণতাদোষপ্রসক্তেঃ সা চাযুক্তৈব। 'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ' (শ্রীভা ১১।২।৪২) ইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্তেরন্যত্রৈব বিরক্তেরুক্তত্বাৎ জ্ঞানন্তু তস্যা হানিকরং ক্ষীণতাপাদকমাত্মতত্ত্বাদিবোধেন নিস্তীর্ণম্মন্যতাপত্ত্যা ভক্ত্যপ্রবৃত্তেঃ। অতএব শ্রীভগবতোক্তমেকাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১১।২০।৩১-৩৩)—'তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥ যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥' ইতি। প্রায় ইত্যনেন কদাচিৎ কিঞ্চিদ্‌বৈরাগ্যং জ্ঞানং কর্ম চ শ্রেয়ঃসাধনং ভবেদিতি শ্রীভগবতা যৎ সূচিতং, তদেব দর্শয়ন্তঃ কর্মাদীনামপি ভক্তিপরত্বেন সার্থকমাহু—তত্তদিতি। কর্ম বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ শোধিতং তত্তন্মলহীনতাং নীতং সৎ তাং ভক্তিমনুযাতি অনুবর্ততে, ভক্তেঃ প্রথমসাধনাঙ্গতাং ভজতীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগবাশিষ্ঠে—'জন্মান্তরসহস্রেষু তপোদানসমাধিভিঃ। নরাণাং ক্ষীণপাপানং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে॥' ইতি। তত্রৈবং বিবেচনীয়ম্—কর্মণস্তত্তৎকামফল-নিরসনেন কেবলং ভগবৎপ্রীতয়ে তদর্পণেন শোধনং, বৈরাগ্যস্য চ মোক্ষেঽপি বৈতৃষ্ণ্যেণ ভগবৎসেবাদিরাগানুবর্তনেন, জ্ঞানস্য চ অদ্বৈতাত্মতত্ত্ববোধাদিত্যাগেন কেবলং ভগবদীয়ত্বৈনৈবাত্মমননেন শ্রীভগবদ্ভক্তিমহিম-নির্ধারণাদিনেতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০৫। অতএব ভক্তিবিরুদ্ধ কর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি ভক্তিপরগণের সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, কর্মসকল ভক্তির বিক্ষেপক অর্থাৎ কর্মাঙ্গের

শত শত ব্যাপারে চিত্ত চঞ্চল হইলে ভক্তি হানি হয়। সর্বনিরপেক্ষস্বরূপ বৈরাগ্যে ভক্তিরস শুষ্ক হয়। অর্থাৎ ভক্তিবিষয়ক রাগ পর্যন্ত শোষণ করে, এজন্য ভগবৎ সেবাতেও নির্বিণ্ণতা দোষ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয়। অতএব ভক্তিবিরুদ্ধ কর্ম ও বৈরাগ্যাদির সংমিশ্রণ অযুক্ত। যেহেতু, ভক্তি, পরেশানুভব ও অন্যত্র বিরক্তি উৎপাদক। অর্থাৎ ভোজনকারী ব্যক্তির যেমন প্রতি গ্রাসেই সুখ, উদরপূরণ ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তেমন ভক্তের ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবৎস্বরূপের স্ফূরণ এবং অন্যত্র বিরাগ—এই তিন সমকালেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ জ্ঞানও ভক্তির হানিকর, কারণ, ভক্তিবৃত্তিকে ক্ষীণ করে। অর্থাৎ আত্মতত্ত্বাদি বোধ হইলেই জ্ঞানীর ধারণা হয় যে, 'আমি নিস্তীর্ণ হইলাম, অর্থাৎ জীবন্মুক্তদশা প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছি' এজন্য ভক্তিবিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না। তজ্জন্যই একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "সেই কারণে (ভক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট পরমপুরুষার্থ বলিয়া) আমাতে ভক্তিসম্পন্ন এবং আমারই স্বরূপভূত (মদাত্মক) ভক্তের পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না। বহুবিধ কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সমাধি, দান জনিত ধর্ম এবং অপরাপর শ্রেয়স্কর কার্য দ্বারা লোকে যে সমস্ত ফল লাভ করে, আমার ভক্তজন কেবল আমাতে ভক্তিদ্বারা সেই সমস্ত ফল—এমনকি স্বর্গ, মোক্ষ, কিংবা আমার ধামও যদি কোন প্রকারে কামনা করে তবে তাহাও পাইতে পারে।" এই প্রমাণের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, "জ্ঞান ও বৈরাগ্য 'প্রায়ই' শ্রেয়স্কর হয় না।"—এই ভগবদ্বাক্যের 'প্রায়' শব্দের অভিপ্রায় এই যে, কদাচিৎ কোন সময়ে কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য, জ্ঞান, কর্মও শ্রেয়সাধক হইয়া থাকে। কোন্ সময়ে শ্রেয়সাধক হইয়া থাকে? কর্মাদি ভক্তিপর হইলেই সার্থক হইয়া থাকে। উক্ত কর্ম, বৈরাগ্য, জ্ঞান শোধিত অর্থাৎ তত্তৎ মলহীনতা হইলেই ভক্তির অনুগামী হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভক্তির প্রথম সাধনাঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে—"যাঁহারা সহস্র সহস্র জন্ম দান ও সমাধি অবলম্বনে তপস্যা করিয়াছেন, সেই ক্ষীণপাপ বিশুদ্ধ জনেরই শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।" এবিষয়ে বিচার এই যে, যাঁহারা কর্মফল ভোগকামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবৎ প্রীতির নিমিত্ত কর্মের অনুষ্ঠান করতঃ ভগবানে সমর্পণ করেন,তাহাদের আচরিত সেই কর্মকে শোধিত কর্ম বলে, আর বৈরাগ্যশোধন বলিতে মোক্ষতৃষ্ণা পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া ভগবৎ সেবা বিষয়ে তৃষ্ণার অনুগামী হওয়া। জ্ঞানশোধন বলিতে অদ্বৈত-আত্মতত্ত্ববোধাদি ত্যাগ করিয়া কেবল ভগবদীয় দাসত্ব-মননের সহিত শ্রীভগবদ্ভক্তিমহিমা নির্ধারণাদি বুঝিতে হইবে।

২০৬। আত্মারামাশ্চ ভগবৎকৃপয়া ভক্তসঙ্গতঃ।
সন্ত্যজ্য ব্রহ্মনিষ্ঠত্বং ভক্তিমার্গং বিশন্ত্যতঃ॥

মূলানুবাদ

২০৬। আত্মারাম মুনিগণ ভগবৎ-কৃপাবলে ভক্তসঙ্গ লাভ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা পরিত্যাগ পূর্বক ভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২০৬। অতোঽস্মান্মুক্ত্যধিকাধিক-ভক্তিমাহাত্ম্যাদ্ধেতোঃ। অপ্যর্থে চকারঃ। আত্মারামা অপি ব্রহ্মণি নিষ্ঠাং সমাধিনা তদনুভবস্থিরতাং পরিতঃ সর্বভাবেন ত্যক্ত্বা ভক্তিমার্গমেব প্রবিশন্তি, মুক্তিং দূরতো বিহায় ভক্তিং কুর্বন্তীত্যর্থঃ। উক্তঞ্চোদ্ধবেন শ্রীভগবন্তং প্রতি একাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১১।১৯।৩) 'অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং, হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন!' ইতি। ননু তেষাং এবং কুতঃ সিধ্যেত্তত্রাহঃ—ভগবতঃ কৃপয়া যো ভক্তৈঃ সঙ্গস্তস্মাদিতি। অয়মর্থঃ—কেচিদ্দাত্মারামা নিজভক্তিভক্তজনমহিম-প্রকটনব্যগ্রেণ ভগবতা কথঞ্চিদনুগৃহীতাঃ সন্তস্তদ্ভক্তজনসংঙ্গং প্রাপ্য তৎপ্রভাবেণ জাতপরমসূক্ষ্মবিচারচাতুর্য্যা মুক্তেস্তুচ্ছতামাকলয্য তাং সপরিকরাং দূরতঃ পরিহৃত্য ভগবদ্গুণমহিমাকৃষ্টা ইব ভক্তিমার্গং প্রবিশ্য বহুধা ভগবন্তং ভজন্তীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০৬। অতএব মুক্তি হইতেও অধিকাধিক ভক্তির মাহাত্ম্য হেতু আত্মারামগণও ব্রহ্মনিষ্ঠা, এমনকি সমাধিলব্ধ ব্রহ্মস্থিরতা পর্যন্ত সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ মুক্তি দূরে পরিহার করিয়া ভক্তি করিয়া থাকেন। একাদশ স্কন্ধে শ্রীউদ্ধব শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন,—"হে কমললোচন! ব্রহ্মানুভবি পরমহংসগণ তোমার সর্বানন্দপ্রসরণশীল পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।" যদি বল, তাঁহাদের কিজন্য এরূপ প্রবৃত্তি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন, ভগবৎকৃপাবলে ভক্তসঙ্গ লাভ হইলে এইরূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। তাৎপর্য এই যে, শ্রীভগবানের স্বভাব এই যে, তিনি নিজভক্তি ও ভক্তজন মহিমা-প্রকটনে ব্যগ্র, তজ্জন্য কখন কখন আত্মারামগণও অনুগৃহীত হইয়া থাকেন। এজন্য আত্মারামগণ ভক্তজনের সঙ্গলাভ করিয়া থাকেন। আর সেই সঙ্গ-প্রভাবজাত পরমসূক্ষ্ম বিচার চাতুর্যদ্বারা মুক্তির তুচ্ছতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া সমস্ত সাধনসামগ্রীর সহিত মুক্তিকে দূরে পরিহার করেন এবং শ্রীভগবানের গুণমহিমাদ্বারা আকর্ষিত হইয়া ভক্তিমার্গে প্রবেশ করতঃ বহুভাবে শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন।

২০৭। মুক্তাশ্চাস্য তয়া শক্ত্যা সচ্চিদানন্দদেহিতাম্।
প্রাপিতাস্তে ভজন্তে তং তাদৃশৈঃ করণৈর্হরিম্॥

মূলানুবাদ

২০৭। মুক্তসকলও ভগবদ্‌শক্তি-প্রভাবে সচ্চিদানন্দময় দেহ লাভ করতঃ সেই অপ্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ শ্রীহরির ভজন করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২০৭। ননু বিনা দেহেন্দ্রিয়াদিকং শ্রবণ-কীর্তন-বন্দনার্চনাদিভক্তির্ন সম্ভবেদেব, তত্র জীবন্মুক্তানাং ব্রহ্মনিষ্ঠানাং দেহস্য বিদ্যমানত্বাৎ সা ঘটতাং নাম, প্রাপ্তমোক্ষাণাস্তু সিদ্ধানাং ব্রহ্মণি লয়েন দেহাদ্যভাবাৎ কথং সা ঘটতাম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহুঃ—মুক্তা ইতি। তে পূর্বোক্তপ্রকারা ব্রহ্মণি লয়েনাপি ভিন্নত্বেনৈব বর্তমানাঃ মুক্তাঃ সিদ্ধমুক্তিকা, অতএব ষষ্ঠস্কন্ধে (শ্রীভা ৬।১৪।৫)—'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥' ইত্যত্র সিদ্ধানামিতি প্রয়োগাৎ। তত্র তদাদাবেব কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতীতি। এবমন্যদপি বহুলং তত্র তত্রানুসন্ধেয়ম্। ত্বর্থে চকারঃ। পূর্বতো ভেদাপেক্ষয়া তয়া অনাদিসিদ্ধয়েত্যাদিনা পূর্বোক্তয়া অস্য ভগবতঃ শক্ত্যা সচ্চিদানন্দময়ীং দেহিতাং দেহমিত্যর্থঃ, প্রাপিতাঃ সন্তস্তাদৃশৈঃ দেহানুরূপৈঃ সচ্চিদানন্দময়ৈর্ন তু প্রাকৃতৈরিত্যর্থঃ। করণৈরিন্দ্রিয়ৈঃ কৃত্বা তং ভগবন্তং হরিং পরমাকর্ষকগুণমহিমানং ভজন্তে, শ্রবণ-কীর্তনাদিনা সেবন্তে॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০৭। এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, সিদ্ধমুক্তগণ ভগবদ্ভজন করেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয়াদি না থাকায়, তাঁহারা কিরূপে শ্রবণ-কীর্তন-বন্দন ও অর্চনাদি ভক্তির অনুষ্ঠান করিবেন? যদিও জীবন্মুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠগণের দেহ বিদ্যমান থাকে বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু প্রাপ্তমোক্ষ সিদ্ধগণ ব্রহ্মে লয় হেতু দেহেন্দ্রিয়াদি বিরহিত, অতএব তাঁহাদের দ্বারা ভগবদ্ভজন কিরূপে সম্ভব হইবে? হে মহাভাগ! এরূপ আশঙ্কা করিও না। মুক্তসকল (পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে) ব্রহ্মে লয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন সত্তায় বিদ্যমান থাকেন। অতএব (শ্রীভা) শ্রীশুকদেবের প্রতি শ্রীপরীক্ষিতের বাক্য—"কোটি কোটি সিদ্ধমুক্তগণের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তচিত্ত ভক্ত অতি দুর্লভ।" এই শ্লোকে 'সিদ্ধানাং' শব্দ প্রয়োগ হেতু জানা যাইতেছে যে, সিদ্ধগণও ভগবদ্ ভজন করেন এবং সেই 'সিদ্ধমুক্তগণের মধ্যে' এই বাক্যের দ্বারা

জানা যাইতেছে যে, তাঁহারা ব্রহ্মে লয় হইলেও পৃথক সত্তায় বর্তমান থাকেন, এইরূপ বহু বহু প্রমাণ আছে। আর এইরূপ ভেদ-অপেক্ষায় 'অনাদিসিদ্ধ' ইত্যাদি শব্দের অর্থ পূর্বেই বলা হইয়াছে! মুক্তসকলও ভগবদ্শক্তি-প্রভাবে সচ্চিদানন্দময় দেহলাভ করিয়া তাদৃশ অর্থাৎ অপ্রাকৃত দেহানুরূপ ইন্দ্রিয়াদি সমূহ দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির পরমাকর্ষক গুণ-মহিমাদির ভজনা করিয়া থাকেন। প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়-দ্বারা ভগবদ্ভজন হয় না। কাজেই মুক্তগণও অপ্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন।

২০৮। স্বারামতা ত্বহঙ্কারত্যাগমাত্রেণ সিধ্যতি।
সুকরোঽতীব তত্ত্যাগো মতস্তত্ত্ববেদিভিঃ॥

মূলানুবাদ

২০৮। অহঙ্কারের ত্যাগ মাত্রে যে আত্মারামতা সিদ্ধ হয়, সেই অহঙ্কার ত্যাগ অতীব সুখখর। ইহা তত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২০৮। ননু ভক্তিং বিনা ন কিঞ্চিৎ সিধ্যতীতি ভক্তিপরাণাং মতম্; তত্রাপি ব্রহ্মলোকাদি-মহাবিভূতিপ্রাপ্তেঃ সকাশাদপ্যাত্মারামত্বমুৎকৃষ্টং ফলং কথং ভক্তিং বিনা সিধ্যেৎ? ভক্ত্যৈবেতি চেৎ 'আত্মারামা ভক্তা ভূত্বা ভক্তিং কুর্বন্তি' ইতি বচনমনুপপন্নং স্যাৎ। যতস্তেষাং পূর্বতো ভক্তিরনুবর্তত এব। যদি বা বক্তব্যমিদং ভক্ত্যা পরমপুরুষার্থরূপায়ামাত্মারামতায়াং সিদ্ধায়ামপি বিষয়বাসনাবদ্ভক্তিবাসনা ন ন্যবর্তত, কিন্তু তদানীমপ্যন্ববর্তত। তস্যাঞ্চ ফলাভাবেঽপি পুনঃ প্রবৃত্ত্যা ভগবদ্‌গুণমহিমা স্তূয়ত ইতি। তদা বাসনাস্বভাবেনৈব তদনুবৃত্তির্ঘটতে। ভগবদ্‌গুণমহিম-চমৎকারস্তু কো নামাস্তু? অহো পুরা পরমফলরূপায়াঃ সাধিতায়াঃ আত্মারামতায়াস্তুচ্ছত্বং ভগবৎকৃপয়া শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গপ্রভাবেণ বিজ্ঞায় তাং পরিত্যজ্য ভক্তিং কুর্বন্তীত্যেষ এবাশেষাকর্ষকস্তদ্‌গুণমহিমা যুজ্যতে; কিঞ্চ, এবং ভক্তেঃ ফলমাত্মারামতেত্যপি পর্যবস্যতি তচ্চাতীবাযুক্তং বিরুদ্ধঞ্চ। যতো মোক্ষোঽপি ভক্তেরবান্তরফলমেব শ্রীবৈষ্ণবানাং মতং, মুখ্যঞ্চ তস্যাঃ ফলং তচ্চরণারবিন্দপ্রেমসম্পত্তিরেব। তথা চ সহাত্মারামতা বিরুধ্যেতেত্যাশঙ্ক্য পরিহরন্তি—স্বারামতেতি চতুর্ভিঃ। আত্মারামত্বন্তু অহঙ্কারস্য ত্যাগমাত্রেণৈব সিধ্যতি, ন তু তত্র ভক্ত্যপেক্ষেত্যর্থঃ। ননু ভক্তিং বিনা অহঙ্কারস্য ত্যাগোঽপি নাম কথং সিধ্যেত্তত্রাহুঃ—তস্যাহঙ্কারস্য ত্যাগোঽতীবাত্যন্তং সুকরো মতঃ। কৈঃ? তস্যাহঙ্কারত্যাগস্য যত্তত্ত্বং স্বরূপং তদ্বেদিভিঃ শ্রীবশিষ্ঠাদ্যৈঃ। তথা চ বাশিষ্ঠে—'অপি পুষ্পাবদলনাদপি নেত্রনিমীলনাৎ। সুকরোঽহঙ্কৃতিত্যাগো মতস্তত্ত্ববেদিভিঃ॥' ইতি। ন চ বক্তব্যমহঙ্কারাপগমে সতি তেষাং পুনর্ভগবদ্ভক্তৌ প্রবৃত্তিঃ কথং সম্ভবতি? সর্বকর্মাণামহঙ্কারমূলকত্বাদিতি। যতো ভগবচ্ছক্তিবিশেষেণ দেহবৎ সচ্চিদানন্দময়স্য দাসোঽস্মীত্যহঙ্কার-বিশেষস্যোপলব্ধ্যা। ভক্তিঃ সুতরাং সিধ্যতীত্যুক্তমেব॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০৮। যদি বল, ভক্তিপরায়ণগণের মতে ভক্তি বিনা কিছুই সিদ্ধ হয় না। তাহা হইলে ব্রহ্মলোকাদি-মহা-বিভূতিপ্রাপ্ত হইতেও উৎকৃষ্ট ফল যে আত্মারামতা, তাহা

ভক্তি বিনা কিরূপে সিদ্ধ হইবে? যদি বল, ভক্তির দ্বারাই সেই আত্মারামতা সিদ্ধ হইবে, তবে 'আত্মারামগণ ভক্ত হইয়া ভক্তি করেন—' এই বাক্যের সঙ্গতি হয় কিরূপে? যেহেতু, তাঁহাদের পূর্ব হইতেই ভক্তি বিদ্যমান ছিল, কিংবা ইহাই যদি বক্তব্য হয় যে, পরমপুরুষার্থরূপ যে আত্মারামতা, তাহা ভক্তিবলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে; যেমন বিষয়বাসনারূপ সংস্কার মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলীন অবস্থায়ও জীবসত্তায় বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তদানীন্তন সেই ভক্তিবাসনার ফলাভাব, অর্থাৎ ভগবদ্ভজনাভাব হইলেও পুনরায় সেই ভক্তিবাসনা উদ্বুদ্ধ হইয়া ভগবানের গুণ-মহিমাদি বর্ণনে প্রবৃত্ত করায়। অর্থাৎ সেই বাসনাস্বভাবেই তদনুবৃত্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। আচ্ছা, যদি বাসনাস্বভাবেই আত্মারামগণ ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে শ্রীভগবানের গুণ-মহিমার এত প্রশংসা কেন? অহো! পরম ফলরূপা আত্মারামতাকে তুচ্ছ করিয়া দেয় যে ভগবৎ-কৃপা, সেই ভগবৎ কৃপায় শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীভগবানের গুণ মহিমা-মাধুর্য উপলব্ধি করাইয়া আত্মারামতাকে দূরে পরিহার করতঃ শ্রীভগবচ্চরণকমলে ভক্তি করাইয়া থাকেন। এইরূপেই অশেষ আকর্ষক ভগবদ্-গুণ-মহিমার যোজনা হইয়া থাকে। আরও বলিতেছেন, এইরূপে ভক্তির ফল আত্মারামতায় পর্যবসিত হয়—ইহা অতীব অযুক্ত, বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত। যেহেতু, মোক্ষ ভক্তিরই অবান্তর ফল—ইহাই শ্রীবৈষ্ণবগণের মত। ভক্তির মুখ্যফল ভগবচ্চরণারবিন্দে প্রেম সম্পত্তি লাভ। এইরূপে 'স্বারামতা' হইতে 'ভক্তিং বিনাপি' পর্যন্ত চারিটি শ্লোকে আত্মারামতা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ আশঙ্কা পরিহার করা হইয়াছে। যে অহঙ্কার ত্যাগ মাত্রেই আত্মারামতা সিদ্ধ হয়, সেই অহঙ্কার ত্যাগে ভক্তির কোন অপেক্ষা নাই। যদি বল, ভক্তি বিনা অহঙ্কার ত্যাগই বা কিরূপে সিদ্ধ হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন, সেই অহঙ্কার ত্যাগ অতীব সুখকর। তাহা কিরূপে নিশ্চয় হইল? শ্রীবশিষ্ঠ প্রভৃতি তত্ত্ববাদিগণ সেই অহঙ্কার ত্যাগের স্বরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন। যথা, যোগবাশিষ্ঠে,—"পুষ্প বিকাশ বা নেত্র উন্মীলনবৎ সেই অহঙ্কার ত্যাগ অতীব সুখকর—ইহা তত্ত্ববাদিগণ নিশ্চয় করিয়াছেন।" এখানে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না যে, অহঙ্কার অপগমেও পূর্ণ অহন্তাময়ী ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয় কিরূপে? কারণ, সমস্ত কর্মই অহঙ্কারমূলক। তাৎপর্য এই যে, নানাত্ব অর্থাৎ পশুত্ব নরত্ব বা দেবত্ব প্রভৃতির অহঙ্কার অপগমেও শুদ্ধ জীবতত্ত্বের যে অহঙ্কার, তাহা মুক্ত পুরুষেও বিদ্যমান থাকে এবং ভক্তির সংসর্গে তাহাই সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্দাসাভিমানরূপে প্রকাশ পায়। এজন্য আত্মারামগণও সেই অপ্রাকৃত ভগবদ্দাসাভিমানে ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন।

২০৯। অবান্তরফলং ভক্তেরেব মোক্ষাদি যদ্যপি।
তথাপি নাত্মারামত্বং গ্রাহ্যং প্রেমবিরোধি যৎ॥

২১০। ভক্তেঃ ফলং পরং প্রেম তৃপ্ত্যভাবস্বভাবকম্।
অবান্তরফলেষ্বেতদতিহেয়ং সতাং মতম্॥

মূলানুবাদ

২০৯। যদ্যপি আত্মারামত্ব ও মোক্ষাদি ভক্তির অবান্তর ফল, তথাপি ভক্ত কখনও উহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না। কেননা, উহা মুখ্যফল প্রেমের বিরোধী।

২১০। প্রেমই ভক্তির পরম ফল এবং তৃপ্তির অভাবই ঐ পরম প্রেমের স্বভাব। এইজন্য সাধুগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, ভক্তির অবান্তর ফলের মধ্যে আত্মারামত্বই অতি হেয়।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২০৯। ননু ভক্তানামাত্মারামতাস্তি, ন বেত্যাহুঃ—অবান্তরেতি। আদি-শব্দেন আত্মারামত্বযোগসিদ্ধিজ্ঞানাদি। যদ্যপি ভক্তেঃ শ্রবণ কীর্তনরূপায়া মোক্ষাদি অবান্তরফলং নান্তরীয়কম্, পাকার্থপ্রজ্বালিতস্যাগ্নেস্তমঃশীতনাশাদিবৎ, তথাপি আত্মারামত্বং ভক্তৈর্ন গ্রাহ্যং, দূরে পরিহর্তব্যমিত্যর্থঃ। যদ্‌যস্মাৎ প্রেম্নো মুখ্যফলস্য বিরোধি॥

২১০। তদেবোপপাদয়ন্তি—ভক্তেরিতি। পরং কেবলং শ্রেষ্ঠং বা ভক্তেঃ ফলং প্রেমৈব। তস্য লক্ষণমাহুঃ—তৃপ্তেঃ পরিপূর্ণতায়া অভাব এব সভাবঃ যস্য তৎ, অতঃ আত্মারামতয়া তৃপ্ত্যুৎপত্তেঃ প্রেমসম্পত্তৌ বিরোধি এব স্যাদিতি সিদ্ধম্। অতোঽবান্তরফলেষু মধ্যে এতদাত্মারামত্বম্ অতিহেয়ং পরমপরিহরণীয়মিতি সতাং ভক্তিরসিকানাং মতম্। অতি-শব্দেন সকামস্য কস্যাপি স্বাশ্রিতস্য মনোরথ-পরিপূরণার্থং কিংবা বহির্দৃষ্টীনামভক্তানাং ভক্তৌ প্রবর্তনায় নিজপরম-বৈভবপ্রকটনাদ্যর্থং ব্রহ্মানুভবযোগসিদ্ধীনাং কদাচিৎ স্বীকারঃ সূচ্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০৯। যদি বল, আত্মারামতা ভক্তি কি না? আত্মারামত্ব ভক্তির অবান্তর ফল। 'আদি'-শব্দে আত্মারামত্ব, যোগসিদ্ধি ও জ্ঞানাদিকে ভক্তির অবান্তর ফল বলিয়া জানিবে। যদিও শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ ভক্তির অবান্তর ফল মোক্ষ, অন্তরীয়ক ফল নহে। (যেমন পাকার্থ প্রজ্বলিত অগ্নির অন্ধকারনাশ ও শীতনাশ, অবান্তর ফল,

সেইরূপ মোক্ষ), তথাপি ভক্তগণ আত্মারামত্ব প্রভৃতি গ্রহণ করেন না, বরং দূরেই পরিহার করেন। কারণ, উহারা মুখ্যফল প্রেমের বিরোধী।

২১০। তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন, ভক্তির পরম ফল কেবল প্রেম। সেই প্রেমের লক্ষণ বলিতেছেন, প্রেমে পরিপূর্ণতম তৃপ্তির অভাব, কিন্তু আত্মারামত্ব সমাগত হইলে পরিপূর্ণ তৃপ্তি উপস্থিত হয়। উহা প্রেম সম্পত্তির বিরোধী। যেহেতু, প্রেমে তৃপ্তি নাই, উহা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকে। তৃপ্তিস্বরূপ ও তৃপ্তির অভাবস্বরূপ এই দুইয়ের নিত্যসিদ্ধ প্রতিযোগীত্ব, এই জন্য ভক্তিরসিক সাধুগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, ভক্তির অবান্তর ফলসকলের মধ্যে আত্মারামত্বই অতি হেয় ও পরিহরণীয়। এখানে 'অতি' শব্দে কোন কোন সকাম ভক্তের মনোরথ পূরণার্থ কিংবা বহির্দৃষ্টিপর অভক্তের ভক্তিপথে প্রবর্তনের জন্য এবং নিজভক্তির পরমবৈভব প্রকটনার্থ ব্রহ্মানুভব, যোগ বা সিদ্ধির কদাচিৎ স্বীকার দেখা যায়।

২১১। ভক্তিং বিনাপি তৎসিদ্ধাবসন্তোষো ভবেন্ন তৎ।
শ্রীমদ্ভাগবতেন্দ্রাণাং মতে স হি গুণো মহান্॥

মূলানুবাদ

২১১। পরন্তু ভক্তি আত্মারামত্বও সিদ্ধ হয় না,—এইরূপ সিদ্ধান্তে মনের কোন অসন্তোষ নাই; কেননা, শ্রীমদ্ভাবগতেন্দ্রগণের মতে ইহাই মহান্ গুণ।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২১১। তৎ তস্মাদতিহেয়ত্বাৎ ভক্তিং বিনাপি তস্যাত্মারামস্য সিদ্ধৌ সম্পত্তৌ অসন্তোষো মনোঽতৃপ্তির্ন ভবেৎ; এবং দোষাভাব উক্তঃ। প্রত্যুত মহাগুণ এবেত্যাহুঃ—শ্রীমতাং ভাগবতেন্দ্রাণাং পরমশ্রীবৈষ্ণবপ্রবরাণাম্। এতদুক্তং ভবতি—ইদমাত্মারামতারূপমতিতুচ্ছং দুষ্টং বস্তু ভক্তিং বিনা কথং সিধ্যতি, কো নাম দোষঃ প্রসজ্জেৎ? যতোঽনর্ঘ্যমহারত্নং বিনাস্য তৃষকণস্য প্রাপ্তিঃ কথমভূদিতি বাচো যুক্তির্বিদুষাং কিল সম্মতা ন স্যাৎ, অথাত শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-ভক্তিমহা-চিন্তামণেঃ সকাশাৎ অতিতুচ্ছং দুষ্টং দুঃখদং দ্রব্যমবিচারেণ মৃগ্যমাণমপি নরকযাতনাবন্ন কদাপ্যুপতিষ্ঠতীতি পরমগুণ এব। ভক্তিমহিমবিশেষ-সম্পাদনপরিপাট্যা ভক্তিমাহাত্ম্যতত্ত্ববিদুষাং সম্মতত্বাদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১১। অতএব ভক্তি ব্যতীত ও অতি হেয়ত্ব-হেতু সেই আত্মারামত্ব সিদ্ধ হয়—এইরূপ সিদ্ধান্তে মনের কোন অসন্তোষ নাই, প্রত্যুত মহাগুণ বলিয়াই জানিবে। কারণ, শ্রীমদ্‌ভাগবতেন্দ্র পরম শ্রীবৈষ্ণবপ্রবরসকল ইহাকে পরম গুণ বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন। একথা বলিতে পার না যে, এই আত্মারামতারূপ অতি তুচ্ছ দুষ্ট বস্তু ভক্তি ব্যতীত কিরূপে সিদ্ধ হইল, এবং ইহাতে কি দোষ আপতিত হইল? যেমন, মহামূল্য মহারত্ন বিনা কি প্রকারে তৃষকণ প্রাপ্তি হইল? এই কথা পণ্ডিতের মুখে শোভা পায় না। সেইরূপ শ্রীভগবদ্‌পাদপদ্মের ভক্তিরূপ মহাচিন্তামণির নিকট অতি তুচ্ছ, অতি দুষ্ট ও দুঃখদ দ্রব্য কিরূপে সমাগত হইল? এই কথাও সেইরূপ যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, অজ্ঞব্যক্তি অবিচারে নরক যাতনাবৎ যাহার অন্বেষণ করে, সেই বস্তুর পরিহারই মহাগুণ। অতএব ভক্তি মহিমাবিশেষ-সম্পাদন-পরিপাটীদ্বারা ভক্তিমাহাত্ম্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত-সম্মত এই সিদ্ধান্ত জানিবে।

২১২। তদ্ধেতুশ্চিত্তশুদ্ধির্বা স্বধর্মাচারভক্তিতঃ।
বাহ্যায়াস্ত্বল্পকং ভক্তেরান্তর্যাঃ সুমহৎ ফলম্॥

মূলানুবাদ

২১২। তাহার হেতু এই যে, স্বধর্মাচরণরূপ ভক্তি হইতে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সেই চিত্তশুদ্ধি হইতে আত্মারামত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব আত্মারামত্ব স্বধর্মাচরণরূপ বাহ্য ভক্তির অত্যল্প ফল মাত্র; পরন্তু প্রেমই অন্তরঙ্গ ভক্তির সুমহৎ ফল।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

২১২। এবং সত্যপি ভক্তিং বিনা ন কিঞ্চিৎ কথমপি সিধ্যতীত্যেষ কেষাঞ্চিদ্বৈষ্ণবানামাগ্রহশ্চেদ্ভবতি, তত্রাহুঃ—তদ্ধেতুরিতি। বেতি পক্ষান্তরে। তস্যাত্মারামত্বস্য হেতুঃ কারণং যা চিত্তশুদ্ধিঃ সা স্বধর্মাচরণরূপায়া ভক্তের্হেতোর্ভবতি। এবমাত্মারামতাসিদ্ধাবপি তৎসাধনত্বেন স্বধর্মাচরণলক্ষণ-ভগবদাজ্ঞাপরিপালনরূপা ভক্তির্বর্তত এবেতি তয়ৈব তৎসিদ্ধিরপি মন্তব্যেতি ভাবঃ। ননূক্তমেব, ইত্থং ভক্তেঃ ফলমাত্মারামতা পর্যবস্যতি, তচ্চাযুক্তং তস্যাতিতুচ্ছত্বাত্তথা ভক্তেঃ প্রেমফলত্বাচ্চেতি। তত্রাহুঃ—বাহ্যায়াঃ স্বধর্মাচরণরূপায়া ভক্তেঃ অল্পকম্ আত্মারামতারূপমতিতুচ্ছং ফলম্, আন্তর্যাঃ শ্রবণ-কীর্তনরূপায়াস্তদ্ভক্তেঃ সুমহৎ পরমোৎকৃষ্টং প্রেমসম্পদ্রূপং ফলম্। এবং বিবেকেন ন দোষ ইতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১২। এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থিরতর থাকিলেও কোন কোন বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন যে, ভক্তি ব্যতীত কোন সিদ্ধিই লাভ হয় না। (তাঁহাদের আগ্রহ রক্ষার নিমিত্ত) এবিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন, আত্মারামতার হেতু বা কারণ যে চিত্তশুদ্ধি, তাহা স্বধর্মাচরণরূপ ভক্তি হইতে সঞ্জাত হয়। পরে সেই চিত্তশুদ্ধি হইতে আত্মারামতা সিদ্ধ হয়। অতএব আত্মারামত্ব স্বধর্মাচরণরূপ বাহ্যভক্তির অত্যল্প ফলমাত্র। অর্থাৎ ভগবানের আজ্ঞাপালনরূপ যে স্বধর্মাচরণ তাহারই ফল অতি তুচ্ছ আত্মারামতা। যদি বল, এইপ্রকারে ভক্তির ফল আত্মারামতায় পর্যবসিত হইলে, তাহা অযুক্তই হইবে। যেহেতু, ভক্তির ফল অতিতুচ্ছত্বেই পর্যবসিত হইতেছে, অতএব সেই ভক্তির ফল প্রেম বলাই সঙ্গত। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, স্বধর্মাচরণরূপ বাহ্যভক্তির অতি অল্পমাত্র ফলস্বরূপ তুচ্ছ আত্মারামতা, আর এই স্বধর্মাচরণের মধ্যে যে আন্তরীয় অর্থাৎ শ্রবণকীর্তনাদিরূপা, তাহা ভক্তির সুমহৎ পরমোৎকৃষ্ট প্রেমসম্পদরূপ ফল। এই প্রকার বিচারদ্বারা সমস্ত দোষের পরিহার হইল।

**২১৩। নিজাত্মারামতা পশ্চাদ্ভজতাং তৎপদাম্বুজম্।
নির্ব্বিঘ্নমচিরাৎ সিধ্যেদ্ভক্তিনিষ্ঠামহাসুখম্॥**

মূলানুবাদ

২১৩। নিজের আত্মারামত্ব সিদ্ধ হইলে পর শ্রীভগবৎপদাম্বুজের ভজন করিলে নির্ব্বিঘ্নে শীঘ্রই ভক্তি নিষ্ঠারূপ মহাসুখ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২১৩। যে চাত্মারামতায়াং সম্যক্ সিদ্ধায়াং শ্রীভগবৎকৃপয়া তং পরিত্যজ্য ভজন্তে, তেঽচিরাৎ পরিপূর্ণার্থা ভবন্তীত্যাহুঃ—নিজেতি, নিজায়া আত্মারামতায়াঃ পশ্চাৎ তৎসিদ্ধেরনন্তরং তস্য ভগবতঃ; যদ্বা, তদনির্ব্বচনীয়মুক্তস্বরূপং সচ্চিদানন্দঘনং পদাম্বুজং ভজতাম্ অর্থাদ্ভগবত এব ভক্তিনিষ্ঠয়া তদ্রূপং বা মহাসুখমচিরাৎ সিধ্যতি। নির্ব্বিঘ্নমিত্যস্যায়মর্থঃ—বিবিধসংসারদুঃখব্যাকুলানাং নিরন্তরং কিল ভক্তির্ন সম্পদ্যতে, আত্মতত্ত্বজ্ঞানেনাত্মারামতায়াং সত্যাং তত্তদদ্দুঃখনিবৃত্ত্যা নিরন্তরমচিরেণ সা সুখং সিধ্যতীতি। অতএবাত্মারামাঃ খলু ভক্তাবুত্তমাধিকারিণ ইতি কৈশ্চিন্মন্যতে; যচ্চ উচ্যতে—গঙ্গাস্নান ইব ভগবদ্ভক্তৌ সর্ব্বেঽপ্যধিকারিণ ইতি। তচ্চ তেষাং মতে বর্ণাশ্রমাচারাদ্যপেক্ষা ভক্তৌ নাস্তীত্যভিপ্রায়েণ। অস্মাকন্তু মতং 'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ' (শ্রীভা ১০।১৪।৮) ইত্যাদিবচনতস্তথা ভক্তেরনায়াস-সিদ্ধত্বশ্রবণাত্তথা 'ভক্তিরেব ভক্তিমুৎপাদয়তি' ইতি ন্যায়াচ্চ শ্রীভগবৎকৃপয়া তদেকমাত্রাপেক্ষস্য সুখং সম্পদ্যত ইতি প্রাগুক্তমেব॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৩। নিজের আত্মারামত্ব সম্যক্ সিদ্ধ হইলে এবং শ্রীভগবৎ কৃপায় সেই আত্মারামত্ব পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎভজন করিলেই অচিরে পরিপূর্ণ ভক্তিসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথবা আত্মারামত্ব সম্যক্ সিদ্ধ হইলে সংসারদুঃখ সম্যক্ ধ্বংস হয় বলিয়া নির্ব্বিঘ্নে সেই অনির্ব্বচনীয় মুক্তস্বরূপে সচ্চিদানন্দঘন ভগবদপাদাম্বুজের ভজন করিলেই শীঘ্রই ভক্তিনিষ্ঠারূপ মহাসুখ সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'নির্ব্বিঘ্নে' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, বিবিধ সংসারদুঃখে ব্যাকুলচিত্ত মানবগণের দ্বারা নিরন্তর সেই ভক্তি সম্পন্ন হয় না, আত্মারামত্ব জ্ঞানের দ্বারা আত্মারামত্ব সিদ্ধ হইলে তত্তৎদুঃখ নিবৃত্তির জন্য নিরন্তর ভজনের দ্বারা শীঘ্রই সেই ভক্তিসুখ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব আত্মারামগণই ভক্তিবিষয়ে উত্তম অধিকারী—কেহ কেহ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা

আরও বলেন যে, গঙ্গাস্নানের ন্যায় ভক্তিতে সকলেই অধিকারী। তাঁহাদের মতে ভক্তিবিষয়ে মানবের বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের অপেক্ষা নাই। কিন্তু আমাদের মতে ভগবৎ কৃপাবলেই ভক্তি সিদ্ধ হয়। যথা (শ্রীভা) "যিনি আপনার কৃপার প্রভাব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কেবল কৃপার প্রতীক্ষায় স্বকৃত কর্মসকল ভোগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কায়মনোবাক্যে নিরন্তর আপনার পাদপদ্মে প্রণামপূর্বক জীবন ধারণ করেন, তিনিই ভক্তির অধিকারী।" এই মহাপুরাণ বচনে জানা যাইতেছে যে, কেবল শ্রীভগবানের কৃপার প্রতীক্ষা করিলেই সর্বসুখ অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর ভক্তির অনায়াসসিদ্ধত্ব বিষয়ে যে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত শ্রবণ করা যায়, তাহাও এইরূপ—'ভক্তিই ভক্তির হেতু'—অতএব এই ন্যায়ানুসারেও শ্রীভগবৎকৃপামাত্রের অপেক্ষা করিলেই সর্বসুখ অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এ বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে।

সারশিক্ষা

২১৩। বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস্যই জীবের পরিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ স্বভাব। 'দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন'।—'জীবগণ শ্রীহরিরই দাস,—অপর কাহারও দাস নহে।' অতএব সংসার-যন্ত্রণারূপ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির পর ব্রহ্মানুভবেই উহা পর্যবসিত নহে; প্রাপ্তব্রহ্ম সুখের সকল সন্ধান বিস্মরণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ-সেবানন্দে নিমগ্নতাই জীবের পরিশুদ্ধ স্বভাবের প্রতিষ্ঠাস্থল। এইজন্যই বৈষ্ণবগণ বলিয়াছেন, 'গঙ্গাস্নানের ন্যায় ভক্তিতে সকলেরই সমান অধিকার'; যেহেতু, সকল ভূতের অন্তর্যামীত্বের ন্যায় জীবমাত্রের হৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিবীজ নিহিত আছে, তবে সেই ভক্তিবীজ সুপ্তাবস্থায় থাকে বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না। ভক্তিবীজ নিত্য বলিয়া অনাদিকাল হইতে জীবস্বরূপে অনুস্যূত আছে, কোন সময়ে অবিদ্যা কর্তৃক আবৃত হইলেও নিত্যরূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়া অবিদ্যারূপ আবরণ উন্মুক্ত হইলেই সেই ভক্তি স্বয়ংই প্রকাশিত হয়। এজন্য আত্মারামগণের সাধনদশায় অর্থাৎ জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির অভ্যাসকালে (জ্ঞান-বৈরাগ্যের অন্তরালে লুক্কায়িত সেই ভক্তিবীজ) মায়িক উপাধির অপগমে অর্থাৎ আত্মারামতা সম্যক্ সিদ্ধ হইলে স্বয়ংই প্রকাশিত হয়। এজন্য বলিয়াছেন, "ভক্তিতে বর্ণাশ্রমাদির অপেক্ষা নাই।" ইহা কোন কোন বৈষ্ণবের মত। কিন্তু গ্রন্থকার বলেন, বর্ণাশ্রমাদি কোন প্রকার সাধন-সম্পত্তি দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না সত্য, কিন্তু শ্রীভগবান যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনিই ভক্তি লাভ করিতে পারেন। যেহেতু, ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি। এইজন্যই শ্রীভগবান ভক্তির বশ। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সেই ভক্তির স্বরূপ কি? যে ভক্তিতে শ্রীভগবান বশীভূত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ উহা কি প্রাকৃত স্বত্ত্বময় জ্ঞানানন্দ বিশেষ, অথবা উহা জীবস্বরূপভূত জ্ঞানানন্দ? কিংবা উহা শ্রীভগবৎ স্বরূপেরই জ্ঞানানন্দ? অথবা, উহা শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির বৃত্তিরূপা

অর্থাৎ হ্লাদিনীসার-সমবেত সম্বিৎরূপা? ভক্তি কখনও প্রাকৃত-সত্ত্বময় জ্ঞানানন্দরূপিণী হইতে পারে না। কেননা শ্রীভগবান মায়ার অতীত, তিনি যে ভক্তিতে বশীভূত, তাহা কি কখনও মায়িক সত্ত্বগুণময় হইতে পারে? জীবস্বরূপভূত জ্ঞানানন্দও ভক্তি নহে। যেহেতু, জীব স্বরূপতঃ অণু বলিয়া তাহার জ্ঞান ও আনন্দ তদনুরূপ অণু পরিমিত; সুতরাং সেই বিপুলা ভক্তি জৈবজ্ঞানানন্দরূপা নহে। আর শ্রীভগবৎস্বরূপগত জ্ঞানানন্দও নহে; যেহেতু, তিনি অব্যয় ও পূর্ণ। তাঁহার স্বরূপগত আনন্দের কদাচ হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে না। বিশেষতঃ তিনি ভক্তের ভক্তিতেই অধিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। এজন্য ঐ ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দ হইতে পারে না। পরন্তু ঐ ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীসার-সমবেত সম্বিৎবৃত্তিবিশেষ। আর ঐ ভক্তি শ্রীভগবানের নিত্যপরিকরগণে নিত্য অবস্থিত। মন্দাকিনী-প্রবাহের ন্যায় ভক্তরূপ প্রণালীকাক্রমে এজগতে অবতরণ করেন। অতএব ভগবৎ-কৃপায় ভক্তের মধ্য দিয়াই এই ভক্তি লাভ করা যায়। জীবহৃদয়স্থ অনুপরিমিত যে ভক্তি, তাহা ইহার সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া সেবার উপযোগী সচ্চিদানন্দময় পার্ষদদেহে পরিণত হয়।

**২১৪। তত্রানুভবিতা সোঽনুভবনীয়োঽনুভূতয়ঃ।
বৃত্তয়ঃ করণানাঞ্চ বহুধা প্রস্ফুরন্তি হি॥**

মূলানুবাদ

২১৪। ভক্তিসুখের অনুভবিতা ভক্ত ও ভগবান এবং অনুভূতি ও অনুভূতির কারণ বৃত্তিসমূহ ও ইন্দ্রিয়সকল বহুরূপে স্ফূর্তি পাইতে থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২১৪। উক্তমপ্যাত্মারামাণাং সমাধ্যনুভূয়মান সুখাভাসাদ্-ভগবদ্ভক্তিসুখস্য পরমোৎকৃষ্টত্বং পরমমহত্ত্বঞ্চ যুক্ত্যন্তরেণোপপাদয়ন্তি—তত্রেতি। তস্মিন্ ভক্তিসুখে অনুভবিতা ভক্তিসুখস্যানুভবকর্তা ভক্তঃ; সঃ অনির্বচনীয়ঃ অনুভবনীয়ঃ; অনুভবস্য কর্ম শ্রীভগবান্; অনুভূতয়ঃ অনুভবক্রিয়াকরণানাং বাহ্যন্তরেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়শ্চ,. তৎসাধনানি বহুধা নানাপ্রকারেণ প্রকর্ষেণ স্ফুরন্তি প্রকাশন্তে। তত্রায়ং বিবেকঃ—অনুভবিতুঃ দাসোঽস্মীত্যাদিনা তত্র পাদসম্বাহ কত্ত্বাদিনাভিমানেন বহুধা স্ফূর্ত্তিঃ অনুভবনীয়স্য চ বিচিত্রমধুরমধুর-রূপবিলাসাদিনা, করণবৃত্তীনাঞ্চ শ্রবণ-কীর্তনাদিনা। তত্র চ তত্তদবান্তরবহুল-বিশেষেণ। অনুভূতীনাঞ্চ তত্তদ্বৈচিত্র্যেবেতি। এবং তত্তদ্বৈচিত্র্যা তৎসুখস্যাপি পরমবৈচিত্রীবিশেষোৎপত্ত্যা পরমমহত্তা স্বয়মেব সম্পদ্যত ইতি ভাবঃ। ন চ বক্তব্যমিদম্—আত্মনঃ করণানাঞ্চ স্ফূর্ত্যা তদানীং চরণারবিন্দস্ফূর্ত্যভাবান্নিরন্তর-সান্দ্রসুখানুভববাধঃ স্যাৎ, যুগপদুভয়েষাং স্ফূর্ত্য-সম্ভবাদিতি; যতস্তত্তৎ স্ফূরণমপি চরণারবিন্দনিষ্ঠমেব, ন ত্বতীব পৃথক্; যতো গৌণতয়ৈব তেষাং তত্র স্ফূর্তিরুদেতি। ইত্থং তেষামস্ফূর্তিরেব পর্যবস্যতীতি চেন্ন, তদানীমনুভবস্য সত্তয়ানুভবিতুস্তৎসাধনস্যাপি সত্তা প্রসজ্জেদেব; যতোঽনুভব-ব্যতিরেকেণ প্রাপ্তমপি দ্রব্যমপ্রাপ্তাবেব পর্যবস্যতি, অস্মৃতকণ্ঠমণিরিব। অতএব 'ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা।' (শ্রীভা ১০।১২।১১) ইত্যাদি সর্বত্রানুভূত্যাদি-শব্দ-প্রয়োগ ইতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৪। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আত্মারামগণের সমাধিদশায় অনুভূয়মান সুখাভাস হইতেও ভগবদ্ভক্তিসুখ পরমোৎকৃষ্ট ও পরমমহত্ত্ববিশিষ্ট। এক্ষণে আবার অন্যপ্রকার যুক্তিদ্বারা তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। সেই ভক্তিসুখ অনুভবিতা অর্থাৎ ভক্তিসুখের

অনুভবকর্তা ভক্ত এবং অনুভবনীয় ও অনুভবের কর্ম অনির্বচনীয় শ্রীভগবান; অনুভূতিসকল ও অনুভূতির কারণ বৃত্তিসকল, তথা অনুভব ক্রিয়ার করণ বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয়ের বৃত্তিসকল অর্থাৎ অনুভবের সাধনসকল বহুরূপে পরম উৎকর্ষের সহিত স্ফূর্তি পাইতে থাকে। তাহার প্রণালী এইরূপ ঃ—প্রথমতঃ অনুভবিতা বা অনুভবকর্তার 'আমি দাস' ইত্যাদিরূপ অভিমানে পাদসম্বাহন, চামরব্যজনাদিরূপ বহুবিধ সেবা অনুসারে নিজস্বরূপ স্ফূর্তি পাইয়া থাকে। তদনন্তর অনুভবনীয় যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার বিচিত্র মধুর মধুর রূপ ও বিলাসাদি স্ফূর্তি হইয়া থাকে, এবং তাহা অনুভবনীয়ের শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলে নানারূপ বিষয়াকারে স্ফূর্তি পাইয়া থাকে। অর্থাৎ অনুভবনীয় শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলাদির বিচিত্রতা-ভেদে ঐ শ্রবণ-কীর্তনাদিরও বহুল অবান্তর বিশেষণ প্রদত্ত হইয়া থাকে। যেমন, রূপের স্মরণ, রূপমাধুর্য কীর্তন; গুণশ্রবণ; লীলাকথা শ্রবণ ইত্যাদিরূপে অনন্ত প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। এইরূপে অনুভবনীয়তত্ত্বের বৈচিত্রী-হেতু অনুভুত সুখেরও পরমবৈচিত্রীবিশেষ উৎপত্তি-হেতু পরমমহত্ত্ব স্বয়ংই সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাৎপর্য এই যে, অনুভবিতা, অনুভবনীয় ও অনুভূতি—এই বিষয়ত্রয়ের অনন্তবৈচিত্রী-হেতু এবং বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের অনন্তবৃত্তি সমকালে স্ফূর্তি হওয়ায় সুখেরও পরমবৈচিত্রীবিশেষ উৎপত্তি-হেতু পরমমহত্ত্ব স্বয়ংই সিদ্ধ হইল। একথা বলিতে পার না যে, যখন আত্মস্বরূপের সহিত ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি স্ফূর্তি হয়, তখন নিরন্তর নিবিড় সুখানুভবস্বরূপ শ্রীভগবদ্-চরণারবিন্দের স্ফূর্তির অভাব হয়। কেননা, যুগপৎ উভয়বিধ স্ফূর্তি বা স্ফূর্তির অনুভব অসম্ভব। যদি বল, কেবল শ্রীচরণারবিন্দ অবলম্বন করিয়াই নিজ স্বরূপাদির স্ফূর্তি হয়, পৃথকরূপে হয় না। তাহা হইলে বলিতে বাধ্য হইব যে, গৌণরূপে স্বরূপাদির স্ফূর্তি হয়, সুতরাং তাহা অস্ফূর্তিতেই পর্যবসিত হইতেছে। একথা বলিতে পার না। কারণ, তদানীন্তন অনুভবিতার অনুভব সামর্থ্য বিদ্যমান থাকায়, তাহার সাধন সামগ্রী ইন্দ্রিয়াদিও সর্বতোভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাৎপর্য এই যে, ভক্তের স্থায়ীভাবই বিভাবাদি সকলকে সমকালে প্রকাশ করিয়া থাকে এবং স্বয়ং সেই সামগ্রীর সংযোগে রসতা লাভ করে; সুতরাং ভক্তের অনুভব সামর্থ্যও সেই স্থায়ীভাবেরই প্রভাববিশেষ জানিতে হইবে। অন্যথায় অনুভব ব্যতিরেকে প্রাপ্তদ্রব্যও অপ্রাপ্তির সমতুল্য হইয়া থাকে। ইহা 'অস্মৃত কণ্ঠমণি'র ন্যায় জানিতে হইবে। 'ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা' (শ্রীভা) ইত্যাদি সর্বত্রই 'অনুভূতি' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এইজন্য ভক্তিসুখের অনুভবকালে নির্বিকল্প সমাধির ন্যায় অনুভবিতার (ভাক্তের) অনুভব-সামর্থ্য লোপ হয় না।

সারশিক্ষা

২১৪। সাধক ভক্তের সেবাসুখ আস্বাদন প্রণালীও ঠিক এইরূপ—যথা, প্রথমতঃ অনুভবকর্তা, (সাধক বা ভাবুক ভক্ত) তিনি নিজ ভাবযোগ্য পার্ষদ-ভাব্যভক্তের ভাব-বিভাবিত অন্তঃকরণের সহিত স্বীয় ভাব বিনিময় পূর্বক কৃষ্ণদাসাদি অভিমানে স্বীয় অভিলষিত ভাব্যভক্ত-কৃত শ্রীকৃষ্ণের পাদসম্বাহনাদি সেবা ভাবনা করিবেন, পরে সেই ভাবনা প্রগাঢ় হইলে কখন মনে হইবে যে, 'আমি সেই পাদসম্বাহনকারী', আবার কখন মনে হইবে, 'না, আমি সাধক মাত্র'—এইরূপে স্ব-পর নির্ণয়ের অভাবে সেই ভাব্যভক্তের অনুভূত সুখই আস্বাদন হইবে। এইরূপ অভিমান স্ফূর্তি হইতে হইতে আবেশদশা, তদনন্তর সিদ্ধস্বরূপে অবস্থান ঘটিবে।

ভাব্যভক্তের বিভাবাদির সহিত স্বীয় বিভাবাদির তাদাত্ম্যতাক্রমে ভাব্যভক্তের অনুভূত সুখই নিজ অনুভবের বিষয় হইবে। ভাব্যভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণ-পদকমল নিজ করে স্পর্শ করিতেছেন এবং সেই স্পর্শজনিত সুখ অনুভব করিতেছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার করকমলের মৃদুস্পর্শে কতই না সুখ অনুভব করিতেছেন। তখন ক্ষণকালও বিরাম ইচ্ছা করিতেছেন না!! এইরূপ প্রত্যেক সেবার অনুভূতি সাধকভক্তে সংক্রামিত হইবে।

২১৫। পরং সমাধৌ সুখমেকমস্ফুটং,
বৃত্তেরভাবান্মানসো ন চাততম্।
বৃত্তৌ স্ফুরদ্বস্তু তদেব ভাসতে,
হ্যধিকং যথৈব স্ফটিকাচলে মহঃ॥

মূলানুবাদ

২১৫। পরন্তু সমাধিদশায় অনুভবিতার মন ও ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তিলোপ হয় বলিয়া সমাধিকালের সুখ অস্ফুট বা শূন্যময় বোধ হয়। আর ভক্তের বিশুদ্ধচিত্তে সেই সুখই অর্থাৎ যে সুখবৃত্তির অভাববশতঃ অস্ফুট ছিল, সেই অস্ফুট সুখই অধিকতররূপে প্রকাশিত হয়। যেমন সূর্যাদির তেজ স্ফটিকময় পর্বতে অধিকতর প্রতিফলিত হয়। অতএব সমাধিদশায় অনুভূয়মান শূন্যময় সুখ হইতেও ভক্তিতে নিবিড়সুখের স্ফূর্তি হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২১৫। সমাধৌ চাহঙ্কারাদ্যশেষ বাহ্যান্তর-করণবৃত্তি-লোপেনানুভবিতু রত্যন্তাভাবাৎ পর্যবসিরতোহনুভবস্যাপ্যভাব-স্তৎসুখস্য শূন্যরূপতামেব বোধয়তীত্যাহঃ—পরমিতি। সমাধৌ তু মনসো বৃত্তেরভাবাৎ মনস ইতি সর্বাণীন্দ্রিয়াণ্যন্তঃকরণানি চোপলক্ষয়তি, তন্মূলকত্বাত্তেষাম্। পরং কেবলমেকম্ একরূপমেব সুখম্, ন চাততং বিস্তৃতং করণ-বৃত্তিবৈচিত্র্যভাবাৎ। অস্ফুটঞ্চ শূন্যমেব ভাতীতি, তদুক্তং দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৮৪।২৯) ভগবতো ব্রহ্মত্বেন শ্রুতিস্তুতৌ—'বিয়ত ইবাপদস্য তব শূন্যতুলাং দধতঃ' ইতি। যদি চ বক্তব্যম্—সমাধৌ ব্রহ্মৈবানুভূয়তে, তচ্চ সর্বাধিষ্ঠানং সদা সর্বত্র স্বয়ং ভাসমানমেবাস্তীতি শূন্যরূপতা ন সঙ্গচ্ছত ইতি, তথাপি তত্র বৃত্তেরভাবাৎ অনুভবাভাবেন শূন্যতৈব পর্যবস্যতি; অন্যথা সর্বত্র সদা বর্তমানেন ব্রহ্মণা সহ স্বত এব ব্যাপ্যত্বাদিসম্বন্ধস্য সত্ত্বয়া সর্বেষামেব মুক্তিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। ইত্থমেব—'সদা সর্বত্রাস্তে ননু বিমলমাদ্যং তব পদং, তথাপ্যেকং স্তোকং ন হি ভবতরোঃ পত্রমভিনৎ। ক্ষণং জিহ্বাগ্রস্তং তব তু ভগবন্নাম নিখিলং, সমূলং সংসারং কর্ষতি কতরৎ সেব্যমনয়োঃ॥' ইত্যাদিবচনমুপপদ্যতে ব্রহ্মণি। তথা সত্যপি তত্র বৃত্ত্যভাবাদ্‌নসংসারচ্ছেদঃ। ভগবন্নামানি চ বাগিন্দ্রিয়বৃত্ত্যা সিধ্যতীতি ভক্তৌ চান্তর্বহিঃকরণানামনুক্ষণং কোটিশো বর্ধমানাভি র্বিচিত্রাভির্বৃত্তিভির্বিচিত্রাশ্চর্যপরমসুখবিশেষানুভাবো নিরন্তরং স্বয়মেব সম্পদ্যত ইতি কৈমুতিকন্যায়েনাহঃ—বৃত্তাবিতি। যদ্বস্তু বৃত্ত্যভাবাদস্ফুটমাসীত্তদেব চিত্তবৃত্তৌ স্ফুরৎ অধিকং সৎ অবভাসতে। অত্র দৃষ্টান্তঃ—মহঃ সূর্যাদিতেজঃ

স্ফটিকময়েঽচলে পর্ব্বতে যথা গগনতলাদধিকং ভাসত ইতি, কিমুত বক্তব্যং সমাধ্যনুভূয়মানশূন্যরূপাত্মতত্ত্বাধিকাধিক-সান্দ্রসুখময়-শ্রীমচ্চরণারবিন্দদ্বন্দ্বস্য ভক্ত্যা প্রতিক্ষণনূতনবিচিত্র-বাহ্যান্তরীণ-করণবৃত্তিষু পরিস্ফূরণাদধিকাধিকং পরমসুখং সম্পদ্যত ইতি। যশ্চ ভক্ত্যা প্রেমসম্পদাবির্ভাবে কস্যাপি কদাচিদখিলদেহস্য, কদাচিৎ কস্যাপ্যবয়ববর্গস্য চেষ্টালোপস্তথা কদাচিদিন্দ্রিয়াণাং মধ্যে কস্য কস্যাপি স্ববিষয় গ্রহণাশক্ত্যা বৃত্তিলোপশ্চ দৃশ্যতে, তত্রেদং প্রতিপর্ত্তব্যম্—তদানীং তত্তদ্‌বৃত্তীনাং কদাচিদন্তঃকরণেষু, তত্রাপি কদাচিন্মনসি, কদাপি বুদ্ধ্যাবন্যস্মিন্ বা, কস্য চ কদাচিদ্‌বহিরিন্দ্রিয়েষু, তত্র চ শ্রবণে চক্ষুষি বাচি ত্বচি পরস্মিন্ বা, কস্যাপি যুগপদ্‌দ্বয়োস্ত্রিষু তদধিকেষু বেতি বৈচিত্রীভিঃ সর্বেষামপি করণানাং সর্বেষু তেষু যথাযথমন্তর্ভাবো ভবতীতি। ন চেদমসম্ভাব্যম্, যতো বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দরূপাণাং সর্বেষামেব তেষামন্যোঽন্যং সর্বা এব বৃত্তয়ো লৌকিক প্রাকৃতমনসি সূক্ষ্মতয়া সর্বেন্দ্রিয়কর্ম্মাণীব সম্ভবন্তীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৫। সমাধিকালে অহঙ্কারাদির সহিত বাহ্য অন্তরিন্দ্রিয় সকলের বৃত্তি লোপ হয়, এজন্য সমাধিদশায় অনুভবিতার অত্যন্ত অভাববশতঃ ব্রহ্মানুভবও অভাবেই পর্যবসিত হয়; সুতরাং সেই সুখও অস্ফুট অর্থাৎ শূন্যময় হইয়া থাকে। 'পরং' ইত্যাদি শ্লোকে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। সমাধিকালে মনোবৃত্তির লোপ হয় বলিয়া মনের অন্তর্ভূত ইন্দ্রিয় সকলের বৃত্তিলোপ হয়। কারণ, মনই সর্বেন্দ্রিয়ের মূল। এইরূপে অনুভবিতার মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি লোপ হওয়ায় কেবল সুখ-নামক বস্তুই অবশেষ থাকে; কিন্তু তাহার বিস্তৃত অনুভব থাকে না। কারণ, মনোবৃত্তির বৈচিত্র্যের অভাব। কাজেই উহা অস্ফুট অর্থাৎ শূন্যময় প্রতীত হইয়া থাকে। যথা (শ্রীভা) বেদস্তুতিতে—"আকাশের ন্যায় নির্লেপ শূন্যবৎ ধারণা হয়।" যদি বল, সমাধিকালে বৃত্তিলোপ হইলেও ব্রহ্মসুখ অনুভব হইয়া থাকে। যদি এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে হয়, তবে সর্বাধিষ্ঠান ব্রহ্ম যখন সদা সর্বত্র প্রকাশমান রহিয়াছেন, তখন শূন্যরূপতা সঙ্গত হয় না। তথাপি সেই ব্রহ্মানুভব বৃত্তির অভাববশতঃ (অননুভব-হেতু) শূন্যতায় পর্যবসিত হইতেছে; অন্যথায় সদা সর্বত্র বিদ্যমান ব্রহ্মের সহিত সকল জীবেরই ব্যাপ্য-ব্যাপকতাদি সম্বন্ধ আছে, সুতরাং সকল জীবেরই মুক্তি প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতেছে; কাজেই ইহা সঙ্গতি হইতেছে। তথা, প্রাচীন মহাজনের উক্তি এই যে, শ্রীভগবানের ব্রহ্মস্বরূপ সর্বকালে ও সর্বস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি তাহার দ্বারা জীবের সংসাররূপ বৃক্ষের একটি ক্ষুদ্র কোমল পত্রও কখন ছেদিত হয় নাই; পক্ষান্তরে শ্রীভগবানের নাম ক্ষণকালের জন্যও যদি রসনায় উদিত

হয়, তবে জীবের সংসাররূপ বৃক্ষের সমূল নাশ হয়। অতএব ব্রহ্ম ও শ্রীনামের মধ্যে জীবের পক্ষে কোন্‌টি অধিকতর সেব্য? ইত্যাদি ব্রহ্মবিষয়ে বহু বহু প্রমাণ আছে। এইরূপে ব্রহ্ম সদা সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও বৃত্তির অভাববশতঃ সংসারক্ষয় হয় না, কিন্তু শ্রীভগবানের নাম বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তিতে কার্যকারীরূপে আবির্ভূত হয় বলিয়া সংসারক্ষয় হইয়া থাকে। এইরূপ ভক্তিতেও অন্তরেন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় সকল অনুক্ষণ কোটি কোটি গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিচিত্র বৃত্তি সকলের দ্বারা বিচিত্র আশ্চর্য পরমসুখবিশেষের অনুভব নিরন্তর স্বয়ংই সম্পন্ন হইতে থাকে। তাহাই 'কৈমুতিক ন্যায়ে' বলিতেছেন। যে বস্তু বৃত্তির অভাববশতঃ অস্ফুট ছিল, সেই বস্তু চিত্তবৃত্তিতে স্ফূর্তি পাইলেই অধিকতররূপে প্রকাশিত হয়। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেমন সূর্যাদির তেজ গগনতল হইতেও স্ফটিকময় পর্বতে অধিকতর প্রকাশিত হয়, তেমনি সমাধিকালে অনুভূয়মান শূন্যময় আত্মতত্ত্ব হইতেও অধিকাধিক নিবিড় সুখময় শ্রীমৎ ভগবদ্‌চরণারবিন্দযুগলের ভক্তিদ্বারা প্রতিক্ষণই নূতন ও বিচিত্র সুখসকল বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের বৃত্তিতে অধিকাধিক স্ফূর্তি হইয়া থাকে। ভক্তি-প্রভাবে প্রেমসম্পদ্ আবির্ভূত হইলে কোন ভক্তের কোন সময়ে সমস্ত দেহের বা ইন্দ্রিয়বিশেষের চেষ্টা লোপ হয়। অথবা অবয়বসমূহের বিস্মৃতি ঘটে, আবার কখন হয়ত কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়-গ্রহণ সামর্থ্য লোপ হয়। তাহার কারণ এই যে, কোন ইন্দ্রিয়ের আনন্দবিহ্বল হইলেই সেই ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণাদি অপর ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। এইরূপে অন্তঃকরণের বৃত্তি অনুসারে ইহার চারিটি কক্ষা স্বীকৃত হইয়া থাকে। সেই অন্তঃকরণ চতুষ্টয় এইরূপ—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। এজন্য কখন মনে, কখন বুদ্ধিতে, কখন বা অহঙ্কারে, কখন বা চিত্তের বৃত্তি দ্বারা সেই সুখ আস্বাদন হয়। আবার অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যেও কখন শ্রবণেন্দ্রিয়, কখন চক্ষুরিন্দ্রিয়, কখন বাগিন্দ্রিয় দ্বারাও সেই সুখ আস্বাদন হয়। আবার কখন কখন যুগপৎ দুই বা তিন, অথবা ততোধিক ইন্দিয়বৃত্তির সমবায়ে নানা বৈচিত্রীপূর্ণ সেই সুখের অনুভব হয়। ইন্দ্রিয় সকলের পরস্পর সাম্য-হেতু একে অপরের পোষক হইয়া অন্তঃকরণের অন্তর্ভূত হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনুভব-হেতু এইসকল বৃত্তির সহিত মন সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপে তাদাত্ম্যতা লাভ করে। এজন্য লৌকিক প্রাকৃত মনও সূক্ষ্মতা-হেতু আত্মাকারে প্রসারিত হইয়া সর্বেন্দ্রিয়ের গ্রাহক হয়; অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়ের কর্ম সম্পাদন করে।

২১৬। ইত্থঃ সমাধিজান্মোক্ষাৎ সুখং ভক্তৌ পরং মহৎ।
তদ্ভক্তবৎসলস্যাস্য কৃপামাধুর্যজৃম্ভিতম্॥

মূলানুবাদ

২১৬। এইপ্রকারে ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের কৃপা মাধুর্য প্রভাবে ভক্তিতে যে পরম মহৎ সুখ লাভ হইয়া থাকে, তাহা সমাধি জন্য মোক্ষ সুখ হইতে পরম মহৎ।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২১৬। এতচ্চ মহাবৈচিত্র্যমবিতর্ক্যবিচিত্রাশ্চর্য্যলীলস্য শ্রীভগবতো ভক্তবাৎসল্যমহিম স্বভাবজমেবেতি বদন্ত উপসংহরন্তি—ইত্থমিতি। সমাধেঃ সকাশাজ্জায়তে প্রাদুর্ভবতীতি। তথা তস্মাৎ মোক্ষাত্তৎসুখাৎ পরং মহৎ পরমমহত্ত্বাপ্রাপ্তং ভক্তৌ সুখং ভবতি; তৎ সুখঞ্চ অস্য ভগবতঃ কৃপামাধুর্যেণ জৃম্ভিতং প্রকাশিতম্; ভক্তবৎসলস্যেত্যস্যায়ং ভাবঃ; যদ্যপি সচ্চিদানন্দদেহবতাং ভক্তানাং স্বস্য চ সচ্চিদানন্দঘনস্য সদৈকরূপত্বেন বিচিত্রভেদো ন সম্ভবেদেব, তথাপি ভক্তবাৎসল্যেন ভক্তানাং পরমমহাসুখবিশেষস্য সম্পত্তয়ে নিজমহাশক্তি-বিশেষেণ তথা তথা সম্পাদয়তীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৬। এইসকল মহাবৈচিত্র্য অর্থাৎ অচিন্ত্য বিচিত্র আশ্চর্য লীলাময় শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য মহিমার স্বভাবে ভক্তিতে পরম মহৎসুখ লাভ হইয়া থাকে,—এই কথা উপসংহার করিতেছেন। ভক্তিতে যে পরমমহৎ সুখ লাভ হইয়া থাকে, তাহা সমাধিজন্য মোক্ষসুখ হইতেও মহৎ; আর সেই সুখ ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের কৃপামাধুর্যপ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যদ্যপি শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ এবং তাঁহার ভক্তসকলও সেই সচ্চিদানন্দময় বলিয়া সর্বদা একরূপ, কখনও বিচিত্র-ভেদ সম্ভব হইতে পারে না; তথাপি ভক্তবাৎসল্যস্বভাববশতঃ স্বীয় ভক্তসকলকে পরমমহাসুখবিশেষ প্রদানের জন্যই তাদৃশ নিজমহাশক্তিবিশেষ প্রকটন করিয়া সুখসম্পত্তি বিতরণ করিয়া থাকেন।

২১৭। সদৈকরূপং বহুরূপমদ্ভুতং
বিমুক্তিসৌখ্যাৎ প্রতিযোগি তৎসুখম্।
হরের্মহাভক্তিবিলাসমাধুরী,
ভরাত্মকং তর্ক্যমতদ্বিদাং ন হি॥

মূলানুবাদ

২১৭। সেই মোক্ষসুখ সর্বদা একরূপ, কিন্তু ভক্তিসুখ অদ্ভুত—শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য প্রভাবে বহুরূপ। মুক্তিসুখ হইতে ভক্তিসুখ সর্বতোভাবে বিপরীত এবং ভক্তিসুখবৈচিত্র্য পরম মনোহর শ্রীহরির মহাভক্তিবিলাস-মাধুরীভরস্বরূপ। যাঁহারা ভক্তিতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা তর্ক করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিবেন না।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

২১৭। এবং মোক্ষসুখবৈপরীত্যেন তৎসুখস্য লক্ষণং তৎপরমমহত্তাকারণত্বেনৈব নির্দিশন্তি—সদেতি তৎসুখমদ্ভুতং পরমানির্ব্বচনীয়মিত্যর্থঃ। কুতঃ? সদা একরূপং পরব্রহ্মরূপত্বাৎ, সদা বহুরূপঞ্চ শ্রীভগবদৈশ্বর্যবিশেষাৎ; অতএব বিশিষ্টা সাযুজ্যরূপা যা মুক্তিস্তদ্রূপাৎ সৌখ্যাৎ সুখাৎ প্রতিযোগি বিপরীতম্; তথা হি মোক্ষসুখমেকরূপং চরমকাষ্ঠাপ্ত্যাসীমবচ্চ, তথাপি পরিপূর্ণতয়া তৃপ্তিজনকঞ্চ, ইদঞ্চানেকরূপমপরিচ্ছিন্নং তৃপ্তিনিরাসকম্। এবমন্যদপ্যুক্তানুসারেণ বৈপরীত্যমূহ্যম্। এতচ্চ যুজ্যতে এব সদৈকরূপস্যাপ্যস্য প্রতিক্ষণ-নূতননূতন-মধুরমধুরত্বেন বহুরূপতয়া সদা বর্ধমানত্বাৎ। নন্বিদমত্যাশ্চর্য্যং কথং সম্পদ্যেত? তত্রাহুঃ—হরেরিতি। পরমমনোহরস্য ভগবতো যো মহান্ ভক্তেবিলাসো বৈভবং, তস্য মাধুরীভরো মাধুর্যাতিশয়স্তদাত্মকং তন্ময়মিতি। অয়মেব শ্রীভগবদ্ভক্তের্মাহাত্ম্যবিশেষ ইত্যর্থঃ। ননু সদা একমনেকমপি, তথা সদা পরিচ্ছেদাতীতমপি বর্ধতে ইত্যাদিকং বিরুদ্ধমিব প্রতিভাতি? সত্যমিত্যাহুঃ—ন তং ভক্তিবিলাসমাধুরীভরং তৎ সুখং বা বিদন্তি যে, তেষাং তৎ সুখং ন তর্ক্যং তর্কয়িতুং শক্যং ন ভবতি, 'তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ' ইতি ন্যায়াৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৭। এইরূপ মোক্ষসুখের বিপরীত সেই ভক্তিসুখের লক্ষণ এবং তাহার পরমমহত্ত্বের কারণ নির্দেশ করিতেছেন। সেই ভক্তিসুখ অদ্ভুত এবং অনির্বচনীয়। যদি বল, সেই ভক্তিসুখ কিরূপে অদ্ভুত? মোক্ষসুখ সর্বদাই একরূপ, কারণ, মোক্ষ পরব্রহ্মরূপ; কিন্তু ভক্তিসুখ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য প্রভাবে সদা বহুরূপ। অতএব

সাযুজ্যরূপা যে মুক্তি, মুক্তিজ সুখ হইতে ভক্তিসুখ সর্বতোভাবে বিপরীত। যেহেতু, মুক্তিসুখ চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত একরূপ, তথাপি পরিপূর্ণ হইয়াও তৃপ্তিজনক; কিন্তু ভক্তিসুখ অনেক রূপ, অপরিচ্ছিন্ন তৃপ্তি-নিরাসক। অর্থাৎ ভোগ করিলেও ইষ্টবিষয়ক ভোগ-লালসার নিবৃত্তি হয় না। অতএব মুক্তিসুখ হইতে ভক্তিসুখ সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশেষতঃ ভক্তিসুখ সর্বদা একরূপ হইয়াও প্রতিক্ষণ নূতন নূতন মধুর মধুর বহুরূপে সর্বদা বৃদ্ধিশীল। যদি বল, ইহা অতি আশ্চর্যের বিষয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু কিরূপে তাহা সম্পাদিত হয়? তাহাতেই বলিতেছেন, উক্ত সুখবৈচিত্র্য পরমমনোহর শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসের যে বৈভব, তাহার মাধুরীভরস্বরূপ অর্থাৎ মাধুর্যাতিশয়াত্মক। ইহাই শ্রীভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্যবিশেষ বলিয়া জানিবে। তথাপি যদি বল, সেই ভক্তি সদা একরূপ হইয়াও অনেকরূপ, তথা পরিচ্ছেদাতীত হইয়াও সর্বদা বর্ধনশীল—ইত্যাদি বাক্যসকল পরস্পর বিরুদ্ধের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে! সত্য, যাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব অবগত নহেন বা ভক্তিবিলাসমাধুরীরাশির যে সুখ, তাহা অনুভব করেন নাই, তাঁহারা কদাচ এই সুখের বৈচিত্র্য নিশ্চয় করিতে পারিবেন না। কারণ, এই সুখবৈচিত্র্য তর্ক করিয়া নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। অতএব 'তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ'—এই ন্যায়ানুসারে এই ভক্তিবিলাসমাধুরী দুর্বিতক্য বলিয়া জানিবে।

**২১৮। সদৈকরূপোঽপি স বিষ্ণুরাত্মন,-স্তথা স্বভক্তের্জনয়ত্যনুক্ষণম্॥
বিচিত্রমাধুর্যশতং নবং নবং, তয়া স্বশক্ত্যেতরদুর্বিতর্ক্যয়া॥**

মূলানুবাদ

২১৮। সচ্চিদানন্দঘন শ্রীবিষ্ণু স্বশক্তিক্রমে সর্বদা একরূপে অবস্থিত হইয়াও প্রতিক্ষণে আপনার ও স্বভক্তির নব নব বিচিত্র শত শত মাধুর্য প্রকটন করিয়া থাকেন, কিন্তু অভক্তসকলের পক্ষে দুর্বিতর্ক্য বলিয়া তাহারা এই বৈচিত্র্য নিশ্চয় করিতে পারে না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২১৮। নন্বনুভবনীয়স্য সদৈকরূপস্য সচ্চিদানন্দঘনস্য পরব্রহ্মমূর্তের্ভগবতস্তথা তদনুরূপং তদীয়ভক্তি-ভক্ততৎকরণ-বৃত্তীনাঞ্চ কিং বহুবৈচিত্রী কল্পনয়া? তত্রাহুঃ—সদেতি ত্রিভিঃ। আত্মনঃ স্বস্য অনুক্ষণং নবনবং বিচিত্রং নানাপ্রকারকং মাধুর্যশতং জনয়তি প্রকটয়তি। তথা পূর্বোক্তয়া স্বশক্ত্যা কৃত্বা। কীদৃশ্যাঃ? ইতরৈঃ প্রাকৃতৈর্ভক্তব্যতিরিক্তৈর্বা দুর্বিতর্ক্যয়া তর্কয়িতুমশক্যয়েত্যর্থঃ। এবং তৎকৃতানামপি দুর্বিতর্ক্যত্বমুক্তমিত্যুন্নেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৮। যদি বল, অনুভবনীয় সদা একরূপ সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্মমূর্তি শ্রীভগবানের তথা তদনুরূপ তদীয় ভক্তি-ভক্ত ও তৎ করণ বৃত্তিসমূহের কেন বহু বৈচিত্রী কল্পনা করা হইয়াছে? সেইজন্য 'সদা' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে তাহা ব্যক্ত করিতেছেন। শ্রীভগবান পূর্বোক্ত স্বশক্তিক্রমে অনুক্ষণ নিজের নব নব বিচিত্র শত শত মাধুর্য প্রকটন করিতেছেন। কিরূপভাবে প্রকটন করিতেছেন? ইতর প্রাকৃত বা ভক্তব্যতিরিক্ত জনের দুবিতর্ক্যস্বরূপে। এইরূপে তাঁহার কৃত কার্যাবলীর দুবিতর্ক্যত্ব উক্ত হইল।

**২১৯। পারব্রাহ্ম্যং মধুরমধুরং পারমেশ্যং চ তদ্বৈ,
ভক্তেষ্বেষ প্রবরকরুণা-প্রান্তসীমা-প্রকাশঃ।
তেষাঞ্চৈষা নিবিড়মধুরানন্দপূরানুভূতে,-
রন্ত্যাবস্থাপ্রকৃতিরুদিতা ধিক্কৃতব্রাহ্মসৌখ্যা॥**

মূলানুবাদ

২১৯। সেই পরব্রহ্মের মধুর মধুর পরম ঐশ্বর্য এবং ভক্তগণের প্রতি তাঁহার প্রভূত করুণার প্রান্তসীমা প্রকাশও সুমধুর; আর তাঁহার ভক্তসকল যে নিবিড় মধুরানন্দ অনুভব করেন, সেই পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত অনুভূতিও পরম মধুর এবং সেই প্রকৃতির নিকট ব্রহ্মসুখও ধিক্কৃত হয়।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২১৯। অয়মেব হি ব্রহ্মতত্ত্ব-ভগবত্তত্ত্বয়োস্তথা মুক্ত-ভক্তানাং মুক্তি-ভক্ত্যোশ্চ ভেদ ইত্যাশয়েনাহুঃ—পারেতি। বৈ নির্দ্ধারে। তৎ অনুক্ষণ-নবনব-বিচিত্রমাধুর্য-শতজননমেব পারব্রাহ্ম্যং পরব্রহ্মতা, তথা যচ্চ পারমেষ্ঠ্যং পরমেশ্বরতা তচ্চ তদেবেত্যর্থঃ। মধুরমধুরমিতি লিঙ্গব্যত্যয়েনাপি সর্বত্রান্বেতি। মধুরমধুরত্বঞ্চ রূপবিলাসবৈভবাদিনা সর্বেষামপ্যূহ্যম; তথা ভক্তেষু যা প্রবরা শ্রেষ্ঠতরা করুণা তস্যা যা প্রান্তসীমা পরমাত্যকাষ্ঠা তস্যা যঃ প্রকাশঃ প্রকটনং স চ এষ এব; তথা তেষাং ভক্তানাং যা নিবিড়স্য সান্দ্রস্য মধুরানন্দপূরস্যানুভূতিস্তস্যা যাত্যাবস্থা চ চরমসীমা তস্যাঃ প্রকৃতিঃ স্বভাব উদিতা উক্তা মহদ্ভিঃ, সা তথৈব। কীদৃশী? ধিক্কৃতমধরীকৃতং ব্রাহ্মসৌখ্যং ব্রহ্মানুভবসুখং যয়া সা॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১৯। ইহাই ব্রহ্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্বের তথা মুক্তি-ভক্তি ও মুক্ত-ভক্তের ভেদ, —এই আশয়ে বলিতেছেন। 'বৈ' শব্দ নির্ধারে। অনুক্ষণ নব নব বিচিত্র মাধুর্যশত প্রকটনই পারব্রহ্ম্য অর্থাৎ পরব্রহ্মতা। যাহা পারমেষ্ঠ্য বা পরমেশ্বরতা, তাহাও সেই প্রকার অর্থাৎ মধুর হইতেও মধুর। রূপ-বিলাস-বৈভবাদি দ্বারা মধুর হইতেও সুমধুর, তাহা সকলের নিকট গোপনীয়। তথা ভক্তগণের প্রতি তাঁহার যে প্রবরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতরা করুণার প্রান্তসীমা অর্থাৎ পরমাত্যকাষ্ঠারূপে প্রকাশ, তাহাও এইপ্রকার মধুর। আর তাঁহার ভক্তসকল যে নিবিড় মধুরানন্দ অনুভব করেন, সেই পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত অনুভূতিও পরম মধুর। তাহার প্রকৃতি বা স্বভাব কিরূপ? তাহা ব্রাহ্ম বা ব্রহ্মানুভব সুখকেও ধিক্কৃত করে।

২২০। স্বভক্তানাং তত্তদ্বিবিধমধুরানন্দলহরী,-
সদা-সম্পত্ত্যর্থং বহুতরবিশেষং বিতনুতে।
যথা স্বস্মিংস্তত্তৎপ্রকৃতিরহিতেঽপি ধ্রুবতরং,
তথা তেষাং চিত্রাখিলকরণবৃত্ত্যাদিবিভবম্॥

মূলানুবাদ

২২০। যেমন শ্রীভগবান স্বভাবতঃ নানা বিশেষরহিত হইলেও কাল ও দেশাদি পরিচ্ছেদশূন্য বলিয়া পরম নিত্য বহুতর, অবতাররূপ বিস্তার করিয়া থাকেন, সেইরূপ নিজ ভক্তসকলের বিবিধ মধুর আনন্দলহরীর সদা স্থিরতা সম্পাদন নিমিত্ত শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ বহুতর বিশেষ বিস্তার করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২২০। কিমর্থমেবং করোতীত্যপেক্ষায়াং ব্যক্তং তৎপ্রয়োজনং নির্দিশন্তঃ পূর্ব্বোক্তমনুভবিতুর্বহুধা প্রস্ফুরণমেব সদৃষ্টান্তং প্রপঞ্চয়ন্তি—স্বভক্তানামিতি। সা সা পরমানির্ব্বচনীয়া যা বিবিধা মধুরানন্দস্য লহরী পরম্পরা, তস্যাঃ সদা নৈরন্তর্য্যেণ যা সম্পত্তিঃ সম্পন্নতা তদর্থং, স্বভক্তানাং সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বেনৈকরূপাণামপি বহুতরং বিশেষং শ্রবণ-কীর্তনাদিপরতয়া ভেদং বিতনুতে বিস্তারয়তি। কীদৃশম্? ধ্রুবতরং পরমনিত্যম্। এবমনাদিত্বমনন্তত্বাদিকঞ্চোক্তম্। তথেতি সমুচ্চয়ে দার্ষ্টান্তিকত্বে বা। তেষাং ভক্তানাং যাশ্চিত্রা বিবিধা অখিলকরণবৃত্তয়স্তদাদীনং বিভবং বিভূতিং বিস্তারমিতি যাবৎ; আদিশব্দেন আকারকান্তিবিলাসাদি। ননু সদৈকরূপতাদিস্বভাবকস্য বস্তুনোঽনেকরূপত্বাদিবিপর্যয়ঃ কথং সঙ্গচ্ছতাম্? ন হি নিত্যোষ্ণত্বধর্মবতো বহ্নেঃ কদাপি শৈত্যং ঘটেতেত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেনোপপাদয়ন্তি—যথেতি। তয়া নানাবিশেষ-বত্তারূপয়া প্রকৃত্যা স্বভাবেন রহিতেঽপি সদস্মিন্ ভগবতি যথা ধ্রুবতরং, কালদেশাদি-পরিচ্ছেদাতীতত্ত্বেন পরমং নিত্যং বহুতরবিশেষং বিতনুতে তথেতি। এতদুক্তং ভবতি—পরব্রহ্ম-রূপত্বেন স্বভাবতো নির্বিশেষস্যাপি স্বস্য পরমাত্মাদিরূপেণ বিচিত্রাবতারাত্মতয়া নিজাংশজীবত্বাদিরূপেণ চ নানাবিশেষং, তথা স্বভক্তেশ্চ শ্রবণ-কীর্তন-দর্শন-সম্ভাষণালিঙ্গনাদি-বিচিত্রমধুর-প্রকারবর্গং তত্র চ প্রত্যেকং প্রতিক্ষণং বহুবিধবিশেষং যথা শ্রীভগবান্ স্বভক্তানামেকরূপাত্মতত্ত্ব-ব্রহ্মানুভবসুখাধিকাধিক-সুখবিশেষ-সম্পত্তয়ে নিজশক্তিবিশেষেণ নিত্যনূতনতয়া অভিব্যঞ্জয়তি, তথা সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহত্বেনৈকরূপাণামপি স্বভক্তানাং বাহ্যান্তরকরণবৃত্তিবৈচিত্রী-নিষ্পাদনেন বিবিধবিশেষশতং তন্মহাসুখবিশেষার্থং প্রকটয়তীতি। এবং

ভেদেঽপ্যভেদোঽভেদেঽপি ভেদ এব সিদ্ধঃ; তথা মোক্ষসুখমতিতুচ্ছং, ভক্তিসুখঞ্চ পরমোৎকৃষ্টমনন্তঞ্চেতি চ সিদ্ধমিতি দিক্। অলমতিবিস্তরেণ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২০। কি প্রয়োজনে শ্রীভগবান এইরূপ করেন?—এই অপেক্ষায় তাঁহার প্রয়োজন নির্দেশ করতঃ পূর্বোক্ত অনুভবিতাগণের বহুরূপে প্রস্ফুরণাদির বিষয় দৃষ্টান্তের সহিত নির্ধারণ করিতেছেন। সেই পরমানির্বচনীয় শ্রীভগবান যেমন সদা একরূপ হইয়াও কাল-দেশাদি-পরিচ্ছেদশূন্য বলিয়া বিচিত্র নিজ অবতাররূপ প্রকটন দ্বারা বিশেষ বিস্তার করিয়া থাকেন, সেইরূপ নিজ ভক্তসকলেরও বিবিধ আনন্দলহরীর স্থিরতা সম্পাদন জন্য শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ বহুতর বিশেষ স্থিরতররূপে বিস্তার করিয়া থাকেন। তাৎপর্য এই যে, নিজভক্তগণের সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব-হেতু সকলে একরূপ হইলেও বহুতর বিশেষ (শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও বন্দনাদিরূপ বিবিধ ভক্তি অঙ্গের প্রতি বিশেষ বিশেষ আসক্তিবশতঃ ভেদবৎ) দেখা যায়। সেই বিশেষ কীদৃশ? সেই বিশেষও স্থিরতর পরম নিত্য এবং অনাদি ও অনন্ত। আবার সেই সেই ভক্তের যে বিচিত্র বিবিধ ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং সেই বৃত্তির যে বৈভব (বিভূতি) বিস্তারাদি তাহাও নিত্য। এখানে আদি-শব্দে আকার, কান্তি ও বিলাসাদিও বুঝিতে হইবে। যদি বল, সর্বদা একরূপ স্বভাববিশিষ্ট বস্তুর অনেকরূপত্বাদি বিপর্যয়স্বভাব কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে? যেমন, স্বভাবতঃ উষ্ণধর্মবিশিষ্ট অগ্নির কদাচ শীতলত্ব সংঘটিত হইতে পারে না। এই আশঙ্কা নিরসন জন্য দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছেন। যেমন শ্রীভগবান স্বভাবতঃ নানাবিশেষহীন হইলেও কাল-দেশাদি-পরিচ্ছেদাতীত বলিয়া পরম নিত্য বহুতর বিশেষ বিস্তার করিয়া থাকেন। অথবা পরব্রহ্মরূপে যেমন স্বভাবতঃ বিশেষধর্মরহিত হইয়াও পরমাত্মরূপে বিচিত্র অবতারধর্ম প্রকটনপূর্বক নিজাংশ জীবত্বাদিরূপে নানাবিধ বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রীভগবান নিজভক্ত বিষয়েও শ্রবণ, কীর্তন, বন্দন, সম্ভাষণ ও আলিঙ্গনাদিরূপে বিচিত্র মধুর মধুর ভেদ বিস্তার করিয়া থাকেন। আবার সেই সেই ভক্ত্যঙ্গের প্রতি অঙ্গই প্রতিক্ষণে বহুবিধ বিশেষরূপে প্রতি ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমান। (যেমন, শ্রীশুকদেব কীর্তনে, শ্রীপরীক্ষিত শ্রবণে; ইত্যাদি রূপেই ভক্তহৃদয়ে অনুরাগরূপ কল্পলতা নানা বৈচিত্রী ধারণ করেন, অর্থাৎ এইরূপে ভক্তির অনন্ত বিভাগের প্রত্যেকটিতে অনন্ত বৈচিত্র্যের সমাবেশ) এইরূপে ভক্তগণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া সর্বদা একরূপ হইলেও প্রভু নিজভক্তগণকে অনন্ত মাধুর্য বিবিধভাবে আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মসুখ হইতেও অধিকাধিক সুখবিশেষ আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত নিজশক্তিবিশেষ দ্বারা নিত্য নূতন নূতন সুখের অভিব্যঞ্জনা করিয়া থাকেন। এইজন্য ভক্তের বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়সকল

বৈচিত্রী বিস্তার করতঃ বিবিধ বিশেষ অর্থাৎ শত শত মহাসুখবিশেষ আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই প্রকারে ভেদেও অভেদ এবং অভেদেও ভেদ সিদ্ধ হইল। তথা মোক্ষসুখ অতি তুচ্ছ এবং ভক্তিসুখ পরমোৎকৃষ্ট ও অপরিমেয়, তাহাও সিদ্ধ হইল।

সারশিক্ষা

২২০। চিত্তের স্ফারতাই রসের সার এবং তাহার স্থিরাংশই স্থায়িভাব। এই অবস্থায় শ্রীভগবানের রূপ, গুণ ও লীলাদি চিত্তে প্রতিফলিত হয়, তাহা স্থিতিশীল বলিয়া তদ্বিষয়ে প্রযুক্ত স্থায়িভাবে শব্দই মুখ্যার্থের বোধক, ইহা পারিভাষিকশব্দ (কল্পিতার্থ বোধক নহে)। স্থায়িভাবের চরম বিশ্রান্তিস্থান রস। স্থায়িভাবই রস সকলকে নিষ্পাদন করে। এইজন্য রস ও স্থায়িভাবের সত্তা পরস্পর সাপেক্ষ, কিন্তু স্থায়িভাবই বিভিন্ন রসের চমৎকারিত্বের গ্রাহক।

এই স্থায়িভাব প্রথমে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে অভিব্যক্ত হয়, পরে স্বাদনাখ্য ব্যাপারে আপনাতে শ্রীভগবানের ও স্ব-বাসনাতে রতির অভেদ প্রতীতি হয়। এইরূপে ভেদেও অভেদ এবং অভেদেও ভেদ উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ধ্যেয়স্বরূপ শ্রীভগবানের লীলা পরিকরগণের সহিত ধাতৃরূপ ভক্তের তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ-সাক্ষাৎকাররূপা বা প্রত্যক্ষীভূত পরমানন্দরূপে রসতা প্রাপ্ত হয়—ইহাই রসতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত।

২২১। নিত্যৈশ্বর্যো নিত্যনানাবিশেষো,
নিত্যশ্রীকো নিত্যভৃত্যপ্রসঙ্গঃ।
নিত্যোপাস্তির্নিত্যলোকেঽবতু ত্বাং,
নিত্যাদ্বৈতব্রহ্মরূপোঽপি কৃষ্ণঃ॥

মূলানুবাদ

২২১। নিত্য অদ্বৈত ব্রহ্মঘন যাঁহার শ্রীমূর্তি এবং যিনি নিত্য ঐশ্বর্যযুক্ত, যাঁহাতে নিত্য নানা বিশেষ বিদ্যমান আছে, যাঁহার সহিত শ্রী (লক্ষ্মী) নিত্য বিলাসব্যাপৃতা, যিনি নিত্য ভৃত্য সহ প্রকৃষ্ট সঙ্গ করেন, যাঁহার উপাসনা নিত্য এবং যাঁহার ধামও নিত্য, সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে মুমুক্ষুত্বাদি বিঘ্ন হইতে রক্ষা করুন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

২২১। ফলিতনিরূপণেন প্রকরণমুপসংহরন্তঃ প্রষ্টুর্হেতোরেব শ্রীভগবদ্ভক্তি-মাহাত্ম্যং কীর্তিতমিতি পরমানন্দেনাশিষং বিদধতি—নিত্যেতি, নিত্যং সদৈব। অদ্বৈতং যদ্ব্রহ্ম তদেব রূপং শ্রীমূর্তির্যস্য; রূপবত্ত্বাদেব ঘনতা সিদ্ধা; অতঃ পরব্রহ্মময়বিগ্রহ ইত্যর্থঃ। অপি যদ্যপি সদা ঈদৃগেব, তথাপি নিত্যমৈশ্বর্যং যস্য সঃ, সদা অপ্রচ্যুতৈশ্বর্যত্বাৎ; তথা নিত্যো নানা বহুপ্রকারকঃ সৌন্দর্যকান্তিমাধুর্যগুণলীলাদিভেদেন বিশেষো যস্য সঃ, সদা অপ্রচ্যুতভগবত্ত্বাৎ। এতেন গুণলীলাদীনামপি নিত্যত্বমুক্তম্; তথা নিত্যা শ্রীর্মহালক্ষ্মীর্মহিষীরূপা যস্য সঃ, সদা লক্ষ্মীলক্ষিত-বক্ষঃস্থলত্বাৎ; তথা নিত্যো ভৃত্যৈঃ সহ প্রকৃষ্ট সঙ্গো যস্য সঃ, নিত্যৈশ্বর্যবত্ত্বাৎ। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্। এতেন শ্রীবৈকুণ্ঠপার্ষদানাম্ অন্যেষাঞ্চ সাধকানাং, 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' (শ্রীগী ৯।৩১) ইতি শ্রীভগবদ্বচন-প্রামাণ্যেন নিত্যতৎকৃপানুবৃত্ত্যা কদাচিদপি নাশ-শঙ্কারাহিত্যেন নিত্যত্বং প্রতিপাদিতম্। নিত্যা উপাস্তির্ভক্তির্যস্য সঃ। এবং সদা সিদ্ধত্বেন শ্রবণ-কীর্তনাদি-ভক্তেরিন্দ্রিয়-ব্যাপাররূপত্বং নিরাকৃতম্। কেবলং ভগবৎপ্রসাদ-তত্তদিন্দ্রিয়বৃত্তৌ স্ফূর্তিরেবাভিপ্রেতেতি জ্ঞেয়ম্। এতচ্চাগ্রে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি। নিত্যো লোকঃ শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যো যস্য সঃ কৃষ্ণস্ত্বামবতু মুমুক্ষাদি-ভক্তিবিঘ্নেভ্যো রক্ষতু॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২১। এইরূপে প্রশ্নকর্তার অভিপ্রেত অর্থ নিরূপণ করিয়া প্রকরণ উপসংহার করিতেছেন। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসকল

পরমানন্দের সহিত (জিজ্ঞাসুকে) আশীর্বাদ করিতেছেন। নিত্য অদ্বৈত ব্রহ্ম যাঁহার শ্রীমূর্তি অর্থাৎ রূপবত্ত্বার ঘনতা-হেতু যিনি পরমব্রহ্মময় বিগ্রহ হইয়াও নিত্য ঐশ্বর্যযুক্ত, (সদা অপ্রচ্যুত ঐশ্বর্য) তথা যাঁহাতে নিত্যই সৌন্দর্য কান্তি মাধুর্য ও গুণ-লীলাদি-ভেদে বহুপ্রকার বিশেষ বর্তমান। অর্থাৎ সদা অপ্রচ্যুত ভগবত্ত্বা-হেতু গুণ-লীলাদি নিত্যই বর্তমান আছে। যাঁহার সহিত মহিষী শ্রীমহালক্ষ্মী নিত্যই বিলাসব্যাপৃতা এবং যিনি নিত্যই ভৃত্যগণের সহিত বিরাজিত রহিয়াছেন। এখানে 'নিত্যভৃত্যপ্রসঙ্গ'—নিত্য ভৃত্যসঙ্গ, এই বিশেষণ দ্বারা সাধকভক্ত সকলেরও বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণের ন্যায় নাশশঙ্কারাহিত্য হেতু নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইল। একথা শ্রীগীতাতেও উক্ত আছে—হে অর্জুন! তুমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা কর যে, 'আমার ভক্তের পতন ভয় নাই।' এই শ্রীভগবদ্-বচন-প্রমাণে ভক্তসকলের প্রতি শ্রীভগবানের নিত্য অনুবৃত্তি হেতু কখনও পতনাশঙ্কা উপস্থিত হয় না বলিয়া নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাঁহার উপাসনায় শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা ভক্তিও নিত্যা। শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা উপাসনা 'নিত্যা উপাস্তি' এই বিশেষণ দ্বারা শ্রবণ-কীর্তনাদির ইন্দ্রিয়ব্যাপাররূপত্ব নিরাকৃত হইল। পরন্তু এই শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা ভক্তি কেবল ভগবৎপ্রসাদে তত্তৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবিষয় অগ্রে সম্যকরূপে বিবৃত হইবে। যাঁহার শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্য লোকও নিত্য, সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমায় মুমুক্ষুত্বাদি বিঘ্ন হইতে রক্ষা করুন।

২২২। মহারসেঽস্মিন্নবুধৈঃ প্রযুজ্যতে,
সুকোমলে কর্কশতর্ককণ্টকম্।
তথাপি নির্বাণরতপ্রবৃত্তয়ে,
নবীনভক্তপ্রমুদে প্রদর্শিতম্॥

মূলানুবাদ

২২২। পণ্ডিতগণ ভগবদ্ভক্তিরূপ সুকোমল মহারসে কর্কশ তর্ককন্টক প্রয়োগ করেন না। তথাপি আমি নির্বাণরত নবীন ভক্তগণের মুমুক্ষতা দোষ নিবারণের জন্য এবং তাহাদের প্রভূত আনন্দ সম্পাদনের নিমিত্ত যৎসামান্য তর্ককন্টক প্রয়োগ করিয়াছি।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২২২। এবং যদ্যপি মোক্ষাধিক-ভক্তিমাহাত্ম্যভরসিদ্ধৌ প্রমাণচতুষ্টয়াত্মকা বহবো ন্যায়া দেদীপ্যন্তে, তথাপ্যত্রাল্পানামেব তেষামবতারণে হেতুমাহ—মহেতি। অস্মিন্ ভগবদ্ভক্তিরূপে মহারসে বিষয়ে কর্কশস্তর্কো, ন্যায় এব কন্টকং, কর্কশং তর্করূপকন্টকং বা, বুধৈস্তদ্রসতত্ত্ববিদ্ভির্ন প্রযুজ্যতে ন সমর্প্যতে। কুতঃ? সুকোমলে পরমসুকুমারে অন্যথা পরমমূর্খতৈব প্রসজ্জেতেতি ভাবঃ। রসকণ্টকতান্যায়েন সুখবিশেষহান্যাপত্তেঃ। তথাপি দর্শিতং তদেব। কিমর্থম্? নির্বাণং সাযুজ্যমুক্তিস্তস্মিন্ রতানাম্ অস্মিন্ মহারস এব প্রবৃত্তয়ে। দৃঢ়যুক্তিং বিনা মুক্তিত্যাগেন ভক্তিমার্গে তেষাং প্রবেশানুপপত্তেঃ। অতএব 'কন্টকং কন্টকেনৈব' ইতি ন্যায়েন হৃদয়লগ্ন-মোক্ষকন্টকস্য তীক্ষ্ণতর্ককন্টকেন বিনোদ্ধরণঘটনা নেতি দর্শিতম্। সাক্ষাদুপনীতমিতি শ্লেষেণোক্তম্। কিঞ্চ, নবীনানাং নিষ্ঠামপ্রাপ্তানাং ভক্তানাং প্রকৃষ্টমুদেঽপি মোক্ষাদিসকাশাদ্ভক্তিমাহাত্ম্যবিশেষ-শ্রবণতোঽশেষসংশয়-কন্টকোৎপাটনেন চিত্তোল্লাস-ভরোৎপত্ত্যা নিরন্তরভক্তি-সম্পত্তেঃ। কর্কশেত্যস্য চায়মভিপ্রায়ঃ—যথা দ্বৈতপরন্যায়শাস্ত্রাদৌ প্রমাণ-চতুষ্টয়াত্মিকা বহুবিধাঃ কর্কশ-তর্কনিচয়া বিদ্যন্তে, তথাদ্বৈতপরবেদান্তশাস্ত্রেঽনুভব-প্রমাণপ্রধানত্বেন ন কিল বর্তন্তে, কিন্তু কোমলা অল্প এব সন্তি। এবং ভক্তিপরশাস্ত্রেঽপি তদপেক্ষয়া সুকোমলাঃ স্বল্পা এব তত্তদভিনিবেশতশ্চিত্তবিক্ষেপেণ ভক্তিরসপরিপাক-বিঘাতাপত্তেঃ। অতো বুধৈস্তত্রাল্পতরা সুকোমলৈব যুক্তিঃ প্রযোক্তব্যেতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২২। যদ্যপি এইরূপ মোক্ষ হইতেও অধিক ভক্তিমাহাত্ম্যরাশি সিদ্ধির জন্য প্রমাণ চতুষ্টয়াত্মক বহু বহু ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে; তথাপি এখানে অল্পমাত্রই

প্রয়োগ হইল। কারণ, ভক্তিরসতত্ত্ববিদ্ মহাত্মাগণ ভগবদ্ভক্তিরূপ সুকোমল মহারসে তর্করূপ কর্কশ কন্টক প্রয়োগ করেন না। কিজন্য প্রয়োগ করেন না? পরম সুকোমল বিষয়ে তর্ককন্টক প্রয়োগ করিলে মূর্খতাই প্রতিপন্ন হয়। বিশেষতঃ 'রসকন্টকতা' ন্যায়ানুসারে সুখবিশেষেরও হানি হইয়া থাকে। তথাপি কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইতেছে। কি প্রয়োজনে? অপরিণতবুদ্ধি নবীন সাধকগণের নির্বাণ (সাযুজ্য) মোক্ষানুরাগ দূরীভূত করিবার জন্য। কেননা, দৃঢ়যুক্তি ব্যতীত তাহাদের মুক্তিবাসনা ত্যাগ হইবে না, আর মুক্তিবাসনা ত্যাগ না হইলে ভক্তিপথে প্রবেশ লাভ ঘটিবে না। অতএব 'কন্টকং কন্টকেনৈব'—এই ন্যায়ানুসারে, তাহাদের হৃদয়লগ্ন মোক্ষকন্টক উৎপাটন নিমিত্ত তীক্ষ্ণ তর্ককন্টকের প্রয়োগ করিয়াছি। আরও বলিতেছেন, অপ্রাপ্তনিষ্ঠা নবীন ভক্তসকলের প্রচুর আহ্লাদের নিমিত্ত এই তর্ককন্টক নিক্ষেপ করিয়াছি। যেহেতু, মোক্ষ হইতেও অধিক ভক্তিমাহাত্ম্যবিশেষ শ্রবণ করিলে তাহাদের হৃদয়ের অশেষ সংশয়রূপ কন্টক সমূলে উৎপাটিত হইলেই চিত্তের উল্লাসাতিশয় উৎপত্তি হেতু নিরন্তর ভক্তিসম্পত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এ বিষয়ে অভিপ্রায় এই যে, দ্বৈতপর ন্যায়াদি শাস্ত্রে প্রমাণ চতুষ্টয়াত্মক বহু বহু কর্কশ তর্ক আছে। তথা অদ্বৈতপর বেদান্তশাস্ত্রে অনুভব প্রমাণের প্রাধান্য-হেতু তাহাতে বহু কর্কশ তর্ক নাই বটে, কিন্তু অল্প কোমল তর্ক আছে। পরন্তু ভক্তিশাস্ত্র অদ্বৈতপর বেদান্তশাস্ত্র হইতেও সুকোমল ও অল্পমাত্র তর্ক আছে বলিয়া ঐ সকল তর্কে চিত্তাভিনিবেশ হইলেও চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া ভক্তিরস পরিপাক সম্বন্ধে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। তজ্জন্যাই সুধীগণ অল্পমাত্র সুকোমল যুক্তিসিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়া থাকেন।

সারশিক্ষা

২২২। যথার্থ জ্ঞানের নাম প্রমাণ, এরূপ প্রমাণ চতুষ্টয়াত্মক সিদ্ধির জন্য সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি। তন্মধ্যে সংশয়—এক ধর্মীতে বিরুদ্ধ নানার্থের বিমর্শন পূর্বপক্ষ—প্রতিকূল অর্থ। সিদ্ধান্ত—প্রামাণিকরূপে যে অর্থ উপস্থিত হয় সঙ্গতি—পূর্বাপর অর্থ অবিরোধ। এই যুক্তি শাস্ত্রের বিচার দ্বারা হৃদয়ের অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা প্রভৃতি দোষের নিবৃত্তি হয়। অসম্ভাবনা বলিতে আচার্যের নিকট যাহা জানা গেল, তাহা অসম্ভব মনে করা। বিপরীত ভাবনা বলিতে আচার্যোপদেশের বিপরীত অর্থ মনে করা। অতএব এই দোষ যতক্ষণ দূর না হয়, ততক্ষণ নবীন সাধকগণ কিছুতেই সাধনায় মনোনিবেশ করিতে পারেন না।

**২২৩। ভবাংস্তু যদি মোক্ষস্য তুচ্ছত্বানুভবেন হি।
বিশুদ্ধভগবদ্ভক্তি-নিষ্ঠা-সম্পত্তিমিচ্ছতি॥**

মূলানুবাদ

২২৩। তুমি যদি মোক্ষের তুচ্ছত্ব অনুভব করিয়া থাক এবং বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠারূপ সম্পত্তি ইচ্ছা কর;

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২২৩। এবং বহবো মোক্ষস্য পরমফল্গুতামনুভূয় তং দূরে পরিহৃত্য ভক্তিপরা বৃত্তাঃ সন্তি। ভবাংস্তু মোক্ষস্য যত্তুচ্ছত্বং, তস্যানুভবেনৈব। হি নির্দ্ধারে। বিশুদ্ধায়াঃ প্রেমলক্ষণায়া ভগবদ্ভক্তের্যা নিষ্ঠা পরমকাষ্ঠা তদেকপরতা বা, তস্যাঃ সম্পত্তিং সম্পন্নতাং বৈভবং বা যদীচ্ছতি, তদা তং মহাপুরুষোপদিষ্টং সকলমনোরথসাধকং নিজমাত্মোপাস্যমানং মহামন্ত্রমেব পরং কেবলং ভজতামিতি সার্ধেনান্বয়ঃ। অয়মর্থঃ—যদ্যপি মহতাং ব্যবহারো বচনঞ্চ সর্বথা প্রমাণমেব, তথাপ্যনুভবং বিনা তত্তত্ত্বজ্ঞানং সম্যঙ্ ন জায়তে, ন চ তদ্বিনা দূরতো হেয়পরিহারেণ একান্তিতয়া প্রেমভক্তিঃ সম্পদ্যতে। অতস্তদনুভবায় মুক্তিপদং গন্তুং নিজমন্ত্রমেব শ্রদ্ধয়া জপ, তেনৈব তৎসিদ্ধির্ভবিতেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২৩। এইরূপে বহু বহু ভাগ্যবান্ মোক্ষের পরম ফল্গুতা (তুচ্ছতা) অনুভব করিয়া মোক্ষকে দূরে পরিহার করতঃ শুদ্ধ ভক্তিপরায়ণ হইয়াছেন। যদি তুমিও মোক্ষের তুচ্ছত্ব অনুভব করিয়া থাক এবং বিশুদ্ধ প্রেমলক্ষণা ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা, তদেকপরতা ও অনন্য তাৎপর্যশূন্যতারূপ সম্পত্তি ইচ্ছা কর, তবে মহাপুরুষোপদিষ্ট সকল মনোরথ-সাধক নিজ উপাস্যমান্ মহামন্ত্রেরই কেবল জপ কর। তাৎপর্য এই যে, যদ্যপি মহৎগণের আচরণ ও উপদেশ সর্বদা প্রমাণ, তথাপি নিজ-অনুভব ব্যতীত তাহার তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না। আর সম্যক্ অনুভব না হইলে হেয়বস্তু পরিহারে দৃঢ়তা জন্মে না এবং একান্তভাবে প্রেমভক্তিতে নিষ্ঠাও সম্পন্ন হয় না। অতএব তাহা অনুভবের জন্য মুক্তিপদে গমন কর। তজ্জন্য শ্রদ্ধার সহিত নিজমন্ত্রের জপ কর।

২২৪। তদা নিজং মহামন্ত্রং তমেব ভজতাং পরম্।
অত্রাপীদং মহাগূঢ়ং শৃণোতু হৃদয়ঙ্গমম্॥

২২৫। ব্রহ্মাণ্ডাৎ কোটিপঞ্চাশদ্‌যোজনপ্রমিতিদ্বহিঃ।
যথোত্তরং দশগুণান্যষ্টাবাবরণানি হি॥

মূলানুবাদ

২২৪। তবে নিজ-মহামন্ত্রই পরমানুরাগের সহিত জপ কর! আর এক্ষণে এই সকল মহাগূঢ় রহস্য শ্রবণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর।

২২৫। পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পরিমিত এই ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে উত্তরোত্তর দশগুণ বৃহত্তর অষ্ট আবরণ আছে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২২৪। তত্র মোক্ষতত্ত্বানুভবেঽপি ইদং বক্ষ্যমাণং হৃদয়ঙ্গমং মনোরমম্, ন তু মোক্ষপদসম্বন্ধেন ভক্তিপরাণাং ভবাদৃশামপ্রিয়মিত্যর্থঃ॥

২২৫। কিং? তদাহ—ব্রহ্মাণ্ডাদিতি পঞ্চভিঃ। অষ্টৌ পৃথিব্যপ্‌তেজো-বায়্বাকাশাহঙ্কার-মহত্তত্ত্ব-প্রধানানীতি কারণরূপাণি ব্রহ্মাণ্ডাদ্‌বহিঃ সন্তি। কেচিচ্চ অণ্ডকটাহস্যৈব পৃথিব্যাবরণত্বং মত্বা সপ্তান্যাবরণানি বদন্তি, তচ্চাসঙ্গতমিব। তস্য ব্রহ্মাণ্ডদশগুণত্বেন পঞ্চাশৎকোটিযোজনবিস্তারাসম্ভবাৎ, পার্থিববিকারত্বেন কারণরূপতা-রাহিত্যাচ্চেতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২৪। এক্ষণে এই মোক্ষতত্ত্ব অনুভবের নিমিত্ত বক্ষ্যমান মনোরম এই মহারহস্য হৃদয়ঙ্গম কর। যদিও ইহা মোক্ষ সম্বন্ধীয়, তথাপি তোমার মত ভক্তিপরায়ণের অপ্রিয় হইবে না।

২২৫। মোক্ষতত্ত্ব বিষয়ে সেই মহারহস্য কিরূপ? 'ব্রহ্মাণ্ডাৎ' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও প্রধান—কারণরূপ এই অষ্ট আবরণের বাহিরে সেই মুক্তিপদ। যদিও কেহ কেহ ব্রহ্মাণ্ডকটাহকে পৃথিবীর আবরণ মানিয়া সপ্তাবরণ কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা সঙ্গত হয় না। যেহেতু, ব্রহ্মাণ্ড দশগুণ হইলে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তার অসম্ভব হইবে। বিশেষতঃ পার্থিব বিকার কার্য হইয়া আবার কারণ হইবে কিরূপে?

২২৬। তান্যতিক্রম্য লভ্যেত তন্নির্বাণপদং ধ্রুবম্।
মহাকালপুরাখ্যং যৎ কার্যকারণকালনাৎ॥

মূলানুবাদ

২২৬। ব্রহ্মাণ্ডের অষ্টাবরণ অতিক্রম করিলে সেই নিশ্চল নির্বাণপদ লাভ করা যায়। সেই মুক্তিপদে কার্য-কারণের বিলোপ হয়, তজ্জন্য মহাকালপুর বলিয়া আর একটি আখ্যা হইয়াছে।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

২২৬। তৎ সুপ্রসিদ্ধং দ্বারকাবাসি-বিপ্রকুমারানয়নায়ার্জুনেন সহ শ্রীভগবদ্গমনাৎ। নির্বাণস্য সাযুজ্য-মোক্ষস্য; পদং স্বরূপং স্থানং বা। যদ্যপি মোক্ষস্য পরমার্থবিচারেণ দেশনিয়মো নাস্তি, তথাপি প্রপঞ্চাতীতত্বেন তত্তদাবরণাদিস্থানতো বাহ্যত্বাপেক্ষয়া কল্প্যতে। এবমগ্রেহন্যদপ্যূহ্যম্। ধ্রুবমিতি প্রপঞ্চাতীততয়াহনশ্বরত্বাৎ। মহাকালপুরমিতি আখ্যা নাম যস্য তৎ। তত্র হেতুং নির্দিশন্তো নিরুক্তিং দর্শয়ন্তি—কার্য-কারণানাং স্থূল-সূক্ষ্মাণাং; যদ্বা, কার্যাণাং দেহেন্দ্রিয়াদীনাং, কারণানাং মহাভূতাদীনাং কালনাৎ নির্বাণেনাত্যন্তবিলোপনাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২৬ । সেই অষ্টাবরণ ভেদ করিলে নির্বাণ (সাযুজ্য) মোক্ষপদ লাভ করা যায়। সেই সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস বর্ণিত দ্বারকাবাসি-বিপ্রকুমারের আনয়ন নিমিত্ত শ্রীঅর্জুনসহ শ্রীভগবান সেই মুক্তিপদে গমন করিয়াছিলেন। যদ্যপি পরমার্থ বিচারে সেই মোক্ষের কোন নির্দিষ্ট দেশ নাই, তথাপি প্রপঞ্চাতীত বলিয়া এবং তত্তৎ আবরণাদি সংস্থানের বাহ্যত্ব অপেক্ষায় মোক্ষের সেই স্থান কল্পিত হইয়া থাকে। এরূপ সিদ্ধান্ত অগ্রেও বুঝিতে হইবে। তবে ইহা প্রপঞ্চাতীত বলিয়া অনশ্বর ও নিশ্চল। ইহার মহাকালপুর বলিয়া একটি আখ্যা আছে। তাহার কারণ এই যে, কার্য-কারণ স্থূল ও সূক্ষ্ম; অথবা কার্যরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি, কারণরূপ মহাভূতাদি, ইহাদের অত্যন্ত বিলোপ বা নির্বাণ হয় বলিয়া ঐ নির্বাণ পদকে মহাকালপুর বলা হইয়া থাকে।

২২৭। তৎ স্বরূপমনির্বাচ্যং কথঞ্চিদ্বর্ণ্যতে বুধৈঃ।
সাকারঞ্চ নিরাকারং যথামত্যনুসারতঃ॥

মূলানুবাদ

২২৭। তাঁহার স্বরূপকে অনির্বাচ্য বলিয়া পণ্ডিতগণ কিছু কিছু বর্ণন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও নিজ নিজ মতানুসারে কেহ সাকার কেহ বা নিরাকার বলিয়া বর্ণন করেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২২৭। অনির্বাচ্যং বাচামগোচরত্বাৎ। কথঞ্চিৎ 'ন শীতং ন চোষ্ণং সুবর্ণাবদাতং, প্রসন্নং সদানন্দসম্বিৎস্বরূপম্' ইত্যাদিনা কেনাপি প্রকারেণ বুধৈস্তত্ত্ববিদ্ভির্বর্ণ্যতে। কেবলং জ্ঞানেনৈব তত্র চ নিজমত্যনুসারেণানুভূয়ত ইত্যাহুঃ—তৎ সাকারমাকৃতিযুক্তম্। তদুক্তমর্জুনেন হরিবংশে—'ততস্তেজঃ প্রজ্বলিতমপস্যাং তত্তদাম্বরে। সর্বলোকং সমাবিশ্য স্থিতং পুরুষবিগ্রহম্॥' ইতি নিরাকারঞ্চ নির্বাণপদস্বরূপত্বাৎ। যথামতীত্য-স্যায়মর্থঃ—পুরুষাকারমপি তৎ কেবলশুষ্কজ্ঞানপরৈর্নিরাকারমেব দৃশ্যতে, ভগবদুপাসকৈশ্চ সাকারমেবেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২৭। তাঁহার স্বরূপ অনির্বাচ্য—বাক্যের অগোচর। উহা উষ্ণ নয় বা শীতলও নয়; তথাপি সুবর্ণবৎ তেজোময়-সদানন্দ-সম্বিৎ স্বরূপ ইত্যাদি কোনপ্রকারে স্বরূপ বর্ণন করা হইয়া থাকে। যেহেতু, কেবল জ্ঞানের দ্বারা যথাযথ স্বরূপ অনুভব হয় না, এজন্য পণ্ডিতগণ স্ব স্ব মতি অনুসারে কেহ সাকার আকৃতিযুক্ত বলিয়া থাকেন। যথা, হরিবংশে শ্রীঅর্জুনের বাক্য—"নিবিড় অন্ধকারের পরপারে প্রজ্জ্বলিত তেজোময় পুরুষাকার বিগ্রহ সর্বলোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।" আবার কেহ বা নিরাকার নির্বাণ পদস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন। এখানে 'যথামতি' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, উহা পুরুষাকার হইলেও কেবল শুষ্কজ্ঞানপরগণের পক্ষে সকলই নিরাকারের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবদুপাসকগণ সাকার বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন।

২২৮। ভগবৎসেবকৈস্তত্র গতৈশ্চ স্বেচ্ছয়া পরম্।
হৃদ্যাকারং ঘনীভূতং ব্রহ্মরূপং তদীক্ষ্যতে॥

২২৯। অতস্তত্রাপি ভবতো দীর্ঘবাঞ্ছা-মহাফলম্।
সাক্ষাৎ সম্পৎস্যতে স্বীয়মহামন্ত্র-প্রভাবতঃ॥

মূলানুবাদ

২২৮। ভগবৎ সেবকগণ যদি কখনও স্বেচ্ছাপূর্বক সেই মোক্ষপদে গমন করেন, তথাপি তাঁহারা উক্ত মোক্ষপদকে ঘনীভূত ব্রহ্মরূপেই দেখিয়া থাকেন।

২২৯। অতএব তুমি দীর্ঘকাল হইতে যে বস্তু পাইবার বাঞ্ছা করিয়াছ, স্বীয় মহামন্ত্র প্রভাবে সেই মহাফল সাক্ষাৎ লাভ করিবে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২২৮। তদেব বিবৃণ্বন্তি—ভগবদিতি। তত্র পদে গতৈরপি ভগবতঃ সেবকৈস্তৎ পদং হৃদ্যাকারং পরং কেবলমীক্ষ্যতে সাক্ষাদনুভূয়তে। স্বেচ্ছয়েতি—তত্র গমনে তেষাং কারণান্তরাভাবং দ্যোতয়তি; যদ্বা, ইচ্ছয়া ভগবদ্দর্শনবিষয়কয়া বাঞ্ছয়া হেতুনা তথা দৃশ্যত ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশম্? ঘনীভূতং যদ্ব্রহ্ম তৎস্বরূপম্॥

২২৯। দীর্ঘা চিরকালীনা যা বাঞ্ছা ভগবদ্দিদৃক্ষা তস্যা মহাফলং তৎ সন্দর্শনরূপম্। ননু ঈদৃশী শ্রীভগবৎসেবকতা মম কুতো বর্তেত, যয়া তত্রাপি তথা ফলিষ্যতীত্যত আহুঃ—মহামন্ত্রস্য শ্রীমদনগোপালদৈবতস্য দশাক্ষরস্য তস্যৈব প্রভাবত ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২৮। তাহাই বর্ণিত হইতেছে। ভগবৎ সেবকগণ সেই মোক্ষপদে গমন করিলেও উক্ত মোক্ষপদকে মনোহর বলিয়াই সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহারা কি জন্য তথায় গমন করেন? স্বেচ্ছাপূর্বক। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাদের তথায় গমনের কোন কারণান্তর দেখা যায় না। অথবা স্বেচ্ছায় ভগবদ্দর্শনবিষয়ক বাসনা-হেতু তথায় ঘনীভূত ব্রহ্মরূপ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।

২২৯। তুমি বহুকাল হইতে যে ভগবদ্দর্শন বাঞ্ছা করিতেছ, সেই ভগবদ্দর্শনরূপ মহাফল লাভ করিবে। যদি বল, ঈদৃশ শ্রীভগবৎসেবকতা আমার কোথায়, যাহার ফলে তথায় ভগবদ্দর্শন লাভ হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন, শ্রীমদনগোপালদেবের দশাক্ষর মহামন্ত্রজপ প্রভাবেই তুমি সেই মহৎফল সাক্ষাৎ লাভ করিবে।

২৩০। বহুকালবিলম্বঞ্চ ভবান্নাপেক্ষতেঽত্র চেৎ।
তদা শ্রীমথুরায়াস্তাং ব্রজভূমিং নিজাং ব্রজ॥

মূলানুবাদ

২৩০। যদি তুমি দীর্ঘকাল বিলম্ব অপেক্ষা না কর, তবে এক্ষণে শ্রীমথুরার ব্রজভূমে গমন কর।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৩০। যদি চেদানীমেব ত্বরয়া তৎপদপ্রাপ্তাবৌৎসুক্যং ভবতঃ স্যাত্তদা তৎসাধনায় শ্রীমাথুর-ব্রজভূমিমেব গচ্ছেত্যাহুঃ—বহুকালেতি। তাং পরমমনোহরাম্; নিজামিতি তৎসম্বন্ধেন পরমভাগ্যবত্তাং সূচয়ন্তী। অয়মর্থঃ—ব্রহ্মলোকগতানাং মধ্যে রাগিণাং পুনরাবৃত্তির্বিরক্তানাঞ্চ মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মণা সহ মুক্তিঃ। স কালশ্চ দ্বিপরার্ধান্তে সত্যেব ভাবী। অতস্তেন প্রকারেণ কালবিলম্বো মহানেব স্যাৎ; তদর্থং বাস্মিন্ ব্রহ্মলোক এবানুষ্ঠানং ক্রিয়তাম্। তচ্চ পারমৈশ্বর্য-ভোগাদিসম্বন্ধেনাত্র শীঘ্র ন সম্যক্ সিধ্যতি; অতোঽচিরেণাশেষমনোরথপরিপূরণীং নিজপ্রিয়তমাং শ্রীবৃন্দাবন-গোবর্ধনাদি-ভগবৎক্রীড়াভূমিং যাহীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩০। যদি তুমি সত্বর সেই মুক্তিপদ পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া থাক, তবে তাহার সাধন নিমিত্ত এক্ষণে শ্রীমাথুর-ব্রজভূমি গমন কর। সেই ব্রজভূমি পরম মনোহর, যাহার সম্বন্ধে তুমি পরম সৌভাগ্যবান বলিয়া পরিচিত হইয়াছ! সত্বর তথায় গমনের হেতু এই যে, যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তন্মধ্যে যাঁহারা রাগী (ভোগানুরক্ত) তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে; যাঁহারা বিরক্ত, তাঁহারা মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ করেন। দ্বিপরার্ধকাল শেষ হইলে মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়। অতএব মহাপ্রলয় পর্যন্ত অপেক্ষা করিলে বহু বিলম্বে মোক্ষ লাভ হইবে। যেজন্য তুমি এই ব্রহ্মাপদ লাভ করিয়া মুক্তিপ্রাপ্তির অনুষ্ঠান করিতেছ; কিন্তু এই ব্রহ্মলোকে পরমৈশ্বর্য ভোগ করিতে হয় বলিয়া উহা শীঘ্র সিদ্ধ হয় না। অতএব তুমি শীঘ্র অশেষ মনোরথ পরিপূরণী নিজ প্রিয়তম সেই শ্রীবৃন্দাবন-গোবর্ধনাদি ভগবৎ ক্রীড়াভূমি গমন কর।

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

২৩১। তেষামেতৈর্বচোভির্মে ভক্তির্বৃদ্ধিং গতা প্রভৌ।
বিচারশ্চৈষ হৃদয়েঽজনি মাথুর-ভূসুর॥

২৩২। ভক্তির্যস্যেদৃশী সোঽত্র সাক্ষাৎ প্রাপ্তো ময়া পিতা।
তং পরিত্যজ্য গন্তব্যমন্যত্র বত কিং কৃতে॥

মূলানুবাদ

২৩১। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, বেদ-পুরাণাদির এই বচনাবলী শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবানে আমার ভক্তি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। হে মাথুর বিপ্র! তখন আমার হৃদয়ে এই বিচার উপস্থিত হইল যে,

২৩২। শাস্ত্রসকল যাঁহার প্রতি এতাদৃশী ভক্তি প্রদর্শন করিতে সাক্ষাৎ উপদেশ দিলেন, আমি কিন্তু সেই প্রভুকে পিতা বলিয়া সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব তাঁহাকে ছাড়িয়া কিজন্য কোথায় যাইব?

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৩১। তৈরেতাদৃশৈর্ভগবদ্ভক্তি-মাহাত্ম্যপ্রতিপাদকৈর্বচোভির্হেতুভিঃ প্রভৌ ভগবতি ভক্তির্বৃদ্ধিং গতা॥

২৩২। বিচারমেবাহ—ভক্তিরিতি। ঈদৃশী মুক্তিদাসিকা পরমানির্বচনীয়া-নন্দবিশেষরূপা। পিতেতি তত্র চ পিতৃতয়া প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ, পরমস্নেহেন লালনাদিকরণাৎ। বত খেদে। কিং কৃতে কিমর্থম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩১। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসকলের তাদৃশ ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যপ্রতিপাদক রচনাবলি শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবানের প্রতি আমার ভক্তি আরও বর্ধিত হইল।

২৩২। কিন্তু মনে মনে বিচার করিলাম যে, শাস্ত্রসকল যাঁহার প্রতি ঈদৃশী ভক্তি করিতে আদেশ করিলেন এবং পরমানির্বচনীয়া আনন্দবিশেষরূপা মুক্তিও যে প্রভুর দাসিকা, আর আমি সাক্ষাৎ সেই প্রভুকে পিতা বলিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তিনিও পিতার ন্যায় পরমস্নেহের সহিত আমায় লালনাদি করেন। কি আশ্চর্য! সেই ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য অন্যত্র গমন করিতে হইবে?

২৩৩। **ইত্থমুদ্বিগ্নচিত্তং মাং ভগবান্ স কৃপাকরঃ।**
সর্বান্তরাত্ম-বৃত্তিজ্ঞঃ সমাদিশদিদং স্বয়ম্॥

শ্রীভগবানুবাচ—

২৩৪। **নিজ-প্রিয়তমাং যাহি মাথুরীং তাং ব্রজ-ক্ষিতিম্।**
তত্তন্মৎপরমক্রীড়াস্থল্যাবলিবিভূষিতাম্॥

মূলানুবাদ

২৩৩। এইরূপ চিন্তায় বড়ই উদ্বিগ্ন হইলাম, কিন্তু সকলের অন্তর্যামী সেই ভগবান্ কৃপা করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীমুখে আদেশ করিলেন।

২৩৪। শ্রীভগবান বলিলেন, তুমি আমার প্রিয়তম মাথুর-ব্রজভূমিতে গমন কর। সেই ভূমি আমার উৎকৃষ্ট ক্রীড়াস্থলী সমূহে বিভূষিত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৩৩। ইত্থং শ্রীমাথুরব্রজভূ-গমনেচ্ছয়া শ্রীভগবৎপরিত্যাগাশঙ্ক্যা চ উদ্বিগ্নং ক্ষুভিতং চিত্তং যস্য তম্। স মহাপুরুষরূপো ব্রহ্মালোকাধিষ্ঠাতা-সর্বেষাং সর্বাং বা অন্তরাত্মনশ্চিত্তস্য বৃত্তিং জানাতীতি তথা সঃ। ইদং বক্ষ্যমাণং স্বয়ং সাক্ষাৎ শ্রীমুখেনৈব সমাদিশৎ॥

২৩৪। কিম্? তদাহ—নিজেতি ষড়্ভিঃ তাস্তাঃ পরমানির্বচনীয়াঃ পরমপ্রসিদ্ধা বা যা মম পরমা উৎকৃষ্টাঃ ক্রীড়া রাসাদ্যাস্তাসাং যাঃ স্থল্যঃ স্থলামি তাসামাবলীভিঃ শ্রেণীভির্বিভূষিতাম্। অনেন ব্রহ্মালোকাৎ পরমোৎকর্ষো দর্শিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩৩। এইরূপে শ্রীমাথুর-ব্রজভূমি গমনে ইচ্ছুক হইলেও কিরূপে শ্রীভগবৎপরিত্যাগে সমর্থ হইব, এই চিন্তায় বড়ই উদ্বিগ্ন অর্থাৎ চিত্ত ক্ষুভিত হইল; কিন্তু সেই ব্রহ্মালোকাধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ সকলের অন্তরাত্মজ্ঞ অর্থাৎ চিত্ত বৃত্তি জানেন। তাই তিনি সাক্ষাৎ শ্রীমুখদ্বারা আমায় আদেশ করিলেন যে,—

২৩৪। কি আদেশ করিলেন? তাহাই 'নিজ প্রিয়তমাং' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে বলিতেছেন। শ্রীভগবান বলিলেন, তুমি পরমানির্বচনীয় পরমপ্রসিদ্ধ এবং যাহা আমার পরমোৎকৃষ্ট রাসাদি ক্রীড়াস্থলী সমূহে বিভূষিত, সেই মাথুর-ব্রজভূমিতে গমন কর; এতদ্বারা ব্রহ্মালোক হইতেও পরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইল।

**২৩৫। যস্যাং শ্রীব্রহ্মণাপ্যাত্ম-তৃণজন্মাভিযাচ্যতে।
পরিবৃত্তেঽপি যা দীর্ঘকালে রাজতি তাদৃশী॥**

মূলানুবাদ

২৩৫। শ্রীব্রহ্মাও সেই ব্রজভূমিতে তৃণজন্ম-লাভ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল অতীত হইলেও সেই ব্রজভূমি পূর্ব্ববৎ চিরসৌন্দর্যশালিনীরূপেই বিরাজিত রহিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৩৫। নন্বীদৃশং পারমেষ্ঠ্যং পদং প্রাপ্য তত্রাপি সাক্ষাদত্র প্রাপ্তং ত্বাং বিহায় কথম্ অন্যত্র গমিষ্যামি? সত্যমেতৎ, কিন্তু স্থানবিশেষে মৎসন্দর্শনানন্দবিশেষায় গমনমুচিতং স্যাদিত্যাশয়েনাহ—যস্যামিতি পঞ্চভিঃ। ব্রজভূমৌ আত্মনস্তৃণরূপজন্ম শ্রীব্রহ্মণাপি প্রার্থ্যতে। অতঃ পারমেষ্ঠ্যাদপি তস্যাং বাসঃ শ্রেয়ানিতি ভাবঃ। ননু তত্র বহুকালাত্যয়েন বৈরূপ্যাদিপ্রাপ্ত্যা সা ভূমিরধুনা ন নূনং মনঃপ্রীতিকরী ভবিতেতি চেত্তত্রাহ—পরীতি। যাদৃশী ত্বয়া পূর্বং দৃষ্টাস্তি তাদৃশ্যেব। এবং কলিকৃতবিকারাদ্যভাবেন ব্রহ্মলোকাত্তস্য বিশেষান্তরং দর্শিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩৫। যদি বল, এতাদৃশ পারমেষ্ঠ্যপদ বিশেষতঃ সাক্ষাৎ আপনার সেবা প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহা ত্যাগ করিয়া কিজন্য অন্যত্র গমন করিব? যাহা বলিলে সকলই সত্য, কিন্তু স্থান বিশেষে আমার দর্শনানন্দেরও বিশেষ হইয়া থাকে, অতএব গমনই উচিত হইতেছে। এজন্য শ্রীব্রহ্মাও ব্রজভূমিতে তৃণরূপে জন্মলাভ করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন। অতএব পরমেষ্ঠ্যপদে বাস অপেক্ষা তথায় বাস পরম শ্রেয়স্কর। যদি বল, বহুকাল পরে গমন করিলে বৈরূপ্যাদি প্রাপ্ত হেতু সেই ব্রজভূমির শোভা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কাজেই মনের প্রীতিকরী নাও হইতে পারে। এরূপ আশঙ্কা করিও না, বহুকাল অতীত হইলেও ব্রজভূমি তাদৃশ অর্থাৎ পূর্বে যেরূপ দেখিয়াছিলে, সেইরূপ চির সৌন্দর্যশালিনীই রহিয়াছেন। যেহেতু, তথায় কালকৃত রিকার নাই। কাল-কৃত-বিকার না থাকায় ব্রহ্মলোক হইতেও ব্রজভূমির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইল।

২৩৬। তত্র মৎপরমেপ্রেষ্ঠং লপ্স্যসে স্বগুরুং পুনঃ।
সর্বং তস্যৈব কৃপয়া নিতরাং জ্ঞাস্যসি স্বয়ম্॥

২৩৭। মহাকালপুরে সম্যগ্ মামেব দ্রক্ষ্যসি দ্রুতম্।
তত্রাপি পরমানন্দং প্রাপ্স্যসি স্ব-মনোরমম্॥

মূলানুবাদ

২৩৬। তথায় আমার পরম প্রিয়তম তোমার গুরুদেবকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবে এবং তাঁহার কৃপায় তুমি সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞাত হইবে।

২৩৭। শীঘ্রই মহাকালপুরে আমার পুনরায় দর্শন পাইবে এবং এই স্থান হইতেও তথায় প্রচুরতর স্বমনোরথ পরিপূরক পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৩৬। ননু সাক্ষাদত্র ত্বমেব বিরাজসে, কর্তব্যমশেষং ত্বৎপ্রসাদাদ্ বিজানীয়াং, তত্র চ কোঽপি মদবলম্বো নাস্তীতি চেত্তত্রাহ—তত্রেতি। ব্রহ্মভুমৌ মৎপরম-প্রেষ্ঠমিতি স্বস্মাদপি স্বভক্তানামধিকমহিম্নোঽভিপ্রায়েণ মত্তোঽপি তস্মাদধিকং জ্ঞাস্যতীতি ভাবঃ। অতএবোক্তং—'সর্বং', 'নিতরাং', 'স্বয়ম্' ইতি॥

২৩৭। ততশ্চ মহাকালপুরাখ্যে মুক্তিপদে মামেব, ন তু মদ্‌ভিন্নং কমপি দ্রুতং দ্রক্ষ্যসি। তত্রাপি তব দর্শনং, তত্রাপি তথৈবেতি বিশেষাভাবাৎ। কিং তত্র গমন-প্রয়াসেন? তত্রাহ—সম্যগিতি। ইতোঽপি তত্র সাধুপ্রকারেণ দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ। অতস্তত্র মুক্তিপদেঽপি পরমিতোঽপ্যুৎকৃষ্টমতএব স্বস্য তব মনোরমং চিত্তপরিপূরকমানন্দং প্রাপ্স্যসি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩৬। যদি বল, আপনি এখানে সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন এবং অশেষ কর্তব্য সকল আমায় উপদেশ করিয়া পালন করিতেছেন, কিন্তু তথায় আমার কোন অবলম্বন নাই। তাহাতেই বলিতেছেন, সেই ব্রজভূমিতে তুমি আমার পরম প্রেষ্ঠ স্বীয় গুরুদেবকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবে এবং তাঁহার কৃপায় স্বয়ংই সমস্ত অবগত হইবে। এখানে 'পরম প্রেষ্ঠ' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, নিজ হইতেও নিজভক্তের মহিমা অধিক বলিয়া 'আমা হইতেও সেই গুরুর কৃপায় অধিক তত্ত্বজ্ঞাত হইবে'। অতএব 'সর্বং' 'নিতরাং' 'স্বয়ম্'—এই শব্দত্রয় উহারই বৈশিষ্ট্য সূচনা করিতেছে।

২৩৭। তারপর সেই মহাকালপুরাখ্য মুক্তিপদে আমার অভিন্ন কোন এক মূর্তিকে দ্রুত দর্শন করিবে। যদি বল, এখানে আপনার দর্শনে কিংবা সেখানে আপনার দর্শনে, যখন কোন বিশেষ নাই, তখন কিজন্য তথায় গমনপ্রয়াস স্বীকার করিব? এখান হইতেও সেই স্থান মহিমায় উত্তমরূপে সম্যক্ দর্শন হইয়া থাকে। অতএব তথায় গমন করিয়া সাধুপ্রকারে সম্যক্ দর্শন কর। আর এই স্থান হইতেও মুক্তিপদে প্রচুরতর চিত্ত পরিপূরক পরমোৎকৃষ্ট আনন্দ প্রাপ্ত হইবে।

২৩৮। মৎপ্রসাদ-প্রভাবেণ যথাকামমিতস্ততঃ।
ভ্রমিত্বা পরমাশ্চর্য-শতান্যনুভবিষ্যসি॥

মূলানুবাদ

২৩৮। আমার প্রসাদ প্রভাবে যথা ইচ্ছা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া শত শত পরমাশ্চর্য অনুভব করিবে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৩৮। ননু শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে ত্বয়া সহ বিচিত্রক্রীড়য়ৈব মনোরমানন্দঃ স্যাদিতি চেৎ সত্যং, সোঽপি যথাকালং সম্পৎস্যত ইত্যাহ—মদিতি দ্বাভ্যাম্। ইতস্ততঃ অষ্টাবরণ-মুক্তিপদ-শ্রীবৈকুণ্ঠলোকাদৌ যথাকামং নিজেচ্ছানুসারেণ ভ্রমিত্বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩৮। যদি বল, শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে আপনার সহিত বিচিত্র ক্রীড়াই আমার অভীষ্ট অর্থাৎ মনোরম আনন্দপ্রদ। সত্য, তাহাও যথাকালে সম্পন্ন হইবে। এক্ষণে আমার প্রসাদে ইতস্ততঃ যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়া অর্থাৎ অষ্টাবরণ ভেদ করতঃ মুক্তিপদ ও শ্রীবৈকুণ্ঠলোকাদি ভ্রমণ করিয়া শত শত পরমাশ্চর্য বৈভব দর্শন করিবে।

২৩৯। কালেন কিয়তা পুত্র পরিপূর্ণাখিলার্থকঃ।
বৃন্দাবনে ময়া সার্ধং ক্রীড়িষ্যাসি নিজেচ্ছয়া॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

২৪০। এবং তদাজ্ঞয়া হর্ষশোকাবিষ্টোঽহমাগতং।
এতদ্বৃন্দাবনং শ্রীমত্তৎক্ষণান্মনসেব হি॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্য দ্বিতীয় খণ্ডে
জ্ঞাননামা দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মূলানুবাদ

২৩৯। হে পুত্র! কিছুকাল পরেই পূর্ণ মনোরথ হইয়া বৃন্দাবনে আমার সহিত নিজেচ্ছায় ক্রীড়া করিবে।

২৪০। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, এইরূপ শ্রীভগবানের আজ্ঞানুসারে হর্ষ-শোকাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ মনোবেগে আমি শ্রীমৎ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলাম।

শ্রীভাগবতামৃতে দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে
মূলানুবাদ সমাপ্ত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৩৯। কিয়তা? অল্পেনৈবেত্যর্থঃ। হে পুত্রেতি স্নেহবিশেষং ব্যঞ্জয়তি প্রতিজ্ঞাতার্থ-সত্যতাবোধনায়। পরিপূর্ণা অখিলা অর্থাঃ ফলানি যস্য তাদৃশঃ সন্। শ্রীগোলোকে শ্রীমদনগোপালদেবস্য তাদৃশসন্দর্শন-নিষ্পত্তেঃ। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোলোকীয়ে ভূর্লোকীয়ে চ॥

২৪০। এবমুক্তপ্রকারয়া তস্য ভগবত আজ্ঞয়া শ্রীমৎ পরমশোভাযুক্তমেতদ্-বৃন্দাবনং তৎক্ষণাদেবাহমাগতঃ। মনসেবেতি মহাবেগং বোধয়তি। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীভগবতা সহ ক্রীড়াশয়া হর্ষেণ শোকেন চ তদ্বিরহজেনাবিষ্টোঽভিভূতঃ সন্॥

শ্রীমচ্চৈতন্যরূপায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ।
যৎকারুণ্য-প্রভাবেণ পাষাণোঽপ্যেষ নৃত্যতি॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতামৃত-টীকায়াং দিগ্‌দর্শিন্যাং
দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

২৩৯। কিয়তা—কল্পকাল পরেই। হে পুত্র। (এই স্নেহবিশেষব্যঞ্জক সম্বোধনের অভিপ্রায় এই যে, প্রতিজ্ঞাত-অর্থ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় নিমিত্ত) অল্পকাল পরেই পূর্ণমনোরথ হইয়া শ্রীগোলোকে শ্রীমদনগোপালদেবের সন্দর্শন প্রাপ্ত হইবে বা গোলোকের ভূলোকীয় বৃন্দাবনে আমার সহিত যথেচ্ছ ক্রীড়া করিবে।

২৪০। এইপ্রকার শ্রীভগবানের আজ্ঞানুসারে শ্রীমৎ পরম শোভাযুক্ত এই বৃন্দাবনে মনোবেগে সমাগত হইলাম। শ্রীভগবানের মুখে শুনিলাম, "শ্রীবৃন্দাবনে আমার সহিত যথেচ্ছ ক্রীড়া করিবে"—এই আনন্দে এবং শ্রীভগবানের বিচ্ছেদজনিত শোকে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ এই বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলাম।

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে দ্বিতীয়খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে
টীকা-তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

১। ব্রহ্মলোকাদিমাং পৃথ্বীমাগচ্ছন্ দৃষ্টবানহম্।
পূর্বং যত্র যদাসীত্তদ্‌গন্ধোঽপ্যস্তি ন কুত্রচিৎ॥

মূলানুবাদ

১। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, ব্রহ্মলোক হইতে এই পৃথিবীতে আসিয়া দেখিলাম, পূর্বকালে যেখানে যাহা ছিল, কুত্রাপি তাহার চিহ্ন বা গন্ধমাত্রও নাই।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

অষ্টাবরণতো মুক্তিপদে প্রাপ্তে শিবাগ্রতঃ।
বৈকুণ্ঠপার্ষদৈরুক্তং তৃতীয়ে ভক্তি-লক্ষণম্॥

১। তত্র প্রথমং শ্রীমদ্ভগবদ্‌বচনপ্রামাণ্যং দর্শয়ন্ তদুক্তকালক্ষোভাভাবেন সপরিকরায়াঃ শ্রীমথুরায়া মাহাত্ম্যমাহ—ব্রহ্মেতি দ্বাভ্যাম্। তত্র বিলোকিতমেব সার্ধেন বর্ণয়তি—পূর্বমিতি। যত্র যস্মিন্ স্থানে যদ্দেব-মনুষ্যাদিকমাসীৎ, তস্য গন্ধোঽপি কুত্রচিন্নাস্তি, বহুকালপরিবৃত্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

এই তৃতীয় অধ্যায়ে গোপকুমারের অষ্টাবরণ অতিক্রম এবং মুক্তিপদে গমন, পরে শ্রীশিবের অগ্রে বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ কর্তৃক ভক্তিলক্ষণ বর্ণিত হইল।

১। তন্মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌বাক্যের প্রামাণ্য প্রদর্শন নিমিত্ত, তাঁহার শ্রীমুখোক্ত—'কালক্ষোভ হেতু সমস্ত জগৎ নাশ হইলেও সপরিকর শ্রীমথুরামণ্ডল একইভাবে নিয়ত বিদ্যমান থাকেন।' এইরূপে শ্রীমথুরামাহাত্ম্য বলিবার উপক্রম করিয়া প্রথম শ্লোকার্ধে বলিতেছেন, ব্রহ্মলোক হইতে আমি বহুকাল পরে পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম যে, (শেষার্ধ শ্লোকে বলিতেছেন) পূর্বকালে যেখানে যে দেব-মনুষ্যাদি ছিল, কুত্রাপি তাহার চিহ্নমাত্রও নাই।

২। পরং শ্রীমথুরা তাদৃগ্বনাদ্রিসরিদন্বিতা।
বিরাজতে যথাপূর্ব্বং তাদৃশৈর্জঙ্গমৈর্বৃতা॥

মূলানুবাদ

২। কেবল শ্রীমথুরা পূর্ব্বের ন্যায় সুশোভিতা রহিয়াছেন। দেখিলাম, সেই সব অরণ্য, পর্ব্বত, সরিত, স্থাবর-জঙ্গমাদি দ্বারা পূর্ব্ববৎ পরিবৃতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২। পরং কেবলং শ্রীযুক্তা মথুরা যথাপূর্ব্বং বিরাজতে, তদেব পূর্ব্ববৎ স্থিরচর প্রাণিবৃত্ত্যা দর্শয়তি—তাদৃগ্‌ভিঃ পূর্ব্ববৎ তৎসদৃশৈরেব বনৈস্তরু-গুল্মলতাদিভিরদ্রিভিশ্চ শ্রীগোবর্ধনাদিভিঃ সরিদ্ভিশ্চ শ্রীকালিন্দ্যাদিভিরন্বিতা, কিঞ্চ, তাদৃশৈরেব জঙ্গমৈর্মনুষ্য-পশুপক্ষ্যাদিভির্বৃতেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২। কি আশ্চর্য! কেবল শ্রীযুক্ত মথুরামণ্ডল যথাপূর্ব বিরাজিত রহিয়াছেন, সেই বন, সেই তরু-লতা-গুল্মাদি দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছেন; সেই শ্রীগোবর্ধনাদি পর্বত, সেই শ্রীযমুনাদি সরিৎসকল পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান রহিয়াছেন; তাদৃশ স্থাবর-জঙ্গম-মনুষ্য-পশু-পক্ষী আদি প্রাণীসকল দ্বারা পরিবৃত রহিয়াছেন।

সারশিক্ষা

২। এই গ্রন্থে (২।২।২৩৬) শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'ব্রজভূমি নিত্যকাল চিরসৌন্দর্যশালিনী, তথায় কাল-কৃত-প্রভাব নাই।' এক্ষণে শ্রীগোপকুমারের প্রত্যক্ষীভূত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই দেখাইতেছেন। শ্রীগোপকুমার ব্রহ্মালোকে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, 'তত্রাবসং চিরম্' (২।২।১৫৬) পরে যখন পৃথিবীতে আগমন করিলেন, তখন ব্রহ্মাপরিমাণে বহুকাল অতীত হইয়াছে।

আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, ব্রহ্মার একদিনে এক কল্প এবং প্রতি কল্পান্তে প্রলয় হইয়া থাকে! এই প্রলয়ের সময় পৃথিবী প্রলয়জলে নিমগ্ন বা অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু ব্রজমণ্ডল প্রলয়কালেও যথাবস্থিতরূপে বর্তমান থাকেন।

৩। আজ্ঞাং ভগবতঃ স্মৃত্বা ভ্রমন্ বৃন্দাবনান্তরে।
অন্বিষ্য কুঞ্জেঽত্রাপশ্যং স্ব-গুরুং প্রেমমূর্চ্ছিতম্॥

৪। প্রয়াসৈর্বহুভিঃ স্বাস্থ্যং নীতোঽসৌ বীক্ষ্য মাং নতম্।
পরিরেভেঽথ সর্বজ্ঞো বুবুধে মন্মনোরথম্॥

মূলানুবাদ

৩। আমি শ্রীভগবানের আজ্ঞা স্মরণ করিয়া এই বৃন্দাবনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক কুঞ্জে শ্রীগুরুদেবকে প্রেমমূর্ছিত অবস্থায় দর্শন করিলাম।

৪। আমি বহু প্রয়াসে তাঁহাকে সুস্থ করিলাম। পরে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি আমায় প্রণত দেখিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সেই সর্বজ্ঞ শ্রীগুরুদেব আমার মনোরথ অবগত হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৩। ভগবত আজ্ঞাম্; 'তত্র যৎ পরমপ্রেষ্ঠং লপ্স্যসে, স্বগুরুম্' ইত্যাদি রূপাং স্মৃত্বা; অত্রাস্মিন্নেব কুঞ্জে॥

৪। ততশ্চ ময়া বহুভিঃ প্রয়াসৈর্জলসেকাদিভিঃ কৃত্বা স্বাস্থ্যং প্রকৃতিস্থতাং নীতঃ সন্ অসৌ গুরুঃ নতং প্রণতং মাং বীক্ষ্য পরিরেভে। মম মনোরথং মুক্তিপদ-সাধনেচ্ছাম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩। শ্রীভগবানের আজ্ঞা এই যে, 'সেই ব্রজভূমিতে তুমি আমার পরমপ্রেষ্ঠ স্বীয় গুরুদেবকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।' ইত্যাদিরূপ স্মরণ করিয়া এই কুঞ্জমধ্যে স্বীয় গুরুদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলাম।

৪। দেখিলাম, তিনি প্রেমে মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছেন, তখন আমি জলসেকাদিরূপ বহুপ্রয়াসে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলাম। পরে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি আমাকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং আমার যে মুক্তিপদ গমনেচ্ছা, তাহারও তিনি সর্বজ্ঞতা বলে অবগত হইয়াছিলেন।

৫। স্নাত্বা স্বদত্তমন্ত্রস্য ধ্যানাদিবিধিমুদ্দিশন্।
কিঞ্চিন্মুখেন কিঞ্চিচ্চ সঙ্কেতেনাভ্যবেদয়ৎ॥

৬। জগাদ চ নিজং সর্বমিদং প্রেষ্ঠায় তেঽদদাম্।
সর্বমেতৎপ্রভাবেণ স্বয়ং জ্ঞাস্যসি লপ্স্যসে॥

৭। হর্ষেণ মহতা তস্য পাদয়োঃ পতিতে ময়ি।
সোঽন্তর্হিত ইবাগচ্ছদ্ যত্র কুত্রাপ্যলক্ষিতম্॥

মূলানুবাদ

৫। অতঃপর তিনি স্নান করিয়া স্বদত্ত মন্ত্রের ধ্যানাদি বিধির উদ্দেশ্যে সঙ্কেত দ্বারা এবং কতিপয় বিধি মুখ দ্বারা আমায় উপদেশ করিলেন।

৬। অনন্তর শ্রীগুরুদেব বলিলেন, বৎস! তোমাকে আমি সর্বস্ব প্রদান করিয়াছি। কারণ, তুমি আমার প্রিয়তম শিষ্য। অপরাপর যে কিছু রহস্য, তাহা স্বয়ংই জ্ঞাত হইবে অর্থাৎ মন্ত্রপ্রভাবে লাভ করিবে।

৭। আমি মহাহর্ষে তাঁহার পদযুগলে পতিত হইলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি অন্তর্হিতের ন্যায় অলক্ষিতভাবে কোথায় চলিয়া গেলেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৫। ততশ্চ স্নাত্বা নির্ভরপ্রেমাবির্ভাবেন শ্লেষ্ম-লালাশ্রু-ক্লিন্নমুখত্বাচ্ছৌচার্থমিব যমুনায়াং নিমজ্য স্বেন তেনৈব দত্তস্যোপদিষ্টস্য মন্ত্রস্য; আদি শব্দেন ন্যাস-মুদ্রাদি। তত্র কিঞ্চিন্ন্যাসাদিকং মুখেন বাক্যেনৈব অভ্যবেদয়ৎ বিজ্ঞাপয়ামাস অশিক্ষয়দিত্যর্থঃ। কিঞ্চিচ্চ শ্রীমূর্তিধ্যানাদিকং সঙ্কেতেন হস্তসংজ্ঞাদিনা তৎস্মরণবিশেষেণ প্রেমাবির্ভাববৈবশ্য॥

৬। ননু সঙ্কেতোপদেশেন তত্র চ ক্ষণিকেন কথং তত্তদশেষবিধিজ্ঞানং সিধ্যেৎ? সত্যং, তস্যৈবানুগ্রহাদিত্যাহ—জগাদেতি। সর্বমুদ্দিষ্টমনুদ্দিষ্টমপি সাধনং সাধ্যঞ্চ। এতস্য মদ্দত্তস্য সাঙ্গমন্ত্রস্য প্রভাবেণ স্বয়মেব জ্ঞাস্যসি প্রাপ্স্যপি চ আত্মসাৎ করিষ্যসি॥

৭। স গুরুঃ অলক্ষিতং যথা স্যাত্তথা গতঃ, যত্র কুত্রাপীত্যনির্ধারাৎ। অলক্ষিতগত্যৈবান্তর্হিত ইবেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫। অতঃপর তিনি স্নান করিয়া অর্থাৎ প্রেমাবির্ভাবকালীন শ্লেষ্মা, লালা ও অশ্রুসিক্ত রজসকল অপনোদন জন্য যমুনায় অবগাহন স্নান করিয়া স্বদত্ত মন্ত্রের

ধ্যান, ন্যাস ও মুদ্রাদির নিয়ম সকল কিছু মুখে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিলেন, কিছু বা ইঙ্গিতের দ্বারা ব্যক্ত করিলেন। পরন্তু আমার শ্রীমূর্তির ধ্যানাদি কতিপয় বিধি শিক্ষা দিবার সময় নিজ ইষ্টদেবের স্মরণবিশেষে অতিশয় প্রেমের আবির্ভাববশতঃ মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না, এজন্য হস্তচালনাদিরূপ সঙ্কেত দ্বারা উপদেশ করিলেন।

৬। যদি বল, ক্ষণকাল মধ্যে বিশেষতঃ সাঙ্কেতিক উপদেশাদি দ্বারা কিরূপে অশেষবিধ তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হইবে? সত্য, কিন্তু শ্রীগুরুর কৃপা হইলে কি না সিদ্ধ হয়? অনন্তর শ্রীগুরু আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে সর্বস্ব প্রদান করিয়াছি। অপরাপর যে কোন রহস্য, মৎপ্রদত্ত সাঙ্গ মন্ত্র অর্থাৎ ন্যাসাদি অঙ্গের সহিত মন্ত্রজপ প্রভাবেই লাভ করিবে। ইহাতে উদ্দেশ্যগত বা উদ্দেশ্যের অতীত সর্ববিধ সাধ্য ও সাধন স্বয়ংই অবগত হইবে ও তাহা প্রাপ্ত হইবে।

৭। আমি মহাহর্ষে তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইলাম। পরে উঠিয়া দেখিলাম যে, তিনি অলক্ষিতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন; তাহা আর নির্ধারণ করিতে পারিলাম না।

সারশিক্ষা

৬। শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত শ্রীভগবদ্‌লীলাতত্ত্ব ও ভজনরহস্য জ্ঞানলাভের শক্তি জন্মে না। বলিব কি, ভগবদ্ভক্ত হইবার অধিকারই জন্মে না। পক্ষান্তরে শিষ্যের যদি গুরুবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণের নিমিত্ত প্রবল আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে শ্রীভগবানই গুরুরূপে সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। 'কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥' (শ্রীচৈঃ চঃ)

৮। অহঞ্চ তদ্বিয়োগার্ত্তং মনো বিষ্টভ্য যত্নতঃ।
যথাদেশং স্ব-মন্ত্রং তং প্রবৃত্তো জপ্তুমাদ্‌রাৎ॥

৯। পাঞ্চভৌতিকতাতীতং স্ব-দেহং কলয়ন্ রবেঃ।
নির্ভিদ্য মণ্ডলং গচ্ছন্নূর্দ্ধ্বং লোকান্ ব্যলোকয়ম্॥

মূলানুবাদ

৮। শ্রীগুরুবিয়োগে আমার মন কাতর হইলেও বহুযত্নে ধৈর্যধারণ করিয়া তাঁহার আদেশমত আদরের সহিত স্বমন্ত্র জপে প্রবৃত্ত হইলাম।

৯। জপ-প্রভাবে আমার মনে হইল যেন, আমার দেহ পাঞ্চভৌতিক অতীত কোন এক অপার্থিব দেহে পরিণত হইয়াছে। অতঃপর আমি সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া উর্দ্ধ্বলোকে গমন করিতে করিতে চতুর্দশভুবন অবলোকন করিতে লাগিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৮। তস্য গুরোর্ব্বিয়োগেন আর্ত্তং মনঃ যত্নতো বিষ্টভ্য স্থিরীকৃত্য তৎ শিক্ষিত-জপপ্রকারকং স্বমন্ত্রং যথাদেশং গুর্ব্বাজ্ঞানুসারেণ জপ্তুং প্রবৃত্তোঽহম্। যদ্যপি যথাকথঞ্চিদ্ভগবন্মন্ত্রজপাৎ স্বয়মেব মুক্তিপদং সিধ্যতি; তথাপ্যচিরাৎ সুখসিদ্ধ্যর্থং যথাবিধি মন্ত্রজপ ইতি দ্রষ্টব্যম্॥

৯। ততশ্চ স্বস্য মম দেহং পাঞ্চভৌতিকতাং পঞ্চভূত-বিকাররূপত্বমতীতমতিক্রান্তং কলয়ন্ উপলভমানঃ; অনেন নিজশরীরাত্যাগস্তথাবরণাতিক্রমেণ মুক্তিপদ-প্রাপ্তিযোগ্যতা চ দর্শিতা। রবের্মণ্ডলং নির্ভিদ্য, মুক্তিদ্বারত্বেন নিঃশেষং ভিত্ত্বা; উর্দ্ধ্বমুপরিষ্টাদ্‌গচ্ছন্ লোকান্ চতুর্দ্দশ ভুবনানি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮। শ্রীগুরুর বিচ্ছেদে আমার মন আর্ত হইলেও বহুযত্নে মন স্থির করিয়া তাঁহার আদেশমত এবং তৎকর্তৃক জপের প্রকার শিক্ষানুরূপ নিজ মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইলাম। যদিও যৎকিঞ্চিৎ ভগবন্মন্ত্র জপমাত্রে স্বয়ংই মুক্তিপদ লাভ হয়; তথাপি অচিরাৎ সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত যথাবিধি মন্ত্রজপ করিতে আরম্ভ করিলাম।

৯। মন্ত্র জপ করিতে করিতে অনুভব করিলাম যে, আমার দেহ পাঞ্চভৌতিকতা পরিত্যাগ করিয়াছে। অর্থাৎ পঞ্চভূতের বিকাররূপত্ব অতিক্রম করিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। এখানে নিজ শরীর ত্যাগ হইল না, কেবল আত্মার আবরণ পাঞ্চভৌতিকতা অতিক্রমণ জনিত মুক্তিপদ প্রাপ্তির যোগ্যতা প্রদর্শিত হইল। তখন মুক্তির দ্বারস্বরূপ রবিমণ্ডল ভেদ করিয়া উর্দ্ধ্বে গমন করিতে করিতে চতুর্দশ ভুবন অবলোকন করিতে লাগিলাম।

১০। দূষিতান্ বহুদোষৈণ সুখাভাসেন ভূষিতান্।
মায়াময়ান্মনোরাজ্যস্বপ্নদৃষ্টার্থসম্মিতান্॥
১১। পূর্ব্বং যে বহুকালেন সংপ্রাপ্তাঃ ক্রমশোঽধুনা।
সর্ব্বে নিমেষতঃ ক্রান্তা যুগপন্মনসেব তে॥
১২। ব্রহ্মালোকাৎ সুখৈঃ কোটি-গুণিতৈরুত্তরোত্তরম্।
বৈভবৈশ্চ মহিষ্ঠানি প্রাপ্তোঽস্ম্যাবরণান্যথ॥

মূলানুবাদ

১০। দেখিলাম, সেই লোকসকল বহুদোষযুক্ত, সুখের আভাসে ভূষিত এবং মায়াময় মনোরাজ্য অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহের ন্যায় অলীক।

১১। পূর্বে আমি বহুকাল ব্যাপিয়া ক্রমে ক্রমে যে সকল লোক অতিক্রম করিয়াছিলাম, এক্ষণে নিমেষ মধ্যেই সেই সকল লোক অতিক্রম করিলাম।

১২। ব্রহ্মালোকের পরে পৃথিবীর অষ্ট আবরণ এবং সেই সকল আবরণ উত্তরোত্তর কোটিগুণ সুখে ও বৈভবে শ্রেষ্ঠ। ক্রমে ক্রমে সেই স্থান সকল প্রাপ্ত হইলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০। কীদৃশান্ বিলোকিতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ—দূষিতানিতি। সুখস্যাভাসেন ছায়য়া, ন তু পরমার্থসুখেন, যতো মায়াময়ান্; অতএব মনোরাজ্যে মনোরথে স্বপ্নে চ দৃষ্টৈরর্থৈর্দ্রব্যৈঃ সম্মিতান্ তুল্যান্॥

১১। যে লোকা বহুকালেন ক্রমশঃ 'আদৌ স্বর্গস্ততো মহঃ' ইত্যেবং ক্রমেণ পূর্বং সংপ্রাপ্তাঃ; অধুনা মুক্তিপদগমনসময়ে তে সর্বেঽপি নিমেষতো যুগপদেকদৈব ক্রান্তাঃ অতিক্রান্তাঃ। অতএব মনসেব ইতি তত্তদতিক্রমণে পরমবেগো দর্শিতঃ। যদ্যপি মায়াময়ত্বেন মনোনিরোধাদেব তেষাং মিথ্যাত্বাপত্তের্মনসৈবাতিক্রমণং বক্তুমুচিতং স্যাৎ তথাপি সূর্যমণ্ডলভেদেনোর্ধ্বদেশগমনাপেক্ষয়া বেগ এব তাৎপর্যং জ্ঞেয়ম্; অতএব ইব-শব্দপ্রয়োগ ইতি দিক্॥

১২। অথ অনন্তরমাবরণানি প্রাপ্তোঽস্মি। কীদৃশানি? ব্রহ্মালোকাৎ কোটিগুণিতৈঃ সুখৈর্মহিষ্ঠানি। অত্র চোত্তরোত্তরং পূর্বস্মাৎ পূর্বস্মাদুত্তরমুত্তরং দশগুণৈরধিকমিত্যেবং মহিষ্ঠানি, তথৈব কোটিগুণিতৈর্বৈভবৈর্বিভূতিভির্মহিষ্ঠানি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০। এই অবলোকন কীদৃশ? দেখিলাম, সেই লোকসকল বহুদোষযুক্ত সুখাভাসের ছায়াতুল্য, পারমার্থিক সুখের আভাসও নহে। যেহেতু ঐ সুখ মায়াময়, অতএব

মনোরাজ্যের মনোরথ মাত্র। স্বপ্নে যেমন নানাদ্রব্য ভোগ হয়, সেইরূপ অলীক মনোবিলাস তুল্য।

১১। পূর্বে আমি বহুকাল ব্যাপিয়া যে সকল লোক ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়াছিলাম, অর্থাৎ প্রথমে স্বর্গ, পরে মহর্লোক, তদনন্তর জনলোক ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে এবং বহুকাল ব্যাপিয়া বহু বিলম্বে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু অধুনা (মুক্তিপদ গমনের সময়) মানস-যানের ন্যায় নিমেষ মধ্যে একবারে সেই সকল লোক অতিক্রম করিলাম। এখানে 'মানস যান' বলিতে পরমবেগে গমনই বুঝিতে হইবে। যদিও মায়াময়ত্ব-হেতু মনোনিরোধ করিলেই উহাদের মিথ্যাত্ব প্রতীতি হয়, সুতরাং উহাকে কেবল মনের দ্বারা অতিক্রমণই বলা উচিত, তথাপি সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বে গমন করিতে হইলে অতিশয় বেগের আবশ্যক হয়। এইজন্যই 'ইব'-কার দ্বারা মানসযানবৎ বেগের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

১২। অনন্তর ব্রহ্মাণ্ডের আবরণসকল প্রাপ্ত হইলাম। সেই আবরণ কীদৃশ? ব্রহ্মলোক হইতে উত্তরোত্তর কোটিগুণ অধিক সুখ ও বৈভবে শ্রেষ্ঠ। আবার দ্বিতীয় আবরণ হইতে তৃতীয় আবরণ শতগুণে শ্রেষ্ঠ। এইরূপে আবরণ সকল উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরবর্তী আবরণ কোটিগুণ সুখ ও বৈভবে শ্রেষ্ঠ।

সারশিক্ষা

১০। চতুর্দশ ভুবনের বস্তুমাত্র পরিণামশীল, জন্ম, জন্মান্তর-অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও নাশ, এই ষড়বিধ বিকারযুক্ত। যদিও কোন সময়ে স্বজাতীয় অনুকূল বিষয় সংযোগে জীবের নিরন্তর ক্ষয়শীল দেহেন্দ্রিয়াদির কথঞ্চিৎ পূর্ণতা সাধিত হয় এবং তাহাকেই জীবগণ সুখ বলিয়া মনে করে, কিন্তু এই সুখ পরক্ষণেই বিলীন হয়, কাজেই দুঃখে পরিণত হয়। যেহেতু, জাগতিক দ্রব্যমাত্রেই ক্ষণস্থায়ী, এইজন্যই ইহাকে সুখাভাসের ছায়াতুল্য বলা হইয়াছে।

১৩। কার্য্যোপাধিমতিক্রান্তৈঃ প্রাপ্তব্যক্রমমুক্তিকৈঃ।
লিঙ্গাখ্যং কারণোপাধিমতিক্রমিতুমাত্মভিঃ॥
১৪। প্রবিশ্য তত্তদ্রূপেণ ভুজ্যমানানি কামতঃ।
তত্তদুদ্ভবনিঃশেষসুখসারময়ানি হি॥

মূলানুবাদ

১৩-১৪। যাঁহারা ক্রমমুক্তি লাভ করেন, তাঁহারা কার্যোপাধি স্থূল অতিক্রম করিয়া লিঙ্গাখ্য কারণ বা সূক্ষ্ম উপাধি অতিক্রম জন্য স্থূল পৃথিব্যাদি-তত্ত্বজনিত সুখ হইতেও সারভূত সুখসমুদয় যথেচ্ছ ভোগ করেন। যেহেতু, কার্য হইতে কারণ শ্রেষ্ঠ, সুতরাং কার্যজনিত সুখ অপেক্ষা কারণজনিত সুখও শ্রেষ্ঠ এবং পরিমাণেও অধিক।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৩-১৪। পুনস্তান্যেব বিশিনষ্টি—কার্যেতি দ্বাভ্যাম্। আত্মভির্জীবৈস্তত্তদ্রূপেণ পৃথিব্যাদিরূপেণ প্রবিশ্য, এবং ক্লেদদাহাহি শঙ্কা নিরস্তা। কামতো যথাকামং ভুজ্যমানানি। কিমর্থম্? লিঙ্গং লিঙ্গশরীরমিত্যাখ্যা যস্য তং কারণোপাধিং কারণরূপং সূক্ষ্মমুপাধিং জীবত্বহেতুমতিক্রমিতুম্। কুতঃ? প্রাপ্তব্যা ক্রমেণ মুক্তির্যৈস্তৈঃ; বহুব্রীহৌ কঃ। অতএব কার্যং স্থূলরূপমুপাধিমতিক্রান্তৈঃ। আবরণানাং তাদৃশ-সুখময়ত্বে হেতুমাহ—তস্মাত্তস্মাৎ পৃথিব্যাদেঃ সকাশাদুদ্ভবো যেষাং তানি চ তানি নিঃশেষসুখানি চ; যদ্বা, তত্তদুদ্ভব-দ্রব্যেভ্যো যানি নিঃশেষাণি সম্পূর্ণানি সুখানি তেষাং যঃ সারস্তন্ময়ানি। কার্যেভ্যঃ কারণানাং শ্রৈষ্ঠ্যাৎ তত্তৎ-সুখতোঽপ্যেতৎসুখস্য শ্রৈষ্ঠ্যোপপত্তেঃ। যদ্যপি সর্ব্বত্রৈব সর্ব্বসুখানি তৎসাধনানি চ সন্তি, তথাপি নিজ-নিজ-সুখবিশেষ-তৎসাধনদ্রব্য-প্রাধান্যাপেক্ষয়া। এবং ব্রহ্মলোকাত্তথা পূর্ব্বপূর্ব্বস্মাচ্চোত্তরোত্তরস্মিন্ সুখানামাধিক্যমুপপাদয়িতব্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩-১৪। এক্ষণে দুই শ্লোকের দ্বারা কার্যোপাধি হইতে কারণোপাধির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতেছেন। যাঁহারা ক্রমমুক্তি লাভ করেন, তাঁহারা প্রথমতঃ কার্যোপাধি পরিত্যাগ করিয়া পৃথিব্যাদি আবরণে প্রবেশ করেন। এইরূপে কার্যোপাধি পরিত্যাগ-হেতু ক্লেদ ও দাহাদির আশঙ্কা নিরস্ত হইলে পৃথিব্যাদি তত্ত্বজনিত সুখের সারভূত ভোগসমূহ যথেচ্ছ ভোগ করিতে করিতে লিঙ্গশরীরনামক সূক্ষ্ম উপাধি

অতিক্রম পূর্বক মুক্তিপদে গমন করেন; কিন্তু যাঁহাদের কার্যোপাধি স্থূলশরীর ও কারণোপাধি সূক্ষ্মরূপ লিঙ্গশরীর ভেদ হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে আত্মার আবরণ-স্বরূপ বা জীবত্বের-হেতু স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ কারণ-শরীর ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিপদে গমন কদাচ সম্ভবপর নহে। অতএব স্থূলরূপ কার্যোপাধি অতিক্রমণের এবং আবরণের সুখময়ত্বের-হেতু এই যে, ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতা, রাজস অহঙ্কার হইতে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি, তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ ও তাহার তন্মাত্র হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্রক্রমে বায়ু, বায়ুহইতে রূপতন্মাত্রক্রমে তেজ, তেজ হইতে রসতন্মাত্রক্রমে জল, জল হইতে গন্ধতন্মাত্র দ্বারা পৃথিবী। এই সকল তত্ত্ব মিলিত হইয়া চতুর্দশ ভুবনাত্মক বিরাট শরীর। ইহা পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পরিমিত এবং রচনার অবশিষ্টাংশ দশগুণ আবরণরূপে ব্রহ্মাণ্ডের প্রলেপবৎ অবস্থান করিতেছে। এই সকল আবরণের সুখময় উপাধি ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিতে হইলে এক একটি আবরণের সুখময় ভোগসকল ভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ মুক্তিপদে উপনীত হওয়া যায়; কিন্তু সদ্যমুক্তিতে তদ্রূপ ভোগ করিতে হয় না। অতএব আবরণগুলির সুখময়ত্বের হেতু এই যে, পূর্বোক্ত পৃথিব্যাদি হইতে উৎপন্ন অশেষ সুখ অথবা সেই সকল দ্রব্য হইতে উৎপন্ন নিঃশেষ সুখসমুহের সারময়। যেহেতু, কার্য হইতে কারণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কার্যজনিত সুখ অপেক্ষা কারণজনিত সুখও শ্রেষ্ঠ। যদিও সর্বত্র সর্বসুখ এবং সুখের সাধন বিদ্যমান আছে, তথাপি নিজ নিজ সুখবিশেষ এবং সুখের সাধন-দ্রব্য প্রধান অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ। এইরূপে ব্রহ্মলোক হইতে উত্তরোত্তর সুখ ও বৈভবসকল দশ দশগুণক্রমে অধিক অধিক হইয়া থাকে।

১৫। পৃথিব্যাবরণং তেষু প্রথমং গতবানহম্।
তদৈশ্বর্যাধিকারিণ্যা ধরণ্যা পূজিতং প্রভুম্॥
১৬। ব্রহ্মাণ্ডদুর্লভৈর্দ্রব্যৈর্মহাশূকররূপিণম্।
অপশ্যং প্রতিরোমান্ত-ভ্রমদ্‌ব্রহ্মাণ্ডবৈভবম্॥
১৭। তস্যাং কারণরূপায়াং কার্যরূপমিদং জগৎ।
তদুপাদানকং সর্বং স্ফুরিতঞ্চ ব্যলোকয়ম্॥
১৮। বিধায় ভগবৎপূজাং তয়াতিথ্যেন সৎকৃতঃ।
দিনানি কতিচিত্তত্র ভোগার্থমহমর্থিতঃ॥

মূলানুবাদ

১৫-১৬। তন্মধ্যে আমি প্রথমেই পৃথিবীরূপ আবরণে গমন করিলাম এবং তথায় মহাশূকররূপী প্রভুকে দর্শন করিলাম, তাঁহার প্রতি লোমকূলে ব্রহ্মাণ্ড-বিভূতি পরিভ্রমণ করিতেছে এবং তিনি সেই ঐশ্বর্য-অধিকারী ধরণীদেবী-কর্তৃক ব্রহ্মাণ্ড-দুর্লভ বস্তুসমূহ দ্বারা অর্চিত হইতেছেন।

১৭। আরও দেখিলাম, সেই কারণরূপা পৃথিবীতে কার্যরূপ অর্থাৎ জগতের উপাদানরূপ সমগ্র জগৎ স্ফূর্তি পাইতেছে।

১৮। ধরণীদেবী শ্রীভগবৎপূজা সমাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ আতিথ্য সৎকার করিলেন এবং আমাকে কয়েক দিন তথায় ভোগসুখে বাস করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৫-১৬। এবং সামান্যেনোক্ত্বা বিশেষেণ যথাক্রমমতিক্রমণ দ্বারা বিবদিষন্নাদৌ পৃথিব্যাবরণং বর্ণয়ন্ তদতিক্রমপ্রকারমাহ—পৃথিবীতি পঞ্চভিঃ। তেষু আবরণেষু মধ্যে গতবান্ সন্ 'প্রভুং ভগবন্তমহমপশ্যম্' ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কীদৃশম্? মহাশূকররূপিণমতএব প্রতিলোমান্তঃ প্রত্যেকলোম-মধ্যে ভ্রমদব্রহ্মাণ্ডবৈভবং চতুর্দশ ভুবনাত্মক-ব্রহ্মাণ্ড বিভূতির্যস্য তম্; ইতি ব্রহ্মলোকাধিষ্ঠাতৃশ্রীমহাপুরুষাদ্ বিশেষো দর্শিতঃ। এবমুত্তরত্রাপ্যূহ্যম্ পুনঃ কীদৃশম্? তস্য পৃথিব্যা-বরণস্য যদৈশ্বর্যং তস্মিন্নধিকারবত্যা মূর্তিমত্যা ধরণ্যা ব্রহ্মাণ্ড-দুর্লভৈর্দ্রব্যৈঃ কৃত্বা পূজিতম্। এবং ধরণ্যা অপি ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্ বিশেষো দর্শিতঃ॥

১৭। তমেবাহ—তস্যামিতি। সা পৃথিবী উপাদানং ঘটস্য মৃদিবোপাদানকারণং যস্য তৎ; অতো জগতঃ প্রায়েণ পৃথিব্যুপাদান-কারণকত্বাৎ তস্যামেব তৎস্ফূর্তির্দৃষ্টেত্যর্থঃ, কার্যস্য কারণাত্মকত্বাৎ॥

১৮। তয়া চ ধরণ্যা ভগবতঃ পূজাং বিধায় সমাপ্য অহমাতিথ্যেন অতিথিবিষয়ক-কৃত্যেন সৎকৃতঃ সম্মানিতঃ। তত্রাবরণে দিন্যান কতিচিদ্ব্যাপ্য ভোগার্থমর্থিতঃ যাচিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫-১৬। এই প্রকারে সামান্য রূপে বর্ণন করিয়া এক্ষণে বিশেষরূপে বর্ণন করিতেছেন। যথাক্রমে অর্থাৎ পর পর আবরণাদির অতিক্রম দ্বারা তত্রস্থ বিশেষত্ব জানিবার জন্য প্রথমেই পৃথিবীরূপ আবরণের বর্ণনা এবং অতিক্রমের প্রকার 'পৃথিব্যাদি' পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা বলিতেছেন। তন্মধ্যে আমি প্রথমেই পৃথিবীরূপ আবরণে গমন করিয়া মহাশূকররূপী প্রভু যে ভগবান্, 'তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলাম।' সেই প্রভু কি প্রকার? মহাশূকররূপী, তাঁহার প্রতি রোমকূপে চতুর্দশ ভুবনাত্মক-ব্রহ্মাণ্ডবৈভব কারণরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে। এতদ্দারা ব্রহ্মালোকাধিষ্ঠাতা শ্রীমহাপুরুষ হইতেও বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইল। এইরূপে উত্তরোত্তর আবরণ সমূহেরও বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইবে। আর সেই পৃথিবীরূপ আবরণের কার্যরূপী অধিষ্ঠাত্রী মূর্তিমতী শ্রীধরণীদেবী, তিনি ব্রহ্মাণ্ডদুর্লভ দ্রব্যসমূহর দ্বারা সেই ভগবানের পূজা করিতেছেন। এইরূপে ব্রহ্মা হইতেও ধরণীদেবীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইল।

১৭। ঘটের উপাদান কারণ যেমন মৃত্তিকা, তদ্রূপ এই দৃশ্যমান জগতের উপাদান কারণও সেই কারণরূপা পৃথিবীর আবরণ। অতএব কারণে কার্য দর্শন হয় বলিয়া সেই স্থান হইতেই ব্রহ্মাণ্ডগত যাবতীয় সুখের স্ফূর্তি হইয়া থাকে।

১৮। তথায় ধরণীদেবী ভগবৎ পূজা সমাপন করিয়া আমাকে অতিথি বোধে অতিথি বিষয়ক-কৃত্যের দ্বারা সম্মানিত করিলেন এবং কিছুদিন তথায় ভোগসুখে অতিবাহিত করাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন।

**১৯। তামনুজ্ঞাপ্য কেনাপ্যাকৃষ্যমাণ ইবাশু তৎ।
অতীত্যাবরণং প্রাপ্তঃ পরাণ্যাবরণানি ষট্॥**

মূলানুবাদ

১৯। অনন্তর আমি ধরণীদেবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিবার পর কি যেন এক অজ্ঞাত-আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া শীঘ্রই আর ছয়টি আবরণ অতিক্রম করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৯। তাং ধরণীমনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞাং প্রদাপ্য তদনুজ্ঞাং গৃহীত্বেত্যর্থঃ। তৎ পার্থিবমাবরণমতীত্য। ননু কথং তত্র পরম-বৈষ্ণব্যাস্তস্যাঃ প্রার্থনেনাপি ন স্থিতম্? তত্রাহ—কেনাপ্যাকৃষ্যমাণ ইবেতি মুক্তিপদ-প্রাপক-সাধনেন অন্যত্র বিলম্বস্য নিরস্যমানত্বাদিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯। আমি তথায় বাস করিতে অভিলাষী না হইয়া বহু অনুনয়ে ধরণীদেবীর অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলাম এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্বক সেই পৃথিবীর আবরণ অতিক্রম করিলাম। যদি বল, সেই বৈষ্ণবী-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়াও কিজন্য তথায় কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিলেন না? তাহাতেই বলিতেছেন, কোন পুরুষান্তর-কর্তৃক আকর্ষিত হইয়াই যেন আমি অতি সত্বর অপর আবরণগুলি অতিক্রম করিলাম। এতদ্বারা মুক্তিপদ-প্রাপক সাধনের সময় অন্যত্র বিলম্ব করা কর্তব্য নহে,—ইহাই সূচিত হইল।

২০। মহারূপধরৈর্বারি-তেজো-বাস্বম্বরৈস্তথা।
অহঙ্কার-মহত্ত্বাঞ্চ স্বস্বাবরণতোঽর্চিতম্॥

২১। ক্রমেণ মৎস্যং সূর্য্যঞ্চ প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধকম্।
সঙ্কর্ষণং বাসুদেবং ভগবন্তমলোকয়ম্॥

২২। স্বকার্যাৎ পূর্ব-পূর্বস্মাৎ কারণং চোত্তরোত্তরম্।
পূজ্যপূজক-ভোগশ্রীমহত্ত্বেনাধিকাধিকম্॥

২৩। পূর্ববত্তান্যতিক্রম্য প্রকৃত্যাবরণং গতঃ।
মহাতমোময়ং সান্দ্র-শ্যামিকাক্ষিমনোহরম্॥

২৪। তস্মিন্নিজেষ্টদেবস্য বর্ণ-সাদৃশ্যমাততে।
দৃষ্ট্বাহং নিতরাং হৃষ্টো নৈচ্ছং গন্তুং ততোঽগ্রতঃ॥

মূলানুবাদ

২০-২১। মহারূপধর বারি, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব এই সকল আবরণে ক্রমশঃ পূজিত মৎস্য, সূর্য, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবরূপ ভগবানকে অবলোকন করিলাম।

২২। পূর্ব পূর্ব স্ব স্ব কার্য হইতে উত্তরোত্তরবর্তি কারণসমূহ পূজ্য। এইরূপ পূজ্য-পূজক ভোগশ্রী ও মহত্ত্বাদি বিষয়েও ক্রমশঃ অধিক।

২৩। পূর্বের ন্যায় আবরণসকল ক্রমশঃ অতিক্রম করিবার পর শেষে মহাতমোময় প্রকৃতি-আবরণে উপস্থিত হইলাম। সেই প্রকৃতির গাঢ় শ্যামকান্তি আমার নয়ন-মন হরণ করিয়া লইল।

২৪। তথায় নিজ ইষ্টদেবের বর্ণ-সাদৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলাম। তজ্জন্য আমি আর অগ্রগমনে উৎসুক হইতে পারি নাই।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২০-২১ বার্যাদিভিঃ ষড়্‌ভিঃ স্ব-স্বাবরণ-ক্রমেণার্চিতং শ্রীমৎস্যাদিরূপং ভগবন্তং ক্রমেণাবলোকয়মিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তত্র জলেন মৎস্যরূপং, তেজসা সূর্যরূপম্—ইত্যাদিক্রমো দ্রষ্টব্যঃ॥

২২। নন্বু কীদৃশং তত্তদাবরণম্? কীদৃশা বা তত্তদধিকারিণো বায়্বাদয়ং, শ্রীমৎস্যাদয়ো বা কীদৃশাঃ? ইত্যেতৎ পূর্ববদ্‌বিশেষেণ বর্ণয়েত্যপেক্ষায়াং পূর্বোক্তমেব বিশেষং সংক্ষেপেণাভিব্যঞ্জয়তি—'স্বকার্যাৎ' ইতি। পূজ্যা মৎস্যাদয়ঃ,

পূজকা মূর্তিমদ্‌বার্যাদয়ঃ, ভোগোঽধিকারাদি-সুখং, শ্রিয়ো বিভূতয়ঃ তেষাং মহত্ত্বেন মহিম্না কৃত্বা পূর্বস্মাৎ পূর্বস্মাদাবরণাদুত্তরোত্তরমাবরণম্ অধিকতোঽপ্যধিকং পরমবিশিষ্টতরমিত্যর্থঃ।।

২৩। পূর্ব্ববদিতি তেভ্য আতিথ্য-সৎকারং লব্ধ্বা তৈঃ প্রার্থিতমপি তত্র তত্র ভোগার্থমবস্থানমস্বীকৃত্য তাননুজ্ঞাপ্য ইত্যর্থঃ। তানি আবরণানি মহাতমোময়মিতি পরমাবরক-স্বভাবায়াঃ প্রকৃতেঃ পরিণামিরূপত্বাৎ। তদুক্তমর্জুনেন হরিবংশে— 'পঞ্চভূতং হি তিমিরং স্পর্শাদ্বিজ্ঞায়তে ঘনা' ইতি। 'অথ পর্বতভূতস্তু তিমিরং সমপদ্যত' ইতি চ। শ্রীভগবতে দশমস্কন্ধে চ (শ্রীভা ১০।৮৯।৪৭)—'লোকালোকং তথাতীত্য বিবেশ সুমহত্তমঃ।' ইতি। লোকং চতুর্দ্দশভুবনাত্মকং ব্রহ্মাণ্ডম্, অলোকং তদ্বাহ্যমাবরণাষ্টরূপমিতি বাক্যার্থঃ। অতএব সান্দ্রয়া নিবিড়য়া শ্যামিকয়া শ্যামকান্ত্যা অক্ষীণি মনাংসি চ হরতীতি তথা তৎ॥

২৪। তস্মিন্ আবরণে নিজেষ্টদেবস্য শ্রীমদনগোপালচরণারবিন্দদ্বন্দ্বস্য যদ্বর্ণং শ্যামসুন্দরকান্তিস্তস্যাঃ সাদৃশ্যং দৃষ্ট্বা। আততে বিস্তৃতে, প্রকৃতেরিয়ত্তারাহিত্যাৎ। অনেন চ যত্র তত্র কুত্রাপি তথৈব দর্শনাৎ পরমহর্ষকারণং ধ্বনিতম্। অতএব ততস্তস্মাদাবরণাদগ্রতো গন্তুং নৈচ্ছম্, মনো মে ন প্রাবর্ততেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০-২১। মহারূপধর বারি প্রভৃতি ছয়টি আবরণ এবং সেই সকল আবরণে ক্রমশঃ পূজিত মৎস্য, সূর্যাদিরূপ ভগবানকে ক্রমশঃ অবলোকন করিলাম। তথায় জলরূপ আবরণে মৎস্যরূপী ভগবান, তেজোময় আবরণে সূর্যরূপী ভগবান ইত্যাদি ক্রম দ্রষ্টব্য।

২২। যদি বল, তত্তৎ আবরণসকল কিরূপ এবং তত্তৎ আবরণের অধিকারী বার্যাদি ও তাহাদের পূজ্য শ্রীমৎস্যাদি ভগবানই বা কীদৃশ? ইত্যাদি জিজ্ঞাসাস্থলে পূর্ববৎ বিশেষভাবে বর্ণনের অপেক্ষায় পূর্বোক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণন করিতেছেন। পূর্ব পূর্ববর্তি স্ব স্ব কার্য হইতে উত্তরোত্তরবর্তি কারণ সকল ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ। যেমন, পূজ্য শ্রীমৎস্যাদি ভগবান এবং পূজক মূর্তিমৎ বার্য্যাদি, ভোগাধিকারাদি-সুখ ও বিভূতি বা সম্পত্তি প্রভৃতির অধিক মহত্ত্ব জানিবে। অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব আবরণ হইতে উত্তরোত্তরবর্তি আবরণরূপ কারণসমূহ অধিক অধিক পরম বিশিষ্টতর জানিতে হইবে।

২৩। পূর্বের ন্যায় আবরণসকল অতিক্রম করিবার সময় সেই সমস্ত আবরণের অধিকারী কর্তৃক আতিথ্য সৎকার লাভ করিয়াছিলাম। আর তাঁহারা সেই সেই সুখভোগ নিমিত্ত আমায় অনুরোধ করিলেও আমার হৃদয় কোন এক অনির্বচনীয়

সুখের লালসায় তাঁহাদের প্রার্থিত ভোগার্থ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতে স্বীকৃত হই নাই; পরন্তু বিনয়সহকারে তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিয়া মহাতমোময় প্রকৃতিরূপ আবরণে উপস্থিত হইলাম। সেই তমোয়ম আবরণ অত্যন্ত আবরকস্বভাব, যাহা প্রকৃতির পরিণামরূপ ঘনীভূত শ্যামকান্তিদ্বারা আমার নয়ন-মন হরণ করিয়া লইল। যথা, শ্রীহরিবংশে শ্রীঅর্জুনের বাক্য—"সেই অন্ধকার মহা পর্বত সদৃশ ঘন, প্রথমতঃ পঙ্কের মত অঘন মনে হয় বটে, কিন্তু স্পর্শ করিলে পর্বতের মত ঘন বোধ হয়।" শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত আছে—'লোকালোক অতিক্রম করিয়া সুমহৎ তমোমধ্যে প্রবেশ করিলেন।' এখানে লোক বলিতে চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড, এবং অলোক বলিতে ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে অষ্ট আবরণ। অতএব সেই প্রকৃতি নিবিড় শ্যামকান্তিতে সকলেরই মন নেত্র হরণ করিয়া থাকেন।

২৪। সেই প্রকৃতি আবরণ নিজ ইষ্টদেব শ্রীমদনগোপালদেবের চরণারবিন্দযুগল যেরূপ শ্যামকান্তিবিশিষ্ট, সেই শ্যামকান্তির সাদৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিলাম। বিশেষতঃ সেই প্রকৃতি অতিশয় বিস্তৃত—ইয়ত্তা রহিত। এজন্য যত্র তত্র সেই প্রকৃতির শ্যামকান্তি সন্দর্শনই আমার পরম হর্ষের কারণ হইত। অতএব সেই আবরণ ত্যাগ করিয়া আমি অগ্রগমনে উৎসুক হইতে পারি নাই।

সারশিক্ষা

২০-২১। পৃথিবীরূপ আবরণে মহাবরাহ, দ্বিতীয় জলাবরণে মৎস্যরূপী ভগবান, তৃতীয় তেজোময় আবরণে সূর্যদেব, চতুর্থ বায়ুরূপ আবরণে প্রদ্যুম্ন, পঞ্চম আকাশ আবরণে অনিরুদ্ধ, অহঙ্কার আবরণে শ্রীসঙ্কর্ষণ, মহত্তত্ত্ব আবরণে শ্রীবাসুদেবরূপী ভগবান বিরাজমান রহিয়াছেন।

২৫। শ্রীমোহিনী-মূর্তিধরস্য তত্র,
বিভ্রাজমানস্য নিজেশ্বরস্য।
পূজাং সমাপ্য প্রকৃতিঃ প্রকৃষ্ট-
মূর্তিঃ সপদ্যেব সমভ্যয়াম্মাম্॥

২৬। উপানয়ম্ মহাসিদ্ধীরণিমাদ্যা মমাগ্রতঃ।
যযাচে চ পৃথিব্যাদিবত্তত্র মদবস্থিতিম্॥

মূলানুবাদ

২৫। সেই শ্রীমোহিনীমূর্তিধারী প্রকৃতিদেবী তথায় বিরাজিত নিজ ঈশ্বরের পূজা সমাপন করিয়া মনোহর বেশে আমার সমীপে উপস্থিত হইলেন।

২৬। তিনিও পূর্বোক্ত ধরণীদেবী প্রভৃতির ন্যায় অণিমাদি সিদ্ধিরূপ উপায়নসমূহ অগ্রে আনয়ন পূর্বক তথায় বাস করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৫। তত্র তস্মিন্নাবরণে বিভ্রাজমানস্য নিজেশ্বরস্য পূজাং সমাপ্য সপদি মদগমনক্ষণ এব প্রকৃতিঃ সম্যক্‌সার্ধহস্তত্বাদি-সাধুপ্রকারেণ অভ্যয়াৎ অভিমুখে প্রাপ্তা। কীদৃশস্য? শ্রীমোহিনীমূর্তিধরস্য; পরমমোহিন্যা মায়ায়াঃ পূজ্যস্ততোঽপি পরমমোহনরূপ এব স্যাদিতি ন্যায়াৎ॥

২৬। উপানয়ৎ উপায়নরূপেণাজহার। তত্র প্রকৃত্যাবরণে মমাবস্থিতিং বাসং পৃথিব্যাদিবদ্ যযাচে চ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫। দেখিলাম, সেই প্রকৃতিদেবী স্বাবরণে বিরাজমান নিজ ঈশ্বরের পূজা সমাপন করিয়া মনোহর বেশে কৃপাহস্ত প্রসারণ পূর্বক আমার সমীপে আগমন করিলেন। সেই ঈশ্বর কীদৃশ? আহা! সেই ঈশ্বরের কি সুন্দর মূর্তি! যে সুন্দর মূর্তি পরমমোহিনী মায়ারও পূজ্য। অর্থাৎ যে মূর্তির সৌন্দর্যে মায়ার মোহিনীমূর্তিও লজ্জিতা হয়। সেই ভগবান পরম মনোহররূপ প্রকটন করিয়া নিবিড় অন্ধকারেও বিশেষরূপে শোভা পাইতেছেন।

২৬। সেই প্রকৃতিদেবী অণিমাদি সিদ্ধি সকলকে উপায়নরূপে আমার অগ্রে আনয়ন পূর্বক পৃথিবী প্রভৃতি দেবীগণের ন্যায় তিনিও নিজ আবরণে বাস করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন।

২৭। সস্নেহঞ্চ জগাদেদং যদি ত্বং মুক্তিমিচ্ছসি।
তদাপ্যনুগৃহাণেমাং মাং তস্যাঃ প্রতিহারিণীম্॥

২৮। ভক্তিমিচ্ছসি বা বিষ্ণোস্তথাপ্যেতস্য চেটিকাম্।
ভগিনীং শক্তিরূপাং মাং কৃপয়া ভজ ভক্তিদাম্॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

২৯। তদশেষমনাদৃত্য বিষ্ণুশক্তিধিয়া পরম্।
তাং নত্বাবরণং রম্যবর্ণং তদ্‌দ্রষ্টুমভ্রমম্॥

মূলানুবাদ

২৭। তারপর তিনি সস্নেহে বলিলেন, যদি তুমি মুক্তি ইচ্ছা কর, তবে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর, কারণ, আমিই মুক্তির প্রতিহারিণী।

২৮। আর তুমি যদি ভক্তি ইচ্ছা কর, তাহা হইলেও আমাকে ভজনা কর; কারণ, আমি বিষ্ণুর দাসী, তাঁহার ভগ্নি ও তাঁহার শক্তি, অতএব আমাকে কৃপা করিয়া ভজনা কর।

২৯। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, সেই প্রকৃতির অণিমাদি সিদ্ধি বা তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার না করিয়া, কেবল বিষ্ণুশক্তি বোধে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তদীয় মনোহর বর্ণ দেখিবার নিমিত্ত তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৭। ইদন্তয়া পরামৃষ্টমেবাহ—যদীতি পাদোনদ্বয়েন। ইমাং যাচমানাম্! ননু তন্নিরসনেনৈব মুক্তিঃ স্যাত্তত্রাহ—তস্য মুক্তেঃ প্রতিহারিণীমিতি। যদি ময়া স্বয়ং বিরজ্যসে, তদৈব তত্র প্রবেশঃ স্যাদিত্যর্থঃ॥

২৮। ননু ভক্তিপরাণাং কিং মুক্ত্যেতি চেত্তত্রাহ—ভক্তিমিতি। যদি বা বিষ্ণোর্ভক্তিমিচ্ছসি, তথাপি মাং কৃপয়া ভজ অনুবর্তস্ব। কুতঃ তস্য বিষ্ণোশ্চেটিকাং দাসীং, তদধীনত্বাৎ। কিঞ্চ, ভগিনীং শ্রীযশোদাগর্ভসম্ভবাৎ। কিঞ্চ, শক্তিরূপাম্ অতএব ভক্তিদাং বিচিত্রভক্তিবির্ধনীম্। যদ্যপি মায়েয়ং ভিন্না, শক্তিশ্চ ভিন্না, তথাপি তস্যা এব ছায়ারূপত্বে নৈক্যমভিপ্রেত্য এবমুক্তম্॥

২৯। তৎ তদুপানীতং দ্রব্যং, তদুক্তঞ্চ সর্বমানাদৃত্য অনঙ্গীকৃতা বিষ্ণোঃ শক্তিরিয়মিতি বুদ্ধ্যা পরং কেবলং তাং নত্বা তৎ প্রাকৃতমাবরণং দ্রষ্টুমিতস্ততো- ঽভ্রমং চংক্রমমকার্যম্। কুতঃ? রম্যং মনোহরবর্ণং কান্তির্যস্য তৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৭। অনন্তর সস্নেহে বলিলেন, যদি তুমি মুক্তি ইচ্ছা কর, তবে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সিদ্ধি সকল উপভোগ কর। যদি আমাকে নিরাস কর, তবে মুক্তি প্রাপ্ত হইবে না। কেননা, আমিই মুক্তির প্রতিহারিণী। সুতরাং আমি যদি স্বয়ং বিরাগপ্রাপ্ত হই, তবেই মুক্তিপদে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে। যেহেতু, আমিই মুক্তির দ্বাররক্ষিকা।

২৮। যদি বল, ভক্তিপরায়ণের মুক্তিতে কি প্রয়োজন? এতএব আমি মুক্তি ইচ্ছা করি না, ভক্তি ইচ্ছা করি। যদি বিষ্ণুভক্তিই ইচ্ছা কর, তাহা হইলেও আমাকে কৃপা করিয়া ভজনা কর। যদি বল, তোমায় কেন ভজনা করিব? তুমি আমাকে বিষ্ণুর অধীনা দাসী বলিয়া ভজনা কর। কিংবা আমি শ্রীযশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহার ভগিনীরূপে ভজনা কর। অথবা তাঁহার শক্তিরূপে আমার ভজনা কর। এইরূপে আমিই বিষ্ণুভক্তি বর্ধিত করিয়া থাকি। যদ্যপি মায়া বা বিষ্ণুভক্তিবর্ধিনী বিষ্ণুশক্তি পরস্পর ভিন্ন, তথাপি শক্তির ছায়ারূপা বলিয়া উভয়ের ঐক্যরূপে বর্ণিত হইল।

২৯। সেই প্রকৃতিদেবীর আনীত দ্রব্য অণিমাদি সিদ্ধিসকল অঙ্গীকার করিলাম না এবং তাঁহার বাক্যও আদর করিলাম না, কেবল বিষ্ণুশক্তি বুদ্ধিতে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তদীয় আবরণের মনোহর বর্ণ দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলাম।

সারশিক্ষা

২৮। বিষ্ণুর অধীনা দাসী, কিংবা শ্রীযশোদাগর্ভসম্ভবা বিষ্ণুভগিনী একানংশাদেবী, অথবা বিচিত্রা ভক্তিবিবর্ধিনী বিষ্ণুশক্তি পৃথক, তথাপি এখানে প্রকৃতি বা মায়াদেবী তাঁহাদের ছায়ারূপা বলিয়া পরস্পর ঐক্য অভিমানে অর্থাৎ মূলের সহিত আপনাকে অভিন্নবোধে এই সকল কথা বলিয়াছেন।

৩০। প্রাধানিকৈর্জীবসঙ্ঘৈর্ভুজ্যমানং মনোরমম্।
সর্বতঃ সর্বমাহাত্ম্যাধিক্যেন বিলসৎ স্বয়ম্॥

মূলানুবাদ

৩০। প্রাধানিক জীবসমূহ সেই মনোরম বর্ণ উপভোগের নিমিত্ত তাহাতে ভ্রাজমান, অর্থাৎ, কার্যোপাধি নির্মুক্ত জীবসমূহ সেই মনোরম বর্ণ উপভোগ করিতেছেন এবং ঐ প্রকৃতিও স্থূল-সূক্ষ্ম কার্য-কারণ হইতেও সর্ববিষয়ে বিলক্ষণ অধিকতর বৈভব প্রকটন করিয়া স্বয়ং বিলাস করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৩০। তদেব বিশিনষ্টি—প্রাধানিকৈরিতি দ্বাভ্যাম্। প্রধানং কারণরূপা প্রকৃতিস্তন্মাত্রময়ৈঃ, অতিক্রান্তকার্যোপাধিত্বাৎ। সর্বতঃ স্থূল-সূক্ষ্ম-কার্য-কারণেভ্যঃ সকাশাৎ সর্বেষাং বহূনাং মাহাত্ম্যানাং মহিম্নামাধিক্যেন হেতুনা স্বয়ং বিলসৎ প্রকাশমানং সর্বপ্রপঞ্চানাঃ তৎকারণকত্বাৎ। যদ্যপি জড়ায়াস্তস্যাঃ স্বয়ং প্রকাশতা নাস্তি, তথাপ্যধিষ্ঠানস্য জ্ঞানেন তস্যা লয়াপত্তের্নিজাবরক-স্বভাবেন তস্যাচ্ছাদনাৎ স্বয়ং প্রকাশতাভাবেন স্বয়মিত্যুক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩০। তাহাই বিশেষরূপে বলিতেছেন, কার্যোপাধিবিনির্মুক্ত প্রাধানিক অর্থাৎ কারণরূপা প্রকৃতির তন্মাত্রময় উপাদান প্রধানের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াছে যে জীবসমূহের ভোগ্য বর্ণ, সেই বর্ণ অতি মনোরম। ইহা স্থূল-সূক্ষ্ম ও কার্য-কারণাদি হইতেও সর্ববিষয়ে অধিকতররূপে মহিমা দ্বারা স্বয়ংই প্রকাশমান হইয়াছে এবং ঐ প্রকাশমান বর্ণই সর্বপ্রপঞ্চের কারণস্বরূপ। যদিও প্রকৃতি জড়রূপা বলিয়া তাহার স্বয়ং প্রকাশকতা নাই, তথাপি অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে উহা লীন হইয়া যায় বলিয়া এই আশঙ্কায় স্বীয় আবরকতা-স্বভাবে অধিষ্ঠানকে আচ্ছাদিত করিয়া স্বয়ং প্রকাশযোগ্যতা অধিকার করিয়াছেন।

সারশিক্ষা

৩০। কার্য-কারণ-উপাধি-বিনির্মুক্ত জীবসকল প্রকৃতির যে বর্ণময় সুখ উপভোগ করেন, তাহা স্বয়ং প্রকাশমান; কিন্তু জড়রূপা প্রকৃতির স্বয়ং প্রকাশকতা নাই। তথাপি অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে ঐ প্রকৃতি স্বতঃই লীন হইয়া যায়। এজন্য নিজ আবরকতা ধর্ম অধিষ্ঠানকে আচ্ছাদিত করিয়া জীবকে ঐ বর্ণময় উপভোগ করাইয়া থাকেন। পরন্তু মায়ার স্বয়ং প্রকাশকতা নাই। আশ্রয়ভূত চৈতন্যের চেতনাশক্তি বলে প্রকাশকতা ধর্ম লাভ করিয়া থাকেন।

৩১। বহুরূপং দুর্ব্বিভাব্যং মহামোহনবৈভবম্।
কার্যকারণসঙ্ঘাতৈঃ সেব্যমানং জগন্ময়ম্।।

মূলানুবাদ

৩১। সেই বর্ণ বহুরূপ, দুর্ব্বিভাব্য এবং মহামোহন বৈভবযুক্ত। কার্য-কারণ সংঘাত-কর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া ঐ প্রকৃতি জগন্ময় পরিব্যাপ্ত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৩১। বহুরূপঃ নানাবিকারজাতমূলত্বাৎ দুর্ব্বিভাব্যম্ অনির্বচনীয়ত্বাদচিন্ত্য-গতিত্বাচ্চ। অতএব মহামোহনং পরমচিত্তাকর্ষকং বৈভবং বিভূতির্যস্মিন যস্য বা। কার্য্যাণি পৃথিব্যাদীনি, কারণানি চ তন্মাত্রাদীনি তেষাং সংঘাতৈঃ সেব্যমানং সূক্ষ্মরূপাদখিলঘনপ্রপঞ্চময়ত্বাৎ; অতএব জগন্ময়ম্। এবমত্র ব্যক্ততয়ানুক্তমপি পঞ্চতন্মাত্রাদীনামতিক্রমণমূহ্যম, তেষাং সর্ব্বেষামপি প্রকৃত্যন্তর্গতত্বাৎ। কিংবা কারণতয়া তৎকার্যেষ্বেব সমবেতত্বেন পূর্ব্বমেব তৈঃ সহাক্রান্তত্বাৎ। অন্যথা মুক্তি-পদারোহণানুপপত্তেঃ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩১। রম্য বর্ণ বহুরূপ। অর্থাৎ নানাবিকারজাত কার্যনিচয়ের মূল কারণ বলিয়া সেই বর্ণও বহুরূপ, দুর্বিভাব্য ও অনির্বচনীয়া হেতু অচিন্ত্যগতি। অতএব মহামোহন পরম চিত্তাকর্ষক মহা বিভূতিযুক্ত কার্য ও কারণ তাঁহার সেবা করিতেছে। অর্থাৎ কার্য পৃথিব্যাদি, কারণ তাহার তন্মাত্রাদি এবং তাহাদের সংঘাত কর্তৃক সেব্যমানা। উহা সূক্ষ্মরূপ অখিল ঘন-প্রপঞ্চময়ত্ব-হেতু জগন্ময়। যদিও এস্থলে তন্মাত্রাদির কথা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি উক্ত পঞ্চতন্মাত্রাদিও অতিক্রম করিয়াছিলেন জানিতে হইবে। কেননা, তন্মাত্র প্রকৃতিরই অন্তর্ভূত তত্ত্ব বিশেষ, কিংবা পঞ্চতন্মাত্র কারণরূপে কার্যে অনুস্যূত আছে বলিয়াই পূর্বে প্রকৃতির সহিত সংমিলিত হইয়াছে। অতএব প্রকৃতি অতিক্রম করিলেই প্রকৃতির অন্তর্ভূত সমুদয় তত্ত্বই অতিক্রম করা হয়। অন্যথায় মুক্তিপদে অরোহণ উপপত্তি হয় না।

৩২। অথেশ্বরেচ্ছয়াতীত্য দুরন্তং তদ্‌ঘনং তমঃ।
তেজঃপুঞ্জমপশ্যন্তং দৃঙ্ নিমীলনকারকম্॥

৩৩। ভক্ত্যা পরময়া যত্নাদগ্রে দৃষ্টি প্রসারয়ন্।
সূর্যকোটিপ্রতীকাশমপশ্যং পরমেশ্বরম্॥

মূলানুবাদ

৩২। অনন্তর আমি ঈশ্বরেচ্ছায় সেই দুরন্ত ঘনতম অতিক্রম করিবার পর তেজঃপুঞ্জ লক্ষ্য করিলাম এবং ভয়ে অস্থির হইয়া নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিলাম।

৩৩। আমি পরম ভক্তির কৃপায় তাহা পার হইলাম এবং যত্নের সহিত অগ্রে দৃষ্টি প্রসারণ করিবারমাত্র কোটিসূর্যতুল্য তেজস্বী পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৩২। তৎ প্রকৃতি-পরিণামরূপং ঘনং তমঃ; অতীত্য অতিক্রম্য। ঈশ্বর-স্যেচ্ছয়েতি—তস্য পরমসুন্দরবর্ণত্বেন তদতিক্রমণে মদিচ্ছা নাসীদেব, কেবল-মুক্তিপদপ্রাপণার্থ ভগবদিচ্ছয়ৈবেত্যর্থঃ। তৎ অনির্বচনীয়ং তেজঃপুঞ্জং ঘনতেজ ইত্যর্থঃ। দৃশোর্নিমীলনং মুদ্রণং কারয়তীতি তথা তৎ॥

৩৩। সূর্যকোটিভিঃ প্রতিকাশং তুল্যং পরমমহাতেজোঘনরূপত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩২। সেই প্রকৃতির পরিণামরূপ ঘনতম হইলেও তাহার পরম সুন্দর বর্ণ-হেতু অতিক্রমের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবল মুক্তিপদ-প্রাপনার্থ ভগবদিচ্ছাবলে সেই দুরন্ত ঘনতমঃ অতিক্রম করিয়া অনির্বচনীয় তেজঃপুঞ্জ (ঘনতেজ) নিরীক্ষণ করিলাম। কিন্তু সেই তেজঃপুঞ্জ দেখিবামাত্র অস্থির হইয়া চক্ষুমুদ্রিত করিলাম।

৩৩। পরমেশ্বরের সেই তেজ কোটিসূর্যতুল্য পরম মহা তেজোঘনরূপত্ব-হেতু নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিলাম।

৩৪। মনোদৃগানন্দবিবর্ধনং বিভুং, বিচিত্রমাধুর্যবিভূষণাচিতম্।
সমগ্রসৎপুরুষলক্ষণান্বিতং, স্ফুরৎপরব্রহ্মময়ং মহাদ্ভুতম্॥

মূলানুবাদ

৩৪। সেই পরমেশ্বর সূর্যকোটিসমপ্রভা বিশিষ্ট হইলেও মনো-নয়নের আনন্দবিবর্ধনকারী এবং তিনি বিচিত্র মাধুর্য বিভূষণে সমলঙ্কৃত, সৎপুরুষের সমগ্র লক্ষণান্বিত ও মহাদ্ভুত পরব্রহ্ম স্বরূপে স্ফুরিত।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৩৪। তমেব বিশিনষ্টি—মন ইতি দ্বাভ্যাম্। সূর্যকোটিপ্রতীকাশত্বেঽপি মনসাং দৃশাং চানন্দবিশেষণ বর্ধয়তীতি তথা তং বিভুং ব্যাপকম্। বিচিত্রৈর্বিবিধৈ-র্মাধুর্যৈর্বিভূষণৈশ্চ আচিতং ব্যাপ্তম্। সমগ্রৈঃ সম্পূর্ণৈঃ সৎপুরুষস্য লক্ষণৈঃ সপ্তরক্তত্বাদিরূপৈর্দ্বাত্রিংশতান্বিতম্। যতঃ স্ফুরৎ মায়াবরণাভাবেন সর্বতো ভাসমানং যৎ পরব্রহ্ম তন্ময়ং, স্বরূপে ময়ট্। এবং মহাদ্ভুতং সর্বতোঽত্যন্তবিলক্ষণমিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৪। উপরি উক্ত অভিপ্রায়ই বিশেষরূপে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে 'মন' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, সেই পরমেশ্বর কোটি-সূর্যতুল্য তেজস্বী হইলেও মনো-নয়নের আনন্দবিবর্ধনকারী এবং সর্বব্যাপক বিচিত্র বিবিধ মাধুর্যময় বিভূষণে বিভূষিত। তথা, সপ্তরক্তাদি দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষলক্ষণে সুলক্ষিত। আর মায়াবরণ অভাবে সর্বতোভাবে প্রকাশমান পরব্রহ্মময় (এখানে স্বরূপার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে) এবং মহাদ্ভুত অর্থাৎ সর্বতোভাবে বিলক্ষণ।

সারশিক্ষা

৩৪। দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ ঃ—নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, অধর, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ এই সপ্তস্থানে রক্তিমা। বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসা, কটি ও মুখ ইহারা উন্নত। কটি, ললাট ও বক্ষ এই তিনস্থান বিস্তৃত। গ্রীবা জঙ্ঘা ও মেহনের কৃশতা। নাভি, স্বর ও বুদ্ধির গম্ভীরতা। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু ও জানুর দীর্ঘতা। ত্বক, কেশ, অঙ্গুলি, দন্ত ও অঙ্গুলিপর্ব এইগুলির সূক্ষ্মতা।

৩৫। সদা গুণাতীতমশেষসদ্‌গুণং, নিরাকৃতিং লোক-মনোরমাকৃতিম্।
প্রকৃত্যাধিষ্ঠাতৃতয়া বিলাসিনং, তদীয়সম্বন্ধবিহীন মচ্যুতম্॥

মূলানুবাদ

৩৫। তিনি গুণাতীত হইলেও ভক্তবাৎসল্যতাদি অশেষ গুণের আধারস্বরূপ, প্রাকৃত আকার না থাকিলেও লোকমনোহর অপ্রাকৃত আকারবিশিষ্ট, প্রকৃতি-অধিষ্ঠাতৃরূপে বিলাস করিলেও প্রকৃতির-সহ সম্বন্ধবিহীন। কারণ, তিনি অচ্যুত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৩৫। বৈলক্ষণ্যমেবাহ—সদেতি। গুণান্ প্রাকৃতান্, অতীতম্ অতিক্রান্তং পরব্রহ্মমূর্তিত্বাৎ। অশেষাঃ সদ্‌গুণা ভক্তবাৎসল্যাদয়ো যস্মিন্ তং ভগবত্ত্বাদিত্যাদি-বিরোধসিদ্ধিসিদ্ধান্তশ্চ প্রাগুক্তোঽস্ত্যেব। নিরাকৃতিং প্রাকৃতাকাররহিতত্বাৎ পরব্রহ্মত্বেন বিশেষাভাবাদ্বা। প্রকৃতেঃ প্রধানস্যাধিষ্ঠানতয়া আশ্রয়ত্বেন বিলাসিনং, তস্যা অধিষ্ঠানত্বেন তদ্বিলাসানামপ্যাশ্রয়ত্বাৎ ব্রহ্মলোকবর্তী ভগবান্ শ্রীমহাপুরুষস্তু পূর্বং প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃত্বেনোক্তঃ। এষ চ মুক্তিপদাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ পরব্রহ্মরূপতয়া প্রকৃতেরাশ্রয়মাত্রমিতি বিশেষঃ। তদীয়েন প্রাকৃতেন সম্বন্ধেন স্পর্শেন বিহীনং, যতঃ অচ্যুতং সর্ব্বথৈবাপ্রচ্যুত-স্বভাবমিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৫। এক্ষণে সেই বিলক্ষণতা দেখাইতেছেন, সেই পরমেশ্বর গুণাতীত হইলেও পরব্রহ্মমূর্তিত্ব-হেতু ভক্তবাৎসল্যাদি অশেষ সদ্‌গুণের আধার, এবং নিরাকার হইলেও লোকমনোহর আকৃতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ প্রাকৃত আকার-রহিত পরব্রহ্মত্বে বিশেষশূন্য হইয়াও লোকমনোরম মূর্তিবিশিষ্ট, বিরুদ্ধসিদ্ধি-সিদ্ধান্তের আশ্রয়। এইরূপ ভগবত্ত্বাদি বিষয়ে বিরোধসিদ্ধি-সিদ্ধান্তের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রকৃতিসহ (প্রধানের) অধিষ্ঠাতারূপে বিলাস করিলেও প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিহীন। ব্রহ্মলোকবর্তি ভগবান্ শ্রীমহাপুরুষ যেরূপ প্রকৃতির আশ্রয় হইয়াও পরব্রহ্মরূপতা-হেতু প্রকৃতির আশ্রয়মাত্র। এই মুক্তিপদের অধিষ্ঠাতাও সেইরূপ প্রকৃতির আশ্রয় হইয়াও পরব্রহ্মরূপতা-হেতু প্রকৃতির আশ্রয়মাত্রবিশেষ; পরন্তু উভয়েই প্রকৃতিসম্বন্ধশূন্য। যেহেতু অচ্যুত; কোনক্রমেই স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করেন না।

৩৬। মহাসম্ভ্রমসন্ত্রাস-প্রমোদভরবিহ্বলঃ।
তদা কিং করবাণীতি জ্ঞাতুং নেশে কথঞ্চন॥

৩৭। যদ্যপি স্বপ্রকাশোঽসাবতীতেন্দ্রিয়বৃত্তিকঃ।
তৎকারুণ্যপ্রভাবেণ পরং সাক্ষাৎ সমীক্ষ্যতে॥

মূলানুবাদ

৩৬। আমি পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া মহাসম্ভ্রম, মহাত্রাস ও মহানন্দভরে বিহ্বল হইলাম। তখন আমার কি কর্তব্য, কোনপ্রকারে আমি তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না।

৩৭। যদ্যপি তিনি স্বপ্রকাশ ও ইন্দ্রিয় বৃত্তির অতীত, তথাপি তাঁহার কারুণ্য প্রভাবেই আমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়াছিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৩৬। কিমহং করবাণীতি তদা তস্মিন্ কালে কথঞ্চন কেনাপি প্রকারেণ জ্ঞাতুং নেশে নাশকমিত্যর্থঃ। কুতঃ? মহতাং সম্ভ্রম-সন্ত্রাস-প্রমোদানাং ভরেণ বিহ্বলো বিবশঃ সন্॥

৩৭। যদ্যপ্যসৌ পরমেশ্বরঃ স্বপ্রকাশঃ স্বয়মেব প্রকাশতে ইতি তথা সঃ। যতঃ অতীতা অতিক্রান্তা ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়ো যেন সঃ। সর্বেন্দ্রিয়াগোচর ইত্যর্থঃ। তথাপি তস্য পরমেশ্বরস্য কারুণ্যপ্রভাবেণৈব পরং কেবলং সাাৎ প্রত্যক্ষং সম্যক্ তত্তদঙ্গসৌন্দর্যাদি-গ্রহণপূর্বকমসাবীক্ষ্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৬। সেই সময় আমার কর্তব্য কি? অর্থাৎ কি করিব, কি না করিব, আমি কোন প্রকার কর্তব্য স্থির করিতে পারি নাই। কি জন্য? সেই প্রভু অচ্যুতকে দর্শন করিয়া মহাসম্ভ্রম, সন্ত্রাস ও প্রমোদভরে বিবশ হইয়াছিলাম।

৩৭। যদিও সেই পরমেশ্বর স্বপ্রকাশ, স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাঁহাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। যেহেতু, তিনি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অতীত, অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়ের অগোচর; তথাপি তাঁহার করুণা প্রভাবেই আমি তাঁহাকে যে কেবল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষমাত্র করিয়াছিলাম, তাহা নহে, সম্যক্‌রূপে তাঁহার অঙ্গ-সৌন্দর্যাদির মাধুর্য গ্রহণপূর্বক অবলোকন করিয়াছিলাম।

৩৮। নৈতন্নিশ্চেতুমীশেঽয়ং দৃগ্‌ভ্যাং চিত্তেন বেক্ষ্যতে।
কিংবাতিক্রম্য তৎসর্বমাত্মভাবেন কেনচিৎ॥

৩৯। ক্ষণান্নিরাকারমিবাবলোকয়ম্, স্মরামি নীলাদ্রিপতেরনুগ্রহম্।
ক্ষণাচ্চ সাকারমুদীক্ষ্য পূর্ব্বন্মহামহঃপুঞ্জমমুং লভে মুদম্॥

৪০। কদাপি তস্মিন্নেবাহং লীয়মানোঽনুকম্পয়া।
রক্ষেয় নিজপাদাব্জনখাংশুস্পর্শতোঽমুনা॥

মূলানুবাদ

৩৮। পরন্তু আমি নিশ্চয় করিতে পারি নাই যে, পরমেশ্বর নেত্রের অথবা চিত্তের দৃশ্যমান? কিংবা বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া কোনরূপ আত্মভাব দ্বারা নিরীক্ষিত হইতেছেন?

৩৯। আবার ক্ষণকাল পরে সেই মহাতেজঃপুঞ্জকে নিরাকারের ন্যায় অবলোকন করিলেই চিত্তের খেদবশতঃ নীলাদ্রিপতি শ্রীজগন্নাথের অনুগ্রহ স্মরণ করি, কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাঁহাকেই আবার সাকাররূপে নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষলাভ করিয়াছিলাম।

৪০। কখন কখন আমি সেই তেজঃপুঞ্জে লীয়মান হইতে হইতে পরমেশ্বরের অনুকম্পায় কোনমতে রক্ষা পাইতাম। অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরের নিজপাদপদ্মের নখমণির কিরণচ্ছটা আমায় স্পর্শ করিয়া সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৩৮। তথাপি এতন্নিশ্চেতুং নির্ধারয়িতুং নেশে নাশকমিত্যর্থঃ। অয়ং পরমেশ্বরো দৃগ্‌ভ্যামীক্ষ্যতে দৃশ্যমানোঽস্তি চিত্তেন বা ঈক্ষ্যতে কিংবা তচ্চিত্তং সর্বং সম্পূর্ণম্; যদ্বা উক্তং দৃক্ চিত্তমন্যদপি তৎসদৃশং সর্বং বাহ্যমন্তরীণঞ্চ করণমতিক্রম্য কেনচিদনির্বচনীয়েন আত্মনো ভাবেন চেতনা বিশেষেণ ঈক্ষ্যতে ইতি॥

৩৯। ততশ্চ অদস্তৎ মহামহঃপুঞ্জং ক্ষণান্নিরাকারমিবাবলোকয়ন্ পরম-তেজোঘনত্বেন বিশেষগ্রহণাশক্তেঃ মুক্তিপদস্বভাবাদ্বা। ইবেতি তত্ত্বতো নিরাকারতাং নিরাকরোতি। নীলাদ্রিপতেঃ শ্রীজগন্নাথদেবস্যানুগ্রহং স্মরামি, ততোঽন্যঃ পরমদয়ালুর্ন সম্ভবেদিতি চিন্তয়ামি, সদা সাকারতয়া দৃশ্যমানত্বাৎ, ক্ষণাচ্চ পূর্ব্ববৎ সাকারমুদীক্ষ্য ঊর্ধ্বদৃষ্ট্যাবলোক্য মুদং লভে। অতীতেঽপি বর্ত্তমাননির্দ্দেশঃ তত্তৎক্রিয়ায়া বহুকালানুবৃত্ত্যপেক্ষয়া। এবমগ্রেঽপি যথাস্থানমূহ্যম্॥

৪০। কদাপি তস্মিন্ মহঃপুঞ্জ এব লীয়মানঃ সাযুজ্যমাপ্নুবন্ সন্ তৎপদস্বভাবাৎ অমুনা পরমেশ্বরেণ অনুকম্পয়া অহং রক্ষেয়, যথাপূর্বশরীরত্বেন ধার্যেয়। কথম্? নিজয়োঃ পাদাব্জয়োঃ নখানাং মণয়ঃ কিরণাস্তেষাং স্পর্শেন শ্রীমচ্চরণনখমণিচ্ছটা সম্বন্ধেনাপি ন কদাচিন্মুক্তিপ্রসঙ্গঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৮। তথাপি আমি নিশ্চয় করিতে পারি নাই যে, এই পরমেশ্বর নেত্র দ্বারা নিরীক্ষিত হইতেছেন কি চিত্ত দ্বারা নিরীক্ষিত হইতেছেন! কিংবা চিত্তবৃত্তিসমূহ সম্পূর্ণ হইয়া অপৃথগ্ হইয়া গিয়াছে। অথবা নেত্র, মন ও সর্বেন্দ্রিয় ব্যাপিয়া, কিংবা বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া কোন অনির্বচনীয় আত্মভাবের চেতনা বিশেষ দ্বারা দর্শন করিয়াছিলাম।

৩৯। ক্ষণকাল পরে সেই মহাতেজঃপুঞ্জকে নিরাকারের ন্যায় অবলোকন করিলাম, পরমতেজঘনত্ব-হেতু বিশেষগ্রহণে অসমর্থ, অথবা মুক্তিপদের স্বভাববশতঃ তত্ত্বতঃ নিরাকার না হইলেও নিরাকারের ন্যায় অবলোকন করিলেই নীলাদ্রিপতি শ্রীজগন্নাথের অনুগ্রহ স্মরণ করিতাম, এবং মনে চিন্তা করিতাম যে, শ্রীজগন্নাথদেবের মত পরমদয়ালু আর কেহ নাই। যেহেতু, তিনি সর্বদা সাকাররূপে দৃশ্যমান হয়েন। কিন্তু ক্ষণকাল পরে সেই তেজঃপুঞ্জকেই আবার সাকাররূপে অবলোকন করিয়া অর্থাৎ ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলে সেই মহান্ জ্যোতিঃপুঞ্জ মূর্ত হইয়া আমার আনন্দবর্ধন করিতে লাগিলেন। বহুকালব্যাপী তত্তৎক্রিয়ায় অনুবৃত্তি অপেক্ষায় অতীতেও বর্তমান নির্দেশ হইয়াছে। ইহা অগ্রে যথাস্থানে ব্যক্ত হইবে।

৪০। কোন কোন সময়ে আমি সেই মহাতেজঃপুঞ্জে লীয়মান (সাযুজ্যপ্রাপ্তির ন্যায়) বোধ করিতাম। কারণ, ইহাই মুক্তিপদের স্বভাব; কিন্তু তখনও আমি সেই পরমেশ্বরের অনুকম্পায় রক্ষা পাইতাম অর্থাৎ যথাযথ পূর্বশরীরেই অবস্থান করিতাম। তাহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? সেই পরমেশ্বর নিজ পাদপদ্মের নখমণিকিরণচ্ছটায় আমাকে স্পর্শ করিয়া সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন। আর সেই শ্রীমচ্চরণ নখমণিচ্ছটা-সম্বন্ধ হইতে কখনও আমার হৃদয়ে মুক্তিপ্রসঙ্গ স্থান পাইত না।

সারশিক্ষা

৪০। চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে প্রকৃতির আটটি আবরণ, তাহার পর কারণসমুদ্র বা বিরজা। এই বিরজার ঊর্ধ্বে সিদ্ধলোক বা মুক্তিপদ। ইহাই নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম। সিদ্ধলোকের ঊর্ধ্বে পরব্যোম। অতএব মায়াশক্তি বা প্রকৃতি কোনও সময়ে মুক্তিপদকে স্পর্শ করিতে পারে না। চিচ্ছক্তির বিলাস-বৈচিত্রীর প্রকারভেদে এই জ্যোতির্ময় মুক্তিপদ অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান আছেন।

এই মুক্তিপদের পরমেশ্বর যুগপৎ সাকার ও নিরাকার হইলেও সাধকের যোগ্যতানুসারে এবং মুক্তিপদের স্বভাববশতঃ কখনও সাকার, কখনও বা নিরাকাররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

চিচ্ছক্তির বিলাস তারতম্যানুসারে পরব্রহ্মের এই নির্বিশেষ স্বরূপেও চিচ্ছক্তির ক্রিয়া আছে, কিন্তু চিচ্ছক্তির বিলাস-বৈচিত্রী নাই বলিয়া অব্যক্তশক্তিক।

৪১। ভিন্নাভিন্নৈর্মহাসিদ্ধৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সূর্যমিবাংশুভিঃ।
বৃতং ভক্তৈরিবালোক্য কদাপি প্রীয়তে মনঃ॥

মূলানুবাদ

৪১। তথায় ভিন্ন-অভিন্ন মহাসিদ্ধ জীবসকল কর্তৃক পরমেশ্বর পরিবৃত হইতেছেন। অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিরণ কণা দ্বারা পরিব্যাপ্ত সূর্যের ন্যায় মুক্তজীব সকল ভক্তবৃন্দের ন্যায় সেই পরমেশ্বরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। কদাচিৎ এই সব দেখিয়া আমার মনে আনন্দ হইত।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৪১। পরমেশ্বরমিত্যুক্ত্যা জাতায়াং পূর্বোক্তরীত্যা সেবকসেবাপেক্ষায়ামাহ ভিন্নেতি। মহাসিদ্ধৈঃ সংসিদ্ধমুক্তিকৈর্জীবৈর্বৃতমুপস্থিতং কদাপ্যালোক্য মনো মম প্রীয়তে। কীদৃশৈঃ? ভিন্নাভিন্নৈঃ অংশত্বেন তস্মাদ্ভিন্নৈরভিন্নৈশ্চ। অতএব সূক্ষ্মৈরব্যক্তৈঃ মুক্ত্যা ব্যক্ততয়া পৃথগদর্শনাৎ নিরস্তস্থূলমায়োপাধিত্বাৎ স্বভাবা-দিভিস্তৎসূক্ষ্মাংশরূপত্বাদিতি দিক্। ভক্তৈরিবেতি বস্তুতস্তেষাং পূর্বং তাদৃশভক্ত্য-ভাবাদিদানীমপি তাদৃশসেবারাহিত্যাৎ। যতোঽত্র কেবলং পরিতঃ আবরণরূপেণ বৃত্তিরেব সেবাভিপ্রেতা। অত্রানুরূপো দৃষ্টান্তঃ—সূক্ষ্মৈরংশুভিঃ কিরণপরমাণু-ভির্বৃতং সূর্যমিব তে যথা ভিন্না অভিন্নাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ অংশত্বেন অনুচরা ইব চ। যথা চ তৈর্বৃত এবাসৌ সদা বর্তে, তথাত্রাপ্যূহ্যম্। এতচ্চ পূর্বমুক্তপ্রায়মেব॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪১। পূর্বে 'পরমেশ্বর' বলাতে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধের সূচনা হইয়াছে। এজন্য বলিতেছেন, ভিন্ন ও অভিন্ন মহাসিদ্ধ সেবক সকলের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম জীবসকল-কর্তৃক এই পরমেশ্বর পরিবৃত হইতেছেন; ইহা দেখিয়া আমার মন প্রীত হইত। 'মহাসিদ্ধ' বলিতে সংসিদ্ধমুক্তিক জীবসকল, যাঁহারা ভক্তের মত ভিন্নাভিন্নরূপে পরিব্যাপ্ত হইতেছেন। সেই ভিন্ন ও অভিন্ন জীবসকল কীদৃশ? অংশ-হেতু জীবসকল পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন এবং সূক্ষ্মত্ব-হেতু ভিন্ন, অতএব ভিন্নাভিন্ন জীবসকল। অর্থাৎ পরমেশ্বর বিভুচৈতন্যস্বরূপ ও জীব অণুচৈতন্য; চৈতন্যাদি ধর্মে উভয়ে অভিন্ন হইয়াও এই বিভুত্ব ও অণুত্বের মহাব্যবধান—জীব ও পরমেশ্বরের ভেদপক্ষ সৃজন করিয়াছে। অতএব ভিন্নাভিন্ন অব্যক্ত জীবসকল, কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত জীবসকল ভিন্নরূপে দৃশ্য নহেন; কারণ তাঁহারা মায়া-

উপাধিনির্মুক্ত; পরন্তু স্বভাবতঃ সূক্ষ্ম বলিয়া বিভুস্বরূপ হইতে ভিন্ন। এইজন্যই বলিতেছেন, 'ভক্তসকলের মত'। বস্তুতঃ সংসিদ্ধমুক্তিকগণ পূর্বে কখনও পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন নাই, এক্ষণে আবরণরূপে চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত থাকায় সেবকরূপে প্রতীত হওয়াতে 'ভক্তসকলের মত' বলা হইয়াছে; কিন্তু মুক্তিপদে ভক্তের উপযোগী কোন সেবা নাই। অনুরূপ দৃষ্টান্ত এই যে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহে পরিব্যাপ্ত-সূর্য যেরূপ শোভিত হন, তদ্রূপ ভিন্ন ও অভিন্নধর্মবিশিষ্ট সূক্ষ্মাংশ জীবরূপ অনুচরগণদ্বারা এই পরমেশ্বর পরিবেষ্টিত হইতেছেন, এই ভিন্নাভিন্নত্বের বিচার দ্বিতীয় অধ্যায়ে মোক্ষবিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সারশিক্ষা

৪১। পরমেশ্বরের জীবশক্তির পরিণতি জীবসকল, সুতরাং পরমেশ্বরের চিৎকণ অংশ বলিয়া স্বরূপতঃ দাস। সূর্য যেমন সততই নিজরশ্মির আশ্রয়, সেইরূপ পরমেশ্বরও জীবসকলের নিত্য আশ্রয়স্থল। অতএব জীবসকল স্বরূপতঃ আশ্রিততত্ত্ব বলিয়া নিত্য সেব্য-সেবক-সম্বন্ধে বিজড়িত। পরমেশ্বর হইতে জীবের বৈলক্ষণ্য এই যে, জীব সেবক, পরমেশ্বর সেব্য; জীব সূক্ষ্ম বা অণুচৈতন্য, পরমেশ্বর বিভুচৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্যাদি ধর্মে উভয়ে অভিন্ন হইয়াও এই বিভুত্ব ও অণুত্বের মহাব্যবধানযুক্ত এবং এই নিত্য ধর্মগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকায় জীব ও পরমেশ্বরে নিত্য ভেদপক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। আর এই বিভুত্ব ও অণুত্বের পার্থক্যবশতঃই ঈশ্বর মায়াধীশ ও স্বতন্ত্র এবং জীব মায়াধীন ও পরতন্ত্র হইয়াছেন।

জীব নিজে চিৎস্বরূপ পদার্থ, ত্রিগুণাত্মক জড়মায়া হইতে পৃথক তত্ত্ব হইয়াও সে আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জড় বলিয়া মনে করে এবং পুনঃপুনঃ মনন-জন্য সংসার- বাসনাদি অনর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবের এই অনাদি সংসার বাসনার কারণই মায়া। ভগবৎ বহির্মুখতাবশতঃ মায়া জীবের জ্ঞানকে আবৃত করে। অতএব মায়িক উপাধি নাশই মুক্তি। পরন্তু জীব চিৎকণ বলিয়া তাহার ধর্মভূত জ্ঞানাদি নিত্যরূপে স্বতঃই বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান, চিৎকণ জীবের স্বরূপগত ধর্ম, উহা জড়ের ধর্ম নহে। তেজ যেরূপ প্রকাশস্বরূপে নিজের ও অপরের প্রকাশিকা শক্তিকে ধারণ করে, তদ্রূপ জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও স্বরূপভূত জ্ঞানধর্মা, এজন্য মায়িক উপাধি নাশেও স্বীয় জ্ঞানশক্তিকে ধারণ করে। অতএব সাযুজ্য মুক্তিতেও অদৃশ্যরূপে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া থাকে। এইজন্যই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, সংসিদ্ধমুক্তিক জীবসকল কর্তৃক পরমেশ্বর পরিবৃত হইতেছেন।

৪২। ইত্থমানন্দ-সন্দোহমনুবিন্দন্নিমগ্নধীঃ।
আত্মারাম ইবাভূবং পূর্ণকাম ইবাথবা॥

৪৩। তর্কার্চিতবিচারৌঘৈরিদমেব পরং পদম্।
পরাং কাষ্ঠাং গতং চৈতদমংসি পরমং ফলম্॥

মূলানুবাদ

৪২। উক্ত প্রকারে আনন্দ সমুদ্রে আমার বুদ্ধি নিমগ্ন হইয়া গেল, এবং সেই সময়ে আমিও আত্মারামের ন্যায় অথবা পূর্ণকামের ন্যায় হইয়াছিলাম।

৪৩। তখন আমি মনে মনে যুক্তিতর্কের দ্বারা বিচার করিয়া স্থির করিলাম যে, ইহাই পরমপদ এবং পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত পরম ফল।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪২। ইত্থমনেন উক্তপ্রকারেণ আনন্দসমুদ্র এব নিমগ্না ধীর্যস্য সঃ। অতএব আত্মারাম ইব, অথবা পূর্ণকাম ইবাভূবম্। ইব-শব্দাভ্যাং তত্ত্বতস্তথাত্বং নিরস্যতে। আত্মারামত্বে সাক্ষাদ্‌ভগবদ্দর্শন-প্রবৃত্ত্যসম্ভবাদথবেতি পক্ষান্তরম্॥

৪৩। তত্র হেতুমাহ—তর্কেতি, তর্কেণ ন্যায়েনার্চিতানামাদৃতানাং বিচারাণামোঘৈঃ সমূহৈঃ কৃত্বা। ইদং মহাকাল-পুরাখ্যং পদমেব পরং শ্রেষ্ঠমিত্যমংসি মন্যে স্ম। তথা ফলং চরমমেতদেবেত্যমংসি। কীদৃশম্? পরাং চরমাং কাষ্ঠাং সীমাং গতং প্রাপ্তম্। অস্য পূর্বেণ পরেণ চ সম্বন্ধঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪২। উক্ত প্রকারে আনন্দ সমুদ্রে আমার বুদ্ধি নিমগ্ন হইয়া গেল। অতএব তৎকালে আমিও আত্মারাম ও পূর্ণকামের ন্যায় হইয়াছিলাম। এখানে 'ইব' শব্দের দ্বারা তত্ত্বতঃ আত্মারামত্ব প্রাপ্তি নিরাস হইয়াছে। যেহেতু, আত্মারামত্ব উপস্থিত হইলে সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন-প্রবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না, পক্ষান্তরে আমার ভগবদ্দর্শনের প্রবৃত্তি প্রবলরূপে বিদ্যমান ছিল।

৪৩। তাহার হেতু বলিতেছেন, তর্কার্চিত বিচারের দ্বারা অর্থাৎ যতপ্রকার ন্যায়বিচার থাকিতে পারে, সেই সকল ন্যায়বিচারের আরাধনা করিয়া মনে মনে স্থির করিলাম যে, এই মহাকালপুরাখ্য পরমপদই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান এবং ফলেরও চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা কীদৃশ? পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত পরম-ফল।

৪৪। পদস্বাভাবিকানন্দ-তরঙ্গক্ষোভবিহ্বলে।
চিত্তে তদন্যস্ব-প্রাপ্যজ্ঞানমন্তর্দধাবিব।

৪৫। শ্রীমন্মহাভাগবতোপদেশতঃ, সন্মন্ত্রসেবা-বলতো ন কেবলম্।
লীনা কদাচিন্নিজ-পূজ্যদেবতা,-পাদাব্জসাক্ষাদবলোক-লালসা॥

মূলানুবাদ

৪৪। সেই মহাকালপুরাখ্য-পদের স্বাভাবিক আনন্দতরঙ্গ-ক্ষোভ-বিহ্বলতা-বশতঃ চিত্তে তাদৃশ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য প্রাপ্ত বস্তু বিষয়ে জ্ঞান যেন স্বতঃই অন্তর্হিত হইয়াই যায়।

৪৫। মহাভাগবত শ্রীমৎ গুরুদেবের উপদেশে ও তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্রসেবা বলে কচাচিৎ আমার নিজ পূজ্যদেবতার পাদপদ্ম সাক্ষাৎ অবলোকন-লালসা অন্তর্হিত হয় নাই।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪৪। ননু শ্রীমদনগোপালদেবোপাসকস্য তত্র চ সম্প্রতি বিজ্ঞাত-তদীয়-শ্রীমূর্তিসৌন্দর্যাদিকস্য কথমেতাদৃক্ত্বং সম্ভবেৎ? তত্রাহ—পদেতি, পদস্য তৎস্থানস্য স্বাভাবিকঃ স্বভাবেনৈব জায়মানো য আনন্দতরঙ্গঃ পরম্পরা বা, তস্মাৎ যঃ ক্ষোভো ধৈর্যহানির্বিকার-বিশেষো বা তেন বিহ্বলে বিবশে চিত্তে; তস্মাৎ পদাৎ তাদৃশাৎ পরমেশ্বরাদ্বা, অন্যদ্ব্যতিরিক্তং যৎ স্বস্য মে প্রাপ্যং সাধ্যং তস্মিন্ জ্ঞানং তিরোহধত্ত অন্তর্দধো; ইবেতি সম্যগন্তর্ধানং নিবারয়তি॥

৪৫। যদ্যপ্যেবং, তথাপি শ্রীগুরুপাদপ্রসাদতঃ শ্রীমদনগোপালদেবচরণার-বিন্দবিষয়ক-দিদৃক্ষা ন কদাচিদুপরতেতি বদন্ পূর্ব্ববত্ততোঽপি পরমোত্তমপদ-প্রাপ্তয়ে তত্রাবস্থিতৌ নির্ব্বেদকারণমুপন্যস্যতি—শ্রীমদিতি ত্রিভিঃ। নিজপূজ্য-দেবতা-শ্রীমদনগোপালদেবস্তস্য পাদাব্জয়োঃ সাক্ষাদবলোকে লালসা পরমৌৎসুক্যবিশেষ; কেবলং কদাচিদপি ন লীনা নান্তরধাৎ। কুতঃ? শ্রীমতো মহাভাগবতস্য গুরুদেবস্য উপদেশতো যা সন্মন্ত্রস্য সেবা, তস্যা বলতঃ প্রভাবাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৪। যদি বলা হয় যে, শ্রীমদনগোপালদেবের উপাসক, তাহাতে আবার সম্প্রতি তদীয় শ্রীমূর্তির সৌন্দর্য-মাধুর্যাদিও পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, সুতরাং আপনার পক্ষে তাদৃশ ঘটনা অসম্ভব? তাহাতেই বলিতেছেন, সেই মহাকালপুরাখ্য পদের

স্বাভাবিক আনন্দ-তরঙ্গ পরম্পরায় চিত্ত বিহ্বল হইলে সেই বেগে ধৈর্যহানিরূপ বিকারবিশেষ যখন চিত্তকে সর্ববিস্মরণ করাইয়া দেয়, তখন কেবল সেই পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য প্রাপ্তবস্তু-বিষয়ে জ্ঞান যেন স্বতঃই অন্তর্হিত হইয়া যায়। অর্থাৎ অন্য উপাস্য বা তাহার জ্ঞান এবং আনন্দ-ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তুর অনুভব যেন বিলোপ করিবার মত করে। এখানে 'ইব'কারের দ্বারা সম্যক্ অন্তর্ধান হয় না, বুঝিতে হইবে।

৪৫। যদ্যপি সেই মুক্তিপদ এই প্রকার সর্ববিস্মারক, তথাপি শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসাদে এবং তদ্দত্ত মন্ত্রজপ-প্রভাবে কোন সময়েই আমার নিজ ইষ্টদেব শ্রীমদনগোপালদেবের চরণারবিন্দ-দর্শন-লালসা তিরোহিত হয় নাই। এজন্য পূর্ববৎ পরমোত্তম-পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিলেও আমার চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হইত। তাহাই 'শ্রীমন্ মহাভাগবত' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের দ্বারা বলিতেছেন। ইহা কেবল মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবের উপদেশ এবং তদ্দত্ত মন্ত্রজপ-প্রভাবে কোন সময়েই আমার নিজ পূজ্যদেবতা শ্রীমদনগোপালদেবের পাদপদ্ম সাক্ষাৎ অবলোকন-লালসা বা পরমোৎসুক্যবিশেষ বিলীন হয় নাই।

**৪৬। উতাস্য তেজোময়পুরুষস্য, চিরাবলোকেন বিবর্ধিতোঽভূৎ।
নিজেষ্ট-সন্দর্শনদীর্ঘলোভঃ, স্মৃতেঃ সৃতিং নীত ইব প্রকর্ষাৎ॥**

মূলানুবাদ

৪৬। পরন্তু সেই তেজোময় পুরুষকে বহুকাল অবলোকনের ফলে আমার নিজ ইষ্টদেব শ্রীমদনগোপালের সাক্ষাৎ দর্শন নিমিত্ত লোভ আরও বিবর্ধিত হইত এবং স্মৃতিও যেন অতি দীর্ঘপথ অতিক্রম করিত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪৬। নন্বেবং ব্রহ্মলোকাদিসকাশান্মুক্তিপদস্যাধিকো মহিমা ত্বয়ি কতমোঽস্তিত্যপেক্ষায়ামাহ—উতেতি। নিজেষ্টঃ শ্রীমদনগোপালদেবস্তস্য সন্দর্শনে সাক্ষাদবলোকনে যো দীর্ঘ আয়তশ্চিরকালীনো বা লোভো লালসা-বিশেষঃ, সোঽস্য মুক্তিপদাধিষ্ঠাতুশ্চিরং মৎকর্তৃকেণাবলোকনেন বিবর্ধিতোঽভূৎ। স্মৃতের্মনোবৃত্তি-বিশেষস্য, সৃতিং পন্থানম্, প্রকর্ষান্নীত ইব, অস্য চিরদর্শনেন তৎস্মরণ-বিশেষোৎপত্তেঃ। ইবেতি বস্তুতঃ কদাপি তদ্বিস্মৃতির্নাস্তি ইতি বোধয়তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৬। যদি বল, সেই ব্রহ্মলোক হইতে এই মুক্তিপদের অধিক মহিমা কিসে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, 'উতেতি' ইত্যাদি, এই মুক্তিপদের অধিষ্ঠাতা তেজোময় পরমেশ্বরকে বহুকাল অবলোকন করিয়া আমার নিজ ইষ্টদেব শ্রীমদনগোপালের সাক্ষাৎ সন্দর্শন জন্য উৎকণ্ঠা আরও বর্ধিত হইল। যদিও কোন সময়ে সেই উৎকণ্ঠা প্রশমিত হইত না, তথাপি সেই মহাপুরুষের দর্শনে আমার স্মৃতিও দীর্ঘপথ অতিক্রম করিত। যদ্যপি স্মৃতি মনোবৃত্তিবিশেষ, তথাপি সেই স্মৃতি কোন এক প্রকর্ষাবস্থায় উন্নীত হইত বলিয়া সেই দর্শনে নিজ ইষ্টদেবের প্রতি স্মরণবিশেষই বর্ধিত হইত। 'ইব'কারের অর্থ এই যে, বস্তুতঃ কখনও তাঁহার বিস্মৃতি ঘটিত না।

৪৭। তেন তং প্রকটং পশ্যন্নপি প্রীয়ে ন পূর্ববৎ।
সীদাম্যথ লয়ং স্বস্য শঙ্কমানঃ স্বয়ম্ভবম্॥

মূলানুবাদ

৪৭। সেইজন্য মুক্তিপদ-অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরকে সাকাররূপে দর্শন করিলেও পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতিলাভ করিতে পারি নাই; বরং 'তাঁহাতে লীন হইয়া যাইব' এইরূপ আশঙ্কায় সর্বদা উদ্বিগ্ন হইতাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪৭। তেন লোভবিবর্ধনেন হেতুনা তং মুক্তিপদাধিষ্ঠাতারং পরমেশ্বরং প্রকটং সাকারত্বেন ব্যক্তং পশ্যন্নপি পূর্ববৎ নিজেষ্টদেব-সন্দর্শনলোভ-বিবৃদ্ধেঃ পূর্বং যথা প্রীতিং প্রাপ্তোঽস্মি, তথা ন প্রীয়ে প্রীতো ন ভবামি। অথ প্রত্যুত স্বস্য লয়ং শঙ্কমানঃ সীদামি, লয়েন নিজেষ্টদেবসন্দর্শনাশাবিনাশাৎ। কীদৃশম্ লয়ম্? স্বয়ম্ভবং তৎপদস্বভাবেন স্বয়মেব ভবতি জায়ত ইতি তথা তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৭। যখন সেই প্রকারে আমার লোভ বিবর্ধিত হইত, তখনই সেই মুক্তিপদাধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরকে সাকাররূপে অবলোকন করিতাম, কিন্তু (নিজ ইষ্টদেব-সন্দর্শন লোভ বৃদ্ধির নিমিত্ত) আমি পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতিলাভ করিতে পারিতাম না; প্রত্যুত সেই পুরুষে আমি লীন হইয়া যাইব, এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্নই হইতাম। যেহেতু, এই মুক্তিপদ-পরমেশ্বরের সন্নিহিত হইলে জীবসকল তৎস্বভাববলে লীন হইয়া যায়। আমি কিন্তু তাঁহার নিকটেই ছিলাম, যদি ইঁহাতে লীন হইয়া যাই, তবে চিরকালের জন্য আমার ইষ্টদেব-সন্দর্শনাশা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই ভয়েই সর্বদা ব্যথিত হইতাম!

৪৮। ব্রজভূমাবিহাগত্য সাধয়েঽহং স্ব-বাঞ্ছিতম্।
বিমৃশন্নেবমশ্রৌষং গীতবাদ্যাদ্ভুত-ধ্বনিম্॥

৪৯। হৃষ্টোঽহং পরিতঃ পশ্যন্ বৃষারূঢ়ং ব্যলোকয়ম্।
কমপ্যূর্ধ্বপদাত্তত্রায়ান্তং সর্ববিলক্ষণম্॥

৫০। কর্পূর-গৌরং ত্রিদৃশং দিগম্বরং, চন্দ্রার্ধমৌলিং ললিতং ত্রিশূলিনম্।
গঙ্গাজলাম্লানজটাবলীধরং, ভস্মাঙ্গরাগং রুচিরাস্থি-মালিনম্॥

মূলানুবাদ

৪৮। কবে আমি ব্রজভূমে গিয়া নিজ অভীষ্ট সাধন করিব, এইরূপ মনে মনে পরামর্শ করিতে করিতেই অদ্ভুত গীত-বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিলাম।

৪৯। সেই ধ্বনি শ্রবণে আমি হৃষ্ট হইলাম, পরে দেখিলাম—বৃষারূঢ় সর্ববিলক্ষণ কোন পুরুষ উর্ধ্বদেশ হইতে তথায় অবতরণ করিতেছেন।

৫০। সেই পুরুষ কর্পূরের ন্যায় গৌরবর্ণ, ত্রিনেত্র, দিগম্বর, অর্ধচন্দ্রমৌলী, ললিত, গঙ্গাবারি-প্রক্ষালিত জটাবলী ধারণ পূর্বক শোভা পাইতেছেন; তাঁহার গাত্রে ভস্মের অঙ্গরাগ, আর তিনি মনোজ্ঞ অস্থিমালায় শোভিত হইয়া হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪৮। অতএব ইহ অস্যাং ব্রজভূমাবাগত্য স্ব-বাঞ্ছিতং নিজেষ্টদেব-সন্দর্শনং সাধয়েয়মিত্যেবং বিমৃশ্য বিচার্য তৎপদাদগ্রে গতঃ সন্ ইতি তেন মহাপুরুষেণ সহ শ্রীশিবস্যাসঙ্গমো জ্ঞেয়ঃ। গীতবাদ্যানামদ্ভুতমশ্রুতপূর্বং ধ্বনিবিশেষম্॥

৪৯। উর্ধ্বপদাদুপরিতনপ্রদেশাৎ; তত্র মুক্তিপদে আয়ান্তং কমপি ব্যলোকয়ম্; কমপীতি তদানীং তত্তত্ত্বাজ্ঞানাৎ। কীদৃশম্? সর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বদৃষ্টেভ্যো বিলক্ষণম্॥

৫০। বৈলক্ষণ্যমেব নির্দিশংস্তং বিশিনষ্টি—কর্পূরেতি দ্বাভ্যাম্। ললিতং পরমসুন্দরং তং ত্রিশূলিনম্ ত্রিশূলধরম্, গঙ্গাজলৈরম্লানা জটাবলীর্ধারয়তীতি তথা তং, শিরসি গঙ্গাং জটাজুটঞ্চ বিভ্রতমিত্যর্থঃ; ভস্মৈবাঙ্গরাগো বিলেপনং যস্য; রুচিরৈর্মৃত বৈষ্ণববরাণামনস্থ্যুদ্ভবত্বাৎ সুন্দরৈরস্থিভির্যা মালা তদ্বন্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৮। অতএব এই ব্রজভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্ব-বাঞ্ছিত নিজ ইষ্টদেব-সন্দর্শন সাধন করিব। এই মত চিন্তা করিতে কিছু আগে গমন করিতেই গীত-বাদ্যাদির

অদ্ভুত ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। (এই ধ্বনিবিশেষ হইতে মহাপুরুষের সহিত শ্রীশিবের সঙ্গম সূচনা হইতেছে।)

৪৯। পরে দেখিলাম, সর্ববিলক্ষণ কোন এক অপূর্ব মূর্তি বৃষে আরোহণ করিয়া উর্ধ্বপদ অর্থাৎ মুক্তিপদের উপরিতন প্রদেশ হইতে এই মুক্তিপদে অবতরণ করিতেছেন। এখানে 'কোন এক' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তৎকালে তাঁহার তত্ত্ব অবগত ছিলেন না। সেই ভগবৎমূর্তি কীদৃশ? ইতিপূর্বে যে সকল ভগবন্মূর্তি অবলোকন করিয়াছিলাম, সেই সকল মূর্তি হইতেও বিলক্ষণ।

৫০। এক্ষণে তাঁহার বিলক্ষণতা নির্দেশ করিতেছেন। তিনি কর্পূরের ন্যায় গৌরবর্ণ, পরম সুন্দর পুরুষ, তাঁহার হস্তে ত্রিশূল রহিয়াছে, মস্তকের জটাবলী গঙ্গাজলে অম্লান হইতেছে, অর্থাৎ তাঁহার মস্তকের জটাজুট আশ্রয় করিয়া শ্রীগঙ্গাদেবী শোভা পাইতেছেন; গাত্রে ভস্মের অঙ্গরাগ; তিনি মৃত-বৈষ্ণবচূড়ামণিগণের অস্থিসমূহে মনোজ্ঞ মালা নির্মাণ করিয়া ধারণ করিয়াছেন।

৫১। গৌর্য্যানিজাঙ্কাশ্রিতয়ানুরঞ্জিতং, দিব্যাতিদিব্যৈঃ কলিতং পরিচ্ছদৈঃ।
আত্মানুরূপৈঃ পরিবার-সঞ্চয়ৈঃ, সংসেব্যমানং রুচিরাকৃতীহিতৈঃ॥

মূলানুবাদ

৫১। নিজ অঙ্কাশ্রিত গৌরী-প্রেমে আপ্যায়িত হইতেছেন, আর সেই দেবদেব দিব্যাতিদিব্য ছত্র চামরাদি দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্বানুরূপ সেবকগণ-কর্তৃক পরিসেবিত হইতেছেন, তাঁহার আকৃতি ও অঙ্গসঞ্চালনসমূহ অতীব মনোজ্ঞ।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৫১। নিজং তদীয়মঙ্কমাশ্রিতয়া স্বাঙ্কে নিবেশ্যালিঙ্গিতয়েত্যর্থঃ। এবম্ভূতয়া গৌর্য্যা গৌরাঙ্গ্যা অনুরঞ্জিতং প্রেম্নাপ্যায়িতম্; গৌর্য্যেতি তত্ত্বাজ্ঞানেন যথাদৃষ্টবর্ণমাত্রেণ নির্দ্দেশঃ। দিব্যেভ্যো দেবোপভোগ্যেভ্যঃ পরমোৎকৃষ্টেভ্যোঽপি বা অতিদিব্যৈঃ পরমোৎকৃষ্টতরৈঃ পরিচ্ছদৈঃ ছত্রচামরাদিভিঃ কলিতং পরিবৃতম্; আত্মানুরূপৈঃ শিরস্যুপযুক্তৈরিতি বা। পরিবারাণাং পরিজনানাং সঞ্চয়ৈঃ সমূহৈঃ সংসেব্যমানং চামরান্দোলনাদিনা ভক্ত্যা পরিচর্য্যমাণম্। কীদৃশৈঃ? রুচিরা আকৃতয়ো মূর্ত্তয়ঃ, লম্বোদর-গজাননতাদ্যা ঈহিতানি চ ব্যাপারা যেষাং তৈঃ। যদ্যপি লম্বোদরাদ্যুপাসনয়া লম্বোদর-গজাননতাকারতাদিকং বহুবিধং বর্ত্ততে, তথাপ্যত্র শ্রীকৃষ্ণাভেদেন শ্রীশিবোপাসনয়া শ্রীশিবলোকপ্রাপ্তানামেষাং সুন্দরাকারতাদিকং শ্রীবামনপুরাণে হ্যন্ধকযুদ্ধপ্রসঙ্গোক্ত্যনুসারেণোক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫১। গৌরাঙ্গী অঙ্কাশ্রিত হইয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেছেন এবং তিনিও নিজ প্রেমে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেছেন। এখানে 'গৌরাঙ্গী' বলিবার তাৎপর্য এই যে, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে যথাদৃষ্ট বর্ণমাত্রের নির্দ্দেশ। সেই মহাদেব দিব্য হইতেও অতিদিব্য পরম উৎকৃষ্টতর ছত্র চামরাদি পরিচ্ছদমণ্ডিত এবং নিজানুরূপ সেবকবৃন্দ-কর্তৃক সংসেব্যমান। তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে কেহ চামর আন্দোলন করিতেছেন, কেহ বা ছত্রাদি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের আকৃতি-প্রকৃতি কীদৃশ? তাঁহাদের আকৃতি ও অঙ্গচালনাদি অতীব রুচিকর। যদিও লম্বোদরাদির উপাসনায়, লম্বোদর ও গজাননাদি বহুবিধ আকার বিশিষ্ট; তথাপি শ্রীবামনপুরাণে অন্ধকযুদ্ধ প্রসঙ্গানুসারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদভাবে শ্রীশিবের উপাসনা দ্বারা শ্রীশিবলোক প্রাপ্তিহেতু তাঁহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিসমূহ অতীব মনোহর।

৫২। পরমং বিস্ময়ং প্রাপ্তো হর্ষঞ্চৈতদচিন্তয়ম্।
কো ন্বয়ং পারিবারাঢ্যো ভাতি মুক্তিপদোপরি॥

৫৩। জগদ্বিলক্ষণৈশ্বর্য্যো মুক্তবর্গাধিকোঽপি সন্।
লক্ষ্যতেতি সদাচারো মহাবিষয়বানিব॥

মূলানুবাদ

৫২। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরম বিস্ময় ও হর্ষ প্রাপ্ত হইলাম এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, মুক্তিপদের উপরে বিরাজমান পরিবারাঢ্য এই পুরুষ কে?

৫৩। ইঁহার জগদ্বিলক্ষণ ঐশ্বর্য এবং ইনি মুক্তবর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠতম অথচ সদাচার-অতিক্রান্ত মহাবিষয়ীর ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৫২। বিস্ময়ে হর্ষে চ হেতুঃ—কো ন্বয়মিতি, নু বিতর্কে॥

৫৩। কিঞ্চ, জগতো বিলক্ষণং নিরুপমমৈশ্বর্য্যং যস্য তাদৃশোঽপি অতিক্রান্ত-সদাচার ইব লক্ষ্যতে, দিগম্বরত্বেঽপি প্রিয়ালিঙ্গনাদিনা, তথা মুক্তানাং ত্যক্তবিষয়-সম্বন্ধানাং বর্গেভ্যোঽধিকঃ শ্রেষ্ঠতমোঽপি মহাবিষয়বানিব লক্ষ্যতে, বিচিত্রবিভূতি-মত্ত্বাৎ। ইব-শব্দেন তত্ত্বতস্তাদৃক্ত্বং নিরস্যতি; পরমেশ্বরস্য ধর্মপরিপালকস্য সদাচার-লঙ্ঘনেন, তথা পরমমুক্তস্বভাবকস্যাপি বিষয়ভোগদর্শনেন পরম-বিস্ময়াদ্‌বিতর্কঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫২। বিস্ময় ও হর্ষের হেতু এই যে, মুক্তিপদের উর্ধ্বদেশে বিরাজমান পরিবারাবৃত এই পুরুষ কে? এস্থলে 'নু' বিতর্কে।

৫৩। আরও বলিতেছেন, ইনি জগৎ বিলক্ষণ নিরূপম ঐশ্বর্যবান হইয়াও অতিক্রান্ত-সদাচারের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। যেমন, সর্বত্যাগী দিগম্বর হইয়াও সর্বদা প্রেয়সীকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন। তথা, বিষয়সম্বন্ধত্যাগী মুক্তবর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠতম হইয়া মহাবিষয়ীর ন্যায় ছত্র-চামরাদি বিষয় ভোগ করিতেছেন বলিয়া ইঁহার বিচিত্র বিভূতিসকল লক্ষিত হইতেছে। এখানে 'ইব' শব্দ দ্বারা তত্ত্বতঃ তাদৃক্ত্ব নিরসন হইয়াছে অর্থাৎ তত্ত্ব বিচার করিলে তাদৃশ প্রতীতি হইবে না। বিশেষতঃ ইনি ধর্ম পরিপালক পরমেশ্বর হইয়াও সদাচার লঙ্ঘন করিতেছেন তথা, পরমমুক্তস্বভাব হইয়াও বিষয় ভোগ করিতেছেন। এতাদৃশ বৈচিত্র্যময় ব্যবহার দেখিয়া আমি পরম বিস্মিত হইলাম।

৫৪। পরানন্দভরাক্রান্তচেতাস্তদ্দর্শনাদহম্।
নমন্ সপরিবারং তং কৃপয়ালোকিতোঽমুনা॥

৫৫। হর্ষবেগাদুপব্রজ্য শ্রীমন্নন্দীশ্বরাহ্বয়ম্।
অপৃচ্ছং তদ্গণাধ্যক্ষং তদ্বৃত্তান্তং বিশেষতঃ॥

মূলানুবাদ

৫৪। গৌরীপতির সন্দর্শনে আমার চিত্ত পরমানন্দভরে আক্রান্ত হইল এবং আমি সেই সপরিবার গৌরীপতিকে প্রণাম করিলে তিনি কৃপা-অবলোকন করিলেন।

৫৫। হর্ষবেগে আমি নিকটে গমন করিয়া গণাধ্যক্ষ শ্রীমন্নন্দীশ্বরকে তাঁহার বৃত্তান্ত বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৫৪। তস্য গৌরীপতের্দর্শনাৎ যঃ পরানন্দভরঃ পরানন্দাতিশয়ঃ তেনাক্রান্ত-চেতাঃ সন্ তং সপরিবারং নমন্; অমুনা গৌরী-পতিনা কৃপয়াঽহমবলোকিতো দৃষ্টঃ॥

৫৫। ততশ্চ হর্ষস্য বেগাৎ প্রাবল্যাৎ শ্রীমন্তং নন্দীশ্বরসংজ্ঞং তস্য গৌরী-পতের্গণাধ্যক্ষং সেবকমুখ্যমুপব্রজ্য নিকটে গত্বা তস্য গৌরীপতের্বৃত্তান্তং বিশেষতো ঽপৃচ্ছম্। কোঽয়ং কুত্র নিবসতি, কুত্র বা যাতীত্যাদিবিশেষবৃত্তপ্রশ্নমকরবম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৪। পরন্তু সেই গৌরীপতির সন্দর্শনে আমার চিত্ত পরমানন্দভরে আক্রান্ত হইল, পরে আমি সপরিবার সেই গৌরীপতিকে প্রণাম করিলাম এবং তিনিও কৃপা করিয়া আমাকে অবলোকন করিলেন।

৫৫। তখন আমি হর্ষবেগে নিকটে গিয়া সেই গৌরীপতির গণাগ্রগণ্য সেবকমুখ্য শ্রীমন্ত নন্দীশ্বরকে তাঁহার বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইনি কে? কোথায় থাকেন, কোথায় বা গমন করিতেছেন?

৫৬। স সহাসমবোচন্মাং গোপালোপাসনাপর।
গোপবাল! ন জানীষে শ্রীশিবং জগদীশ্বরম্॥

মূলানুবাদ

৫৬। তিনি সহাস্যে আমার বলিলেন, হে গোপালোপাসনাপর গোপবালক! তুমি জগদীশ্বর শ্রীশিবকে জান না?

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৫৬। স নন্দীশ্বরঃ কিমবোচৎ তদাহ—গোপালেতি পাদোনচতুর্ভিঃ। হে গোপালোপাসনাপরেতি শ্রীশিবাজ্ঞানেঽসম্ভাবনা নিরস্তা। তথাপ্যজ্ঞানাদ্ধাসঃ। যুক্তশ্চৈতদিত্যভিপ্রায়েণ পুনঃ সম্বোধয়তি—হে গোপবালেতি। জগদীশ্বরমিত্যনেন পরমস্বতন্ত্রস্য সদাচারাদিলঙ্ঘনেনাপি ন দোষ ইতি ধ্বনিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৬। তখন সেই নন্দীশ্বর হাস্য করিয়া বলিলেন, হে গোপালোপাসনাপর! তুমি জগদীশ্বর শ্রীশিবকে জান না! যদিও গোপালোপাসকের পক্ষে শ্রীশিববিষয়ক অজ্ঞানতা অসম্ভব, ততাপি তুমি গোপবালক, তাঁহার তত্ত্ব কিরূপে জানিবে? এস্থলে গোপাল-উপাসক বলায় শ্রীশিববিষয়ক অজ্ঞানতা নিরস্ত হইয়াছে। তথাপি জ্ঞানের অধ্যাসবশতঃ পুনরায় সম্বোধন করিলেন, হে গোপবালক! আর জগদীশ্বর বলার তাৎপর্য এই যে, উনি পরমস্বতন্ত্র, সুতরাং সদাচারাদি লঙ্ঘনে উহাঁর কোন দোষ হয় না।

৫৭। ভুক্তের্মুক্তেশ্চ দাতারং ভগবদ্ভক্তিবর্ধনঃ।
মুক্তানামপি সংপূজ্যো বৈষ্ণবানাঞ্চ বল্লভঃ॥

মূলানুবাদ

৫৭। ইনি ভুক্তি-মুক্তিদাতা ও ভক্ত সকলের ভগবদ্ভক্তি বর্ধন করেন, এবং মুক্ত সকলের সংপূজ্য ও বৈষ্ণবগণের বল্লভ।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৫৭। ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তিং স্নেহাদিদর্শনেন স্বস্মিন্ বর্ধয়তীতি তথা সঃ। যদ্বা, ভগবাংশ্চাসৌ ভক্তিবর্ধনশ্চ। ততশ্চ সর্বপুরুষার্থাধিকঃ পুরুষার্থবিশেষো ভক্তিরিতি জ্ঞেয়ম্। শিবভক্তত্বেন তস্যায়মভিপ্রায়ঃ। বস্তুতস্তু ভগবতি লোকানাং ভক্তিং স্ববচনাচরিতৈর্বর্ধয়তীতি। অতএব বৈষ্ণবানাং বিষ্ণুভক্তিপরাণাং বল্লভঃ। তন্মতে শিব-কৃষ্ণয়োরভেদাদ্ বৈষ্ণব-বল্লভত্বম্। যদ্বা, বৈষ্ণবানামপি প্রাপ্যত্বেন প্রিয়ত্বং দ্রষ্টব্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৭। ইনি শ্রীভগবান হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিবর্ধন করিয়া থাকেন। অথবা ইনি ভোগদাতা, মুক্তিদাতা শ্রীভগবান ও ভক্তিবর্ধন, অর্থাৎ সর্বপুরুষার্থশিরোমণি যে ভক্তি, সেই ভক্তিবিশেষ বর্ধন করিয়া থাকেন। এস্থলে শিবভক্ত শ্রীনন্দীশ্বরের অভিপ্রায়—শ্রীশিব-কৃষ্ণের অভেদরূপ যে শিবভক্তি, তাহা বর্ধন করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভগবদ্‌বিষয়ে লোকের যে ভক্তি, সেই ভক্তিই শ্রীশিব স্ববচন ও আচরণ দ্বারা বর্ধন করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীশিব মুক্ত সকলের সংপূজ্য হইয়াও বৈষ্ণববল্লভ বলিয়া কথিত হইলেন। যদিও তিনি স্বীয় আচরণ ও বাক্যদ্বারা লোক সকলের ভগবদ্ভক্তি বর্ধন করেন, তজ্জন্যাই বৈষ্ণববল্লভ বলিয়া কথিত হইলেন; কিন্তু শিব-কৃষ্ণের অভেদ, ইহাও বক্তার অভিপ্রায়, তজ্জন্য বৈষ্ণব সকলের বল্লভ বলিয়াছেন। অথবা শ্রীশিব বৈষ্ণবগণের প্রিয় প্রাপ্য, তজ্জন্যও বৈষ্ণব সকলের বল্লভ বলিয়াছেন।

৫৮। শিব-কৃষ্ণাপৃথগ্দৃষ্টি-ভক্তিলভ্যাৎ স্বলোকতঃ।
স্বানুরূপাৎ কুবেরস্য সখ্যুর্ভক্তিবশীকৃতঃ॥

৫৯। কৈলাসাদ্রিমলংকর্ত্তুং পার্বত্যা প্রিয়য়াঽন্বয়া।
সমং পরিমিতৈর্যাতি প্রিয়ৈঃ পরিবৃতৈর্বৃতঃ॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

৬০। তদাকর্ণ্য প্রহৃষ্টোঽহমৈচ্ছং তস্মান্মহেশ্বরাৎ।
প্রসাদং কমপি প্রাপ্তুমাত্মনো হৃদয়ঙ্গমম্॥

মূলানুবাদ

৫৮-৫৯। শিব-কৃষ্ণে অভেদদৃষ্টিপূর্বক ভক্তি করিলে যে লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, এতাদৃশ স্বানুরূপ নিজলোক হইতে সখা কুবেরের ভক্তিতে বশীভূত হইয়া এই প্রিয়া পার্বতীও অল্প পরিমিত পরিজনের সহিত কৈলাস পর্বতের শোভাবর্ধন নিমিত্ত তথায় গমন করিতেছেন।

৬০। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, নন্দীশ্বরের সেই সকল কথা শুনিয়া আমি পরমহৃষ্ট হইলাম এবং শিব-কৃষ্ণের অভিন্নতা হেতু এই মহেশ্বর হইতে নিজ অনুভবগোচর কোন বিশেষ প্রসাদ পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৫৮-৫৯। কুতঃ কুত্র যাতীত্যপেক্ষায়ামাহ—শিবেতি। স্বলোকতঃ কৈলাসাদ্রিমলংকর্ত্তুং যাতীতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তত্র হেতুঃ—কুবেরস্য সখ্যুঃ সখিত্বেনাঙ্গীকৃতস্য ভক্ত্যা বশীকৃতঃ। কীদৃশাৎ স্বলোকাৎ? শিবে কৃষ্ণে চ অপৃথগ্দৃষ্ট্যা যা ভক্তিস্তয়া লভ্যাৎ। পুনঃ কীদৃশাৎ? স্বস্য শ্রীশিবস্য অনুরূপাদুপ-যুক্তাদিতি! নিত্যাপরিমিতবিচিত্রবৈভবসম্পত্তিরুক্তা। অনয়া শ্রীশিবাঙ্কোপবিষ্টয়া পার্বত্যা সমমিতি তস্যা অপি পরিচয়ঃ কৃতঃ। প্রিয়য়েত্যালিঙ্গনদোষো নিরাকৃতঃ। নন্বীদৃশশ্চেৎ কথমল্পপরিবারকঃ? তত্রাহ—প্রিয়ৈরেব, তত্র চ পরিমিতৈরেব পরিজনৈর্বৃত ইতি। অন্যেঽপি বহবোঽস্য পরিবারাঃ শিবলোকে সন্তি। কৈলাসাদ্রিমসঙ্কোচেনাধুনাল্পা এব পরিবারাঃ সঙ্গে গৃহীতা ইতি ভাবঃ॥

৬০। কমপি শ্রীমদনগোপালদেবেন সহ শ্রীশিবস্যাভেদজ্ঞানাদিরূপং আত্মনো মম হৃদয়ঙ্গনম্। প্রিয়মিত্যস্যায়ং ভাবঃ—শ্রীমদনগোপালপাদপদ্মদ্বয় এব মম স্বাভাবিকী রতিঃ, পরমৈশ্বর্যাদিদৃষ্ট্যা শ্রীশিবোঽয়মপি পরিত্যক্তুং ন শক্যেত; অতোঽনয়োরভেদজ্ঞানেনৈব মনস্তুষ্যতীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৮-৫৯। কোন্ স্থান হইতে আগমন করিতেছেন এবং কোথায় বা গমন করিতেছেন? এই জিজ্ঞাসার অপেক্ষায় বলিতেছেন, ইনি নিজলোক হইতে কৈলাস পর্বত অলঙ্কৃত করিতে গমন করিতেছেন। তাহার হেতু কি? কুবেরের সখিত্ববলে, তাঁহার ভক্তিতে বশীভূত হইয়া তথায় গমন করিতেছেন। সেই স্বলোক কীদৃশ? শ্রীশিব-কৃষ্ণে অভেদবুদ্ধি করিয়া ভক্তি করিলে সেই লোক লাভ করা যায়। এতাদৃশ স্বানুরূপ অর্থাৎ নিত্য অপরিমিত বিচিত্র বৈভব সম্পত্তিযুক্ত সেই নিজলোক হইতে অল্পমাত্র পরিজনে পরিবৃত হইয়া প্রিয়া পার্বতী সহ আগমন করিতেছেন। এখানে শ্রীশিবের ক্রোড়ে উপবিষ্ট শ্রীপার্বতী সহিত বলায় তাঁহার যথাযথ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া গেল। তজ্জন্য প্রেয়সীকে সর্বদা অঙ্কে রাখিয়াছেন। ইত্যাদি বাক্যে প্রেয়সীর আলিঙ্গনাদি দোষ নিরাকৃত হইল। যদি বল, এতাদৃশ অল্পপরিমিত পরিজনে আবৃত হইয়া কিজন্য গমন করিতেছেন? তাঁহার বিশাল বৈভব ও অনন্ত পরিবারসকল সেই শিবলোকে বিরাজমান রহিয়াছেন। বিশেষতঃ সেই কৈলাস পর্বত পরিমিত স্থানবিশিষ্ট; অতএব অসঙ্কোচে বিহার জন্য অধুনা পরিমিত পরিকর সঙ্গে তথায় গমন করিতেছেন।

৬০। শ্রীনন্দীশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি পরম হৃষ্ট হইলাম এবং শ্রীমদনগোপালদেবের সহিত শ্রীশিবের অভিন্নতা-হেতু এই শ্রীশিবের নিকট হইতে নিজ হৃদয়ঙ্গম কোন প্রসাদবিশেষ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। যেহেতু, শ্রীমদনগোপালদেবের পাদপদ্মযুগলে আমার স্বাভাবিকী রতি, তথাপি পরম ঐশ্বর্যাদি দেখিয়াও এই শ্রীশিবকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। যেহেতু, এই শ্রীমহাদেব ও শ্রীমদনগোপালদেব উভয়ের অভেদজ্ঞান হইলেই মন সন্তোষ লাভ করিবে।

৬১। জ্ঞাত্বা ভগবতা তেন দৃষ্ট্যাদিষ্টস্য নন্দিনঃ।
উপদেশেন শুদ্ধেন স্বয়ং মে স্ফুরদঞ্জসা॥

৬২। শ্রীমন্মদনগোপালান্নিজ-প্রাণেষ্টদৈবতাৎ।
অভিন্নঃ শ্রীমহেশোঽয়মুত তদ্ভাববর্ধনঃ॥

মূলানুবাদ

৬১। সর্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীমহাদেব আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া নন্দীশ্বরকে আদেশ করিলেন এবং নন্দীশ্বরের নির্মল উপদেশক্রমে আমার হৃদয়ে অনায়াসে সেই অভেদতত্ত্ব স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইল।

৬২। তখন বুঝিতে পারিলাম যে, এই শ্রীমহেশ্বর আমার প্রাণের ইষ্টদেবতা শ্রীমদনগোপাল হইতে অভিন্ন এবং ইনি ভক্তসকলের ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬১। তেন মহেশ্বরেণ ভগবতা সর্বজ্ঞশিরোমণিনা জ্ঞাত্বা মম হৃদ্যমভিপ্রেত্য দৃষ্ট্যা অবলোকেন কৃত্বা আদিষ্টস্য নন্দিনঃ শ্রীনন্দীশ্বরস্য ভগবদংশোদ্ভূত-নন্দিনাম-বৃষভস্য বা, শুদ্ধেন নির্মলেনোপদেশেন শিব-কৃষ্ণাভেদজ্ঞান-প্রকার-শিক্ষণেন স্বয়ং সাক্ষাৎ অঞ্জসা সুখেন॥

৬২। কিমস্ফুরত্তদাহ—শ্রীমদিতি। অভিন্নত্বাদস্মিন্নপি রতির্যুজ্যত এব; কিঞ্চাস্য ভক্ত্যাপি তস্মিন্নেব ভক্তিঃ কৃতা স্যাদিতি ভাবঃ। বিশেষতশ্চাস্যৈব ভক্ত্যা স প্রাপ্যেতেত্যাশয়েনাহ—উতেতি অপ্যর্থে। তস্য শ্রীমদনগোপালদেবস্য ভাবং ভক্তিং বর্ধয়তীতি তথা সঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬১। তখন সর্বজ্ঞশিরোমণি ভগবান শ্রীমহেশ্বর আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া চক্ষুর ইঙ্গিতে শ্রীনন্দীশ্বরকে আদেশ করিলেন, অথবা শ্রীভগবদংশভূত শ্রীনন্দী-নামক বৃষভকে আদেশ করিলেন। তখন তাঁহাদের নির্মল উপদেশে শ্রীশিব-কৃষ্ণের অভেদজ্ঞান প্রকার স্বতঃই আমার হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইল।

৬২। আমার হৃদয়ে যে অভেদতত্ত্ব স্ফূর্তি হইল, তাহা এইরূপ ঃ—নিজপ্রাণের ইষ্টদেবতা শ্রীমদনগোপাল হইতে এই শ্রীমহেশ্বর ভিন্ন নহেন এবং অভিন্নত্ব-হেতু ইঁহাতেও প্রীতি করা উচিত। আর ইঁহাতে ভক্তি করিলে নিজ ইষ্টদেবেই ভক্তি করা হইবে। বিশেষতঃ শ্রীমহাদেবে ভক্তিদ্বারাই শ্রীমদনগোপালদেবকেও পাওয়া যাইবে। যেহেতু, ইনি শ্রীমদনগোপালদেবের প্রতি ভক্তবৃন্দের ভক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

৬৩। সুখং তদ্গণ-মধ্যেঽহং প্রবিষ্টঃ প্রীণিতোঽখিলৈঃ।
শৈবৈঃ শ্রীনন্দিনোঽশ্রৌষং বৃত্তমেতদ্বিলক্ষণম্॥

৬৪। সদৈকরূপো ভগবান্ শিবোঽয়ং,
বসন্ স্ব-লোকে প্রকটঃ সদৈব।
বিলোক্যতে তত্র নিবাসতুষ্টৈ
স্তদেকনিষ্ঠৈঃ সততং নিজেষ্টৈঃ॥

মূলানুবাদ

৬৩। অতঃপর আমি আনন্দের সহিত শ্রীশিবগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, এবং শ্রীশিবভক্তগণও আমার হর্ষবর্ধন করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীশিবের বাহন শ্রীনন্দী নামে বৃষভ হইতে বিলক্ষণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম।

৬৪। এই ভগবান শ্রীশিব সর্বদা একরূপ এবং ইনি নিজলোকে সর্বদাই প্রকটভাবে বাস করেন। তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তগণও তাঁহার প্রিয় সেই শিবলোকে অবস্থানপূর্বক পরমানন্দভরে সর্বদা ইঁহাকে অবলোকন করেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬৩। ততশ্চ তস্য শ্রীশিবস্য গণানাং মধ্যে সুখং প্রবিষ্টঃ সন্ অখিলৈঃ শৈবৈঃ শিবভক্তৈঃ প্রীণিতো হর্ষিতঃ সন্ শ্রীনন্দিনঃ সকাশাদেতদ্ বক্ষ্যমাণং বৃত্তমশ্রৌষম্। শ্রীগোপকুমারস্য সহজবৃষভপ্রীত্যা তৎপার্শ্বগমনেন তস্মাদেব শ্রবণং যুক্তম্॥

৬৪। তদেবাহ—সদেতি ত্রিভি। সদা একরূপ এব, ন তু কদাচিন্নিরাকারত্বেন, কদাপি সাকারত্বেন মুক্তিপদাধিষ্ঠাতৃবদ্বিবিধরূপঃ। যদ্বা, একমেব রূপং মূর্তির্ন তু মৎস্যকূর্মাদি-নানারূপং যস্য সঃ; ইত্যনেন তদেকপ্রীতিনিষ্ঠানাং কদাপি তদীয়-নিজরূপান্যদর্শনশঙ্কায়া নিরাসেন সদৈব সুখম্পত্তিরুক্তা। অতঃ স্বলোকে সদৈব প্রকটঃ সন্ বসন্ ন তু শ্রীবিষ্ণ্বাদিবদন্তর্ধায় কুত্রাপি গচ্ছন্নিত্যর্থঃ। অতএব নিজেষ্টৈরেব তদীয়প্রিয়জনৈঃ সততং বিলোক্যতে। অনেন স্বর্গমহর্লোকাদ্যধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞেশ্বরাদিভ্যো বিশেষো দর্শিতঃ। অয়ঞ্চ শ্রীশিবভক্তস্য শ্রীনন্দিনো হভিপ্রেতার্থঃ। বস্তুতশ্চায়মর্থঃ—সদৈব একরূপঃ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বেন কদাপি বিকারাভাবাৎ। অতঃ সদৈবস্বলোকে প্রকটঃ সন্ বসন্ মায়িকাখিলপ্রপঞ্চাতীতত্বেন মুক্তিপদোপর্যপি বর্ত্তমানত্বেন চ সদৈব নিজগণমনোনয়নাহ্লাদকতয়া প্রকাশ-মানত্বাদিতি দিক্। অত্র শিবলোকে যো নিবাসো নিতরাং বসতিঃ, তেনৈব

তুষ্টৈস্তুষ্টৈঃ; যতস্তস্মিন্ শিব এব একা অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা তৎপরতা যেষাং তৈঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৩। তখন আমিও পরমসুখে শ্রীশিবগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম এবং নিখিল শ্রীশিবভক্তও আমার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীনন্দি-নামক বৃষভের নিকট হইতে বক্ষ্যমাণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। আমি গো-প্রিয় গোপকুমার বলিয়া সহজেই বৃষভের সহিত আমার প্রীতি জন্মিয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহার নিকটে থাকিয়া শ্রবণ করিতে মহাসুখ হইল।

৬৪। তাহাই 'সদৈকরূপো' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন, এই ভগবান শ্রীশিব সর্বদা একরূপ, মুক্তিপদাধিষ্ঠিত পরমেশ্বরের ন্যায় কখনও সাকাররূপে কখনও বা নিরাকাররূপে প্রতীত হয়েন না। অথবা সর্বদা একরূপ বলিতে ইঁহার মৎস্য-কূর্মাদিরূপ নানামূর্তি নাই, কাজেই ইঁহার প্রীতিনিষ্ঠ ভক্তগণকে কদাচ ইষ্টের মূর্তান্তর দর্শনজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। এতদ্দারা মহাদেবের প্রীতিনিষ্ঠ ভক্তগণের নিজ ইষ্টরূপ ভিন্ন অন্যরূপ দর্শনের আশঙ্কা নিরাস-হেতু সর্বদা সুখসম্পত্তি লাভের কোন বাধা রহিল না। অতএব ইনি নিজলোকে সর্বদা প্রকটভাবে বিরাজিত, শ্রীবিষ্ণু আদির ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া কখনও কোথাও যান নাই। অতএব তদেকনিষ্ঠ ভক্তগণও তাঁহার বিশেষ প্রীতিপাত্র এবং তাঁহারাও সেই শিবলোকে সর্বদা অবস্থানপূর্বক পরমসুখে ইঁহাকে অবলোকন করেন। এতদ্দারা স্বর্গ ও মহর্লোকাদির অধিষ্ঠাতা শ্রীবিষ্ণু ও যজ্ঞেশ্বরাদি হইতে বিশেষ প্রদর্শিত হইল—ইহাই বক্তা শিবভক্ত শ্রীনন্দির অভিপ্রেত অর্থ; বস্তুতঃ আমাদের অভিমত এই যে, "সদৈব একরূপ"—সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব-হেতু বিকাররহিত বলিয়া সর্বদা একরূপ। অতএব মায়িক অখিল প্রপঞ্চের অতীত মুক্তিপদ এবং তাহারও ঊর্ধ্বদেশে বর্তমান শ্রীশিবলোক; তিনি সেই নিজলোকে সর্বদা প্রকটভাবে থাকিয়া নিজজনের মনো-নেত্রের আনন্দ বিবর্ধন করিতেছেন। আর সেই শিবলোক—বাসনিষ্ঠাহেতু পরমপ্রীতিসম্পন্ন সেই শিবভক্তগণও নিজ ইষ্টদেব শ্রীশিবের প্রতি অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা-তৎপরতা দ্বারা সর্বদা সেবা করিয়া থাকেন।

৬৫। স্বাভিন্নভগবদ্ভক্তিলাম্পট্যং গ্রাহয়ন্নিব।
সদা রময়তি স্বীয়ান্ নৃত্যগীতাদিকৌতুকৈঃ॥

মূলানুবাদ

৬৫। ইনি স্বয়ং সর্বদাই নৃত্য-গীত ও ভগবন্নাম সংকীর্তনাদি কৌতুক বিস্তার করিয়া থাকেন, আর নিজ ভক্তগণকেও স্বাভিন্নস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিলাম্পট্য শিক্ষা দিয়া সুখী করিয়া থাকেন!

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬৫। কিঞ্চ, সদা স্বীয়ান্ স্বভক্তান্ নৃত্যাদিকৌতুকৈঃ কৃত্বা রময়তি; আদি শব্দেন ভগবন্নাসংকীর্ত্তনাদর প্রেম রোদনাদি। কিমর্থম্? স্বস্মাদভিন্নো যো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্তস্মিন্ যা ভক্তিস্তস্যাং লাম্পট্যং রসিকতাং গ্রাহয়ন্, লোকান্ গ্রাহয়িতুম্; ইবেতি তস্যৈব তৎস্বভাবকতাং দ্যোতয়তি, নারদাদিবদ্ ভক্তাবতারত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৫। আরও বলিতেছেন, ইনি সর্বদাই নৃত্য-গীতাদি কৌতুক বিস্তার করিয়া স্বীয় ভক্তগণকে সুখী করিয়া থাকেন। আদি-শব্দে ভগবন্নাম সংকীর্তন, আদর ও প্রেমরোদনাদি। কিজন্য শ্রীভগবন্নাম সংকীর্তন করেন? স্বীয় অভিন্নস্বরূপ যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রতি ভক্তি-লাম্পট্য রসিকতাদি স্বয়ং আচরণ ব্যপদেশে লোকসকলকে শিক্ষা দিয়া সুখী করিয়া থাকেন। 'ইব'কারের দ্বারা শ্রীনারদাদি ভক্তাবতারের ন্যায় তাঁহারও ভক্তাবতারত্বেরই দ্যোতনা হইল।

৬৬। ভগবন্তং সহস্রাস্যং শেষমূর্তিং নিজপ্রিয়ম্।
নিত্যমর্চয়তি প্রেম্ণা দাসবজ্জগদীশ্বরঃ॥

৬৭। জ্ঞাত্বেমং শিবলোকস্য বিশেষং সর্বতোঽধিকম্।
প্রমোদং পরমং প্রাপ্তোঽপ্যপূর্ণং হৃদলক্ষয়ম্॥

মূলানুবাদ

৬৬। শ্রীশিব জগতের ঈশ্বর হইয়াও দাসের ন্যায় নিত্যই নিজ প্রিয় সহস্রবদন শেষমূর্তি ভগবানের প্রেমসহকারে অর্চনা করিয়া থাকেন।

৬৭। আমি এইরূপে শ্রীশিবলোকের সর্বাপেক্ষা অধিক ও বিশেষ মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইয়া পরম প্রমোদ প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু তথাপি হৃদয় অপূর্ণের ন্যায়ই বোধ হইয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬৬। অতএব শেষমূর্তিং ভগবন্তং জগতামীশ্বরোঽপ্যয়ং দাসবন্নিত্যমর্চয়তি। শেষমূর্ত্তেরেব পূজায়ং হেতু—নিজপ্রিয়মিতি। লীলয়া দ্বয়োরেব তমোগুণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ; অতএব প্রেম্ণা নিত্যমর্চয়তি। তদুক্তং পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীভা (৫।১৭।১৬) ইলাবৃতবর্ষপূজ্যবর্ণনে—'ভবানীনাথৈঃ স্ত্রীগণার্বুদ-সহস্রৈরববুধ্যমানো ভগবতশ্চতুর্মূর্তের্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সন্নিধাপ্যৈতদভিগৃণন্ তব উপধাবতি' ইতি। অহঙ্কারাবরণ-পূজ্যসঙ্কর্ষণাদস্য বিশেষমাহ—সহস্রাস্যমিতি। এতেন সহস্রফণাদিকঞ্চোহ্যম্। এতচ্চ তত্রৈব শ্রীশিবস্তুতৌ বর্ণিতমস্তি। স চ সঙ্কর্ষণঃ শ্রীপ্রাদ্যুম্নানিরুদ্ধবৎ প্রায়েন চতুর্ভুজত্বাদিবিশিষ্ট এব। এবং সর্বদা সর্বতোঽধিকঃ শ্রীশিবলোকস্য মহিমা দর্শিতঃ॥

৬৭। ইত্থং শ্রীশিবলোকস্য মাহাত্ম্যবিশেষশ্রবণাৎ তৎপ্রাপ্ত্যাশয়া পরমানন্দবিশেষে জাতেঽপি শ্রীমদনগোপালদেব-পাদপদ্মসন্দর্শনোৎকণ্ঠা মামববাধত ইত্যাহ—জ্ঞাত্বেতি ত্রিভিঃ। ইমমুক্তপ্রকারকং, হৃৎ নিজং মনঃ অপূর্ণমসন্তুষ্টং ন্যূনং বা অলক্ষয়ং, সুখবিশেষানুদয়াদিলক্ষণেনাজ্ঞাসিষম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৬। অতএব শ্রীশিব জগতের ঈশ্বর হইলেও দাসের ন্যায় নিত্যই প্রেমভরে শেষমূর্তি ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন। শেষমূর্তি পূজায় একমাত্র হেতু—নিজ প্রিয়তা। লীলাবশতঃ উপাস্য ও উপাসক উভয়েই তমোগুণের অধিষ্ঠাতা, তজ্জন্য

নিজপ্রিয়তম শ্রীশেষ ভগবানকে প্রেমভরে নিত্য অর্চনা করিয়া থাকেন। যথা, (শ্রীভা) ইলাবৃতবর্ষ-পূজ্যবর্ণনে—ঐ বর্ষে ভগবান ভব, ভবানী ও তাঁহার অধীন সহস্র অর্বুদসংখ্যক স্ত্রীগণ কর্তৃক সদা সর্বতোভাবে সেবিত হন। ভগবান মহাপুরুষের যে চতুর্বিধ মূর্তি আছে, তন্মধ্যে তামসীমূর্তি চতুর্থী। এই মূর্তির নাম সংকর্ষণ এবং ইহাই তাঁহার আপন প্রকৃতি। ভগবান ভব এই মূর্তিকে আত্মসমাধিযোগে হৃদয়ে ধ্যানপূর্বক সতত অর্চনা করিয়া থাকেন। এই সঙ্কর্ষণ তমোগুণের অধিষ্ঠাতা, প্রলয়কালীন তমোগুণের প্রেরণকর্তা; বস্তুতঃ তুরীয়, ত্রিগুণের অতীত পরাশুদ্ধ চিন্ময়ীমূর্তি। ভগবন্ ভব আপনার অংশীদাররূপে আত্মসমাধিযোগে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যানপূর্বক স্তব করিতে করিতে সেবা করিতেছেন। অহঙ্কার আবরণের অধিষ্ঠাতা পূজ্য সঙ্কর্ষণ হইতে এই সঙ্কর্ষণের বিশেষ আছে। যথা, 'সহস্র বদন, সহস্র ফণা' ইত্যাদি সেই স্থানেই শিবস্তুতিতে বর্ণিত আছে। অতএব এই সঙ্কর্ষণ সহস্রবদন এবং শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধাদির ন্যায় চতুর্ভুজাদিবিশিষ্ট। এতদ্দ্বারা সর্বতোভাবে শিবলোকের মহিমা প্রদর্শিত হইল।

৬৭। আমি এইরূপে শিবলোকের মাহাত্ম্যবিশেষ শ্রবণ করিলাম এবং তৎপ্রাপ্তির আশায় পরমানন্দবিশেষ জাত হইলেও শ্রীমদনগোপালদেবের পাদপদ্ম-সন্দর্শনোৎকণ্ঠা আমার বাধাস্বরূপ হইল; তাহা আমি নিজমনের অপূর্ণতা (ন্যূনতা) লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ সুখবিশেষের অনুদয়-হেতু লক্ষণের দ্বারা জানিতে পারিলাম।

সারশিক্ষা

৬৬। দ্বিতীয়পুরুষ গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু হইতে বিশ্বের পালন, সৃষ্টি ও সংহার নিমিত্ত আবির্ভূত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র, এই তিনজন গুণাবতারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব সেই একই গর্ভোদকশায়ী পুরুষই বিশ্বের স্থিতি, পালন ও সংহারের নিমিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তম,—এই প্রকৃতির গুণত্রয়ে যুক্ত অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা হইয়া পৃথক পৃথক নাম ধারণ করেন।

নিয়মকর্তারূপে গুণের সহিত সম্বন্ধ হয়। অর্থাৎ গুণ নিয়ম্যরূপে ঈশ্বরের নিয়মাধীন হয়। ইঁহারা গুণকে যেভাবে পরিচালনা করেন, গুণ সেই ভাবেই পরিচালিত হয়। এইরূপ নিয়ম্য-নিয়ামক সম্বন্ধেই তাঁহারা গুণের অধিষ্ঠাতা। বস্তুতঃ সেই পুরুষে গুণের স্পর্শ নাই বা তাঁহারা গুণবদ্ধ হন না।

শ্রীভগবানের অবতার শ্রীরুদ্র তত্ত্বতঃ নির্গুণ হইয়াও তমোগুণের যোগে অর্থাৎ সান্নিধ্যমাত্র অঙ্গীকার করিয়া তমোগুণের পরিচালনা করায়, সাধারণ লোকের নিকট তিনি গুণযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হন, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি বিকার রহিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।

এই শ্লোকে যে শ্রীশিবের তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি। ইনি সর্বদা একরূপ এবং স্বয়ং ভগবানের অঙ্গবিশেষ। আর যিনি মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ জলাবরণস্থ শ্রীরুদ্র, তিনি ত্রিগুণা-শক্তির অধিষ্ঠাতা। অতএব সংহারিকাশক্তিবিশিষ্ট যে রুদ্র, তিনি ইঁহারই শক্ত্যাবিষ্ট অবতার। ইনিই আপনার অংশীরূপ শ্রীসঙ্কর্ষণকে আত্মসমাধিযোগে ধ্যানপূর্বক অর্চনা করিতেছেন।

সঙ্কর্ষণ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলে, তাহার গুণক্ষোভ হয়, তাহা হইতেই মহত্তত্ত্বাদিক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান সৃষ্টি হয়। এজন্য ইঁহাকে (গুণসম্বন্ধযোগের ন্যায়) তমোগুণের অধিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইনি সঙ্কল্পমাত্রেই ঈক্ষণাদি করায় মায়াসংসর্গরহিত-বিশুদ্ধ তুরীয়মূর্তি।

ব্রহ্মকল্পে এই রুদ্রই নীল-লোহিত বর্ণময় বালকরূপে ব্রহ্মার ভ্রূমধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, দেবতা এবং অহঙ্কারের অধিষ্ঠানরূপে মায়াবদ্ধ জীবের হৃদয় প্রভৃতি একাদশস্থানকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এই একাদশ রুদ্রের নাম—মন্যু, মনু, মহিনস, মহান, শিব, ঋতম্ভরা, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত। আর এই একাদশরুদ্রের শক্তির নাম—ধী, ধৃতি, রসলোমা, নিযুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা ও রুদ্রাণী। কিন্তু শৈবগণ সংহারকর্তা রুদ্রের উপাসক নহেন—তাঁহারা নির্গুণ বিশ্ববীজ সচ্চিদানন্দমূর্তি সদাশিবের উপাসক। আর এই সদাশিবই মহাবিষ্ণুর প্রকাশমূর্তি; সুতরাং ইঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোন ভেদ নাই।

৬৮। তন্নিদানমনাসাদ্য সদ্যোঽজ্ঞাসিষমামৃশন্।
শ্রীমদ্গুরুপ্রসাদাপ্তবস্তু-সেবা-প্রভাবতঃ।
৬৯। শ্রীমন্মদনগোপালদেব-পাদসরোজয়োঃ।
লীলাদ্যনুভবাভাবো মাময়ং বাধতে কিল॥

মূলানুবাদ

৬৮। যদিও আমি মনের এইরূপ অতৃপ্তির কারণ সহসা অবগত হইতে পারি নাই; তথাপি বিচার করিতেই শ্রীমদ্গুরুপ্রসাদ-প্রাপ্ত মন্ত্রসেবা-প্রভাবে তৎক্ষণাৎ সমস্তই অবগত হইলাম।

৬৯। শ্রীমন্মদনগোপালদেবের পাদপদ্মযুগলে যে সৌন্দর্য-মাধুর্য-কারুণ্যাদি গুণরাজি বিরাজ করিতেছে, সেই সকল লীলাদি অনুভব করিতে না পাইয়াই মন অতৃপ্তের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৬৮। তস্যা অসম্পূর্ণতয়া নিদানঞ্চ অনাসাদ্য অলব্ধ্বা আমৃশন্ বিচারয়ন্, সদ্যস্তৎক্ষণ এব অজ্ঞাসিষং জ্ঞাতবানহম্; কুতঃ? শ্রীমদ্গুরোঃ প্রসাদাৎ প্রাপ্তং যদ্বস্তু দশাক্ষরমন্ত্রঃ, তস্য সেবাপ্রভাবাদ্ধেতোঃ॥

৬৯। কিং তদাহ—শ্রীমদিতি। আদি-শব্দেন সৌন্দর্য-মাধুর্য-কারুণ্যাদি; লীলাদীনামনুভবস্যাভাবোঽয়ং মাং বাধতে পীড়য়তি। কিল বিতর্কে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৮। যদিও আমি প্রথমতঃ মনের তাদৃশ অসম্পূর্ণতার কারণ বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিচার করিতেই সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। কিরূপে জ্ঞাত হইলাম? শ্রীমদ্গুরুকৃপালব্ধ দশাক্ষর মন্ত্রের সেবা-প্রভাবে।

৬৯। সেই প্রকার অতৃপ্তির কারণ কি? যদিও শ্রীশিব-কৃষ্ণে অভেদ, তথাপি শ্রীমন্মদনগোপালদেবের মাধুরী অনুভব করিতে না পারিয়াই মন অতৃপ্তের ন্যায় লক্ষিত হইয়াছে। আদি-শব্দে সৌন্দর্য, মাধুর্য ও কারুণ্যাদি গুণরাজি বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ তাঁহার লীলাদি অনুভবের অভাবই আমার পীড়াদায়ক হইয়াছে। অর্থাৎ অতৃপ্তির কারণরূপে লক্ষিত হইতেছে। এখানে 'কিল' শব্দ বিতর্কে।

৭০। অবোধয়ং মনোঽনেন মহেশেনৈব সা খলু।
লীলাবিশেষ-বৈচিত্রী কৃতং মূর্তিবিশেষতঃ॥

৭১। তথাপ্যস্বস্থমালক্ষ্য স্বচিত্তমিদমব্রুবম্।
যদ্যস্মিন্নানুভূয়েত সা তদ্রূপাদি-মাধুরী॥

৭২। তথাপি দীর্ঘবাঞ্ছা তেঽনুগ্রহাদস্য সেৎস্যতি।
অচিরাদিতি মন্যস্ব স্বপ্রসাদ-বিশেষতঃ॥

মূলানুবাদ

৭০। এই নিশ্চয় করিয়া মনকে প্রবোধিত করিলাম যে, এই শ্রীমহেশ্বরই পরম সুন্দর মূর্তান্তর গ্রহণ করিয়া সেই সকল বিশেষ বিশেষ লীলাবৈচিত্র্য প্রকটন করেন।

৭১-৭২। আমি মনকে প্রবোধ দিলেও মন কিন্তু পূর্ববৎ অপ্রসন্ন রহিয়াছে, তখন আবার এই কথা বলিলাম, যদিও এই শ্রীমহাদেবরূপে শ্রীমদনগোপালের লীলারূপাদির মাধুরী অনুভব করিতে পার নাই, তথাপি এই শ্রীমহাদেবের প্রসাদে তোমার দীর্ঘবাঞ্ছা শীঘ্রই সিদ্ধ হইবে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৭০। ততশ্চ মনো নিজমবোধয়ম্; কিম্? তদাহ—অনেন সাক্ষাদ্দৃশ্যমানেন। ননু সোঽন্যঃ, অয়ঞ্চান্য এব মূর্তিভেদাৎ, তত্রাহ—মূর্ত্তেঃ শ্রীবিগ্রহস্য বিশেষেণেতি। অয়মেব হি তৎ পরমসুন্দরতরং রূপং প্রকাশ্য তথা কৃতবানস্তীত্যর্থঃ॥

৭১-৭২। তথাপি এবং প্রবোধিতেঽপি স্বচিত্তমস্বস্থমালক্ষ্য অস্মিন্ সর্বথা তদনুভবস্য তত্ত্বতোঽসম্ভবাৎ স্বচিত্ত প্রত্যেবাব্রুবম্; ইদন্তাপরামৃষ্টমেব প্রকটয়তি—যদীতি সার্ধেন। অস্মিন্ শ্রীরুদ্রে সা পরমাসাধারণা তস্য শ্রীমদনগোপালদেবস্য রূপাদীনাং মাধুরী; আদি-শব্দেন গুণ-লীলাদি। অস্য শ্রীশিবস্যানুগ্রহাদেব তে তব বাঞ্ছাতদ্রূপমাধুর্যাদ্যনুভবেচ্ছা অচিরাৎ সেৎস্যতি সিদ্ধিং যাস্যতি, ইত্যেতন্মন্যস্ব; কুতঃ? স্বস্মিন্ ত্বয়ি যঃ প্রসাদবিশেষস্তস্মাদ্ধেতোঃ, অন্যথৈতাদৃশপ্রসাদানুপপত্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭০। অতঃপর আমি নিজ মনকে প্রবোধিত করিলাম। কি প্রকারে? হে মন! দৃশ্যমান এই শ্রীমহাদেবই পরমসুন্দর মূর্তি প্রকটন করিয়া বিচিত্র লীলা বিস্তার করিতেছেন। যদি বল, তিনি অন্য, আর দৃশ্যমান এই মহেশ অন্য; অতএব

মূর্তিভেদহেতু কি প্রকারে (সেই ভিন্ন মূর্তিগত) লীলামাধুর্য অনুভব হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন, এই মহাদেবই সেই প্রকার সুন্দরতর রূপ প্রকটন করিয়া বিশেষ বিশেষ লীলাবৈচিত্র্য প্রকটন করেন।

৭১-৭২। তথাপি যখন মন প্রবোধ মানিল না, পূর্বের ন্যায়ই অপ্রসন্ন রহিল; তখন পুনর্বার বলিলাম, হে ভ্রাতঃ মন! তত্ত্ববিচারে যদি সেই মধুর মাধুর্য এই মূর্তিতে আস্বাদন হওয়া অসম্ভব নিশ্চয় কর, তবে বলি শুন, এই শ্রীরুদ্রের মধ্যে যদিও শ্রীমদনগোপালদেবের পরম অসাধারণ গুণ-লীলাদির মাধুরী সাক্ষাৎ অনুভব কর নাই, তথাপি এই রুদ্রদেবের (তোমার বিষয়ে) যে অসাধারণ করুণা অনুভব করিতেছে, সেই করুণা-প্রভাবেই তোমার সেই বাঞ্ছা বা তদ্রূপ মাধুর্যাদির অনুভবেচ্ছা অচিরাৎ সিদ্ধ হইবে। হে মন। তুমি ইহা নিশ্চয় করিয়া স্থির হও—সন্দেহ করিও না। অন্যথা সম্ভাবনা থাকিলে ইনি তোমার প্রতি কদাচ তাদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন না।

৭৩। এবং তুষ্টমনাস্তস্য তত্র কেনাপি হেতুনা।
বিশ্রান্তস্য মহেশস্য পার্শ্বেঽতিষ্ঠং ক্ষণং সুখম্॥

৭৪। তর্হ্যেব ভগবন্! দূরে কেষামপি মহাত্মনাম্।
সঙ্গীত-ধ্বনিরত্যন্তমধুরঃ কশ্চিদুদ্গতঃ॥

৭৫। তং শ্রুত্বা পরমানন্দ-সিন্ধৌ মগ্নো মহেশ্বরঃ।
মহাপ্রেমবিকারাত্তঃ প্রবৃত্তো নর্ত্তিতুং স্বয়ম্॥

৭৬। পতিব্রতোত্তমা সা তু দেবী নন্দ্যাদিভিঃ সহ।
প্রভুমুৎসাহয়ামাস বাদ্য-সংকীর্ত্তনাদিভিঃ॥

মূলানুবাদ

৭৩। কোন কারণে শ্রীশিব মুক্তিপদে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন, আর আমিও তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া প্রবোধবাক্যের দ্বারা মনের তুষ্টি সাধন করিলাম।

৭৪। হে ভগবন্! তৎক্ষণাৎ দূরে কোন মহাত্মাগণের অত্যন্ত মধুর সঙ্গীতধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল।

৭৫। সেই সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং মহাপ্রেম বিকারে উন্মত্ত হইয়া স্বয়ংই নৃত্য করিতে লাগিলেন।

৭৬। পতিব্রতা শিরোমণি সেই শ্রীপার্বতীদেবীও নন্দী প্রভৃতির সহিত বাদ্য সংকীর্তনাদি দ্বারা প্রভুর উৎসাহ বর্ধন করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৭৩। এবমুক্ত-বোধনপ্রকারেণ তুষ্টং মনো যস্য তাদৃশঃ সন্ তস্য উক্ত-মাহাত্ম্য-মহেশস্য পার্শ্বে ক্ষণং সুখমতিষ্ঠমাসম্। ননু কৈলাসাদ্রিং গচ্ছতস্তস্য পার্শ্বেঽবস্থিতিঃ কথং সমপদ্যতেত্যত আহ—কেনাপি হেতুনা, তত্র মুক্তিপদে বিশ্রান্তস্য; স চ হেতুরগ্রে ব্যক্তো ভাবী। যস্যৈব গোপকুমারস্যার্থে তত্রাগচ্ছতাং বৈকুণ্ঠ-পার্ষদানাং সঙ্গমাপেক্ষয়া কিল তত্র কৃতবিশ্রাম ইতি ক্ষণমিত্যনেন সদ্য এব প্রসঙ্গান্তরং তত্রাপতিতমিতি সূচিতম্॥

৭৪। তদেবাহ—তর্হ্যেবেতি ষড়্ভিঃ। তস্মিন্নেব ক্ষণে হে ভগবন্! মাথুরত্বেন তত্র চ শ্রীমদনগোপালোপাসনেন পরমভাগ্যযুক্তঃ কশ্চিদনির্বচনীয়ঃ সঙ্গীত-ধ্বনিরুদ্গত আবির্বভূব।

৭৫। তং ধ্বনিং শ্রুত্বা মহতা প্রেম্ণা যে বিকারাশ্চিত্তার্দ্রতা-লক্ষণ-স্বেদ-

গদ্গদাকম্প-পুলকাশ্রুপাতাদিরূপাস্তৈরাত্তো গৃহীতো বশীকৃতঃ সন্নিত্যর্থঃ। স্বয়মেব নর্তিতুং প্রবৃত্তঃ॥

৭৬। অহো তাদৃশীং নিজেশ্বরস্য ধৈর্যহানিং দৃষ্ট্বাপি পার্বতী নাসূয়ামকরোদুত তমেবান্ববর্ততেত্যাহ—পতীতি। সা অঙ্কোপবিষ্টা বাদ্যাদিভিঃ কৃত্বা প্রোৎসাহয়ামাস, তত্রোৎসাহং কারয়ামাস; যত পতিব্রতাসু মধ্যে উত্তমা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৩। এইরূপ প্রবোধিত বচনে মনের তুষ্টি সাধন করিয়া এবং মহেশের উক্ত মাহাত্ম্যে প্রত্যয় হেতু ক্ষণকাল তাঁহার পার্শ্বে সুখে অবস্থান করিলাম। যদি বল, সেই মহাদেব কৈলাস গমনে উদ্যত, তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান কিরূপে সম্ভব হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন, কোন কারণে বিশ্রামার্থ সেই মুক্তিপদে উপবেশন করিলেন। সেই কারণ অগ্রে ব্যক্ত হইবে। সম্প্রতি গোপকুমারের জন্য বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ তথায় আগমন করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গ অপেক্ষায় তিনি তথায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। এস্থলে 'ক্ষণকাল' বলায় সদ্যই প্রসঙ্গান্তর আপতিত হইবার সূচনা হইল।

৭৪। সেই প্রসঙ্গ ছয়টি শ্লোক দ্বারা বর্ণিত হইতেছে। হে ভগবন্! তৎক্ষণাৎ কোন মহাত্মাগণের অতীব মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। এস্থলে 'ভগবন্' সম্বোধনের তাৎপর্য এই যে, মাথুর ব্রাহ্মণ এবং মদনগোপালদেবের উপাসক, এজন্য পরমভাগ্যবান্।

৭৫। সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর মহতী প্রেম বিকারে প্রমত্ত হইলেন। অর্থাৎ চিত্ত-আর্দ্রতা-হেতু স্বেদ, কম্প, পুলক, গদগদ বচন ও অশ্রুপাতাদিরূপ সাত্ত্বিকবিকারসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া স্বয়ংই নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

৭৬। আহা! নিজেশ্বরের তাদৃশ ধৈর্যহানি অবলোকন করিয়াও শ্রীপার্বতীদেবী তাহাতে কিছুমাত্র অসূয়া প্রকাশ করিলেন না, প্রত্যুত পতির অঙ্কোপবিষ্টা হইয়াও তাঁহার অনুবর্তন করিলেন। অর্থাৎ বাদ্য-সংকীর্তনাদি দ্বারা তাঁহার উৎসাহ বর্ধন করিতে লাগিলেন। কেনই বা না হইবে! তিনি যে পতিব্রতাগণের মধ্যে উত্তমা।

৭৭। সদ্য এবাগতাংস্তত্রাদ্রাক্ষং চারুচতুর্ভুজান্।
শ্রীমৎ কৈশোর-সৌন্দর্যমাধুর্যবিভবাচিতান্॥

৭৮। ভূষাভূষণগাত্রাংশুচ্ছটাচ্ছাদিতশৈবকান্।
নিজেশ্বরমহাকীর্তি-গানানন্দরসাপ্লুতান্॥

মূলানুবাদ

৭৭। সেইক্ষণে দেখিলাম, চারু চতুর্ভুজবিশিষ্ট শ্রীমৎকৈশোর-সৌন্দর্য-মাধুর্য-সম্ভারযুক্ত কতিপয় পুরুষ সেইস্থানে সমাগত হইলেন।

৭৮ তাঁহারা ভূষণেরও ভূষণাঙ্গস্বরূপ গাত্রকিরণে শৈবগণকে আচ্ছাদিত করিতেছেন এবং নিজেশ্বরের মহাকীর্তি গানের আনন্দরসে আপ্লুত হইতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৭৭। সদ্যস্তস্মিন্নেব ক্ষণে তত্র শিব-পার্শ্বে আগতান্ চারবঃ সুন্দরাশ্চত্বারো ভুজা যেষাং তান্ অদ্রাক্ষমপশ্যম্। শ্রীশিবগণেষু কেষাঞ্চিচ্চতুর্ভুজত্বাপেক্ষয়াত্র চারুশব্দ-প্রয়োগঃ। তথা চ বামনপুরাণে বিশিনষ্টি—সার্ধদ্বয়েন। শ্রীমতাং কৈশোর-সৌন্দর্যমাধুর্যাণাং বিভবৈর্বিস্তারৈরার্চিতান্ ব্যাপ্তান্॥

৭৮। ভূষা অলঙ্কারান্ ভূষয়ন্তীতি তথা তাদৃশানি যানি গাত্রাণি তেষামংশুচ্ছটাভিঃ কিরণাগ্রভাগৈরাচ্ছাদিতাঃ শৈবাঃ শিবগণা যৈঃ; নিজেশ্বরস্য শ্রীবৈকুণ্ঠনাথস্য মহাকীর্তিনাং গানানন্দরসে আপ্লুতান্ নিমগ্নান্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৭। তৎক্ষণাৎ সেই পার্ষদগণ শিব-পার্শ্বে সমাগত হইলেন। দেখিলাম, তাঁহারা চারু চতুর্ভুজবিশিষ্ট। এখানে 'চারু' বলিবার তাৎপর্য এই যে, শ্রীশিব গণের মধ্যে কাহারও কাহারও চতুর্ভুজ থাকিলেও বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণের ন্যায় চারু (সুন্দর) নহে। এজন্য শ্রীবামনপুরাণে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে। যথা, শ্রীমৎ কৈশোর-সৌন্দর্য-মাধুর্য সম্ভারযুক্ত এবং বিপুল বৈভবাদির দ্বারা অর্চিত।

৭৮। তাঁহারা অলঙ্কারেরও অলঙ্কারস্বরূপ এবং তাঁহাদের গাত্রকিরণচ্ছটা শিবভক্তগণের শুভ্রচ্ছটাকে আচ্ছাদিত করিতেছে। তাঁহারা নিজেশ্বর শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথের মহাকীর্তি-গানানন্দরসে নিমগ্ন রহিয়াছেন।

৭৯। অনির্বাচ্যতমাংশ্চেতোহারি-সর্বপরিচ্ছদান্।
সঙ্গতান্ পূর্বদৃষ্টৈস্তৈশ্চতুর্ভিঃ সনকাদিভিঃ॥

মূলানুবাদ

৭৯। তাঁহারা সকলেই অনির্বাচ্যতম এবং তাঁহাদের পরিচ্ছদাদি মনোহর। আর তপোলোক-দৃষ্ট সনকাদি যোগেন্দ্রচতুষ্টয়ও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৭৯। চেতোহারিণঃ সর্বে পরিচ্ছদা বস্ত্রালঙ্কারাদয়ো যেষাম্; পূর্বং তপোলোকে দৃষ্টৈঃ সনকাদিভিঃ সঙ্গতান্ মিলিতান্। অনেন তেষাং নিত্য-তপোলোকবাসিত্বেন ব্রহ্মলোকাদিবাসিভ্যঃ সকাশাৎ প্রাপ্তং ন্যূনত্বং বারিতং, ভগবদবতারত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৯। আরও দেখিলাম, তাঁহাদের বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিচ্ছদ সকলও চিত্তহারী। আর পূর্বদৃষ্ট তপোলোকবাসি শ্রীসনকাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। যদিও তাঁহারা নিত্যই তপোলোকে বাস করেন, তথাপি ব্রহ্মলোকবাসী অপেক্ষা ন্যূন নহেন। যেহেতু, তাঁহারা শ্রীভগবানের অবতার।

সারশিক্ষা

৭৯। সৃষ্টির প্রথমে সনৎকুমারাদি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইঁহারা ব্রহ্মকল্পে আবির্ভূত হইলেও সর্বদা পাঁচ ছয় বৎসরের বালকের মত মূর্তিতে ব্রহ্মলোকে বিরাজিত। ইঁহারা শান্তরসে শ্রীভগবদ্স্বরূপানন্দ আস্বাদন করেন। শ্রীভগবান নিজের ভজনপদ্ধতি নিজে প্রচার না করিলে বা তদনুরূপ আচরণ না করিলে কেহ বুঝিতে পারেন না। সেইজন্য সৃষ্টির আদিতে শ্রীভগবান এই চারিমূর্তিতে শান্তরসের উপাসনা প্রচার করেন। ইঁহাদের চারিজনের নামই চতুঃসন এবং চারিমূর্তিতে শ্রীভগবানের এক অবতার।

৮০। তদ্দর্শনস্বভাবোত্থপ্রহর্ষাকৃষ্টমানসঃ।
নাজ্ঞাসিষং কিমপ্যন্তর্বহিশ্চান্যন্নিজপ্রিয়ম্॥

৮১। ক্ষণাৎ স্বস্থোঽপ্যহো তেষাং দাসত্বমপি চেতসা।
নাশকং যাচিতুং ভীত্যা লজ্জয়া চ সুদুর্ঘটম্॥

মূলানুবাদ

৮০। তাঁহাদিগের দর্শনস্বভাবোত্থ যে প্রহর্ষ, (প্রেম) তাহাতেই আমার মানস আকৃষ্ট হইল, এজন্য সে সময়ে আমি অন্তরে কি বাহিরে অন্য কোন নিজপ্রিয় বিষয় জ্ঞাত হইতে পারি নাই।

৮১। ক্ষণকালপরে আমি সুস্থ হইলেও তাঁহাদের দাসত্বরূপ সুদুর্ঘটবস্তু ভীতি ও লজ্জাবশতঃ চাহিতে পারি নাই।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৮০। ততশ্চ অন্যত্তেষাং দর্শনাৎ পরং নিজপ্রিয়মন্তর্মনসি বহিশ্চ কিমপি কিঞ্চিদপি নাজ্ঞাসিষম্; তত্র হেতুঃ—তেষাং দর্শনস্য স্বভাবেনোত্থ আবির্ভূতো যঃ প্রকৃষ্টো হর্ষস্তেনাকৃষ্টং মানসং যস্য সঃ॥

৮১। স্বস্থঃ প্রকৃতিস্থঃ সন্নপি তেষাং চারুচতুর্ভুজানাং দাসত্বমপি চেতসাপি যাচিতুং নাশকম; কেন হেতুনা? ভীত্যা লজ্জয়া চ। ননু কুতো ভীতির্লজ্জা চেত্যপেক্ষয়ামাহ— সুদুর্ঘটং পরম দুর্লভতরং নীচস্য পরমোচ্চতরপদপ্রার্থনেহ-যোগ্যত্বাদপরাধেন ভীতির্লজ্জা চ সম্ভবেদেবেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮০। তখন তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ দর্শনে আমার মানস এরূপ আনন্দাকৃষ্ট হইল যে সেই সময় অন্তরে কি বাহিরে, পর কিংবা নিজ অন্য কোনও প্রিয়বিষয় জ্ঞাত হইতে পারি নাই। তাহার হেতু এই যে, তাঁহাদের দর্শনস্বভাবোত্থ যে প্রকৃষ্ট আনন্দ, তাহাতেই আমার মানস আক্রান্ত হইয়াছিল।

৮১। কি আশ্চর্য! ক্ষণকাল পরে আমি প্রকৃতিস্থ হইলেও সেই চারু-চতুর্ভুজগণের দাসত্বরূপ দুর্ঘটবস্তু মনের দ্বারাও প্রার্থনা করিতে পারি নাই। কি জন্য? ভীতি ও লজ্জাবশতঃ। যদি বল, অভীষ্টবস্তুর প্রার্থনায় ভীতি ও লজ্জার কারণ কি? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, সুদুর্ঘট, অর্থাৎ পরম দুর্লভতর বস্তুর প্রার্থনায় বা পরমোচ্চতর পদপ্রার্থনে অযোগ্যত্বনিবন্ধন অপরাধবশতঃ নীচজনের স্বভাবতঃ লজ্জা ও ভীতি জন্মিয়া থাকে।

৮২। এষা হি লালসা নূনং কৃপণং মামবাধত।
সম্ভাষেরন্নিমে কিং মাং শিবস্য কৃপয়া সকৃৎ॥

৮৩। কুত্রত্যাঃ কতমে বৈতে কৃপাপাঙ্গেন পান্তু মাম্।
যানালিঙ্গ্য ভৃশং রুদ্রঃ প্রেমমূর্চ্ছাময়ং ব্রজেৎ॥

মূলানুবাদ

৮২। পার্ষদগণের দাসত্ব প্রাপ্তি বড়ই দুর্ঘট, সেজন্য মনে মনেও প্রার্থনা করিতে পারি নাই বলিয়া চিত্ত বড়ই দীন হইল। আবার লালসাও বর্ধিত হইয়া আমার দীনচিত্তকে আরও উৎপীড়িত করিতে লাগিল। তখন ভাবিলাম, শ্রীশিব-কৃপায় ইঁহারা কি একবার আমায় সম্ভাষণ করিবেন?

৮৩। ইঁহারা কোথায় বাস করেন? কেই বা ইঁহারা? কৃপা-কটাক্ষপাতে আমায় রক্ষা করুন। কি আশ্চর্য! যাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীরুদ্রও মহাপ্রেমভরে মূর্ছাগ্রস্ত হইলেন!

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৮২। নূনং নিশ্চয়ে; কৃপণং মনস্যপি তেষাং দাস্যপ্রার্থনাশক্ত্যা দীনচিত্তম্। লালসামেবাহ—ইমে চারুচতুর্ভুজাঃ সকৃদপি সম্ভাষেরন্নিতি॥

৮৩। কৃপাযুক্তেন অপাঙ্গেন ঈষদবলোকনেনেত্যর্থঃ। পান্ত্বিতি, অন্যথা মরণমেব স্যাদিতি ভাবঃ। এতে তু কেচিৎ পরমমহত্তমা নূনং ভবিষ্যন্তীত্যভিপ্রায়েণাহ—যানিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮২। আমি মনে মনেও তাঁহাদের দাসত্ব প্রার্থনা করিতে পারি নাই বলিয়া দীনচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলাম। আবার সেই সময়ে লালসাও আমার মত পীড়িতজনকে অধিকতর পীড়া দিতে লাগিল। লালসা এই যে, এই চারুচতুর্ভুজ মহাপুরুষগণ একবারও কি আমাকে সম্ভাষণ করিবেন?

৮৩। কৃপাযুক্ত কটাক্ষপাতে অর্থাৎ ঈষৎ অবলোকনের দ্বারা আমায় রক্ষা করুন। অন্যথায় আমার মৃত্যু হইবে—ইহাই ভাবার্থ। এতদ্বারা কোনও এক পরম মহোত্তমা ফলপ্রাপ্তির পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে।

৮৪। ইত্যাদিমন্মনো-বৃত্তং জ্ঞাত্বা দেব্যো ময়েরিতঃ।
শিবচিত্তানুবর্তিন্যা গণেশোঽকথয়চ্ছনৈঃ॥

শ্রীগণেশ উবাচ—

৮৫। এতে বৈকুণ্ঠনাথস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মহাপ্রভোঃ।
পার্ষাদাঃ প্রাপ্তসারূপ্যা বৈকুণ্ঠাদাগতাঃ কিল॥

মূলানুবাদ

৮৪। আমার এইরূপ মনোভাব জ্ঞাত হইয়া শিবচিত্তানুবর্তিনী শ্রীউমাদেবী গণেশকে কিছু বলিতে আদেশ করিলেন।

৮৫। শ্রীগণেশ বলিলেন, ইঁহারা বৈকুণ্ঠনাথ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তসারূপ্য পার্ষদগণ, বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৮৪। আদি-শব্দেন তেষাং পাদস্পর্শনাদি। উনয়া শ্রীপার্বত্যা ঈরিতঃ প্রেরিতো গণেশোঽকথয়ৎ। শনৈর্লঘু লঘু; সর্বেষু শিবগণেষু; তৎপ্রকাশনস্যাত্যযোগ্যত্বাৎ স্বভাবতঃ পরমগোপ্যত্বাচ্চেতি দিক্। শিবস্য চিত্তমনুবর্তিতুং শীলমস্যা ইতি তথা তয়া ইতি শিবস্যানুমতিং তত্র বোধয়তি॥

৮৫। প্রাপ্তং সারূপ্যং শ্রীকৃষ্ণস্য সমানরূপতা যৈস্তে; অনেন তস্যাপীদৃশং রূপমুদ্দিষ্টম্। কিল নিশ্চিতম্; অত্রাসম্ভাবনা ন কার্যেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৪। আদি শব্দে তাঁহাদের পাদস্পর্শাদি। অহো! ইঁহাদের চরণারবিন্দ স্পর্শযোগ্যতা কি আমার হইবে? আমার এইরূপ মনোভাব জ্ঞাত হইয়া শিব-চিত্তানুবর্তিনী শ্রীপার্বতীদেবী নয়ন-ইঙ্গিতে গণেশকে কিছু উপদেশ প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। তখন শ্রীগণেশজি গোপনে আমায় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। 'গোপনে' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, মহাদেবের গণমধ্যে তাদৃশ গূঢ় বিষয় প্রকাশযোগ্য নয়। যেহেতু, ইহা স্বভাবতঃই পরম গোপ্য। 'শিবচিত্তানুবর্তিনী' বলাতে এবিষয়ে শ্রীশিবেরও অনুমোদন আছে, বুঝিতে হইবে।

৮৫। শ্রীগণেশ বলিলেন, ইঁহারা বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তসারূপ্য পার্ষদ, এজন্য ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সমানরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা নিশ্চয় জানিবে—অসম্ভাবনার কার্য নয়।

৮৬। পশ্যেমেঽপ্যপরে যান্তি ব্রহ্মণোঽধিকৃতেঽল্পকে।
ব্রহ্মাণ্ডে চতুরাস্যস্য তথামী দূরতঃ পরে॥

৮৭। অমী চাষ্টমুখস্যৈতদ্দ্বিগুণে যান্তি বেগতঃ।
অমী তু ষোড়শাস্যস্য ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিগুণে ততঃ॥

মূলানুবাদ

৮৬-৮৭। ঐ দেখ, ইঁহারা চতুরানন ব্রহ্মার অধিকৃত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে গমন করিতেছেন। আরও কিছু দূরে দৃষ্টিপাত কর, অপরাপর পার্ষদগণও উত্তরোত্তর বহুতর আননবিশিষ্ট ব্রহ্মাধিকৃত বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডে গমন করিতেছেন। এই চতুর্মুখ ব্রহ্মা হইতে অষ্টমুখ ব্রহ্মা দ্বিগুণ এবং তাঁহার অধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডও দ্বিগুণ। এইরূপ অষ্টমুখ হইতে ষোড়শমুখ ব্রহ্মা দ্বিগুণ এবং তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডও দ্বিগুণ।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৮৬-৮৭। তত্র হেতুং বদন্ মহাপ্রভুতামেব দর্শয়তি—পশ্যেতি দ্বাভ্যাম্। ইমে অত্যদূরগমনাচ্চতুরাস্যস্য ব্রহ্মণোঽধিকৃতেঽতোঽল্পকে বক্ষ্যমাণ-ব্রহ্মাণ্ডান্তরা-পেক্ষয়াত্যল্পে। অমী ইতি দূরে দৃশ্যমানত্বাৎ। এতস্মাচ্চতুরাস্যাধিকৃতাদ্দ্বিগুণে শতকোটিযোজনপরিমিত ইত্যর্থঃ। এবং তত্র বর্তিন মপি সর্বেষাং দ্বৈগুণ্যমূহ্য-মেবমুত্তরত্রাপি বেগত ইতি দূরগমনাৎ। ততোঽষ্টমুখব্রহ্মাধিকৃত-ব্রহ্মাণ্ডাদ্দ্বিগুণে এবমধিকারিণো ব্রহ্মণো দ্বৈগুণ্যাৎ তদধিকৃতস্য ব্রহ্মাণ্ডস্যাপি দ্বৈগুণ্যং সম্ভাব্যম, এবমগ্রেঽপি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৬-৮৭। তাহার হেতু বলিতে বলিতে তাঁহাদের মহাপ্রভুতাও সাক্ষাৎ দেখাইতেছেন। ঐ দেখ, ইঁহারা চতুর্মুখ ব্রহ্মার অধিকৃত অল্প পরিমিত ব্রহ্মাণ্ডে গমন করিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড বক্ষ্যমাণ অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় অতি অল্প পরিসরবিশিষ্ট। আরও দূরদেশে দৃষ্টিপাত কর, ইঁহারা এই চতুর্মুখ ব্রহ্মার অধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডের দ্বিগুণ শতকোটি যোজনপরিমিতি ব্রহ্মাণ্ডে গমন করিতেছেন। এইরূপে অপরাপর পার্ষদেরাও উত্তরোত্তর বৃহত্তর ব্রহ্মাধিকৃত বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডে বেগে গমন করিতেছেন। চতুর্মুখ ব্রহ্মা হইতে অষ্টমুখ ব্রহ্মা বৃহত্তর এবং তাঁহার অধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডও দ্বিগুণতর। এই মত অগ্রে অগ্রে অধিক অধিকরূপে দেখাইতে লাগিলেন।

৮৮। ইত্যেবং কোটিকোটীনাং ব্রহ্মণাং মহতাং ক্রমাৎ।
কোটিকোটিমুখাব্জানাং তাদৃগ্ব্রহ্মাণ্ডকোটিষু॥
৮৯। গচ্ছতো লীলয়া তত্তদনুরূপ-পরিচ্ছদান্।
গণেশোঽদর্শয়ত্তান্মাং বহুশো দৃঙ্মনোহরান্॥

মূলানুবাদ

৮৮-৮৯। এইরূপ যোড়শমুখ হইতে ক্রমশঃ কোটি কোটি মুখপদ্মবিশিষ্ট ব্রহ্মা সকল নিজ নিজ ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাই গণেশ আমাকে দেখাইলেন যে, হে মহাভাগ! ঐ দেখ, নেত্র মনোহর সৌন্দর্যবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ, যে ব্রহ্মাণ্ড যেরূপ বৃহৎ, তদনুরূপ পরিচ্ছদ ও বৈভবাদি প্রকাশ করিতে করিতে আগমন করিতেছেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৮৮-৮৯। এবং শ্রীগণেশকৃতমেব শ্রীবৈকুণ্ঠপার্ষদগণদর্শনং সমাদধানঃ তদ্বাক্যমধ্য এব স্বয়ং গোপকুমার আহ—ইত্যেবমিতি শ্লোকদ্বয়ম্। ক্রমাৎ মহতামাদৌ দ্বাত্রিংশন্মুখস্য, ততশ্চতুঃষষ্টিমুখস্য, ততশ্চাষ্টাবিংশত্যধিকশত-মুখস্যেত্যেবং ক্রমেণাধিকানাং তত্র চানন্তত্বাৎ সীমা নাস্তীত্যভিপ্রায়েণাহ—কোটিকোটয়ো মুখাব্জানি যেষাং তেষাং কোটিকোটীনাং ব্রহ্মণাং তৈরধিকৃতাস্বিত্যর্থঃ। তাদৃশানাং ব্রহ্মাসদৃশানাং ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটিষু, বহুবচনেনাত্রাপি কোটিকোটিত্বমেব ঊহ্যম্। সর্বথানন্তত্বে তাৎপর্যম্; তথা চোক্তং দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।১৪।১১) ব্রহ্মস্তুতৌ—'কেদৃগ্বিধা বিগণিতাণ্ডপরানূচর্যা, বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্।' ইতি; শ্রুতিস্তুতৌ চ (শ্রীভা ১০।৮৭।৪১)—'দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া, ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ। খ ইব রাজাংসি বান্তি বয়সা সহ' ইতি; ষষ্ঠস্কন্ধে চ (শ্রীভা ৬।১৬।৩৭) সঙ্কর্ষণস্তুতৌ—'ক্ষিত্যাদিভিরেষ কিলাবৃতঃ সপ্তভির্দশগুণোত্তরৈরণ্ডকোষঃ। যত্র পতত্যনুকল্পঃ সহাণ্ড-কোটিকোটিভিস্তদনন্তঃ॥' ইতি। লীলয়া গচ্ছতস্তান্ বহুশঃ কোটিকোটীর্গণেশো মামদর্শয়দিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। মুক্তিপদে আবরণাভাবেন তথাদর্শনোপপত্তেঃ। কীদৃশান্? তস্য তস্য ব্রহ্মাণ্ডস্যানুরূপো যোগ্যঃ পরিচ্ছদো যেষাং তান্; যাদৃশং ব্রহ্মাণ্ডং যে যান্তি, তে তাদৃশমেবাত্মনঃ বৈভবাদিকং প্রকাশ্য অত্রাগচ্ছত ইত্যর্থঃ। অন্যথা তত্রত্যানাং বৃহদাকারবৈভাবাদিনৈষাং ন্যূনতাপত্তের্বহির্দৃষ্টীনামাদর-বিশেষানুৎপত্তের্দোষঃ স্যাদিতি ভাবঃ। ইত্থং সর্বথৈব দৃশো মনাংসি চ হরন্তীতি তথা তান্। ইতঃ প্রভৃতি প্রকৃতং গণেশবাক্যমিব জ্ঞেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৮-৮৯। এইরূপে শ্রীগণেশ-কর্তৃক শ্রীবৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণের দর্শন সমাধানের পর, তাঁহার বাক্য-মধ্য হইতে স্বয়ং গোপকুমার দুইটি শ্লোকে তাঁহার দৃষ্ট বিষয় বর্ণন করিতেছেন। শ্রীগণেশ আমাকে বলিলেন, হে মহাভাগ! ঐ দেখ, ক্রমশঃ ষোড়শমুখ, দ্বাত্রিংশৎমুখ, চতুঃষষ্টিমুখ, একশত অষ্টাবিংশমুখ হইতে আরম্ভ করিয়া কোটি কোটি মুখপদ্মবিশিষ্ট ব্রহ্মা স্ব স্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ব্রহ্মার ন্যায় তাঁহাদের অধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডও কোটি কোটি সংখ্যক। 'কোটি কোটি' শব্দের তাৎপর্য এই যে, অনন্ত সংখ্যক ব্রহ্মা এবং তাঁহাদের অধিকৃত ব্রহ্মাণ্ড সকলও অনন্ত ও অপরিসীম। অর্থাৎ সর্বথা অনন্তত্বই তাৎপর্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মাস্তুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়—হে ভগবন্! সপ্তবিতস্তিমাত্র পরিমিত আমার দেহ, অথবা এই প্রকৃতি, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী সংমিলিত ব্রহ্মাণ্ড যদিও আমার দেহসদৃশ, তথাপি আপনার প্রতি রোমকূপে এতাদৃশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণুর গতায়াতের গবাক্ষ। অতএব আমি আপনার মহিমা কিরূপে জানিব? শ্রুতিস্তবেও উক্ত আছে—"হে দেব! সপ্তাবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ আকাশে ধূলিকণার ন্যায় আপনাতে যুগপৎ ভ্রমণ করিতেছে, আবার আপনাতেই প্রবেশ করিতেছে। আমরা তন্ন তন্ন করিয়া তাৎপর্যক্রমে আপনারই মহিমা কথঞ্চিৎ প্রতিপাদন করিতেছি।" আরও আছে, ষষ্ঠস্কন্ধে চিত্রকেতু ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে স্তব করিতেছেন, —"হে ভগবন্! পৃথিবী প্রভৃতি সপ্ত পদার্থের পর পর পদার্থ, পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা উত্তরোত্তর দশগুণ বৃহত্তর; ইঁহারাই ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করিয়াছে। এইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আপনার রোমবিবরে পরমাণুবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব আপনি যেরূপ অনন্ত, সেইরূপ আপনার বিভূতিও অনন্ত।" এইরূপে শ্রীগণেশ আমাকে দেখাইলেন যে, অনন্ত বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে লীলায় গমন করিতেছেন। মুক্তিপদে প্রাকৃত আবরণের অভাব-হেতু তথায় দর্শনে কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই। সেই পার্ষদগণ কীদৃশ? সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ, অর্থাৎ যে ব্রহ্মাণ্ড যেরূপ মহৎ, তদনুরূপ পরিচ্ছদ ও বৈভবাদি প্রকাশ করিতে করিতে নয়ন-মনোহর সেই সেই বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ আগমন করিতেছেন। অন্যথায় সেই সকল বৃহদাকার ব্রহ্মাণ্ডের উপযোগী বৃহদাকার বৈভবাদি প্রকাশ না করিলে ন্যূনতাপত্তি বা বহির্দৃষ্টিতে অনাদরবিশেষ উৎপত্তি হইতে পারে।

৯০। এতে হি মৃত্যুকালেঽপি জিহ্বাগ্রে শ্রোত্রবর্ত্ম বা।
কথঞ্চিৎ সকৃদাপ্তেন নামাভাসেন চ প্রভোঃ॥
৯১। ভক্তান্ কৃৎস্নভয়াৎ প্রান্তস্তন্বন্তো ভক্তিমুজ্জ্বলাম্।
সর্বত্র বিচরন্ত্যাত্মেচ্ছয়া ভক্ত্যেকবল্লভাঃ॥
৯২। ভক্তাবতারাস্তস্যৈতে চত্বারো নৈষ্ঠিকোত্তমাঃ।
পরিভ্রমন্তি লোকানাং হিতার্থং পার্ষদা ইব॥
৯৩। বসন্তি চ তপোলোকে প্রভুং নারায়ণং বিনা।
অনাথানামিব ক্ষেমং বহন্তস্তন্নিবাসিনাম্॥

মূলানুবাদ

৯০-৯১। আরও কহিলেন, যাহারা মৃত্যুকালে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের নাম আভাসরূপেও জিহ্বাগ্রে উচ্চারণ করেন, অথবা কর্ণপথে গ্রহণ করেন, সেই সকল ভক্তকে ভক্তিবিঘ্নাদিরূপ সমগ্র ভয় হইতে রক্ষা করিবার ব্যপদেশে বিশুদ্ধ ভক্তি বিস্তারার্থ ভক্ত্যেকবল্লভ এই বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ সর্বত্র স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছেন।

৯২-৯৩। আর এই যে নৈষ্ঠিকোত্তম ভক্তরূপ অবতার সনকাদি যোগেন্দ্র-চতুষ্টয়, ইঁহারা লোকহিতার্থে বৈকুণ্ঠপার্ষদগণের ন্যায় সর্বত্র বিচরণ করেন। আর তপোলোকে শ্রীমন্নারায়ণ অদর্শনে অনাথের ন্যায় দৃশ্যমান অন্যান্য ঊর্ধ্বরেতা-গণের ক্ষেমস্বরূপ ভগবদ্‌বার্তা বিধান করিবার জন্য তপোলোকেও বাস করেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৯০-৯১। ননু শ্রীবৈকুণ্ঠপার্ষদানাং তত্র তত্র কিমর্থং গমনম্? তত্রাহ—এত ইতি দ্বাভ্যাম্। শ্রীবৈকুণ্ঠপার্ষদা হি আত্মেচ্ছয়ৈব, ন তু কেনাপ্যন্যপারতন্ত্র্যেণ, সর্বত্র চরন্তীতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কিং কুর্বন্তঃ? অপ্যর্থে চকারঃ; প্রভোঃ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথস্য নামাভাসেনাপি তস্যৈব ভক্তান্ কৃৎস্নেভ্যো ভয়েভ্যো ভক্তিবিঘ্নাদিরূপেভ্যঃ পান্তঃ রক্ষন্তঃ। কীদৃশেন? মৃত্যুকালেঽপি কথঞ্চিৎ পরিহাসাবহেলনাদিপ্রকারেণাপি সকৃদপি জিহ্বায়া অগ্রমপি শ্রোত্রস্য বর্ত্মনিকটমপি বা আপ্তেন লব্ধেন। অতএব উজ্জ্বলাং বিশুদ্ধাং ভক্তিং তন্বন্তঃ সর্বত্র প্রবর্তয়ন্তঃ; যতঃ ভক্তিরেবৈকা বল্লভা যেষাং তে॥

৯২-৯৩। ননু তর্হি আত্মারামৈঃ সমমেষাং কুতঃ সঙ্গো বৃত্তঃ? তত্রাহ—ভক্তেতি চতুর্ভিঃ। এতে শ্রীসনকাদয়শ্চত্বারস্তস্য শ্রীবৈুণ্ঠনাথস্য ভক্তাবতারাঃ, স্বাচরিতৈর্ভক্তি-প্রবর্তনেন ভক্তরূপাবতারা ইত্যর্থঃ। অতএব পার্ষদা ইব লোকানাং হিতার্থং পরিভ্রমন্তি সর্বত্র চরন্তি। ননু ময়ৈতে চিরং তপোলোকে নিবসন্তো দৃষ্টাঃ, সত্যম্, তদর্থমেবেত্যাহ—বসন্তীতি। প্রভুং তপোলোকেশ্বরং বিনা অনাথানাং স্বামীহীনানাং তস্মিন্ লোকে নিবাসিনামূর্ধ্বরেতসাং স্বদর্শিতমার্গরতানাং যোগীন্দ্রাণাং ক্ষেমং

ভগবদ্বার্তাসংকীর্ত্তনাদিমঙ্গলং বহন্তঃ সদা কুর্বন্তস্তপোলোকে বসন্তি। চ-কার উক্তসমুচ্চয়ে। ইবেতি বস্তুতো ধ্যানে সদা প্রভোর্দর্শনেন অনাথত্বাভাবাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯০-৯১। যদি বল, শ্রীবৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে কিজন্য গমন করিতেছেন? তাহাতেই বলিতেছেন, পার্ষদগণ স্বেচ্ছায় গমন করিয়া থাকেন, কাহারও ইচ্ছায় নহে। তথায় গমন করিয়া তাঁহারা কি করেন? নিজ প্রভু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের নামাভাসকারী ভক্তসকলকে ভক্তিবিঘ্নাদিরূপ সমগ্র ভয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইঁহারা সর্বত্র স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকেন। উক্ত নামাভাস কীদৃশ? মৃত্যুকালে যাঁহারা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের নাম পরিহাস বা অবহেলাদিক্রমেও জিহ্বাগ্রে একবারমাত্র উচ্চারণ বা শ্রবণ পথগত করেন, তাহাতেই নামাভাস হয়। অতএব বিশুদ্ধ ভক্তি বিস্তার করিতে করিতে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে সর্বত্র বিচরণ করিতেছেন। যেহেতু, তাঁহারা ভক্ত্যেকবল্লভ অর্থাৎ তাঁহাদের ভক্তিই একমাত্র প্রিয়।

৯২-৯৩। ভাল কথা, বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ নির্মল ভক্তি বিস্তারের জন্য সর্বত্র ভ্রমণ করেন, কিন্তু ইঁহাদের সঙ্গে আত্মারামগণ কেন? তাহাই চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন। এই শ্রীসনকাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের ভক্তরূপ অবতার, নিজ নিজ আচরণের দ্বারা সর্বত্র ভক্তি প্রবর্তন করেন। অতএব বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণের ন্যায় লোকহিতার্থে ইঁহারাও সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। যদি বল, আপনিই ত' পূর্বে ইঁহাদিগকে তপোলোকে বাস করিতে দেখিয়াছেন। সত্য, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। তপোলোকবাসিগণ যদিও ধ্যানে সর্বদা ভগবদ্দর্শন করেন, তথাপি সাক্ষাৎ দর্শনের অভাবে স্বামিহীন অনাথের ন্যায় দৃশ্যমান। অতএব সেই তপোলোকবাসী অন্যান্য উর্ধ্বরেতাগণের পরমক্ষেমস্বরূপ ভগবৎবার্তা সংকীর্তনাদিরূপ মঙ্গলবিধান করিবার নিমিত্ত তপোলোকে বাস করিয়া থাকেন। 'ইব'কারের তাৎপর্য এই যে, বস্তুতঃ ধ্যানে সর্বদা ভগবদ্দর্শন আর সাক্ষাৎ ভগবদ্-দর্শনে (অনাথত্ব-অভাব-হেতু) এই উভয় দর্শনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

সারশিক্ষা

৯০-৯১। অন্যত্র সঙ্কেতপূর্বক নামোচ্চারণকেই নামাভাস বলে। অন্যত্র সঙ্কেত, পরিহাস বা হেলাদি সহকারে নাম গ্রহণ করিলেও শ্রীনামই কৃপা করিয়া জীবের অশেষবিধ পাপাদি বিনাশপূর্বক চিত্তশুদ্ধ্যাদি করাইয়া যথাকালে প্রেম ফল প্রদান করিয়া থাকেন। নামের মুখ্য ফল প্রেম লাভ, কিন্তু নামাপরাধ থাকিলে নামাভাস হয় না। অর্থাৎ নামাপরাধ না থাকিলে নামাভাসেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এই মুক্তিলাভের পথে যে কিছু অন্তরায় উপস্থিত হয়, বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ সেই সকল ভক্তিবিঘ্ন হইতে ভক্তকে রক্ষা করেন।

৯৪। গত্বা সম্প্রতি বৈকুণ্ঠে সর্বাকর্ষকসদ্‌গুণম্।
ভগবন্তং তমালোক্য মোক্ষানন্দবিড়ম্বিনা॥

৯৫। নির্ভরানন্দপূরেণ সংযোজ্যাত্মানমাগতাঃ।
পিবন্তো ভক্তসঙ্গত্যা হরের্ভক্ত্যা মহারসম্॥

মূলানুবাদ

৯৪-৯৫। সম্প্রতি ইঁহারা বৈকুণ্ঠে সর্বাকর্ষক সদ্‌গুণমণ্ডিত শ্রীভগবানকে অবলোকন করিয়া মোক্ষানন্দবিড়ম্বিত আনন্দরাশি পরিপূরিত হৃদয়ে পার্ষদগণ সঙ্গে আগমন করিয়াছেন। উঁহারা হরিভক্ত সংসর্গে ভক্তিরস পান করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৯৪-৯৫। ননু কথং তর্হি বৈকুণ্ঠপার্ষদৈরেতৈঃ সঙ্গো বৃত্তঃ? তত্রাহ—গত্বেতি দ্বাভ্যাম্। সম্প্রতি চ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে গত্বা তং শ্রীবৈকুণ্ঠনাথমালোক্য সাক্ষাদ্‌দৃষ্টা, অতএব নির্ভরানন্দপূরেণাত্মানং সংযোজ্য, অতএব হরের্ভক্তানাং সঙ্গত্যা তস্যৈব ভক্তিরসং পিবন্তঃ, তদীয়কীর্তিগান-মহামৃত-রসপানং কুর্বন্তঃ অত্রাগতাঃ। নন্বাত্মারামাণামেষাং কথং তত্র গমনং বৃত্তম্? তত্রাহ—সর্বেষামাকর্ষকাঃ সন্তঃ, পরমোৎকৃষ্টা গুণা যস্য তমিতি। অতএব হরেরিত্যুক্তম্। তদেব দর্শয়িতুং তদীয়সাক্ষাদ্দর্শনানন্দস্য পরমোৎকর্ষং বদন্ আনন্দপূরমেব বিশিনষ্টি—মোক্ষানন্দং বিড়ম্বয়িতুমুপহসিতুং ধিক্‌কর্ত্তুং শীলমস্যেতি তথা তেনেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৪-৯৫। যদি বল, তাহা হইলে বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণের সঙ্গ হইল কিরূপে? তাহাতেই বলিতেছেন, সম্প্রতি ঐ যোগেন্দ্র চতুষ্টয় বৈকুণ্ঠে আগমন করিয়া সর্বাকর্ষক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া আসিতেছেন। অতএব নির্ভর পরমানন্দরাশি সহ আত্মসংযোগ করিয়া হরিভক্ত পার্ষদগণের সংসর্গে ভক্তিরস পান করিতেছেন এবং তদীয় কীর্তি-গানজনিত মহামৃত রসপান করিতে করিতে এইস্থানে আগমন করিয়াছেন। যদি বল, আত্মারামগণের এইপ্রকার বৈকুণ্ঠে গমন কিরূপে সম্ভবপর হয়? তাহাতেই বলিতেছেন, সর্বাকর্ষক সদ্‌গুণমণ্ডিত শ্রীভগবানের পরমোৎকৃষ্ট গুণ এই যে, আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন, আর ইঁহারাও তদীয় সাক্ষাৎ দর্শনানন্দের পরমোৎকর্ষ বর্ণনপূর্বক মোক্ষানন্দ-তিরস্কারকারী নিজ পরমানন্দ-প্রাচুর্যের আস্বাদন নিমিত্ত ভক্তসঙ্গে ভক্তিরস পান করিতেছেন।

সারশিক্ষা

৯৪-৯৫। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, এই চতুঃসন শ্রীভগবানের লীলাবতার। গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুই এই চতুঃসনের সর্ব আশ্রয়পূর্বক জ্ঞানশক্ত্যাদি বিস্তার করেন। এজন্য ইঁহারা কোন কোন স্থলে শক্ত্যাবেশ অবতার রূপেও বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীভগবান কোন মহোত্তম জীবে আবিষ্ট হইলে তাহাকে আবেশ বলে। এই আবেশ দ্বিবিধ—যে সকল মহোত্তম জীবে অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তির আবেশ হয়, তাঁহারা আপনাদিগকে ভগবৎপরতন্ত্র বলিয়া অভিমান করেন। এই চতুঃসন নিজদিগকে ভগবৎপরতন্ত্র বলিয়া অভিমান করেন। আর যে সকল মহোত্তম জীবে অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তির আবেশ হয়, তাঁহারা 'আমিই ভগবান'—এই অভিমান করিয়া থাকেন। যেমন, শ্রীঋষভদেব।

এই চতুঃসন চারিমূর্তিতে ভগবানের এক অবতার। ইঁহাদের মধ্যে ভগবানের জ্ঞানভক্তি শক্ত্যাংশেরই আবেশ হয়। এস্থলে 'অংশ' বলিলেও ভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাবশতঃ সর্বদা শক্ত্যাদির ঐকদেশিক অভিব্যক্তি বুঝিতে হইবে! পরন্তু সকল ভগবদবতারই শ্রীভগবানের স্বরূপগত নিখিল ধর্মে পরিপূর্ণ। এই নিমিত্তই চতুঃসন স্বচ্ছন্দে বৈকুণ্ঠে গমনাগমন করিয়া থাকেন।

৯৬। নিত্যাপরিচ্ছিন্নমহাসুখান্ত্য,-কাষ্ঠাবতস্তাদৃশবৈভবস্য।
সাক্ষাদ্রমানাথ-পদারবিন্দ,-ক্রীড়াভরাজস্রবিভূষিতস্য॥

৯৭। তৎপ্রেমভক্তৈঃ সুলভস্য বক্তুং, বৈকুণ্ঠলোকস্য পরং কিমীশে।
অদ্বৈতদুর্বাসনয়া মুমুক্ষা, বিদ্ধাত্মনাং হৃদ্যপি দুর্লভস্য॥

মূলানুবাদ

৯৬-৯৭। যে স্থান নিত্য অপরিচ্ছিন্ন মহাসুখের পরাকাষ্ঠাবিশিষ্ট ও তাদৃশ বৈভবযুক্ত, সাক্ষাৎ রমানাথ-পদারবিন্দযুগলের ক্রীড়াভরে অজস্র বিভূষিত এবং যাহা তৎ প্রেমভক্তগণেরই সুলভ, এতাদৃশ বৈকুণ্ঠলোকের কথা আর কি বর্ণন করিব? অদ্বৈত-দুর্বাসনায় যাঁহাদের হৃদয় মুমুক্ষাবিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা হৃদয়েও সেইস্থানের মাহাত্ম্য ধারণা করিতে পারেন না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৯৬-৯৭। এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রকৃতমুপসংহরতি—নিত্যেতি দ্বাভ্যাম্। পরমুক্তাদন্যৎ বৈকুণ্ঠলোকস্য কিং বক্তুমীশে? অপি তু ন কিঞ্চিদন্যদ্‌বক্তুং শক্তো ভবামীত্যর্থঃ। তত্র হেতূন্ বদংস্তমেব বিশিনষ্টি—নিত্যেত্যাদিবিশেষণৈঃ পঞ্চভিঃ। নিত্যমপরিচ্ছন্নং তন্মহাসুখং তস্য যাহন্ত্যা চরমা কাষ্ঠা পরিপাকস্তদ্বতঃ, অতস্তাদৃশানি তল্লোকসদৃশানি নিত্যপরিচ্ছিন্নমহাসুখান্ত্যকাষ্ঠাবন্তীত্যর্থঃ। বৈভবাবি পরিচ্ছদ-পরিবারাদীনি যস্মিন্ তস্য। কুতঃ? সাক্ষাৎ রমানাথস্য পদারবিন্দয়োঃ ক্রীড়াতরেণ অজস্রং বিভূষিতস্য অতএব তস্য রমানাথস্য প্রেম্ণা ভক্তৈঃ সুলভস্য। অতএব অদ্বৈতে আত্মনা সহ ভগবতোঽভেদে যা বাসনা, সৈব দুর্বাসনা দুষ্টো মনঃ-সংস্কারস্তয়া যা মুমুক্ষা মোক্ষেচ্ছা তয়া বিদ্ধঃ শক্ত্যেব ভিন্ন আত্মা অন্তঃকরণং যেষাং তেষাম্। যদ্যপি দুর্লভস্য মনোরথেনাপি গন্তুমশক্যস্যেত্যর্থঃ। যথোক্তং বাশিষ্ঠে—'অজ্ঞস্যার্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ। মহানরকজালেষু তেনৈব বিনিযোজিওঃ॥' ব্রহ্মবৈবর্তে চ—'বিষয়- স্নেহসংযুক্তো ব্রহ্মাঽহমিতি যো বদেৎ। কল্পকোটিসহস্রাণি নরকে স তু পচ্যতে॥' পুরাণান্তরে চ—'সংসারসুখসংযুক্তং ব্রহ্মাঽহমিতিবাদিনম্। কর্ম-ব্রহ্মপরিভ্রষ্টং তং ত্যাজেদন্ত্যজং যথা॥' ইতি। ঈদৃশানাং নরকপাতস্যৈব শ্রবণাৎ, কিমুত বক্তব্যং পরব্রহ্মণা ভগবতা সহাভেদবাদি-নামিত্যূহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৬-৯৭। এক্ষণে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য সমাপন করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন। অর্থাৎ প্রসঙ্গানুসারে মুক্তিপদের বর্ণনা সমাপন করিয়া

বৈকুণ্ঠলোকের কথা বলিতেছেন এবং তাহাই 'নিত্যা' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিবার জন্য পাঁচটি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। যে স্থান নিত্য অপরিচ্ছিন্ন অপরিসীম মহাসুখের চরমকাষ্ঠাবিশিষ্ট এবং সেখানকার পরিবার পরিচ্ছদাদিও সেই লোকসদৃশ সুখঘনাকৃতি ও নিত্য অপরিসীম-বৈভবযুক্ত। যেহেতু, সাক্ষাৎ শ্রীরমানাথ পদারবিন্দযুগলের ক্রীড়াভরে সেইস্থান অজস্র বিভূষিত এবং যাহা কেবল সেই রমানাথের প্রেমপরায়ণ ভক্তগণেরই সুলভ, এতাদৃশ বৈকুণ্ঠলোকের বিষয় আর কি বর্ণন করিব? অদ্বৈতভাবনায় যাঁহাদের হৃদয় মুমুক্ষাবিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ মুক্তি ইচ্ছা করিয়া ভগবানের সহিত নিজেকে অভেদ-ভাবনা বলে যাঁহাদের হৃদয় দুর্বাসনাদুষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা কদাচ সেইস্থান হৃদয়েও ধারণ করিতে পারেন না। অর্থাৎ তাঁহাদের পক্ষে পরমদুর্লভ। যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ প্রণেতাও এই সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিয়াছেন। "যাঁহারা অজ্ঞ ও অর্ধপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিকে 'সর্বং ব্রহ্ম' এই উপদেশ করে, তাহারা সেই অপরাধে মহানরকজালে আবদ্ধ হইয়া অনন্তকাল নরকভোগ করে।" ব্রহ্মবৈবর্ত গ্রন্থেও লিখিত আছে—"যে ব্যক্তি মায়িক বিষয়ে স্নেহযুক্ত হইয়া 'অহং ব্রহ্ম' বলে, সে ব্যক্তি কল্পকোটি সহস্র বৎসর নরকে পচিয়া থাকে।" একথা পুরাণান্তরেও স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে—"সংসারসুখ সংযুক্ত ব্যক্তি যদি 'আমিই ব্রহ্ম' বলে, তবে সেই কর্মব্রহ্মভ্রষ্ট ব্যক্তিকে অন্ত্যজ চণ্ডালবৎ পরিত্যাগ করিবে।" যখন এতাদৃশ ব্যক্তিগণের নরকপাতের কথা শ্রবণ করা যাইতেছে, তখন পরব্রহ্মের সহিত যাহারা নিজেকে অভেদ ভাবনা করে, তাহাদের কি দুর্গতি হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সারশিক্ষা

৯৬-৯৭। দেহ-গেহাদির আসক্তি লইয়া 'আমি ব্রহ্ম' ভাবনা করিতে গেলেও দেহ-গেহাদি ব্রহ্ম হইয়া যায় এবং সেই সংসার ভাবনাকেই ব্রহ্মভাবনা বলিয়া মনে হয়; সুতরাং এজাতীয় ভাবনার ফলে পুনঃপুনঃ সংসার প্রাপ্তিই ঘটিয়া থাকে। অথচ সংসারাসক্ত জীবের দৃশ্যমান বিষয় ভিন্ন ভাবনারও কোন বস্তু নাই। এজন্য তাহাদের পক্ষে অহংগ্রহোপাসনা দুঃখেই পর্যবসিত হয়।

সংসারাসক্তিরহিত জ্ঞানীগণ ব্রহ্ম ও জীবের বিশেষণগুলি পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের শুদ্ধ চিদংশমাত্র উপাসনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া, তাহারই মনন ও নিদিধ্যাসন করেন, তাহাতেই জীব ও ব্রহ্মের চিৎসত্তাংশে তাদাত্ম্যতা ঘটে ও উপাসনা সিদ্ধ হয়—স্বরূপাংশে ঐক্যাপত্তি নহে। যাঁহারা স্বরূপাংশে 'আমি ভগবান' 'আমি ব্রহ্ম' ইত্যাদি ভাবনা করেন, তাঁহারা অপরাধগ্রস্ত হইয়া অধঃপতিত হন।

৯৮। যদ্যস্য মৎপিতুঃ সম্যক্ করুণা স্যাত্তদা ত্বয়া।
শ্রোষ্যতে মহিমা তস্য গত্বা চানুভবিষ্যতে॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

৯৯। ব্রহ্মংস্তৎপ্রাপ্তয়ে জাতমহালালসয়া ভৃশম্।
অহং চিন্তার্ণবাপারভঙ্গরঙ্গে প্রনর্তিতঃ॥

মূলানুবাদ

৯৮। যদ্যপি আমার পিতার সম্যক্ করুণা হয়, তবে তুমিও বৈকুণ্ঠলোকের মহিমা শ্রবণ করিবে এবং তথায় যাইয়া সাক্ষাৎ তাহা অনুভব করিবে।

৯৯। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্! সেই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির জন্য আমার যে মহালালসা উৎপন্ন হইল, সেই লালসারূপ চিন্তাসাগরের অপার তরঙ্গ রঙ্গে আমায় অতিশয় নাচাইতে লাগিল।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৯৮। ননু তথাপ্যন্যৎ কিঞ্চিদ্বিশেষেণ বর্ণয়েতি চেত্তত্রাহ—যদীতি। অস্য সাক্ষাদ্ভূতস্য ইতি করুণাসম্ভাবনা দর্শিতাঃ। সম্যক্ সমীচীনা, ন তু শিবলোক-প্রাপ্ত্যনুরূপেত্যর্থঃ। তস্য বৈকুণ্ঠলোকস্য, তত্রৈব গত্বা তস্য মহিমানুভবিষ্যতে সাক্ষাৎকরিষ্যতে চ॥

৯৯। তস্য শ্রীবৈকুণ্ঠলোকস্য প্রাপ্তয়ে জাতয়া মহালালসয়া কর্ত্র্যা চিন্তার্ণবস্যাপারোঽনন্তো ভঙ্গস্তরঙ্গ এব রঙ্গঃ নৃত্যস্থলী তস্মিন্নহং ভৃশং প্রকর্ষেণ নর্তিতঃ। তদীপ্সাতিশয়েন মহাচিন্তাকুলোঽভবমিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৮। যদি বল, তথাপি আপনি কিঞ্চিৎ বিশেষভাবে সেই বৈকুণ্ঠমাহাত্ম্য বর্ণন করুন। তাহাতেই বলিতেছেন, যদ্যপি আমার পিতার সম্যক্ করুণা হয়, তবে তুমি বিশেষরূপে বৈকুণ্ঠের মহিমা শ্রবণ করিবে এবং তথায় যাইয়া সাক্ষাৎ অনুভবও করিবে। 'সাক্ষাৎ অনুভব' এই বাক্যের দ্বারা করুণা সম্ভাবনা প্রদর্শিত হইল। এখানে সম্যক্ অর্থে সমীচীন করুণা, শিবলোক প্রাপ্তির অনুরূপ করুণা নহে। বৈকুণ্ঠলোক গমন করিয়া সাক্ষাৎ সেই মহিমা অনুভব করিবে। অতএব চিন্তা করিও না, আমার পিতা তোমায় নিশ্চয় অনুগ্রহ করিবেন।

৯৯। অতঃপর সেই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত আমার যে মহালালসা উৎপন্ন হইল, সেই মহালালসারূপ চিন্তা-সমুদ্রের অপার তরঙ্গমালার ভঙ্গিরূপ নৃত্যস্থলীতে আমি নর্তন করিতে লাগিলাম। অর্থাৎ সেই অভীপ্সিত বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির জন্য আমি মহাচিন্তাকুল হইলাম।

১০০। বিচারজাততঃ স্বস্য সম্ভাব্য তদযোগ্যতাম্।
প্ররুদন্ শোকবেগেন মোহং প্রাপ্যাঽপতং ক্ষণাৎ॥

১০১। মহাদয়ালুনানেন পরদুঃখাসহিষ্ণুনা।
বৈষ্ণবৈকপ্রিয়েণাহমুত্থাপ্যাশ্বাস্য ভাষিতঃ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—

১০২। হে শ্রীবৈষ্ণব! পার্ব্বত্যা সাঽহমপি কাময়ে।
তস্মিন্ বৈকুণ্ঠলোকে তু সদা বাসং ভবানিব॥

মূলানুবাদ

১০০। আবার যখন মনে মনে বিচার করিয়া স্থির করিলাম যে, আমি বৈকুণ্ঠবাসের অযোগ্য, তখন শোকভরে মূর্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলাম।

১০১। তখন পরদুঃখ-অসহিষ্ণু বৈষ্ণবপ্রিয় মহাদয়ালু সেই মহাদেব আমাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিতে লাগিলেন।

১০২। শ্রীমহাদেব বলিলেন, হে শ্রীবৈষ্ণব! তোমার ন্যায় আমিও পার্বতীসহ সেই বৈকুণ্ঠলোকে সর্বদা বাস করিতে ইচ্ছা করি।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১০০। ততশ্চ স্বস্য মম তস্যাং বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তৌ অযোগ্যতাং বিচারসমূহৈঃ সম্ভাব্য প্ররুদন্ সন্॥

১০১। অনেন শ্রীমহাদেবেন॥

১০২। ভবানিত্যস্যায়মভিপ্রায়। পার্বত্যা সহ বাঞ্ছ্যমানমর্থং ত্বমপ্যভীপ্সন্ মৎসাদৃশ্যং প্রাপ্ত এবেতি মল্লোক এবাগত্য সুখং নিবসেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০০। তারপর যখন মনে মনে বিচার করিয়া নিশ্চয় করিলাম যে, আমি সেই বৈকুণ্ঠলোক পাইবার অযোগ্য; তখন শোকের আবেগে রোদন করিতে লাগিলাম।

১০১। তখন পরমদয়ালু শ্রীমহাদেব ইত্যাদি।

১০২। তখন সেই শ্রীমহাদেব বলিলেন, তোমার ন্যায় আমিও পার্বতীসহ সেই বৈকুণ্ঠলোকে বাস কামনা করি, অতএব তুমি ও আমি উভয়েই এক বাসনা যুক্ত, অধুনা আমার সহিত আমার লোকে গমন করিয়া তথায় সুখে বার কর।

১০৩। সোঽতীব দুর্লভো লোকঃ প্রার্থ্যো মুক্তৈরপি ধ্রুবম্॥
সাধ্যো ব্রহ্মসুতানাং হি ব্রহ্মণশ্চ মমাপি সঃ॥
১০৪। নিষ্কামেষু বিশুদ্ধেষু স্বধর্ম্মেষু হি যঃ পুমান্।
পরাং নিষ্ঠাং গতস্তস্মিন্ যা কৃপা শ্রীহরের্ভবেৎ॥
১০৫। তস্যাঃ সতগুণা চেৎ স্যাদ্ ব্রহ্মত্বং লভতে তদা।
তস্যাঃ শতগুণায়াঞ্চ সত্যাং মদ্ভাবমৃচ্ছতি॥
১০৬। শ্রীমদ্ভগবতস্তস্য ময়ি যাবাননুগ্রহঃ।
তস্মাচ্ছতগুণোত্তানে জাতে বৈকুণ্ঠমেতি তম্॥

মূলানুবাদ

১০৩। সেই বৈকুণ্ঠলোক অতীত দুর্লভ, মুক্তগণও যাঁহাকে সর্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকেন; এমন কি ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু আদি মহর্ষিগণ, ব্রহ্মা এবং আমিও যাঁহার জন্য সাধনা করিতেছি।

১০৪-১০৬। কোন পুরুষ নিষ্কাম বিশুদ্ধ স্বধর্মে পরানিষ্ঠা লাভ করিলে তাঁহার প্রতি শ্রীহরির যাদৃশী কৃপা হয়; সেই পুরুষ যদি ব্রহ্মাত্ব লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার উপর শ্রীহরির শতগুণ অধিক কৃপা হইয়া থাকে। আবার সেই পুরুষ যদি মদ্ভাব প্রাপ্ত হন, তবে শ্রীহরি তাঁহার প্রতি আরও শতগুণ অধিক কৃপা করিয়া থাকেন। আমার প্রতি শ্রীমদ্ ভগবানের যেরূপ অনুগ্রহ, তাহার শতগুণ অনুগ্রহ হইলে সেই বৈকুণ্ঠলোকে গমন করা যায়।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০৩। যতঃ স বৈকুণ্ঠলোকঃ অতীব দুর্লভঃ, ব্রহ্ম-সুতানাং ভৃগ্বাদীনাং সাধ্য এব, ন তু সাধিতঃ॥

১০৪-১০৬। দুর্লভত্বকারণমেবাহ—নিষ্কামেষ্বিতি ত্রিভিঃ। স্বধর্ম্মেষু নিজ-বর্ণাশ্রমধর্ম্মেষু পরাং শ্রেষ্ঠামন্ত্যাং বা নিষ্ঠাং পরিপাকং যঃ পুমান্ গতঃ প্রাপ্তঃ, যা যাদৃশী তস্যাঃ কৃপায়াঃ সকাশাচ্ছতগুণা চেদ্‌যদি স্যাৎ, মদ্ভাবং শিবত্বং ঋচ্ছতি লভতে। তদুক্তং তেনৈব প্রচেতসঃ প্রতি চতুর্থস্কন্ধে (শ্রীভা ৪।২৪।২৯)—'স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্, বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্। অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং, পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে॥' ইতি। অস্যার্থঃ—অথ ততঃ পরং ভাগবতঃ সন্ অব্যাকৃতং প্রপঞ্চাতীতং যথাহং রুদ্রো

ভূত্বাধিকারিকবদ্বর্তমানঃ, বিবুধা দেবাশ্চাধিকারিকাঃ, কলাত্যয়েঽধিকারান্তে লিঙ্গভঙ্গে সত্যেষ্যন্তীতি তস্মিন্ অনুগ্রহে শতগুণৈরুত্তানে অধিকে জাতে সতি বৈকুণ্ঠমেতি। যথোক্তমিতিহাসসমুচ্চয়ে মুদ্গলোপাখ্যানে—'ব্রহ্মণঃ সদনাদূর্ধ্বং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। শুদ্ধং সনাতনং জ্যোতিঃ পরব্রহ্মেতি যদ্বিদুঃ॥ নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা যে জিতেন্দ্রিয়াঃ। ধ্যানযোগ পরাশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি সাধবঃ॥ যেঽর্চ্চয়ন্তি হরিং বিষ্ণুং কৃষ্ণং জিষ্ণুং সনাতনম্। নারায়ণমজং কৃষ্ণং বিশ্বক্‌সেনং চতুর্ভুজম্॥ ধ্যায়ন্তি পুরুষং দিব্যমচ্যুতঞ্চ স্মরন্তি যে। লভন্তে তেঽচ্যুতং স্থানং শ্রুতিরেষা সনাতনী॥' ইতি। ব্রহ্মণঃ সদনাদিত্যস্য মুক্তিপদাদিত্যর্থঃ সাযুজ্যেন তত্র ব্রহ্মানুভবাৎ। এবং শ্রীমহেশাদপি শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিনামধিকো মহিমা সম্পন্নঃ। তচ্চ তস্য ভক্তাবতারত্বেন বিনয়োক্তিমাত্রম্; বস্তুতস্তু তস্য শ্রীভগবদবতারত্বাৎ পার্ষদৈরপি পূজ্যতৈব প্রসজ্যেত। এতচ্চ তেষামেব বাক্যতোঽগ্রে ব্যক্তং ভাবি। এবং সর্বেষামপি ভগবদবতারাণাং বোদ্ধব্যম্। তারতম্যঞ্চ যদ্দৃশ্যতে, তচ্চ ভগবত্তাপ্রকটনানুসারমাত্রেণৈব, ন তু বস্তুতঃ। এতদপ্যগ্রে শ্রীনারদবাক্যতো বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি; প্রস্তুতমনুসরামঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৩। পরন্তু সেই বৈকুণ্ঠলোক অতীব দুর্লভ, এমন কি ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণেরও সাধ্য, যাহার প্রাপ্তি তাঁহারা সাধনা করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপিও প্রাপ্ত হন নাই।

১০৪-১০৬। 'নিষ্কামেষু' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের দ্বারা সেই বৈকুণ্ঠপদের দুর্লভত্বের কারণ বলিতেছেন। 'স্বধর্মেষু'—নিজবর্ণাশ্রমধর্মে পরমনিষ্ঠা লাভ করিলে বা নিষ্ঠার পরিপাক হইলে, সেই পুরুষের প্রতি শ্রীহরির যাদৃশী কৃপা হয়, সেই পুরুষই আবার যদি ব্রহ্মাত্ব লাভ করেন, তাহা হইলে সেই পুরুষের প্রতি তাঁহার শতগুণ অধিক কৃপা হইয়া থাকে; আবার সেই পুরুষ যদি মদ্ভাব (শিবত্ব) প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে সেই কৃপারও শতগুণ অধিক কৃপা হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশিব স্বয়ংই প্রচেতাগণকে বলিয়াছেন,—"স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শতজন্মে বিরিঞ্চিত্বপদ প্রাপ্ত হয়, তাহার পরে আমাকে লাভ করে; কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত, তিনি দেহান্তেই প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" তাৎপর্য এই যে, আমি যেমন রুদ্ররূপে আধিকারিক দেবতা হইয়া প্রজাপালন করিতেছি, তেমন ব্রহ্মাদি দেবগণও প্রজাপালন করিতেছেন। যখন আমাদের অধিকারকাল শেষ হইবে, তখন লিঙ্গভঙ্গ হওয়াতে শ্রীভগবানের শতগুণ অধিক কৃপাপ্রাপ্ত হইলে আমরা সকলেই সেই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইব।

একথা ইতিহাসসমুচ্চয়েও মোদগল্য উপাখ্যানে স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে—ব্রহ্মসদনের উর্ধ্বে সেই বিষ্ণুর পরমপদ বিরাজিত, যাহা মায়াতীত শুদ্ধ সনাতন জ্যোতিঃরূপ পরব্রহ্ম। যে সকল সাধুগণের দেহ ও দৈহিক বিষয়ে অহংতা-মমতাভাব নাই এবং নির্দ্বন্দ্ব (শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, সর্বত্রই সমানভাব) জিতেন্দ্রিয়, ধ্যানযোগে রত; বিশেষতঃ যে সকল সাধু হরি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, জিষ্ণু, সনাতন, নারায়ণ, অজ ও বিষ্ককসেন প্রভৃতি চতুর্ভুজবিশিষ্ট দিব্য মূর্তিমান অচ্যুত পুরুষকে অর্চনা করেন, স্মরণ করেন ও নিত্য ধ্যান করেন, তাঁহারাই সেই অচ্যুতস্থান বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন। ইহা সনাতনী শ্রুতিসমূহেরও অভিমত জানিতে হইবে। এখানে 'ব্রহ্মসদন' বলিতে মুক্তিপদ বুঝিতে হইবে। কেননা, সাযুজ্য মুক্তিতেই তথায় ব্রহ্মানুভব হয়। এইরূপে শ্রীমহেশ হইতেও বৈকুণ্ঠবাসিগণের অধিক মহিমা সম্পন্ন হইল। যদিও ইহা স্বয়ং শ্রীমহাদেবেরই উক্তি, তথাপি ভক্তাবতার বলিয়া তাঁহার বিনয়োক্তিরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনি শ্রীভগবানের ভক্তরূপ অবতার অতএব পার্ষদগণেরও পূজ্য; পার্ষদগণের বাক্যেই তাহা পরে প্রতিপাদিত হইবে। এইরূপ সমস্ত ভগবদতারগণেরই স্বভাব। তাঁহাদের মধ্যে যে তারতম্য দেখা যায়, তাহা কেবল ভগবত্তা প্রকটন অনুসারেই হইয়া থাকে, বস্তুত নহে। ইহা শ্রীনারদবাক্যে প্রকাশ পাইবে। এক্ষণে প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে।

১০৭। অথাপি গোবর্ধনগোপপুত্র,-স্তমর্হসি ত্বং মথুরেশভক্তঃ।
তদেকভক্তিপ্রিয়বিপ্রশিষ্য, স্তদীয়তন্মন্ত্রপরোঽনুরক্তঃ॥

মূলানুবাদ

১০৭। তথাপি হে গোবর্ধনবাসি গোপপুত্র! তুমি সেই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত, কারণ, তুমি মথুরানাথের ভক্ত এবং তদেকভক্তিপ্রিয় বিপ্রের শিষ্য ও তদীয় মন্ত্রজপে অনুরক্ত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০৭। অথাপ্যেবং পরমদুর্লভত্বে সত্যাপি তং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং ত্বমর্হসি প্রাপ্তুং যোগ্যোঽসি, তদ্ধেতুত্বেন তমেব পঞ্চভির্বিশিনষ্টি--গোবর্দ্ধনেত্যাদি। তস্য মথুরেশস্য একা ভক্তিরেব প্রিয়া যস্য তস্য বিপ্রস্য শিষ্যঃ; তদীয়-শ্রীমদনগোপালদৈবতঃ সোঽনির্বচনীয়-মহিমা দশাক্ষরো যো মন্ত্রস্তৎপরঃ; অতএব শ্রীগোপালদেবে তস্মিন্ননুরক্তঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৭। এই প্রকারে সেই শ্রীবৈকুণ্ঠপদ পরম দুর্লভ হইলেও তুমি সেই শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। পাঁচটি শ্লোকে তাহার কারণ বলিতেছেন। হে গোবর্ধনবাসি গোপপুত্র! তুমি সেই মাথুরেশের ভক্ত এবং তদেক ভক্তিপ্রিয়-বিপ্রের শিষ্য ও তদীয় শ্রীমদনগোপালদেবের অনির্বচনীয় মহিমাযুক্ত দশাক্ষর মন্ত্রজপে তৎপর। অতএব শ্রীগোপালদেবে একান্ত অনুরক্ত।

১০৮। চতুর্বিধেষু মোক্ষেষু সাযুজ্যস্য পদং ত্বিদম্।
প্রাপ্যং যতীনামদ্বৈতভাবনা ভাববিতাত্মনাম্॥

১০৯। মহাসংসারদুঃখাগ্নিজ্বালাসংশুষ্কচেতসাম্।
অসারগ্রাহিণামন্তঃসারাসারাবিবেকিনাম্॥

১১০। ময়ৈব কৃষ্ণস্যাদেশাৎ পতিতানাং ভ্রমার্ণবে।
নিজপাদাম্বুজ-প্রেমভক্তিসঙ্গোপকস্য হি॥

১১১। ভগবদ্ভজনানন্দরসৈকাপেক্ষকৈর্জনৈঃ!
উপেক্ষিতমিদং বিদ্ধি পদং বিঘ্নসমং ত্যজ॥

মূলানুবাদ

১০৮-১০৯। চতুর্বিধ মুক্তির মধ্যে সাযুজ্যমুক্তির এইস্থান, যে সকল যতীগণের চিত্ত অদ্বৈত ভাবনায় ভাবিত, তাহাদেরই এইস্থান প্রাপ্য। মহাসংসার-দুঃখরূপ অগ্নির জ্বালায় যাহাদের চিত্ত শুষ্ক হইয়াছে এবং অন্তরে সারাসার বিবেক নাই, এতাদৃশ অসারগ্রাহী যতীগণই সাযুজ্যপদ প্রাপ্ত হয়।

১০৯-১১১। শ্রীকৃষ্ণ নিজ পাদপদ্মের প্রেমভক্তি সংগোপন করিবার জন্য আমাকে আদেশ করিলে আমি ঐ যতীগণকে ভ্রম-সমুদ্রে ডুবাইলাম। অতএব যাঁহারা ভগবদ্ভজনানন্দ ভক্তিরস আস্বাদন করিতে চাহেন, তাঁহারা এই পদকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন; সুতরাং তুমিও বিঘ্ন-সমান জানিয়া এই স্থান ত্যাগ কর।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০৮-১১১। অতো মুক্তিপদেঽস্মিংস্তবাবস্থিতিরনুচিতেতি বক্ষ্যন্ আদৌ তত্ত্যাগকারণমুপন্যস্যতি—চতুরিতি পাদোনচতুর্ভিঃ। চতুর্বিধেষু মধ্যে সাযুজ্যস্য নির্বাণরূপস্য পদং স্থানমিদম্। যথোক্তমর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবতা হরিবংশে—'ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্‌যদ্দৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনম্॥ প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী। তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ॥ সা সাংখ্যানাং গতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাম্। তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ॥ মমৈব তদ্‌ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত॥' ইতি। যচ্চার্জুনসহিতেন শ্রীকৃষ্ণেন গতং, তৎস্থান ব্রহ্মাণ্ডান্তর এব লোকালোকপর্বত ইতি কেচিদ্বদন্তি; তচ্চ কালান্তরাভিপ্রায়েণ, কিংবা লোকেভ্যশ্চতুর্দশভুবনেভ্যোঽলোকেভ্যশ্চ লোকবহির্ভূতেভ্যঃ পরত ইতি ব্যাখ্যয়া তৎসাদৃশ্যেন লোকালোকাদি-

সংস্থানপ্রস্তাবে তত্রৈব কথিতমিতি জ্ঞাতব্যম্। অতএব যতীনাং সন্ন্যাসিনাং প্রাপ্যং প্রাপ্তুং যোগ্যং, তদ্ধেতুত্বেন তানেব বিশিনষ্টি—অদ্বৈতেত্যাদি-পঞ্চবিশেষণৈঃ। অদ্বৈতস্য অভেদস্য ভাবনয়া ভাবিতঃ সংস্কৃত আত্মা চিত্তং যেষামন্তর্মনসি সারাসারয়োঃ; যদ্বা, অন্তঃসারমন্তরসারঞ্চ যদ্বস্তু তয়োর্বিবেকহীনানাম্! অতএব শ্রীব্রহ্মাণোক্তং দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।১৪।৪)—'স্থূলতুষাবঘাতিনাম্' ইতি। কুতঃ? ময়ৈব ভ্রমার্ণবে ভ্রান্তিময়ে সমুদ্রে পতিতানাম্। তদুক্তং তেনৈব শ্রীপদ্মপুরাণোত্তর-খণ্ডে—'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥ ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া। সর্বস্য জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে॥' ইতি। তৎ কুতঃ? কৃষ্ণস্য আদেশাৎ; তদুক্ত বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রারম্ভে—'স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু॥' ইতি। তদপি কুতঃ? ইত্যপেক্ষায়াং কৃষ্ণমেব বিশিনষ্টি—নিজেতি। অতএব ভগবতঃ কৃষ্ণস্য ভজনানন্দরসমেকমেবাপেক্ষন্ত ইতি তথা তৈর্জনৈরিদং পদমুপেক্ষিতং পরিত্যক্তমিতি বিদ্ধি। তস্মাত্ত্বঞ্চ ইদং ত্যজ, যতঃ ভগবদ্ভক্তিবিঘ্নতুল্যং সাযুজ্যেন ভক্ত্যসম্ভবাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৮-১১১। অতএব তোমার মুক্তিপদে অবস্থান করা উচিত নহে—একথা বলিবার জন্য একপাদ কম চারিটি শ্লোকে উপন্যস্ত হইয়াছে। মুক্তিপদে থাকা উচিত নয় কেন? বলিতেছি শ্রবণ কর। চতুর্বিধ মুক্তি মধ্যে সাযুজ্য বা নির্বাণরূপ মুক্তির পদ এই প্রকারই হইয়া থাকে। যাহাদের চিত্ত অদ্বৈত ভাবনায় বিভাবিত (সংস্কৃত) হইয়াছে, এতাদৃশ যতিগণেরই এই সাযুজ্যপদ প্রাপ্য। শ্রীহরিবংশে শ্রীঅর্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য যথা, "হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই যে দিব্য মহৎ তেজোময় ব্রহ্মস্বরূপ দেখিতেছ, ইহা আমারই সনাতন তেজ, এবং সেই ব্যক্তাব্যক্ত প্রকৃতিও আমার সনাতনী শক্তি। উত্তম যোগীগণ এই প্রকৃতি ভেদ করিয়া মুক্তিলাভ করেন। জ্ঞানী, যোগী ও তপস্বীগণের প্রাপ্য স্থান এই মুক্তিপদ এবং এই পদের পরব্রহ্ম আমারই অঙ্গকান্তি, যাহা হইতে জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। হে ভারত! আমার সেই তেজঘন বলিয়া তুমিও জানিতে সমর্থ হইবে।" যদিও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, অর্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যবর্তি লোকালোক পর্বতে গমন করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। কিন্তু উক্ত বাক্য সকল কালান্তর অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে। কিংবা 'লোক' বলিতে চতুর্দশ ভুবন, 'অলোক' বলিতে লোকবহির্ভূত স্থান অতিক্রম করিলে ঐ সিদ্ধস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং তৎসাদৃশ্য হেতু লোকালোকাদি সংস্থান প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে জানিতে হইবে। অতএব উহা যতি বা

সন্ন্যাসিগণেরই প্রাপ্তির যোগ্যস্থান। তাহার হেতু 'অদ্বৈতাদি' পাঁচটি বিশেষণের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা অদ্বৈত অভেদভাবনায় ভাবিত (সংস্কৃত চিত্ত), যাঁহাদের অন্তরে সারাসার বিবেক নাই, অথবা যাঁহারা অন্তরে সারাসার বিচার করিতে গিয়া সারবস্তু বুঝিতে না পারেন, এতাদৃশ্য অসারগ্রাহী বিবেকহীন যতিগণের প্রাপ্তির যোগ্যস্থান ঐ সাযুজ্যপদ। এইজন্য শ্রীব্রহ্মা শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে বলিয়াছেন—"স্থূল তুষে আঘাত করিলে যেমন দুঃখই সার হয়, সেইরূপ যাহারা সকল মঙ্গলের সরসী অর্থাৎ সমস্ত মঙ্গলের অক্ষয় সরোবর সদৃশ ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান লাভের জন্য ইচ্ছা করে, তাহাদের দুঃখই সার হয়।" এইরূপ মহাসংসার-দুঃখাগ্নিশিখায় যাহাদের হৃদয় শুষ্ক হইয়াছে, তাহারা সেই সংসারদুঃখ নিবৃত্তির আশায় এই নির্বাণ মুক্তিপদের আরাধনা করে। "নিজ পাদপদ্মের প্রেমভক্তি সংগোপন করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান আমায় আদেশ করিলে, আমি তাহাদিগকে ভ্রমার্ণবে (ভ্রান্তিময় সমুদ্রে) নিক্ষেপ করিয়া থাকি।" পদ্মপুরাণে তিনি স্বয়ংই এই কথা বলিয়াছেন—"হে দেবি! কলিকালে ব্রাহ্মণরূপে আমার দ্বারাই অসৎশাস্ত্র মায়াবাদ বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ কথিত হইয়াছে। শ্রুতিবাক্য-সমূহের লোকনিন্দিত বিকৃত অর্থসমূহ দর্শন করিয়া আমার দ্বারা এই শাস্ত্রে নিখিল কর্মত্যাগই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে পরমাত্মা ও জীবাত্মার একতা ও ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপই শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিখিল জগতের বুদ্ধিবিমোহন দ্বারা নাশের জন্য বেদার্থের মত মহাশাস্ত্র অবৈদিক কল্পিত মায়াবাদে আবৃত হইয়াছে।" যদি বল, এরূপ গর্হিত কার্য কেন করিলেন? "শ্রীকৃষ্ণের আদেশে। তিনি বলিয়াছেন, (যথা, বৃহদ্ সহস্রনাম স্তোত্রের প্রারম্ভে) হে শঙ্কর! তুমি কল্পিত তন্ত্রদ্বারা লোক সকলকে আমা হইতে বিমুখ কর, আমাকে গোপন কর। কুলাচার, লোকাচারাদি তন্ত্র প্রণয়ণ করিয়া প্রবৃত্তি মার্গের প্রচার কর, যাহাতে উত্তরোত্তর সৃষ্টি বৃদ্ধি হইবে। হে দেবি! আমি এই প্রকার প্রভুর আদেশ পাইয়া হরিবিমুখজনের জন্য অসৎ শাস্ত্র সকল প্রচার করিয়াছি।" এতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজনানন্দরসলোলুপগণ এই মুক্তিপদকে সর্বদা উপেক্ষা করেন। বিশেষতঃ সাযুজ্য মুক্তিতে ভক্তির গন্ধমাত্রও নাই। অতএব তুমি শীঘ্রই এই লোক পরিত্যাগ কর। যেহেতু, ভগবদ্ভক্তির বিঘ্নতুল্য এই সাযুজ্য মুক্তি।

১১২। দ্বারকাবাসি-বিপ্রেণ কৃষ্ণভক্তিরসার্থিনা।
ইতো নীতাঃ সুতাস্তত্র স চাতুর্যবিশেষতঃ।।

মূলানুবাদ

১১২। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসপ্রার্থী দ্বারকাবাসী কোন এক বিপ্র চাতুর্যবিশেষ দ্বারা নিজপুত্রকে এই মুক্তিপদ হইতে পুনরায় দ্বারকায় লইয়া গিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১১২। তত্র সদাচারমপি প্রমাণয়তি—দ্বারকেতি। ইতো মুক্তিপদাৎ, তত্র দ্বারকায়াং নীতাঃ তদানীন্তনানাং সচ্চিদানন্দবিগ্রহাণাং দ্বারকাবাসিনাং সাক্ষাচ্ছ্রীদেবকীনন্দন-চরণারবিন্দ-বিচিত্রপ্রেমভক্ত্যা মোক্ষসুখস্য ধিক্কারাপত্তেঃ। যে কেচিন্মন্যন্তে তেঽপি পাঞ্চভৌতিকদেহধারিণো মনুষ্য এব, জন্মাদিশ্রবণাৎ; তথা সত্যপি কেবলপ্রেমভক্তিবিশেষেণৈব ভগবতা সহ তাদৃক্ সম্বন্ধ ইতি তেষাং মতেঽপ্যকরণমাত্রমেব তৎ, ন তু তত্ত্বতঃ, অন্যথা পরমাযোগ্যত্বেন তেষাং পরমসচ্চিদানন্দঘনমূর্তিনা তেন শ্রীভগবতা সহ তত্তৎক্রীড়াদ্যনুপপত্তেঃ। তথা ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবেণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহতৈব পর্যবস্যতীতি প্রাগুক্তবিরোধাচ্চ। নন্বেবং শ্রীভগবতোঽপি মনুষ্যরূপাদেরনুকরণমাত্রতা প্রসজ্যেত, তচ্চাযুক্তম্, অগ্রে সর্বোষামেব তদ্রূপাণাং নিত্যসত্যত্ব-ব্যাপকত্বাদেশ্চ বক্ষ্যমাণত্বাৎ। সত্যং নিত্যমেব তস্য তত্তদ্রূপাণাং সত্যতাদিদর্শনাং, তথা তত্তদ্রূপেণৈব সদা নিজনিজোপাসকেষু পরিস্ফুরণানুকরণং ন কিল ঘটতে। দ্বারকাদি-বাসিনাঞ্চ কেষাঞ্চিদনুকৃত মনুষ্যশরীরাদিত্যাগেন কেবল-সচ্চিদানন্দদেহত্বেনৈব বৃত্তিরিত্যপি শ্রূয়তে। অতএব যতস্তেষাং মতে 'অন্তর্গৃহগতা কাশ্চিৎ' ইত্যাদৌ গুণময়ং দেহং জহুঃ, কিন্তু গুণাতীত সচ্চিদানন্দদেহং প্রাপুঃ। তেন বা বিচ্ছেদং শ্রীভগবতা তেন সহ নিজাভীষ্টসুখক্রীড়াবিশেষসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। কল্প্যতে ততশ্চ তমেব সঙ্গতা ইতি সচ্চিদানন্দবিগ্রহতয়া শ্রীভগবৎসাম্যাপত্ত্যভি-প্রায়েণৈব; অত এবোদ্ধবযানেঽপি ভগবৎসন্দেশঃ—'যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্যিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ। অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্যচিন্তয়া।।" (শ্রীভা ১০।৪৩।৩৭) ইতি। যথা হি সনকাদিশাপসমাপ্ত্যনন্তরং চ যথা পূর্বদ্বারপালকত্বেঽপি ভাব্যে শিশুপাল-দন্তবক্রয়োঃ সাক্ষাতেজঃপ্রবেশেন সাযুজ্যমুক্তমিতি দিক্। ন চ সাযুজ্যমোক্ষ এব তয়োর্বৃত্ত ইতি বক্তব্যম্ যতঃ শ্রীভগবদ্ভক্তয়োর্বিশেষতো বৈকুণ্ঠলোকং গতয়োঃ পরমানিষ্টস্য মোক্ষস্য কথমপ্যসঙ্গতেঃ কিঞ্চ, পুনঃ পার্ষদতাশ্রবণাচ্চ। যথোক্তং শ্রীনারদেন সপ্তমস্কন্ধে (শ্রীভা ৭।১।৪৬)—'বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্।

নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ॥' ইতি। যত এবং শপ্তৌ স্বভবনাৎ পতন্তৌ তৌ কৃপালুভিঃ প্রোক্তৌ পুনর্জন্মভির্বাং ত্রিভির্লোকায় কল্পতামিত্যেবমেব শ্রীসনকাদি-শাপোক্ত্যাবির্ভাবাদিতি। বয়ন্তু মন্যামহে—শ্রীভগবানিব মর্ত্যলোকেঽপি তে সর্ব্বে মনুষ্যাকারাঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহা এব, যদ্ধি কদাচিৎ স্বকীয়াবির্ভাব-তিরোভাবাদিকং নিজপ্রভুবরলীলানুসারেণ পরমোৎকটপ্রেমবিশেষোদয়েন বা বিস্তারয়ন্তি। তদেব মুনিভির্জহুরিত্যাদৌ ত্যাগাদিশব্দেনোচ্যতে ইতি জ্ঞেয়ম্। এবং চ তেষাং ত্রয়াণাং শ্লোকানাময়মর্থঃ—গুণময়ং সর্বসদ্গুণপূর্ণমপি দেহং সদ্যো জহুঃ, লীলয়া অন্তর্ধাপয়ামাসুঃ। কথম্ভূতাঃ? তং পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যৈব সঙ্গতাঃ সম্যক্ প্রাপ্তাঃ। এষ সর্বত্রৈব মুখ্যো হেতুর্দ্রষ্টব্যঃ। অতঃ প্রক্ষীণানি বন্ধনানি বিধিনিষেধপালনরূপাণি যাসাং তাং, শ্রীভগবদনুগ্রহবিশেষপাত্রত্বাৎ। যথোক্তং শ্রীনারদেন চতুর্থস্কন্ধে (শ্রীভা ৪।২৯।৪৭)—'যদা যদানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥' ইতি। কিঞ্চ, ধ্যানপ্রাপ্তস্যাচ্যুতস্যাশ্লেষেণ, যদ্বা, ধ্যানপ্রাপ্তো যোঽচ্যুতোঽবিচ্ছিন্ন আশ্লেষঃ অর্থাৎ কৃষ্ণস্যৈব তেন যা নির্বৃতিঃ সুখবিসেষস্তয়াপি অক্ষীণং মঙ্গলং তিলকাদিভগবত্তজনরূপং বা সুকৃতং যাসাং তথাভূতা অপি দুঃসহাৎ প্রেষ্ঠস্য তস্য বিরহাত্তীব্রতাপস্তেন ধূতা নিরস্তা আশু শীঘ্রং ভা দীপ্তিঃ; যদ্বা, ধৃতং ভাবিবিচ্ছেদরূপমশুভং যাসাং তাঃ। তথা সঙ্গতত্ত্বে হেতুঃ—তয়া পরমরহস্যত্বেন সভামধ্যে অত্রানির্বাচ্যয়া সুপ্রসিদ্ধয়া বা জার-ভাবনয়া। শ্রীগীতগোবিন্দে—'নিভৃত নিকুঞ্জগৃহং গতয়া' ইত্যাদ্যুক্তয়া যুক্তাঃ সত্যঃ কৃষ্ণঃ দধ্যুরিতি, তৎপ্রকারো— 'মিলিতলোচনাঃ' ইতি অর্ধমুদ্রিত-নেত্রা ইত্যর্থঃ। কিংবা ধ্যানে সম্যঙ্মুদ্রিতচক্ষুষ এবেতি; যদ্বা 'শ্রুতি-স্মৃতী উভে নেত্রে' ইতিবচনানু সারেণানাদৃতশাস্ত্রাহঁ ইত্যর্থঃ। ততশ্চায়ং তথা ধ্যানে হেতুর্দ্রষ্টব্যঃ। দেহত্যাগে হেতুঃ—ন লব্ধো নির্গমো যাভিস্তাঃ তত্রৈব হেতুরন্তর্গৃহতা ইতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১২। উক্ত বিষয়ে সদাচারও এক বিশিষ্ট প্রমাণ; তাই বলিতেছেন, দ্বারকাবাসী কোন ব্রাহ্মণ বিশেষ চাতুর্য সহকারে নিজ পুত্রকে এই মুক্তিপদ হইতে ভক্তিপদ সেই দ্বারকায় লইয়া গিয়াছিলেন। তদানীন্তন (ভগবানের) প্রকট লীলাকালে দ্বারকাবাসিগণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহবিশিষ্ট এবং সাক্ষাৎ শ্রীদেবকীনন্দন-চরণারবিন্দ-সম্বন্ধীয় বিচিত্র প্রেমভক্তিরসাস্বাদন হেতু তাঁহারা সর্বদা মোক্ষ সুখকে ধিক্কার করিতেন। অতএব সেই দ্বারকাবাসিগণের মধ্যে কাহারও মুক্তিপদে গমন সম্ভব নয়। তথাপি কাহারও যদি মনে প্রশ্ন জাগে যে, সেই ব্রাহ্মণকুমার পাঞ্চভৌতিক দেহবিশিষ্ট সাধারণ মনুষ্য, কেননা তাঁহার জন্মাদির বিষয় শ্রবণ করা যাইতেছে।

এরূপ আশঙ্কার অবকাশ নাই। কেননা, সেই ব্রাহ্মণকুমারের দেহ পাঞ্চভৌতিক হইলে শ্রীভগবানই বা কিরূপে ফেরত লইয়া যাইবেন? যেস্থানে মায়ার কোন সম্বন্ধ নাই, সেস্থানে পাঞ্চভৌতিকদেহ কল্পনার অবসর কোথায়? তথাপি যদি বল, কেবল প্রেমভক্তি সম্পত্তিবলেই ভগবানের সহিত তাদৃশ সম্বন্ধবিশেষ স্থাপিত হয় এবং তিনিও অনুরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহদের মতে পাঞ্চভৌতিক দেহের অনুকরণমাত্রই স্বীকৃত হইয়াছে, তত্ত্বতঃ নহে, অন্যথায় পাঞ্চভৌতিকদেহদ্বারা পরমসচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভগবানের সহিত কোনরূপ ক্রীড়া সম্ভব হইতে পারে না। কিংবা ক্রীড়ার উপকরণস্বরূপ বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সচ্চিদানন্দময় না হইলে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ ক্রীড়াযোগ্য হইতে পারে না। তথাপি "ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবে সচ্চিদানন্দবিগ্রহেই পর্যবসিত হয়"—এই বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। তবে যদি বল, শ্রীভগবান যেরূপ মনুষ্যরূপাদির অনুকরণ করেন, সেই অনুকরণতারূপেই পর্যবসিত হউক। তাহাও অত্যন্ত অযুক্ত। অগ্রে শ্রীভগবানের সমস্ত স্বরূপেরই নিত্যসত্যত্ব ও ব্যাপকত্বাদি প্রদর্শিত হইবে। বিশেষতঃ অনন্ত প্রকার ভাব অনুসারে নিত্যসত্যস্বরূপ শ্রীমূর্তির পরিস্ফূরণ এবং নিজ নিজ উপাস্যরূপে সদা সাক্ষাৎকার হেতু প্রাগুক্ত অনুকরণ-সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত হইবে না। যেহেতু, দ্বারকাদি ধামবাসিগণের কাহারও কাহারও মনুষ্যশরীরাদি ত্যাগের অনুকরণও কেবল সচ্চিদানন্দদেহেরই বৃত্তিরূপে শ্রবণ করা যায়। অতএব তাঁহাদের মতে রাসরজনীতে "অলব্ধ-বিনির্গমা গোপীসকলের ন্যায় গুণময় দেহত্যাগ ও তৎক্ষণাৎ গুণাতীত সচ্চিদানন্দদেহপ্রাপ্তি"-হেতু অবিচ্ছেদে শ্রীভগবানের সহিত তাঁহারা নিজাভীষ্ট সুখময় ক্রীড়াবিশেষ লাভ করিয়াছিলেন। তারপর 'তমেব সঙ্গতা' অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ লাভ করতঃ শ্রীভগবানের সহিত সমান হওয়ার কথা শুনা যায়। অতএব শ্রীউদ্ধব দ্বারাও শ্রীভগবান ব্রজে যে সন্দেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাও এইরূপ—"আমি বৃন্দাবনে রাত্রিতে রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে, যে সকল ব্রজললনা পতি প্রভৃতি গুরুজন-কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া আমার সহিত রাস করিতে পারে নাই, তাহারা পরম কল্যাণী। যেহেতু, তাহারা আমার বীর্য চিন্তা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখানে 'কল্যাণী' শব্দের তাৎপর্য এই যে, তাহাদের দেহ সচ্চিদানন্দ হওয়ায় সকলের অলক্ষ্যে তৎকালেই আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। আরও দেখা যায় যে, শ্রীসনকাদির শাপ-সমাপ্তি প্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠের পূর্ব দ্বারপালকত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায়ও জয় ও বিজয় (তিন জন্মে) শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে যখন শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হয়, তখন সাক্ষাৎ তেজঃ প্রবেশদ্বারা সাযুজ্যমুক্তিরূপে প্রতীত হইয়াছিল—সাযুজ্য মোক্ষ নহে। যেহেতু, তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি দেখা যাইতেছে।

বিশেষতঃ যাঁহারা শ্রীভগবদ্ভক্তরূপে বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে পরম অনিষ্টকর মোক্ষ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? আরও বলিতেছেন, পুনরায় তাঁহাদের পার্ষদতার কথা শুনা যাইতেছে। যথা, (শ্রীভা) সেই বিষ্ণুপার্ষদদ্বয় অধুনা শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্রদ্বারা পাপহত হওয়াতে শাপমুক্ত হইল। তাঁহারা বহুকাল বৈরভাবে শ্রীকৃষ্ণকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতেছিলেন, তাহার ফলেই তাঁহারা অচ্যুতের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে হরিসন্নিধানে গমন করিলেন।" শ্রীনারদের এই বাক্যে বুঝা যাইতেছে যে, 'চক্রের দ্বারা পাপহত হইল', অর্থাৎ সেই দুইজনের অপরাধই শিশুপাল ও দন্তবক্রের আকারে হত হইল, কিন্তু শিশুপাল ও দন্তবক্র নহে। যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইলে স্বর্ণের মলই নষ্ট হয়—স্বর্ণ নহে। তদ্রূপ জয় ও বিজয়ের বাহ্য মালিন্যরূপ অপরাধ বা শাপই বিনষ্ট হইল। তাই তাঁহাদের তেজঃ শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট অর্থাৎ জ্যোতিঃরূপে লীন হইয়া রহিল। যেহেতু, পার্ষদবপু অনশ্বর। (ইহা যেন অনেকটা 'খ'-চ্যুত উল্কাপিণ্ডের ন্যায়, বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত উৎপ্লুত্য হইয়া তত্রস্থ বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট আছেন, জানিয়া সেই তেজ শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রবিষ্ট যে নিজপ্রভু বৈকুণ্ঠনাথ, তাঁহার সহিত প্রভাসক্ষেত্র হইতে পুনরায় বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন)। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীকৃষ্ণসাযুজ্য লোক প্রসিদ্ধিমাত্র—যথার্থ নহে। যেহেতু, তাঁহাদের পক্ষে পরম অনিষ্টকর সাযুজ্য মোক্ষ কদাচ সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ নিজ বৈকুণ্ঠভবন হইতে পতন সময় কৃপালু ভগবান কৃপাপূর্বক বলিয়াছিলেন—"তিন জন্মে আমায় প্রাপ্ত হইবে।" অতএব জয় ও বিজয়ের পক্ষে শ্রীসনকাদির শাপোক্তি আবির্ভাবাদির মতই হইয়াছিল। পরন্তু আমরা মনে করি যে, ভগবদ্ভক্তগণও ভগবানের মত মনুষ্যলীলা করিয়া থাকেন, সুতরাং সকলেরই সচ্চিদানন্দময় দেহ এবং নিজ প্রভুর আবির্ভাব ও তিরোভাবের ন্যায় লোকলোচনের গোচর ও অগোচর হইয়া থাকেন। যদিও কদাচিৎ তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাবাদি নিজ প্রভুর লীলানুসারে পরম উৎকট প্রেম বিশেষ হইতেই তাঁহারা মৃতকল্প হইয়া থাকেন। তাহাতেই শাস্ত্রকার মুনিগণ 'জহু' ইত্যাদি ত্যাগ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন; অতএব 'অন্তর্গৃহগতা' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের অর্থ এইরূপ ঃ—গুণময় বলিতে সর্বসদ্‌গুণপূর্ণ দেহ সদ্য ত্যাগ করিলেন। অর্থাৎ লীলাশক্তি দ্বারা অন্তর্ধান করাইলেন। তাহা কি প্রকার? সেই পরমাত্মকে জার (উপপতি) বুদ্ধিতে 'সঙ্গতা'—সম্যক্ প্রাপ্তা—হইয়া সর্বত্র মুখ্য কারণ। অতএব 'প্রক্ষীণ'—বন্ধন প্রকৃষ্ট ক্ষীণ হইয়া গেল। 'বন্ধন'—বিধি-নিষেধ পালনাদি। যেহেতু, তাঁহারা শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র। যথা, (শ্রীভা) শ্রীনারদের উক্তি—'ভগবান বাসুদেব আত্মাতে ভাবিত হইয়া যখন যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন তাহার লোক-

ব্যবহারে ও কর্মমার্গে পরিনিষ্ঠিতাবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া যায়।' আরও বলা যাইতে পারে যে, ধ্যানে অচ্যুতের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া অথবা ধ্যানে প্রাপ্ত যে অচ্যুত, চ্যুতিরহিত অখণ্ডরূপ শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন, তাহাতে যে নিবৃত্তি—সুখবিশেষ, সেই আনন্দের আবেশে "ক্ষীণমঙ্গলা" অর্থাৎ তিলকাদিরূপ ভগবদ্ভজনের চিহ্ন সকল পর্যন্ত, অথবা সুকৃতি বলিতে এইরূপ ভজনাঙ্গ যাঁহাদের ক্ষীণ হয় না, প্রত্যুত দুঃসহ যে প্রিয়তমের বিরহজনিত তীব্রতাপ এবং সেই তীব্রতাপে 'ধূতা'—নিরস্তা, 'আশু'–শীঘ্র, 'ভা'–দীপ্তি। অথবা প্রিয়তমা শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত তীব্রতাপে যাঁহারা বৈবর্ণ-দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই প্রেমই তাঁহাদের সঙ্গত হইবার কারণ বা মিলনের হেতু, তাহা পরমগোপ্য এবং পরম রহস্যময়ত্ব-নিবন্ধন সভামধ্যে প্রকাশ্য নহে। এই অনির্বচনীয় সুপ্রসিদ্ধ যে জারভাব, তাহা শ্রীগীতগোবিন্দের পদে প্রকাশিত হইয়াছে। যথা, পরকীয়াভাবে অতি সঙ্গোপনে নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপিকালসকল অভিসার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিয়াছিলেন। তাহার নিদর্শন (লক্ষণ)—'মিলিতলোচনাঃ'—অর্ধমুদ্রিতনেত্রা, কিম্বা ধ্যানে সম্যক্ মুদ্রিতলোচনা হইয়াছিলেন। অথবা 'শ্রুতি-স্মৃতি এই দুই নেত্র।' এই বচনানুসারে বিধিমার্গ ত্যাগ করিয়া প্রবল অনুরাগের সহিত রাগমার্গে গমন করিয়াছিলেন। ইহাই ধ্যানের অভিপ্রায়। দেহত্যাগের হেতু এই যে, বিনির্গমনের পথ প্রাপ্তি না হওয়া, অর্থাৎ বাহির হইতে না পারা। যেহেতু, গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ।

সারশিক্ষা

১১২। শ্রীদ্বারকাদি ভদবদ্ধামে জন্মগ্রহণ করিলে প্রাপঞ্চিক গুণময় দেহ সম্ভবে না। প্রকটলীলাকালের অবতার লীলায় প্রাপঞ্চিক ও অপ্রাপঞ্চিক সাধক ও সিদ্ধগণের একত্রে সমাবেশ হইয়া থাকে; কিন্তু প্রাপঞ্চিক সাধকেরও ভজনদশার 'অনর্থনিবৃত্তিস্তরে' (অপ্রারব্ধ ও উভয়বিধ) ভজনের অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এজন্য সাধক ভক্তেরও যে জন্ম-মৃত্যু বা রোগ-শোকাদি দুঃখ দেখা যায়, তাহা প্রারব্ধের ফল নহে। তাঁহাদের ভক্তিসম্পদ বৃদ্ধির নিমিত্ত বিশেষতঃ দৈন্য বৃদ্ধির নিমিত্ত নিজপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়া থাকে।

১১৩। অত্রাপি ভগবন্তং যদ্দৃষ্টবানসি তাদৃশম্।
সদ্গুরোঃ কৃপয়া কৃষ্ণদিদৃক্ষাভরকারিতম্।।

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

১১৪। তচ্ছঙ্করপ্রসাদেন পরানন্দভরং গতঃ।
কিঞ্চিদিচ্ছন্নপি ব্রহ্মন্নাশকং বদিতুং হ্রিয়া।।

মূলানুবাদ

১১৩। আর তুমি যে এস্থানে অনির্বচনীয় সুন্দরাকার ভগবদ্রূপ দর্শন করিয়াছ, তাহা কেবল সদ্গুরুর কৃপাতেই সংঘটিত হইয়াছে, আর তুমি যে শ্রীকৃষ্ণদর্শন-বাসনা লাভ করিয়াছ, ইহাও সেই কৃপারই ফলস্বরূপ বলিয়া জানিবে।

১১৪। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, শ্রীশঙ্করের প্রসাদে আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম। সেই সময় মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও লজ্জাবশতঃ আমি তাঁহাকে কিছুমাত্র বলিতে পারি নাই।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১১৩। অত্র ঈদৃশেঽপি মুক্তিপদে তাদৃশমনির্বচনীয়ং সুন্দরাকারং, তচ্চ সদ্গুরোঃ কৃপয়া যঃ কৃষ্ণদিদৃক্ষাভরস্তেন কারিতমত্রাপি বিদ্ধীত্যনুবর্ত্তনীয়ম্।।

১১৪। তেনোক্তরূপেণ শঙ্করস্য প্রসাদেন পরমানন্দাতিশয়ং লব্ধঃ সন্ কিঞ্চিৎ পার্যদৈঃ সহ সম্ভাষণাদিকমিচ্ছন্নপি হ্রিয়া লজ্জয়া বদিতুং নাশকম্।।

টীকার তাৎপর্য্য

১১৩। এতাদৃশ মুক্তিপদেও যে তুমি তাদৃশ অনির্বচনীয় সুন্দরাকার শ্রীভগবানকে সন্দর্শন করিলে, তাহা কেবল সদ্গুরুর কৃপাবলেই সংঘটিত হইল জানিবে। আর তুমি যে কৃষ্ণদর্শন-উৎকণ্ঠা লাভ করিয়াছ, ইহাকেও সেই গুরুকৃপারই ফল বলিয়া জানিবে।

১১৪। এই প্রকারে শ্রীশঙ্করের প্রসাদে পরমানন্দভরে নিমগ্ন হইলাম। তখন পার্ষদগণের সহিত কিঞ্চিৎ সম্ভাষণাদির ইচ্ছা থাকিলেও লজ্জাবশতঃ বলিতে পারিলাম না।

১১৫। ভগবৎপার্ষদাঃ শ্রুত্বা তাং তাং বাচমুমাপতেঃ।
প্রণম্য সাদরং প্রীত্যা তমূচুর্বিনয়ান্বিতাঃ।।

শ্রীভগবৎপার্ষদা ঊচুঃ–

১১৬। তেন বৈকুণ্ঠনাথেন সমং কোঽপি ন বিদ্যতে।
ভগবন্! ভবতো ভেদো গৌর্যাশ্চ রময়া সহ।।

মূলানুবাদ

১১৫। ভগবদ্পার্ষদগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করতঃ তাঁহাকে সাদরে প্রণাম করিয়া বিনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন।

১১৬। শ্রীভগবদ্পার্ষদগণ বলিলেন, হে ভগবন্! সেই বৈকুণ্ঠনাথের সমান কেহ নাই এবং সেই বৈকুণ্ঠনাথ হইতে আপনার কোন ভেদ নাই ও রমা হইতে গৌরীরও কোন ভেদ নাই।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১১৫। নিজাগমনপ্রয়োজনমগ্রে বিধাস্যন্তঃ প্রথমং তে ভগবৎপ্রেমবিশেষা—বির্ভাবেণ শোকাকুলমিব মামসান্ত্বয়ন্নিত্যাহ—ভগবদিতি। তমুমাপতিং প্রণম্যোচুঃ॥

১১৬। কোঽপি ভেদো ন বিদ্যতে; তয়া রময়া লক্ষ্ম্যা সহ গৌর্য্যাশ্চ কোঽপি ভেদো ন বিদ্যতে তত্তদবতারত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৫। পার্ষদগণ নিজ আগমনের কারণ পরে বলিবেন, প্রথমে তাঁহারা ভগবৎপ্রেমবিশেষ আবির্ভাবে শোকাকুল আমাকে সান্ত্বনার নিমিত্ত শ্রীউমাপতিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

১১৬। হে ভগবন্! সেই বৈকুণ্ঠনাথ হইতে আপনার কোন ভেদ নাই, আর রমা হইতে এই গৌরীরও কোন ভেদ নাই, আপনি যেরূপ প্রভূর অবতার, শ্রীগৌরীও তদ্রূপ শ্রীলক্ষ্মীর অবতার।

১১৭। তল্লোকে ভবতো বাসো দেব্যাশ্চ কিল যুজ্যতে।
খ্যাতঃ প্রিয়তমস্তস্যাবতারশ্চ ভবান্ মহান্॥

১১৮। তথাপি যদিদং কিঞ্চিদ্ভাষিতং ভবতাধুনা।
স্বভাবো ভগবৎ-প্রেষ্ঠতমতৌপয়িকো হ্যয়ম্॥

মূলানুবাদ

১১৭। সেই বৈকুণ্ঠলোকে আপনি বাস করিবার যোগ্য এবং দেবীও তথায় বাস করিতে পারেন। কারণ, আপনি বৈকুণ্ঠনাথের পরমপ্রেষ্ঠ মহান্ অবতার বলিয়া বিখ্যাত।

১১৮। তথাপি আপনি অধুনা যাহা কিছু বর্ণন করিলেন, তাহা ভগবৎ প্রেষ্ঠতমের উপযুক্ত স্বভাবমাত্র।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১১৭। অতস্তস্য লোকে বৈকুণ্ঠে; কিলেত্যবধারণে, যতস্তস্য বৈকুণ্ঠনাথস্য ভবানপি প্রিয়তমো মহানবতারশ্চ খ্যাতঃ প্রসিদ্ধ॥

১১৮। ইদং কিঞ্চিৎ সাধ্যে ব্রহ্মসুতানাঞ্চেত্যাদিনা যদধুনা ভবতা ভাষিত-মুক্তময়মেষ ভগবৎপ্রেষ্ঠতমতয়া ঔপয়িক উচিতঃ স্বভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৭। অতএব সেই বৈকুণ্ঠলোকে আপনি বাস করিবার যোগ্য। এখানে 'কিল' শব্দ অবধারণে। যেহেতু, আপনি বৈকুণ্ঠনাথের প্রসিদ্ধ মহান্ অবতার ও প্রিয়তমরূপে বিখ্যাত।

১১৮। তথাপি আপনি ইদানীং যে বৈকুণ্ঠকে সাধ্য বলিলেন, তাহা ভগবৎ প্রিয়তমের উপযোগী স্বভাবমাত্র। আর ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু প্রভৃতিরও সাধ্য, যাহা কিছু বর্ণনা করিলেন, তাহাও আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।

১১৯। তদ্ভক্তিরসকল্লোলগ্রাহকো বৈষ্ণবেড়িতঃ।
অতঃ সর্বাবতারেভ্যো ভবতো মহিমাধিকঃ।।

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

১২০। নিজস্তুত্যা তয়া তস্মিন্ হ্রিয়া তূষ্ণীং স্থিতে প্রভৌ।
ভগবৎপার্ষমাস্তে মামাশ্লিষ্যোচুঃ সুহৃদ্বরাঃ।।

মূলানুবাদ

১১৯। আপনি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসতরঙ্গের গ্রাহক, এজন্য বৈষ্ণবগণ আপনার স্তব করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীভগবানের সর্বাবতার হইতে আপনারই মহিমা অধিক।

১২০। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, প্রভু শিব নিজস্তুতি শ্রবণে লজ্জায় মৌনাবলম্বন করিলেন এবং সুহৃদবর্গের শিরোমণি সেই ভগবদ্পার্ষদগণ আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১১৯। তত্র হেতুত্বেন স্বভাবমেব বিশিংষন্তি—তদিতি, তস্য ভগবতো ভক্তিরসকল্লোলানাং গ্রাহকঃ প্রবর্তকঃ, অতএব বৈষ্ণবৈরীড়িতস্তুতঃ॥

১২০। তয়া পার্ষদৈঃ কৃতয়া তাদৃশ্যা নিজস্তুত্যা যা হ্রীর্লজ্জা তয়া মহতামাত্ম-স্তুতিশ্রবণেন স্বয়ং লজ্জোৎপত্তেস্তস্মিন্ পরমসদ্গুণবতি প্রভো শ্রীশিবে সুহৃদো নিরুপাধিকৃপাকরাস্তেস্বপি বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ, অতএব মামাশ্লিষ্যোচুঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৯। সেই হেতু তাঁহার স্বভাবের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন, আপনিই বিষ্ণুভক্তি রসতরঙ্গের প্রবর্তক, এইজন্য বৈষ্ণবগণ সর্বদা আপনার স্তব করিয়া থাকেন।

১২০। সেই পার্ষদগণ কর্তৃক তাদৃশ নিজস্তুতি শ্রবণ করিয়া লজ্জাবশতঃ পরমসদ্গুণমণ্ডিত প্রভু শিব মৌনাবলম্বন করিলেন। কেননা, মহৎমাত্রেই নিজ স্তুতিতে লজ্জিত হইয়া থাকেন, আর মহৎ শিরোমণি সেই শ্রীমহাদেব কেন না লজ্জিত হইবেন? তখন নিরুপাধি কৃপাবানগণের অগ্রগণ্য সেই বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ আমায় আলিঙ্গনপূর্বক বলিতে লাগিলেন,—

শ্রীভগবৎপর্ষদা উচুঃ—

১২১। অস্মদীশ্বরসন্মন্ত্রোপাসকোমাপতিপ্রিয়।
গোপনন্দন! ভক্তেষু ভবন্তং গণয়েম হি॥

১২২। গৌড়ে গঙ্গা-তটে জাতো মাথুরব্রাহ্মণোত্তমঃ।
জয়ন্তনামা কৃষ্ণস্যাবতারস্তে মহান্ গুরুঃ॥

মূলানুবাদ

১২১। শ্রীভগবদ্‌পার্ষদগণ বলিলেন,—হে উমাপতিপ্রিয় গোপনন্দন! তুমি মদীশ্বরের সন্মন্ত্রের উপাসনা করিয়া থাক, এজন্য আমরা তোমাকে একজন ভক্ত বলিয়াই গণনা করিয়াছি।

১২২। গৌড়দেশ গঙ্গাতটে জয়ন্ত নামে যে এক ব্রাহ্মণোত্তম আছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং তিনিই তোমার মহান্ গুরু।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১২১। তত্রাদৌ ভবতো বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিযোগ্যতাস্তীতি সত্ত্বয়ন্তি—অস্মদীতি। হে গোপনন্দন! ভক্তেষু মধ্যে ভবন্তং বয়ং গণয়েম লিখাম্; হি নিশ্চিতম্। তত্র হেতুঃ—অস্মদীশ্বরস্য বৈকুণ্ঠনাথস্য সন্মন্ত্রোপাসক! হে উমাপতিপ্রিয়েতি॥

১২২। কিঞ্চ, কৃষ্ণস্য মহানবতারস্তে তব গুরুঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২১। হে গোপনন্দন! তোমার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির যোগ্যতা আছে। এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া পুনর্বার বলিলেন, হে উমাপতিপ্রিয়! তুমি আমাদের ঈশ্বর বৈকুণ্ঠনাথের সন্মন্ত্রেরই উপাসনা করিয়া থাক, অতএব আমরা তোমাকে একজন ভক্তের মধ্যেই গণনা করিয়া থাকি, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

১২২। আরও বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের অবতার তোমার মহান্ গুরু।

১২৩। সত্যং প্রতীহি বয়মত্র ভবন্নিমিত্ত
মেবাগতাঃ শৃণু হিতং নিজকৃত্যমেতৎ।
বৈকুণ্ঠমিচ্ছসি যদি প্রবিহায় সর্বং,
সপ্রেমভক্তিমনুতিষ্ঠ নবপ্রকারাম্॥

মূলানুবাদ

১২৩। তুমি সত্য বলিয়া জানিবে যে আমরা তোমার নিমিত্তই এই মুক্তিপদে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে যদি বৈকুণ্ঠলোক চাও, তবে নিজ কৃত্যের বিষয় শ্রবণ কর। সব ছাড়িয়া নবপ্রকার সপ্রেমভক্তির অনুষ্ঠান কর।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১২৩। অতএব ভবন্নিমিত্তং ভবর্দ্ধিতার্থমেব অত্র মুক্তিপদে আগতা ইতি সত্যং প্রতীহি, অত্মনোঽত্রাযোগ্যত্বাশঙ্কয়াঽসম্ভাবনাং মা কুর্বিত্যর্থঃ। এতদগ্রে উচ্যমানম্। তত্রাদৌ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তয়ে মন্ত্রজপাদ্যাসক্তিপরিত্যাগেন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তিনিষ্ঠত্বং হিতং কৃত্যং মন্বানা উপদিশন্তি—বৈকুণ্ঠমিতি; সর্বং মুক্তিপদমিদং; নিজমন্ত্রজপনিষ্ঠতাদিকঞ্চ প্রকর্ষেণ সপরিকরং বিহার সপ্রেম যথা স্যাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৩। অতএব তুমি সত্য বলিয়া জান যে, আমরা তোমারই জন্য এই মুক্তিপদে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আপনাকে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির অযোগ্য মনে করিও না। (ইহা অগ্রে বলা হইবে।) যদি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে প্রথমেই মন্ত্র-জপাদির আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান কর; তোমার হিতের জন্যই আমরা এই উপদেশ করিতেছি। এই মুক্তিপদ ত্যাগ করিয়া এবং নিজমন্ত্রজপ নিষ্ঠাদি সপরিকর অর্থাৎ ইহার ন্যায়ও ধ্যানাদি যাবতীয় অঙ্গ সহিত পরিত্যাগ করিয়া সপ্রেমভক্তির অঙ্গ শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুষ্ঠান কর।

১২৪। তজ্জ্ঞাপকঞ্চ ভজ ভাগবতাদিশাস্ত্রং,
লীলাকথা ভগবতঃ শৃণু তত্র নিত্যম্।
তা এব কর্ণবিবরং প্রণয়াৎ প্রবিষ্টাঃ,
সদ্যঃ পদং ভগবতঃ প্রভবন্তি দাতুম্॥

মূলানুবাদ

১২৪। সেই ভক্তিবোধক ভাগবতাদিশাস্ত্র অনুশীলন কর, নিত্যই শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণ কর। প্রণয়ের সহিত সেই লীলাকথা কর্ণবিবরে প্রবেশ হইলে সদ্যই শ্রীভগবানের পদ প্রাপ্ত করাইবে।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১২৪। ননু কে তে নবপ্রকারাঃ? কথঞ্চানুষ্ঠেয়া? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—তদিতি। তস্যা ভক্তের্জ্ঞাপকং তেষ্বপি সর্বেষু মধ্যে প্রথমং প্রায়ো লীলাকথা-শ্রবণমেব পরমচিত্তাকর্ষকত্বাৎ পরমহিতমিত্যাহুঃ—লীলেতি। তত্র শাস্ত্রে; তত্র হেতুঃ—তা লীলাকথা এব। তদুক্তং শ্রীশুকেন দ্বাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১২।৪।৪০)—'সংসার-সিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো,-র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য। লীলাকথা-রসনিষেবণমন্তরেণ পুংসাং, ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দিতস্য॥' ইতি। দ্বিতীয়স্কন্ধেঽপি (শ্রীভা ২।২।৩৭)—'পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্। পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং, ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৪। যদি বল, সেই নববিধা ভক্তি কিরূপ এবং তাহার অনুষ্ঠানই বা কিরূপ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, সেই ভক্তিজ্ঞাপক ভাগবতাদি শাস্ত্রের অনুশীলনরূপ নিত্যই ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ কর; সেই নববিধা ভক্তির মধ্যে প্রথমতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ লীলাকথা শ্রবণ, যাহা পরম চিত্তাকর্ষকত্ব হেতু পরম হিতজনক অর্থাৎ সেই লীলাকথা শ্রবণ-পথে হৃদয়ে প্রবেশ করিলেই সদ্য শ্রীভগবানের পদ প্রদানে সমর্থ হয়। একথা (দাদশস্কন্ধে) শ্রীশুকদেব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—"যে পুরুষ দুঃখরূপ দাবানল দ্বারা দগ্ধ হইয়া সুদুস্তর সংসারসিন্ধু পার হইতে ইচ্ছুক, তাহার পক্ষে একমাত্র প্লবস্বরূপ পুরুষোত্তম ভগবানের লীলাকথার অমিয়পূর্ণ রসাস্বাদ করা ব্যতীত কোন উপায় আর নাই।" দ্বিতীয়স্কন্ধেও লিখিত আছে—"যাঁহারা সাধুদিগের আত্মাস্বরূপ প্রকাশমান শ্রীভগবানের কথামৃত শ্রবণপুট দ্বারা

পরিপূর্ণরূপে পান করেন, তাঁহারা মায়া-মরীচিকাসম রূপ ও রসাদি বিষয়-বিদূষিত-চিত্ত শোধনপূর্বক সুখে সেই প্রভুর চরণকমলের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়েন!

সারশিক্ষা

১২৪। শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীভগবানের নাম, গুণ ও লীলাদির কথা শ্রবণ করিলেই শ্রবণাঙ্গ ভক্তির অনুষ্ঠান করা হয়। এই লীলাকথা ও কথনীয় শ্রীভগবানের অভিন্নতা-হেতু শ্রীভগবান সাধুভক্তের মুখ হইতে কথারূপে বহির্গত হইয়া শ্রবণকারীর কর্ণপথদ্বারে তাঁহার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই হৃদয়ের সমুদয় কামবাসনাদি অমঙ্গল নিজেই বিদূরিত করিয়া লয়েন। তখন হৃদয়ে নিশ্চলা ভক্তির উদয় হয় বলিয়া সেই ভক্তিই প্রভুর চরণকমলের সান্নিধ্য প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন।

শ্রবণ, কীর্তনাদি নববিধ ভক্তি অঙ্গের মধ্যে শ্রবণই প্রথমতঃ মুখ্যতম সাধন। যেহেতু, ভক্ত ও ভগবানের মহিমাদি শ্রবণের ফলেই কামনাকলুষচিত্ত বহির্মুখ মনুষ্য কাম্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া চরম কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন। আর শ্রীভগবানও স্বয়ং লীলাকথারূপে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সকামভজনকারীর বিষয়ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে স্ব-চরণেই অনুরক্ত করেন।

১২৫। তেষাং নবপ্রকারাণামেকেনৈব সুসিধ্যতি।
সর্বসাধনবর্ষেণ বৈকুণ্ঠঃ সাধ্যসত্তমঃ॥

১২৬। মহত্তমতয়া শ্রূয়মাণা অপি পরেঽখিলাঃ।
ফলব্রাতাবিচারেণ তুচ্ছা মহদনাদৃতাঃ॥

মূলানুবাদ

১২৫। অধিক কি, সেই নয়প্রকার ভক্তির মধ্যে কোন এক ভক্তি-অঙ্গদ্বারা সর্বসাধ্যফলের শ্রেষ্ঠতম বৈকুণ্ঠলোক লাভ করা যায়। কেননা, ভক্তি সর্বসাধনশ্রেষ্ঠ।

১২৬। বৈকুণ্ঠলোক ব্যতীত আর যে কিছু মহাফলের কথা শুনা যায়, সারাসার-চতুর রসিকভক্তগণ তাহাদিগকে তুচ্ছ বলিয়াই গণনা করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১২৫। ননু তর্হি কিং নবপ্রকারাণামনুষ্ঠানেন? তত্রাহুঃ—তেষামিতি ত্রিভিঃ। বৈকুণ্ঠলোকঃ সুসিধ্যতি, সুখেন তৎপ্রাপ্তির্ভবতীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—সর্বেষু জ্ঞানকর্মাদিষু সাধনেষু মধ্যে বর্ষেণ শ্রেষ্ঠেন; অতঃ সাধ্যেষু ভুক্তি মুক্ত্যাদিষু সত্তমঃ শ্রেষ্ঠতমঃ সুষ্ঠু সিধ্যত্যেবেত্যর্থঃ। মহতা সাধনেন মহতঃ ফলস্য প্রাপ্ত্যুপপত্তেঃ। তথা চ ব্রহ্মপুরাণে—'দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ। কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥' মোক্ষয়তীতি মোক্ষঃ কৃষ্ণস্তম্। 'শাঠ্যেনাপি নরা নিত্য যে স্মরন্তি জনার্দনম্। তেঽপি যান্তি তনুং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুলোকমনাময়ম্॥' ইতি॥

১২৬। নন্বন্যান্যপি মহাফলানি শ্রূয়ন্তে, তত্রাহুঃ—মহেতি। পরে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকাদন্যে, তুচ্ছত্বে হেতুঃ—মহদ্ভিঃ সারাসারবিবেক-চতুরৈঃ ভক্তি-রসিকৈরনাদৃতাঃ, তৎকারণঞ্চ প্রাগুক্তপ্রায়মেব॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৫। যদি বল, তাহা হইলে কি নবপ্রকার ভক্তির অনুষ্ঠানেই বৈকুণ্ঠ লাভ করা যায়? তাহাতেই বলিতেছেন, সেই নবপ্রকার ভক্তির মধ্যে যে কোন একটি অঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারাও সুখে বৈকুণ্ঠলোক লাভ করা যায়। তাহার হেতু এই যে, জ্ঞান ও কর্মাদি যতপ্রকার সাধন আছে, নববিধাভক্তির প্রত্যেক অঙ্গই সেই সাধনের শ্রেষ্ঠ এবং ভুক্তি ও মুক্তি প্রভৃতি সাধ্য সকলেরও শ্রেষ্ঠতম। যদিও জ্ঞান-কর্মাদি সাধন পর্যায়ভুক্ত এবং তাহার ফল মুক্তি ও ভুক্তি ইত্যাদি সাধ্যরূপে নিরূপিত

হইয়াছে, তথাপি মহৎগণ তাহাদের তুচ্ছফল বিচার করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। কেননা, যেমন সাধন, তেমন ফল, মহৎ সাধনের দ্বারা মহৎ ফলই লাভ হইয়া থাকে। যথা, ব্রহ্মপুরাণে—যখন কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা মাত্রে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন, তখন যাঁহারা সর্বদা ভক্তিভাবে অচ্যুত্যের পূজা করেন, তাঁহাদের মহিমা বলিতে কে সমর্থ হইবেন? শ্লোকোক্ত 'মোক্ষ' শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ, কারণ 'মোক্ষয়তীতি মোক্ষঃ'—যিনি মোক্ষ প্রদান করেন, তিনিই মোক্ষ (শ্রীকৃষ্ণ), আরও কথিত হইয়াছে যে, "যাঁহারা শঠতা বা বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত জনার্দনকে স্মরণ করেন, তাঁহারাও গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া সর্বদোষশূন্য বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

১২৬। যদি বল, অন্যান্য মহাফলের কথাও ত' শুনা যায়? তাহাতেই বলিতেছেন, বৈকুণ্ঠলোক ভিন্ন আর যে সকল মহাফল বলিয়া কথিত হয়, তাহা অতি তুচ্ছ, এইজন্য সারাসার-বিবেক-চতুর ভক্তিরসিক মহৎগণ সেই সকল সাধ্য ও সাধনকে তুচ্ছ বলিয়াই গণনা করিয়া থাকেন। তাহার কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে।

১২৭। তথাপি তদ্রসজ্ঞৈঃ সা ভক্তির্নববিধাঞ্জসা।
সম্পাদ্যতে বিচিত্রৈতদ্রসমাধুর্য্যলব্ধয়ে॥
১২৮। তেষাং কস্মিংশ্চিদেকস্মিন্ শ্রদ্ধয়ানুষ্ঠিতে সতি।
স্বয়মাবির্ভবেৎ প্রেমা শ্রীমৎকৃষ্ণপদাব্জয়োঃ॥

মূলানুবাদ

১২৭। তথাপি রসিক ভক্তগণ বিচিত্র ভক্তিরসমাধুর্য আস্বাদন নিমিত্ত নববিধা ভক্তিরই সুখে অনুষ্ঠান করেন।

১২৮। পরন্তু সেই নববিধা ভক্তির মধ্যে যে কোন একটি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই শ্রীমৎকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেম স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া থাকে।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১২৭। তথাপি একেনৈব প্রকারেণ বৈকুণ্ঠস্য সিদ্ধৌ সত্যামপি সা অনির্বচনীয়-পরমহারসবিশেষময়ী নববিধৈব সম্পাদ্যতে, সাঙ্গমনুষ্ঠীয়তে। কিমর্থম্? বিচিত্রাণাং শ্রবণকীর্তনাদিভেদেন বহুবিধানামেতস্যা ভক্তে রসানামাস্বাদানাং মাধুর্যস্য লব্ধয়ে, যতো রসজ্ঞৈঃ॥

১২৮। এবং নবানামপি প্রকারাণামনুষ্ঠানে হেতুমুক্ত্বা প্রেমানুষ্ঠানমাহুঃ—তেষামিতি দ্বাভ্যাম্। তেষাং নবপ্রকারাণাং মধ্যে শ্রদ্ধয়া বিশ্বাসেন কৃত্বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৭। যদিও নয় প্রকার ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে যে কোন এক অঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারাই বৈকুণ্ঠলোক লাভ করা যায়, তথাপি ভক্তিরসিকগণ বিচিত্র ভক্তি মাধুর্য আস্বাদনের জন্য অনির্বচনীয় পরম মহারসবিশেষময়ী নববিধা ভক্তিরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এখানে 'বিচিত্র' বলিতে শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণাদি ভেদে বহুবিধ ভক্তি অঙ্গের মাধুর্যাস্বাদন লোভে অনুষ্ঠান।

১২৮। এইরূপ নববিধা ভক্তির মধ্যে কোন এক অঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সহকারে অনুষ্ঠানের দ্বারা নিষ্ঠা হইলেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেম স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

সারশিক্ষা

১২৮। সাধকের রুচি অনুসারে যে কোন এক অঙ্গ, কিংবা দুই বা তিন চারিটি ভক্তি-অঙ্গের সংমিশ্রণেও অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। পরন্তু শ্রদ্ধা বিশ্বাস সহকারে

অনুষ্ঠিত হইলেই ফলপ্রদ হয়। অর্থাৎ নিষ্ঠাজাত হইয়া থাকে। 'এক অঙ্গ সাধে, কিংবা সাধে বহু অঙ্গ, নিষ্ঠা হৈতে উপজাত প্রেমের তরঙ্গ। (শ্রী চৈঃ চঃ) তাৎপর্য এই যে, যাহার যে অঙ্গে রুচি বা যে অঙ্গের অনুষ্ঠান সুখসাধ্য এবং প্রীতিপ্রদ, তাহার পক্ষে সেই সেই ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানই প্রশস্ততম সাধন। কারণ, অভীষ্ট বিষয়ে লোভের স্ফূর্তি হইতেই ভক্তি-অঙ্গে নিষ্ঠাদিক্রমে প্রেম লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে রহস্য এই যে, যে কোন একটি ভক্তি-অঙ্গের প্রতি নিষ্ঠা হইলে, তাহাই পরিপাকবশতঃ সমগ্র ভক্তিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তথাপি ফলান্তর নিবৃত্তির জন্য এবং বিচিত্র ভক্তিরস আস্বাদন নিমিত্ত নয় প্রকার ভক্তিরই অনুষ্ঠান কর্তব্য।

শ্রীবিষ্ণুসম্বন্ধীয় শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন, এই নববিধা ভক্তি। ইহা সাধনরূপে জীবের সেবনীয়া হইবার জন্য প্রধানতঃ নববিধা লক্ষণে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, পরন্তু সেই একই নির্গুণা ভক্তি সাধকের অধিকার অনুসারে নবলক্ষণে আত্মপ্রকাশ করেন। অতএব ভজনের মধ্যে নববিধ সাধনভক্তিই শ্রেষ্ঠ। কারণ, প্রেমোদয় করাইয়া সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা প্রদান করিতে এই নববিধা ভক্তি মহাশক্তি ধারণ করেন। আর এই নববিধা ভক্তির যে কোনও একটি অথবা দুই তিনটি অঙ্গ, প্রথমে সামান্যাকারে সাধনরূপে গৃহীত হইয়া, উহাই যথাকালে শ্রদ্ধাদিক্রমে প্রেমাবস্থার উদয় করাইয়া থাকে।

১২৯। তথাপি কার্যা প্রেম্ণৈব পরিহারায় হৃদ্রুজঃ।
ফলান্তরেষু কামস্য বৈকুণ্ঠাপ্তিবিরোধিনঃ॥

মূলানুবাদ

১২৯। তথাপি ফলান্তর অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির বিরোধি কামনারূপ হৃদ্‌রোগ পরিহার নিমিত্ত সেই নবধা ভক্তির প্রেমসহকারেই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। কারণ, ফলান্তর-অভিলাষ বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি বিষয়ে মহান্ বিঘ্ন উপস্থিত করে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১২৯। ভক্তিরনুবর্তত প্রেম্ণৈব কার্য্যা এব। কিমর্থম্? ফলান্তরেষু কামস্য পরিহারায় প্রেম্ণঃ ফলানুসন্ধানাভাবস্বভাবকত্বাৎ। কুতঃ? হৃদ্‌রুজঃ হৃদয়-রোগরূপস্য বিবিধচিন্তাজ্বরাপাদকত্বাৎ। কিঞ্চ, বৈকুণ্ঠস্য ভগবতস্তল্লোকস্য বা প্রাপ্তের্বিরোধিনঃ তত্তৎফলভোগেন মহান্তরায়াপাতনাৎ। এবং লোকদ্বয়েঽপি কামস্যানর্থাবহত্বমুক্তম্। প্রেম্ণি চ সতি তত্তদভাবেনাত্র পরত্রাপি স্বত এব পরম-মহাসুখং সিধ্যতীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৯। তথাপি সেই ভক্তি প্রেমসহকারেই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। কি জন্য? কাম্যবিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত যে অভিলাষ, তাহা পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির বিরোধী ফলান্তর-কামনা নিরাসের জন্য প্রেমসংযুক্ত ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কারণ, প্রেম স্বভাবতঃই ফলানুসন্ধান-রহিত সুখস্বরূপ বলিয়া প্রেমে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির বিরোধী অন্যান্য ফলবিষয়ক অভিলাষ নষ্ট হইয়া যায়। বস্তুতঃ উক্ত অভিলাষই হৃদয়ের রোগ স্বরূপ। যেহেতু, হৃদয়ে ফলান্তর কামনা উপস্থিত হইলেই বিবিধ চিন্তারূপ জ্বর উপস্থিত হয়; আবার যদি ঐ কামনার অনুরূপ ফলভোগ হয়, তাহা হইলেও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি বিষয়ে মহান্ বিঘ্ন উপস্থিত হয়, অতএব ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কামনাই অনর্থজনক। প্রেমে কিন্তু স্বভাবতঃ কামনার অভাব, তজ্জন্য উভয়লোকেই পরম সুখের সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব প্রেমেই মহাসুখ প্রাপ্তি সিদ্ধ হইতেছে।

১৩০। যদ্যপ্যেতাদৃশী ভক্তির্যত্র যতেরাপপদ্যতে।
তত্তৎস্থানং হি বৈকুণ্ঠস্তত্র তত্রৈব স প্রভুঃ॥

মূলানুবাদ

১৩০। যদিও এতাদৃশ ভক্তি যেখানে সেখানে লাভ করা যাইতে পারে, তথাপি যে যে স্থানে এই ভক্তি লাভ করা যায়, সেই সেই স্থানই বৈকুণ্ঠ এবং সেই সেই স্থানেই প্রভুও বিরাজ করেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৩০। ননু ধিক্কৃতব্রাহ্মসুখা নিখিলমধুরপরম-মহানন্দ-রসময়ী প্রেমভক্তির্যদীহৈব সিদ্ধা, তৎ কিং বৈকুণ্ঠলোকেন? সত্যম্, তত্রৈবান্যঃ কোঽপি বিশেষোঽস্তীত্যাহুঃ—যদীতি ত্রিভিঃ। এতাদৃশী সপ্রেম নবপ্রকারকা যত্র যত্র স্থানে উপপদ্যতে সম্পদ্যতে, হি নিশ্চয়ে, তত্তদেব স্থানং বৈকুণ্ঠলোকঃ। ননু বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান্ সাক্ষাদ্বর্ততে, তত্রাহুঃ—তত্রেতি। স প্রভুঃ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথঃ। যথোক্তং শ্রীভগবতৈব—'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩০। যদি বল, ব্রহ্মানন্দকে ধিক্কার দেয় যে নিখিল পরম মধুর মহানন্দ-রসময়ী প্রেমভক্তি, সেই ভক্তি যদি এইস্থানে বা যথায় তথায় লাভ করা যাইতে পারে, তবে কিজন্য বৈকুণ্ঠলোকের অপেক্ষা করিতে হইবে? এতাদৃশী ভক্তি যত্র তত্র লাভ করা যাইতে পারে সত্য; কিন্তু এ বিষয়ের মীমাংসা করিতেছি। এতাদৃশী নববিধা ভক্তি যে যে স্থানে সম্পাদিত হয়, সেই সেই স্থানই বৈকুণ্ঠলোক। যদি বল, বৈকুণ্ঠলোকে শ্রীভগবান সাক্ষাৎ বিরাজ করেন? তাহাতেই বলিতেছেন, সেই সেই স্থানে সেই প্রভু সর্বদা বিরাজ করেন। এ বিষয়ে প্রভু স্বয়ংই বলিয়াছেন—আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীগণের হৃদয়েও থাকি না; আমার ভক্তগণ যেখানে আমার কথা গান করেন, আমি সেই স্থানেই থাকি।

১৩১। তথাপি সর্বদা সাক্ষাদন্যত্র ভগবাংস্তথা।
ন দৃশ্যেতেতি বৈকুণ্ঠোঽবশ্যং ভক্তৈরপেক্ষ্যতে॥
১৩২। সর্বপ্রকারিকা ভক্তিস্তাদৃশী চ সদান্যতঃ।
ন সম্পদ্যেত নির্বিঘ্না তন্নিষ্ঠৈর্বহুভিঃ সহ॥
১৩৩। নিজেন্দ্রিয়-মনঃকায়চেষ্টারূপাং ন বিদ্ধি তাম্।
নিত্যসত্যঘনানন্দরূপা সা হি গুণাতিগা॥

মূলানুবাদ

১৩১। তথাপি শ্রীভগবান সেই সকল স্থানে সর্বদা সাক্ষাৎ দৃষ্ট হন না। এইজন্যই ভক্তগণ বৈকুণ্ঠলোকের অপেক্ষা করেন।

১৩২। বৈকুণ্ঠলোকস্থ ভক্তিসদৃশী সর্ব প্রকারিকা ভক্তি অন্য কোনস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ বৈকুণ্ঠলোকে তন্নিষ্ঠ বহু ভক্ত আছেন। আর তথায় কালাদি-কৃত বিঘ্নও নাই, এজন্য সর্বপ্রকারিকা ভক্তি বৈকুণ্ঠেই পাওয়া যায়।

১৩৩। বিশেষতঃ সেই ভক্তি নিজেন্দ্রিয়-মন-কায়-চেষ্টারূপা নহে। কারণ, সেই ভক্তি নিত্য-সত্য-ঘন আনন্দরূপা বলিয়া গুণাতীত, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অবিষয় বলিয়াই জানিবে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৩১। তথা তেন বিচিত্রসৌন্দর্য-গুণ-লীলা-মাধুর্যাদ্যনুভবপ্রকারেণ সর্বদা সাক্ষান্ন দৃশ্যতে, ইত্যতো হেতোর্ভক্তজনৈর্বৈকুণ্ঠলোকোঽবশ্যমপেক্ষ্যতে॥

১৩২। কিঞ্চ, সর্বেতি। চকার উক্তসমুচ্চয়ে তাদৃশী বৈকুণ্ঠলোকীয়ভক্তিসদৃশী, প্রেমবিশেষপরিপাকযুক্তা বা। বহুভিস্তন্নিষ্ঠৈস্তাদৃশভক্তিনিষ্ঠৈর্লোকৈঃ সহ অন্যত্র সদা নির্বিঘ্না ন সম্পদ্যতে চ, বৈকুণ্ঠে কালাদিকৃত-বিঘ্নাভাবাৎ সহজ-প্রেমভক্তিরসিকৈর্নিত্যৈঃ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহৈরনন্তৈস্তত্রত্যৈঃ সমং সদা সা স্বয়মেব সম্পদ্যত ইত্যবশ্যং সোঽপেক্ষ্যত এবেত্যর্থঃ॥

১৩৩। অনুতিষ্ঠেত্যুক্ত্যা প্রাপ্তং ভক্তেঃ পুরুষ প্রয়াসসাধ্যত্বং বারয়ন্তস্তস্যাঃ স্বরূপমাহুঃ—নিজেতি দ্বাভ্যাম্। তাং ভক্তিমিন্দ্রিয়মনঃকায়ানং চেষ্টারূপাং শ্রবণ-কীর্তনাদিকং শ্রোত্র-বাগিন্দ্রিয়াণাম্, স্মরণাদিকং মনসঃ, বন্দনাদিকঞ্চ কায়স্যেত্যেবং ব্যাপাররূপাং ন বিদ্ধি ন জানীহি, যতঃ সা প্রাকৃতেন্দ্রিয়াদ্যবিষয় ইত্যাহুঃ—নিত্যেতি। হি যস্মাৎ সা ভক্তির্গুণাতিগা ত্রিগুণাতীতা। তর্হি কীদৃশী? ইত্যত আহুঃ—নিত্যশ্চাসৌ সত্যশ্চ ঘনশ্চ নিবিড়ো য আনন্দস্তৎস্বরূপা, নিত্যা চ সত্যা চ ঘনানন্দরূপা চেতি বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩১। তাহা হইলেও শ্রীভগবান বিচিত্র সৌন্দর্য ও গুণ-লীলা-মাধুর্য বিস্তারপূর্বক বৈকুণ্ঠের ন্যায় অন্যত্র সর্বদা দৃষ্ট হয়েন না। এইজন্যই ভক্তগণ বৈকুণ্ঠলোকের অবশ্য অপেক্ষা করেন।

১৩২। এ বিষয়ে আরও বলিতেছেন, বৈকুণ্ঠলোকীয় ভক্তিসদৃশী প্রেম পরিপাকযুক্ত-ভক্তি অন্য কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, বৈকুণ্ঠলোকে বহু বহু তাদৃশ ভক্তিনিষ্ঠলোক বাস করেন; কিন্তু অন্যত্র সেরূপ নাই বলিয়া সর্বদা নির্বিঘ্নে ভক্তি সম্পাদন হয় না। বিশেষতঃ বৈকুণ্ঠে কালাদি কৃত বিঘ্ন নাই, অন্যত্র বহু বহু ভক্তি বিঘ্ন। অতএব তথায় সহজেই নিত্য প্রেমভক্তিরসিক সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ অনন্ত সমজাতীয় ভক্তগণের সংসর্গলাভ সহজেই হইয়া থাকে। এজন্য নির্বিঘ্নে ভজন স্বয়ংই সম্পন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং বৈকুণ্ঠলোকের অপেক্ষা দেখা যাইতেছে।

১৩৩। 'অনুষ্ঠান কর' এই বাক্যে ভক্তের পুরুষ-প্রয়াস সাধ্যত্ব, অর্থাৎ প্রযত্ন দ্বারা ভক্তি সাধ্য হইতেছে। এইজন্য দুইটি শ্লোকে তাহা নিরাস করিতেছেন। সেই ভক্তি নিজ ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের চেষ্টারূপা নহে, আর শ্রবণ-কীর্তনাদিও শ্রোত্র ও বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। অর্থাৎ শ্রবণ কর্ণেন্দ্রিয়ের ব্যাপার, কীর্তন বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার, স্মরণ অন্তরেন্দ্রিয়ের ব্যাপার, বন্দন-পরিচর্যাদি শরীরের ব্যাপাররূপে প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া ইন্দ্রিয়াদি গ্রাহ্যা নহে, পরন্তু উহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির অবিষয় নির্গুণা (গুণাতীতা) বলিয়া জানিবে। তাহা হইলে সেই ভক্তি কীদৃশী? নিত্যা, সত্যা ও ঘনানন্দরূপা বলিয়া জানিবে।

সারশিক্ষা

১৩৩। যদিও ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণায় শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণাদি দ্বারা সাধনীয়া সামান্যা ভক্তিকে সাধন ভক্তি বলে এবং আপাততঃ উহা সাধকের চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও শরীরের বৃত্তি অর্থাৎ কৃতিসাধ্যারূপেই প্রতীত হয়, কিন্তু তথাপি ঐ সাধন-ভক্তি ও সাধকের চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও শরীরের নির্গুণ বৃত্তি বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীভগবৎ সেবোন্মুখ চিত্তেন্দ্রিয় কায় শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির কৃপায় নির্গুণ হইয়া যায়, এজন্য সাধক সাধনভক্তি যাজন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আর সেই সাধনভক্তিই নিত্যসিদ্ধ ভাব ও প্রেমভক্তিকে প্রকটিত করিয়া থাকেন।

১৩৪। নির্গুণে সচ্চিদানন্দাত্মনি কৃষ্ণপ্রসাদতঃ।
স্ফুরন্তি বিলসত্যাত্মভক্তানাং বহুধা মুদে॥

মূলানুবাদ

১৩৪। সেই ভক্তি একরূপা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে নির্গুণ জীবতত্ত্বে বহুরূপে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বহুবিধ শ্রবণ কীর্তনাদি অঙ্গরূপে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের হর্ষের নিমিত্ত বহুরূপে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৩৪। ননু তর্হি কথং কুত্র তৎপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ? তত্রাহুঃ—নির্গুণ ইতি। কৃষ্ণপ্রসাদাৎ গুণাতীতে সচ্চিদানন্দরূপে আত্মনি শুদ্ধজীবতত্ত্বে স্ফুরন্তী প্রকাশমানা বহুধা শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপেণ বিলসতি ক্রীড়তি। সচ্চিদানন্দ-ঘনত্বেনৈকরূপায়া অপি বহুধা স্ফুরণে হেতুঃ—আত্মভক্তানাং স্বসেবকানাং মুদে বৈচিত্র্যেণৈবানন্দবিশেষঃ সম্পদ্যত ইতি প্রাগুক্তমেবাগ্রেঽপি বক্ষ্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৪। যদি বল, সেই ভক্তি যখন গুণাতীতা, তখন কোথায় কিরূপে তাহার প্রাপ্তি ঘটিবে? তাহাতেই বলিতেছেন, সেই নির্গুণা সচ্চিদানন্দস্বরূপা ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে নিজ ভক্তের প্রীতির নিমিত্ত উহা শুদ্ধজীবতত্ত্বে শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দঘনত্ব হেতু সেই ভক্তি একরূপা হইয়াও বহুরূপে স্ফুরণের হেতু এই যে, নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তের (নিজ সেবকের) বিচিত্র আনন্দ বর্ধনের জন্য তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়বর্গকে সচ্চিদানন্দ করিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গ পূর্বে উত্থাপিত হইয়াছে এবং পরেও হইবে।

**১৩৫। বিশুদ্ধে তু বিবেকেন সত্যাত্মনি হরেঃ পদম্।
গতেঽপ্যপ্রাকৃতং ভক্তিবিধয়ো বিলসন্তি হি॥**

মূলানুবাদ

১৩৫। এইরূপ বিশুদ্ধ বিবেকদ্বারা চিত্ত পরিমার্জিত হইলে উক্ত নয় প্রকার ভক্তি সেই বিশুদ্ধ আত্মায় বিলাস করেন এবং তখনই শ্রীহরিপদ (বৈকুণ্ঠলোক) লাভ হয়।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৩৫। এবং সামান্যেনোক্তমপ্রাকৃতত্বং বিশেষতো হেতুভিরন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামুপপাদয়ন্তি—বিশুদ্ধ ইতি। বিবেকেন 'ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্।' (শ্রীগী ৫।৯) ইত্যেবং প্রকারকবিচারেণ আত্মনি জীবতত্ত্বে বিশুদ্ধ দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্বন্ধতো বিবিক্তে সতি; তথা অপ্রাকৃতং প্রকৃতি-সম্বন্ধরহিতং হরেঃ পদং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং গতেঽপ্যাত্মনি হি যতো ভক্তের্বিধয়ঃ সর্বেঽপি প্রকারা বিলসন্তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৫। এইরূপে সামান্যাকারে ভক্তির লক্ষণ নিরূপণ করিয়া এক্ষণে বিশেষরূপে (অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে বিচার করিয়া) ভক্তির অপ্রাকৃতত্ব স্থাপন করিতেছেন। বিশুদ্ধ বিবেকদ্বারা জীবতত্ত্ব বিশুদ্ধ হইলে, অর্থাৎ (গীতায়) "ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে এবং তিনি নিজে কিছুই করিতেছেন না।" (এই অনভিমানহেতু তাঁহাকে কোন কর্মেরই ফলভোগ করিতে হয় না।) এই বিবেক দ্বারা পরিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব দেহেন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধ হইতে পৃথক হইলেই অপ্রাকৃত হরিপদ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং সেই সময়েই ভক্তিও সর্বপ্রকারে বিলাস করেন।

১৩৬। অন্যথেতরকর্ম্মাণীবৈতেঽপি স্যুর্ন সঙ্গতাঃ।
কায়েন্দ্রিয়াত্মচেষ্টাতো জ্ঞানেনাত্মনি শোধিতে॥

মূলানুবাদ

১৩৬। অন্যান্য ইতর কর্ম্মাদির ন্যায় ভগবদ্ভক্তি ইন্দ্রিয়ব্যাপাররূপা হইলে আত্মসঙ্গতা হইতে পারে না। অথবা জ্ঞানদ্বারা কায়েন্দ্রিয় চেষ্টা হইতে আত্মা শোধিত হইলে উক্ত ভক্তিবিধিবর্গ প্রাকৃত কর্ম্মাদির ন্যায় আত্মসঙ্গতা হইতে পারে না। যেহেতু, ভক্তিবিধিসকল প্রাকৃত কর্ম্মাদির ন্যায় জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমানমূলক নহে। কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য শোধিত আত্মায় ভক্তি স্বয়ংই কৃপা করিয়া বিলাস করেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৩৬। অন্যথেতি। প্রাকৃতত্বেন যদীন্দ্রিয়ব্যাপাররূপা ভবেয়ুরিত্যর্থঃ, তদা জ্ঞানেন বিবেকেন কামাদিচেষ্টাতঃ শোধিতে আত্মনি এতে ভক্তিবিধয়োঽপি ইতরাণি ভক্তেরন্যানি প্রাকৃতানি বা কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকাদীনীব সঙ্গতা ন স্যুঃ, 'ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে' ইতি ন্যায়েন অকর্ত্তৃত্বজ্ঞানেনাত্মন্যপ্রাপ্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৬। অন্যথা যদি ভক্তিবিধিবর্গ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপাররূপা হইত, তাহা হইলে জ্ঞানবিবেক দ্বারা কামাদিচেষ্টা হইতে আত্মা সোধিত হইলে উক্ত ভক্তিবিধিবর্গও অন্যান্য প্রাকৃত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মসকলের ন্যায় তিরস্কৃত হইত—আত্মসঙ্গত হইতে পারিত না। যেহেতু, "ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়েই বিদ্যমান থাকে।" (গীতা) এই ন্যায়ানুসারে অকর্ত্তৃত্বজ্ঞানে আত্মতত্ত্বকে পাওয়া যায় এবং জ্ঞানীগণও এইরূপেই যাবতীয় প্রাকৃত পদার্থের অপসারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তিবিধিবর্গ উক্ত প্রাকৃত পদার্থের অন্তর্গত নহে বলিয়াই আত্মা হইতে বিবেকদ্বারা অপসারিত হয় না। যেহেতু, ইন্দ্রিয়ার্থ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে। ইন্দ্রিয়-জন্য কর্ম যেরূপ আত্মার ব্যাপার নহে—ইন্দ্রিয়ের বিষয়, সেইরূপ কামাদিশূন্য শুদ্ধ আত্মাতে সেই ভক্তির ব্যাপার সংঘটিত হয় বলিয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অতীত। যেহেতু, পূর্ব্বোক্ত ন্যায়ানুসারে ইন্দ্রিয়ার্থ ইন্দ্রিয়কেই আশ্রয় করে। অতএব ভক্তিব্যাপার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বৃত্তির অতীত।

সারশিক্ষা

১৩৬। অন্বয়মুখে বলা হইয়াছে যে, বিবেকদ্বারা ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধ হইতে পৃথক হইয়া জীবতত্ত্ব বিশুদ্ধ হইলে ভগবদ্‌কৃপায় শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপে হরিভক্তির উদয় হয়।

ব্যতিরেকমুখে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়াদি চেষ্টারূপা জ্ঞান ও কর্মদ্বারা চিত্ত আবৃত হইলে সেই কামনা কলুষিত চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয় না।

সচ্চিদানন্দরূপা ভক্তি ও সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই; সুতরাং ফলান্তররহিত সুখরূপা ভক্তির দ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হয় এবং এই ভক্তিই শ্রবণ-কীর্তনাদিযোগে জীবের শুদ্ধহৃদয়ে প্রবর্তিত হয়। আর সেই শ্রবণ-কীর্তনাদিলক্ষণ ভক্তিযোগ হইতেই ভগবৎস্বরূপাদির অনুভব জ্ঞান এবং শ্রীভগবান ব্যতিরেকে সর্বত্র (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি) বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ এই ভক্তি বৈকুণ্ঠলোকের সম্পত্তি বলিয়া শ্রীভগবানের অনুগ্রহে এবং নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তরূপ প্রণালীর মধ্য দিয়া এজগতে সাধকভক্তের শুদ্ধহৃদয়ে অবতরণ করেন। এজন্য সেই ভগবদ্‌কৃপারূপা ভক্তি স্বতন্ত্র সাধনের দ্বারা পাওয়া যায় না। ভক্তগণই কৃপা করিয়া শুদ্ধাভক্তিপথ আশ্রয়ের অধিকার দেন এবং সেই ভক্তিবীজও প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপে ভক্ত-কৃপাই ভগবদ্‌কৃপা বহন করিয়া আনেন বলিয়া এই ভক্তি সাধকের কায়েন্দ্রির ব্যাপাররূপা নহেন।

১৩৭। অন্যেভ্য ইব কর্মেভ্যো ভগবদ্ভক্তিকর্মতঃ।
বিবিক্তঃ সন্ কথং যাতু বৈকুণ্ঠং মুক্তিমর্হতি॥
১৩৮। ন হ্যন্যকর্মবদ্ভক্তিরপি কর্মেতি মন্যতাম্।
বহির্দৃষ্টৈব জল্প্যেত ভক্তদেহাদিবৎ ক্বচিৎ॥

মূলানুবাদ

১৩৭। অন্যান্য কর্মাদির ন্যায় ভগবদ্ভক্তি কায়াদি ব্যাপাররূপা নহে। আত্মা ভগবদ্ভক্তিরূপ কর্ম হইতে বিবিক্ত হইলে বৈকুণ্ঠলোকে কি প্রকারে গমন করিবে? সুতরাং ভক্তিযুক্ত আত্মা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির নৈষ্কর্ম্যত্ব হেতু মুক্তিলাভ করিবারই যোগ্য।

১৩৮। কেহ কেহ মনে করেন যে, স্বধর্মাচরণাদির ন্যায় ভগবদ্ভক্তিও কর্ম বিশেষ—ইহা কদাচ হইতে পারে না। উহা বহির্দৃষ্টি অনুসারেই কল্পিত হয়—তত্ত্ব বিচার করিয়া নহে। যেমন, বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তের দেহ আর পাঞ্চভৌতিক দেহ, উভয় স্থলে দেহ শব্দের দ্বারা অভিহিত হইলেও একটি অপ্রাকৃত, অপরটি প্রাকৃত। তদ্রূপ ভক্তি কর্ম হইতে স্বতন্ত্র হইলেও কখন কখন তাহাতে বহির্দৃষ্টিবশতঃ কর্মত্ব আরোপিত হইয়া থাকে মাত্র।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৩৭। ননু সঙ্গচ্ছন্তাং নাম, কোঽত্র দোষঃ স্যাত্তত্রাহ—অন্যেভ্য ইতি। অন্যেভ্যঃ কায়াদিব্যাপাররূপেভ্যঃ কর্মেভ্য ইব ভগবদ্ভক্তিরূপ-কর্মতোঽপি বিবিক্তো বিশুদ্ধঃ সন্ আত্মা কথং বৈকুণ্ঠলোকং যাতু, স্বতো ভক্ত্যসমবেতত্বাৎ, কিন্তু মুক্তিমেবার্হতি নৈষ্কর্ম্যত্বাৎ। অতো বৈকুণ্ঠাপ্ত্যাঽবশ্যং ভক্তিসদ্ভাবো বোধ্যতে। ততশ্চোক্ত-ন্যায়েনাপ্রাকৃতত্বমেবোপপদ্যত ইতি তাৎপর্য্যম্॥

১৩৮। স্বধর্মাচরণাদীন্যপি কর্মাণি ভক্তিরপি কর্মেত্যেবং কর্মত্বেন সাম্যাপত্তেঃ কর্মভ্য ইব তস্যা অপি সকাশাদ্-বিবিক্ততা-যুক্তেরিত্যভিপ্রায়েণ-পরম তমেবাশ্রিত্য ভক্তিকর্মত ইত্যত্র কর্ম শব্দঃ প্রযুক্তঃ। ইদানীং প্রাকৃতেন্দ্রিয়াদিব্যাপাররূপত্বাভাবেন ভক্তেঃ কর্মত্বং বারায়ন্তি—ন হীতি দ্বাভ্যাম্। ননু চিত্তশোধকানাং সর্ব-সৎকর্মণাং মধ্যে ভগবদ্ভক্তিঃ শ্রেষ্ঠেতি মীমাংসাপরৈঃ সদ্ভিরুচ্যতে, তদুক্তং তত্রাহুঃ—বহিরিতি। ক্বচিৎ কদাচিৎ প্রসঙ্গসঙ্গত্যা ভক্তিরপি কর্মেতি জল্প্যেত, তচ্চ বহির্দৃষ্ট্যৈব ন তু তত্ত্ববিচারেণ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—ভক্তানাং বৈকুণ্ঠবাসিনাং দেহবদিতি। যথা একেনৈব দেহ-শব্দেন তেষাং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহাণামন্যেষাঞ্চ প্রাকৃতপাঞ্চভৌতিক-শরীরাণাং দেহ উচ্যতে; আদি শব্দেন মণ্যাদি; যথা চৈকেনৈব মণি-শব্দেন চিন্তামণিঃ কাচমণিশ্চ, যথা চৈকেনৈব সত্ত্ব শব্দেন ত্রয়াণাং প্রকৃতিগুণানানেকতমো গুণস্তথা পরব্রহ্ম চ সর্বসত্তা-ঘনত্বেন সর্বসাধু-ঘনত্বেন চ 'সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ' (শ্রীভা ১০।২।৩৫) ইত্যাদাবুচ্যতে; তথা একেনৈব কর্ম-শব্দেন স্বধর্মাচরণাদিকং ভক্তিরপি বহির্দৃষ্ট্যৈব কর্মেত্যুচ্যত ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৭। যদি বল, ভক্তি আত্মসঙ্গত বা আত্মধর্ম না হইয়া অন্যান্য কর্মাদির ন্যায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ব্যাপাররূপ হইলে কি দোষ হয়? বলিতেছি শ্রবণ কর, কায়াদি ব্যাপাররূপ কর্মের ন্যায় এই ভগবদ্ভক্তিরূপা কর্ম হইতে আত্মা বিবিক্ত হইলে সেই আত্মা কিরূপে বিশুদ্ধ হইবে? আর বিশুদ্ধ না হইলে বৈকুণ্ঠলোকেই বা কি প্রকারে গমন করিবে? যেহেতু, ভক্তি-অসমবেত (ভক্তিশূন্য) আত্মা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির অযোগ্য। কিন্তু নৈষ্কর্ম্য-হেতু সেই আত্মা মুক্তি লাভের যোগ্য হইতে পারে। অতএব বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির জন্য অবশ্যই ভক্তির প্রয়োজন হইবে। যেহেতু, উক্ত ন্যায়ানুসারে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোক প্রাকৃত কারণে লাভ হয় না, সুতরাং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির কারণ ভক্তিও অপ্রাকৃত হইবে।

১৩৮। যদি বলা হয় যে, স্বধর্মাচরণাদি যেরূপ কর্ম, সেইরূপ ভক্তিও কর্মবিশেষ হউক। তাহা বলিতে পার না। ভগবদ্‌পরিচর্যাদিরূপা ভক্তি স্বধর্মাচরণাদির ন্যায় কর্ম নহে। কারণ, পরিচর্যারূপা ভক্তি যখন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ব্যাপার নহে, তখন বহির্দৃষ্টিতে কর্মের আকারে প্রতীত হইলেও স্বরূপত কর্ম নহে। যদি বল, পরম শ্রেয়লাভে আত্মার কর্মহীনতার মত ভক্তিহীনতা স্বীকৃত হউক। কেননা, এই মতের অনুবাদ অনুসারে কোন কোন স্থলে 'ভক্তিকর্ম' এইরূপ শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়। ইদানীন্তন এই মতের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার-রূপত্ব অভাবেও ভক্তির কর্মত্ব আরোপ ইত্যাদি বিরোধের মীমাংসার জন্য মীমাংসাপর সাধুগণের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিতেছেন। মীমাংসকেরা এই প্রকার বলিয়া থাকেন যে, চিত্তশোধক যত সৎকর্ম আছে, তাহার মধ্যে ভগবদ্ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ। তদুত্তরে বলিতেছেন, কোন কোন স্থলে প্রসঙ্গক্রমে ভক্তিকে যে কর্ম বলিয়া জল্পনা-কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা বহির্দৃষ্টি অনুসারেই জানিবে, তত্ত্ববিচার করিয়া বলা হয় নাই। তাহার দৃষ্টান্ত—যেমন বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তগণের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহকেও দেহ বলিয়াই কথিত হয়, তদ্রূপ ভক্তি কর্ম হইতে ভিন্ন হইলেও তাহাতে কর্মত্ব আরোপিত হইয়া থাকে। এখানে যেমন এক 'দেহ' শব্দ দ্বারা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এবং প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক শরীর উভয়েই দেহরূপে কথিত হইয়া থাকে; অথবা এক 'সত্ত্ব' শব্দ দ্বারা যেমন প্রকৃতির গুণময় সত্ত্ব ও সর্ব সাধুত্ব ঘন সর্ব সত্ত্বার আশ্রয় পরব্রহ্মও কথিত হয়, সেইরূপ এক 'কর্ম' শব্দ দ্বারা স্বধর্মাচরণাদিরূপ কর্ম এবং ভগবদ্‌পরিচর্যারূপা ভক্তিও বহির্দৃষ্টিতে কর্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মা বলিতেছেন—হে ধাতঃ! আপনার নিজের এই সত্ত্ববপু যদি প্রকট না হইত, তবে অজ্ঞান নিরসন হইবার আর উপায় ছিল না।

১৩৯। ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপেষ্বঙ্গেন্দ্রিয়াত্মসু।
ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেঽন্যত্র চ স্বতঃ॥

১৪০। বয়মত্র প্রমাণং স্মোঽনিশং বৈকুণ্ঠপার্ষদাঃ।
তন্বন্তো বহুধা ভক্তিমস্পৃষ্টাঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ॥

মূলানুবাদ

১৩৯। ভক্ত বৈকুণ্ঠেই বাস করুন, কিংবা অন্য কোন স্থানে বাস করুন, তাঁহাদের যথাযথরূপে সচ্চিদানন্দরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

১৪০। ভক্তি ও ভক্ত উভয়েই অপ্রাকৃত,—এবিষয়ে আমরাই প্রমাণ। বৈকুণ্ঠপার্ষদ আমরা প্রাকৃতগুণে আবিষ্ট না হইয়া বা স্পর্শ না করিয়াও, নিরন্তর বহুপ্রকারে ভক্তি বিস্তার করিবার জন্য সর্বত্র স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকি।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৩৯। এবং প্রাকৃতত্বাদিনিরসনেন বিশুদ্ধাত্মনি ভক্তেঃ স্বপ্রকাশকতা সাধিতা, তত্র শঙ্কতে। ভক্তানামপি শ্রবণকীর্তনাদিরূপেণেন্দ্রিয়াদিব্যাপরতাপ্রতীতেঃ কথমপ্রাকৃতত্বং স্বয়ং প্রকাশত্বঞ্চ সিধ্যতীতি, তত্রাহুঃ—ভক্তানামিতি। বৈকুণ্ঠেঽন্যত্র চ বর্ত্তমানানাং বৈকুণ্ঠবাসিনামন্যেষাঞ্চেত্যর্থঃ। অঙ্গাদিষু স্বতঃ স্বয়মেব ঘটতে সম্বধ্যতে। কুতঃ? স্বানুরূপেষু স্বস্যাঃ সচ্চিদানন্দঘনরূপায়া ভক্তেঃ সদৃশেষু, যতঃ সচ্চিদানন্দরূপেষু। অতো দ্বয়োরপ্যেকরূপত্বেন নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। পাঞ্চভৌতিক-দেহবতামপি ভক্তিস্ফূর্ত্যা সচ্চিদানন্দরূপতায়ামেব পর্যবসানাৎ; কিংবা তৎকারুণ্যশক্তিবিশেষেণ তত্র তত্রাপি তৎস্ফূর্ত্তিসম্ভবাৎ; কিংবা আত্মনি তৎস্ফূর্ত্যা; আত্মতত্ত্বস্যৈব ভগবচ্ছক্তিবিশেষেণ তদনুরূপাঙ্গেন্দ্রিয়াদিরূপতা-প্রতিপাদনাদিতি দিক্॥

১৪০। তত্র স্বানুভবং প্রমাণয়ন্তি—বয়তিতি। অত্র ভক্তের প্রাকৃতত্বাদৌ তথা বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তা সচ্চিদানন্দবিগ্রহে জাতেঽপি বিচিত্রভক্তিপ্রবৃত্তৌ বয়ং বৈকুণ্ঠপার্ষদা এব প্রমাণম্; কথং প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ সমুদায়ৈস্ত্রয়োবিংশত্যাত্মকৈ-স্তত্তদ্দৈশ্চান্যৈব স্পৃষ্টা অপি; যথোক্তং শ্রীযুধিষ্ঠিরেণ সপ্তমস্কন্ধে (শ্রীভা ৭।১।৩৪)—'দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠ-পুরবাসিনাম্' ইতি। অনিশমবিরতং ভক্তিং বহুধা কীর্তনাদি-বহুপ্রকারেণ তন্বন্তঃ বিস্তারেণ কুর্বন্তঃ সন্তঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৯। এক প্রকারে ভক্তি যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির বিষয় নহে, প্রত্যুত আত্মার স্বধর্ম বলিয়া বিশুদ্ধ হৃদয়ে স্বয়ংই প্রকাশিত হন, তাহা প্রতিপাদিত হইল, অর্থাৎ ভক্তির স্বপ্রকাশকতা সিদ্ধ হইল, তথাপি যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, ভক্তের ইন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপে যখন শ্রবণ-কীর্তনাদির প্রতীতি হইতেছে, তখন সেই ভক্তির কিরূপে অপ্রাকৃতত্ব ও স্বপ্রকাশকত্ব সিদ্ধ হইবে? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ 'ভক্তানাং' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, ভক্ত বৈকুণ্ঠেই বাস করুন, কিংবা অন্য কোন স্থানে বাস করুন, তাঁহাদের যথোপযুক্ত সচ্চিদানন্দরূপ দেহ স্বপ্রকাশই হইয়া থাকে। তাহা কিরূপে হয়? ভক্তির স্ফূর্তি হইলে পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দরূপই হইয়া থাকে। (ইহাতেও যদি মনে সন্দেহ জাগে যে, সাধক ভক্তের পাঞ্চভৌতিক দেহ ও মনবুদ্ধি কিরূপে সচ্চিদানন্দময় হয়? বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভাব্যভক্তের কৃপায় ভাবুক (সাধক) ভক্তের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিতে ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে।) যেমন, স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ সুবর্ণে পরিণত হয়, তদ্রূপ সাধকের প্রাকৃত দেহাদিও অপ্রাকৃত হইয়া যায়। কিংবা শ্রীভগবানের কারুণ্যশক্তি বিশেষই সচ্চিদানন্দরূপতায় পর্যবসিত হইয়া থাকে। কিংবা প্রথমতঃ ঐ ভগবৎকৃপাশক্তি-বিশেষ বিশুদ্ধ আত্মায় প্রকাশ পাইয়া ক্রমশঃ বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদিতে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১৪০। এ বিষয়ে মহদনুভবও একটি বিশিষ্ট প্রমাণ, তাই বৈকুণ্ঠপার্যদগণ বলিলেন, ভক্তির অপ্রাকৃতত্ব বিষয়ে আমরাই প্রমাণ। বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ (পার্ষদ) আমরা প্রাকৃতগুণের ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বাত্মক কোন বস্তুকে স্পর্শ না করিয়াও নিরন্তর বহুপ্রকার ভক্তি বিস্তার করিতে করিতে সর্বত্র স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিয়া থাকি। যথা, (শ্রীভা) শ্রীযুধিষ্ঠির বাক্য—শুদ্ধসত্ত্বময় শরীরধারী বৈকুণ্ঠপুরবাসীগণের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই।

সারশিক্ষা

১৩৯। পরম ভাগবতগণের অলৌকিক মহিমা এই যে, তাঁহারা স্বেচ্ছায় বহির্মুখ জীবেও নিজগুণ সঞ্চার করিতে সমর্থ, এইজন্যই পূজ্যপাদ শাস্ত্রকারগণ দেখাইয়াছেন যে, স্পর্শমণি যেরূপ কারণান্তর বিনা কেবল সান্নিধ্যমাত্রেই লৌহকে সুবর্ণে পরিণত করিতে সমর্থ, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তও কারণান্তর বিনা কেবলমাত্র দর্শন দানেই বহির্মুখ জীবের মলিন হৃদয় মার্জিত করিয়া সেই হৃদয়ে ভক্তিবীজ আরোপণ করিয়া থাকেন এবং ক্রমশঃ স্পর্শনাদির দ্বারা তাহাকে [illegible]প্রকারে

পবিত্র করিয়া থাকেন ও স্বীয় শক্তিবলে ভগবদ্ভাব সঞ্চার করিয়া তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহকেও সচ্চিদানন্দরূপে রূপান্তরিত করেন।

১৪০। শ্রীভগবানের পার্ষদগণের সহিত মায়িক দেহেন্দ্রিয় ও মনের কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা নিত্য চিন্ময় দেহেন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা ভগবৎসেবাসুখ ভোগ করেন। আর সেই ব্যপদেশে সর্বত্র সেই সেবাসুখ বিস্তার করেন। যেহেতু, যাহা চিন্ময় বস্তু, তাহাই সুখময়। চিদ্‌বস্তুর নিত্যত্ব, চৈতন্য ও আনন্দই স্বধর্ম বা স্বরূপগতভাব। অচিৎবস্তু চৈতন্য ও আনন্দধর্ম বিবর্জিত বলিয়া অনিত্য। অতএব চিন্ময় বস্তুর সম্বন্ধ ব্যতীত কুত্রাপি আনন্দ পরিলক্ষিত হইতে পারে না। শ্রীভগবান নিজ আনন্দিনী-শক্তি দ্বারা নিজে আনন্দী হয়েন এবং সেই শক্তি দ্বারা সকলকে আনন্দিত করেন। ভক্তি সেই আনন্দিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ বা সাররূপা। ভক্তি সম্বন্ধে ভক্তগণ তদনুরূপতা প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই সচ্চিদানন্দরূপতায় পর্যবসিত হইয়া থাকে।

১৪১। নবীনসেবকানাস্তু প্রীত্যা সম্যক্ প্রবৃত্তয়ে।
নিজেন্দ্রিয়াদিব্যাপারতয়ৈব প্রতিভাতি সা॥
১৪২। মহদ্ভির্ভক্তিনিষ্ঠৈশ্চ ন স্বাধীনেতি মন্যতে।
মহাপ্রসাদরূপেয়ং প্রভোরিত্যভূয়তে॥
১৪৩। ত্বরা চেদ্বিদ্যতে শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠালোকনে তব।
সর্বাভীষ্টপ্রদশ্রেষ্ঠাং তাং শ্রীব্রজভুবং ব্রজ॥

মূলানুবাদ

১৪১। নবীন সেবক সকলের সম্যক্প্রকার প্রীতি-প্রবৃত্তি-কারণে সেই ভক্তি নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ব্যাপাররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন মাত্র।

১৪২। পরন্তু ভক্তিনিষ্ঠ মহদ্গণ ভক্তিকে নিজশক্তির অধীন মনে করেন না, প্রভুর মহাপ্রসাদরূপ বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকেন।

১৪৩। অতএব হে শ্রীগোপকুমার! যদি সত্বর বৈকুণ্ঠলোক লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে সেই শ্রীব্রজভূমিতে গমন কর। কারণ, সেই ব্রজভূমি সর্বাভীষ্টপ্রদমধ্যে শ্রেষ্ঠা।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৪১। ননু ইতরবার্ত্তাদিবন্নিজবাগিন্দ্রিয়াদি-বৃত্তিরূপমেব ভগবৎকীর্তনাদিকমপি সাক্ষাদেতদনুভূয়মানমস্তি। তৎ কথমনুভবাপলাপঃ ক্রিয়তে? তত্রাহুঃ—নবীনেতি দ্বাভ্যাম্। সা ভক্তির্নিজেন্দ্রিয়াদি-ব্যাপারতয়ৈব নবীনসেবকানাং ভক্তৌ প্রথমপ্রবর্তমানানাং প্রতিভাতি। কিমর্থম্? প্রীত্যা সম্যক্ প্রবৃত্তয়ে 'অহো মম কর্ণ-জিহ্বাদীনীমানি ভগবন্নামানি গৃণন্তি সন্তি' ইতি হর্ষেণ তত্র নিষ্ঠাসম্পত্তয়ে, অন্যথা স্বপ্রয়াস-সাধ্যত্বাভাবেন তত্র তত্রৌদাসীন্যাপত্তেঃ॥

১৪২। অত্র চ মহদনুভব এব প্রমাণমিত্যাহুঃ—মহদ্ভিরিতি। ইয়ং ভক্তিঃ প্রভোর্মহাপ্রসাদরূপৈরত্যনুভূয়তে, তত্র নিজশক্তিসাধ্যত্বাননুভবাৎ॥

১৪৩। এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রকৃতমনুসৃত্যোপদিশন্তি—ত্বরেতি। শিবলোক-প্রাপ্ত্যা শ্রীমহেশ্বরকৃপয়া যদ্যপি ক্রমেণ বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিঃ স্যাত্তথাপি তব ত্বরা চেদ্যদি বিদ্যতে, তদা তাং সুপ্রসিদ্ধাং নিজাং বা শ্রীমতীং ব্রজভুবং ব্রজ কুতঃ? সর্বেষাং সর্বমভীষ্টং প্রকর্ষেণাচিরাৎ সাঙ্গতয়া দদাতীতি, তথ তাসু শ্রেষ্ঠাম॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪১। যদি বল ইতর বার্তাদির মত নিজ বাগিন্দ্রিয়াদির বৃত্তিরূপে যখন ভগবৎ কীর্তনাদি সাক্ষাৎ অনুভব করিতেছি, তখন সেই অনুভবলব্ধ বিষয়ের অপলাপ করিবেন কিরূপে? তাহাতেই বলিতেছেন, নবীন সেবক-সকলের উৎসাহ বৃদ্ধির নিমিত্ত সেই ভক্তি নিজ ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপাররূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। কি জন্য? নবীন সেবক সকলের হর্ষবর্ধনের নিমিত্ত ও ভক্তিতে সম্যক্‌রূপে প্রবৃত্ত করিবার জন্য। সেই সময়ে তাঁহারা মনে করেন যে, 'অহো! আমার কর্ণ শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ করিতেছে, জিহ্বা শ্রীভগবন্নাম কীর্তন করিতেছে।' এইরূপে তাঁহাদের হর্ষযুক্ত নিষ্ঠা জাত হয়; নতুবা সেই প্রকার প্রয়াসের অসাধ্য মনে হইলে তাঁহারা সকলেই উদাসীন হইয়া পড়িবেন।

১৪২। এ বিষয়ে মহদনুভবই বিশিষ্ট প্রমাণ, তাই বলিতেছেন, ভক্তিনিষ্ঠ মহৎগণ ভক্তিকে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের অধীন বলিয়া মনে করেন না, প্রত্যুত শ্রীভগবানের পরমানুগ্রহ বলিয়াই মনে করেন। অর্থাৎ এই ভক্তিকে মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন, নিজ শক্তি-সাধ্যত্বরূপে নহে।

১৪৩। এইরূপে প্রাসঙ্গিক বিষয় সমাপন করিয়া প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছেন। যদিও এই শ্রীমহেশ্বরের কৃপাবলে শিবলোক প্রাপ্তির পর ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি তোমার যদি বিলম্ব সহ্য না হয়, তবে সেই সুপ্রসিদ্ধা তোমার প্রিয়তমা শ্রীমতী ব্রজভূমি সত্বর গমন কর। কি জন্য? যাঁহারা সকলের সর্বাভীষ্ট প্রকৃষ্টরূপে শীঘ্র প্রদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রজভূমিই সর্বশ্রেষ্ঠা।

সারশিক্ষা

১৪২। পূর্বে (১৩৩ শ্লোকে) বলা হইয়াছে যে, এই ভক্তি ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপাররূপা নহে—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়। ইহারই অনুবাদরূপে (১৩৫ শ্লোকে) বলা হইয়াছে যে, বিবেক দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধ হইতে পৃথক্‌কৃত বিশুদ্ধ আত্মায় হরিভক্তি বিলাস করেন। এস্থলে বিবেকের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে ভক্তির উদয় হয়, বলাতে আপাততঃ বিবেকই ভক্তির সাধন হইল, সুতরাং ভক্তির কেবলতা নষ্ট হইল। এই আশঙ্কা নিবারণার্থ (১৩৯ শ্লোকে) বলা হইয়াছে যে, ভক্তির স্ফূর্তি হইলে পাঞ্চভৌতিক দেহাদি স্বতঃই সচ্চিদানন্দরূপতা লাভ করে। অথবা শ্রীভগবানের অনুগ্রহে সচ্চিদানন্দরূপতা স্বয়ংই উপস্থিত হইয়া থাকে, সুতরাং উক্ত বিবেক ভক্তিরই অনুমাপক। অর্থাৎ ভক্তি করিলেই ভগবানে আসক্তিহেতু

স্বয়ংই বিবেক উপস্থিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য আর পৃথক চেষ্টা করিতে হয় না। ভক্তি-প্রভাবে সাধকের মনও তখন অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের ন্যায় ক্রমশঃ মায়িক বিষয় পরিত্যাগ করতঃ স্ব-স্বরূপানুরূপ চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা ভক্তির সচ্চিদানন্দময়তা শাস্ত্রযুক্তিসিদ্ধ। জীবের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের জন্যই নিত্য সিদ্ধ শক্তির বৃত্তিসমূহ সাধকের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে অবতরণ করিয়া শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

ভক্তি কখনই প্রাকৃত শক্তির পরিণাম হইতে পারে না। যেহেতু, ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবান বশীভূত হইয়া থাকেন, প্রাকৃত শক্তির সেই সামর্থ্য নাই, আর শ্রীভগবানও মায়াশক্তির বশীভূত নহেন।

যদিও পূর্বে (১৩৭ শ্লোকে) ভক্তিকে আত্মার ধর্মরূপে স্থাপন করা হইয়াছে, তথাপি উহা জীবশক্তিগত ধর্ম নহে। কেননা, জীবশক্তি ক্ষুদ্র ও পরিমিত, আর সেই ভক্তি নিত্যা, বিপুলা ও অনন্ত বৈচিত্রীসম্পন্না। তবে ঐ ভক্তি জীবের স্বধর্মরূপে বিশুদ্ধ আত্মায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অর্থাৎ জীবস্বরূপগত অণু চিদানন্দের সহিত তাদাত্ম্যতা প্রাপ্ত হয়। এজন্য বলা হইয়াছে যে, ভক্তি ব্যতিরেকে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি হইবে না। অতএব বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির জন্য শুদ্ধাভক্তির আবশ্যক আছে। এতদ্দ্বারা জীবের স্বরূপগত ধর্মরূপে ভক্তি প্রতিপাদিত হইলেও জীবশক্তি হইতে ভক্তির বিলক্ষণতা দেখান হইয়াছে। যেহেতু, ভগবানের যে শক্তি ভক্ত-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া হৃদয় বিগলিত করিয়া দেয় এবং শ্রীভগবানের হৃদয়কেও আর্দ্রভাবাপন্ন করে, সেই কৃপাশক্তিকেই ভক্তি বলা হইয়াছে। শক্তি ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি ও সম্বিৎশক্তির সমবেত সাররূপা বলিয়া ভগবান ভক্তের হৃদয়স্থিত সেই ভক্তিতেই বশীভূত হইয়া থাকেন। এস্থানে 'সাররূপা' বলিতে শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণে অবস্থিত ভগবদ্-সেবা বিষয়ে অনুকূল অভিলাষবিশেষ। এই সেবাভিলাষই মন্দাকিনী-প্রবাহের ন্যায় অন্যান্য ভক্তের বিশুদ্ধ হৃদয়ে অবতরণ করেন। এইজন্যই ভক্তিকে জীবের স্বধর্ম বলা হইয়াছে।

১৪৪। পরং শ্রীমৎপদাম্ভোজ-সদাসঙ্গত্যপেক্ষয়া।
নামসংকীর্ত্তনপ্রায়াং বিশুদ্ধাং ভক্তিমাচর॥

১৪৫। তয়াশু তাদৃশী প্রেমসম্পদুৎপাদয়িষ্যতে।
যয়া সুখং তে ভাবতা বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণদর্শনম্॥

১৪৬। প্রেম্ণোঽন্তরঙ্গং কিল সাধনোত্তমং,
মন্যেত কৈশ্চিৎ স্মরণং ন কীর্ত্তনম্।
একেন্দ্রিয়ে বাচি বিচেতনে সুখং,
ভক্তিঃ স্ফুরত্যাশু হি কীর্ত্তনাত্মিকা॥

মূলানুবাদ

১৪৪। তুমি তথায় গিয়া কেবল শ্রীভগবদ্ পাদপদ্মের সদা সঙ্গ-আশা করিয়া নিরন্তর জ্ঞান-কর্ম-অমিশ্রা বিশুদ্ধা ভক্তির মধ্যে প্রধান নাম-সংকীর্তনরূপা ভক্তির আচরণ করিবে।

১৪৫। নাম-সংকীর্তনবহুল ভক্তিপ্রভাবে শীঘ্রই প্রেমসম্পত্তির উদয় হইবে এবং সেই প্রেমসম্পদ বলেই সুখে বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হইয়া থাকে।

১৪৬। (তপোলোকবাসী যোগেন্দ্রগণ বলেন) সর্বপ্রকার ভক্তির অঙ্গ মধ্যে স্মরণই মুখ্যতম এবং ইহাই প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন সমূহের মধ্যেও সর্বোত্তম, কিন্তু কীর্তন সেরূপ নহে। কারণ, কীর্তন কেবল একটিমাত্র জড়েন্দ্রিয়ের বৃত্তি-বাগ্রূপেই স্ফুরিত হইয়া থাকে এবং সুখসাধ্য হইলেও অনায়াসে শীঘ্র স্ফুরণ হেতু কিঞ্চিৎ ফলদানে সমর্থ হয়।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৪৪। অত্র চ ত্বরয়া বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত্যার্থং প্রায়ো ভগবন্নাম-সংকীর্তনং কার্যমিত্যাহুঃ—পরমিতি। কেবলং শ্রীমতোঃ পদাজয়োঃ সদা সঙ্গতেরপেক্ষয়া কাম্যতয়া ভক্তিমাচর; বিশুদ্ধাং কর্ম-জ্ঞানাদ্যসংমিশ্রাম্॥

১৪৫। প্রেমরূপা সম্পৎ—প্রেম্ণঃ সম্পৎ শ্রীরিতি বা; যয়া প্রেম-সম্পদা যথোক্তং ব্রহ্মণা তৃতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ৩।২৫।২৫) বৈকুণ্ঠ-বর্ণনে—'যচ্চ ব্রজন্ত্যনির্মিষা মৃষভানুবৃত্ত্যা, দূরে যমা হ্যুপরিণঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ। ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ- বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ॥'

১৪৬। ননু সর্বেষ্বপি ভক্তিপ্রকারেষু স্মরণমেব মুখ্যতমমিতি তপোলোক-

বাসীভির্যোগীন্দ্রৈরুক্তম্—সত্যমিতি আহুঃ, প্রেমণ ইতি, স্মরণমেব প্রেম্ণঃ অন্তরঙ্গং সাধনোত্তমং কৈশ্চিৎ পিপ্পলায়নাদিভির্মন্যেত, ন কীর্তনম্; তত্র হেতুঃ—একেতি সার্দ্ধেন। হি যস্মাৎ কীর্তনাত্মিকা কীর্তনরূপা ভক্তিরেকস্মিন্নেবেন্দ্রিয়ে বাচি বাগ্‌রূপে, অতো বিচেতনে জ্ঞানহীনে, কর্মেন্দ্রিয়ত্বাৎ। সুখমনায়াসেন তত্র চাশু শীঘ্রমেব স্ফুরতি; এবমল্পায়াসাদি-সিদ্ধত্বেনাপ্লতৈব পর্য্যবস্যতীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৪। তথায় গমন করিয়া সত্বর বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির নিমিত্ত বিশেষতঃ তুমি যদি শ্রীমদ্ ভগবদ্‌পাদপদ্মের সন্দর্শন আশা কর, তবে কেবল নামসংকীর্তনবহুলা (কর্ম ও জ্ঞানাদির অমিশ্রণে) শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান কর।

১৪৫। নামসংকীর্তনবহুল ভক্তিযাজনপ্রভাবে শীঘ্র প্রেমরূপ সম্পদ প্রাপ্ত হইবে এবং সেই প্রেমসম্পদ বলে সুখে বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণদর্শন লাভ করিবে। যথা, তৃতীয় স্কন্ধে বৈকুণ্ঠলোক বর্ণনে শ্রীব্রহ্মার উক্তি—তাঁহারাই সেই বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে পারেন, যাঁহারা নিরন্তর শ্রীহরির গুণানুবাদ কীর্তন করেন। তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া শ্রীভগবানের সুযশঃ কীর্তনে এরূপ অনুরাগ প্রকাশ করেন যে, সাত্ত্বিক বিকারসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া কখনও বিবশভাবে অশ্রু বর্ষণ করেন এবং শরীরও পুলকে পূর্ণ হইয়া থাকে। তখন যম-নিয়মাদি সাধনসকল দূরে পলায়ন করে। এজন্য তাঁহাদের কারুণ্যাদিরূপা কৃপা আমরাও প্রার্থনা করিয়া থাকি।

১৪৬। যদি বল, (তপোলোকবাসী যোগেন্দ্রগণের মুখে শুনিয়াছি) সর্বপ্রকার ভক্তি অঙ্গের মধ্যে স্মরণই মুখ্যতম, সত্য, স্মরণই প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনোত্তম, কীর্তন সেরূপ নহে,—ইহা পিপ্পলায়নাদি বর্ণন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে রহস্য তোমায় বিজ্ঞাপন করিতেছি। কীর্তনাত্মিকা ভক্তি অচেতন একমাত্র কর্মেন্দ্রিয়ের বাগ্‌রূপা বৃত্তিতেই শীঘ্র স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়; সুতরাং এইরূপ অনায়াস-সিদ্ধ সাধনের ফলও অল্প হওয়াই সম্ভব।

১৪৭। ভক্তিঃ প্রকৃষ্টা স্মরণাত্মিকাস্মিন্,
সর্বেন্দ্রিয়াণামধিপে বিলোলে।
ঘোরে বলিষ্ঠে মনসি প্রয়াসৈ,
র্নীতে বশং ভাতি বিশোধিতে যা॥

১৪৮। মন্যামহে কীর্ত্তনমেব সত্তমং,
লোলাত্মকৈক-স্বহৃদি স্ফুরৎস্মৃতেঃ
বাচি স্বযুক্তে মানসি শ্রুতৌ তথা,
দীব্যৎ পরানপ্যপকুর্বদাত্ম্যবৎ॥

মূলানুবাদ

১৪৭। পরন্তু স্মরণ সর্বেন্দ্রিয়ের অধিপতি মনের বৃত্তি এবং সেই বিলোল মনকে নিখিল বিষয় হইতে প্রত্যাহার দ্বারা নিরুদ্ধ করাও সহজসাধ্য নহে। সেইজন্য বহু যত্ন ও আয়াসসিদ্ধ স্মরণাত্মিকা ভক্তি কীর্তন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ এতাদৃশ বশীকরণে যে বস্তু সিদ্ধ হয়, তাহা যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই!

১৪৮। আমাদের মতে চঞ্চল স্বভাব ও একমাত্র নিজ হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত স্মৃতি হইতে কীর্তনই উৎকৃষ্টতম। কারণ, কীর্তন বাগিন্দ্রিয়ে স্ফূর্তি হইয়া স্বয়ংই মানসসুক্ত হইয়া থাকেন। পরিশেষে সেই কীর্তন ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়কেও কৃতার্থ করিয়া থাকে। আর সেই কীর্তন আত্মার ন্যায় নিজ সেবক শ্রোতৃবর্গকেও কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৪৭। তত্তস্মাত্তস্যাঃ সকাশাদিতি বা। প্রকৃষ্টত্বে হেতুঃ—যা স্মরণাত্মিকা ভক্তিরস্মিন্ দুর্বশত্বেন সর্বৈরেবানুভূয়মানে মনসি প্রয়াসৈর্বশং নীতে বিশোধিতে এব ভাবি স্ফুরতি। কীদৃশে? সর্বেন্দ্রিয়াণামধীপে, অতঃ কীর্ত্তনাদিকমপি তদ্‌বৃত্তাবেবান্তর্ভবতীতি ভাবঃ। কিঞ্চ, বিলোলে পরমচঞ্চলে, তত্র চ ঘোরে ভয়ানকে সদ্য এবানর্থশতোৎপাদনাৎ, তত্রাপি বলিষ্ঠে পরম-দুর্বশত্বাৎ। অতএব ভিক্ষুণা গীতমেকাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১১।২৩।৪৭)—'মনো বশেহন্যে হ্যভবন্, স্ম দেবা, মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি। ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্, যুঞ্জ্যাদ্‌বশং তং স হি দেবদেবঃ॥' ইতি। তথা 'দানং স্বধর্মো নিয়মো যমশ্চ, শ্রুতঞ্চ কর্মাণি চ সদ্‌ব্রতানি। সর্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ, পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ॥' (শ্রীভা

১১।২৩।৪৫) ইতি চ। এবমেতাদৃশস্য বশীকরণে যদ্বস্তু সিদ্ধং স্যাত্তদেব শ্রেষ্ঠমিতি ভাবঃ॥

১৪৮। এবং পরমতমনূদ্য স্ব-মতং নির্দিশন্তি—মন্যামহ ইতি। লোলাত্মকে চঞ্চলস্বভাবে একস্মিন্নেব অন্তরে স্মরণাৎ, হৃদি মনস্যেব স্ফুরন্ত্যাঃ স্মৃতেঃ স্মরণাৎ সকাশাৎ সত্তমং শ্রেষ্ঠতরং কীর্ত্তনমেব বয়ং মন্যামহে। তত্র হেতুঃ—বাচি বাগিন্দ্রিয়ে দীব্যৎ পরিস্ফুরৎ; তথা মনসি চ দীব্যৎ। কথম্? স্ব যুক্তে স্বয়মেব বাগিন্দ্রিয়েণ সহ সংযুক্তে, সূক্ষ্মরূপেণ সর্বেন্দ্রিয়বিষয়ক-সহজমানস-সংযোগবৃত্তেঃ, অন্যথা বিষয়াগ্রহণাসম্ভবাৎ; তথা শ্রুতৌ শ্রবণেন্দ্রিয়ে চ দীব্যৎ কীর্ত্তনধ্বনেঃ স্বত এব কর্ণয়োঃ প্রবেশাৎ, তথা আত্মবৎ নিজসেবকমিব পরান্ শ্রোতৄনপ্যুপকুর্বৎ, ন তু স্মরণাদেবং সিধ্যতি; অথচ মনসশ্চঞ্চলস্বভাবাপনয়নেন বশীকরণানুপপত্তেঃ স্মরণমপি ন সম্যক্ সিধ্যতীতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ। প্রয়াসাপ্রয়াস-সাধ্যত্ত্বেনাধিক্য-ন্যূনতে চ বস্তুস্বভাববিচারতো নাপেক্ষেতে এবেতি দিক্। এবমেব পরাশরেণোক্তে— 'যস্মিন্ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে, বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ। মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ কিং চিত্রং যদঘঃ প্রজাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্তিতে॥' ইত্যত্র অঘঃ অজামিলাদিতুল্যঃ পাপাত্মা বিলয়ং মুক্তিং প্রাপ্নোতীতি কিং চিত্রমিত্যেবং ব্যাখ্যায়া কৈমুতিকন্যায়েনোক্তঃ স্মরণাদধিকঃ কীর্ত্তনস্য মহিমা সঙ্গচ্ছেত। কিঞ্চ, 'ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥' ইত্যাদিবচনৈঃ ধ্যান-যাগ-পূজাফলং সর্বং কীর্ত্তনফলেঽন্তর্ভবতীতি যদভিহিতং তচ্চ ঘটেত॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৭। এজন্য তাঁহারা বলেন, স্মরণাত্মিকা ভক্তি সাধনোত্তম। আরও প্রকৃষ্টত্বের হেতু এই যে, সর্বেন্দ্রিয়ের অধীপ মহাবলবান, অতি বিলোল এবং সদ্য ভয়ানক অনর্থশত উৎপাদন-ক্ষম পরম দুর্বশ মন, বহুপ্রয়াসে শোধিত ও বশীভূত হইলে, তবে সেই স্মরণাত্মিকা ভক্তির অবির্ভাব হয়; সুতরাং সর্বপ্রকার ভক্তি অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব ভিক্ষু গীতায় উদ্গীত হইয়াছে—একমাত্র মনোজয়েই সর্বেন্দ্রিয় জয় সিদ্ধ হয়, অন্যান্য ইতর ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিবার জন্য পৃথক্ প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। কারণ, এই ইন্দ্রিয়গণ ও তদধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ মনেরই অধীন। এই মনোলক্ষণ দেব-যোগীগণের পক্ষেও ভয়ঙ্কর। যেহেতু, এই মন বলিষ্ঠাদপি বলিষ্ঠ। অতএব যে ব্যক্তি এই মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি জিতেন্দ্রিয় বলিয়া সমগ্র সংসারকে বশীভূত করিতে পারেন এবং দেবগণও তাঁহাকে পূজা

করিয়া থাকেন। আরও কথিত হইয়াছে যে, দান, স্বধর্ম, নিয়ম, যম, বেদাধ্যয়ন, কর্মসকল ও সদ্ব্রতসমূহ—সকলেরই চরম ফল মনঃসংযম। অতএব মনের দমনই পরমযোগ। যাঁহার মন বশীভূত হইয়াছে, তাঁহার আর দানাদিতে কি প্রয়োজন? ইত্যাদিরূপ বশীকরণে যে বস্তু সিদ্ধ হয়, তাহা যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

১৪৮। এইরূপ পরমত অনুবাদ করিয়া এক্ষণে স্ব-মত নির্দেশ করিতেছেন। 'মন্যামহে'—আমাদের মত চঞ্চলস্বভাব একমাত্র মানসে স্ফূর্তি প্রাপ্ত স্মরণাঙ্গ ভক্তি হইতে কীর্তনই উৎকৃষ্টতম। কারণ, কীর্তন বাগিন্দ্রিয়ে স্ফূর্তি বা নৃত্য করে এবং বাগিন্দ্রিয়যুক্ত মনেও বিহার করে। অর্থাৎ স্বয়ংই মানসযুক্ত হইয়া থাকে। পরিশেষে সেই কীর্তনধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়কেও কৃতার্থ করিয়া থাকে এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলকেও নিজ নিজ সেবকবৎ অধীন করিয়া থাকে। কেননা, মনই সূক্ষ্মরূপে সর্বেন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে, অন্যথায় বিষয় গ্রহণই অসম্ভব হইত। কীর্তনের মহিমা অধিক কি বর্ণন করিব? সেই কীর্তন আত্মার ন্যায় নিজ সেবক শ্রোতৃবৃন্দকেও উপকৃত করিয়া থাকেন, কিন্তু স্মরণের এতাদৃশ ক্ষমতা নাই। অতএব কীর্তনই চঞ্চল মনকে বশীভূত করিতে সমর্থ। অথচ কীর্তনাঙ্গ ব্যতিরেকে মনও স্মরণ-সামর্থ্য লাভ করিতে পারে না। অথবা অন্য কোন উপায়ে চঞ্চল মনকে স্থিরও করা যায় না। আর মন চঞ্চল হইলে স্মরণও সম্যকরূপে সিদ্ধ হয় না—ইহাই গূঢ় অভিপ্রায়। এস্থলে প্রয়াস-অপ্রয়াস-সাধ্যত্বের আধিক্য বা ন্যূনতারূপ বস্তুস্বভাব বিচারের অপেক্ষাও নিরস্ত হইতেছে। এজন্য পরাশর স্মৃতিতে লিখিত হইয়াছে যে, "যাঁহাতে মতি ন্যস্ত হইলে নরকে গমন করিতে হয় না, পরন্তু স্বর্গাদি উত্তমলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহাতে মনোনিবেশ করিলে সর্বপ্রকার বিঘ্ননাশ হইয়া ব্রহ্মলোকেও অল্পবুদ্ধি হয়, সেই অব্যয় পরম পুরুষ নির্মলাত্মা সাধকগণের চিত্তে অবস্থিত হইয়া মুক্তি পর্যন্ত প্রদান করেন; সেই অচ্যুতের নামকীর্তন যে অঘ ধ্বংস করিয়া পরম ফল উৎপাদন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?" এখানে 'অঘ' বলিতে অজামিলাদির মত পাপাত্মাও বিলয়মান অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ব্যাখ্যায় কৈমুতিক ন্যায়ে সিদ্ধ হইতেছে যে, স্মরণ হইতে কীর্তনের মহিমা অধিকতর। আরও কথিত হইয়াছে যে, "সত্যযুগে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিয়া, দ্বাপরে অর্চন করিয়া যে যে ফল লাভ হইয়া থাকে, কলিযুগে কেবলমাত্র ভগবৎ নামাদির কীর্তনে এই সমস্ত যুগের সাধন-ফলও অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে।" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ধ্যান, যাগ ও পূজাদির ফল সমস্তই কীর্তনের অন্তর্ভূত হইয়াছে। অতএব কীর্তনই সর্বোপরি বিরাজ করিতেছেন।

সারশিক্ষা

১৪৮। বিষ্ণুস্মরণ করিলে সংসারদুঃখের মূলস্বরূপ পাপ, পাপবীজ সমূলে বিনষ্ট হয়, কিন্তু মন নিগ্রহ করিতে না পারিলে স্মরণ ব্যাপার সিদ্ধ হয় না। অথচ স্মরণ ব্যাপারটি অতীব দুষ্কর কার্য—উহা বহুল আয়াসসাধ্য; পরন্তু কীর্তন ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রে সম্পন্ন হইয়া পাপের মূল অবিদ্যা পর্যন্ত নষ্ট করেন; সুতরাং কীর্তন স্মরণ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

কীর্তনে মন, শ্রবণ ও বাগিন্দ্রিয়াদি ব্যাপিয়া সুখবিশেষ অনুভব হইয়া থাকে। আবার এই স্মরণাঙ্গ ব্যাপারটি যখন পূজার অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তখন স্মরণ অপেক্ষা পূজা শ্রেষ্ঠ বলা হয়; কিন্তু পূজা অপেক্ষা কীর্তন শ্রেষ্ঠ। কেননা, যিনি শত শত জন্ম বাসুদেবের পূজা করিয়াছেন, তাঁহারই জিহ্বায় শ্রীহরিনাম বিরাজ করেন।

আর শ্লোকোক্ত 'প্রয়াস-অপ্রয়াস-সাধ্যত্বের অধিক বা ন্যূনতারূপ বস্তুস্বভাব বিচারে কীর্তনকে অনায়াসসাধ্য এবং স্মরণকে বহু আয়াসসাধ্য বলিয়া (বাদিপক্ষ) শ্রেষ্ঠরূপে স্থাপন করিয়াছেন; তাহাও সঙ্গত হয় না। যেহেতু, অল্প আয়াসেও বহু অর্থ লাভ হইতে পারে, আর বহু আয়াসেও অল্প অর্থ লাভ হইতে পারে—ইহার দ্বারা বস্তুর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সিদ্ধ হয় না; বরং বস্তু সংগ্রহকারীর যোগ্যতারই উৎকর্ষ বা অপকর্ষের জন্য এইরূপ অধিক বা ন্যূনতারূপ অর্থ সংগ্রহ হইয়া থাকে। এই পূর্বপক্ষটি 'ইষ্টাপূর্তিরূপে' কীর্তনেরই উৎকর্ষ ব্যঞ্জিত করিয়াছে।

**১৪৯। বাহ্যান্তরাশেষ-হৃষীকচালকং, বাগিন্দ্রিয়ং স্যাদ্যদি সংযতং সদা।
চিত্তং স্থিরং সদ্ভগবৎস্মৃতৌ তদা, সম্যক্ প্রবর্ত্তেত ততঃ স্মৃতিঃ ফলম্॥**

**১৫০। এবং প্রভোর্ধ্যানরতৈর্মতং চেদ্বুদ্ধ্যেদৃশং তত্র বিবেচনীয়ম্।
ধ্যানং পরিস্ফূর্ত্তিবিশেষনিষ্ঠা, সম্বন্ধমাত্রং মনসা স্মৃতির্হি॥**

মূলানুবাদ

১৪৯। বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের চালক বাগিন্দ্রিয় যদি সংযত হয়, তবেই চিত্ত স্থির হয়। আর চিত্ত স্থির হইলেই ভগবৎ স্মৃতি হইয়া থাকে। অতএব কীর্তন স্মৃতির অনুকূল এবং স্মৃতিই ভক্তির ফল।

১৫০। প্রভুর ধ্যানরত ভক্তগণ এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের যুক্তি সম্বন্ধে ইহাই বিবেচনীয় যে, প্রভুর পরিস্ফূর্তি বিশেষ নিষ্ঠাই ধ্যানের পরিপাক এবং মানসে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধই স্মৃতি।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৪৯-১৫০। যে কেচিদ্ভগবদ্ধ্যানরসিকাঃ কীর্ত্তনস্যাপি ফলং ধ্যানমেব মন্যন্তে, তেষাং মতমেবানুদ্য বিবেকচাতুর্যেণাঙ্গীকৃত্য পরিহরন্তি—বাহ্যেতি দ্বাভ্যাম্। বাহ্যানি শ্রবণাদীনি, আন্তরাণি চ মনআদীনি অশেষাণি হৃষীকাণি ইন্দ্রিয়াণি চালয়তি ক্ষোভয়তীতি, তথা তদ্‌বাচাং সর্বেন্দ্রিয়ক্ষোভক-স্বভাবাৎ। মৌনেন ভগবৎকীর্ত্তনেন বা সদা যদি সংযতং স্যাত্তদা চিত্তং স্থিরং সৎ সদা ভগবতঃ স্মৃতৌ প্রবর্ত্তেত। ততস্তস্মাৎ কীর্ত্তনেন স্মৃতেঃ সাধ্যত্বাৎ স্মৃতিরেব কীর্ত্তনস্য ফলং স্যাৎ; ততশ্চ যদ্ধ্যানফলং কলৌ সংকীর্ত্তনেঽন্তর্ভবতীত্যুক্তং, তচ্চ কালাপেক্ষয়েবেতি মন্তব্যম্। যদি চ তত্র বক্তব্যমিদম্—অনন্যসাধারণঃ কলিদোষো মহাপ্রভাবকীর্ত্তনেনৈব নিরাকৃতঃ স্যান্ন চান্যেন ধ্যানাদিনা কেনাপীত্যেবং ধ্যানাৎ কীর্ত্তন-মহিমা বক্তব্য ইতি। তথাপি কলি-মহাপাতকাদি-দোষনিরসনং নাম-সংকীর্ত্তনস্য কিং নাম মহত্ত্বমস্তু, যেন ধ্যানান্মহিমানং তল্লভতাম্; কিঞ্চ, 'ধ্যানমাত্রেণ কলিদোষা ন নশ্যন্তি, ইতি যুক্তিরপি নাস্তি, যয়া কলৌ তস্যা বিধিঃ স্যাৎ। অথচ যথাকথঞ্চিদ্‌ভগবৎস্মরণ-মাত্রেণাশেষ-পাপক্ষয়াদিকং সদা সিধ্যতীতি বচনশতপ্রমাণং বিদ্যোততে, তস্মাদ্ধ্যানমেব শ্রেষ্ঠমিত্যেবং প্রভোর্ভগবতো ধ্যানরতৈরনুরক্তৈর্মতঞ্চেৎ, তত্র তস্মিন্ মতে বুদ্ধ্যা ঈদৃশং বিবেচনীয়ম্। কীদৃশং তদিত্যাহুঃ—হি যতঃ প্রভোঃ পরিতঃ সর্বতোভাবেন স্ফূর্তিবিশেষঃ আকেশপাদান্ত-তত্তল্লাবণ্য-মাধুর্যাদি-পরিস্ফুরণ পূর্বিকা চিত্তে যা সাক্ষাদিবাভিব্যক্তিস্তস্যাঃ নিষ্ঠাপরিপাকো ধ্যানং

স্মৃতিশ্চ মনসা সম্বন্ধমাত্রম্ 'ঈশ্বরোঽস্তি' ইতি, 'ভগবতো দাসোঽস্মি'—ইত্যাদিপ্রকারেণ ভগবতঃ সম্পর্কমাত্রম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৯-১৫০। যে সকল ভগবদ্ধ্যানরসিক কীর্তনের ফল ধ্যান বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতের অনুবাদ পূর্বক বিবেক চাতুর্য দ্বারা তাহা অঙ্গীকার করিয়াও অবশেষে কীর্তনকেই শ্রেষ্ঠরূপে স্থাপন করিয়াছেন। উপরিউক্ত অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে 'বাহ্যান্তর' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়সকলের চালক বাগিন্দ্রিয় যদি সংযত হয়, অর্থাৎ মৌনাবলম্বন করে, তবেই চিত্ত স্থির হয় এবং শ্রবণাদি বাহ্যেন্দ্রিয় ও মনসাদি অন্তরিন্দ্রিয়ের চালক (ক্ষোভক) যে বাগিন্দ্রিয় তাহাকে যদি ভগবৎকীর্তনে নিয়োজিত করা যায়, অথবা মৌনাবলম্বনে চিত্ত স্থির করিয়া স্মরণে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তবেই চিত্তে ভগবৎস্মৃতি প্রবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব জানা গেল যে, কীর্তন স্মৃতির অনুকূল এবং স্মৃতিই ভক্তি অঙ্গের চূড়ামণিসদৃশ। অতএব কীর্তনের মধ্যে স্মরণ হইল, কিংবা স্মরণই কীর্তনের ফল। আর ধ্যানাদির ফল যে কীর্তন বলিতেছেন, তাহাও কালাপেক্ষায় বুঝিতে হইবে। যেহেতু, কলির অসাধারণ মহাদোষ, তাহা অসাধারণ প্রভাবযুক্ত কীর্তনের দ্বারাই নিরাকৃত হয়—ধ্যানাদিতে নহে। এতদ্দ্বারা ধ্যান হইতে কীর্তনের মহিমা অধিকরূপে প্রতিপন্ন হইল। তথাপি যদি বল, কলির মহাপাতকাদি-দোষ নিরসনই কী সংকীর্তনের মহত্ত্ববিশেষ? ধ্যানের দ্বারা কি কলিদোষ নষ্ট হয় না? এরূপ যুক্তিকে প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করিতে পার না। কেননা, যে নিমিত্ত কলিতে কীর্তনের বিধান বিহিত হইয়াছে, সেই নিমিত্তই শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, 'যথাকথঞ্চিৎ ভগবৎস্মরণমাত্রেই অশেষ কলিদোষ পাপাদির সংক্ষয় সদাই হইয়া থাকে।"—এইরূপ শত শত প্রমাণ কি বিদ্যমান নাই? অতএব ধ্যানই শ্রেষ্ঠ। এই যে ধ্যানরসিকগণের মত এবং সেই মতের বুদ্ধিপূর্বক ঈদৃশ বিবেচনা করা কর্তব্য। কীদৃশ বিবেচনা করা কর্তব্য? তদুত্তরে বলিতেছেন, যখন প্রভুর (ভগবানের) কেশ হইতে পাদপদ্মের নখমণি পর্যন্ত এবং শ্রীমূর্তির লাবণ্য-মাধুর্যাদির সর্বতোভাবে চিত্তে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষাৎ অভিব্যক্তির ন্যায় হয়, সেই নিষ্ঠার পরিপাক বিশেষই ধ্যান; আর সেই ধ্যানে যদি নিশ্চয় হয় যে, 'ঈশ্বর আছেন' 'আমি সেই ঈশ্বরের দাস'—ইত্যাদি প্রকারে ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষই স্মৃতি অর্থাৎ সামান্যভাবে ভগবৎসম্পর্ককে বুঝায় মাত্র।

১৫১। চেদ্ধ্যানবেগাৎ খলু চিত্তবৃত্তাবন্তর্ভবন্তীন্দ্রিয়বৃত্তয়স্তাঃ।
সংকীর্ত্তন-স্পর্শন-দর্শনাদ্যা, ধ্যানং তদা কীর্ত্তনতোঽস্তু বর্যম্॥
১৫২। প্রীতির্যতো যস্য সুখঞ্চ যেন, সম্যগ্ ভবেত্তদ্রসিকস্য তস্য।
তৎ সাধনং শ্রেষ্ঠতমং সুসেব্যং, সদ্ভির্মতং প্রত্যুত সাধ্যরূপম্॥
১৫৩। সংকীর্ত্তনাদ্ধ্যানসুখং বিবর্ধতে, ধ্যানাচ্চ সংকীর্ত্তন-মাধুরীসুখম্।
অন্যোঽন্যসম্বর্ধকতানুভূয়তে, ঽস্মাভিস্তয়োস্তদ্দ্বয়মেকমেব তৎ॥

মূলানুবাদ

১৫১। যদি ধ্যানবেগবশতঃ সংকীর্তন-স্পর্শন-দর্শনাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমুহ চিত্তবৃত্তির অন্তর্ভূত হইয়া যায়, তবে কীর্তন হইতে ধ্যানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা যাইতে পারে।

১৫২। যাঁহার যেরূপ সাধনায় সম্যক্ প্রীতি বা যে প্রকারে সুখোৎপত্তি হয়, সেই রসিকের পক্ষে সেই সাধনই সুসেব্য ও শ্রেষ্ঠতম; প্রত্যুত, উহাই সাধ্যরূপ। সাধুগণও এই প্রকার সম্মতি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

১৫৩। সংকীর্তন হইতে ধ্যানসুখ বর্ধিত হয়, আবার ধ্যানদ্বারাও কীর্তনানন্দ বা কীর্তনমাধুরীসুখ সম্বর্ধিত হয়। অতএব উভয়ে উভয়ের পোষক ও সংবর্ধক; সুতরাং সংকীর্তন ও ধ্যান আমরা এক বলিয়াই মনে করি।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৫১। এবং সঙ্কীর্ত্তনাদিসম্বন্ধে সতি ধ্যানস্য শ্রৈষ্ঠ্যমস্মাভিরপ্যঙ্গীক্রিয়ত ইত্যাহুঃ—চেদিতি। তা অস্মদভিপ্রেতা ইন্দ্রিয়াণাং বাক্ত্বক্চক্ষুরাদীনাং বৃত্তিরূপাঃ সংকীর্ত্তনাদয়ো ধ্যানস্য বেগাৎ প্রাবল্যেন চেদ্‌যদি চিত্তবৃত্তাবন্তর্ভবন্তি, ধ্যানমধ্যে এবান্তঃকীর্ত্তনাদয়ঃ সম্পদ্যন্তে, তদা ধ্যানং কীর্ত্তনতো বর্যং শ্রেষ্ঠমস্ত্বিত্যভ্যুপগমঃ॥

১৫২। ননু যদি ধ্যানে সংকীর্ত্তন-স্পর্শনাদিরূপা মনোবৃত্তিবিশেষা নোৎপদ্যন্তে, কেবলং ভগবতঃ শ্রীমূর্তৌ চেতোবৃত্তিসন্ততিরেব স্যাৎ, তত্রৈব নিজমনো রমতে, তর্হি কিং কার্যমিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—প্রীতিরিতি। যতো যস্মিন্ তদেব শ্রেষ্ঠতমং তস্য সাধনমতস্তদেব তেন সুষ্ঠু সেব্যম্, সদা শ্রদ্ধয়া চাদরেণ চানুষ্ঠেয়ম্। প্রীতিবিষয়ত্বাদচিরেণ নিজেষ্ট-সম্পাদনযোগ্যত্বাৎ, প্রত্যুত তদেব তস্য সাধ্যং ফলং তৎস্বরূপঞ্চ সদ্ভির্মতং প্রেমোদয়াৎ॥

১৫৩। 'বয়ং তু ধ্যানং সংকীর্ত্তনঞ্চ দ্বয়মেব সেব্যং মন্যামহে' ইত্যাহুঃ—সংকীর্ত্তনাদিতি। তয়োঃ সংকীর্ত্তন ধ্যানয়োরন্যোঽন্যং পরস্পরং সংবর্ধকতা-

পরিপোষকত্বমস্মাভিরনুভূয়তে। এবং সত্যপি কালদেশাদিবিভাগ-ব্যবস্থয়া অন্যোঽন্যাশ্রয়দোষোঽপি ন কিল ঘটেত, তত্তস্মাৎ তৎ সংকীর্ত্তনং ধ্যানঞ্চেতি দ্বয়মেকমেব, কার্য-কারণয়োরভেদাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫১। এইরূপ সংকীর্তনাদি সম্বন্ধে ধ্যানের শ্রেষ্ঠতা (অভ্যুপগম-ন্যায়ানুসারে) অঙ্গীকারপূর্বক বলিতেছেন, যদি ধ্যানবেগে বাক্, ত্বক ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদয় চিত্তবৃত্তির অন্তর্ভূত হইয়া যায়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিস্বরূপ কীর্তন-দর্শন-স্পর্শনাদি প্রবলবেগে চিত্তের মধ্যে প্রকাশ পায়, তবে আমাদের অভিপ্রেত কীর্তন হইতে ধ্যানই শ্রেষ্ঠ হইল।

১৫২। ভাল, যদি ধ্যানের মধ্যে সংকীর্তন-স্পর্শনাদিরূপা মনোবৃত্তিবিশেষ প্রকাশ না পাইয়া কেবল ভগবানের শ্রীমূর্তিতে চিত্তবৃত্তিসংলগ্ন হয় এবং তাহাতেই নিজ মনের সুখ বর্ধিত হয়, তাহা হইলে কি করা কর্তব্য? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, যাহাতে যাহার প্রীতি বা যে প্রকারে সুখোৎপত্তি হয়, তাহার পক্ষে তাহাই শ্রেষ্ঠতম সাধন এবং তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। পরন্তু শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত সর্বদা সেই সেই সাধনানুষ্ঠান কর্তব্য। যেহেতু প্রীতির সহিত হইলে অতিশীঘ্র নিজ ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে; প্রত্যুত, উহাই তাহার সাধ্যফলরূপে গণনা করা কর্তব্য এবং ইহাই সাধুগণেরও সিদ্ধান্ত।

১৫৩। "আমরা কিন্তু ধ্যান ও সংকীর্তন উভয়কেই যুগপৎ সেব্য বলিয়া মনে করি।" কেননা, সংকীর্তন দ্বারাই ধ্যানসুখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার ধ্যান দ্বারা সংকীর্তন-মাধুরীসুখ সংবর্ধিত হয়, অতএব উভয়েই উভয়ের পোষক ও সংবর্ধক। তাহা হইলে কালদেশাদির বিভাগ ব্যবস্থায়ও অনন্যাশ্রয়দোষ ঘটে না; সুতরাং সংকীর্তন ও ধ্যান আমরা এক বলিয়া মনে করি। যেহেতু, কার্য ও কারণ অভেদাত্মক। আমরা ইহা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছি।

সারশিক্ষা

১৫২। বৈকুণ্ঠপার্ষদগণের অভিপ্রায় এই যে, যদি ধ্যানবেগে চিত্তক্ষেত্রে সংকীর্তন-সংস্পর্শন ও দর্শনরূপা মনোবৃত্তিসমূহের আবির্ভাব না হইয়া কেবল শ্রীভগবানের শ্রীমূর্তিতে চিত্তবৃত্তির ধারাসমূহ আপতিত হয়, এবং তাহাতেই চিত্ত অনুরক্ত হয়, তাহা হইলে কি করা কর্তব্য? যদি এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হয়, তবে শ্লোকের যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত হইয়াছে। কিন্তু আমরা কীর্তন ও ধ্যান উভয়েরই পক্ষপাতী।

১৫৪। ধ্যানঞ্চ সংকীর্তনবৎ সুখপ্রদং, যদ্বস্তুনোঽভীষ্টতরস্য কস্যচিৎ॥
চিত্তেঽনুভূত্যাপি যথেচ্ছমুদ্ভবেচ্ছান্তিস্তদেকাপ্তিবিষক্তচেতসাম্॥

১৫৫। যথা জ্বররুজার্ত্তানাং শীতলামৃতপাথসঃ।
মনঃপানাদপি ত্রুট্যেত্তৃড়্বৈকুল্যং সুখং ভবেৎ॥

১৫৬। তত্তৎসংকীর্তনেনাপি তথা স্যাদ্যদি শক্যতে।
সতামথ বিবিক্তেঽপি লজ্জা স্যাৎ স্বৈরকীর্তনে॥

মূলানুবাদ

১৫৪। ধ্যানও সংকীর্তনের ন্যায়ই সুখপ্রদ; কারণ, প্রিয়তমের যে কোন বস্তুর অনুভবেও সুখ হয় এবং তাঁহার সম্বন্ধীয় যে কোন এক বিষয়ে যথেষ্টরূপে চিত্ত প্রবিষ্ট হইলে শান্তি জন্মে।

১৫৫। জ্বররোগীরা যেমন অমৃততুল্য শীতল জল মনে কল্পনা করিয়া পান করিলেও তৃষ্ণা-বৈকুল্য হইতে পরিত্রাণ ও সুখ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অভীষ্টবস্তুর সংকীর্তনেও সংকীর্তনকারীর সুখ-শান্তি ঘটিয়া থাকে।

১৫৬। যদিও অভীষ্টবস্তুর সংকীর্তনেও সুখলাভ হইতে পারে, তথাপি তাহার নিখিল ভাবসমূহের গ্রহণ—কীর্তনে সম্ভবপর হয় না। হয়ত যত্ন দ্বারা তাদৃশ শক্তিলাভ সম্ভবপর হইলেও মানসিক এমন অনেক গোপ্যভাব আছে, যাহা কোন কোন সাধুভক্ত নির্জনে একাকী কীর্তনেও লজ্জাবোধ করেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৫৪। এবং ধ্যানমঙ্গীকৃত্য প্রশংসন্তি—ধ্যানমিতি। অপ্যর্থে চকারঃ। ধ্যানমপি সংকীর্ত্তনমিব সুখপ্রদং স্যাৎ, যদ্যস্মাৎ অভীষ্টতরস্য প্রিয়তমস্য কস্যচিদ্বস্তুনো যথেচ্ছং নিজেচ্ছানুসারেণ চিত্তেঽনুভূত্যা অনুভবেনাপি তস্য বস্তুন এবৈকস্য প্রাপ্তৌ বিষক্তমাসক্তং চেতো যেষাং তেষাং শান্তিং সুখং তদধুনাপি দুঃখোপশমো বা উদ্ভবেৎ জায়তে॥

১৫৫। তত্র স্ফুটং দৃষ্টান্তং দর্শয়ন্তি—যথেতি। শীতলমমৃততুল্যং যৎ পাথো জলং তস্য মনসা পানাদপি জ্বররোগেণার্তানাং যথা তৃষা বৈকুল্যং ত্রুট্যেৎ হ্রসতি, ততঃ সুখঞ্চ ভবেত্তথেতি॥

১৫৬। ননু 'নিবেদ্য দুঃখং সুখিনো ভবন্তি' ইতি ন্যায়েন সংকীর্ত্তনেনাপি তৎ সিধ্যেত্তত্রাহুঃ—তত্তদিতি। তস্য তস্যাভীষ্টতরবস্তুনঃ সংকীর্ত্তনেনাপি তথা শান্তিঃ স্যাদেব, কিন্তু যদি তত্তৎ-সংকীর্ত্তনং কর্ত্তুংশক্যেত, মানসিকানামখিলানামর্থজাতানং

বাক্‌শক্ত্যা গ্রহণাসম্ভবাৎ ভবতু বা যত্ন-বিশেষেণ তত্র শক্তিস্তথাপি কেষাঞ্চিদর্থানাং রহস্যেকাকিতয়া কীর্ত্তনে সাধবো লজ্জেরন্নিত্যাহুঃ—সতামিতি। বিবিক্তে একান্তে-ঽপি স্বৈরেণ স্বাচ্ছন্দ্যেন কীর্ত্তনে লজ্জা স্যাৎ, পরমগোপ্যার্থোদ্‌ঘাটনাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৪। এইরূপে ধ্যানকে অঙ্গীকার করিয়া তাহার প্রশংসা করিতেছেন। ধ্যান সংকীর্তনের ন্যায়ই সুখপ্রদ। যেহেতু, প্রিয়তমের যে কোন বস্তুর অনুভবেও সুখ হয়। তাঁহার যে কোন এক বিষয়ে যথেষ্টরূপে চিত্ত প্রবেশ করিলেই শান্তি জন্মে। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছানুসারে সেই প্রিয়তমের যে কোন বস্তু চিত্তের অনুভবের বিষয় হইলেই চিত্তের আসক্তি হয়। আসক্তি হইলেই দুঃখের উপশম বা শান্তিজনিত সুখ হয়।

১৫৫। কথিত বিষয়ে সুস্পষ্ট অনুকূল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, জ্বররোগীরা যেমন অমৃততুল্য শীতলজল মনে কল্পনা করিয়া পান করেন এবং সেই পান জন্য তৃষ্ণা-বৈকুল্য হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন বা সুখপ্রাপ্ত হন; তদ্রূপ অভীষ্টবস্তুর সংকীর্তনেও সংকীর্তনকারীর সুখ-শান্তি ঘটে।

১৫৬। যদি বল, 'নিবেদ্য দুঃখং সুখিনো ভবন্তি'—এই ন্যায়ানুসারে সহৃদয় বন্ধুর নিকট দুঃখ বর্ণনা করিয়াও সুখলাভ হয়, সেইরূপ অভীষ্টবস্তুর সংকীর্তনেও সুখলাভ হইতে পারে; কিন্তু এখানে অন্তরের দুঃখ সহৃদয় জনের নিকট নিবেদন করিতে না পারিলে কিরূপে দুঃখের নিবৃত্তি হইবে? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া বলিতেছেন, সেই সেই অভীষ্টতর বস্তুর সংকীর্তনের দ্বারাই শান্তি লাভ হয় সত্য, কিন্তু যদি তত্তৎ সংকীর্তনে সমুদয় মানসিকভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। পরন্তু মানসিক সমস্ত ভাব বাক্যের দ্বারা গ্রহণ হইতে পারে না। যেহেতু, মানসবৃত্তি অনন্ত। সেই অখিল মানসবৃত্তির অর্থসমূহ বাক্‌শক্তি দ্বারা গ্রহণ অসম্ভব। যদি বা কোনপ্রকারে প্রকাশ-সামর্থ্য হয়, তথাপি কোন কোন গোপ্যবিষয়ের এমন রহস্যময় ভাব থাকে, যাহা কোন কোন সাধুভক্ত অতি নির্জনে একান্তেও তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন; অথচ সেই সকল ভাব মানসিক চিন্তনে যথেষ্ট আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় ধ্যান অবশ্যই সমাদরণীয়।
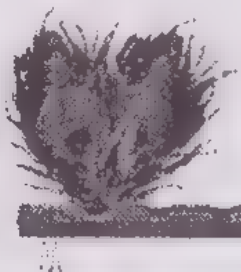
১৫৭। একাকিত্বেন তু ধ্যানং বিবিক্তে খলু সিধ্যতি।
সংকীর্তনং বিবিক্তেঽপি বহুনাং সঙ্গতোঽপি চ॥

মূলানুবাদ

১৫৭। নির্জন ও একাকীত্ব না হইলে ধ্যান কদাচ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু নির্জন বা বহুলোক সমাকীর্ণ স্থানেও সংকীর্তন সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৫৭। এবং ধ্যানং প্রশস্য নিজপরমসম্মতস্য ভগবন্নামসংকীর্তনস্য সর্বোৎকৃষ্টং মাহাত্ম্যাতিশয়ং বক্ষ্যন্তঃ প্রথমং সামান্যেন সংকীর্তনস্য ধ্যানান্মহিমানং বদন্তি—একাকিত্বেনেতি। ধ্যানং তু একাকিত্বেন তত্র বিবিক্তে নির্জন প্রদেশ এব সিধ্যতি খল্বিতি। এবমেব সিধ্যেৎ নান্যথেতি নিশ্চিনোতি। এবং বহুবিঘ্নসত্তয়া তত্তদভাবে সতি তস্যাঃ সিদ্ধিরুক্তা। কীর্তনন্তু সদৈব সিধ্যতীত্যাহুঃ—সংকীর্তনমিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৭। এইরূপে ধ্যানের প্রশংসা করিয়া নিজের ও পরের-সম্মত ভগবন্নাম সংকীর্তনের সর্বোৎকৃষ্ট মাহাত্ম্যাতিশয় বলিবার জন্য প্রথমতঃ সামান্যরূপে ধ্যান হইতে কীর্তনের মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। নির্জন ও একাকীত্ব না হইলে ধ্যান কদাচ সিদ্ধ হয় না, কিন্তু সংকীর্তন নির্জনেও হইতে পারে, বহুলোক মধ্যেও হইতে পারে। বহুজনসঙ্গে বা সর্ববিঘ্নময়স্থলে সংকীর্তন সিদ্ধ হয় বলিয়া ধ্যানসিদ্ধ বিঘ্নবহুলা,আর সংকীর্তনসিদ্ধি সরলা বলিয়া জানিতে হইবে।

১৫৮। কৃষ্ণস্য নানাবিধ-কীর্তনেষু,
তন্নাম-সংকীর্তনমেব মুখ্যম্।
তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্,
শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ॥

মূলানুবাদ

১৫৮। নানাবিধ কীর্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্তনই মুখ্য কারণ, তাঁহার নাম-সংকীর্তনই শীঘ্র প্রেমসম্পত্তি উৎপাদনে সমর্থ। অতএব উহাই ভক্তিপ্রকার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং পণ্ডিতগণও এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৫৮। তত্র চ শ্রীভগবন্নাম সংকীর্ত্তনমেব সেব্যমিত্যাশয়েনাহু—কৃষ্ণস্যেতি। নানাবিধেষু বেদ-পুরাণাদিপাঠ-কথা-গীতস্তুত্যাদিভেদেন বহুপ্রকারকেষু কীর্ত্তনেষু মধ্যে তস্য কৃষ্ণস্য নাম-সংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্। কুতঃ? দ্রাক্ অবিলম্বেনৈব তস্মিন্ কৃষ্ণে প্রেমসম্পদো জননে আবির্ভাবণে স্বয়-মন্যনৈরপেক্ষ্যেণৈব শক্তং সমর্থন্। ততস্তস্মাদ্ধেতোধ্যানাদিতি বা। তৎ শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনমেব শ্রেষ্ঠতমং মতং সদ্ভিরস্মাভির্বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৮। অতএব শ্রীভগবন্নাম-সংকীর্তনই পরম সেব্য বলিয়া মনে করি, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ কীর্তনের মধ্যে নাম-সংকীর্তনই মুখ্য। অর্থাৎ বেদ-পুরাণাদিপাঠ, কথা, গীত ও স্তুতি ইত্যাদি-ভেদে বহুপ্রকার কীর্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্তনই মুখ্য। কিজন্য মুখ্য? শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্তন দ্বারাই অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণে প্রেমসম্পত্তির আবির্ভাব হয় এবং এই আবির্ভাবনে শ্রীনাম-সংকীর্তন স্বয়ংই অন্য নিরপেক্ষভাবে প্রেম সম্পত্তির উৎপাদনে সমর্থ। অতএব উহাই ধ্যানাদি ভক্তি অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম—সাধুগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন।

১৫৯। শ্রীকৃষ্ণনামামৃতমাত্মহৃদ্যং, প্রেম্ণা সমাস্বাদনভঙ্গিপূর্ব্বম্।
যৎ সেব্যতে জিহ্বিকয়াঽবিরামং, তস্যাঽতুলং জল্পতু কো মহত্ত্বম্॥

১৬০। সর্ব্বেষাং ভগবন্নাম্নাং সমানো মহিমাপি চেৎ।
তথাপি স্বপ্রিয়েণাশু স্বার্থসিদ্ধিঃ সুখং ভবেৎ॥

১৬১। বিচিত্ররুচিলোকানাং ক্রমাৎ সর্ব্বেষু নামসু।
প্রিয়তাসম্ভবাত্তানি সর্বাণি স্যুঃ প্রিয়াণি হি॥

মূলানুবাদ

১৫৯। প্রেমের সহিত রসনায় ভঙ্গিভরে আত্মপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণনামামৃত যাহা পান করা যায়, সেই নামামৃত সেবনের তুলনা নাই, আর কেই বা তাহার মহত্ত্ব বর্ণন করিবে?

১৬০। যদিও সকলপ্রকার ভগবন্নামের মহিমা সমান, তথাপি স্বপ্রিয় নাম-সংকীর্তনেই অনায়াসে সুখের সহিত আশু স্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে।

১৬১। বিচিত্ররুচিসম্পন্ন লোকসকলেরও সর্বপ্রকার নামের মধ্যে কোন এক নামে প্রীতি উৎপন্ন হইলে ক্রমশঃ সকল নামই প্রিয় বলিয়া বোধ হইবে।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৫৯। এবং সামান্যেনোক্ত্বা বিশেষেণাহঃ—শ্রীকৃষ্ণেতি। আত্মহৃদ্যং স্বপ্রিয়ং সমাস্বাদনং রসগ্রহণং তস্য ভঙ্গি-বৈচিত্রী মুদ্রা বা তৎপূর্ব্বকং জিহ্বিকয়া রসনয়া যদবিরামং সেব্যতে তস্য তাদৃশ-সংকীর্ত্তনস্যেত্যর্থঃ। অতুলং নিরুপমং মহত্ত্বং কো জল্পতু, অপি তু ন কোঽপি বক্তুং শক্নোতীত্যর্থঃ॥

১৬০। ননু ভগবন্নাম্নাং মহিমনি তারতম্যং ন কেনাপি মন্যেত সর্ব্বেষামপি প্রত্যেকমপরিচ্ছিন্ন মাহাত্ম্যোক্তেঃ। সত্যং, তথাপি মনোরত্যা শীঘ্রমনায়াসেনার্থ-সাধকত্বাৎ। কল্প্যেতেত্যাহঃ—সর্বেষামিতি। অপি চেদ্যদ্যপি সমানস্তুল্য এব মহিমা, একেনৈব চিন্তামণিনা অশেষার্থসিদ্ধেঃ। বহুভিস্তৈরলমিতিবদেকস্য ভগবন্নাম্নঃ সহস্রতুল্যতোক্ত্যা অনন্ততা পর্য্যবসানাৎ। তথাপি স্বস্য সেবকস্য প্রিয়েণ মনোরমেণ ভগবন্নাম্না অতএব রামনাম প্রিয়ৈরুক্তম্—'সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে।' ইত্যাদি॥

১৬১। নন্বেবং সতি ভগবন্নাম্নাং মধ্যে কেষাঞ্চিৎ প্রিয়ত্বং, কেষামপি ন তাদৃক্ত্বমায়াতম্, ততশ্চ সর্বাণি ন সেব্যতাং যযুঃ; তত্রাহঃ—বিচিত্রেতি, রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ কস্যাপি কস্মিংশ্চিৎ কস্যচিৎ কস্মিন্নপি, তত্রাপি কস্যাচিৎ একস্মিন্নেব,

কস্যচিৎ দ্বয়োঃ, কস্যচিৎ ত্রিষু কস্যাপি কতিপয়েষ্বিত্যেবং ক্রমাৎ একৈকশঃ সর্বেষ্বপি প্রিয়তায়াঃ সম্ভবাৎ তানি নামানি সর্ব্বাণ্যেব প্রিয়াণি স্যুঃ। হি নিশ্চিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৯। এইরূপে সামান্যভাবে শ্রীনাম-সংকীর্তনের মহিমা বর্ণনা করিয়া এক্ষণে বিশেষভাবে বর্ণনা করিতেছেন। স্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণনামামৃত যাহা জিহ্বা দ্বারা সেবন করা যায়, সেই নামামৃত সেবনেরই যখন তুলনা নাই, তখন কি প্রকারে সেই শ্রীনাম-সংকীর্তনের অতুলনীয় নিরুপম মহত্ত্ব বর্ণন করা যাইবে? আর যাঁহারা প্রেমের সহিত নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে সেই আত্মহৃদ্য শ্রীকৃষ্ণনামামৃত অবিরত আস্বাদন করেন, তাদৃশ সংকীর্তনের মহিমাই বা বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে?

১৬০। যদি বল, শ্রীভগবন্নাম মহিমায় কেহ কেহ তারতম্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা সকল প্রকার শ্রীভগবন্নামকেই সমান এবং প্রত্যেকেই অপরিচ্ছিন্ন মহিমাবিশিষ্ট মনে করিয়া থাকেন। সত্য, সকল প্রকার ভগবন্নামের মহিমা সমান, তথাপি যাহার যে নাম প্রিয়, সেই নাম-সংকীর্তনেই অনায়াসে এবং সুখের সহিত অর্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন, একই চিন্তামণি চিন্তার বিভিন্নতাবশতঃ অশেষবিধ বিভিন্ন ফল প্রদান করেন, তদ্রূপ রুচির বিভিন্নতা অনুসারে অর্থাৎ যাঁহার যে নামে রুচি হয়, সেই নামের কীর্তনে তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। অতএব নামে যে প্রিয়ত্ব বা অপ্রিয়ত্ব, তাহা কেবল ভক্তের রুচির বিভিন্নতাবশতঃ কল্পিত হইয়া থাকে। এজন্য কাহারও এক নামে রুচি হয়, কাহারও দুই বা তিন নামে রুচি হয়, আবার কাহারও কাহারও বহু নামে রুচি হইয়া থাকে। এই প্রকারে সকল প্রকার নামেই প্রিয়তা সম্ভব হয়। আর প্রত্যেক নামের অচিন্ত্য মহিমা থাকিলেও এইরূপে ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। তথাপি নিজ প্রিয় মনোরম নাম-কীর্তনই প্রশস্ত। এইজন্য শ্রীরামনামপ্রিয় শ্রীমহাদেব স্বয়ংই বলিয়াছেন, "এক রামনাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য।" তাৎপর্য এই যে, যদি একটি চিন্তামণির দ্বারা সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তবে বহু চিন্তামণির প্রয়োজন কি? তথাপি ভক্তগণ নিজপ্রিয় মনোরম নাম একবার বলিয়া ক্ষান্ত হয়েন না, বারংবার আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

১৬১। যদি বল, এইরূপে শ্রীভগবন্নাম সকলের মধ্যে কতকগুলি প্রিয়, আর কতকগুলি অপ্রিয়, এরূপ নাও হইতে পারে, কিন্তু শ্রীভগবানের সকল প্রকার নামই কি সেবনীয় নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন, বিচিত্র রুচিবিশিষ্ট লোকের যে কোন একটি নামে প্রীতি হইলেই ক্রমশঃ সকল নামই প্রিয় বলিয়া প্রতীত হইবে। অর্থাৎ রুচির বৈচিত্র্য-হেতু কাহারও এক নামে, কাহারও বা দুই তিন নামে, কাহারও বা বহুনামে রুচি হইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ সকল নামেই রুচি হইয়া থাকে—ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

১৬২। একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ।
আপ্লাবয়তি সর্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিজৈঃ॥

১৬৩। মুখ্যো বাগিন্দ্রিয়ে তস্যোদয়ঃ স্বপরহর্ষদঃ।
তৎ প্রভোর্ধ্যানতোঽপি স্যান্নামসংকীর্তনং বরম্॥

১৬৪। নামসংকীর্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ॥

মূলানুবাদ

১৬২। নামামৃত রস এক বাগিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় মধুর রসে সমুদয় ইন্দ্রিয়কেই প্লাবিত করিয়া থাকে।

১৬৩। বাগিন্দ্রিয়েই নামের মুখ্য উদয় এবং নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তিত হইলে আত্মসুখ ও পরের সুখ উপজাত হয়, ধ্যানে কেবল নিজের উপকার ও আনন্দ হয়। অতএব প্রভুর ধ্যান হইতেও নাম-সংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ।

১৬৪। নাম-সংকীর্তনই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তি লাভের অন্তরঙ্গ ও অতি বলিষ্ঠ সাধন। কারণ, ইহা পরমাকর্ষক মন্ত্রবৎ।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৬২। কিন্তু কথমপি সেবিতং ভগবন্নাম সর্বসুখং জনয়তীত্যাহুঃ—একস্মিন্নিতি। নিজৈঃ স্বকীয়ৈঃ স্বাভাবিকৈর্বা মধুরৈ রসৈঃ সুখবিশেষৈঃ সর্বাণ্যাপ্লাবয়তি নিতরাং সংযোজয়তি॥

১৬৩। তথাপি তস্য সংকীর্তনমেব শ্রদ্ধয়া কার্যমিত্যাহুঃ—মুখ্য ইতি তস্য নাম্ন উদয়ঃ স্ফূর্তির্বাগিন্দ্রিয় এব মুখ্যঃ, বর্ণময়ত্বাৎ। এবমেব স্বেষাং স্বসেবকানাং পরেষাঞ্চ শ্রোতৃণাং হর্ষং দদাতীতি তথা সঃ। তত্তস্মাদুক্তন্যায়াৎ প্রভোর্ধ্যানতোঽপি নাম-সংকীর্ত্তনং বরং শ্রেষ্ঠম্॥

১৬৪। সর্বোৎকর্ষচরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তঃ ফলবিশেষঃ সংকীর্ত্তনাদেব সিধ্যতীত্যুক্তমেব। তচ্ছ্রেষ্ঠ্যে হেতুং পুনরতিহর্ষেণাভিব্যঞ্জয়ন্তি—নামেতি। পরমাকর্ষকো মন্ত্রো যথা দুর্লভতরমর্থং দূরাদাকৃষ্য ঘটয়তি তথেতি। এবমেষ উক্তপোষো দ্রষ্টব্যঃ। অতএব 'শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে। গীতানি নামানি তদর্থকানি, গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥' (শ্রীভা ১১।২।৩৯) ইত্যুক্ত্বাপি প্রেমসম্পদাবির্ভাবেঽন্তরঙ্গত্বেন। 'এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়তি॥' (শ্রীভা ১১।২।৪০) ইত্যত্র পুনঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা ইত্যুক্তমিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬২। কিন্তু কি প্রকারে সেবিত হইলে শ্রীভগবন্নাম সর্ব-সুখজনক হয়? তাহাতেই বলিতেছেন, নামামৃত এক বাগিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াই স্বকীয় স্বাভাবিক মধুররসে বা সুখবিশেষে সমগ্র ইন্দ্রিয়কেই প্লাবিত করিয়া থাকেন।

১৬৩। তথাপি সেই নাম-সংকীর্তন শ্রদ্ধার সহিত হওয়া প্রয়োজন। বাগিন্দ্রিয়ই শ্রীনাম-কীর্তনের মুখ্য উদয়স্থান; যেহেতু, শ্রীনাম বর্ণময়। আর এই নাম উচ্চৈঃস্বরে গীত হইলে আত্মসুখ ও পরের (শ্রোতাগণের) সুখপ্রদ হয়, কিন্তু ধ্যানে কেবল নিজের উপকার ও আনন্দ হয়। আর শ্রীনাম-কীর্তনে নিজের ও পরের উপকার ও আনন্দ হয়। অতএব এই ন্যায়ানুসারে প্রভুর ধ্যান হইতে কীর্তনই শ্রেষ্ঠ।

১৬৪। সর্বোৎকর্ষের চরমসীমাপ্রাপ্ত ফলবিশেষ নাম-সংকীর্তন হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাই সেই শ্রেষ্ঠতার হেতু পুনর্বার অতীব হর্ষের সহিত প্রকাশ করিতেছেন। প্রেমসম্পৎ লাভের অতি অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্তন অতীব বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহা মন্ত্রবৎ ভগবদাকর্ষক। সরল ভাবে ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীভগবানের নাম-কীর্তন করিলে, তাদৃশ ভক্তের আহ্বানে শ্রীভগবান তাঁহার সম্মুখেই আবির্ভূত হয়েন। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীনাম-কীর্তন সিদ্ধ মন্ত্রবৎ দুর্লভতর বস্তুকে দূর হইতে আকর্ষণ করিয়া আনেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—"চক্রপাণির জন্ম-কর্ম সম্বন্ধীয় সুমঙ্গল নামসকল ভক্তগণ কর্তৃক গীত হইয়া থাকেন। ঐ সকল নাম শ্রবণপূর্বক তাঁহারা নির্লজ্জভাবে গান করিতে করিতে নিরপেক্ষভাবে সর্বত্র বিচরণ করেন।" ইহা বলিয়া আবার প্রেমসম্পদ আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ সাধন বলিতেছেন। যথা (শ্রীভা) শ্রীকবি যোগেন্দ্র নিমি রাজাকে বলিয়াছেন—'হে রাজন্! এই প্রকার স্বপ্রিয় শ্রীহরির নামকীর্তন দ্বারা জাতপ্রেম ও শ্লথহৃদয় হইয়া সেই ভক্তগণ উন্মাদবৎ কখনও উচ্চহাস্য করেন।' অর্থাৎ শ্রীভগবান নিজভক্ত-কর্তৃক কখনও পরাজয় প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহার এই মহিমা অনুভব করিয়া ভক্ত উচ্চহাস্য করেন। কদাচিৎ উৎকণ্ঠা হেতু চিৎকার, কখনও বা আনন্দে গান, কখনও বা নৃত্য করেন। এইরূপে তাঁহারা ভগবদ্ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সর্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। অতএব স্বপ্রিয় নাম-কীর্তনই পরম অন্তরঙ্গ ও বলিষ্ঠ সাধন।

১৬৫। তদেব মন্যতে তক্তেঃ ফলং তদ্রসিকৈর্জনৈঃ।
ভগবৎপ্রেম-সম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ॥

১৬৬। সল্লক্ষণং প্রেমভরস্য কৃষ্ণে, কৈশ্চিদ্রসজ্ঞৈরুত কথ্যতে তৎ।
প্রেম্ণো ভরেণৈব নিজেষ্টনামসংকীর্ত্তনং হি স্ফুরতি স্ফুটার্ত্ত্যা॥

১৬৭। নাম্নান্তু সংকীর্ত্তনমার্তিভারান্মেঘং বিনা প্রাবৃষি চাতকানাম্।
রাত্রৌ বিয়োগাৎ স্বপতে রথাঙ্গীবর্গস্য চাক্রোশনবৎ প্রতীহি॥

মূলানুবাদ

১৬৫। সেইজন্য ভক্তিরসিকগণ নাম-সংকীর্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। কারণ, নাম-সংকীর্তনকেই অব্যর্থ ভগবৎ-প্রেমসম্পত্তি উৎপাদন করিয়া থাকেন, ইহার কখনও ব্যভিচার হয় না।

১৬৬। রসজ্ঞগণ নাম-সংকীর্তনকেই প্রেমের স্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, নাম-সংকীর্তনই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উৎকৃষ্ট লক্ষণ। কারণ, নিজের ইষ্টনাম প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত পরিস্ফুটরূপে কীর্তন করিলে উহা স্বয়ংই প্রেমভরে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব সংকীর্তন ও প্রেম অনন্যসিদ্ধ।

১৬৭। প্রাবৃট্‌কালে চাতকের আর্তনাদের ন্যায়, রাত্রিকালে পতিবিয়োগবিধুরা চক্রবাকী ও কুররীর করুণ বিলাপের ন্যায়, ভক্তসকল প্রেমভরে বিরহ-যাতনায় ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্তন করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৬৫। 'অহো কিং বক্তব্যম্ শ্রেষ্ঠং সাধনমিতি, সাধ্যমপি তদেব কৈশ্চিন্মন্যতে' ইত্যাহুঃ—তদেবেতি, নামসংকীর্তনমেব। তত্র রসিকৈর্নাম-সংকীর্ত্তন-লম্পটৈঃ। ননু সর্বেষামপি সাধনভক্তিপ্রকারাণাং প্রেমৈব ফলমিত্যভিপ্রেতম্ সত্যং, নামসংকীর্তনে সতি প্রেম্ণঃ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ উপচারেণ তদেব ফলং মন্যত ইত্যাহুঃ—ভগবদিতি, ভগবতি প্রেম্ণঃ সম্পত্তৌ সম্পন্নতায়াং সদৈব নাম-সংকীর্তনস্য অব্যভিচারত আবশ্যকহেতুত্বাদিত্যর্থঃ॥

১৬৬। একে তু নামসংকীর্ত্তনমেব প্রেম্ণঃ স্বরূপং মন্যন্ত ইত্যাহুঃ—সদিতি। তন্নাম-সংকীর্তনমেব কৃষ্ণে প্রেমভরস্য সৎ উৎকৃষ্টং লক্ষণং কথ্যতে উচ্যতে। হি যতঃ স্ফুটয়া অভিব্যক্তয়া আর্ত্যা যন্নিজেষ্টস্য নামসংকীর্ত্তনং, তৎ প্রেম্ণো ভরণৈব স্ফুরতি আবির্ভবতি। এবং নামসংকীর্তন-প্রেমণোঽন্যোঽন্যং কার্যকারণতা সিদ্ধা। ততোঽভেদোঽপি সিদ্ধ ইতি দিক্॥

১৬৭। কিন্তু প্রেমবিশেষেণৈব নামসংকীর্ত্তনং স্যাদিতি দৃষ্টান্তেনোপপাদয়ন্তি—নাম্নামিতি। আর্তের্ভারাদ্ গৌরবাদ্ধেতোরেব নাম্নাং সংকীর্ত্তনং ভবতীতি প্রীতীহি। কিমিব? প্রাবৃষি বর্ষাসু মেঘং বিনা চাতকানামাক্রোশনমার্তস্বরেণ প্রিয়-প্রিয়েত্যাহ্বানমিব, তথা রাত্রৌ স্বপতি-বিরহাৎ রথাঙ্গীবর্গস্য চক্রবাকীবর্গস্য চাক্রোশনবৎ। এবং বিরহজ প্রেম্ণৈব প্রায়ো নামসংকীর্ত্তনং স্যাদিত্যুক্তম্ বিরহদ্বারাবির্ভবতঃ প্রেম্ণশ্চ পরমবৈশিষ্ট্যং পূর্বোপাখ্যানান্তে প্রায়েণোক্তমেবাগ্রে-হৃপি বক্ষ্যতে। এবং পরমার্ত্যা বিচিত্রমধুরগাথা-প্রবন্ধেন ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনং কার্যমিতি তাৎপর্যম, 'সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎ স্যাৎ সাধনং সাধকস্য তৎ' ইতি ন্যায়াৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৫। অহো! সাধনশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তনের মহিমা অধিক আর কি বর্ণন করিব? ভক্তরসিকগণ ইহাকেই সাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। তথাপি যদি কেহ বলেন, সর্বপ্রকার সাধনভক্তির ফল প্রেম। সত্য, নাম-সংকীর্তনই অব্যর্থরূপে সেই প্রেমসম্পত্তি উৎপাদন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ নাম-সংকীর্তনে প্রেমোদয়ের অবশ্যম্ভাবিত্ব হেতু উপচাররূপে নাম-সংকীর্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া গণনা করা হইয়াছে! বস্তুতঃ এই নিয়মের কখনও ব্যভিচার হয় না, এইজন্য সাধুগণ নাম-সংকীর্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া থাকেন। অতএব নাম-সংকীর্তন করিলেই ভগবানে প্রেমসম্পৎ স্বতঃই সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং নাম-সংকীর্তনই সাধ্য।

১৬৬। রসজ্ঞগণ নাম-সংকীর্তনকেই প্রেমের স্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীনাম-সংকীর্তনই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভরের উৎকৃষ্ট লক্ষণ। কারণ, পরিস্ফুট আর্তি অর্থাৎ প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত নিজের সেই ইষ্টনাম সংকীর্তন করিলে উহা প্রেমেরই ভরে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ সংকীর্তনে প্রেম আবির্ভূত হয়, আবার প্রেমের সহিত সংকীর্তনও সিদ্ধ হয়। অতএব নাম-সংকীর্তন ও প্রেম অনন্যসিদ্ধ—উভয়ে উভয়ের কার্য-কারণ সম্বন্ধ হেতু অভেদই সিদ্ধ হইল।

১৬৭। কিন্তু প্রেমবিশেষের দ্বারা নাম-সংকীর্তনে যে আর্তির উদয় হয়, তাহার তুলনা নাই। তথাপি এবিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতকসকল যেরূপ আর্তনাদ করে; রাত্রিকালে পতিবিয়োগ-বিধুরা চক্রবাকী ও কুররীসকল যেরূপ কাতর স্বরে চিৎকার করিয়া প্রিয়কে আহ্বান করে, তদ্রূপ ভক্তসকলও পরমবিরহজ প্রেমার্তিতে অভিভূত হইয়া নাম-সংকীর্তন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভগবৎ বিরহ-ব্যথায় ব্যথিত হইয়া বিচিত্র মধুর গাথা-প্রবন্ধ সহকারে ভগবানের নাম-সংকীর্তন করিয়া থাকেন। বিরহ দ্বারা আবির্ভাবিত পরমপ্রেম বৈশিষ্ট্যের

কথা প্রায়শঃ পূর্বে বলা হইয়াছে। 'প্রায়শঃ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, অগ্রে আরও বলা হইবে। এইরূপে পরমার্তির সহিত বিচিত্র মধুর গাথা-প্রবন্ধে ভগবানের নাম-সংকীর্তন করাই কর্তব্য এবং ইহাই সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য। যেমন, "সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎস্যাৎ সাধনং সাধকস্য তৎ।" এই ন্যায়ানুসারে সিদ্ধের যাহা লক্ষণ, তাহাই সাধকের সাধন অর্থাৎ সিদ্ধের আনুগত্যে সাধক সাধন পথে গমন করিবেন।

সারশিক্ষা

১৬৫। নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে প্রেম নিহিত আছে, বহির্দৃষ্টিতে তাহা দেখা যায় না। যেমন পদ্মপুষ্পের কোরকাবস্থায় মধুপের নিকট মধুগন্ধের বিকাশ উপলব্ধি হয় না, ক্রমশঃ বিকশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মধুগন্ধ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, তদ্রূপ নামরূপ পদ্মের প্রেম-মধুও নাম গ্রহণের প্রথমাবস্থায় স্বীয় গন্ধে ভক্ত-মধুপকে আকর্ষণ করিলেও বাহিরের লোক তাহা জানিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইলে অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্তনের দ্বারা তাহাদিগকে ক্রমশঃ আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এজন্য সাধুগণ নাম-সংকীর্তনকেই ভক্তির ফল (প্রেম) বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন।

**১৬৮। বিচিত্রলীলারসসাগরস্য, প্রভোর্বিচিত্রাৎ স্ফুরিতাৎ প্রসাদাৎ।
বিচিত্র-সংকীর্তন-মাধুরী সা, ন তু স্বযত্নাদিতি সাধু সিধ্যেৎ॥**

মূলানুবাদ

১৬৮। বিচিত্রলীলারস-সাগরসদৃশ প্রভুর প্রাসাদে স্ফুরিত সেই বিচিত্র সংকীর্তন-মাধুরী, নিজ যত্নাদিরূপ চেষ্টা দ্বারা (ঐ সংকীর্তন মাধুরীসুখ) কদাচ সিদ্ধ হয় না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৬৮। ননু তথা স্ফুটকীর্তনে বিঘ্নশঙ্কা-লোকপূজাদি দোষোঽশক্তিরপি শরীরদৌর্বল্যাদিনা কদাচিৎ সম্ভবতি, ন তু কেনাপ্যলক্ষ্যমাণেঽনায়াসেনান্তশ্চিন্তনে তত্রাহঃ—বিচিত্রেতি। সা উক্তপ্রকারা বিচিত্রা বিবিধা ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনস্য মাধুরী প্রভোর্ভগবতো বিচিত্রাৎ প্রসাদাদ্ধেতোঃ স্ফুরিতা আবির্ভূতা, ন তু স্বযত্নাৎ নিজপৌরুষেণ। বিচিত্রত্বে হেতুঃ—বিচিত্রাণাং লীলারসানাং সাগরস্য, ইত্যতো হেতোঃ সাধু সম্যক্ সিধ্যেৎ। ভগবৎপ্রসাদপ্রাপ্তেঽর্থে বিঘ্নদোষাদ্য সম্ভবাৎ। এতচ্চ নবস্বপি ভক্তিপ্রকারেষু সমমেবেত্যূহ্যম॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৮। যদিও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, স্ফুটরূপে নাম-সংকীর্তনে লোকশঙ্কা, লোকপূজাদিদোষ, শরীর দৌর্বল্য প্রভৃতি বহু বহু বিঘ্ন সংঘটিত হইতে পারে; কিন্তু অন্যের অলক্ষিতে অনায়াসে মানসচিন্তনে কোনরূপ বিঘ্নের আশঙ্কা নাই; অতএব উচ্চকীর্তনের কি প্রয়োজন? তাহাতেই বলিতেছেন, বিচিত্র লীলার সাগর স্বরূপ প্রভুর স্ফুরিত বিচিত্র প্রসাদ হইতেই উক্ত প্রকার বিচিত্র (বিবিধ) সংকীর্তন-মাধুরী স্ফুরিত হইয়া থাকে। ইহা পুরুষপ্রযত্ন সাধ্য বা নিজ পৌরুষবলে ঐ মাধুরী কদাচ সিদ্ধ হয় না, ইহা যে কেবল নাম-সংকীর্তন সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তাহা নহে; নববিধা ভক্তি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। অতএব ভগবৎপ্রসাদলব্ধ বস্তুতে কদাচ বিঘ্নদোষাদির উদ্গম হইতে পারে না। অর্থাৎ ভগবদ্‌কৃপায় সেই প্রকার বিচিত্র নাম-সংকীর্তন মাধুরীলাভ করা যায় বলিয়া কুশাগ্রেও বিঘ্ন ঘটে না।

১৬৯। ইচ্ছাবশাৎ পাপমুপাসকানাং, ক্ষীয়েত ভোগোন্মুখমপ্যমুষ্মাৎ।
প্রারব্ধমাত্রং ভবতীতরেষাং, কর্মাবশিষ্টং তদবশ্যভোগ্যম্॥

মূলানুবাদ

১৬৯। সদা ভগবন্নামসেবাপরায়ণ উপাসকের ভোগোন্মুখ পাপসমূহ তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উপাসক ভিন্ন অপরের (কদাচিৎ নামকীর্তন করিলেও) প্রারব্ধ কর্ম অবশিষ্ট থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৬৯। ননু ঈদৃশ-মহাপ্রভাবকং নাম-সংকীর্ত্তনং কুর্বতামপি কথং দুঃখাদিকং দৃশ্যতে? তত্রাহুঃ—ইচ্ছেতি। উপাসকানাং সদা ভগবন্নামসেবাপরাণাং ভোগোন্মুখং প্রারব্ধভোগমপি পাপমমুষ্মান্নামসংকীর্তনাদেব ক্ষীয়তে দুঃখফলত্বাৎ; অতঃ শুভফলত্বাৎ পুণ্যং তিষ্ঠেদেবেত্যর্থঃ। কুতঃ? ইচ্ছাবশাৎ তেষামেবেচ্ছাধীনত্বাৎ উপাসকানামিচ্ছয়ৈব কর্ম তিষ্ঠেন্নশ্যেদপীত্যর্থঃ। যথোক্তং শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে—'কর্মচক্রন্তু যৎ প্রোক্তমবিলঙ্ঘ্যং সুরাসুরৈঃ। মদ্ভক্তিপ্রবলৈর্মর্ত্ত্যৈর্বিদ্ধি লঙ্ঘিতমেব তৎ॥' ইতি। ইতরেষামুপাসক-ব্যতিরিক্তানাং কদাচিৎ কথমপি নাম-সংকীর্ত্তয়তামিত্যর্থঃ! প্রারব্ধমাত্রং, ন তু কূটাদিকর্ম অবশিষ্টং ভবতি; যতস্তৎ প্রারব্ধমবশ্যভোগ্যং, ভোগেনৈব তস্য ক্ষয়াৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৯। যদি বল, এতাদৃশ মহাপ্রভাবসম্পন্ন নাম-সংকীর্তন করিলেও কিজন্য ভক্তের দুঃখাদি দেখা যায়? তাহাতেই বলিতেছেন, সর্বদা শ্রীভগবন্নামসেবাপরায়ণ উপাসকগণের ভোগোন্মুখ (প্রারব্ধ ভোগ) পাপ সকল (দুঃখের আকারে দৃষ্ট হইলেও) তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং শুভফলজনক পুণ্যই অবশিষ্ট থাকে। কিজন্য? প্রারব্ধভোগনাশ বা তাহার অবস্থিতি নাম-সংকীর্তনকারীর ইচ্ছাধীন। হরিভক্তিসুধোদয়ে উক্ত আছে,—যে কর্মচক্র সুরাসুরগণও অতিক্রম করিতে পারেন না, পরন্তু ভক্তগণ ভক্তিপ্রভাবে তাহা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া থাকেন। কিন্তু ইতর অর্থাৎ উপাসকব্যতিরিক্ত অন্য ব্যক্তি কদাচিৎ কোনপ্রকারে নাম-সংকীর্তন করিলেই তাহাদের অবশ্যভোগ্য প্রারব্ধকর্মাদি অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু অপ্রারব্ধ কূটস্থ কর্মাদি ক্ষয় হইয়া যায়। কারণ, তাহাদের পক্ষে প্রারব্ধ (অবশ্যভোগ্য) কর্মসকল ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়।

সারশিক্ষা

১৬৯। নামগ্রহণকারীর প্রারব্ধের আকারে যে দুঃখাদি দেখা যায়, তাহা তাঁহাদের ভজনবৃদ্ধির নিমিত্ত; তাঁহারা মনে করেন, ভজন করিবার জন্য এই পাপ-পুণ্যময় দেহ কিছুদিন রক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ, পাপ ও পুণ্য ব্যতিরেকে এই দেহ থাকিতে পারে না। এজন্য তাঁহারা প্রারব্ধ কর্মসকল ইচ্ছাপূর্বক রক্ষা করেন। অথবা দৈন্যমূলা ভক্তিরস আস্বাদনের জন্য কেহ কেহ স্ব-কৃত কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। অথবা ভক্তিরসাস্বাদক শ্রীভগবান, ভক্তের আর্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার প্রারব্ধ কর্মাদি (উৎখাত বিষদন্ত সর্পদংশনের ন্যায় ফলজনক না হইলেও) রক্ষা করেন। অথবা নিজভক্তের ভক্তিজনিত সামান্য অপরাধকেও কর্মফলের আকারে প্রদর্শন করাইয়া নবীন ভক্তগণকে সতর্ক করিয়া দেন, তাহাতে ভক্তিরসিকের কোনপ্রকার অনুসন্ধান থাকে না, কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ কর্মফলভোগ ব্যপদেশে 'জল বিনা মৎস্যের ন্যায়' 'প্রেমলাভ বিনা অধন্যজীবন' মনে করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাদের উৎকণ্ঠাই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে ভক্ত ও ভগবানের প্রেম সদা বৃদ্ধিশীল হইলেও তাহা উল্লসিত করিবার জন্য শ্রীভগবান নিজ ভক্তকে দুঃখপ্রদানছলে নিজেই কোটিগুণ দুঃখরস অনুভব করিয়া থাকেন। 'ভগবতঃ খলু প্রিয়জনেচ্ছামেবানুগচ্ছতি সর্বশক্তিব্যক্তির্নতু যদৃচ্ছামিতি'—ভক্ত ভক্তিমান বলিয়া ভগবান ভক্তের ইচ্ছানুসারেই সমস্ত কার্য করিয়া থাকেন। অতএব নামগ্রহণকারীর ইচ্ছায় তাঁহার স্বকৃত কর্মফল রক্ষিত হয় অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

১৭০। মহাশয়া যে হরিনাম-সেবকাঃ, সুগোপ্যতদ্ভক্তিমহানিধেঃ স্বয়ম্।
প্রকাশভীত্যা ব্যবহারভঙ্গিভিঃ, স্বদোষদুঃখান্যনুদর্শয়ন্তি তে॥

মূলানুবাদ

১৭০। হরিনামসেবক মহাশয়গণ 'সুগোপ্য ভক্তিরূপ মহানিধি প্রকাশিত হইয়া যাইবে'—এই ভয়ে ভীত হইয়া ব্যবহার ভঙ্গিক্রমে লোকসকলকে নিজ দোষজনিত দুঃখভোগ জানাইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৭০। ননুপাসকানামপি ভরতাদীনাং ভোগোন্মুখকর্মাক্ষয়ো দৃশ্যতে, তত্রাহুঃ—মহেতি। যে মহাশয়াঃ পরমগম্ভীরভাবাস্তে ব্যবহারাণাং হরিণবাল-পোষণাদিরূপাণাং চেষ্টিতানাং ভঙ্গীভির্বৈচিত্রীভিঃ কৃত্বা স্বস্য দোষান্ দুষ্টসঙ্গাদীন্ দুঃখানি চ কুযোনিপ্রাপ্ত্যাদীনি স্বয়মেবানুদর্শয়ন্তি অনুকুর্বন্তি; যদ্বা, লোকেষু দর্শয়ন্তি। কিমর্থম্? সুগোপ্যা তস্য হরের্ভক্তিরেব মহানিধিঃ সর্বার্থসাধকত্বাৎ, তস্য প্রকাশাদ্ যাভীতিস্তয়া হেতুনা পরমরহস্যরূপাং ভগবদ্ভক্তিমাচ্ছাদয়িতুমিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭০। যদি বল, ভরতাদি উপাসকগণের ভোগোন্মুখ কর্মক্ষয় কিজন্য হয় নাই? হে মহাভাগ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। হরিনামসেবক মহাশয়গণ পরম গম্ভীর, তাঁহারা সাংসারিক দুঃখাদি ভোগ-ব্যবহারছলে অন্যান্য লোকসকলকে নিজ দুঃখভোগ জানাইয়া থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহাদের ব্যবহার অতীব দুর্গম, হরিণশিশু-পোষণাদিরূপ চেষ্টা দ্বারা লোকসকলকে ভঙ্গীক্রমে সতর্ক করিবার জন্য তাদৃশ দুষ্ট সঙ্গাদির দুঃখময় ফল—কুযোনিপ্রাপ্তি ইত্যাদি স্বয়ং অনুকরণ করিয়া তাহাদিগকে আপন দুঃখভোগ দেখাইলেন। কি অভিপ্রায়ে? অভিপ্রায় এই যে, 'সুগোপ্য ভক্তিরূপ সর্বার্থসাধক মহনিধি প্রকাশিত হইয়া যাইবে'। এই ভয়ে ভীত হইয়াই যেন লোকসকলকে আপন দুঃখভোগ জানাইয়া থাকেন এবং আপন হৃদয়স্থ ভক্তিসুখও গোপন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ পরম রহস্যরূপা ভগবদ্ভক্তি আচ্ছাদন করিয়া থাকেন।

১৭১। তন্নাম-সংকীর্তনমাত্রতোঽখিলা,
ভক্তা হরেঃ স্যুর্হতদুঃখদূষণাঃ।
কেচিত্তথাপি প্রভুবৎ কৃপাকুলা,
লোকান্ সদাচারমিমং প্রশাসতি॥

মূলানুবাদ

১৭১। শ্রীভগবন্নাম-সংকীর্তনমাত্রেই নিখিল ভক্তের দোষ ও দুঃখাদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তথাপি কোন কোন ভক্ত প্রভুর ন্যায় কৃপালু হইয়া লোকসকলকে সদাচার শিক্ষা দিবার নিমিত্ত দুঃখাদি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৭১। ননু সর্বলোকনিস্তারণার্থং তৎপ্রকাশনমেবোচিত্রম্, তত্রাহুঃ—তন্নামেতি। অখিলাঃ সর্বেঽপি জনাঃ হরের্ভক্তাঃ সন্তঃ হতানি দুঃখানি দূষণানি চ যেষাং তাদৃশা যদ্যপি স্যুঃ, তথাপি কেচিৎ কৃপাকুলাঃ প্রভুবৎ ভগবানিব ইমং বক্ষ্যমাণং দুঃসঙ্গদোষ-পরিহারাদিরূপং সদাচারং লোকান্ প্রশাসতি শিক্ষয়ন্তি। সদাচারং বিনা পাপেন চিত্তে মলিনে সতি ভক্তৌ প্রবৃত্তিরপি ন স্যাদিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭১। যদি বল, সকল লোকের নিস্তারের নিমিত্ত তাদৃশ মহানিধি প্রকাশ করাই কর্তব্য নয় কি? এবিষয়ে তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি। শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্তনমাত্রেই অখিল ভক্তের নিখিল দোষ ও দুঃখ নষ্ট হইয়া যায়, তথাপি কোন কোন ভক্ত ভগবানের ন্যায় কৃপালু হইয়া বক্ষ্যমান দুঃসঙ্গদোষ-পরিহারাদিরূপ সদাচার লোকসকলকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। কেননা, সদাচার বিনা পাপ-মলিন চিত্তে সহজে ভক্তিবিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে না, ইহাই জানাইয়া থাকেন।

১৭২। দুঃসঙ্গদোষং ভরতাদয়ো যথা, দুর্দ্যূতদোষঞ্চ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ।
ব্রহ্মস্বভীতিঞ্চ নৃগাদয়োঽমলাঃ, প্রাদর্শয়ন্ স্বব্যবহারততো জনান্॥

১৭৩। ভক্তিপ্রভাবেণ বিচারজাতৈঃ, সঞ্জায়মানেন সদেদৃশৈস্ত্বম্।
বিঘ্নাতিবিঘ্নান্ কিল জেষ্যসীহ, সর্বত্র তে হন্ত বয়ং সহায়াঃ॥

১৭৪। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য মহানুকম্পাস্মাভিঃ স্থিরা ত্বয্যবধারিতাস্তি।
লীনা ন সাক্ষাদ্ভগবদ্দিদৃক্ষা, ত্বত্তস্তপোলোকনিবাসিবাক্যৈঃ॥

মূলানুবাদ

১৭২। এইরূপে ভরতাদি ভক্তগণ শুদ্ধচিত্ত হইয়াও লোকসকলকে দুঃসঙ্গদোষ শিক্ষা দিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি মহানুভবগণ দ্যুতক্রীড়াজনিত দোষ এবং নৃগাদি অমলাশয় নৃপতিগণ ব্রহ্মস্বভীতিজনিত দোষাদি প্রদর্শন দ্বারা নিজ ব্যবহারে লোকসকলকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

১৭৩। অবিরত এই সকল তত্ত্ব বিচার করিয়া তুমি যে ভক্তিপ্রভাব সঞ্চয় করিবে, তদ্বারাই বিঘ্ন অতিবিঘ্ন সমুদয় সর্বদা জয় করিবে। আর আমরাও সর্বত্র তোমার সহায় হইয়া থাকিব।

১৭৪। আমরা অবধারণ করিয়াছি যে, তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের অচঞ্চলা মহতী অনুকম্পা বিদ্যমান আছে। কারণ, তুমি তপোলোকনিবাসীগণের বাক্যে আচ্ছন্ন হও নাই এবং সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনের ইচ্ছাও ত্যাগ করিতে পার নাই।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৭২। তদেব প্রপঞ্চয়ন্তি—দুঃসঙ্গেতি। দুষ্টসঙ্গে দোষ ভরতাদয়ঃ স্বস্য ব্যবহারতঃ হরিণপোত-পোষণাসক্ত্যা কুযোনিপ্রাপ্তিরূপেণেতি তেন কৃত্বা জনাম্ প্রকর্ষেণ সাক্ষাত্তয়া অদর্শয়ন্। আদি-শব্দেন সৌভর্যাদয়ঃ; অমলাঃ তে চ সর্বে তত্ত্বতস্তত্তন্মলরহিতা এব॥

১৭৩। ননু বহুবিঘ্নাকুলস্য মে ঈদৃশী নামসংকীর্তন-নিষ্ঠা কুতঃ স্যাৎ? তত্রাহুঃ—ভক্তীতি। সদা অবিরতমীদৃশৈরুক্তসদৃশৈর্বিচারজাতৈঃ সঞ্জায়মানেন ভক্তেঃ প্রভাবেণ প্রাবল্যেণ বিঘ্নাতিবিঘ্নান্ কিল নিশ্চিতং ত্বং জেষ্যসি। ননু মহতাং কৃপয়া বিনা ন কিমপি স্যাৎ? তত্রাহুঃ—ইহ অস্মিন্ বিঘ্নজয়ে বিচারাবির্ভাবে বা অন্যত্র সর্বত্রাপি বয়মেব তব সহায়াঃ। হন্ত হর্ষে॥

১৭৪। ত্বন্তু স্বত এব কৃতার্থ ইতি যদন্তস্তপোলোকে পিপ্পলায়নেনোক্তং সাক্ষাদ্দর্শনস্যাপি চিত্তে দর্শনস্য সম্যক্ত্বমনূদ্য পরিহরন্তি—শ্রীকৃষ্ণ ইত্যষ্টভিঃ।

ত্বয়ি স্থিরা অচঞ্চলা মহতী অনুকম্পা অবধারিতাঽস্তি। কুতঃ? সাক্ষাৎ ভগবতি দিদৃক্ষা তপোলোকনিবাসিনাং বাক্যৈরপি ত্বত্তো ন লীনা যাচ্ছন্না॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭২। তাহাই বলিতেছেন, ভরতাদি মহাশয়গণ শুদ্ধচিত্ত হইয়াও লোকসকলকে দুঃসঙ্গদোষ জনিত কুফল শিক্ষা দিয়াছিলেন। অর্থাৎ স্বয়ং মৃগশিশু পালনের অনুকরণ করিয়া এবং তজ্জনিত আসক্তিবশতঃ কুযোনি প্রাপ্তিরূপ সাক্ষাৎ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'আদি' শব্দে সৌভরিমুনি প্রভৃতি। পরন্তু তাঁহারা সকলেই তত্তৎ দোষরহিত অমল চিত্ত হইয়াও স্ব স্ব ব্যবহারে লোকসকলকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

১৭৩। যদি বল, বহু বিঘ্নে আকুল যে আমি, আমার এতাদৃশ নাম-সংকীর্তন-নিষ্ঠা কিরূপে হইবে? ভক্তি-প্রভাবেই হইবে। অবিরত সাধুসঙ্গে এইরূপ বহু বহু বিচার করিয়া তুমি যে ভক্তিপ্রভাব সঞ্চয় করিবে, সেই ভক্তিপ্রভাবেই বিঘ্ন ও অতিবিঘ্ন সমুদয় সর্বদা জয় করিবে, ইহা নিশ্চিতরূপে ধারণা করিবে। যদি বল, মহৎ কৃপা বিনা ত' কিছুই সিদ্ধ হয় না? তাহাতেই (বৈকুণ্ঠ পার্যদগণ) হর্ষের সহিত বলিতেছেন, এই বিঘ্নজয়ের বিচার আবির্ভাবে বা অন্যান্য বিষয়ে আমরা সর্বত্রই তোমার সহায় হইয়া থাকিব।

১৭৪। তুমি ত' স্বতঃই কৃতার্থ। আমরা অবধারণ করিয়াছি যে, তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের মহতী অনুকম্পা বিদ্যমান আছে।—কিরূপে জানিলেন?—তুমি তপোলোকবাসী পিপ্পলায়ন প্রভৃতি যোগেন্দ্রগণের কথিত "সাক্ষাৎ ভগবৎদর্শন অপেক্ষা মানসে ভগবদ্দর্শন শ্রেষ্ঠ"—ইত্যাদি প্রশংসাবাদ শ্রবণেও শ্রীভগবানের সাক্ষাৎদর্শন-লালসা ত্যাগ করিতে পার নাই, বরং সেই দর্শনোৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে।

১৭৫। রূপং সত্যং খলু ভগবতঃ সচ্চিদানন্দসান্দ্রং,
যোগ্যৈর্গাহ্যং ভবতি করণৈঃ সচ্চিদানন্দরূপম্।
মাংসাক্ষিভ্যাং তদতি ঘটতে তস্য কারুণ্যশক্ত্যা,
সদ্যো লব্ধ্যা তদুচিতগতের্দর্শনং স্বেহয়া বা॥

মূলানুবাদ

১৭৫। শ্রীভগবানের রূপ সচ্চিদানন্দঘন ও নিত্য পরম সত্য, তথাপি সেই সচ্চিদানন্দরূপ যোগ্য-ইন্দ্রিয় কর্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে। অতএব ভগবানের কারুণ্যশক্তি-প্রভাবে দর্শনযোগ্য শক্তি লাভ করিলেই মাংসচক্ষুর চেষ্টা দ্বারাই সেই অপরিচ্ছিন্ন ভগবৎরূপের সাক্ষাৎ দর্শন হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৭৫। তত্রাদৌ পিপ্পলায়নোক্তমেবানুবদন্তি—রূপমিতি দ্বাভ্যাম্। যোগ্যৈ স্তদ্‌গ্রহণোচিতৈরেব করণৈরিন্দ্রিয়ৈর্গ্রাহ্যং ভবতীতি সত্যমেব। তদপি তথাপি মাংসাক্ষিভ্যাং কৃত্বা তস্য দর্শনং ঘটতে। কথম্ তস্যৈব কারুণ্যশক্ত্যা মা তদুচিতায়স্তদ্দর্শনযোগ্যায়া গতেঃ স্বরূপস্য জ্ঞানশক্তের্বা সদ্যো লব্ধিস্তয়া। বা শব্দঃ পক্ষান্তরে। কারুণ্যশক্তি-সঙ্কোচাপরিতোষাৎ স্বয়োরক্ষ্ণোরেবেহয়া ব্যাপারেণ। এবমপরিচ্ছিন্নস্য স্বপ্রকাশস্য পরিচ্ছিন্নেন জড়েন গ্রহণমঘটমানমপি তদীয়মহা-কারুণ্যশক্ত্যা সম্ভবেদেবেত্যদোষঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭৫। তন্মধ্যে প্রথমতঃ পিপ্পলায়নোক্ত মতের অনুবাদ করিতেছেন—'রূপং সত্যং' ইত্যাদি। শ্রীভগবানের রূপ সচ্চিদানন্দঘন ও নিত্য সত্য; কিন্তু সেই সচ্চিদানন্দ রূপ গ্রহণের উপযোগী ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে, ইহা সত্য, তথাপি মাংসনেত্রের চেষ্টা দ্বারাই সেই দর্শন ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, শ্রীভগবানের কারুণ্যশক্তি-প্রভাবে তদুচিত দর্শনযোগ্য স্বরূপ লাভ হয়, অথবা স্বরূপ গ্রহণোচিত জ্ঞানশক্তি লাভ করিলে সেই নেত্র ভগবদ্দর্শনের যোগ্য হয়। এজন্য মাংসনেত্রের চেষ্টা দ্বারাই অপরিচ্ছিন্ন ভগবৎ রূপের সাক্ষাৎ-দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু কারুণ্য শক্তিরহিত কেবল মাংসচক্ষুদ্বারা ভগবৎরূপ দর্শন হয় না। অতএব অপরিচ্ছিন্ন স্বপ্রকাশ ভগবৎ রূপের সন্দর্শন ভগবানের করুণাশক্তি দ্বারাই সম্ভব হয় বলিয়া পরিচ্ছিন্ন জড় ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারাও সন্দর্শন ব্যাপারাদি সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহা কেবল ভগবৎ-করুণাশক্তি-প্রভাবে সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহাতে কোন দোষ হয় না।

১৭৬। তদ্দর্শনে জ্ঞানদৃশৈব জায়মানেঽপি পস্যাম্যহমেষ দৃগ্‌ভ্যাম্।
মানো ভবেৎ কৃষ্ণ-কৃপা-প্রভাববিজ্ঞাপকো হর্ষবিশেষ-বৃদ্ধ্যৈ॥
১৭৭। প্রভোঃ কৃপাপূরবলেন ভক্তেঃ প্রভাবতো বা খলু দর্শনং স্যাৎ।
অতঃ পরিচ্ছিন্নদৃশাপি সিধ্যেন্নিরন্তরং তন্মনসেব সম্যক্॥

মূলানুবাদ

১৭৬। শ্রীভগবান স্বীয় কারুণ্য শক্তি দ্বারা কদাচিৎ জীবের বাহ্যচক্ষুর গোচর হইলেও তাঁহার বাৎসল্য-হেতু জীবের এই অভিমান হয় যে, আমি নেত্র দ্বারাই ভগবদ্দর্শন করিলাম। তখন হৃদয়ে যে হর্ষবিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতেই শ্রীকৃষ্ণকরুণার প্রভাববিশেষ হৃদয়েই অবধারিত হয়।

১৭৭। প্রভুর কৃপারাশি-প্রভাবে অথবা ভক্তি-প্রভাবে পরিচ্ছিন্ন বাহ্যচক্ষু দ্বারাও শ্রীভগবদ্দর্শন হয় এবং সেই দর্শনও মানসনেত্রের ন্যায়ই অপরিচ্ছিন্ন ও সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৭৬। এবং সত্যপি দুর্বিতর্ক্যানন্তকারুণ্য সামর্থ্যমহিমাতর্কণাৎ ভগবদ্‌রূপস্য মাংসাক্ষি-দর্শনেন স্বপ্রকাশতাদিহানিমাশঙ্ক্য যে জ্ঞানচক্ষুষৈব তদ্দর্শনং মন্যন্তে, তেষাং মতেঽপি মাংসচক্ষুর্দর্শন-মননেনৈব সুখবিশেষঃ স্যান্নান্যথেত্যাহুঃ। যদ্বা, স্বেচ্ছয়া তদ্দর্শনমত্যন্তাসম্ভবং মত্বা তৎপ্রকারমেব নির্দিশন্তি—তদিতি। দৃগ্‌ভ্যামেবাহমেব পশ্যামি ভগবন্তমিতি মানোঽভিমানো ভবেৎ। কীদৃশঃ? কৃষ্ণস্য যঃ কৃপায়াঃ প্রভাবঃ শক্তিবিশেষস্তস্য বিশেষেণ জ্ঞাপকঃ। অহো! পরমদুর্দর্শোঽপি ময়া অয়ং সাক্ষাদ্দৃশ্যমানোঽস্তীত্যেবং বোধকঃ। কিমর্থম্? হর্ষবিশেষস্য বৃদ্ধ্যৈ সর্বেন্দ্রিয়বৃত্ত্যগোচরস্যাপি স্বমাংসচক্ষুষা দর্শনাভিমানেন তদীয়-কারুণ্যবিশেষা-বগমাৎ॥

১৭৭। ননু চক্ষুর্ভ্যাং দর্শনপক্ষে সহজ-সুপরিচ্ছিন্নবৃত্তিনা চক্ষুরিন্দ্রিয়েণ ভগবদ্দর্শনস্য কদাচিত্তিরোধান-ব্যবধানাদিনা বিচ্ছেদোঽপি ঘটেত, মনসা চ ব্যাপকেন পরমসূক্ষ্মবৃত্তিনা সর্বত্রৈব নির্বিঘ্ন-সন্দর্শন সুখং সম্পদ্যেতেত্যাশঙ্ক্যানুক্তং পিপ্পলায়নমতমেবোপসংহৃত্য পরিহরন্তি—প্রভোরিতি। এবং প্রভোঃ কৃপায়া পুরস্য সমূহস্য বলেন শক্ত্যা খলু প্রভোর্দর্শনং স্যাদিত্যুপসংহারঃ। বেতি পক্ষান্তরম্। প্রস্তুত-প্রকটাশেষ শক্তিযুক্ত ভগবদ্ভক্তিমহিমদর্শনার্থম্ অতোঽস্মাদুক্তন্যায়াৎ। তৎপ্রভুদর্শনং পরিচ্ছিন্নেন দৃশা চক্ষুরিন্দ্রিয়েণাপি মনসেব নিরন্তরং নির্বিঘ্নং সম্যক্ সর্বাঙ্গলাবণ্যাদিগ্রহণপূর্বকং সিধ্যেৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭৬। এইরূপে জ্ঞাননেত্রের দ্বারা ভগবৎ সন্দর্শন হইলেও দুর্বিতর্ক্য অনন্ত কারুণ্য-সামর্থ্য মহিমাযুক্ত বিচারবুদ্ধিতে মাংসচক্ষু দ্বারা ভগবদ্‌রূপের দর্শন হয় সত্য, কিন্তু ইহাতে স্বপ্রকাশতাদির হানি আশঙ্কা করিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দর্শন ব্যাপারটি স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতেও মাংসচক্ষু দ্বারা ভগবদ্দর্শনে যে সুখবিশেষের উদয় হয়, তাহা মনেই উদয় হইয়া থাকে। যেহেতু, সুখের অভিব্যক্তি স্থানই মন। অতএব ইহার অন্যথা হইতে পারে না। অথবা স্বেচ্ছানুসারে ভগবদ্দর্শন অত্যন্ত অসম্ভব ভাবিয়া দর্শনের প্রকার নির্দেশ করিতেছেন। কোন ভাগ্যবানের চক্ষুসাফল্যসম্পাদনরূপ ভগবদ্-কৃপাহেতু চক্ষুদ্বারা সাক্ষাৎ ভগবৎ রূপ দর্শনযোগ্য হয়েন সত্য, কিন্তু সেই সন্দর্শনও জ্ঞানরূপ দৃষ্টি দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্যশক্তি-প্রভাবে দ্রষ্টা অভিমান করে যে, অহো! পরম দুর্দর্শো ভগবানকে আমি নেত্রযুগল দ্বারাই সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি। কিন্তু এই দর্শনেও হৃদয়ে হর্ষবিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে কৃষ্ণকৃপার প্রভাব অববোধক মানস্বরূপ হৃদয়ক্ষেত্রেই তাহা আবির্ভূত হইয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির অগোচর বস্তুও মাংসচক্ষুগোচর হয়েন এবং দ্রষ্টার অভিমানেও শ্রীভগবানের কারুণ্যবিশেষই অনুভব হইয়া থাকে।

১৭৭। যদি বল, চক্ষু দ্বারা ভগবদ্দর্শন পক্ষে (অন্তরায় এই যে) সহজেই সুপরিচ্ছিন্ন বৃত্তিবিশিষ্ট ক্ষুদ্রায়তন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদ্দর্শন হইলেও কখন কখনও তিরোধান ব্যবধানরূপ বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে, কিন্তু পরমসূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন ব্যাপক মনের দ্বারা যে ভগবদ্দর্শনসুখ লাভ হয়, তাহা সর্বপ্রকারেই নির্বিঘ্ন-সন্দর্শন সুখ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে,—এই প্রকার আশঙ্কা পরিহার নিমিত্ত পিপ্পলায়নোক্ত মতের উপসংহারে বলিতেছেন, প্রভুর কৃপা ব্যতীত প্রভুর দর্শন হয় না। প্রভুর কৃপা-প্রভাবেই হউক, অথবা ভক্তি-প্রভাবেই হউক, যখন কৃপা ব্যতিরেকে ভগবদ্দর্শন হয় না, তখন দর্শন ব্যাপারে চর্মচক্ষু ও মনের সমান যোগ্যতা বলিতে হইবে। অতএব পরিচ্ছিন্ন চর্মচক্ষু দ্বারাও ভগবদ্দর্শন মনোদর্শনের ন্যায়ই অবিচ্ছিন্ন ও সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সেই কৃপা বৈভবের কথা বলিতেছেন। প্রস্তুত অর্থাৎ অশেষ শক্তিযুক্ত ভগবদ্ভক্তির মহিমা প্রদর্শনার্থ (উক্ত ন্যায়ানুসারে) ভক্তি-প্রভাবেই ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে। অতএব সীমাবিশিষ্ট চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারাও ব্যাপক ও সূক্ষ্মবৃত্তিসম্পন্ন মনের দর্শনের ন্যায়ই নির্বিঘ্নে সমগ্র অঙ্গের লাবণ্যাদি গ্রহণপূর্বক দর্শন হইয়া থাকে।

১৭৮। ন চেৎ কথঞ্চিন্ন মনস্যপি স্যাৎ, স্বয়ং প্রভস্যেক্ষণমীশ্বরস্য।
ঘনং সুখং সঞ্জনয়েৎ কথঞ্চিদুপাসিতং সান্দ্রসুখাত্মকোঽসৌ॥
১৭৯। দৃগ্‌ভ্যাং প্রভোর্দর্শনতো হি সর্বত, স্তত্তৎপ্রসাদাবলিলব্ধিরীক্ষ্যতে।
সর্বাধিকং সান্দ্রসুখঞ্চ জায়তে, সাধ্যন্তদেব শ্রবণাদিভক্তিতঃ॥

মূলানুবাদ

১৭৮। ফলতঃ সেই প্রভু যদি কৃপা না করেন, তবে তাঁহাকে কেহই মনের দ্বারা বা ইন্দ্রিয় দ্বারা অথবা অন্য কোন উপায় দ্বারাই দেখিতে সক্ষম হয় না। কারণ, তিনি পরমেশ্বর, স্বপ্রকাশ ও মনোনেত্রের অগোচর অর্থাৎ সেই প্রভু পরম স্বতন্ত্র ও সর্বনিয়ন্তা। পরন্তু তিনি যে কোন প্রকার কথঞ্চিৎ উপাসিত হইলেও অপরিসীম সুখ প্রদান করিয়া থাকেন।

১৭৯। চক্ষুদ্বারা যে ভগবদ্দর্শন হয়, তাহাতেই প্রভুর অশেষপ্রকার অনুগ্রহ লাভ হইয়া থাকে। আর সেই চাক্ষুষ দর্শনেই ধ্যান-দর্শন অপেক্ষাও নিবিড় সুখ লাভ হইয়া থাকে; সুতরাং চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শনই শ্রবণাদি নববিধা ভক্তিরও সাধ্য।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৭৮। চেদ্‌যদি কারুণ্যবিশেষশক্ত্যা ভক্তিপ্রভাবেণ বা দর্শনং স্যাদিতি ন ভবেৎ, তদা কথঞ্চিদপি মনস্যপি ঈক্ষণং তস্য দর্শনং ন স্যাৎ ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ। কুতঃ? স্বয়ংপ্রভস্য স্বপ্রকাশস্য মনোবৃত্তীনামপ্যবিষয়ত্বাৎ, কিঞ্চ, ঈশ্বরস্য পরম-স্বতন্ত্রস্য সর্বনিয়ন্তৃত্বাৎ। নন্বপরিচ্ছিন্নে মনসি দর্শনেন সুখমপরিচ্ছিন্নং পরিচ্ছিন্নাভ্যাং লোচনাভ্যাঞ্চাল্পকং স্যাত্তত্রাহুঃ—ঘনমিতি। কথঞ্চিৎ কেনাপি মনোধ্যান-সাক্ষাদ্দর্শনাদিনা প্রকারেণ উপাসিতঃ সেবিতঃ সন্ অসৌ ভগবান্ সুখং ঘনমেব দত্তে, যতঃ স্বয়মেব সান্দ্রসুখস্বরূপঃ॥

১৭৯। অথচ ভাবনায়া দর্শনাৎ সাক্ষাদ্দর্শনস্য ফলবিশেষো দৃশ্যত ইত্যাহুঃ—দৃগ্‌ভ্যামিতি ত্রিভিঃ। দৃগ্‌ভ্যাং দর্শনাদেব তাসাং সুপ্রসিদ্ধানাং কর্দমাদি-ধ্রুবাদি-বিষয়কাণাং প্রসাদাবলীনাং লব্ধিঃ প্রাপ্তিঃ সর্বত্র ঈক্ষ্যতে সাক্ষাদনুভূয়তে। এবঞ্চ তপোলোকে পিপ্পলায়নোক্তং যৎ সমাধিবিষয়ক-দর্শনেঽপি শ্রীব্রহ্মণস্তাদৃশ-প্রসাদপ্রাপ্ত্যাদিকং তচ্চ তং প্রত্যেব, কদাচিৎ ন তু প্রায়িকমিত্যেবং পরিহরণীয়ম্। কিঞ্চ, সর্বতোঽধিকং সান্দ্রং সুখঞ্চ দৃগ্‌ভ্যাং দর্শনাদেব জায়তে। তদ্দৃগ্‌ভ্যাং দর্শনমেব শ্রবণাদিভির্ভক্তিপ্রকারৈঃ সাধ্যম্। আদিশব্দেন কীর্তন-স্মরণাদি। অতো মানসিকস্য ধ্যান-ধারণাদিরূপ-ভক্তিপ্রকারস্যাপি সাক্ষাদ্দর্শনমেব ফলমিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭৮। তথাপি যদি বল, ভগবানের কারুণ্যশক্তিবিশেষ বা ভক্তিপ্রভাব ভগবদ্দর্শনের কারণ হইতে পারে না। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, মনের দ্বারাও তাঁহার দর্শন সম্ভবপর হইতে পারে না। কারণ, সেই প্রভু পরমেশ্বর স্বপ্রকাশ বলিয়া মনোবৃত্তির অবিষয় বা অগোচর। বিশেষতঃ তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ পরম স্বতন্ত্র ও সর্বনিয়ন্তা। যদি বল, মন অপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং মনের দ্বারাই সেই অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর দর্শনে যে সুখ লাভ হয়, তাহা স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন; আর পরিচ্ছিন্ন চক্ষুদ্বারা যে দর্শনসুখ লাভ হয়, তাহা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবিশিষ্ট বলিয়া অল্প। ইহার মীমাংসা করিতেছি। ঘনসুখাত্মক সেই ভগবান যে কোন প্রকারে উপাসিত হইলেই ঘনসুখ লাভ হয়। অর্থাৎ মনের দ্বারা ধ্যান বা চক্ষুর দ্বারা দর্শনাদিরূপ যে কোন প্রকারে উপাসিত হইলে পরম সুখই নিজ সেবককে প্রদান করিয়া থাকেন। যেহেতু, তিনি স্বয়ংই ঘনসুখস্বরূপ।

১৭৯। অথচ ভাবনা দ্বারা মানসদর্শন হইতেও চক্ষু দ্বারা সাক্ষাৎ দর্শনে ফলবিশেষ দেখা যাইতেছে। তাহাই 'দৃগ্‌ভ্যাং' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। চক্ষুদ্বারা ভগবদ্দর্শনই অশেষ প্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ কর্দম ঋষি ও ধ্রুব প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলে শ্রীভগবানের অনুগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় এবং নিজ নিজ লোচনযুগল দ্বারা ভগবৎ সাক্ষাৎকার হেতু তাঁহাদের বিচিত্র প্রসাদাবলী প্রাপ্তির বিষয়ও সাক্ষাৎ অনুভব করা যায়। এই প্রকার তপোলোকবাসী পিপ্পলায়নাদি সমাধিদশায় ধ্যান-দর্শনে যে শ্রীব্রহ্মার তাদৃশ ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্তি বর্ণন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, ধ্যান-দর্শনে কদাচিৎ কাহারও ভগবদ্‌প্রসাদ লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু সাক্ষাৎ দর্শনে ধ্যানাদি-দর্শন অপেক্ষাও নিবিড় সুখ লাভ হইয়া থাকে। অতএব তপোলোকবাসী পিপ্পলায়নোক্ত যে সমাধিবিষয়ক দর্শন, তাহা কেবল সেই ব্রহ্মার প্রতি কদাচিৎ অনুগ্রহ মাত্র; কিন্তু তাহা হইতেও সাক্ষাৎ দর্শনের বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই বিঘোষিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ধ্যানে দর্শন হইতে অধিক সান্দ্রসুখ চক্ষুদ্বারা সাক্ষাৎ দর্শনেই হইয়া থাকে। সুতরাং নেত্রযুগল দ্বারা দর্শনই শ্রবণাদি নববিধা ভক্তির সাধ্য। 'আদি' শব্দে কীর্তন, স্মরণাদিরও সাধ্য বুঝিতে হইবে। অতএব মানসিক ধ্যান-ধারণাদিরূপ ভক্তি প্রকারেরও সাধ্যরূপ—সাক্ষাৎদর্শন।

১৮০। সর্বেষাং সাধনানাং তৎসাক্ষাৎকারো হি সৎ ফলম্।
তদেবামূলতো মায়া নশ্যেৎ প্রেমাপি বর্ধতে॥

মূলানুবাদ

১৮০। যেহেতু, তাঁহার সাক্ষাৎকারই সমস্ত সাধনের উৎকৃষ্ট ফল। তাঁহার সাক্ষাৎকারেই আমূল মায়া নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রেমও বর্ধিত হইতে থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৮০। তত্র হেতুমাহুঃ—সর্বেষামিতি। হি যস্মাত্তস্য প্রভোঃ সাক্ষাৎকার এব সদুৎকৃষ্টং ফলং, তদেব সাক্ষাৎকারে সত্যেব আমূলতঃ মূলং ভগবদ্বিস্মৃতিস্তৎপর্যন্তং মায়া নশ্যেৎ। তদুক্তং প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভা ১।২।২১)—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥" ইতি অত্রাত্মনীনি আত্মনি স্থিতানি কর্মাণি সংশয়া গ্রন্থিশ্চেতি যোজ্যম্। কিংবা আত্মনি পরমপ্রিয়তম ইত্যর্থঃ। তদেব প্রেমা ভগবদ্বিষয়ক-ভাববিশেষোঽপি বর্ধতে, সাক্ষাৎ তৎসৌন্দর্যমাধুর্যাদ্যনুভবাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮০। তাহার কারণ বলিতেছেন, শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারই সমস্ত সাধনের উৎকৃষ্ট ফল। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হইলেই আমূল মায়া অর্থাৎ ভগবৎ বিস্মৃতিরূপা অবিদ্যা পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। সে কথা (শ্রীভা) উক্ত আছে; যথা, "ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রাপ্তিমাত্রেই ভক্তের চিত্তের সকল প্রকার অহঙ্কার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনারূপ সংশয়সমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং প্রারব্ধাদি সমস্ত কর্মক্ষয় হইয়া যায়।" এস্থলে আত্মনি-মনসি, অথবা আত্মনি—পরম প্রেমাস্পদ ঈশ্বর মনোমধ্যে দৃষ্ট হইলে, অথবা পরমপ্রেমাস্পদ ঈশ্বর সাক্ষাৎ চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট হইলে সর্ব সংশয় ও কর্মগ্রন্থি ছেদন হইয়া যায়। পরন্তু সাক্ষাৎদর্শনেই সৌন্দর্যমাধুর্যাদির অনুভবে প্রেম অর্থাৎ ভগবদ্ বিষয়ক ভাগবিশেষও অধিকতর বর্ধিত হইয়া থাকে।

সারশিক্ষা

১৮০। হৃদয়গ্রন্তি ভেদ, সংশয় ছেদন ও সর্বপ্রকার কর্মক্ষয় ভগবৎ সাক্ষাৎকারের মুখ্য ফল নহে, ভগবৎ পাদপদ্মের সেবাপ্রাপ্তিরূপ পরমানন্দানুভবই অর্থাৎ প্রেমই তাহার মুখ্য ফল। হৃদয়গ্রন্থি-ভেদাদি কার্য ভগবৎ সাক্ষাৎকারের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র।

১৮১। কায়াধবাদের্হৃদি পশ্যতোঽপি,
প্রভুং সদাক্ষ্ণা কিল তদ্দিদৃক্ষা।
তত্র প্রমাণং হি তথাবলোকনা-
দনন্তরং ভাববিশেষলাভঃ॥

মূলানুবাদ

১৮১। কয়াধুপুত্র শ্রীপ্রহ্লাদ স্বীয় হৃদয়ে প্রভুকে দর্শন করিলেও বাহ্য-চক্ষুতে সর্বদা প্রভুকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেন। তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি সমুদ্রতীরে প্রভুকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবার পর ভাববিশেষ লাভ করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৮১। অত্র সতাং ব্যবহারমপি প্রমাণয়ন্তি—কায়েতি। কয়াধুর্হিরণ্যকশিপোর্ভার্যা তস্যা অপত্যং শ্রীপ্রহ্লাদস্তদাদের্ভক্তগণস্য প্রভুং হৃদি পশ্যতোঽপি অক্ষ্ণা চক্ষুরিন্দ্রিয়েণ, যদ্বা, জাত্যৈকত্বম্ অক্ষিভ্যামিত্যর্থঃ। তস্য প্রভোর্দিদৃক্ষৈব। হি যস্মাত্তত্র সাক্ষাদ্দর্শনস্য পরমোপাদেয়ত্বাদৌ প্রমাণম্। কিলেতি নিশ্চয়েন সদাচারস্য প্রামাণ্যং দ্যোতয়তি, তথেতি সমুচ্চয়ে। অবলোকাৎ সাক্ষাদ্দর্শনাদনন্তরমেব ভাববিশেষস্য প্রেমভরস্য লাভশ্চ। অত্র প্রমাণমেতচ্চ সমুদ্রতীরে শ্রীভগবদ্দর্শনাদনু শ্রীপ্রহ্লাদস্য প্রেমভরাবির্ভাববৃত্তং হরিভক্তিসুধোদয়াদনুসন্ধেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮১। এ সম্বন্ধে সাধুগণের ব্যবহারও একটি বিশিষ্ট প্রমাণ, তাই বলিতেছেন, হিরণ্যকশিপুর ভার্যা কয়াধু, তাঁহার পুত্র শ্রীপ্রহ্লাদ ও অন্যান্য ভক্তগণ স্ব স্ব হৃদয়ে প্রভুকে দর্শন করিলেও চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রভুকে সর্বদা দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেন। ইহাই সাক্ষাৎ দর্শনের পরমোপাদেয়ত্বের প্রমাণ। আর সাক্ষাৎ দর্শনের পর ভাববিশেষ বা প্রেমলাভের সম্বন্ধে প্রমাণ এই যে, শ্রীপ্রহ্লাদ সমুদ্রতীরে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করিয়া ভাববিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এ বিষয় হরিভক্তিসুধোদয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

১৮২। কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি জায়তে যৎ, কেষাঞ্চিদক্ষিদ্বয়মীলনাদি।
ধ্যানং ন তৎ কিন্তু মুদাং ভরেণ, কম্পাদিবৎ প্রেমবিকার এষঃ॥
১৮৩। ধ্যানং পরোক্ষে যুজ্যেত ন তু সাক্ষান্মহাপ্রভোঃ।
অপরোক্ষে পরোক্ষেঽপি যুক্তং সংকীর্তনং সদা॥

মূলানুবাদ

১৮২। কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলেও যদি কাহারও অক্ষিদ্বয় মুদ্রিত হইয়া থাকে, তবে সেই অক্ষিমুদ্রণকে ধ্যান বলা যাইতে পারে না; কিন্তু ঐ মুদ্রণকে আনন্দভরে কম্পাদিবৎ প্রেমবিকার বলিয়া জানিবে।

১৮৩। মহাপ্রভুর ধ্যান পরোক্ষেই সঙ্গত হয়, কিন্তু সাক্ষাতে ধ্যান সঙ্গত হয় না; পরন্তু সংকীর্তন অপরোক্ষে বা পরোক্ষে সর্বদা যুক্তিসঙ্গত হইয়া থাকে।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৮২। ননু কথং তর্হি 'তে বা অমুষ্য বদনাসিতপদ্মকোষমুদ্বীক্ষ্য সুন্দরতরাধরকুন্দহাসম্। লব্ধাশিষঃ পুনরবেক্ষ্য তদীয়মঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বং নখারুণমণি-শ্রয়ণং নিদধ্যুঃ॥' (শ্রীভা ৩।১৫।৪৪) ইত্যাদৌ বৈকুণ্ঠে সাক্ষাদ্দর্শনেঽপি সনকাদীনাং ধ্যানং শ্রূয়তে? তত্রাহুঃ—কৃষ্ণস্যেতি। অক্ষিদ্বয়স্য মীলনং মুদ্রণম্। আদিশব্দেন অঙ্গেন্দ্রিয়-চেষ্টাতি-রাহিত্যং তদ্ধ্যানং ধ্যানলক্ষণং ন ভবতি। যদ্বা, তত্তস্মাদক্ষিমিলনাদের্হেতোর্ধ্যানং ন মন্তব্যমিত্যর্থঃ। ধ্যেয়স্যৈব সাক্ষাৎপ্রাপ্তেঃ। এষঃ অক্ষিনিমীলনাদিরূপঃ প্রেম্ণো বিকারো বাহ্যলক্ষণপ্রকারঃ কম্পাদির্যেষাং স্বেদরোমাঞ্চাশ্রুপাতাদীনাং তদ্বৎ। ততো ধ্যানসাদৃশ্যাৎ ধ্যানমিত্যুচ্যতে ন তু তত্ত্বতস্তদ্ধ্যানমিতি ভাবঃ। এবং সাক্ষাদ্দর্শনস্যৈব পরমফলত্বং সাধিতম্॥

১৮৩। 'অস্তু তাবৎ সাক্ষাৎকারতো ধ্যানস্য ন্যূনতা, কীর্তনাদপি সিধ্যেদিতি প্রকৃতমুপসংহরন্তঃ, পূর্বোক্তমপি ভগবন্নামসংকীর্তন-মাহাত্ম্যং 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ইতি ন্যায়েন সযুক্তিকমাহুঃ—ধ্যানমিতি দ্বাভ্যাম্। মহাপ্রভোর্ধ্যানং সাক্ষাদপরোক্ষে ন তু যুজ্যেত সর্বত্র লোকরীত্যনুভব-প্রামাণ্যাৎ সংকীর্তনং তু সদৈব যুক্তম্; তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৩৩।৭) রাসক্রীড়ায়াম্—'গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ' ইতি। বিষ্ণুপুরাণে চ—'কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীকুমুদাকরম্। জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ॥' ইতি। তথা 'রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবত্তারায়তধ্বনিঃ। সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবত্তা দ্বিগুণং জগুঃ॥' ইতি। অপরোক্ষে চ কীর্তনং সুপ্রসিদ্ধমেব দশমস্কন্ধাদৌ গোপিকা-গীতানুগীতোদ্ধবযানাদিষু॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮২। যদি বল, শ্রীমদ্ভাগবতে যখন শুনা যাইতেছে—"শ্রীসনকাদি যোগেন্দ্র সকল ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে নীলকমলের কোষস্বরূপ শ্রীভগবানের শ্রীমুখ এবং অরুণবর্ণ

মনোহর অধর ও কুন্দপুষ্পসদৃশ মধুর হাস্য অবলোকন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। পরে তাঁহারা পুনর্বার অধো-দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার নখমণি-শোভিত অরুণবর্ণ শ্রীচরণযুগল দর্শন করিলেন। এইরূপে এককালীন সর্বাঙ্গের লাবণ্যরাশি অনুভব করিবার বাসনায় তাঁহারা বারংবার ঊর্ধ্ব ও অধোভাগে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এককালীন ঊর্ধ্ব ও অধোভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অসম্ভব হওয়ায় তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ হইল না; তজ্জন্য তাঁহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন, তখন শ্রীভগবান নিজরূপলাবণ্যরাশি দর্শন করাইলেন।" এই উপাখ্যানে বৈকুণ্ঠলোকে শ্রীসনকাদির সাক্ষাৎ দর্শনের পরও ধ্যানের কথা শুনা যাইতেছে। ইহাতে বুঝা গেল যে, সাক্ষাৎ দর্শন অপেক্ষা ধ্যানই শ্রেষ্ঠ। এবিষয়ে সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলেও যাঁহাদের চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত হইয়া থাকে, সেই চক্ষুমুদ্রণকে ধ্যান বলা যাইতে পারে না। কারণ, ধ্যেয়বস্তুর সাক্ষাৎ প্রাপ্তিই ধ্যানের পরিপাক। সুতরাং ঐ প্রকার অক্ষি-নিমীলনাদি ব্যাপারকে প্রেমের বিকার, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আহ্লাদভরে স্বেদ-রোমাঞ্চ-অশ্রুপাত ও কম্পাদির ন্যায় প্রেমের বাহ্য লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। এখানে ধ্যানসাদৃশ্য হেতু ধ্যান শব্দে অভিহিত হইলেও বাস্তবিকপক্ষে ধ্যান নহে। এইরূপে সাক্ষাৎ দর্শনেরই পরম ফলবিশেষ সিদ্ধ হইল।

১৮৩। চক্ষুদ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকার হইতে ধ্যানযোগে ভগবদ্দর্শনের ন্যূনতার কথা দূরে থাকুক, কীর্তন হইতেও ধ্যানের ন্যূনতা সর্বত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে প্রকরণ উপসংহার করতঃ পূর্বোক্ত ভগবন্নাম-সংকীর্তন-মাহাত্ম্য 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—এই ন্যায়ানুসারে পুনর্বার যুক্তির সহিত নাম-সংকীর্তনের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন। মহাপ্রভুর ধ্যান পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তিযুক্ত হয় না; পরন্তু কীর্তন অপরোক্ষে ও পরোক্ষে সর্বত্রই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা লোকরীতি-অনুভব প্রমাণেও সিদ্ধ হইতেছে যে, সংকীর্তন সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ সর্বকালেই হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ও এবিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেই গোপীগণ সংকীর্তন করিলেন—"গোপীসকল শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া গান করিতে করিতে মেঘচক্রে তড়িন্মালার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।" সে কথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে—"শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শরচ্চন্দ্র ও তাহার কৌমুদী এবং কুমুদাকর (সরোবর) সকলকে কার্যরূপে পরিণত করিয়া গান করিলেন। আর গোপিকাসকল কেবল 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম পুনঃপুনঃ গান করিলেন। এইরূপে রাসের উপযোগী গানসকল শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গীত হইল আর এই গীত যতদূর উচ্চতর হওয়া সম্ভব, ততদূর উচ্চৈঃস্বরেই গীত হইল, কিন্তু গোপিকাসকল শ্রীকৃষ্ণকে সাধুবাদ প্রদান করতঃ কেবল 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া তাঁহার দ্বিগুণতর উচ্চৈঃস্বরে গান করিলেন।" এইরূপ অপরোক্ষ কীর্তন সর্বত্রই সুপ্রসিদ্ধ। দশমস্কন্ধেও গোপিকা-গীতাদি (উদ্ধব ব্রজে আগমন সময়ে) সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

১৮৪। শ্রীমন্নাম প্রভোস্তস্য শ্রীমূর্তেরপ্যতিপ্রিয়ম্।
জগদ্ধিতং সুখোপাস্যং সরসং তৎসমং ন হি॥

মূলানুবাদ

১৮৪। শ্রীমন্নাম প্রভুর শ্রীমূর্তি হইতেও তাঁহার অতিশয় প্রিয়। সেই নাম জগৎহিতকরী, সুখোপাস্য, সরস; অতএব সেই নামতুল্য অন্য কিছুই নাই।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৮৪। অতঃ শ্রীভগবান্নাম-সংকীর্তনমেবাস্মাভির্নিতরাং প্রশস্যত ইত্যাহুঃ—শ্রীমদিতি। সর্বশোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্তং সদা সর্বত্র সর্বেষ্বেব নিজমহিমভরেণ প্রকাশমানত্বাৎ; অতঃ শ্রীমূর্তেনিজবিগ্রহাদপি সকাশাত্তস্য প্রভোঃ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরস্য ভগবতোঽত্যন্তপ্রিয়ং 'ন তথা মে প্রিয়তমঃ' (শ্রীভা ১১।১৪।১৫) ইত্যাদৌ নিজ শ্রীমূর্তেঃ সকাশাদপ্যন্যেষাং শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদনাৎ, ন তু কুত্রাপি নাম্নঃ সকাশাৎ শ্রীমত্ত্বমেব বিবৃণ্বন্তোঽতিপ্রিয়ত্বে হেতুমাহুঃ—জগতো হিতমধিকার্যনপেক্ষয়া কথঞ্চিৎ কেনাপীন্দ্রিয়েণ সেবনত এব সর্বলোকোপকারিত্বাৎ; যতঃ সুখেনোপাস্যং সেব্যং, জিহ্বাগ্রমাত্রেণৈব সেবনাৎ। যতঃ সরসং কোমলং মধুরাক্ষরময়ত্বাৎ, সচ্চিদানন্দরসময়ত্বাদ্বা। যদ্বা, রসৈরশেষৈরেব সহ বর্তমানঃ শৃঙ্গারাদি-নবরসেষু ভক্তিরসে প্রেমরসে চ তথা বিরহ-সঙ্গময়োশ্চ পরিস্ফুরণাৎ। যদ্বা, রসো রাগস্তৎ-সহিতমব্যভিচারিত্বেনাবশ্যমেবাশু শ্রীভগবৎপ্রেমসম্পাদনাৎ। যদ্বা, স্বস্মিন্ স্বসেবকানাং সর্বেষাং বা জনানামনুরাগজনকত্বাৎ। যদ্বা, রসো বীর্যবিশেষঃ পরমশক্তিমত্ত্বাৎ; যদ্বা, গুণবিশেষঃ অখিলদীনজন-নিস্তারকত্বাৎ; যদ্বা, সুখবিশেষঃ ঘনসুখময়ত্বাৎ; মাধুর্যবিশেষো বা পরমমধুরত্বাদিতি দিক্। যথোক্তং—'মধুর-মধুর' ইত্যাদি। অতস্তস্য নাম্ন এব সমং তত্তুল্যমন্যৎ কিঞ্চিন্নাস্তীতি নিরুপমমিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৪। অতএব শ্রীভগবন্নামসংকীর্তনকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য ও সাধন বলিয়া সর্বদা প্রশংসা করিয়া থাকি। তাহাতেই বলিতেছেন, 'শ্রীমন্নাম' ইত্যাদি। শ্রীমন্ নামের মহিমা অধিক কি বর্ণন করিব? ভগবানের শ্রীমন্ নাম প্রভুর শ্রীমূর্তি হইতেও তাঁহার অতিশয় প্রিয়। সেই নামগ্রহণে অধিকারী-অনধিকারীর বিচার নাই, এজন্য উহা জগতের হিতজনক বলিয়া সর্বত্র বর্ণিত হইয়াছে। এখানে 'শ্রীমন্' শব্দের তাৎপর্য এই যে, সর্বশোভা-সম্পত্ত্যতিশয়যুক্ত হইয়া সদা সর্বদা এবং সর্বজন বিষয়ে নিজ মহিমারাশি প্রকটনপূর্বক নিজ মহিমায় প্রকাশমান। অতএব শ্রীমূর্তি

(নিজ বিগ্রহাদি) হইতেও প্রভুর নাম (শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরের) অতিশয় প্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "ব্রহ্মা তেমন প্রিয় নয়, শঙ্কর তেমন প্রিয় নয়, সঙ্কর্ষণ তেমন প্রিয় নয়, শ্রী (লক্ষ্মী)ও তেমন প্রিয় নয়, এমন কি আমার আত্মাও তেমন প্রিয় নয়, যেমন তুমি (উদ্ধব) প্রিয়।" শ্রীভগবানের এই বাক্য হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানের আত্মা হইতেও ভক্ত প্রিয়, কিন্তু নাম হইতে ভক্ত প্রিয়—এইরূপ কথা কোনস্থানে বলেন নাই। অতএব নামী হইতেও তাঁহার নাম অতিশয় প্রিয়। এইরূপে 'শ্রীমৎ' তত্ত্বের অর্থপ্রকাশ করিয়া এক্ষণে অতি প্রিয়ত্বের হেতু বলিতেছেন—'জগতের হিতকরী', শ্রীনামগ্রহণে যেরূপ অধিকারী-অনধিকারীর বিচার নাই, সেইরূপ বাগিন্দ্রিয়ে উচ্চারণ বা কর্ণেন্দ্রিয়ে শ্রবণ দ্বারাও নিখিল জীবের ইনি উপকার সাধন করিয়া থাকেন; অপিচ অতি সুখোপাস্য। জিহ্বাগ্রে সমুচ্চারিত হইলেই ইঁহার উপাসনা সম্পাদিত হইল। আরও ঐ নাম মধুর অক্ষরময় বলিয়া সরস ও কোমল। অথবা উহা সরস, যেহেতু, সচ্চিদানন্দময়। ইঁহার 'সরসতা' সম্বন্ধে আরও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে! যেমন, বহুল রসের সহিত শ্রীনাম-সংকীর্তন বিরাজমান বলিয়া সরস। আবার শৃঙ্গারাদি সর্বরসে, প্রেমরসে ও ভক্তিরসে শ্রীনাম কীর্তিত হয়েন। অপিচ, মিলনে ও বিরহে উভয় অবস্থায় শ্রীনাম-কীর্তনেই নামীর স্ফূর্তি হয় বলিয়া শ্রীনাম মিলন-সেতু, বিরহের বন্ধু। অতএব এই নাম ভক্তি ও প্রেমরসের বিরহ ও সঙ্গমে স্ফূর্তি পাইয়া থাকেন বলিয়া সরস। অথবা 'রস' শব্দের অর্থ রাগ, রাগের সহিত বর্তমানতাবশতঃ সরস, অর্থাৎ অব্যভিচারীরূপে শ্রীনাম-কীর্তনে উহা বর্তমান থাকেন বলিয়া সরস। কারণ, উহা অব্যর্থরূপে শ্রীভগবৎপ্রেম প্রদান করিয়া থাকেন এবং এই সরসতা নিবন্ধন ইনি আশু প্রেমদ। অথবা ইনি স্বসেবকের (বা সমস্ত উপাসকেরই) প্রেম জন্মাইয়া থাকেন বলিয়া নিজের প্রতি ও সেবকগণের প্রতি পরস্পরের প্রবল আকর্ষণ (অনুরাগ) বৃদ্ধি করেন এবং অন্যেরও অনুরাগভাজন হইয়া থাকেন। অথবা প্রবল শক্তির বিদ্যমানতাবশতঃ ইনি অতি বীর্যশালী, সুতরাং ইনি সরস। কারণ 'রস' শব্দের অর্থ বীর্যবিশেষ! আর গুণকেও রস বলা যায়, ইঁহার অখিল দীনজন-নিস্তারক গুণ আছে বলিয়াই ইনি সরস। অথবা রস অর্থে সুখ, ইনি সচ্চিদ্ঘনসুখস্বরূপ বলিয়া সরস; অথবা রস শব্দে মাধুর্যবিশেষ, ইনি পরম মধুর রসময় (মাধুর্যবিশিষ্ট) বলিয়া সরস। এইজন্য ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, হে ভৃগুবর! মধুর হইতেও মধুর, মঙ্গল হইতেও মঙ্গল, সমস্ত বেদরূপী কল্পবল্লীর সারফল চিৎস্বরূপ কৃষ্ণনাম। যে কোন মনুষ্য হেলায় বা শ্রদ্ধায় একবার মাত্র শ্রীনাম উচ্চারণ করিলে আত্যন্তিক দুঃখাদি নিবৃত্তির প্রয়াস ব্যতিরেকেও সদ্যই শ্রীভগবদ্সান্নিধ্য লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। অতএব শ্রীনামের সমান অন্য কিছুই নাই বলিয়া ইনি নিরুপম।

১৮৫। তন্মানয়ঞ্ছিবস্যাজ্ঞামিতো নিঃসর সত্বরম্।
কৃষ্ণপ্রিয়তমাং শ্রীমন্মথুরাং ত্বাং নমাম তাম্॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

১৮৬। নিপীয় হৃৎকর্ণরসায়নং তৎ,
প্রমোদভারেণ ভৃতো নমংস্তান্।
শিবৌ চ সদ্যো ব্রজভূমিমেতাং,
তৈঃ প্রাপিতোঽহং বত মুগ্ধবুদ্ধিঃ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্য-খণ্ডে ভজননামা তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মূলানুবাদ

১৮৫। অতএব এক্ষণে তুমি আমাদের উপদেশ ও শ্রীশিবের আজ্ঞানুসারে সত্বরই এই মুক্তিপদ হইতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তম সেই শ্রীমন্ মথুরায় গমন কর। আমরাও সেই মথুরাকে প্রণাম করিতেছি।

১৮৬। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, তাঁহাদের সেই হৃৎকর্ণরসায়ণ কথা শ্রবণ করিয়া প্রমোদভরে তাঁহাদিগকে ও শ্রীশিব-পার্বতীকে প্রণাম করিতেই এই ব্রজভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম; পরন্তু এই ঘটনায় আমি অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

শ্রীভাগবতামৃতে দ্বিতীয়খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে
মূলানুবাদ সমাপ্ত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৮৫। এবং তস্য হিতকৃত্যোপদেশং সমাপয়ন্তো নিজাগমনপ্রয়োজন-মভিব্যঞ্জয়ন্তি—তদিতি। তস্মাদুক্তন্যায়াৎ ইতো মুক্তিপদাৎ সত্বরং নিঃসর। এবং শ্রীশিবস্যাপি সন্তোষণং স্যাদিত্যাহুঃ—শিবস্যাজ্ঞাং পদং বিঘ্নসমং ত্যজেত্যাদিরূপাং সম্মানয়ন্। ননু সুদূরং মুক্তিপদমিদমাগতস্য মে ত্বরয়া শ্রীমথুরাপ্রাপ্তিঃ কথং স্যাত্তত্রাহুঃ—কৃষ্ণেতি। তাং তদীয়ামবিলম্বেন সর্বার্থসিদ্ধি-প্রদায়িনীমিতি। কুতঃ? শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়তমাম্॥

১৮৬। তত্তেষাং বচনং হৃৎকর্ণানাং রসায়নরূপং নিপীয় প্রমোদস্য ভারেণ

ভৃতঃ পূর্ণঃ সন্ তান্ পার্ষদান্ শিবৌ চ শিবং শিবাঞ্চ নমন্ সদ্যস্তৎক্ষণ এব তৈঃ পার্ষদাদিভিরেতাং ব্রজভূমিমহং প্রাপিতঃ। বত হর্ষে বিস্ময়ে বা। মুগ্ধা মোহং গতা বুদ্ধির্যস্য সঃ। তত্রাষ্টাঙ্গ নমস্কারে প্রবৃত্তৌ নিমীলিতাক্ষোঽহং 'কথমত্র সদ্য এবানীতঃ' ইত্যাদিকং কিমপি বোদ্ধমশক্নুবন্নিত্যর্থঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতামৃত-টীকায়াং দিগ্‌দর্শিন্যাং দ্বিতীয়খণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

১৮৫। এইরূপে (বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ গোপকুমারের) হিতকৃত্য উপদেশ সমাপন করিয়া 'তন্মানয়ন্' শ্লোকে নিজ আগমনের প্রয়োজন নির্দেশ করিতেছেন—অতএব উক্ত ন্যায়ানুসারে এই মুক্তিপদ হইতে সত্বর নিঃসর। অর্থাৎ এক্ষণে তুমি আমাদের উপদেশ ও শ্রীশিবের আজ্ঞানুসারে সত্বর এই স্থান হইতে সেই শ্রীমথুরাধামে গমন কর। শ্রীশিবের সন্তোষের নিমিত্তও (তাঁহার আজ্ঞা—) 'এইস্থান ভক্তিবিঘ্নস্বরূপ, সত্বর ত্যাগ কর' ইত্যাদিরূপ বাক্যের সম্মান প্রদর্শন কর। যদি বল, সুদূর মুক্তিপদে বহুকষ্টে আসিয়াছি, আমি ত্বরায় সেই শ্রীমথুরা গমন করিব কিরূপে? তাহাতেই বলিতেছেন, সেই শ্রীমথুরাপুরী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম এবং সেই শ্রীমথুরা অবিলম্বে সর্বসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। কি জন্য? শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়া, তাঁহার স্মরণমাত্রেই সর্বসিদ্ধি হয়।

১৮৬। শ্রীগোপকুমার বলিলেন—তাঁহাদের হৃৎকর্ণরসায়নরূপ বাক্যসুধা পান করিয়া আনন্দভরে পূর্ণ হইলাম এবং সেই পার্ষদগণকে ও শ্রীপার্বতীসহ শিবকে প্রণাম করিতে করিতেই এই ব্রজভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। বস্তুতঃ এই ঘটনায় আমি হর্ষ ও বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বিস্ময়ে অভিভূত হইবার কারণ এই যে, আমি দণ্ডবৎ প্রণামে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলাম, পরে চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র 'কি প্রকারে আমি সদ্যই এইস্থানে উপনীত হইলাম' ইত্যাদি কোন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; তাই বিস্মিত হইয়াছিলাম।

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে
টীকা-তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

১। একাকিনাত্র ভ্রমতা ময়াঽস্যা, ভূমেঃ শ্রিয়ং কুত্রচিদপ্যদৃষ্টাম্।
সংপশ্যতা সংবসতা বনান্তঃ, সর্বং বিমোহাদিব বিস্মৃতং তৎ॥

২। শ্রীমন্মধুপুরীং ক্রীড়াভ্রমণক্রমতো গতঃ।
তত্র মাথুরবিপ্রেভ্যোঽশ্রৌষং ভাগবতাদিকম্॥

মূলানুবাদ

১। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, এই ব্রজভূমিতে আমি একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলাম এবং এই ব্রজভূমির যে শোভা, যাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই, সেই অপূর্ব শোভা অবলোকন করতঃ এই বনমধ্যে বাস করিয়া এতই বিমোহিত হইলাম যে, শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির সাধনাদিও বিস্মৃত হইলাম।

২। একদা ক্রীড়াবশতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীমন্ মথুরাপুরীাতে উপস্থিত হইলাম, তথায় মাথুরবিপ্রগণের মুখে শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র শ্রবণ করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

তুর্যে বৈকুণ্ঠ-তদ্বাসিরূপাদেস্তত্ত্বমুচ্যতে।
প্রতিমামহিমাপ্যূর্ধ্বেঽযোধ্যাতো দ্বারকাগমঃ॥

১। তত্রাদৌ নিখিলপ্রপঞ্চান্মুক্তিপদাদপি শ্রীমাথুরব্রজভূমের্মাহাত্ম্যং দর্শয়তি—একাকিনেতি। অত্র ব্রজভূমৌ অস্যাঃ শ্রীবৃন্দাবনাদিরূপায়া ভূমেঃ শ্রিয়ং শোভাং সম্পশ্যতা। শোভায়া অসাধারণতামাহ—কুত্রচিদ্ব্রহ্মাণ্ডস্যান্তর্বহিশ্চ মুক্তিপদেঽপি অদৃষ্টামতো বনানামন্তর্মধ্যে নিবসতা তৎপার্ষদোক্তং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকসাধনানুষ্ঠানাদিকং সর্বমেব বিস্মৃতং বিমোহাদিবেতি যথাত্যন্তমোহাৎ সর্বং বিস্মৃতং ভবেত্তথেত্যর্থঃ। যদ্বা, বিস্মৃতমিবেত্যন্বয়ঃ। ততশ্চ বিমোহাদিতি এতদ্ভূমিশোভয়া চিত্তাকর্ষণাদিত্যর্থঃ। এবং মথ্নাতি সর্বেষাং মনো বিলোড়য়তীতি মথুরা-শব্দার্থো ধ্বনিতঃ॥

২। তথাপি শ্রীমথুরানাথ-প্রসাদাৎ সর্বমেব সম্পন্নমিত্যাহ—শ্রীমৎ ইত্যাদিনা। ক্রীড়য়া যদ্ভ্রমণং তস্য ক্রমেণ পর্যায়ানুল্লঙ্ঘনেন। তত্র পুর্যাম্; ভাগবতমাদির্মুখ্যং

যস্য শাস্ত্রস্য তৎপ্রায়ঃ শ্রীভাগবতমন্যচ্চ তদনুবর্তি-ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদকং কিঞ্চিদশ্রৌষমিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

এই চতুর্থ অধ্যায়ে বৈকুণ্ঠ ও তল্লোকবাসিগণের স্বরূপাদিতত্ত্ব এবং প্রতিমা সকলের মহিমা বর্ণন করিয়া শেষে গোপকুমারের বৈকুণ্ঠ, অযোধ্যা ও দ্বারকা গমন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

১। তন্মধ্যে প্রথমতঃ নিখিল প্রপঞ্চ ও মুক্তিপদ হইতেও শ্রীমাথুর ব্রজভূমির মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইতেছে—'একাকিনা' শ্লোকে। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আমি এই ব্রজভূমিতে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আর এই ব্রজভূমিতে শ্রীবৃন্দাবনাদির যে অপূর্বশোভা অবলোকন করিতে লাগিলাম, সেই অসাধারণ শোভা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে বা তাহার বাহিরে এমনকি মুক্তিপদেও নিরীক্ষণ করি নাই। সেই শোভা দেখিতে দেখিতে এবং বনমধ্যে বাস করিয়া এতই বিমোহিত হইলাম যে, সেই পার্ষদগণ-কথিত শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তির সাধনানুষ্ঠানাদি সমস্তই বিস্মৃত হইলাম। বাস্তবিক-পক্ষে যে শোভা আমার মনকে নিজ বিষয়ে আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই শোভা বা সুখ কোনস্থানেই অনুভব করি নাই। এইরূপে সকলের মনকে মথন (আলোড়ন) করেন বলিয়া 'মথুরা' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাই মথুরা শব্দের ধ্বনিগম্য অর্থ। অথবা সকলের মনকে আলোড়ন করিয়া আপনা ভিন্ন অন্য বিস্মরণ করাইয়া দেয় যে, তাহাকে মথুরা বলে।

২। তথাপি শ্রীমথুরানাথের প্রসাদে আমার সকলি সম্পন্ন হইল। তাহাতেই বলিতেছেন—'শ্রীমন্' ইত্যাদি। এই প্রকার ক্রীড়াবশে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সময়ে শ্রীমন্ মধুপুরীতে উপস্থিত হইলাম। এখানে ক্রীড়াবশে ভ্রমণ বলায় ভ্রমণের ক্রম বা পর্যায় উল্লঙ্ঘন বুঝাইতেছে। তথায় মাথুর ব্রাহ্মণদিগের অনুগ্রহে ভাগবতাদি শাস্ত্র, যাহা সমস্ত শাস্ত্রের মুখ্যতম, সেই শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুবর্তি ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিলাম।

৩। ভক্তিং নববিধাং সম্যগ্জ্ঞাত্বেদং বনমাগতঃ।
অপশ্যং সহসৈবাত্র শ্রীমদ্গুরুবরং নিজম্॥
৪। পূর্ববদ্রাজমানোঽসৌ দৃষ্ট্বা মাং প্রণতং মুদা।
সাশীর্বাদং সমালিঙ্গ্য সর্বজ্ঞোঽকৃপয়ত্তরাম্॥

মূলানুবাদ

৩। নববিধা ভক্তিতত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া পুনর্বার এই শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলাম এবং সহসা নিজ শ্রীমদ্গুরুবরের দর্শন লাভ করিলাম।

৪। তিনি পূর্ববৎ নির্বিকাররূপেই বিরাজমান, আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে আমায় আশীর্বাদপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন। পরে সেই সর্বজ্ঞ গুরুবর অতিশয় কৃপা করিয়া পরম রহস্য ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করিলেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৩। ততশ্চ নববিধাং ভক্তিং সম্যক্ তৎপ্রতিকূলানুকূল-হেয়োপাদেয়তা-বিবেচনাদি-সাধুপ্রকারেণ জ্ঞাত্বা ইদং শ্রীবৃন্দাবনাখ্যম্। অত্রেতি যত্রায়মহং নিবিষ্টোঽস্মি, অস্মিন্নেব স্থানে ইত্যর্থঃ॥

৪। অসৌ গুরুবরঃ পূর্ববদ্রাজমান ইতি নির্বিকারিত্বাদি ভগবদবতারলক্ষণং মাথুরব্রজভূমিরসিকত্বঞ্চ দর্শিতম্। অকৃপয়ত্তরামত্যন্তং কৃপাং কৃতবান্, অখিলং পরমরহস্যং ভক্তিতত্ত্বমনুভবপর্যন্তমুপাদিশদিত্যর্থঃ; যতঃ সর্বজ্ঞঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩। অনন্তর নববিধা ভক্তি-প্রকার স্যমক্রূপে অর্থাৎ তৎপ্রতিকূল ও অনুকূল এবং হেয় ও উপাদেয়তা—বিবেচনাদি সাধুপ্রকারে জ্ঞাত হইয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলে কেশীতীর্থোপকণ্ঠে (যে স্থানে এখন বসিয়া রহিয়াছি, এইস্থানে) সহসা নিজ গুরুদেবের দর্শনলাভ করিলাম।

৪। শ্রীগুরুবর পূর্বের ন্যায় চমৎকাররূপে বিরাজ করিতেছেন। এতদ্বারা তাঁহার নির্বিকারত্বাদি ভগবদবতারের লক্ষণযুক্ত মাথুর-ব্রজভূমি রসিকত্বাদি প্রদর্শিত হইল। আমি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সসম্ভ্রমে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে তিনি আমায় অসীম আশীর্বাদপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন, পরে অখিল পরমরহস্যময় অনুভব পর্যন্ত ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ করিলেন। যেহেতু, তিনি সর্বজ্ঞ।

৫। তস্য প্রসাদমাসাদ্য মহাগূঢ়প্রকাশকম্।
অন্বতিষ্ঠং যথাদিষ্টং ভক্তিযোগমনারতম্॥

৬। সঞ্জাতেনাচিরাৎ প্রেমপূরেণ বিবশোঽভবম্।
ন কর্তুমশকং কিঞ্চিৎ পরং তং সমকীর্তয়ম্॥

মূলানুবাদ

৫। সেই গুরুদেবের মহাগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশক প্রসাদ প্রাপ্ত হইলাম। এবং যথাদিষ্ট ভক্তিযোগ নিরন্তর অনুষ্ঠান করিতে লাগিলাম।

৬। অচিরেই প্রেম সঞ্জাত হইল, কিন্তু প্রেমবৈবশ্যহেতু পূজাদি কোন অনুষ্ঠানই করিতে পারিলাম না; কেবল উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম-সংকীর্তন করিতে লাগিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৫। মহাগূঢ়ং পরমরহস্যং ভক্তিতত্ত্বং প্রকাশয়তীতি তথা তং প্রসাদমাসাদ্য যথাদিষ্টং গুরুবরাজ্ঞানুসারেণেত্যর্থঃ। ভক্তিরেব যোগঃ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ, ভগবচ্চরণারবিন্দসংযোগরূপো বা, তমন্বতিষ্ঠং সাধয়িতুং প্রবৃত্তোঽহম্॥

৬। ততশ্চাবিলম্বমেব প্রেমভক্তির্মে সম্পন্নেত্যাহ—সঞ্জাতেনেতি ত্রিভিঃ। কিঞ্চিৎ পূজাদিকং কর্তুং নাশকং প্রেমবৈবশ্যাৎ, পরং কেবলং তন্নিজেষ্টদেবং সম্যক্ সুস্বরমুচ্চৈরকীর্তয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫। মহাগূঢ় পরম রহস্যময় ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করেন যে, সেই শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির উপায় ভক্তিযোগ বা ভগবৎ-চরণারবিন্দ সংযোগরূপা যে ভক্তিযোগ, তাহা অবিশ্রান্ত অনুষ্ঠান করিতে লাগিলাম।

৬। তাহার প্রভাবে অবিলম্বে আমার প্রেমভক্তি উৎপন্ন হইল। তাহাই 'সঞ্জাত' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। কিন্তু প্রেমবৈবশ্য-হেতু আমি পূজাদিরূপ ভক্তির কোন অনুষ্ঠানই করিতে পারিলাম না, পরন্তু কেবল সুস্বরে উচ্চভাবে তাঁহার (নিজ ইষ্টদেবের) নাম-সংকীর্তন করিতে লাগিলাম।

৭। শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দ, গোবিন্দ হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ।
হা শ্রীযশোদাতনয় প্রসীদ, শ্রীবল্লবীজীবন রাধিকেশ॥

৮। এবং সগানং বহুধাহ্বয়ংস্তং, ক্ষণং প্রনৃত্যন্ ক্ষণমুদ্রুদংশ্চ।
উন্মত্তবৎ কামমিতস্ততোঽহং ভ্রমামি দেহাদিকমস্মরন্ স্বম॥

মূলানুবাদ

৭। শ্রীকৃষ্ণ। গোপাল! হরে! মুকুন্দ! গোবিন্দ! হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ! হা শ্রীযশোদাতনয় প্রসীদ, শ্রীবল্লবীজীবন রাধিকেশ!

৮। এইরূপ গানের সহিত নিজ ইষ্টদেবকে আহ্বান করিতে করিতে কখন নৃত্য করিতাম, কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় নিজ দেহাদি বিস্মৃত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতাম।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৭। তৎপ্রকারমেবাহ—শ্রীকৃষ্ণেতি। এতানি দেশনামানি তস্য প্রিয়তমানীতি বোদ্ধব্যম্॥

৮। ততশ্চ নিঃশেষমেব বাহ্যমনুসন্ধানমপ্যন্তর্হিতমিত্যাহ—এবমিতি। গানেন সুস্বরং বা গায়তি গাথয়া সহিতং যথা স্যাৎ, বহুধা 'ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ' ইত্যাদি-বহুপ্রকারেণ তং শ্রীভগবন্তমাহ্বয়ন্ সন্। উন্মত্তবৎ স্বং স্বীয়ং দেহাদিকমস্মরম্ অননুসন্ধানঃ কামং যথেষ্টমিতস্ততোঽহং ভ্রমামি। আদি-শব্দেন দৈহিকাদি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭। সেই নাম-সংকীর্তনের প্রকার—'শ্রীকৃষ্ণ! গোপাল! হরে! মুকুন্দ! ইত্যাদি। এইরূপে তাঁহার নাম গান করিতাম! যেহেতু ঐ সকল নাম তাঁহার প্রিয়তম বলিয়া মনে করিতাম।

৮। এইরূপে তাঁহার নাম গান করিতে করিতে নিঃশেষরূপে আমার বাহ্যানুসন্ধান পর্যন্ত তিরোহিত হইল। তাই কখনও নৃত্য, কখনও রোদন এবং কখনও সুস্বরে গান করিতাম, কখন বা গুণগাথা (প্রবন্ধাকারে) গান করিতাম—'হে মহাভুজ! কোথায় আছ দর্শন দাও' ইত্যাদি বহুপ্রকারে শ্রীভগবানকে আহ্বান করিতাম! কখনও বা উন্মত্তবৎ স্বীয় দেহাদি স্মরণ না করিয়াই ইতস্ততঃ যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতাম। 'আদি' শব্দে দৈহিকাদি বিষয়েরও বিস্মরণ ঘটিত, বুঝিতে হইবে।

৯। একদা তং নিজপ্রাণনাথং পশ্যন্নিবাগ্রতঃ।
ধর্তুং ধাবন্ গতো মোহং ন্যপতং প্রেমবিহ্বলঃ॥
১০। তাবত্তৈঃ পার্ষদৈরেত্য বৈকুণ্ঠং নেতুমাত্মনঃ।
যানমারোপিতঃ সদ্যো ব্যুত্থায়াচালয়ং দৃশৌ॥
১১। সর্বমন্যাদৃশং দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ স্বস্থতাং গতঃ।
পার্শ্বেঽপশ্যং পুরা দৃষ্টাংস্তানেবাত্মপ্রিয়ঙ্করান্॥
১২। মহাতেজস্বিনাং তেজো মুষ্ণতোঽনুপমং বরম্।
বিমানং যোগ্যমারূঢ়ানানিরূপ্যং সুরূপবৎ॥

মূলানুবাদ

৯। একদা সেই নিজ প্রাণনাথকে সম্মুখে দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য ধাবমান হইলেই প্রেমবিহ্বলতাবশতঃ মূর্ছিত হইয়াছিলাম।

১০। সেই সময়ে পার্ষদগণ আমায় বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে বিমানে আরোহণ করাইলে আমি সংজ্ঞা-প্রাপ্ত হইয়া চকিতের ন্যায় ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিলাম।

১১। সকল স্থানই অন্যাকারে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম এবং ক্ষণকাল পরে সুস্থ হইয়া দেখিলাম যে, যাঁহারা আমার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করতঃ উপকার করিয়াছিলেন, সেই পার্ষদগণ আমার পার্শ্বেই রহিয়াছেন।

১২। তাঁহারা যে নিরুপম সুশোভন স্বযোগ্য বিমানে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই বিমান স্বীয় তেজে মহাতেজস্বী সূর্যাদির তেজকেও ধিক্কৃত করে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৯। প্রেম্ণা বিহ্বলো বিবশ ইতি সর্বত্রৈব হেতুঃ॥

১০। তাবত্তৎক্ষণ এব তৈঃ পূর্বমিলিতৈরেত্যাগত্য বৈকুণ্ঠলোকং নেতুম্ আত্মনঃ স্বীয়ং যানং বিমানমারোপিতঃ সন্নহং ব্যুত্থায় সংজ্ঞাং লব্ধা দৃশোঽচালয়মুন্মীল্য ইতস্ততঃ প্রসারিতবানিত্যর্থঃ॥

১১। সর্বং স্থানাদিকমন্যাদৃশং নিজব্রজভূমিব্যতিরিক্তং দৃষ্ট্বা পুরা দৃষ্টান্ পূর্বপরিচিতান্ আত্মনো মম প্রিয়ং শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত্যুপায়াদ্যুপদেশেন তত্র নয়নেন চ কুর্বন্তীতি তথা তান্॥

১২। তানের বিশিনষ্টি—মহেতি। মহাতেজস্বিনাং সূর্যাদীনাং তেজো মুষ্ণতঃ

হরতঃ বরং সর্বতঃ শ্রেষ্ঠং বিমানারূঢ়ান্। কীদৃশম্? যোগ্যমাত্মোচিতং মহাতেজস্বিতাদিযুক্তত্বাৎ। পুনঃ কীদৃশম? সুশোভনং রূপমাকারবিভাগাদিতদ্বসপি অনিরূপ্যং তত্ত্বতোঽনির্বচনীয়ং ব্রহ্মঘনত্বাৎ; অতএব অনুপমম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯। প্রেমে বিহ্বল বা প্রেমবৈবশ্যই সর্বত্র হেতু।

১০। ইত্যবসরে সেই বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ, যাঁহারা মুক্তিপদে আমায় বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির সাধন উপদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমায় বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিলেন এবং আমাকে তৎক্ষণাৎ বিমানে আরোহণ করাইলেন। তখন আমি সংজ্ঞালাভ করিয়া চকিতের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম।

১১। দেখিলাম, নিজ ব্রজভূমি ব্যতিরিক্ত সকল স্থানই অন্যরূপ, ইহাতে বিস্মিত হইলাম। পরে নিজ পার্শ্বে সেই বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণকে দেখিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলাম। যেহেতু, তাঁহারা আমার পূর্ব পরিচিত এবং প্রিয় শ্রীবৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির উপায় নির্দেশরূপ উপকার করিয়াছিলেন।

১২। তাহাই 'মহাতেজস্বিনাং' শ্লোকে বিশেষরূপে বর্ণন করিতেছেন—যাঁহাদের অঙ্গকান্তি মহাতেজস্বী সূর্যাদির তেজকেও ধিক্কৃত করে, সেই বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ তাঁহাদের অনুরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ বিমানে আরূঢ় ছিলেন। সেই বিমান কীদৃশ? স্বযোগ্য-মহাতেজস্বী সূর্যাদির তেজকেও আচ্ছাদন করে। তাহার আকারাদি কীদৃশ? সুশোভন, পরন্তু তাহার আকার ও বৈভবাদি নিরূপণ করা যায় না। যেহেতু, তত্ত্বতঃ অনির্বচনীয় ব্রহ্মঘনত্ব হেতু অনুপম।

১৩। সম্ভ্রমাৎ প্রণমন্তং মামাশ্লিষ্যাশ্বাসয়ন্মুহুঃ।
ঐচ্ছন্ স্বসদৃশং রূপং দাতুং যুক্তিশতেন তে॥
১৪। তদস্বীকৃত্য তু স্বীয়ং গোবর্ধনভবং বপুঃ।
তেষাং প্রভাবতস্তাদৃগ্‌গুণরূপাদ্যলম্ভয়ম্॥

মূলানুবাদ

১৩। সেই পার্ষদগণকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলে তাঁহারা আমায় আলিঙ্গন-পূর্বক বারংবার আশ্বাস প্রদান করিলেন; পরে তাঁহারা আমাকে নিজ সদৃশ রূপ গ্রহণ নিমিত্ত শত শত যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

১৪। যদিও আমি তাঁহাদের সমানরূপতা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলাম না, তথাপি আমার এই শরীর গোবর্ধনোদ্ভব বলিয়া তাঁহাদের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ও তাদৃশ কান্তি এবং নিত্যত্বাদি গুণযুক্ত হইয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৩। তে পার্ষদা আশ্বাসয়ন্—বিস্ময়ং সম্ভ্রমঞ্চ ত্যজ, বয়ং তে সখায়ঃ, স্বাধীনাস্ত্বামিমে বৈকুণ্ঠং নয়ন্তঃ স্ম ইত্যাদিকমাশ্বাসনং চক্রুরিত্যর্থঃ। ততঃ স্বসদৃশং চতুর্ভুজত্বাদিবিশিষ্টং রূপং, যুক্তীনাং 'মনুষ্যশরীরং বৈকুণ্ঠবাসযোগ্যং ন ভবেত্তত্রত্যসুখঞ্চৈতেন গৃহীতং ন স্যাৎ' ইত্যাদিরূপাণাং শতেন দাতুমৈচ্ছন্॥

১৪। তৎসারূপ্যমস্বীকৃত্য স্বীয়ং মামকমেব বপুঃ তাদৃক্‌পার্ষদসদৃসং গুণং নিত্যত্বসত্যত্বাদিকং কান্তিঞ্চ দ্যুতিবিশেষম্, আদি-শব্দেন সর্বসামর্থ্যাদি অলম্ভয়ং প্রাপয়ম্। অস্বীকারে হেতুঃ—গোবর্ধনমিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩। সেই পার্ষদগণকে আমি সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলে, তাঁহারা আমায় আলিঙ্গন করতঃ বারংবার আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, 'বিস্ময় ও সম্ভ্রম ত্যাগ কর, আমরা তোমার সখা, তোমায় বৈকুণ্ঠ লইয়া যাইতেছি।' পরে তাঁহারা আমাকে স্বসদৃশ চতুর্ভুজত্বাদি রূপ গ্রহণ করাইতে বহু বহু যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সেই যুক্তি এইরূপ—মনুষ্য শরীর বৈকুণ্ঠবাসের অযোগ্য, বিশেষতঃ মনুষ্য শরীরের দ্বারা বৈকুণ্ঠসুখ অনুভব করা যায় না। ইত্যাদিরূপ শত শত যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

১৪। তাঁহাদের সারূপ্য (চতুর্ভুজত্বাদি সমানরূপতা) গ্রহণ করিতে স্বীকার না করিলেও আমার এই গোবর্ধনোদ্ভব দেহ তাঁহাদেরই মত নিত্যত্ব, সত্যত্ব, কান্তি (দ্যুতিবিশেষ) ও সর্বসামর্থ্যাদি গুণযুক্ত হইয়াছিল। আর তাঁহাদের প্রার্থিত সারূপ্য অস্বীকারের অন্যতম হেতু এই যে, আমার এই গোবর্ধনোৎপন্ন শরীর অন্য আকারে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিলাম না।

১৫। পরমানন্দযুক্তেন দুর্বিতর্ক্যেণ বর্ত্মনা।
জগদ্বিলক্ষণেনাহং বৈকুণ্ঠং তৈঃ সহ ব্রজন্॥
১৬। তেষু লোকেম্বলোকেম্বাবরণেম্বপি সর্বতঃ।
দৃষ্টিপাতেহপি লজ্জেয়ং পূজ্যে তদধিকারিভিঃ॥
১৭। লোকপালাদিভিশ্চোর্ধ্বমুখৈঃ সাঞ্জলিমস্তকৈঃ।
বেগাদুৎক্ষিপ্যমাণাভিঃ পুষ্পলাজাদিবৃষ্টিভিঃ॥

মূলানুবাদ

১৫-১৭। পরমানন্দযুক্ত জগদ্বিলক্ষণ দুর্বিতর্ক্য পথে আমি তাঁহাদের সহিত বৈকুণ্ঠ গমন সময়ে যে সকল লোক অতিক্রম করিতেছিলাম, সেই স্বর্গাদি লোক, অলোক অর্থাৎ চতুর্দশ ভুবনের বাহিরে অষ্ট আবরণাদির প্রতি লজ্জায় দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই; কিন্তু তত্তলোকাধিকারী ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার পূজা করিতে লাগিলেন। লোকপালগণ ঊর্ধ্বমুখ হইয়া এবং মস্তকে অঞ্জলি নিবন্ধ করিয়া আমার উদ্দেশ্যে বেগপূর্বক পুষ্প-লাজাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহ উৎক্ষেপন করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৫-১৭। ননু পূর্বং সূর্যমণ্ডলভেদেন বর্ত্মনা মুক্তিপদং গতোহসি, বৈকুণ্ঠস্তু কেনেত্যপেক্ষায়ামাহ—পরমেতি দ্বাভ্যাম্। দর্বিতর্ক্যত্বে হেতু—জগতো বিলক্ষণেন অসাধারণেন। যদ্বা, জগৎ সর্বমেব বিলক্ষণং যস্মিন্ তেন। এবং ভক্তিমার্গতুল্যং তদুহ্যম্। তদেবাহ—পরমানন্দযুক্তেনেতি। সর্বোৎকৃষ্টতরমুক্তিপদাদপি পরমবিশিষ্টপদস্য প্রাপকত্বাৎ তেষু সানন্দং প্রযত্নেন পূর্বং প্রাপ্তেষু লোকেষু স্বর্গাদিষু অলোকেষু চ চতুর্দশলোকবাহ্যেষু। যদ্বা, লোকালোকাচলস্য পার্শ্বদ্বয়বর্তিষু সূর্যালোকানালোকবৎসু দেশেষু আবরণেম্বষ্টসু। এবং সর্বত্র দৃষ্টেঃ পাতেহপি লজ্জেয়ং লজ্জাং কুর্যাম্। পূর্বং মুক্তিপদারোহণ-সময়ে মায়িকত্বানুসন্ধানেন তত্র তত্র দৃষ্টির্গতা, অধুনা তু মুক্তেরপ্যতিতুচ্ছত্বাবগমাদন্যত্র কুতো দৃষ্টিরপিততু পরমঘৃণাস্পদত্বাদিতি ভাবঃ। অতএব তেষাং লোকাদীনামধিকারিভির্লোক-পালাদিভিরিন্দ্রপ্রভৃতিভিঃ কর্তৃভির্বেগাজ্জবেন ঊর্ধ্বং ক্ষিপ্যমাণাভিঃ পুষ্পাদিবৃষ্টিভিঃ কৃত্বা পূজ্যেহহমিতি পরেণান্বয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫-১৭। যদি বল, পূর্বে সূর্যমণ্ডল ভেদ করতঃ যে পথে মুক্তিপদে গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে কিরূপে বৈকুণ্ঠ গমন করিলেন? এই অপেক্ষায় 'পরমানন্দ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—পরমানন্দযুক্ত জগদ্‌বিলক্ষণ দুর্বিতর্ক মার্গদ্বারা আমি সেই বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়াছিলাম। দুর্বিতর্ক বলিবার হেতু এই যে, ঐ মার্গ জগদ্‌বিলক্ষণ অসাধারণ। অথবা ঐ পথের নাম ভক্তিপথ, ইহা সর্বাবস্থায় পরমানন্দময় বলিয়া জগদ্‌বিলক্ষণ। অথবা যে পথে গমন করিলে সর্বজগৎকে বিলক্ষণরূপে দেখা যায় এবং যাহা সর্বোৎকৃষ্টতর মুক্তিপদ হইতেও পরমবিশিষ্ট পদ, যাহার প্রাপ্তিজনিত পরমানন্দভরে পূর্ব প্রাপ্ত চতুর্দশ লোকের ভিতরে বা বাহিরে কিংবা লোকালোক পর্বতেব পার্শ্বে অবস্থিত সূর্যলোকাদি অনালোকের মত অর্থাৎ সেই স্থানসমূহ এবং অষ্টাবরণ ইত্যাদির প্রতি ঘৃণা (লজ্জা)বশতঃ দৃষ্টিপাতও করিতে পারি নাই। কিন্তু পূর্বে মুক্তিপদ আরোহণের সময় সর্বত্রই মায়িকত্ব অনুসন্ধানে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, পরন্তু এক্ষণে সেই মুক্তিপদ অতি তুচ্ছ বুদ্ধি হওয়ায় অন্যত্র দৃষ্টিপাত করাও ঘৃণার বিষয় বলিয়া মনে হইল। অতএব সেই সকল লোকের অধিকারী লোকপালগণ ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাসকল স্ব স্ব মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক উর্ধ্বমুখে আমায় প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং পুষ্প-লাজাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহ আমার উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপন করতঃ পূজাদি করিতে লাগিলেন।

১৮। তৈঃ স্তূয়মানো জয়শব্দপূর্বকং, প্রণম্যমানশ্চ পদে পদে চলন্।
তুচ্ছং পুরো মুক্তিপদঞ্চ লোচয়ন্নূর্ধ্বং ততঃ শ্রীশিবলোকমব্রজম্॥
১৯। সোমং শিবং তত্র মুদ্রা প্রণম্য, তেনাদরপ্রেমসদুক্তিজালৈঃ।
আনন্দিতো বাক্যমনোদুরাপ, মাহাত্ম্যমালং তমগাং বিকুণ্ঠম্॥
২০। পার্ষদৈরিদমুক্তোঽহং ত্বং তিষ্ঠেহক্ষণং বহিঃ।
বিজ্ঞাপ্য প্রভুমস্মাভিঃ পুরীং যাবৎ প্রবেক্ষ্যসে॥

মূলানুবাদ

১৮। সেই সকল লোকের অধিকারীগণ জয় শব্দ উচ্চারণপূর্বক আমার স্তুতিগান করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে অবস্থিত মুক্তিপদও অবজ্ঞাভরে অবলোকন করিয়াছিলাম, পরে মুক্তিপদের ঊর্ধ্বস্থিত শ্রীশিবলোকে গমন করিলাম।

১৯। তথায় শ্রীউমাদেবীর সহিত বিরাজিত শ্রীমহাদেবকে হর্ষভরে প্রণাম করিলাম। তাঁহারা আদর, প্রেম ও সদুক্তির দ্বারা আমায় আনন্দিত করিলেন। পরে বাক্য ও মনের দুষ্প্রাপ্য এবং মাহাত্ম্যমালায় পরিপূর্ণ মনোরম বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইলাম।

২০। পার্ষদগণ বলিলেন, তুমি ক্ষণকাল এই বহির্দ্বারে অবস্থিতি কর। আমরা প্রভুকে তোমার আগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করি, তারপর তুমি পুরী প্রবেশ করিবে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৮। পদে পদে স্থানে স্থানে চলন্ গচ্ছন্ সন্ তৈস্তত্তদধিকারিভির্জয়শব্দপূর্বকং স্তূয়মানঃ তদনন্তরং তুচ্ছং মুক্তিপদঞ্চ পুরঃ অগ্রে লোচয়ন্ পশ্যন্ সন্। যদ্বা, পুরস্থিতং মুক্তিপদং তুচ্ছত্বেনালোচয়ন্ ততো মুক্তিপদাদূর্ধ্বং শ্রীযুক্তং শিবলোকম-ব্রজং প্রাপ্তোঽহম্॥

১৯। তত্র শ্রীশিবলোকে সোমমুময়া সহিতং শিবং, তেন শ্রীশিবেন আদরো গৌরবং প্রেমসৌহার্দং সদুক্তির্মিষ্টবচনং তেষাং জালৈর্বৃন্দৈঃ কৃত্বা আনন্দিতঃ সন্ তমনির্বচনীয়মাহাত্ম্যং নিজাভীষ্টতমং বা বিকুণ্ঠলোকমগাং প্রাপ্তোঽহম্। কীদৃশম্? বাক্যেন মনসা চ দুরাপস্য তত্তদতীতস্য মাহাত্ম্যস্য মালা শ্রেণী যস্য তম্॥

২০। ইহ অস্মিন্ বহির্দেশে গোপুর ইত্যর্থঃ। ত্বং ক্ষণমেকং তাবত্তিষ্ঠ। প্রভুং বৈকুণ্ঠনাথং স্বয়মেব সাক্ষাদ্বিজ্ঞাপ্য কেনচিত্তদধিকারিণা বা কৃত্বা বিজ্ঞাপনং কারয়িত্বা পরমৈশ্বর্যবিস্তার-রীত্যনুসারাৎ। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮। পথিমধ্যে যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলাম, সেই সেই স্থানের লোকাধিকারীগণ জয় জয় শব্দে আমার স্তুতিগান ও প্রণামাদি করিয়াছিলেন। তদনন্তর আমি মুক্তিপদকে অবজ্ঞা অর্থাৎ তুচ্ছ মনে করিয়াই অবলোকন করিয়াছিলাম। অথবা সম্মুখস্থিত শ্রীযুক্ত শিবলোক অবলোকন করিয়া মুক্তিপদের তুচ্ছতা আলোচনা করিতে করিতে শ্রীশিবলোক প্রাপ্ত হইলাম।

১৯। সেই শ্রীশিবলোকে সোম ও উমাসহ শিবকে প্রণাম করিলে তিনি আদর ও গৌরবের সহিত প্রেমসৌহৃদ্য-প্রকাশক সুমধুর বাক্যে আমায় আনন্দিত করিলেন। পরে বাক্য ও মনের সুদুর্গম মাহাত্ম্যশ্রেণীদ্বারা নির্ম্মঞ্ছিত অনির্বচনীয় মাহাত্ম্যযুক্ত নিজ অভীষ্টতম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইলাম।

২০। পার্ষদগণ আমায় পুরীর বহির্দেশে (গোপুরে) বসাইয়া বলিলেন, তুমি ক্ষণকাল এই পুরদ্বারে অবস্থান কর। আমরা প্রভুকে তোমার আগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করি, পরে তুমি পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে অথবা কোন বিশেষ অধিকারীর দ্বারা প্রভুকে তোমার আগমন সংবাদ জানাইয়া পরে তোমায় পুরীর ভিতর প্রবেশ করাইতেছি। পরমৈশ্বর্য-আবিষ্কারের রীতি অনুসারে সর্বত্র এইপ্রকার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

২১। অত্রাদৃষ্টাশ্রুতাশ্চর্যসমুদ্রোর্মিপরম্পরাম্॥
ভগবদ্ভক্তিদীপ্তাভ্যাং নেত্রাভ্যাং গণয় স্থিরঃ॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

২২। তেষু চান্তঃপ্রবিষ্টেষু দ্বারপ্রান্তে বহিঃস্থিতঃ।
অপশ্যমেকমায়ান্তং প্রবিশন্তঞ্চ তাং পুরীম্॥

২৩। ব্রহ্মাণ্ডশতভূতাঢ্য-সদ্যানারূঢ়মদ্ভুতৈঃ।
গীতাদিভির্মুদাবিষ্টং কান্ত্যাদ্যৈঃ সদৃশং প্রভোঃ॥

মূলানুবাদ

২১। তুমি এইস্থানে ভগবদ্ভক্তি দীপ্ত নয়নের দ্বারা পরম মহা আশ্চর্য বৈভবসমূহ দর্শন কর এবং স্থিরচিত্তে অদৃষ্ট-অশ্রুত আশ্চর্যসমুদ্রের তরঙ্গসমূহ গণনা কর।

২২। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, সেই পার্ষদগণ পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলে আমি বহিঃস্থিত দ্বারপ্রান্তে থাকিয়া দেখিলাম, একজন ঐ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

২৩। দেখিলাম, সেই পুরুষ শতব্রহ্মাণ্ডের বিভূতিযুক্ত সদ্যানে আরোহণ করিয়া আছেন এবং অদ্ভুত গীতাদিজনিত হর্ষে আবিষ্ট হইয়াছেন। সেই পুরুষ প্রভুর তুল্য কান্তি, বয়স, বেশ ও অলঙ্কারাদির সৌন্দর্যযুক্ত।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

২১। নিজবিচ্ছেদ-দুঃখং সম্ভাব্য তদুপশমপ্রকারং সপরিহাসমুপদিশন্তি—অত্রেতি। অদৃষ্টশ্চাশ্রুতশ্চ য আশ্চর্যসমুদ্রস্তস্যোর্মীণাং পরম্পরাং, স্থিরঃ অক্ষুভিত-চিত্তঃ সন্ নেত্রাভ্যাং গণয়। অত্রত্যং পরমমহাশ্চর্যজাতং সাক্ষাদিদং তাবৎ পশ্যেত্যর্থঃ। তত্তদাশ্চর্য্য-ভরদর্শনেন শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ-মহিমবিশেষজ্ঞাপনার্থমথবা তদ্দর্শনোৎকণ্ঠাতিশয়বর্ধনার্থম্; কিংবা পারমৈশ্বর্যরীত্যনুসারেণ তদ্দাস্যলাভ-পরমোৎকর্ষপরম্পরাবোধনার্থম্। তস্য বহির্দ্বারে স্থাপনমিতি দিক্। ঊর্মীণাং গণনং কুর্বিতি শ্লেষেণ পরিহাসো গ্রাহ্যঃ। ননু তত্র মন্নেত্রয়োঃ কা শক্তিঃ সম্ভবেত্তত্রাহুঃ—ভগবদ্ভক্ত্যা দীপ্তাভ্যাং কৃতপ্রকাশাভ্যামিতি॥

২২। তেষু মৎসঙ্গিপার্ষদেষু অন্তঃপুরীমধ্যং প্রবিষ্টেষু সৎসু। একং কঞ্চিৎ শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিনং; তাং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যাম্॥

২৩। তমেব বিশিনষ্টি—ব্রহ্মেতি, ব্রহ্মাণ্ডশতস্য ভূতিভি র্বৈভবৈরাঢ্যং যুক্তং যৎ সৎ উৎকৃষ্টং যানং বিমানং তদারূঢ়ম্, অদ্ভুতৈরসাধারণৈর্গীতাদিভির্হেতুভির্মুদা

হর্ষেনাবিষ্টমভিভূতং ব্যাপ্তমিতি যাবৎ। আদি-শব্দাৎ কীর্তনাভিনয়নাদি; তথা অদ্ভুতৈঃ কান্ত্যাদ্যৈঃ সুশ্যামবর্ণাদিভিঃ প্রভো শ্রীভগবতঃ সদৃশং, আদ্য-শব্দেন বয়োঽলঙ্কারাবয়ব সৌন্দর্যাদি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১। নিজবিচ্ছেদ-দুঃখ উপশমের নিমিত্ত পরিহাসপূর্বক বলিলেন, তুমি এইস্থানে বসিয়া ভগবদ্ভক্তি-উদ্দীপ্ত নয়নে অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব আশ্চর্যসমুদ্রের তরঙ্গমালাসমূহ গণনা কর। এই প্রকার বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আশ্চর্য-পরম্পরাজাত মহাশ্চর্য সাক্ষাৎ দর্শন করিলে ইহার বৈকুণ্ঠনাথের মহিমা বিশেষ অনুভব হইবে। আর তাহাতেই তাঁহার দর্শনোৎকণ্ঠাও অতিশয় বর্ধিত হইবে। কিংবা পরমৈশ্বর্য-রীতি অনুসারে এইরূপ ব্যবহারই প্রচলিত। অথবা পরম উৎকর্ষপর তাঁহার দাস্যলাভের অববোধের নিমিত্ত তাঁহাকে বহির্দ্বারে স্থাপন করিলেন. 'উর্মিমালা গণনা কর'—ইহা শ্লেষপূর্ণ বাক্য, সুতরাং পরিহাস রূপেই গ্রহণীয়। যদি বল, মনুষ্যনেত্রের কি শক্তি যে, তাহা দর্শন করিবে? তাহাতেই বলিতেছেন, ভগবদ্ভক্তি-দীপ্ত নেত্রে তাহা স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকে, সুতরাং এই নেত্রের দ্বারাই অবলোকন সম্ভবপর হইয়া থাকে।

২২। অতঃপর আমার সঙ্গী পার্ষদগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, আর আমি দ্বারদেশে অবস্থিত রহিলাম। এমন সময়ে দেখিলাম, কোন এক পুরুষ ঐ পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। 'কোন এক' বলিতে শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিগণের মধ্যে কোন একজন।

২৩। তাহাই বিশেষভাবে বলিতেছেন—'ব্রহ্মাণ্ড' ইত্যাদি। দেখিলাম, তিনি শত ব্রহ্মাণ্ডের বিভূতিযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়াছেন এবং অদ্ভুত অসাধারণ গীতাদির হর্ষে আবিষ্ট রহিয়াছেন। আদি শব্দে কীর্তন, অভিনয়াদিও বুঝিতে হইবে। তথা সেই পুরুষের অদ্ভুত অঙ্গকান্তি অর্থাৎ প্রভুর সদৃশ সুশ্যামকান্তি, বয়স, বেশ, অলঙ্কার ও অবয়ব-সৌন্দর্যাদি।

২৪। তং মত্বা শ্রীহরিং নাথ পাহীতি মুহুরালপন্।
নমন্ কর্ণৌ পিধায়াহং সংজ্ঞয়ানেন বারিতঃ॥
২৫। দাসোঽস্মি দাসদাসোঽস্মীত্যুক্ত্বা তস্মিন্ গতেঽন্তরম্।
অন্তঃ কোঽপ্যাগতোঽমুষ্মান্মহীয়ান্ বৈভবাদিভিঃ॥
২৬। তং দৃষ্ট্বা সর্বথামংসি জগদীশমহং পুরীম্।
প্রবিশন্তং নিজামেত্য গত্বা কুত্রাপি লীলয়া॥

মূলানুবাদ

২৪। তাঁহাকেই সাক্ষাৎ শ্রীহরি মনে করিয়া 'হে নাথ! পাহি মাম্'—বলিতে বলিতে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলাম। 'হে নাথ'—এই কথা শুনিয়াই তিনি কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুলি প্রদান করিলেন এবং সঙ্কেত দ্বারা আমায় নিবারণ করিলেন।

২৫। 'আমি দাস, আমি দাসের দাস'—এই কথা বলিতে বলিতে তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পরে ইঁহা অপেক্ষাও মহান্ বৈভবশালী কোন এক পুরুষ সমাগত হইলেন।

২৬। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া মনে করিলাম যে, ইনিই সর্বথা জগদীশ্বর হইবেন, লীলাবশে অন্য কোন স্থানে গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে পুরী মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

২৪। অতস্তমহং শ্রীহরিং শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরং মত্বা 'হে নাথ! জগদীশ্বর! পাহি' ইতি মুহুরালপন্ ভাষমাণস্তথা মুহুর্নমন্ সন্; অনেন পুরান্তঃপ্রবিশতা বৈকুণ্ঠবাসিনা সংজ্ঞয়া জিহ্বাগ্রসন্দশন-করধূননাদি-সঙ্কেতেন বারিতস্তথালপনে নমনে চ মম নিবারণং কৃতবানিত্যর্থঃ। কিং কৃত্বা? কর্ণৌ নিজৌ পিধায় হস্তাভ্যামাবৃত্য; নাথেতি সম্বোধনস্য শ্রবণাযোগ্যত্বাৎ॥

২৫। অতএব দাসোঽহমস্মি দাসানামপ্যহং দাসোঽস্মীত্যুক্ত্বা অন্তরং পুরাভ্যন্তরং তস্মিন্ গতে সতি অমুষ্মাদন্তঃপুরপ্রবিষ্টাৎ সকাশাদ্বৈভবাদিভিঃ কৃত্বা মহীয়ান্ মহত্তমঃ তত্রত্য এব কোঽপি পূর্বস্মাদন্যঃ তত্রৈবাগতঃ প্রভুং বিজ্ঞাপয়িতুং পুরান্তঃপ্রবিষ্টেষু নিজসঙ্গি-পার্ষদেষু দৃষ্টেষ্বপি প্রভোর্বহিরাগমনে বক্ষ্যমাণ এব হেতুরূহ্যঃ। কিংবা সম্ভ্রমভরেণ তদনুসন্ধানং ন জাতমিতি জ্ঞেয়ম্॥

২৬। তঞ্চাহং সর্বথা জগদীশং শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরমমংসি। ননু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথঃ-অন্তঃপুর এব নিবসতি। অতএব ত্বৎসঙ্গিনঃ পার্ষদাস্তেঽন্তঃপুরং প্রবিষ্টাস্তৎ কথং বহিরাগতমেতং তমমংস্থাঃ? তত্রাহ—পুরীমিতি। লীলয়া কুত্রাপি গত্বাঽধুনা তত

এত্য আগত্য নিজ্যং পরীমেতাং প্রবিশন্তমিতি। অতো মৎসঙ্গা গতাস্তে পার্ষদা অপি নূনং ত্বদ্বার্তানভিজ্ঞা অন্তঃপুরং প্রবিবিশুরিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪। অতএব আমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীহরি মনে করিয়া 'হা নাথ! জগদীশ্বর! পাহি মাম্ (আমায় রক্ষা কর) এইরূপ বলিতে বলিতে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলাম। তখন পুরীপ্রবেশোন্মুখ সেই বৈকুণ্ঠবাসী পুরুষ আমার এইপ্রকার অসঙ্গত সম্ভাষণ সহ্য করিতে না পারিয়া নিজহস্তে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্বক জিহ্বাগ্র দংশন করিলেন এবং করচালনাদিরূপ সঙ্কেত দ্বারা আমায় নিবারণ করিয়াছিলেন। নিজহস্তে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিবার অভিপ্রায় এই যে, 'হে নাথ!' ইত্যাদি সম্বোধন শ্রবণের অযোগ্য।

২৫। অতএব 'আমি দাস, আমি দাসের দাস' এই কথা বলিতে বলিতে তিনি পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পরে ইঁহার অপেক্ষাও অধিক বৈভবাদিযুক্ত অন্য কোন পুরুষ সমাগত হইলেন। তাঁহাকেও 'হা নাথ!' ইত্যাদি পূর্ববৎ সম্বোধন করিলে তিনিও সেইরূপ সঙ্কেতাদি দ্বারা আমায় নিবারণ করিলেন। পুনর্বার এইরূপ সম্বোধনের কারণ এই যে, সেই মহোত্তম বৈভবশালী পুরুষকে দর্শন করিয়া মনে করিলাম যে, ইনিই সকলের পূজ্য জগদীশ হইবেন। লীলার কারণে প্রভু কোথাও গিয়াছিলেন, বিশেষতঃ এরূপ ঐশ্বর্য কখনও দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। এইপ্রকার সম্ভ্রমবুদ্ধি হইতেই পূর্বের ন্যায় স্তুতি করিয়াছিলাম। যদি বল, যে সময় আপনি সেইস্থানে সমাগত হইয়াছিলেন এবং নিজ সঙ্গী-পার্ষদগণ প্রভুকে আপনার আগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহা অবগত থাকা সত্ত্বেও কিজন্য মনে করিলেন—'প্রভু বাহিরে গমন করিয়াছেন?' যদিও এখানে সেই হেতু উহ্য রহিয়াছে; কিংবা সম্ভ্রমভরে তদনুসন্ধান প্রবৃত্তি জাত না হওয়াতেই অর্থাৎ জ্ঞান বিলুপ্ত হেতু পূর্বাপর অনুসন্ধান হয় নাই জানিতে হইবে।

২৬। এইরূপে আমি যাঁহাকেই দর্শন করিলাম, তাঁহাকেই সর্বথা জগদীশ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর বলিয়া মনে করিলাম। যদি বল, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ অন্তঃপুরে অবস্থান করিতেছেন, সেজন্য আপনার সঙ্গি পার্ষদগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। অতএব প্রভু যে বাহিরে আছেন, তাহা কিরূপে আপনার অনুমান হইল? তাহাতেই বলিতেছেন—প্রভু লীলাবশে অন্য কোন স্থানে গমন করিয়াছিলেন, অধুনা পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, ইত্যাদি মনে হইল। কারণ, সম্ভ্রমে আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। হয়ত আমার সঙ্গী পার্ষদগণ তাহা না জানিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই সকল ভাবিয়া বিমুগ্ধ হইতে লাগিলাম।

২৭। সম্ভ্রমৈঃ প্রণমন্তং মাং পূর্ব্ববৎ স্তুতি-পূর্বকম্।
দৃষ্ট্বা সোঽপি তথৈবোক্ত্বা সস্নেহং প্রাবিশৎ পুরীম্॥
২৮। কেঽপ্যেকশো দ্বন্দ্বশোঽন্যে যুগপদ্বহুশোঽপরে।
পূর্বপূর্বাধিকশ্রীকাঃ প্রবিশন্তি পুরীং প্রভোঃ॥
২৯। তাংশ্চ পশ্যন্ পুরেবাহং মজ্জন্ সম্ভ্রমসাগরে।
নমন্ স্তুবন্ নিবার্যে তৈঃ স্নিগ্ধবাগমৃতৈস্তথা॥

মূলানুবাদ

২৭। আমি তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সসম্ভ্রমে স্তুতিপূর্বক প্রণাম করিলে, তিনিও কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া সস্নেহে নিবারণ করতঃ পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

২৮। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইরূপ কেহ একা, কেহ দুই, কেহ বা দলবদ্ধ হইয়া প্রভুর পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। আর ইঁহারা সকলেই পূর্ব পূর্ব হইতেও অধিকতর শোভা-সম্পৎযুক্ত।

২৯। আমি তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া পূর্ব্ববৎ সম্ভ্রমসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম এবং স্তুতিপূর্বক প্রণামও করিয়াছিলাম। আর তাঁহারও পূর্ব্ববৎ আমাকে স্নিগ্ধ অমৃতময় বাক্যে নিষেধ করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২৭। পূর্ববদিতি, নাথ পাহীতি মুহুরালপন্তমিত্যর্থঃ। ইদানীঞ্চ সর্বথা জগদীশ মননেন পূর্বতো বিশেষমাহ—স্তুতিপূর্বকমিতি। তথৈব সংজ্ঞয়া মাং নিবার্য কর্ণৌ পিধায় 'দাসদাসোঽস্মি' ইত্যুক্ত্বা সস্নেহমিত্যস্য উক্ত্বেত্যনেন দৃষ্ট্বেত্যনেন বা সম্বন্ধঃ॥

২৮-২৯। এবমন্তঃপুরং প্রবিশন্তো বহব এব বৈকুণ্ঠবাসিনো ময়া ভগবন্মত্যা পূর্ববন্নমস্কৃতাস্তৈশ্চ তথৈবাহং নিবারিত ইত্যাহ—কোঽপীতি দ্বাভ্যাম্! পূর্বস্মাৎ পূর্বস্মাদধিকাঃ শ্রিয়ো বিভূতয়ো যেষাং তে সৈনাপত্যাদি-বৃহদধিকারবতাং তত্তৎপ্রয়োজনাবেক্ষণেন পশ্চাৎ প্রবেশাৎ। কিংবা নিজ নিজ-সেবার্থমাদৌ ত্বরয়া প্রবিশতাং তদেকাপেক্ষয়া নিজবৈভবপ্রকটন তাৎপর্য্যাভাবাদিতি দিক্। বহূনামপি তেষাং ভগবন্মননেন নমনাদৌ হেতুঃ—সম্ভ্রমসাগরে নিমজ্জন্নিতি পরম-সম্ভ্রমাক্রান্তচিত্তানাং বিচারানুদয়াৎ। এবং তেষাং দর্শনস্য পরমমোহন-মহিমা দর্শিতঃ। অথবা এষু পূর্ববজ্জগদীশ ইতি মতির্নাস্তি, তাদৃশ-শব্দনির্দেশাভাবাৎ। কিন্তু কেবলং তেষাং মহিমবিশেষদর্শনেন পরমসম্ভ্রমভরাৎ পূর্ববন্নমনাদিকমিতি জ্ঞেয়ম্।

তৈশ্চাহং নিবার্যে, মন্নমন-স্তবন-নিবারণং ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ, তাদৃশ-নমনাদ্যসহনাৎ। কৈঃ? স্নিগ্ধৈঃ স্নেহযুক্তৈর্বচোঽমৃতৈঃ কৃত্বা, ইদং তেষামেব বিশেষণং বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৭। তাঁহাকেও পূর্ব্ববৎ সসম্ভ্রমে স্তুতিবাদ—'হা নাথ! পাহি মাম্' বলিতে বলিতে প্রণাম করিলে, তিনিও পূর্ব্ববৎ কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুলি প্রদান করতঃ সস্নেহে নিবারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, পরন্তু ইদানীং সর্বথা জগদীশ মননের পূর্বাপেক্ষাও কিছু বিশেষ আছে। অর্থাৎ 'সস্নেহ' উক্তিদ্বারা কোন সম্বন্ধ-বিশেষের সূচনা হইয়াছে।

২৮-২৯। এইরূপে প্রভুর অন্তঃপুরে বহু বহু বৈকুণ্ঠবাসি প্রবেশ করিতেছেন, আর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আমিও ভগবান মনে করিয়া পূর্ব্ববৎ নমস্কারাদি করিলে তাঁহারাও পূর্ব্ববৎ নিবারণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ একা, কেহ বা যুগলরূপে, আবার কেহ কেহ দলবদ্ধ হইয়া পূর্ব পূর্ব হইতে অধিক অধিক বৈভব ও সৈন্যসামন্তযুক্ত। অর্থাৎ বৃহত্তর অধিকারশালী বলিয়া তত্তৎ প্রয়োজনানুরূপ সেনাপতি প্রভৃতিও পশ্চাৎ প্রবেশ করিতেছেন। কিংবা নিজ নিজ সেবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তদপেক্ষা অধিক বৈভব-প্রকটন অর্থাৎ শ্রীসম্পন্ন হইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। যদি বল, আপনি একবার, দুইবার, বহুবার দেখিয়াও এবং তাঁহাদের কর্তৃক নিবারিত হইয়াও তাঁহাদিগকে ভগবান মনে করিয়া পুনঃপুনঃ কেন প্রণামাদিতে রত হইলেন? তাহার কারণ এই যে, আমি সম্ভ্রমসাগরে নিমগ্ন। পরম সম্ভ্রমে আমার চিত্ত আক্রান্ত হওয়াতে বিচার জ্ঞানের উদয় হয় নাই। অথবা তাঁহাদের দর্শনের এইরূপই পরমমোহন-মহিমা জানিতে হইবে। অথবা ইঁহাদিগের প্রতি পূর্ব্ববৎ জগদীশ বুদ্ধি নাই, কিন্তু তাদৃশ শব্দ নির্দেশের অভাববশতঃ কেবল তাঁহাদিগের মহিমাবিশেষ দর্শনে পরমসম্ভ্রমভরে পূর্ব্ববৎ নমস্কারাদি করিয়াছিলাম, বুঝিতে হইবে। আর তাঁহারাও পূর্বের ন্যায় আমাকে স্নিগ্ধ অমৃতপূর্ণ বাক্যে নিবারণ করিয়াছিলেন। যেহেতু, তাঁহারা নমস্কারাদিও সহ্য করিতে পারেন নাই। এজন্য স্নিগ্ধ স্নেহযুক্ত ব্যাকামৃতের দ্বারা আমায় নিবারণ করিয়াছিলেন; সুতরাং এই ব্যবহার পূর্বাপেক্ষাও বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

৩০। তেষু স্বসেবাসামগ্রীং গৃহীত্বা কেঽপি কামপি।
ধাবন্তি পুরতঃ কেচিন্মত্তা ভক্তিসুধারসৈঃ॥

৩১। এবমাত্মাত্মসেবাসু ব্যগ্রান্তঃকরণেন্দ্রিয়াঃ।
বিচিত্রভজনানন্দ-বিনোদভরভূষিতাঃ॥

মূলানুবাদ

৩০। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ছত্র, কেহ চামরাদি সেবাসামগ্রী, কেহ বা ভক্তিসুধারসরূপ উপায়ন গ্রহণপূর্বক মত্ত হইয়া গমন করিতেছেন।

৩১। ফলতঃ তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ সেবাতে ব্যাকুলান্তঃকরণেন্দ্রিয় এবং বিচিত্র ভজনানন্দবিনোদভরে বিভূষিত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৩০। তেষাং প্রবেশপ্রকারমাহ—তেষ্বিতি চতুর্ভিঃ তেষু অন্তঃপুরং প্রবিশংসু মধ্যে কেঽপি কামপি সেবাসামগ্রীং নিজসেবাসম্বন্ধিদ্রব্যং ছত্রচামরাদি গৃহীত্বা পুরতোঽভিমুখে ধাবন্তি, বেগেন গচ্ছতি; কেচিচ্চ তদপেক্ষারহিতাঃ কেবলং ভক্তিরেব সুধা নিজমাধুর্যভরেণ তদিতরবিস্মারকত্বাৎ তদ্রসৈর্মত্তাঃ। সন্তঃ পুরতো ধাবন্তি, তেষাঞ্চ তদ্রূপৈব সেবোহ্যা। অগ্রে নিরন্তরশ্লোকে এবমাত্মসেবাস্বিত্যুক্তেঃ॥

৩১। তানেব বিশিনষ্টি—এবমিতি ত্রিভিঃ। উক্ত-প্রকারেণ আত্মনঃ আত্মনঃ সেবাসু বিষয়েষু ব্যগ্রাণি আকুলান্যন্যাসক্তানি অন্তঃকরণানি চিত্তাদীনি ইন্দ্রিয়াণি চ বাক্‌চক্ষুরাদীনি যেষাং, অতএব বিচিত্রেণ নানাপ্রকারেণ ভজনেন সেবয়া য আনন্দস্তেন যো বিনোদভরঃ লীলাতিশয়স্তেনৈব। যদ্বা, বিচিত্রৈর্ভজনানন্দৈস্তদ্রূপৈরেব বিনোদভরৈশ্চ ভূষিতাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩০। তাঁহাদের প্রবেশ প্রকাশ 'তেষু' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছত্র চামরাদি নিজ নিজ সেবাসামগ্রী গ্রহণ করতঃ মত্ত হইয়া বেগে পুরী অভিমুখে ধাবিত হইতেছেন। কেহ বা তদপেক্ষা রহিত কেবল ভক্তিসুধারূপ উপায়ন গ্রহণপূর্বক নিজ মাধুর্যভরে তদিতর বিষয় বিস্মৃত হইয়া তদ্‌রসে প্রমত্ত হওত পুরী অভিমুখে ধাবিত হইতেছেন। তাঁহাদের তদ্রূপই সেবা বুঝিতে হইবে। অগ্রে নিরন্তর শ্লোকে এইরূপ সেবার বিষয় বলা হইবে।

৩১। তাহাই বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে। উক্ত প্রকারে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব সেবাবিষয়ে ব্যগ্র ও ব্যাকুলান্তঃকরণ বা সেবাতে আসক্তচিত্ত, তাঁহাদের বাক্ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণও সর্বদা নানাপ্রকার ভজনানন্দ বিভূষিত লীলাতিশয় বিস্তার করিতেছেন। অথবা বিচিত্র ভজনানন্দরূপ বিনোদরাশিতে বিভূষিত।

৩২। ভূষাভূষণসর্বাঙ্গা নিজপ্রভুবরোচিতাঃ।
প্রণমন্তঃ স্তবন্তশ্চ কুর্বাণাশ্চিত্রমীহিতম্॥

৩৩। বিতন্বতো মহালীলাকৌতুকং চক্রবর্ত্তিবৎ।
লক্ষ্মীপতের্ভগবতশ্চরণাব্জদিদৃক্ষবঃ॥

৩৪। কেচিৎ সপরিবারাস্তে কেচিচ্চ সপরিচ্ছদাঃ।
কেচিদ্বহির্ধৃতস্বীয়-পরিবার-পরিচ্ছদাঃ॥

৩৫। স্বস্মিন্নেব বিলাপ্যৈকে কৃৎস্নং পরিকরং নিজম্।
অকিঞ্চনা ইবৈকাকিতয়া ধ্যানরসাপ্লুতাঃ॥

মূলানুবাদ

৩২। তাঁহাদের সর্বাঙ্গ ভূষণ সকলেরও ভূষণস্বরূপ। তাঁহারা সকলেই নিজ প্রভুবরের সেবাযোগ্য এবং বহুবিধ চেষ্টা সহকারে প্রভুবরকে প্রণাম ও স্তবাদি করিতেছেন।

৩৩। তাঁহারা প্রভুর শ্রীচরণারবিন্দ দর্শনার্থী হইয়া সার্বভৌম চক্রবতীর ন্যায় আপন আপন বিভূতি বিস্তারপূর্বক সেই শ্রীলক্ষ্মীপতির পান-ভোজনাদি পরিচর্যারূপ মহালীলা-কৌতুক বিস্তার করিতেছেন।

৩৪। কেহ সপরিবারে, কেহ বা পরিচ্ছদাদি সহ, কেহ বা স্বীয় পরিবারবর্গকে পুরীর বাহিরে রাখিয়া ও পরিচ্ছদাদি ত্যাগ করিয়া পুরীর ভিতর প্রবেশ করিতেছেন।

৩৫। কেহ কেহ নিজ নিজ পরিকর, পরিচ্ছদ ও বৈভবসমূহ বিলোপনপূর্বক অকিঞ্চনের ন্যায় ধ্যানরসে পরিপ্লুত হইয়া পুরী প্রবেশ করিতেছেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৩২-৩৩। ভূষাণামলঙ্কারাণাং ভূষণানি সর্বাণ্যঙ্গানি যেষাম্। অতএব নিজপ্রভুবরস্য শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরস্য উচিতা যোগ্যা এতে চানুক্তমন্যৎ সৌন্দর্যাদিকং তেষামূহ্যম্। চিত্রং বহুবিধমীহিতং নৃত্য-কীর্ত্তনাদিচেষ্টাং কুর্বাণাঃ। তত্র হেতুঃ—চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ তদ্বদ্ যা মহতী লীলা ভোজন-পানাদি-তদুচিতগৃহদ্বারাদি-তত্তদধিকারি-বিভজনাদিরূপা চর্যা তয়া তদ্রূপমেব বা কৌতুকং চিত্তচমৎকারবিশেষং বিতন্বতো ভগবতশ্চরণারবিন্দে দিদৃক্ষবঃ। তথা বিতানে হেতুঃ—লক্ষ্মীপতেরিতি। ইদমেব তস্য লক্ষ্মীপতিত্বোচিতভগবত্ত্বপ্রকাশনম্; অতস্তৎসেবকানামপি তদনুস্মরণমেবোচিতমিতি ভাবঃ॥

৩৪। তত্রৈব প্রকারান্তরমাহ—কেচিদিতি দ্বাভ্যাম্। পরিবারাঃ পুত্রকলত্র-ভৃত্যাদয়স্তৈঃ সহিতা এব, কেচিত্তে বৈকুণ্ঠনাথসেবকাঃ পুরতো ধাবন্তীতি পুরীং প্রবিশন্তীতি বা পূর্বেণৈবান্বয়ঃ। সর্বেষাং পরিচ্ছদাশ্ছত্র-চামরায়ুধবাহনাদয়স্তৈঃ সহিতা বহিঃ পুরীবাহ্যপ্রদেশে ধৃতা রক্ষিতাঃ স্বীয়া নিজাঃ পরিবারাঃ পরিচ্ছদাশ্চ যৈস্তে॥

৩৫। পরিকরং পরিবার-পরিচ্ছদাদি-বৈভবম্। অস্মিন্ আত্মন্যেব বিলাপ্য বিশেষেণ লীনং কৃত্বা, যতো ধ্যানরসে আপ্লুতা নিমগ্নাঃ। এবং তেষাং সর্বশক্তিমত্ত্বং ভজনানন্দ-লীলাবিশেষ-বৈচিত্র্যাদিকঞ্চ দর্শিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩২-৩৩। তাঁহাদের সর্বাঙ্গ ভূষণ সকলেরও ভূষণস্বরূপ। অতএব তাঁহারা সকলেই নিজ প্রভুবর শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরের সেবা-যোগ্য। ইহাতে অনুক্ত অন্যান্য সৌন্দর্যাদির কথা উহ্য রহিল। দেখিলাম, তাঁহারা নৃত্য-কীর্তনাদি বহুবিধ বিচিত্র চেষ্টায় প্রভুবরকে প্রণাম, স্তুতি ও লীলাকৌতুকাদির দ্বারা সেবাসুখ বিস্তার করিতেছেন। তাহার হেতু এই যে, তাঁহারা প্রভুর শ্রীচরণারবিন্দ দর্শনপ্রার্থী হইয়া চক্রবর্তী সম্রাটের ন্যায় সেই প্রভু লক্ষ্মীপতির মহতী লীলা ভোজন-পানাদি ও তদুচিত গৃহদ্বারাদি এবং সেই সেই প্রকার অধিকারীর বিভাগক্রমে পরিচর্যাদি গ্রহণরূপ চিত্তচমৎকারকারী লীলাবিশেষ বিস্তার করিতেছেন। কারণ, ভগবান্ লক্ষ্মীপতি যেরূপ সেবকবৎসল, তাঁহার সেবকগণও তদনুরূপ প্রভুভক্ত হওয়া উচিত। ইহাই লক্ষ্মীপতির যোগ্য ভগবত্ত্বা-প্রকটন। অতএব সেবকগণ তাঁহার দর্শনোৎকণ্ঠায় ব্যাকুলচিত্ত এবং তাঁহারই ভাবে উন্মত্ত।

৩৪। সেই সেবকগণের প্রকারান্তর বর্ণন করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ পুত্র, কলহ ও ভৃত্যাদি পরিবার সহিত শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের অভিমুখে ধাবিত, কেহ আয়ুধ বাহন ও পরিচ্ছদাদিসহ পুরী প্রবেশ করিতেছেন। কেহ বা স্বীয় বৈভব ও পরিবারবর্গকে পুরীর বহির্দেশে রাখিয়া একাকীই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

৩৫। কেহ কেহ নিজ পরিবার, পরিচ্ছদাদি ও বৈভবসমূহ বিলোপন করিয়া অকিঞ্চনের ন্যায় ধ্যানরসে আপ্লুত হইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। এইরূপে তাঁহাদের সর্বশক্তিমত্তা এবং ভজনানন্দ লীলাবিশেষের বৈচিত্রী অর্থাৎ নানাবিধ বিচিত্র ভাব প্রকটনশীলতা প্রদর্শিত হইল।

৩৬। কেচিদ্বিচিত্ররূপাণি ধৃত্বা মুহুর্মুহুঃ।
বিচিত্রভূষণাকারবিহারাঢ্যা মনোহরাঃ॥

৩৭। কেচিন্নরা বানরাশ্চ দেবা দৈত্যাস্তথর্ষয়ঃ।
পরে বর্ণাশ্রমাচার-দীক্ষালক্ষণদারিণঃ॥

৩৮। ইন্দ্রচন্দ্রাদিসদৃশাস্ত্রিনেত্রাশ্চতুরাননাঃ।
চতুর্ভুজাঃ সহস্রাস্যাঃ কেচিদষ্টভুজাস্তথা॥

মূলানুবাদ

৩৬। কেহ কেহ অনেক প্রকার বিচিত্র বিচিত্র মনোহর রূপ বারাংবার ধারণ করিতেছেন এবং সেইরূপ বিচিত্র ভূষণ, আকার ও বিহারে মন হরণ করিতেছেন।

৩৭। কেহ নরমূর্তি, কেহ বানরমূর্তি, কেহ দেবমূর্তি, কেহ দৈত্যমূর্তি, কেহ ঋষিমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। পরে কেহ বা বর্ণাশ্রমাচার গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বা দীক্ষার লক্ষণস্বরূপ মুদ্রাদি ধারণ করিয়াছেন।

৩৮। কেহ কেহ ইন্দ্র চন্দ্রাদি সদৃশ, কেহ ত্রিনেত্র, কেহ চতুরানন, কেহ চতুর্ভুজ, কেহ সহস্রমুখ, কেহ বা অষ্টভুজ সদৃশ মূর্তি গ্রহণ করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৩৬। পুনস্তত্রৈব রূপবৈচিত্র্যেণ প্রকারান্তরমাহ—কেচিদিতি ত্রিভিঃ। বিচিত্রাণি রূপাণি পশু-পক্ষি-বৃক্ষাদ্যাকারান্ ধৃত্বা ধৃত্বেতি মুহুর্মুহুরিতি চ বীপ্সাভ্যাং বিচিত্ররূপাণাং পুনঃ পুনরাবিষ্করণং পুনঃপুনস্তিরোধাপনঞ্চ বোধ্যতে। তথা বিচিত্রৈর্বিবিধৈর্ভূষণৈরাকারৈর্বিহারৈশ্চাঢ্যা যুক্তাঃ। এবং সর্বথৈব মনোহরা ইতি নিগমনম্॥

৩৭। কিঞ্চ, কেচিদিতি দ্বাভ্যাম্। নরা নরাকারাঃ; এবং বানরাদয়ঃ সর্বেঽপ্যূহ্যাঃ। সচ্চিদানন্দবিগ্রহাণাং শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিনাং বস্তুতো নরত্বাদ্যসম্ভবাৎ। বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনাম্ আশ্রমাণাঞ্চ ব্রহ্মচর্যাদীনাং য আচারো ব্যবহারঃ, তথা দীক্ষায়াঃ সাবিত্র্যাদিবিষয়কায়া ভগবন্মন্ত্রবিষয়কায়াশ্চ যানি লক্ষণানি, ক্রমেণ যজ্ঞোপবীত-কমণ্ডলুধারণাদীনি, তথা কুশ-শৃঙ্গাদি-তুলসীমালা-মুদ্রাদিধারণাদীনি তানি ধর্ত্তুং শীলমেষামিতি তথা তে॥

৩৮। ইন্দ্রঃ সহস্রনেত্রঃ বজ্রহস্তত্বাদিলক্ষণবান্; এবমন্যোঽপি জ্ঞেয়ঃ। আদি-শব্দাৎ সূর্যাগ্নি-বায়্বাদয়ঃ। তথাশব্দস্য সমুচ্চয়ার্থত্বাৎ কেচিদিত্যস্য সর্বৈরপীন্দ্রাদিভিঃ সম্বন্ধঃ কার্যঃ। ততশ্চ কেচিদিন্দ্রসদৃশাঃ, কেচিচ্চন্দ্রাদিসদৃশাঃ,

কেচিত্রিনেত্রা ইত্যূহ্যম্। ইন্দ্রাদীনাং প্রায়ো ভগবদবতারত্বাভাবেন কেবলং রূপসাম্যেন বৈকুণ্ঠবাসিনাং তৎসাদৃশ্যমুক্তম্। ত্রিনেত্রাদীনাঞ্চ স্বতোঽপি ভগবদবতারত্বেন রূপভেদমাত্রনির্দেশঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৬। পুনরায় তাঁহাদের রূপ-বৈচিত্র্যের প্রকার 'কেচিদ্' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। কেহ কেহ বিচিত্র পশু, পক্ষী ও বৃক্ষাদির আকার মুহুর্মুহু ধারণ করতঃ (বিচিত্র ভূষণ, আকার ও বিহারাদির দ্বারা মন হরণ করিয়া) পুনর্বার সেই সকল আকারাদির তিরোধান করিতেছেন। এস্থলে 'মুহুর্মুহু' শব্দে (বীপ্সায়) বিচিত্ররূপে আকারাদির আবিষ্করণ এবং পুনঃপুনঃ তাহার তিরোধান ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। এইরূপে তাঁহারা সর্বথা মনোহর লীলা প্রকটন পুরঃসর পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

৩৭। আরও বলিতেছেন, কেহ নরমূর্তি, কেহ বানরমূর্তি, কেহ বা দেবমূর্তি, কেহ বা দৈত্যমূর্তি, কেহ বা ঋষিমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। পরন্তু সকলেই পূজ্য। যেহেতু, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিগণের বস্তুতঃ নরত্বাদির সম্ভাবনা নাই। আবার কেহ বা ব্রাহ্মণাদিবর্ণের, কেহ বা ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমাচার গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বা সাবিত্রী আদি দীক্ষাবিষয়ক, কেহ বা ভগবন্মন্ত্রবিষয়ক লক্ষণস্বরূপ যথাসম্ভব যজ্ঞোপবীত, কমণ্ডলু, কুশাসন, তুলসীমালা ও বিবিধ মুদ্রাদির আকার ধারণ করিয়াছেন।

৩৮। কেহ ইন্দ্রের সদৃশ সহস্র লোচন ও বজ্রহস্তাদি লক্ষণযুক্ত, কেহ বা চন্দ্রাদি দেবতা সদৃশ আকার ধারণ করিয়াছেন। এই প্রকার সমস্ত দেবতারই আকার বিষয়ে সাদৃশ্য বুঝিতে হইবে। 'আদি' শব্দে সূর্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবগণ। 'কেচিৎ' বলিতে ইন্দ্রাদির ন্যায় সকল দেবতারই ভগবদবতারত্ব অভাব হেতু কেবল দেবতাগণের সাদৃশ্য রূপ-সম্বন্ধমাত্র বুঝিতে হইবে। যেমন, সেই বৈকুণ্ঠবাসিগণের মধ্যে কেহ ইন্দ্রসদৃশ, কেহ চন্দ্রসদৃশ, কেহ ত্রিনেত্রসদৃশ। এই যে 'সদৃশ' বলা হইয়াছে, ইহাও কেবল রূপ সাম্যে বৈকুণ্ঠবাসিগণের তৎ সাদৃশ্যমাত্র জানিতে হইবে; তবে ত্রিনেত্রাদির স্বতঃই ভগবদবতারত্ব হেতু তাঁহাদের রূপভেদ-মাত্রের নির্দেশ হইয়াছে।

৩৯। এতৎপরমবৈচিত্রীহেতুং বক্ষ্যামি তেঽগ্রতঃ।
কৃষ্ণভক্তিরসাস্বাদবতাং কিং স্যান্ন সুন্দরম্॥

৪০। সর্বপ্রপঞ্চাতীতানাং তেষাং বৈকুণ্ঠবাসিনাম্।
তস্য বৈকুণ্ঠলোকস্য তস্য তন্নায়কস্য চ॥

৪১। তানি মাহাত্ম্যজাতানি প্রপঞ্চান্তর্গতৈঃ কিল।
দৃষ্টান্তৈর্নোপযুজ্যন্তে ন শক্যন্তে চ ভাষিতুম্॥

মূলানুবাদ

৩৯। এই পরম বিচিত্রতার হেতু পরে বলিব। ফলতঃ কৃষ্ণভক্তিরস আস্বাদন হইলে কি সুন্দর না হয়?

৪০-৪১। সর্ব প্রপঞ্চাতীত সেই বৈকুণ্ঠবাসীসকলের, সেই বৈকুণ্ঠলোকের ও সেই বৈকুণ্ঠনায়কের অসীম মাহাত্ম্য প্রপঞ্চান্তর্গত দৃষ্টান্ত দ্বারা কদাপি প্রকাশ করিতে পারা যায় না; সুতরাং প্রপঞ্চান্তর্গত দৃষ্টান্তের অবতারণা যুক্তিযুক্ত নহে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৩৯। ননু ভগবৎসারূপ্যপ্রাপ্ত্যা চতুর্ভুজত্বাদিকমুচিতমেব, নর-বানরাদ্যাকার-প্রাপ্তৌ তু কিং কারণমিত্যপেক্ষায়ামাহ—এতদিতি। এতস্যা উক্তায়াঃ পরমবৈচিত্র্যা হেতুমগ্রতঃ শ্রীনারদোক্তসিদ্ধান্তে তে ত্বাং বক্ষ্যামি। ননু ভবভূ নাম তত্র হেতুঃ, তথাপি বানরাদ্যাকারাঃ সৌন্দর্যাভাবাত্তত্র নোশযুজ্যন্তে, তত্রাহ—কৃষ্ণেতি। লোকেঽপি রসবিশেষসেবিনাং সৌন্দর্য সিদ্ধি-প্রসিদ্ধেঃ। অন্যথা শ্রীহনূমজ্জাম্ববদা-দিষু প্রীতিবিশেষহান্যাপত্তেঃ॥

৪০-৪১। নন্বেবং বহুবিধেন ভেদেন মহাতারতম্যাপত্তেঃ স্বর্গবাসিনা-মিবৈষামপি বিচিত্রবৈষম্যং স্যাৎ, তচ্চাত্র ন যুজ্যতে; সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বেনৈক-স্বভাবাদিত্যাশঙ্ক্য তৎপরিহারায় তেষু তত্ত্বং নিরূপয়িতুং লৌকিকদৃষ্টান্তোপন্যাসেন অপরাধাদ্‌বিভ্যদ্‌ভগবন্তং প্রার্থয়তে—সর্বেতি চতুর্ভিঃ। সর্বপ্রপঞ্চমতীতানামতি-ক্রান্তানামিত্যস্য লিঙ্গবচনব্যত্যয়েনাপি সর্বৈরেবান্বয়ঃ। অতস্তেষামিতি অনির্বচনীয়ানামিত্যর্থঃ। ইদঞ্চ পূর্ববৎ, অতএব তানি মাহাত্ম্যজাতানি স্বাভাবিকমহিমবৃন্দানি প্রপঞ্চান্তর্গতৈর্দৃষ্টান্তৈর্ভাষিতুং নিরূপয়িতুং নোপযুজ্যন্তে, পরমাসদৃশত্বাৎ ভাষিতুং ন শক্যন্তে চ, সম্যগ্‌বোধনসামর্থ্যাভাবাদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তন্নায়কস্য শ্রীবৈকুণ্ঠনাথস্য॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৯। যদি বল, ভগবদ্-সারূপ্য প্রাপ্তি হেতু শ্রীভগবানের ন্যায় চতুর্ভুজত্বাদি রূপই সঙ্গত হইতেছে, কিন্তু বৈকুণ্ঠে মনুষ্যের মূর্তি বিশেষতঃ বানরাদি ন্যায় কদর্য মূর্তি কিজন্য হইল? এই অপেক্ষায় 'এতৎ' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, এইরূপ বিচিত্রতার কারণ পরে শ্রীনারদোক্ত সিদ্ধান্তে প্রকাশিত হইবে। পুনরায় যদি বল, নানারূপ বৈচিত্রী থাকে থাকুক; তথাপি বানরাদির আকারে সৌন্দর্যাদির অভাব প্রযুক্ত কদর্য আকার সঙ্গত হয় না। তাহাতেই বলিতেছেন, কৃষ্ণভক্তি রসাস্বাদ হইলে কি না সুন্দর হয়? লোকরীতিতেও প্রসিদ্ধ আছে যে, রসবিশেষ সেবনে সৌন্দর্য-সিদ্ধি হয়। অর্থাৎ দিব্য রূপাদি লাভ হয়। তৎ সম্বন্ধে প্রমাণ শ্রীহনুমান ও শ্রীজাম্বুমান প্রভৃতিকে জানিবে। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতি বিশেষের হানি হয় না বলিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছায় তত্তৎরূপ গ্রহণ করেন। অন্যথায় শ্রীহনুমানাদির প্রীতি বিশেষ হানির আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

৪০-৪১। যদি বল, এইরূপ বহুবিধ ভেদহেতু মহাতারতম্য বা স্বর্গবাসিগণের মত বিচিত্র বৈষম্য (মাৎসর্যাদি) দোষাদিও আপতিত হইতেছে, তাহা নিবারণ করিবার উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন, বৈকুণ্ঠে সেই সকল দোষের সম্ভাবনা নাই। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্বে অনৈক্য স্বভাবাদির আশঙ্কা পরিহার নিমিত্ত এবং তাহার তত্ত্ব নিরূপণ জন্য লৌকিক দৃষ্টান্তের অবতারণারূপ অপরাধের আশঙ্কায় বক্তা শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন—'সর্ব প্রপঞ্চ' ইত্যাদি শ্লোকে। সর্বপ্রপঞ্চের অতীত সেই বৈকুণ্ঠবাসীসকলের ও সেই বৈকুণ্ঠলোকের এবং সেই বৈকুণ্ঠনায়কের মাহাত্ম্যসকল প্রপঞ্চান্তর্গত দৃষ্টান্ত দ্বারা কদাপি প্রকাশ করিতে পারা যায় না; অথচ প্রপঞ্চ-দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে কেহ বুঝিতে পারে না। এজন্য কবিগণ সাধারণের চিত্ত প্রবেশের নিমিত্ত প্রাকৃত দৃষ্টান্তের অবতারণা করেন বটে, কিন্তু তাহাতে সর্ব প্রপঞ্চের অতীত লিঙ্গ-বচনাদির ব্যত্যয় সংঘটিত হইতে পারে। যেহেতু, সেই বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠস্থ বস্তু সমুদয় অনির্বচনীয়। (প্রাকৃত মন, বুদ্ধি ও বাক্যের অগোচর) অতএব তাহাদের মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে স্বাভাবিক মহিমাবৃন্দ প্রপঞ্চান্তর্গত দৃষ্টান্তসকল দ্বারা নিরূপণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আর পরম অসদৃশত্ব হেতু তাহা ভাষায় প্রকাশও করা যায় না; কিংবা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলেও সম্যক্ বোধ-সামর্থ্যের অভাবে কেহই তাহা ধারণা করিতে পারে না।

৪২। তথাপি ভবতো ব্রহ্মন্ প্রপঞ্চান্তর্গতস্য হি।
প্রপঞ্চপরিবারান্তর্দৃষ্টিগর্ভিতচেতসঃ॥

৪৩। তদ্দৃষ্টান্তকুলেনৈব তত্তৎ স্যাদ্বোধিতং সুখম্।
তথেত্যুচ্যেত যৎ কিঞ্চিৎ তদাগঃ ক্ষমতাং হরিঃ॥

৪৪। তত্রত্যানাঞ্চ সর্বেষাং তেষাং সাম্যং পরস্পরম্।
তারতম্যঞ্চ লক্ষ্যেত ন বিরোধস্তথাপি চ॥

মূলানুবাদ

৪২-৪৩। তথাপি আপনি (মাথুর বিপ্র) সাক্ষাৎ বেদমূর্তি হইলেও প্রপঞ্চের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছেন, এজন্য আপনার চিত্তবৃত্তি বা অন্তর্দৃষ্টি প্রপঞ্চ-পরিবারান্তর্গত অচেতন ও সচেতন বস্তু নিচয়ে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান আবৃত হইয়াছে। অতএব প্রপঞ্চ অন্তর্গত অনুকূল দৃষ্টান্ত হইলে আপনার সুন্দর বোধ জন্মিবে, তজ্জন্যই প্রপঞ্চ দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাকে বৈকুণ্ঠলোক বুঝাইলাম। ইহাতে যদি আমার কোন অপরাধ হয়, তবে সর্বাপরাধহারী শ্রীহরি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

৪৪। শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী সকলেরই পরস্পর সাম্য ও তারতম্য উভয়ই লক্ষিত হয়, কিন্তু তথাপি কোনরূপ বিরোধ দেখা যায় না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪২-৪৩। ভো ব্রহ্মণ! সাক্ষাদ্‌বেদমূর্ত্তে! তথাপি ভবতঃ ভবন্তং প্রতি যত্তথা তেন প্রপঞ্চান্তর্গতদ্রব্যদৃষ্টান্তদর্শনপ্রকারেণ তন্মাহাত্ম্যানাং কিঞ্চিদুচ্যেত, তেন যৎ আগোঽপরাধস্তৎ হরিঃ সর্বদোষাদিহর্তা ভগবান্ ক্ষমতামিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। অযোগ্যত্বেঽশক্যত্বে চ সত্যপি তথোক্তৌ হেতুঃ—প্রপঞ্চান্তর্গতস্য ভবতস্তস্য প্রপঞ্চস্য দৃষ্টান্তকুলেনৈব কিঞ্চিদিত্যত্রাপ্যাকর্ষণীয়ং সুখং যথা স্যাৎ তথা কিঞ্চিত্তন্মাহাত্ম্যং বোধিতং স্যাৎ। কুতঃ? প্রপঞ্চস্য পরিবারাণাং সচেতনা-চেতনাদি-দ্রব্যাণামন্তরন্তরে যা দৃষ্টির্জ্ঞানং তয়া গর্ভিতমাবৃতং চেতো যস্য তস্য; অতএব চক্রবর্তিবদিত্যুক্তম্। দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠ্যঃ॥

৪৪। উচ্যত ইতি যৎ প্রতিজ্ঞাতং তত্তন্নিরূপণমেব করোতি—তত্রত্যানামিতি নবভিঃ। তেষাং পূর্বোদ্দিষ্টানাং বৈকুণ্ঠবাসিনাং পরস্পরং সাম্যং সমানতা, প্রত্যেকং সর্বাসামর্থ্যবত্ত্বাৎ তারতম্যঞ্চ ন্যূনাধিকতা মহদল্পতয়া নিজবৈভবাদিপ্রকটনাৎ লক্ষ্যেত

তত্তল্লক্ষণৈর্দৃশ্যেত, ন চ তথাপি বিরোধো ভবতি; লক্ষ্যত ইত্যনেনৈবান্বয়ঃ। সর্বেষামপি প্রত্যেকং স্বেচ্ছয়া সর্ববৈভব-প্রকটন-সামর্থ্য-দর্শনাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪২-৪৩। হে ব্রহ্মণ্! হে সাক্ষাদ্‌বেদমূর্তে! আপনি সাক্ষাৎ বেদমূর্তি হইয়াও প্রপঞ্চান্তর্গত হইয়া রহিয়াছেন। আর আপনার চিত্ত সচেতন-অচেতন প্রাপঞ্চিক বস্তুসমূহে নিবদ্ধ বলিয়া আপনার অন্তর্দৃষ্টিও তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তজ্জন্য প্রপঞ্চান্তর্গত দ্রব্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারাই আমি আপনাকে অপ্রাপঞ্চিক বৈকুণ্ঠলোকের কথা কিঞ্চিৎ বলিলাম। ইহাতে যদি আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তবে সর্ব অপরাধহারী শ্রীহরিই তাহা ক্ষমা করিবেন। অযোগ্য অশক্য হইলেও কিছু বলিতেই হইবে। তাহার হেতু এই যে, প্রপঞ্চভিতরে সচেতন ও অচেতন দ্রব্যসকলে যাহাদের দৃষ্টি ও মন একীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা কদাচ প্রপঞ্চাতীত অপ্রাকৃত বস্তুর তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। অতএব প্রপঞ্চ-দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রপঞ্চাতীত বস্তুতে চিত্ত প্রবেশ করাইতে পারিলে ক্রমশঃ চিত্ত হইতে সেই প্রাপঞ্চিকভাব বা মায়া বিদূরিত হইয়া যাইবে। অতএব আপনি সাক্ষাৎ বেদমূর্তি হইলেও আপনার জ্ঞান মায়াতে আবৃত বলিয়া প্রপঞ্চ ভিতরে অনুকূল দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনার কথঞ্চিৎ বৈকুণ্ঠমাহাত্ম্য বোধগম্য হইতে পারে।

৪৪। এক্ষণে প্রতিজ্ঞাত তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছেন। যদিও পূর্বোক্ত বৈকুণ্ঠবাসীগণ সকলেই পরস্পর সাম্য এবং প্রত্যেকের সর্বসামর্থ্যবত্ত্বা হেতু ন্যূনাধিক তারতম্য লক্ষিত হয়, তথাপি বিরোধ লক্ষিত হয় না। তাঁহারা পরস্পরে সমান ধর্মী বা সমান সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও কেহ মহান্ বৈভব প্রকট করেন, কেহ বা অল্পবৈভবাদি প্রকটন করিয়া থাকেন। তজ্জন্য যে তারতম্য দেখা যায় তাহাতে কিন্তু বৈষম্য থাকে না। যেহেতু, প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় সর্ববৈভব প্রকটন করিতে সমর্থ।

৪৫। ন মাৎসর্যাদয়ো দোষাঃ সন্তি কস্যাপি তেষু হি।
গুণাঃ স্বাভাবিকা ভান্তি নিত্যাঃ সত্যাঃ সহস্রশঃ॥

৪৬। প্রপঞ্চান্তর্গতা ভোগপরা বিষয়িণো যথা।
বহির্দৃষ্ট্যা তথেক্ষ্যন্তে তে হি মুক্তার্চ্চিতাঙ্ঘ্রয়ঃ॥

মূলানুবাদ

৪৫। তথায় কাহারও মাৎসর্যাদি দোষ নাই, পরন্তু সৌহার্দ, বিনয় ও সম্মানাদি সহস্র সহস্র স্বাভাবিক গুণ বর্তমান আছে আর ঐ গুণসমূহ নিত্য ও সত্য!

৪৬। বহির্দৃষ্টিতে তাঁহারা প্রপঞ্চান্তর্গত ভোগপর বিষয়ীপ্রায় প্রতীত হইলেও তাঁহারা বিষয়ী নহেন। ত্যক্তবিষয়সুখ মুক্তগণও তাঁহাদের চরণার্চন করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪৫। এবং তত্ত্বতস্তারতম্যং নাস্ত্যেব, আস্তাং বা বহির্দৃষ্ট্যা, তথাপি কাপি হানিঃ কুত্রাপি নাস্তীত্যাহ—নেতি। মৎসরঃ পরোৎকর্ষাসহনং, স আদির্যেষাং স্পর্ধাসূয়া-তিরস্কারাদীনাং তে দোষা হি যস্মাত্তেষু বৈকুণ্ঠবাসিষু মধ্যে কস্যাপি ন সন্তি, অথ চ গুণা অন্যোঽন্যসৌহার্দ-বিনয়-সম্মানাদয়ঃ সহস্রশো ভান্তি বিরাজন্তে। কীদৃশাঃ? নিত্যাঃ ননু মায়য়া অনাদিত্বেন মায়িকানামপি নিত্যত্বং সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—সত্যা ইতি ন তু মায়িকা ইত্যর্থঃ; যতঃ স্বাভাবিকাঃ সহজাঃ। যথোক্তং শ্রীব্রহ্মণা তৃতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ৩।১৫।১৮-১৯)—'পারাবতান্যভৃত-সারস-চক্রবাক,-দাত্যূহ-হংস-শুক-তিত্তির-বর্হিণাং যঃ। কোলাহলো বিরমতেঽচিরমাত্র-মুচ্চৈর্ভৃঙ্গাধিপে হরিকথামিব গায়মানে॥ মন্দারকুন্দ-কুরবোৎপলচম্পকার্ণ,-পুন্নাগনাগ-বকুলাম্বুজ-পারিজাতঃ। গন্ধেঽর্চিতে তুলসিকাভরণেন তস্যা, যস্মিংস্তপঃ সুমনসো বহু মানয়ন্তি॥' ইতি পার্ষদা এব পারাবতাদিরূপা। ভবন্তীত্যুক্তমেবাগ্রেঽপি সপ্রপঞ্চং বক্ষ্যতে।

৪৬। ন চ তে বিচিত্রবৈভবাদিযোগেন বিষয়ালিপ্তা ইব শঙ্কনীয়া, ইত্যাহ—প্রপঞ্চেতি। প্রপঞ্চান্তর্গতা যে বিষয়িণস্তেষ্বপি ভোগপরাস্তত্তদ্ভোগাসক্তা যথেক্ষ্যন্তে লক্ষ্যন্তে দিব্যাতিদিব্য বিচিত্রবিষয়ভোগ নৃত্যগীতাদিসেবিতত্বাৎ, তথা তেঽপি বহির্দৃষ্ট্যৈব ঈক্ষ্যন্তে; হি যস্মাত্তে মুক্তৈঃ প্রপঞ্চাতীতৈঃ ত্যক্তবিষয়সুখৈর্ব্রহ্মনিষ্ঠৈ-রপি অর্চিতা অঙ্ঘ্রয়ো যেষাং তে; অতঃ প্রাকৃতানামিত তুচ্ছাতিতুচ্ছবিষয়ভোগশঙ্কা তেষু কুতঃ সম্ভবেদিতি ভাবঃ। তদুক্তং তেনৈব তত্র—'বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরি-তানি শশ্বদ্,-গায়ন্তি যত্র শমলক্ষপণানি ভর্তুঃ। অন্তর্জলেঽনুবিকসন্মধুমাধবীনাং,

গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োঽপ্যনিলং ক্ষিপন্তঃ॥' (শ্রীভা ৩।১৫।১৭) ইতি। অস্যার্থঃ—'চরিতানি চরিত্রাণি; ভর্তুঃ প্রভোঃ, অনুবিকসন্মধবঃ প্রসরন্মকরন্দাঃ, মাধব্যঃ মধুকালীনাঃ সুমনসস্তাসাং গন্ধেন খণ্ডিতা বিঘ্নিতা ধীর্যেষাং তেঽপি তদ্গন্ধ-প্রাপকমনিলং ক্ষিপন্তস্তিরস্কুর্বন্তো গায়ন্তি।' অনেন বৈকুণ্ঠবাসিনাং নিরতিশয়-সুখেঽপি ভজনানন্দাসক্তির্দর্শিতাঽস্তি। তথা 'তৎ সঙ্কুলং হরিপদানতিমাত্র-দৃষ্টৈ,-বৈর্দুর্যমারকত-হেমময়ৈর্বিমানৈঃ। যেষাং বৃহৎকটিতটাঃ স্মিতশোভিমুখ্যঃ, কৃষ্ণাত্মনাং ন রজ আদধুরুৎস্ময়াদ্যৈঃ॥' (শ্রীভা ৩।১৫।২০) ইতি। অস্যার্থঃ—'হরিপদয়োরানতিঃ প্রণামস্তাবন্মাত্রেণ দৃষ্টৈর্বৈকুণ্ঠবাসিনাং বিমানৈর্ন তু কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি-প্রাপ্যৈঃ। রজঃ কামমুৎস্ময়ঃ পরিহাসস্তদাদ্যৈর্ন অদধুর্ন জনয়ামাসুঃ; যতঃ কৃষ্ণে আত্মা যেষাং তেষাম্' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৫। এইরূপে সেই বৈকুণ্ঠলোকে তত্ত্বতঃ কোন তারতম্য নাই। যদি বহির্দৃষ্টি অনুসারে কোন তারতম্য লক্ষিত হয়, তথাপি তাহাতে কোন হানি হয় না। যেহেতু, তাঁহাদের মধ্যে কেহ মৎসর নহেন। মৎসর বলিতে পরের উৎকর্ষ-অসহন। সেইরূপ স্পর্ধা, অসূয়া, তিরস্কারাদি দোষও নাই। অথচ তথায় পরস্পর সৌহার্দ-বিনয়-সম্মানাদি সহস্র সহস্র গুণ বিদ্যমান আছে। সেই গুণ সকল কীদৃশ? নিত্য। যদি বল, মায়ার অনাদিত্বহেতু মায়িক গুণও নিত্য হইতে পারে। এই আশঙ্কা পরিহার নিমিত্ত বলিতেছেন, বৈকুণ্ঠবাসীগণের গুণ সকল সত্য; মায়িক গুণের মত অসত্য বা ক্ষণস্থায়ী নহে। যেহেতু, সেই সকল গুণ স্বাভাবিক অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি বা ধ্বংস নাই। তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন, তথায় অলিকুল মধুর গুঞ্জনে হরিকথা গান করিলে, তত্রত্য পারাবত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, ডাহুক, হংস, শুক, তিত্তির, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষী সকলও ক্ষণকালের নিমিত্ত কোলাহল-বিরত হইয়া সেই হরিকথা শ্রবণে তন্ময় হইয়া পড়ে। তুলসীভূষণ শ্রীভগবান্ তুলসীর গন্ধকে অভ্যর্থনা করিতেছেন দেখিয়া মন্দার, পারিজাত, কুন্দ, কুবর, চম্পক, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, উৎপল, কমল, প্রভৃতি কুসুমসকল স্বয়ং সৌগন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াও সেই তুলসীর তপস্যাকে বহুমানন করিয়া, তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া থাকেন। এস্থলে পরের উৎকর্ষসহনে সৌহার্দতা গুণ পরিস্ফুট। আর পার্ষদগণই পারাবতাদি রূপে বিরাজিত। অতএব তাঁহাদের গুণ সকল স্বাভাবিক ও নিত্য সত্য এবং পরস্পর সমভাবেই ছোট বড় লক্ষ লক্ষ রূপে নিজ নিজ প্রভুর সেবা করিতেছেন। এবিষয় অগ্রে আরও বলা হইবে।

৪৬। আশঙ্কা এই যে, সেই বৈকুণ্ঠবাসিগণ এই প্রকার বিচিত্র বৈভবাদি যোগে

বিষয়ে অলিপ্ত হইলেন কিরূপে? এই আশঙ্কা পরিহার নিমিত্ত বলিতেছেন, তাঁহারা দিব্য অতি দিব্য বিচিত্র বিষয়ভোগ ও নৃত্য-গীতাদি সেবন করেন বলিয়া বহির্দৃষ্টি অনুসারে প্রপঞ্চান্তর্গত ভোগবিলাসী বিষয়ীর ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা বিষয়ীর ন্যায় নহেন। কারণ, প্রপঞ্চাতীত ত্যক্ত বিষয়সুখ ব্রহ্মনিষ্ঠগণও বৈকুণ্ঠবাসীর চরণার্চন করিয়া থাকেন। অতএব কি প্রকারে প্রাকৃত বিষয়ীর ন্যায় তাঁহাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় ভোগ সম্ভব হইতে পারে? শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—বিমানচারী বৈকুণ্ঠবাসীগণ আপন আপন ললনার সহিত সেই নিঃশ্রেয়স কানন মধ্যে নিরন্তর শ্রীভগবানের গুণগানে প্রচুর অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অধিক কি, জলতট বিকশিত মকরন্দযুক্ত মাধবীলতার মধুময় সৌগন্ধ্যে তাঁহাদের চিত্ত চঞ্চল হইলেও তাঁহারা সেই সঙ্গীত পরিত্যাগ করেন না। যে বায়ু ঐ সৌগন্ধকে বহন করিয়া আনে, তাঁহারা ঐ সৌগন্ধ্যযুক্ত বায়ুকেও দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রভুর গুণগানই করিয়া থাকেন। এতদ্বারা বৈকুণ্ঠবাসীগণ নিরতিশয় সুখলাভ করিলেও তাহা ভজনানন্দরূপেই উপভোগ করেন, নিজ সুখের জন্য নহে; তাহাই প্রদর্শিত হইল। তথায় আরও লিখিত আছে যে, শ্রীহরিপদে প্রণাম মাত্র দ্বারাই প্রাপ্য ভগবদ্ভক্তদিগের অগণ্য বৈদুর্যমণি, মরকতমণি ও স্বর্ণময় বিমানে সেই বৈকুণ্ঠলোক পরিপূর্ণ। অর্থাৎ ঐ সকল বিমান কর্ম-জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা লব্ধ নহে, শ্রীভগবানের চরণযুগলে প্রণতিমাত্রে তাঁহারা উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেনই বা না হইবে? তাঁহাদের মন শ্রীহরিচরণকমলে এরূপ আসক্ত যে, বিপুল নিতম্বিনী পরম সুন্দরী রমণীগণের ঈষৎ হাস্য বা স্বাভাবিক পরিহাসাদি ব্যাপারেও ঐ সকল বৈকুণ্ঠবাসীর বিন্দুমাত্র রজোগুণের উদ্রেক হয় না। যেহেতু, তাঁহাদের আত্মা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত।

৪৭। তে নির্ব্বিকারতাপ্রান্তসীমাং প্রাপ্তাশ্চ তত্বতে।
বিকারাল্লীলয়া চিত্রান্ প্রভুলীলানুসারিণঃ॥

মূলানুবাদ

৪৭। যদিও তাঁহারা নির্ব্বিকারতার প্রান্তসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, তথাপি প্রভুর লীলা অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বিচিত্র রূপাদির অনুকরণাদিবিকার লীলাবশতঃই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৪৭। কিঞ্চনাপি নানাবিধরূপ-ধারণাদিনা তেষু কোঽপি বিকারঃ শঙ্কনীয়ঃ। শ্রীমৎপ্রভুবর-সন্তোষণার্থমেব তত্তদনুকারাদিত্যাহ—তে ইতি। অপ্যর্থে চকারঃ। নির্ব্বিকারতায়াঃ প্রান্তসীমাং পরমান্ত্যকাষ্ঠাং প্রাপ্তা ইতি চিত্রান্ বহুপ্রকারান্ বিকারান্ বিচিত্ররূপানুকরণাদীন্ লীলয়া তত্বতে বিস্তারয়ন্তি। তত্র হেতুঃ—প্রভোঃ শ্রীভগবতো লীলাং পরমমধুরৈশ্বর্যবিশেষ বিস্তারণরূপামনুসর্ত্তুং শীলমেষামিতি তথা তে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৭। আর তাঁহাদের নানাবিধ রূপ ধারণ জন্য কোন প্রকার বিকারের আশঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু, শ্রীমৎ প্রভুবরের সন্তোষের নিমিত্তই তাঁহারা তত্তৎ আকার ধারণ করিয়াছেন। এইরূপে যদিও তাঁহারা নির্ব্বিকারতার চরণসীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, তথাপি প্রভুর পরম মধুর ঐশ্বর্যবিশেষের বিস্তাররূপ লীলা অনুসরণ করিয়াই নানাপ্রকার বিচিত্র রূপাদির অনুকরণ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। এইরূপ সকলেই নিজ প্রভুর লীলা অনুসারে সমস্ত ব্যবহারাদি নির্ব্বাহ করেন বলিয়া সকলেই প্রভুসেবাতে ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তথাপি ভিন্ন ভিন্ন রূপে সকলেই পূর্ণভাবে প্রভুর সন্তোষ বিধান করিয়া থাকেন।

৪৮। অতস্তেঽন্যোন্যমেকত্বং গতা অপি পৃথগ্বিধাঃ।
তৎস্থানং স বিমানৌঘস্তত্রত্যং সর্বমীদৃশম্॥

মূলানুবাদ

৪৮। অতএব বৈকুণ্ঠবাসীগণ পরস্পর সমান হইলেও পৃথক্‌বিধ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। সেইপ্রকার সেই স্থান ও সেইস্থানের বিমানাদি দ্রব্যসকলও স্বরূপতঃ ব্রহ্মঘন হইয়াও লীলার জন্য নানারূপে প্রতীত হইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪৮। অতোঽস্মাৎ প্রভুলীলানুসরণাদ্ধেতোঃ তে বৈকুণ্ঠবাসিনঃ সচ্চিদানন্দ-ময়ত্বাদন্যোঽন্যমেকত্বমেকরূপতাং প্রাপ্তা অপি পৃথগ্‌বিধা নানারূপবন্তো ভবন্তি। যদ্বা, ঈক্ষ্যন্ত ইতি পূর্বক্রিয়ৈবাত্রাপ্যাকৃষ্যা। তত্রত্যং তৎস্থানস্য তদ্‌বিমানৌঘস্য চ সম্বন্ধি যৎ কিঞ্চিৎ দ্রব্যজাতং তচ্চ। যদ্বা, বৈকুণ্ঠলোকীয়ং সর্বমপি ঈদৃশমুক্তসদৃশমেব ঐক্যং প্রাপ্তমপি পৃথগ্‌বিধমেবেত্যর্থঃ। ব্রহ্মঘনত্বেনৈক্যত্বং ভগবল্লীলানুসারেণ চ বহুবিধত্বমিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৮। অতএব প্রভুর লীলানুসরণ জন্য সেই বৈকুণ্ঠবাসীগণ সচ্চিদানন্দময়ত্বহেতু পরস্পর সমান হইলেও পৃথক্‌বিধ লীলানুসরণ করেন বলিয়া নানা আকারে প্রতীত হইয়া থাকেন। যিনি যে রূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই রূপ, সেই স্থান, সেই বিমান, এমন কি তত্রস্থ যাবতীয় দ্রব্যই বস্তুতঃ ব্রহ্মঘন একরূপত্ব হইলেও নানারূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মঘনত্ব হেতু ঐক্য এবং ভগবল্লীলা অনুসারে বহু বৈচিত্রীসম্পন্ন বা বহুবিধত্ব।

৪৯। কদাচিৎ স্বর্ণরত্নাদিময়ং তত্তৎ প্রতীয়তে।
কদাচিচ্চ ঘনীভূতচন্দ্রজ্যোৎস্নেব কক্খটী॥

৫০। কথঞ্চিত্তৎ-প্রভাবেণ বিজ্ঞাতং স্যান্ন চান্যথা।
গ্রহীতুং কিল তদ্রূপং মনসাপি ন শক্যতে॥

৫১। ন কশ্চিৎ প্রভবেদ্বোদ্ধুং সম্যক্ স্বানুভবং বিনা।
এতন্মাত্রং হি শক্যেত নিরূপয়িতুমঞ্জসা॥

মূলানুবাদ

৪৯। কদাচিৎ সেইস্থান স্বর্ণ-রত্নাদিময়রূপে প্রতীত হইয়া থাকে, কথনও বা বিশুদ্ধ মধুরতেজঘনত্বহেতু কঠিন ভূমিরূপে অর্থাৎ ঘনীভূত চন্দ্রজ্যোৎস্নার ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে।

৫০। পরন্তু সেইস্থানের স্বরূপ বৈকুণ্ঠপতির অনুগ্রহেই জ্ঞাত হওয়া যায়, অন্য কোন প্রকারে জ্ঞাত হওয়া যায় না। কারণ, সেইস্থানের রূপ বা তত্ত্বাদি মনের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না।

৫১। পরন্তু সেই ব্রহ্মঘনরূপ অনুভব বিনা কেহই অবগত হইতে পারেন না; বাক্যশ্রবণে কিঞ্চিন্মাত্র বোধগম্য হইলেও স্বানুভব ব্যতীত সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। এজন্য উহার অজ্ঞেয়ত্বরূপে অবগতি সহজেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৪৯। অতএব তত্তৎ স্থান-বিমানাদিকং স্বর্ণরত্নাদিময়মিব কদাচিৎ প্রতীয়তে, তত্তৎসাদৃশ্য-দর্শনাৎ। কদাচিচ্চ ঘনীভূতা কক্খটী কঠিনা চ চন্দ্রজ্যোৎস্নেব তত্তৎ প্রতীয়তে, বিশুদ্ধমধুর-তেজোঘনত্বাৎ॥

৫০। তচ্চ তস্য শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরস্য ভগবতস্তেষাং স্থানাদীনাং বা প্রভাবেণ কারুণ্যাদিশক্ত্যা কথঞ্চিৎ কেনাপি স্বানুভবাদি-প্রকারেণ বিজ্ঞাতং স্যাৎ। যদ্বা, কেনাপি তত্তৎসাদৃশ্যাবলোকনস্পর্শনাদিনা প্রকারেণ যদনুমানং তেনৈব, ন চ অন্যথা অন্যেন স্বশক্ত্যা বহির্দৃষ্ট্যাদিপ্রকারেণ বা। তত্র হেতুঃ—তেষাং রূপং তত্ত্বং মনসাপি গ্রহীতুং ন শক্যতে, ব্রহ্মঘনত্বাৎ। অতঃ কথমন্যস্মিন্ নির্বক্তুং শক্যতেতি ভাবঃ॥

৫১। ননু কথং তর্হি তদ্বোধং স্যাৎ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—নেতি। স্বস্যাত্মনোঽনুভবং বিনা তদ্রূপং সম্যগ্‌বোদ্ধুং কশ্চিন্ন প্রভবেৎ, অনুভবিতুরপি বাক্যশ্রবণাৎ কিঞ্চিদেব কশ্চিদেব বোদ্ধুং শক্নুয়াদিত্যর্থঃ। যদ্বা, সম্যক্ সমীচীনো যঃ স্বানুভবস্তং বিনেতি যোজ্যম্। ততশ্চানুভবস্য সম্যক্ত্বং সর্ব্বথা তন্নিষ্ঠতা-

পরিপাকাদিকমূহ্যম্। তত্র চ স্বেতি—আত্মন এব সাক্ষাদনুভবাৎ, ন তু গুরূপদেশ-প্রভাবাদিতি দিক্। ননু বিনা তত্ত্ববোধং কথং সাধকানাং শ্রদ্ধা স্যাত্তত্রাহঃ—এতদিতি সার্ধেন। অঞ্জসা অনায়াসেন যাথার্থ্যেন বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৯। অতএব তত্তৎস্থান ও বিমানাদি কদাচিৎ স্বর্ণ রত্নাদিময় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, কখনও বা ঘনীভুত কক্খটী (কঠিন) ভূমি বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বিশুদ্ধ মধুর ঘনতেজ বলিয়াই তত্তৎ সাদৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

৫০। সেই বৈকুণ্ঠের স্বরূপ ও বৈভবাদি শ্রীবৈকুণ্ঠপতির করুণা-প্রভাবে কিংবা তাঁহার পরিকরের অনুগ্রহেই জ্ঞাত হওয়া যায়, অন্য কোন প্রকারে জ্ঞাত হওয়া যায় না। অর্থাৎ কোনরূপ অনুভব সামর্থ্যদ্বারা বা তৎসদৃশ অবলোকনাদি দ্বারা, স্পর্শ অথবা অন্য কোন প্রকার অনুমানাদি দ্বারা বা বহির্দৃষ্টি ব্যাপারের ন্যায় সামর্থ্য প্রয়োগাদির দ্বারাও সেই বৈকুণ্ঠতত্ত্ব বা তত্রস্থ বস্তুসমূহের রূপাদি স্পর্শ করিতে পারা যায় না। অন্য উপায় বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কথা কি বলা যাইবে? যেহেতু, তত্রস্থ সকল বস্তুই ব্রহ্মঘন। আমি তাহা কিরূপে কর্ণন করিব?

৫১। যদি বল, কিরূপে তাহা অন্যের বোধগম্য হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, কেহ নিজে অনুভব না করিয়া সেই তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতে পারেন না। আর অনুভবীজনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহ কিঞ্চিৎমাত্রই অবগত হইতে পারেন। অথবা সম্যক্ অর্থাৎ সমীচীনভাবে স্বানুভব না হইলে উহা অবগত হওয়া যায় না। তারপর সেই সম্যক্ অনুভব ও সর্বথা তন্নিষ্ঠা পরিপাকাদির কথা উহ্য রহিল। তবে অনুভব বলিতে সেই স্থান ও পরিকরাদির শরণাগত হইয়া তাঁহাদের ভাব চিন্তা করিতে করিতে যখন সেই ভাব ব্যতীত অন্য পদার্থের স্ফূর্তি-স্মরণাদি বিরাম প্রাপ্ত হইবে, তখন সেই স্বানুভব সামর্থ্য দ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ইহা বিনা অন্য উপায়ে অবগত হওয়া যায় না। তথাপি সেই স্বানুভব, (স্ব-আত্মার, সাক্ষাৎ অনুভব;) শ্রীগুরুর উপদেশ বা তাঁহার কৃপা-প্রভাব নহে। কারণ, গুরুকৃপালব্ধ ব্যক্তির সদ্যই সমস্ত সিদ্ধ হয়। যদি বল, সাধ্যবস্তুর তত্ত্ববোধ না হইলে সাধনে প্রবৃত্তি হইবে কিরূপে? তাহার উত্তর 'এতন্মাত্র' ইত্যাদিতে বলিতেছি, শ্রবণ কর। উহার স্বানুভব ব্যতীতও বস্তুশক্তি-প্রভাবে। ইহা এরূপ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন যে, শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণপূর্বক হৃদয়ে ভাবনা করিতে করিতে কৃপাশক্তি-প্রভাবে সাধকের সাধন-সামর্থ্য ও উহার অনুভবাদি অনায়াসে ও সুখের সহিত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

৫২। তেষু বৈ দৃশ্যমানেষু তদ্ব্রহ্মানুভবে সুখম্।
গচ্ছৎ সুতুচ্ছতাং সদ্যো হ্রিয়েব বিরমেৎ স্বয়ম্॥

৫৩। স্বারামাঃ পূর্ণকামা যে সর্বাপেক্ষাবিবর্জিতাঃ।
জ্ঞাতং প্রাপ্তং নিজং কৃৎস্নং ত্যক্ত্বা বৈষ্ণব-সঙ্গতঃ॥

৫৪। সারাসারবিচারাপ্ত্যা ভক্তি-মার্গং বিশন্তি যৎ।
তদ্ধেতুস্তত্র যাতেনানুভূতো দার্ঢ্যতো ময়া॥

মূলানুবাদ

৫২। সেই বৈকুণ্ঠ ও তত্রস্থ পদার্থসকল দর্শন হইলে ব্রহ্মানুভবসুখ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। তখন স্বতঃই লজ্জাবশতঃ মোক্ষসুখ বিরাম প্রাপ্ত হয়।

৫৩-৫৪। যাঁহারা আত্মারাম, পূর্ণকাম ও সর্বাপেক্ষা-বিবর্জিত তাঁহারাও নিজ জ্ঞাতব্য তত্ত্ব অবগত হইয়া স্ব স্ব আত্মারামত্বাদি পরিত্যাগপূর্বক বৈষ্ণব-সঙ্গ করিয়া থাকেন। কারণ, সারাসার বিচার প্রাপ্ত হইলেই সকলে ভক্তিপথে প্রবেশ করিয়া থাকেন। তাহার হেতু আমি স্বয়ংই তথায় যাইয়া অনুভব করিয়াছি।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৫২। তদেবাহ—তেষ্বিতি। বৈ প্রসিদ্ধৌ; তৎস্থানাদিষু দৃশ্যমানেষু সৎসু তৎপরমমহত্তয়া প্রতিপাদ্যমানং ব্রহ্মণ আত্মতত্ত্বস্যানুভবে সাক্ষাৎকারে সুখমপি স্বয়মেব সদ্যো বিরমেৎ ভজ্যতে। সুতুচ্ছতামত্যন্তলঘুতাং গচ্ছৎ লভমানং সৎ; অতো হ্রিয়া লজ্জয়েবেত্যুৎপ্রেক্ষা॥

৫৩-৫৪। ননু তথাপি শ্রদ্ধাবিশেষ-সম্পত্তয়ে তদ্বোধার্থং তৎপ্রকারঃ কশ্চিদ-ন্যোঽপি কথ্যতামিতি চেত্তত্রাহ—স্বারামা ইতি দ্বাভ্যাম্। স্বারামাঃ আত্মারামাঃ অতঃ পূর্ণকামাঃ সমাপ্তাশেষাভীষ্টাঃ, অতএব সর্ব্বত্র অপেক্ষয়া বিবর্জ্জিতা বিহীনাঃ। জ্ঞাতমবগতং প্রাপ্তং চানুভূতং নিজম্ আত্মারামত্বাদিকং ব্রহ্মসুখং বা কৃৎস্নং সাঙ্গং ত্যক্ত্বা, কুতঃ? বৈষ্ণবানাং সঙ্গতঃ; সারাসারয়োর্বিচারস্য আপ্ত্যা লাভেন, যৎ বিশন্তি প্রবিশন্তি, তস্য. নিজাত্মারামতাদি-ত্যাগেন ভক্তিমার্গে প্রবেশস্য হেতুঃ কারণং, তত্র শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে যাতেন গতেন এব ময়া দার্ঢ্যতো নিশ্চয়েনানুভূতঃ, ধিক্কৃত-ব্রহ্মসুখস্য শ্রীবৈকুণ্ঠলোকস্য সাক্ষাদনুভবসিদ্ধেঃ। অতো ব্রহ্মনিষ্ঠানাং তেষাং নিজব্রহ্মনিষ্ঠতাদি-পরিত্যাগেন ভক্তিমার্গপ্রবেশতোঽন্যথানুপপত্তিন্যায়েন ভক্তানাং বৈকুণ্ঠসুখানুভবস্য পরমমাহাত্ম্য-প্রকারোঽনুমানেন বুধ্যতাম্। তত্তত্ত্ববোধস্তু সম্যগনুভবং বিনা ন সম্ভবতীতি নিগমনম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫২। তাহাই বলিতেছেন,—'তেষু বৈ' ইত্যাদিতে। সেই প্রসিদ্ধ বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠস্থ পদার্থসকল সাক্ষাৎ দর্শন হইলে তাঁহাদের পরম মহত্ত্বের অনুভব-হেতু ব্রহ্মানুভব-সুখ স্বয়ংই বিরামপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যখন অনুভবপথে সেই সুখ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে, তখন স্ব-রূপানুভব জনিত সুখ ত' অতি তুচ্ছ, এমনকি ব্রহ্মানুভব সুখও লঘু বলিয়া গণিত হইবে; সুতরাং লজ্জাবশতঃ মোক্ষসুখ স্বয়ংই বিরত হইবে।

৫৩-৫৪। যদি বল, তথাপি তদ্ বিষয়বোধার্থ ও শ্রদ্ধাবিশেষ লাভের নিমিত্ত আরও কিছু উপায় থাকে বলুন। তাহাতেই 'স্বারামাঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। স্বারাম (আত্মারাম) অতএব পূর্ণকাম (সম্যক্‌প্রাপ্ত সর্বাভীষ্ট) সর্বাপেক্ষা-বিবর্জিত এবং নিজ জ্ঞাতব্য আত্মারামাদি ব্রহ্মসুখ প্রাপ্ত হইয়াও উহা ত্যাগপূর্বক বৈষ্ণব সকলের সহিত সঙ্গত হন। যেহেতু, বৈষ্ণবের সঙ্গে সারাসার বিচার করিলে সকলেই ভক্তিপথে প্রবেশ করেন। নিজ আত্মারামতাদি পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গে প্রবেশের হেতু আমি শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে যাইয়া স্বয়ংই অনুভব করিয়াছি। অতএব এক্ষণে আমি দার্ঢ্যের সহিত নিশ্চয়রূপে সেই অনুভূত বিষয় বলিতে পারি যে, বৈকুণ্ঠলোকের সুখ অনুভব হইলেই ব্রহ্মসুখ স্বতঃই ধিক্কৃত হয়। এজন্য ব্রহ্মবিদ্ নিজ ব্রহ্মনিষ্ঠতাদি পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিপথে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ইহা দেখিয়া ভক্তগণের বৈকুণ্ঠসুখানুভব যে পরম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত, তাহা 'অন্যথানুপপত্তি' ন্যায়ানুসারে (অনুমানের দ্বারা) স্বয়ং অনুভব কর। যেহেতু, সম্যক্ অনুভব না হওয়া পর্যন্ত সেই তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিতে পারিবে না।

৫৫। গচ্ছদাগচ্ছতোঽহং তান্ পশ্যন্নিদমচিন্তয়ম্।
ঈদৃশাঃ সেবকা যস্য স প্রভুর্নাম কীদৃশঃ॥

মূলানুবাদ

৫৫। আমি এই প্রকার মহাবৈভবযুক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের সেবকগণের গমনাগমন লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিলাম যে, যাঁহার সেবকবর্গ ঈদৃশ মহিমাযুক্ত, না জানি সেই প্রভু কীদৃশ?

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৫৫। এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রস্তুতং নিজবৃত্তমাহ—গচ্ছদিতি। গচ্ছতঃ পুরীং প্রবিশতঃ; আগচ্ছতঃ ততো নিঃসরতঃ; তান্ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথসেবকান্ পশ্যন্ সন্। চিন্তিতমেবাহ—ঈদৃশা ইতি, এবম্ভূত-সৌন্দর্য-বৈভবাদি-যুক্তাঃ। স কীদৃশঃ কথম্ভূতঃ স্যাৎ? নাম বিতর্কে; সেবকেভ্যঃ সেব্যস্য স্বত এব মহিমবিশেষোপপত্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৫। এইরূপে প্রাসঙ্গিক বিষয় সমাপন করিয়া এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ জন্য 'গচ্ছদা' ইত্যাদি শ্লোকে নিজবৃত্তান্ত বলিতেছেন। এইরূপে মহাবৈভববিশিষ্ট সেবকগণ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ বা পুরীর বাহিরে আসিতেছেন, এইপ্রকার তাঁহাদের গমনাগমন দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, যাঁহার সেবকগণ এবম্ভূত সৌন্দর্য ও বৈভবাদিযুক্ত, না জানি সেই প্রভু কীদৃশ? মূল শ্লোকস্থ 'নাম' শব্দ বিতর্কে প্রয়োগ হইয়াছে। ইহা জানিবার জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা হইল। কারণ, সেবকের দ্বারাই সেব্য প্রভুর মহিমা বোধগম্য হয়।

৫৬। ইত্থং হর্ষপ্রকর্ষেণোত্তিষ্ঠন্নুপবিশন্ ভৃশম্।
গোপুরে বর্ত্তমানোঽহং তৈর্জবেনৈত্য পার্ষদৈঃ॥

৫৭। অন্তঃ প্রবেশ্যমানো যৎ দৃষ্টবানদ্ভুতাদ্ভূতম্।
বক্তুং তদ্দ্বিপরার্ধেন সহস্রাস্যোঽপি ন ক্ষমঃ॥

মূলানুবাদ

৫৬-৫৭। আমি সেই গোপুরে (পুরদ্বারে) বর্তমান থাকায় হর্ষভরে বারংবার দণ্ডায়মান ও উপবেশন করিতেছিলাম, ইত্যবসরে সেই পার্ষদগণ আগমন করিয়া আমাকে পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলেন। আমি তথায় প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা সমস্তই অদ্ভুত; সহস্রবদন দ্বিপরার্ধকালেও উহা বর্ণন করিতে সক্ষম হইবেন না।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৫৬-৫৭। ইত্থমুক্তপ্রকারেণ গোপুরে বহির্দ্বারে বর্ত্তমানস্তৈর্বিজ্ঞাপনার্থমন্তঃ-পুরপ্রবিষ্টৈঃ পার্ষদৈর্জবেন এত্য ধাবিত্বাঽন্তঃপুরমধ্যং প্রবেশ্যমানোঽহং যৎ অদ্ভুতাদাশ্চর্যাদ্যদ্ভুতং দৃষ্টবান্ সাক্ষাদন্বভবং তদ্বক্তুং সহস্রাস্যঃ শেষোঽপি দ্বিপরার্ধকালেনাপি বক্তুং ন ক্ষমঃ শক্ত ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তত্র গোপুরে বৃত্তিঃ প্রকারো হর্ষস্য প্রকর্ষেণ উদ্রেকেণ ভৃশমুত্তিষ্ঠন্নুপবিশংশ্চেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৬-৫৭। এইরূপে আমি গোপুরে (বহির্দ্বারে) বর্তমান থাকিয়াও হর্ষবেগে বারংবার দণ্ডায়মান ও উপবেশন করিতেছিলাম। এমন সময়ে পূর্বোক্ত (অন্তঃপুরপ্রবিষ্ট) পার্ষদগণ আগমন করিয়া আমাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন। আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যে আশ্চর্যবিষয় দর্শন করিলাম, তাহা সমস্তই অদ্ভুত। সহস্রবদন শেষদেব সহস্রমুখে দ্বিপরার্ধকালেও উহা বর্ণন করিতে সমর্থ হইবেন না।

৫৮। দ্বারে দ্বারে দ্বারপালাস্তাদৃশা এব মাং গতম্।
প্রবেশয়ন্তি বিজ্ঞাপ্য বিজ্ঞাপ্যেব নিজাধিপম্॥

৫৯। প্রতিদ্বারান্তরে গত্বা গত্বা তৎপ্রতিহারিভিঃ।
প্রণম্যমানো যো যো হি তৎপ্রদেশাধিকারবান্॥

৬০। দৃশ্যতে স স মন্যেত জগদীশো ময়া কিল।
পূর্ব্ববৎ সম্ভ্রমাবেশাৎ নম্যতে স্তূয়তে মুহুঃ॥

মূলানুবাদ

৫৮। দ্বারে দ্বারে দ্বারপালগণ নিজ নিজ অধ্যক্ষকে বিজ্ঞাপিত করিয়া আমায় প্রবেশ করাইতে লাগিলেন।

৫৯। প্রতি দ্বারান্তরে অর্থাৎ দ্বারপালগণ এক দ্বার হইতে অন্য দ্বারে গমন করিয়া সেই সেই প্রদেশাধিকারীগণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

৬০। আমিও তাঁহাদের মত সেই সেই দ্বারপালাধিপতিগণকে জগদীশ বিবেচনায় পূর্ব্ববৎ সসম্ভ্রমে প্রণাম এবং বারংবার স্তব করিতে লাগিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৫৮। ইদানীমন্তঃপ্রবেশপ্রকারমেবাহ—দ্বার ইতি ত্রিভিঃ। দ্বারে গতং সন্তং মাং তাদৃশাঃ পূর্বোক্তসদৃশা এব সর্বেঽপি দ্বারপালাঃ প্রতিদ্বারিণো নিজাধিপং নিজনিজাধ্যক্ষং বিজ্ঞাপ্যেব প্রবেশয়ন্তি। বীপ্সাদ্বয়ঞ্চ দ্বারাণাং দ্বারপালাধিপানাঞ্চ বহুত্বাপেক্ষয়া। তেন চ যথাপেক্ষ্যমন্যত্রাপি বীপ্সাবগন্তব্যা, এবমগ্রেঽপি॥

৫৯-৬০। প্রতিদ্বারস্য অন্তরেঽভ্যন্তরে গত্বা তস্য দ্বারস্য প্রতিহারিভির্যো যঃ প্রণম্যমানো ময়া দৃশ্যতে, স স ময়া জগদীশঃ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরো মন্যেত। অতঃ সম্ভ্রমৈরাবেশাদ্ধেতোঃ সঃ স পূর্ববন্মুহুর্নম্যতে স্তূয়তে চেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। ননু প্রতিহারিভিঃ সঃ স কুতঃ প্রণম্যতে? তত্রাহ—তৎপ্রদেশস্য তস্য দ্বারপ্রকোষ্ঠস্য অধিকারবান্ অধ্যক্ষ ইতি। এবং তেষাং বৈভববিশেষেণ জগদীশমননে হেতুবিশেষশ্চ দর্শিতঃ। তথা শ্রীবৈকুণ্ঠপার্ষদানাং তেষাং ভগবৎসাদৃশ্যেন মাহাত্ম্য-বিশেষোঽস্য চ গোপকুমারস্য ভগবদ্দর্শনৌৎসুক্যাবেশোঽপি দর্শিত ইতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৮। এখন অন্তঃপুর প্রবেশপ্রকার বর্ণন করিতেছেন। আমি যখন যে দ্বারে উপস্থিত হইলাম, তখন সেই দ্বারের দ্বারপাল নিজ অধ্যক্ষকে বিজ্ঞাপিত করিয়া

আমায় সেই দ্বারে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। এইরূপে বহু বহু দ্বার অতিক্রম করিলাম।

৫৯-৬০। আরও দেখিলাম, প্রতিদ্বারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সময় সেই দ্বারপালগণ সেই সেই প্রদেশের অধ্যক্ষকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদের মত সেই সেই অধ্যক্ষগণকে শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর মনে করিয়া সসম্ভ্রমে পূর্ববৎ বারংবার প্রণাম ও স্তব করিতে লাগিলাম। যদি বল, দ্বারপালগণ তাঁহাদের অধ্যক্ষরূপে প্রণাম করিতে পারেন, কিন্তু পুনঃপুনঃ দেখিয়াও আপনি কিজন্য তাঁহাদিগকে শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ প্রণাম স্তবাদি করিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন, বস্তুতই আমার বুঝিবার সামর্থ্য ছিল না। তাঁহাদের বিচিত্র বৈভববিশেষের মাহাত্ম্যে আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। (এতদ্দ্বারা গোপকুমারের জগদীশ মননের হেতুবিশেষ প্রদর্শিত হইল)। তথা শ্রীবৈকুণ্ঠপার্ষদগণের সহিত ভগবৎসাদৃশ্যের মাহাত্ম্যবিশেষ এবং গোপকুমারের ভগবৎদর্শনৌৎসুক্যের পরমাবিষ্টতাও দেখান হইল।

৬১। অথ তৈঃ পার্ষদৈঃ স্নিগ্ধৈরসাধারণলক্ষণম্।
প্রভোর্বিজ্ঞাপিতোঽহঞ্চ শিক্ষিতঃ স্তবনাদিকম্॥
৬২। মহামহাচিত্রবিচিত্রগেহ দ্বারপ্রদেশানতিগম্য বেগাৎ।
শ্রীমন্মহল্লপ্রবরস্য মধ্যে প্রাসাদবর্গৈঃ পরিষেবিতাঙ্ঘ্রিম্॥
৬৩। প্রাসাদমেকং বিবিধৈর্মহত্ত্বাপূরৈর্বিশিষ্টং পরসীম যাতৈঃ॥
প্রাপ্তোঽহমাদিত্যসুধাংশুকোটি-কান্তিং মনোলোচন-বৃত্তিচোরম্॥

মূলানুবাদ

৬১। অনন্তর আমার প্রতি স্নিগ্ধ পার্ষদগণ, প্রভুর শ্রীবৎসচিহ্নাদি অসাধারণ লক্ষণসমূহ বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং প্রভুর স্তবনাদিও শিক্ষা দিলেন।

৬২-৬৩। আমি মহা মহা চিত্র-বিচিত্র গৃহ-দ্বার ও প্রদেশসমূহ অতিবেগে সত্বর অতিক্রম করিয়া পরে এক পরমোত্তম অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, সেই প্রাসাদ এত উত্তম যে, অন্যান্য শ্রীমান্ প্রাসাদসকল যেন সেই প্রাসাদের চরণ সেবা করিতেছে। সেই প্রাসাদে বিবিধ মহত্ত্ব বিরাজ করিতেছে, তাদৃশ মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা অন্য কুত্রাপি নাই। উহা ভানুকোটি উজ্জ্বল ও চন্দ্রকোটি স্নিগ্ধ কান্তি বিকাশ করিয়া মনোলোচনের বৃত্তি অপহরণ করিতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬১। অথ অনন্তরমতো হেতোরিতি বা। তৈর্মৎসঙ্গিভিঃ; প্রভোঃ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরস্য অসাধারণমগ্রে বক্ষ্যমাণং শ্রীবৎসাদিকং লক্ষণমহং বিশেষেণ জ্ঞাপিতঃ, প্রভোঃ স্তবনাদিকঞ্চ শিক্ষিতঃ। যতঃ স্নিগ্ধৈঃ; আদি-শব্দেন প্রণামানন্তরং চরণারবিন্দাগ্রণ্যস্তদ্দৃষ্টিত্বেন নিশ্চলতয়ৈকপার্শ্বে দূরতেঽবস্থানং সর্ববিকারসম্বরণং সাঞ্জলিহস্তাত্বাদিকং গ্রাহ্যম্॥

৬২-৬৩। ততশ্চ মহদ্ভ্যোঽপি মহতশ্চিত্রেভ্যোঽপ্যদ্ভুতেভ্যোঽপি বিচিত্রাম্; যদ্বা, মহতো মহত ইতি বীপ্সা বহুত্বাপেক্ষয়া, চিত্রান্ বিবিধান্ পরমাদ্ভুতান্ গেহদ্বারপ্রদেশান্, গেহানি দ্বারাণি প্রকোষ্ঠানি চ বেগাৎ অতিগম্য লঙ্ঘয়িত্বা শ্রীমতো মহল্লপ্রবরস্য পরমোত্তমান্তঃপুরবিশেষস্য মধ্যে প্রাসাদ মেকমহং প্রাপ্ত ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কীদৃশম্? প্রাসাদবর্গৈঃ পরিতঃ শোভিতা অঙ্ঘ্রয়ঃ প্রান্তভাগা যস্য, চতুর্দিক্ষু বর্ত্তমানানাং প্রাসাদসমূহানাং মধ্যে বিরাজমানমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশম্? পরসীম-চরমকাষ্ঠাং যাতৈঃ প্রাপ্তৈর্বিবিধায়া মহত্তায়া মাহাত্ম্যস্য পূরৈঃ সমূহৈর্বিশিষ্টং, তথা আদিত্যস্য সূর্যস্য সুধাংশোশ্চন্দ্রস্য কোটীনামিব কান্তির্দ্যুতির্যস্য

তম্, মনোনয়নাহ্লাদক বিবিধ-মহাতেজোবিশেষবত্ত্বাৎ। অতএব মনসো লোচনয়োশ্চ বৃত্তীনাং চোরং, তৎপ্রাপ্তৌ মনোনয়নানামন্যত্রাপ্রবৃত্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬১। অনন্তর আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার প্রতি স্নেহযুক্ত সঙ্গের পার্ষদগণ প্রভু শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরের অসাধারণ লক্ষণ শ্রীবৎসাদি চিহ্ন সকল বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং প্রভুর স্তবাদি বিষয়েও কিছু কিছু শিক্ষা দিলেন। যেহেতু, তাঁহারা আমার প্রতি স্নিগ্ধ। আদি-শব্দে প্রভুকে প্রণামের পর তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দের অগ্রভাগে দৃষ্টিপাত করিবে, পরে নিশ্চল হইয়া দূরে এক পার্শ্বে অবস্থান করিবে, দর্শনজনিত সর্বপ্রকার আনন্দবিকার সম্বরণ করিবে, সর্বদা কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিবে ইত্যাদি।

৬২-৬৩। অতঃপর আমি মহৎ হইতেও মহৎ অদ্ভুত চিত্র-বিচিত্র গৃহ, দ্বারদেশ ও প্রদেশসকল অতিবেগে অতিক্রম করিলাম। এখানে 'মহৎ হইতেও মহৎ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, এইরূপ বহু বহু চিত্র-বিচিত্র বিবিধ পরমাদ্ভুত দ্বার, প্রদেশ, গৃহ ও প্রকোষ্ঠাদি অতিবেগে অতিক্রম করিয়া মহামহিমান্বিত শ্রীমৎ মহল্লাপ্রবরের (পরমোত্তম অন্তঃপুর বিশেষের) মধ্যে এক প্রাসাদ প্রাপ্ত হইলাম। তাহা কি প্রকার? সেই প্রাসাদকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে শত শত চিত্র-বিচিত্র মহা মহা প্রাসাদাবলি বিরাজ করিতেছেন। ইহা এত উৎকৃষ্ট যে, (মনে হয় যেন) অন্যান্য প্রাসাদসকল ইহার চরণসেবা করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাদৃশ মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। সেই প্রাসাদ কোটি চন্দ্র-সূর্যের প্রভা বিড়ম্বি সুস্নিগ্ধ কান্তি বিকাশ করিয়া সকলের মনোনেত্রের বৃত্তি অপহরণ করিতেছেন। অতএব মনোনেত্রের বৃত্তি-চৌর সেই প্রাসাদবিশেষ দর্শন করিলে আর কিছু দর্শনের প্রবৃত্তি থাকে না।

৬৪। তদন্তরে রত্নবরাবলীলসৎসুবর্ণসিংহাসনরাজ-মূর্ধনি।
সুজাতকান্তামলহংসতূলিকোপরি প্রসন্নাকৃশচন্দ্রসুন্দরম্॥

৬৫। মৃদূপধানং নিজবামকক্ষককফোণিনাক্রম্য সুখোপবিষ্টম্।
বৈকুণ্ঠনাথং ভগবন্তমারাদপশ্যমগ্রে নবযৌবনেশম্॥

৬৬। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময়াঙ্গ-কান্ত্যা, নূত্নাম্বুদ-শ্রীহরয়া স্ফুরন্ত্যা।
রত্নাচিত-স্বর্ণবিভূষিতস্রগ্বস্ত্রানুলেপাদি-বিভূষয়ন্তম্॥

মূলানুবাদ

৬৪-৬৫। দেখিলাম, তাহার অভ্যন্তরে রত্নশ্রেষ্ঠ-খচিত শোভমান-সুবর্ণময় সিংহাসনরাজ, তদুপরি হংসতুলিকা-কোমল ও নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রতুল্য সুন্দর মৃদুল উপাধান সকল রহিয়াছে। আর নবযৌবনেশ ভগবান্ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেই উপাধানোপরি নিজ বামকক্ষ ও কফোনি সংন্যস্ত করিয়া সুখে বিরাজ করিতেছেন।

৬৬। দেখিলাম, নবাম্বুদের শোভাহরণকারিণী সৌন্দর্য-মাধুর্যময় অঙ্গকান্তি দ্বারা রত্নখচিত সুবর্ণ বিভূষণ, মাল্য, বস্ত্র, অনুলেপন এবং উপাধান ও সিংহাসনাদি বিভূষিত করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬৪-৬৫। তস্য প্রাসাদস্যান্তরে যো রত্নাবলিভির্লসন্ শোভমানঃ সুবর্ণময়-সিংহাসনরাজস্তস্য মূর্ধনি উপরিষ্টাৎ যা সুজাতা কোমলা কান্তা মনোজ্ঞা অমলা উজ্জ্বলা হংসতুলিকা তুলিবিশেষস্তস্য উপরি সুখেনোপবিষ্টং বৈকুণ্ঠনাথমারাদ্দূরত এব, তৎপ্রকোষ্ঠস্য সুবিস্তীর্ণত্বাৎ। অগ্রেঽভিমুখেঽপশ্যমিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কথমুপবিষ্টম্? মৃদু কোমলমুপাধানং নিজেন বামেন দক্ষিণেতরেণ কক্ষেণ কফোণিনা চ আক্রম্য অবষ্টভ্যেত্যর্থঃ। কীদৃশং তৎ? প্রসন্নান্নিষ্কলঙ্কাদকৃশাৎ পূর্ণাচ্চন্দ্রাদপি সুন্দরম্, পরমশুভ্রকান্তিবর্তুলাকারমিত্যর্থঃ। কীদৃশং তম্? নবযৌবনস্য ঈশং স্বামিনং, কদাপি তদ্ব্যভিচারাভাবাৎ। নিত্যমেবোদ্ভিন্নযৌবনে বয়সি বর্তমানমিত্যর্থঃ। যতো ভগবন্তং স্বাধীনাশেষ-বৈভবাদিকমিতি দিক্। এবং হেতুশ্চাগ্রেঽপি মথাপেক্ষমাকর্ষণীয়ঃ॥

৬৬। তমেব বিশিনষ্টি—সৌন্দর্যেতি দশভিঃ। সৌন্দর্যং তত্তদবয়বসৌষ্ঠবং, মাধুর্যং লাবণ্যাদি-তত্তদ্গুণবিশেষঃ, তন্ময্যা অঙ্গস্য শ্রীমূর্তেরবয়বর্গস্য বা কান্ত্যা কৃত্বা, রত্নৈরাচিতানি ব্যাপ্তানি স্বর্ণময়ানি বিভূষণানি কিরীট-কুণ্ডল-কঙ্কণাঙ্গদকাঞ্চি-নূপুরাদীনি তদাদিবিশেষেণাধিক্যেন ভূষয়ন্তম্; কীদৃশ্যা? নূত্নাম্বুদানাং নবীননীরদানাং

শ্রিয়ং শোভাং হরতীতি তথা তয়া; তত্রাপ্যপরিতোষেণাহ—স্ফুরন্ত্যা সর্বতঃ প্রসরৎপরমসুন্দর-শ্যামকান্তিচ্ছটাভিঃ শোভমানয়েতি। স্রক্ বনমালা বৈজয়ন্তী বা। আদি-শব্দেন উপাধান-হংসতূলিকা-সিংহাসনাদি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৪-৬৫। সেই প্রাসাদের সুবিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে রত্নাবলি-খচিত শোভমান সুবর্ণময় সিংহাসনরাজোপরি এক কোমল মনোজ্ঞ অমল উজ্জ্বল হংসতুলিকা (তোষক) রহিয়াছে। তদুপরি সুখে উপবিষ্ট শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকে দূর হইতে দর্শন করিলাম। শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর কিরূপে উপবিষ্ট রহিয়াছেন? সেই সিংহাসনোপরি নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র হইতেও পরম শুভ্রকান্তিবিশিষ্ট কোমল উপাধান রহিয়াছে, আর সেই নবযৌবনেশ ভগবান শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেই মৃদুল কোমল বর্ত্তুলাকার উপাধানোপরি নিজ বামকক্ষ ও কফোণি (কনুই) স্থাপন করিয়া সুখে বিরাজ করিতেছেন। 'নবযৌবনেশ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, কখনও সেই নবযৌবনের ব্যভিচার হয় না—দিব্য নবযৌবনে নিত্য বিরাজমান। যেহেতু, তিনি ভগবান, সমস্ত বৈভবই তাঁহার অধীন।

৬৬। এখন এবিষয় বিশেষরূপে বলিবার জন্য ''সৌন্দর্য'' ইত্যাদি দশটি শ্লোকের অবতারণা, সম্প্রতি সৌন্দর্যের বিষয় বর্ণন করিতেছেন। সৌন্দর্য—বয়োযোগ্য অবয়ব-সৌষ্ঠব। মাধুর্য—লাবণ্যাদিরোচক গুণবিশেষ। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের বর্ষণোন্মুখ নর-নারীদের শোভা-হরণকারিণী-সৌন্দর্য-মাধুর্যময় অঙ্গকান্তি এবং তিনি নানারত্নখচিত সুবর্ণময় বিভূষণ, বনমালা, বস্ত্র ও অনুলেপনাদি দ্বারা বিভূষিত! বিভূষণ বলিতে কিরীট, কুণ্ডল, কঙ্কন, অঙ্গদ, কাঞ্চি নূপুরাদি। তথাপি অপরিতোষ হেতু বক্তা পুনরায় বলিতেছেন, সর্বতঃ প্রসরণশীল পরম সুন্দর শ্যামকান্তিচ্ছটায় বসন, ভূষণ, অনুলেপন, উপাধান, হংসতুলিকা ও সিংহাসনাদি উদ্ভাসিত হইয়াছে। বৈজয়ন্তিমালা--পঞ্চবর্ণ পুষ্পগ্রথিত আজানুলম্বিত মালাবিশেষ। বনমালা—পত্র ও পুষ্পসংযুক্ত শ্রীচরণবিলম্বিত মালাবিশেষ।

৬৭। কঙ্কণাঙ্গদবিভূষণায়তস্থূলবৃত্তবিলসচ্চতুর্ভুজম্।
পীতপট্টবসনদ্বয়াঞ্চিতং চারুকুণ্ডল-কপোলমণ্ডলম্॥

৬৮। কৌস্তুভাভরণ-পীনবক্ষসং, কম্বুকণ্ঠ-ধৃতমৌক্তিকাবলিম্।
সস্মিতামৃতমুখেন্দুমদ্ভূত-প্রেক্ষণোল্লসিত-লোচনাম্বুজম্॥

৬৯। কৃপাভরোদ্যদ্বরচিল্লিনর্ত্তনং; স্ব-বামপার্শ্বে স্থিতয়াত্মযোগ্যয়া।
নিবেদ্যমানং রময়া সবিভ্রমং, প্রগৃহ্য তাম্বূলমদন্তমুত্তমম্॥

মূলানুবাদ

৬৭। তিনি কঙ্কন অঙ্গদ সকলের বিভূষণস্বরূপ স্থূলবৃত্ত বিলসনশীল ভুজচতুষ্টয়দ্বারা সুশোভিত। পীতপট্টবসনদ্বয় তাঁহার অঙ্গে শোভা পাইতেছে। তাঁহার কপোলমণ্ডলে চারুকুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে।

৬৮। তাঁহার পীনবক্ষে কৌস্তুভমণির আভরণ, কম্বুকণ্ঠ-ধৃত মৌক্তিক হারাবলি শোভা পাইতেছে, মুখচন্দ্র স্মিতরূপ অমৃতে পরিপূর্ণ, তিনি প্রফুল্লিত লোচনকমলে ভক্তিপূর্বক অবলোকন করিতেছেন।

৬৯। আরও দেখিলাম, তাঁহার ধনুকাকার ভ্রূযুগল কৃপাবিতরণের নিমিত্ত নৃত্য করিতেছে। তাঁহার বামপার্শ্বে আত্মযোগ্যা মহালক্ষ্মী বিভ্রমের সহিত তাম্বুল নিবেদন করিতেছেন, আর শ্রীভগবান সেই উত্তম তাম্বুল সাদরে গ্রহণ করিয়া চর্বণ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৬৭। কঙ্কণানাং বলয়ানামঙ্গদানাঞ্চ বিভূষণরূপাশ্চ আয়তাশ্চ স্থূলাশ্চ বৃত্তাশ্চ বিলসন্তশ্চ ভোগিভোগাদিভ্যঃ শোভামানাশ্চত্বারো ভুজা যস্য; পীতং রবিকরগৌরং পট্টঞ্চ কৌষেয়ং যদ্বস্ত্রদ্বয়ং পরিধানোত্তরীয়রূপং তেনাঞ্চিতং সেবিতম্; চারুণী কুণ্ডলে যস্মিন্ তৎ কপোলমণ্ডলং যস্য॥

৬৮। কৌস্তুভস্য মণেরাভরণং পীনং বক্ষো যস্য। কম্বুবৎ ত্রিরেখাঙ্কিত-সুবৃত্তকণ্ঠে ধৃতা মৌক্তিকাবলির্মুক্তাহারো যেন; স্মিতমেবামৃতং সর্বাহ্লাদকত্বাদিনা, তেন সহ বর্তমানং মুখমেবেন্দুঃ সুবৃত্তত্বাদিনা যস্য; চন্দ্রস্যাপ্যমৃতময়ত্বং প্রসিদ্ধমেব। অদ্ভুতেন নিরুপমেণ প্রেক্ষণেন অবলোকভঙ্গ্যা উল্লসিতে পরমশোভিতে লোচনাম্বুজে যস্য॥

৬৯। কৃপাভরেণ হেতুনা উদ্যৎ আবির্ভবদ্‌বরয়োর্নত-ধনূরাকারয়োরুৎ-কৃষ্টয়োশ্চিল্ল্যোর্ভ্রুবোর্নর্তনং যস্য; রময়া মহালক্ষ্ম্যা; নিবেদ্যমানমুপস্কৃত্য

সমর্প্যমাণম্ উত্তমং সর্বসদ্‌গুণযুক্তং তাম্বূলং প্রগৃহ্য প্রকর্ষেণ দক্ষিণকরাঙ্গুষ্ঠ-তর্জন্যগ্রাভ্যাং ভঙ্গীবিশেষেণাদায় অদন্তং চর্বন্তম্। কীদৃশ্যা? স্বস্য ভগবতো বামপার্শ্বে স্থিতয়া আত্মযোগ্যয়া নিরুপময়েত্যর্থঃ। যদ্বা, আত্মনো ভগবতস্তস্যৈব যোগ্যয়েতি। তস্যা অপি তদনুরূপমেব সৌন্দর্যাদিকমূহ্যম্। এবং ধরণ্যা অপি বিভ্রমো লীলাবিশেষস্তেন সহিতং যথা স্যাদিত্যস্য যথেচ্ছং সর্বত্র সম্বন্ধঃ।।

টীকার তাৎপর্য্য

৬৭। তিনি বলয় কঙ্কন ও অঙ্গদাদির বিভূষণস্বরূপ সুদীর্ঘ স্থূল সুগোল বিলসনশীল ভুজচতুষ্টয় দ্বারা সুশোভিত। রবিকর-বিড়ম্বি শীতপট্ট (পরিধেয় ও উত্তরীয়) বসনযুগল দ্বারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গ সেবিত এবং অলকাবলিমণ্ডিত কপোলমণ্ডলে মনোহর কুণ্ডলযুগল আন্দোলিত হইতেছে।

৬৮। তাঁহার পীন বক্ষঃস্থল কৌস্তুভমণির আভরণস্বরূপ। কম্বুবৎ ত্রিরেখাযুক্ত তাঁহার সুবৃত্তকণ্ঠে মৌক্তিক হার শোভিত হইতেছে। শ্রীমুখচন্দ্র সর্বাহ্লাদক অমৃতে পরিপূর্ণ। আর সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রের অমৃত হইতেও সর্বাহ্লাদক মহামাদক স্মিতসুধার মাধুর্যে সকলের প্রাণ-মন উন্মাদন করিতেছেন। করুণাপূর্ণ বিপুল আয়ত অরুণ লোচনযুগলে ভঙ্গীপূর্বক অবলোকন করিতেছেন।

৬৯। আরও দেখিলাম, তাঁহার ধনুরাকার উৎকৃষ্ট ভ্রূযুগল কৃপাভরে নৃত্য করিতেছে। আর মহালক্ষ্মী রমাদেবী সম্ভ্রমের সহিত দক্ষিণ হস্তদ্বারা উপস্কৃত সর্বসদ্‌গুণযুক্ত উত্তম তাম্বুল প্রদান করিতেছেন; আর শ্রীভগবানও লীলা সহকারে দক্ষিণকরাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা গ্রহণ করতঃ ভঙ্গীবিশেষের সহিত সেই উত্তম তাম্বুল চর্বন করিতেছেন। সেই মহালক্ষ্মী কি প্রকার? ভগবানের বামপার্শ্বে স্থিতা আত্মযোগ্যা, সুতরাং নিরুপমেয়া। অথবা সর্বপ্রকারেই ভগবানের যোগ্যা এবং তদনুরূপ সৌন্দর্যাদি অশেষ গুণালঙ্কৃতা। এইরূপ শ্রীধরণীদেবীও সসম্ভ্রমে লীলাবিশেষের সহিত তাঁহার সেবা করিতেছেন।

৭০। তদ্রাগকান্তাধরবিম্বকান্তি, সম্ভিন্ন কুন্দামলদন্তপঙ্‌ক্ত্যোঃ।
দীপ্তিপ্রকাশোজ্জ্বলহাসরাসং, নর্মোক্তিভঙ্গীহৃতভক্তচিত্তম্॥
৭১। করে পতদ্‌গ্রাহভৃতা ধরণ্যা, কটাক্ষভঙ্গ্যা মুহুরর্চ্যমানম্।
সুদর্শনাদ্যৈর্বরমূর্তিমদ্ভিঃ, শিরস্থচিহ্নৈঃ পরিষেব্যমাণম্॥
৭২। চামরব্যজনপাদুকাদিকশ্রীপরিচ্ছদগণোল্লসৎকরৈঃ।
সেবকৈঃ স্ব-সদৃশৈরবস্থিতৈরাবৃতং পরিচরদ্ভিরাদরাৎ॥

মূলানুবাদ

৭০। তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত অধরবিম্ব-কান্তির সংমিশ্রণে দ্বিগুণতর সুশোভিত কুন্দ-বিনিন্দিত অমল দন্তরাজির দীপ্তিপ্রকাশে সমুজ্জ্বল হাস্যরূপ রাস বিস্তার করিয়াছেন এবং সুনর্মবচনভঙ্গীদ্বারা ভক্তবৃন্দের চিত্ত হরণ করিতেছেন।

৭১। প্রিয়া ধরণীদেবী হস্তে পিকদানী লইয়া কটাক্ষভঙ্গিদ্বারা বারংবার তাঁহার অর্চনা করিতেছেন। আর সুন্দর মূর্তিধারী সুদর্শন, গদা, শঙ্খ, অসি ও ধনুরাদি আয়ুধসকল স্ব স্ব চিহ্ন মস্তকে ধারণপূর্বক প্রভুর সেবা করিতেছেন।

৭২। চামর ব্যজন পাদুকাদি শ্রীপরিচ্ছদে সুশোভিত কর ও প্রভুসদৃশ রূপযুক্ত সেবকবৃন্দ আদরের সহিত প্রভুর পরিচর্যা করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৭০। তস্য তাম্বূলস্য রাগেণারুণকান্ত্যা কান্তৌ কমনীয়ৌ অধরাবেব বিম্বে আরুণ্যাদিগুণযোগাৎ, তয়োঃ কান্ত্যা সম্ভিন্নানাং মিশ্রিতানাং কুন্দেভ্যোঽপ্যমলানামুজ্জ্বলানামুত্তমানাং বা দন্তানাং পংক্ত্যোর্দীপ্তিপ্রকাশেন উজ্জ্বলঃ শোভমানো হাসরূপো রাসঃক্রীড়া যস্য; নর্মোক্তীনাং ভঙ্গীভির্বৈচিত্রীভির্হৃতমনাকৃষ্টং ভক্তানাং নিজসেবকানাং চিত্তং যেন॥

৭১। ধরণ্যা চ দ্বিতীয়প্রিয়য়া, কটাক্ষস্য ভঙ্গ্যা কৃত্বা মুহুরর্চ্যমানং সেব্যমানম্। কীদৃশ্যা? করে নিজদক্ষিণহস্তাব্জে পতদ্‌গ্রাহং তাম্বূলচর্বিতগ্রহণপাত্রবিশেষং বিভর্তীতি তথা তয়া; বরমূর্তিমদ্ভিঃ পরমোৎকৃষ্টমূর্তিধারিভিঃ সুদর্শনাদ্যৈঃ পরিতঃ সেব্যমানম্। আদ্য-শব্দেন গদা-শঙ্খাসি ধনুরাদি। ননু কথমেবং পরিচয়ো বৃত্তঃ? তত্রাহ—শিরঃস্থানি চিহ্নানি নিজনিজচক্রত্বাদিলাঞ্ছনানি যেষাং তৈঃ॥

৭২। আদরাদ্ ভক্তিতঃ; পরিচরদ্ভির্বিচিত্রসেবাং কুর্বদ্ভিঃ; অতএবাবস্থিতৈঃ ত্যক্তোপবেশৈঃ স্বস্য ভগবতঃ সদৃশৈ রূপাকারাদিনা তস্য তুল্যৈরাবৃতম্। কীদৃশৈঃ?

চামরাদীনাং শ্রীযুক্তানাং পরিচ্ছদানাং গণেন উল্লসন্ত উচ্চৈরধিকং শোভমানাঃ করা যেষাং তৈঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭০। প্রেমবতীর অর্পিত তাম্বুলের অরুণরাগে রঞ্জিত এবং কমনীয় অধরকান্তির সংমিশ্রণে দ্বিগুণতর সুশোভিত কুন্দপুষ্পকলিকার দর্প মর্দক অমল উজ্জ্বল দন্তপংক্তিদ্বয়ের দীপ্তি আরও অরুণগুণযুক্ত হইয়াছে। তিনি প্রিয়তমার পরিহাস ক্রীড়াতে উজ্জ্বল শোভায়মান রাস বিস্তার করিতেছেন। আর সেইরূপ নর্মবচনভঙ্গী পরিপাটিদ্বারা নিজ সেবকবৃন্দেরও চিত্ত হরণ করিতেছেন।

৭১। দ্বিতীয়া প্রিয়া শ্রীধরণীদেবী হস্তে পিক্‌দানী ধারণ করিয়া কটাক্ষ-ভঙ্গীদ্বারা বারম্বার তাঁহার অর্চনা করিতেছেন। সেই অর্চনা কি প্রকার? দক্ষিণহস্তকমলে পিক্‌দানী (চর্বিত তাম্বুলগ্রহণের পাত্রবিশেষ) ধারণ করিয়া সেবা করিতেছেন। আর পরমোৎকৃষ্ট মূর্তিধারী সুদর্শন, গদা, শঙ্খ, অসি, ধনুরাদি অস্ত্রসকল মস্তকে স্ব স্ব চিহ্ন ধারণ করিয়া প্রভুর সেবা করিতেছেন। যদি বল, তাঁহাদের পরিচয় পাইলেন কিরূপে? তাঁহাদের পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন দেখিয়া। যেমন, শ্রীসুদর্শন, তাঁহার শিরোদেশে নিজচিহ্ন চক্র-লাঞ্ছিত ইত্যাদি।

৭২। নিজ সদৃশ রূপাদিযুক্ত সেবকবৃন্দ আদরভরে তাঁহার বিবিধ পরিচর্যা করিতেছেন। স্ব-সদৃশ বলিতে ভগবৎসদৃশ রূপ, আকারাদি ও পরিচ্ছদাদির দ্বারা সুশোভিত। তাহা কি প্রকার? শ্রীযুক্ত পরিচ্ছদাদির সহিত চামর, ব্যজন, পাদুকাদি উল্লসিত করে ধারণপূর্বক শোভমান।

৭৩। ভক্ত্যা নতৈঃ শেষসুপর্ণ-বিষ্বক্সেনাদিভিঃ পার্ষদবর্গমুখ্যৈঃ।
কৃত্বাঞ্জলিং মূর্ধ্ন্যবতিষ্ঠমানৈরগ্রে বিচিত্রোক্তিভিরীড্যমানম্॥
৭৪। শ্রীনারদস্যাদ্ভুতনৃত্যবীণাগীতাদিভঙ্গীময়চাতুরীভিঃ।
তাভ্যাং প্রিয়াভ্যাং কমলাধরাভ্যাং, সার্ধং কদাচিদ্বিহসন্তমুচ্চৈঃ॥
৭৫। স্ব-ভক্তবর্গস্য তদেকচেতসঃ, কদাচিদানন্দবিশেষবৃদ্ধয়ে।
প্রসার্য পাদাম্বুজযুগ্মমাত্মনঃ, সমর্পণেনৈব লসন্তমদ্ভুতম্॥

মূলানুবাদ

৭৩। শেষ, সুপর্ণ, বিষ্বক্সেন প্রভৃতি মুখ্য পার্ষদবর্গ ভক্তিনম্রকন্ধরে কৃতাঞ্জলিপূর্বক প্রভুর অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া বিচিত্রবাক্যে স্তব করিতেছেন।

৭৪। কখন কখন প্রভু, শ্রীনারদের অদ্ভুত নৃত্য ও বীণা-গীতাদির ভঙ্গীময় চাতুরী দেখিয়া নিজ প্রিয়া কমলা ও ধরণীর সহিত উচ্চহাস্য করিতেছেন।

৭৫। আবার কোনসময়ে তদেকচিত্ত ভক্তগণের আনন্দবিশেষ বৃদ্ধির নিমিত্ত আপন পাদপদ্মযুগল প্রসারণ করিয়া যেন ভক্তকে সমর্পণ করিলেন, এইরূপ সুন্দর আমোদ করিতেছেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৭৩। পার্ষদবর্গেষু মুখ্যৈঃ প্রধানৈঃ শেষাদিভির্বিচিত্রোক্তিভিঃ কৃত্বা ঈড্যমানং স্তূয়মানম্। কীদৃশৈঃ ভক্ত্যা আনতৈর্নম্রশিরোভিরিত্যর্থঃ। অতো মূর্ধ্নি অঞ্জলিং কৃত্বাগ্রে পুরতোঽবতিষ্ঠমানৈঃ; আদি-শব্দেন নন্দ-সুনন্দ-জয়-বিজয়-প্রবল-বলাদয়ো গ্রাহ্যাঃ তথা চাষ্টমস্কন্ধে (শ্রীভা ৮।২১।১৬-১৭)—'নন্দঃ সুনন্দোঽথ জয়ো বিজয়ঃ প্রবলো বলঃ। কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ বিষ্বক্সেনঃ পতত্রিরাট্। জয়ন্তঃ শ্রুতদেবশ্চ পুষ্পদন্তোঽথ সাত্বতঃ॥' ইতি। এতে গণাধ্যক্ষা জ্ঞেয়াঃ॥

৭৪। কদাচিত্তাভ্যাং পূর্বোদ্দিষ্টাভ্যাং সর্বসদ্গুণাঢ্যাভ্যাং বা প্রিয়াভ্যাং নিজবল্লভাভ্যাং কমলাধরাভ্যাং লক্ষ্মীধরণীভ্যাং সার্ধমুচ্চৈর্বিহসন্তম্। কুতঃ? শ্রীনারদস্য অদ্ভুতং বিচিত্রং যন্নৃত্যং বীণয়া গীতঞ্চ আদি-শব্দেন অভিনয়নর্মাদি, তেষাং ভঙ্গীময়াভিশ্চাতুরীভির্হেতুভিঃ॥

৭৫। স্বভক্তবর্গস্য আনন্দবিশেষ-বৃদ্ধয়ে কদাচিৎ পাদাম্বুজযুগ্মং প্রসার্য অদ্ভুতং যথা স্যাত্তথা লসন্তং রমমাণম্। কথম্? আত্মনঃ পাদাম্বুজযুগ্মস্য, কিংবা তৎসমর্পণ দ্বারা ভগবত এব সমর্পণেন স্বভক্তবর্গে নিক্ষেপণেন ইবেতি চরণারবিন্দদ্বন্দ্বস্য তত্ত্বতঃ সমর্পণাসম্ভবাৎ। তদুক্তং শ্রীব্রহ্মণাপি তৃতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ৩।৮।২৬)—

'পুংসাং স্বকামায় বিবিক্তমার্গৈরভ্যর্চতাং কামদুঘাঙ্ঘ্রিপদ্মম্। প্রদর্শয়ন্তং কৃপয়া নখেন্দুময়ুখভিন্নাঙ্গুলিচারুপত্রম্ ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—স্বকামায় ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে বিবিক্তমার্গৈঃ শ্রবণাদিভক্তি-প্রকারৈঃ কৃপয়া প্রদর্শয়ন্তং কিঞ্চিদুন্নময্য সমর্পয়ন্তমিতি। তত্র হেতুঃ—তস্মিন্নেবৈকস্মিন্ পাদাম্বুজযুগ্মে সমর্পণরূপ-তৎপ্রসারেণ বা চেতো যস্য তস্য॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৩। পার্ষদগণের মধ্যে শেষ প্রভৃতি পার্ষদ চূড়ামণিগণ-কর্তৃক বিচিত্র বাক্যে স্তূয়মান। তাহা কি প্রকার? ভক্তি-নম্র আনত-কন্ধরে (নতশিরে) মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া পুরোভাগে অবস্থান। আদি শব্দে নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল প্রভৃতি পার্ষদগণকে গ্রহণ করিতে হইবে। যথা, অষ্টমস্কন্ধে— "নন্দ, সুন্দর, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিষ্বক্‌সেন, গরুড়, জয়ন্ত, শ্রুতদেব, পুষ্পবন্ত, সাত্বত" প্রভৃতি গণাধ্যক্ষ পার্ষদদিগের নাম জ্ঞাত হওয়া যায়।

৭৪। কোন কোন সময়ে পূর্বোক্ত সর্বসদ্‌গণসম্পন্না নিজ প্রিয়া কমলা ও ধরণীদেবীর সহিত উচ্চহাস্য করিতেছেন। কিজন্য? শ্রীনারদের অদ্ভুত বিচিত্র নৃত্য ও বীণা গীতাদির ভঙ্গী চাতুরী দেখিয়া। আদি শব্দে নর্ম অভিনয়াদি ও তাঁহার ভঙ্গিময় চাতুর্যাদিও গ্রহণ করিতে হইবে।

৭৫। কখন কখনও নিজ ভক্তবর্গের আনন্দবিশেষ বৃদ্ধির নিমিত্ত আপন পদযুগল অদ্ভুতরূপে প্রসারণ করিয়া যেন ভক্তগণকে সমর্পণ করিলেন, এইরূপে অতি সুন্দর আমোদ করিতেছেন। কিংবা তাহা সমর্পণের মতই নিজভক্তবর্গের প্রতি নিক্ষেপণের ভাব দেখাইতেছেন; কিন্তু যথার্থ সমর্পণ নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন—"যাঁহারা কেবল ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিবিক্তমার্গে শ্রবণাদি ভক্তি প্রকারের অনুষ্ঠান করিয়া সর্বাভীষ্ট প্রপূরক প্রভুর শ্রীচরণযুগল অর্চনা করিতেছেন, তাঁহাদের মত কি শ্রীপ্রভু স্বীয় পাদপদ্মপ্রসারণ করিয়া আমায় সেবার জন্য ইঙ্গিত করিবেন?" যাঁহারা এইরূপ আশা পোষণ করিয়া শ্রীভগবদ্ অর্চনা করেন, তাঁহাদের জন্য শ্রীভগবান এইরূপ লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন।

৭৬। তদ্দর্শনানন্দ-ভরেণ তেষাং, বিস্মৃত্য শিক্ষাং বত পার্ষদানাম্।
গোপাল হে জীবিতমিত্যভীক্ষ্ণং, ক্রোশন্নধাবং পরিরম্ভণায়॥

৭৭। পৃষ্ঠে স্থিতৈর্বিজ্ঞবরৈর্ধৃতস্তৈর্দীনো মহাকাকু-কুলং প্রকুর্বন্।
প্রেমাতিরেকেণ বিনির্জিতোঽহং, সম্প্রাপ্য মোহং ন্যপতং তদগ্রে॥

৭৮। উত্থাপ্য তৈরেব বলাচ্চিরেণ, সংজ্ঞাং প্রণীতোঽশ্রুনিপাত-বিঘ্নম্।
সম্মার্জনেনভিভবন্ করাভ্যাং, নেত্রে প্রযত্নাদুদমীলয়ং দ্বে॥

৭৯। তাবদ্দয়ালু-প্রবরেণ তেন, স্নেহেন গম্ভীরমৃদুস্বরেণ।
স্বস্থো ভবাগচ্ছ জবেন বৎসেত্যাদ্যুচ্যমানং শ্রুতবান্ বচোঽহম্॥

মূলানুবাদ

৭৬। আমি কিন্তু দর্শনানন্দের আবেশে পার্ষদগণের সেই শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া 'হে গোপাল। হে জীবিত!' এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে বারংবার বলিতে বলিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইলাম।

৭৭। আমার এইপ্রকার অবস্থা দেখিয়া পার্শ্বস্থিত সেই বিজ্ঞ পার্ষদগণ আমায় ধরিয়া রাখিলে, আমি দীনভাবে অতিশয় কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলাম। পরে প্রেমবৈবশ্যহেতু মূর্চ্ছিত হইয়া তদগ্রে পতিত হইলাম।

৭৮। পার্ষদগণ বলপূর্বক উত্থাপিত করিয়া আমায় সচেতন করিলেন, কিন্তু আমার প্রবল অশ্রুপাতহেতু প্রভুদর্শনে বিঘ্ন উপস্থিত হইল; এজন্য আমি যত্ন সহকারে করযুগদ্বারা অশ্রুমার্জন করিয়া নেত্র উন্মীলন করিলাম।

৭৯। তারপর সেই দয়ালুপ্রবর প্রভু, সস্নেহে মৃদু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, বৎস! সুস্থ হও, নিকটে আইস। আমি ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া—

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৭৬। তস্য ভগবতো দর্শনে য আনন্দভরস্তেন হেতুনা তেষাং মদানেতৄণাং পার্ষদানাং শিক্ষণং তৈঃ কৃতং স্তবনাদি-প্রকারোপদেশং বিস্মৃত্য পরিরম্ভনায় বাহূ প্রসার্য ভগবন্তং পরিরব্ধুমধাবম্। বত খেদে। কিং কুর্বন্? 'হে গোপাল! জীবিতং মম' ইত্যভীক্ষ্ণং মুহুর্মুহুঃ ক্রোশন্ উচ্চৈর্জল্পন্ দশাক্ষরমন্ত্রোপাসনাদি-স্বভাবেনাস্য ভাববিশেষোৎপত্তের্ভয় গৌরবহান্যাদিকং জাতমিতি দিক্॥

৭৭। ততশ্চ তৈঃ পার্ষদৈর্ধৃতঃ সন্ প্রেমণোঽতিরেকেণ উদ্রেকেণ বিনির্জিতঃ পরমবশীকৃতচিত্তঃ তস্য ভগবত এব অগ্রে পুরতো ন্যপতম্॥

৭৮। ততশ্চ তৈঃ পার্ষদৈরেব বলাদুত্থাপ্য চিরেণ সংজ্ঞাং বোধং প্রণীতঃ প্রণয়েন প্রাপিতঃ সন্; অশ্রূণাং নিপাতরূপং বিঘ্নং দর্শনান্তবায়ং, করাভ্যাং যৎ সম্মার্জনং তেন অভিভবন নিরস্যন্ প্রযত্নাদ্ দ্বে নেত্রে উদমীলয়ম্ উদ্ঘাটিতবানহম্॥

৭৯। তাবৎ মম মোহমারভ্য স্বাস্থ্যপর্যন্তম্। তেন ভগবতা কর্ত্রা স্নেহেন হেতুনা গম্ভীরমৃদুলস্বরেণ কৃত্বা উচ্যমানং বচোঽহং শ্রুতবান্ অশ্রৌষম্। কীদৃশম্? 'হে বৎস! স্বস্থো ভব, জবেনেত আগচ্ছ' ইত্যাদিরূপম্। আদি-শব্দেন 'মৎকৃতং সম্ভ্রমাদিকং ত্যজ, ময়া সহ সঙ্গম্য সম্ভাষস্ব' ইত্যাদি। তথোক্তৌ হেতুঃ—দয়ালুষু প্রবরেণ শ্রেষ্ঠতমেন॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৬। আমি ভগবদ্দর্শন জনিত আনন্দভরে সকলই অর্থাৎ আমার উপদেষ্টা পার্ষদগণের সেই শিক্ষা অর্থাৎ শ্রীভগবানের সম্মুখে স্তবনাদির প্রকার বিশেষ যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহা সমস্তই বিস্মৃত হইয়া প্রভুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করতঃ ধাবমান হইলাম। আর কি করিলেন? অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত 'হে গোপাল! হে জীবিত!' এইরূপে বারবার উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে মোহপ্রাপ্ত হইলাম। বস্তুতঃ দশাক্ষর মন্ত্রোপাসনাদির স্বভাবেই এই প্রকার উন্মাদনাময় ভাববিশেষ উৎপত্তি হেতু ইষ্টের প্রতি ভয় গৌরবাদির হানি হইয়া থাকে।

৭৭। অতঃপর আমার এই প্রকার উন্মাদনা দশা দেখিয়া পৃষ্ঠদেশস্থিত সেই পার্ষদগণ আমাকে ধরিয়া রাখিলেন। তখন আমি দীনভাবে অতিশয় কাকুতি মিনতি করিতে করিতে প্রেমাতিরেকের উদ্রেকবশতঃ পরম বশীকৃত চিত্ত-হেতু শ্রীভগবানের অগ্রেই মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলাম।

৭৮। তখন সেই পার্ষদগণ বলপূর্বক উত্থাপিত করিয়া আমার সংজ্ঞা সম্পাদন করাইলে আমি নিজ করদ্বয়ের দ্বারা সেই অশ্রু মার্জন করিলাম। কারণ, অশ্রু নিপাতরূপ বিঘ্ন ভগবদ্দর্শনের অন্তরায়। এজন্য বহুযত্নে নেত্র সংমার্জনপূর্বক সেই ভাবকে অভিভব করতঃ নেত্র উন্মীলন করিলাম।

৭৯। আমার মোহ-আরম্ভ হইতে স্বাস্থ্যলাভ হওয়া পর্যন্ত সেই দয়ালুপ্রবর শ্রীভগবান আমার প্রতি স্নেহ হেতু মৃদুগম্ভীর কোমল স্বরে বলিলেন—"হে বৎস! সুস্থ হও, শীঘ্র আমার নিকটে আগমন কর। আদি শব্দে আমার প্রতি সম্ভ্রমাদি ত্যাগ কর, কোন ভয় না করিয়া স্বচ্ছন্দে আমার সহিত মিলিত হও।" ইত্যাদিরূপ।

৮০। হর্ষস্য কাষ্ঠাং পরমাং ততো গতো নৃত্যন্মহোন্মাদ-গৃহীতবন্মুহুঃ।
ভ্রশ্যন্নমীভিঃ পরমপ্রয়াসতঃ, সম্প্রাপিতঃ স্থৈর্য্যমথ প্রবোধিতঃ॥

মূলানুবাদ

৮০। হর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলাম এবং মহোন্মাদে বারংবার নৃত্য করিতে লাগিলাম। পরে পার্ষদগণ পরম প্রয়াসে আমার স্থৈর্য সম্পাদন করিয়া প্রবোধিত করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৮০। ততস্তস্মাৎ বচঃশ্রবণাৎ; হর্ষস্য আনন্দস্য পরমাং কাষ্ঠাং গতঃ প্রাপ্তঃ সন্ মহতা উন্মাদেন গৃহীতোঽভিভূত ইব মুহুর্নৃত্যন্, মুহুর্ভ্রশ্যন্ নিপতন্; অমীভিঃ পার্ষদৈঃ পরমপ্রয়াসেন স্থৈর্যং প্রাপিতঃ সন্; অথ ক্ষণানন্তরং প্রবোধিতঃ প্রকর্ষেণ বোধং কারিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮০। অতএব আমি শ্রীভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলাম। অর্থাৎ আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলাম ও উন্মাদ রোগগ্রস্তের ন্যায় বারংবার নৃত্য করিতে লাগিলাম, কিন্তু পদস্খলিত হওয়াতে বার-বার ভূমিতে পতিত হইতে লাগিলাম। তখন সেই পার্ষদগণ বহু যত্ন করিয়া আমার স্থৈর্য সম্পাদন করাইলেন এবং ক্ষণকাল পরে নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্যে আমায় প্রবোধিত করিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ—

৮১। স্বাগতং স্বাগতং বৎস দিষ্ট্যা ভবান্ ময়া।
সঙ্গতোঽত্র ত্বদীক্ষায়াং চিরমুৎকণ্ঠিতেন হি॥

৮২। বহূনি গমিতান্যঙ্গ জন্মানি ভবতা সখে।
কথঞ্চিদপি ময্যাভিমুখ্যং কিঞ্চিদকারি ন॥

মূলানুবাদ

৮১। শ্রীভগবান বলিলেন, হে বৎস! স্বাগত! স্বাগত!! আমি বহুদিন হইতে তোমাকে এইস্থানে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম।

৮২। সে সখে! তুমি বহুজন্ম ক্ষেপণ করিয়াছ, তথাপি কোনপ্রকারে কিঞ্চিন্মাত্রও আমার প্রতি আভিমুখ্য প্রকাশ কর নাই।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৮১। তস্য সম্যক্ স্বস্থতাপাদনাদ্যর্থং স্বয়মেব পরমদয়ালুতয়াতিথ্যবিধিনেব সম্ভাষতে—স্বাগতমিতি। বীপ্সাতিহর্ষে; দিষ্ট্যা ভদ্রং জ্ঞাতম্; হি যস্মাৎ; অত্র শ্রীবৈকুণ্ঠে তব ঈক্ষায়ামবলোকনে চিরমুৎকণ্ঠিতেন ময়া ভবান্ সঙ্গতো মিলিতঃ॥

৮২। চিরোৎকণ্ঠামেব বিবৃণোতি—বহূনীতি দ্বাভ্যাম্। কথঞ্চিৎ কেনাপি প্রকারেণ কিঞ্চিৎ স্বল্পমপি; ময়ি আবিমুখ্যং সম্মুখতা ভবতা নাকারি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮১। আমার সম্যক্ সুস্থতা সম্পাদন জন্য দয়ালু চূড়ামণি সেই ভগবান্ স্বয়ংই আতিথ্যবিধানে আমায় বলিলেন, 'হে বৎস! সুখে আগমন করিয়াছ ত?' আমি বহুদিন হইতে তোমায় দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম, বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, আজ তোমাকে বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম।

৮২। এখন চিরোৎকণ্ঠার হেতু বর্ণন করিতেছেন। হে সখে! তুমি বহু জন্ম অতিবাহিত করিয়াছ, তথাপি কোন জন্মে আমার প্রতি কিছুমাত্র আভিমুখ্য প্রকাশ কর নাই।

৮৩। অস্মিন্নাস্মিন্নিহেহৈব ভবে ভাবী মদুন্মুখঃ।
ইত্যাশয়া তবাত্যন্তং নর্তিতোঽস্মি সদাজ্ঞবৎ॥
৮৪। ছলঞ্চ ন লভে কিঞ্চিদ্‌যেনাদ্যং পরিপালয়ন্।
নিবন্ধং স্বকৃতং ভ্রাতরানয়াম্যাত্মনঃ পদম্॥

মূলানুবাদ

৮৩-৮৪। এই জন্মেই তুমি আমার প্রতি উন্মুখ হইবে, এই আশায় আমি অজ্ঞের মত অনবরত নৃত্য করিয়াছি। হে ভ্রাতঃ! আমি কোনপ্রকার ছল প্রাপ্ত হই নাই যে, সেই ছল অবলম্বন করিয়া আমার পূর্বকৃত আজ্ঞারূপ বেদ-মর্যাদাদি লঙ্ঘন করিয়া এইস্থানে তোমায় লইয়া আসিব।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৮৩। অহন্তু সর্বথৈব ত্বদুন্মুখ ইত্যাহ—অস্মিন্নিতি। অস্মিন্নেব বর্তমানে ভবে জন্মনি ভবান্ ময়ি উন্মুখঃ সাপেক্ষো ভাবী। অস্মিন্নিত্যাদেবেকার্থকস্যাপি পুনঃ পুনরুক্তিরুৎকণ্ঠাবোধনার্থা। যদ্বা, ইহ ইহেতি জন্মান্তর-বিচিত্রাবস্থা গ্রাহ্যা। তথাপি বীপ্সাদ্বয়েন তথৈবার্থঃ। ইতি এবম্ভূতয়া তব তদ্বিষয়য়া আশয়া অজ্ঞবদহমত্যন্তং সদা বহুকালং নর্তিতোঽস্মি; সর্বস্যাশয়া স্বস্যাজ্ঞতুল্যতাকথনেন দর্শনোৎকণ্ঠা-বিশেষবোধনমেবেতি দিক্॥

৮৪। নন্বেবং চেত্তর্হি সর্বশক্তিমতা স্বয়মেব কথমহমত্র পুরম্নানীতস্তত্রাহ—ছলমিতি। ব্যাজমাত্রমপি কিঞ্চিন্ন লভে, যেন ছলেন হেতুনা আদ্যং পুরাতনং নিবন্ধং স্বস্বমর্যাদা-স্থাপনাদিরূপং নিয়মং স্বেন ময়ৈব নিজাজ্ঞারূপ বেদাদি-প্রবর্তনদ্বারা কৃতং পরিপালয়ন্ রক্ষন্ সন্ হে ভ্রাতরাত্মনঃ পদং শ্রীবৈকুণ্ঠমিমমানয়ামি। অনুমতৌ সম্ভাবনায়াং বা পঞ্চমী। সঙ্কেত-পরিহাসাদিকৃতেন সন্নামকীর্তনাদিনা কেনাপি প্রকারেণ কদাপি ময়া সহ ভবতঃ সম্বন্ধো মাঽভূৎ, যেন স্বকৃতসেতুমপ্যতি-ক্রম্যাজামিলাদিবদাকৃষ্যানয়ামীতি ভাবঃ। অন্যথাঽনৌচিত্যপ্রসঙ্গেনানর্থাপত্তেরিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৩। (এই বাক্যামৃতের দ্বারা প্রভু জগতকে জানাইলেন যে,) আমি সর্বক্ষণ জীবের প্রতি উন্মুখ। তাহাতেই বলিতেছেন—'অস্মিন্' ইত্যাদি। এই জন্মেই তুমি আমার প্রতি উন্মুখ হইবে, এই আশায় আমি অজ্ঞের মত নৃত্য করিয়াছি।

'অস্মিন্নেব' এই বর্তমান জন্মেই তুমি উন্মুখ হইবে; এই উন্মুখ-সাপেক্ষতায় আমি ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে থাকি যে, এইবারেই তুমি আমার কথা মনে করিবে। মূল শ্লোকে 'অস্মিন্' শব্দ দুইবার প্রয়োগ হইয়াছে, যদিও উভয় শব্দ একার্থবাচক; তথাপি পুনরুক্তি উৎকণ্ঠা বোধনার্থ জানিতে হইবে। অথবা ইহাই জন্মান্তর বিচিত্রাবস্থার দ্যোতক, সুতরাং উভয় অর্থই সমীচীন। যেহেতু, এই জন্মেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইয়াছে, আর 'তুমি আমার প্রতি উন্মুখ হইবে।—এই আশায় আমি অজ্ঞের মত বহুদিন নৃত্য করিয়াছি। এস্থলে নিজের অজ্ঞতুল্যতা কথনের দ্বারাই দর্শনোৎকণ্ঠাবিশেষই বোধিত হইতেছে।

৮৪। যদি বল, এরূপাবস্থায় আপনি স্বয়ংই আনিলেন না কেন? অর্থাৎ আপনি সর্বশক্তিমান এবং আনিবার জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা পোষণ করিয়াও কি জন্য এই বৈকুণ্ঠে আনয়ন করিলেন না? তাহাতেই বলিতেছেন, আমি আমার নাম-কীর্তনাদিরূপ কোন প্রকার ছল প্রাপ্ত হই নাই যে, সেই ছল অবলম্বন করিয়া এই বৈকুণ্ঠলোকে তোমায় আনয়ন করিব। কিছুমাত্র ব্যাজ (ছল) প্রাপ্ত হইতেছি না যে, সেই ছলে (হেতুতে) আমার পুরাতন নিবন্ধ স্বমর্যাদা স্থাপনাদি রূপ নিয়ম, যাহা আমি নিজ বাক্যরূপ বেদাদি প্রবর্তন দ্বারা মর্যাদা মার্গ স্থাপন করিয়াছি; কিরূপে স্বয়ং তাহা উল্লঙ্ঘন করিব? হে ভ্রাতঃ! সেইজন্যই আমি তোমাকে শ্রীবৈকুণ্ঠে আনয়ন করিতে পারি নাই। সঙ্কেত পরিহাসাদিরূপেও আমার নামকীর্তনাদি দ্বারা কোন প্রকারেও আমার সহিত তোমার সম্বন্ধ হয় নাই যে, সেই সম্বন্ধ অবলম্বনে সৎকৃত সেতু অতিক্রম করতঃ অজামিলাদির ন্যায় আকর্ষণ পূর্বক এস্থানে তোমাকে আনয়ন করিব। অহো! তাহা যখন হইল না, তখন অনুচিত প্রসঙ্গে অনর্থ উৎপত্তি হইবার ভয়ে ব্যথিত হইতে লাগিলাম।

সারশিক্ষা

৮৪। জীবের প্রতি শ্রীভগবানের সাধারণ কৃপা সর্বদা বিদ্যমান থাকিলেও বিশেষ কৃপা ব্যতীত সংসার মুক্তি হয় না। যদিও সেই বিশেষ কৃপার হেতুও শ্রীভগবান, তথাপি তিনি জীবোদ্ধার ব্যাপারে স্বয়ং অপেক্ষা নিজ নাম স্বরূপেই অধিক কৃপা প্রকাশ করেন। শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহার নাম জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও জীব যখনই সেবোন্মুখ হয় অর্থাৎ নামাভাসাদি কোনরূপে শ্রীনামের প্রতি উন্মুক্ত হয়, স্বপ্রকাশস্বরূপ শ্রীনাম তখনই কৃপাপরবশ হইয়া তাহার প্রাকৃত রসনায় বা কর্ণেন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হওত হৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন। অতএব নাম ও নামী একবস্তু ও অভিন্নাত্মা হইলেও উভয়ের মধ্যে কৃপার পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

অন্যত্র সঙ্কেতপূর্বক নামোচ্চারণকে নামাভাস বলে। নামে অপরাধ না থাকিলে শ্রীঅজামিলের মত জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। নামের মুখ্য ফল প্রেমলাভ, পাপক্ষয় ও সংসারমুক্তি তাহার আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। অতএব নামই নামোচ্চারণকারীকে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। এস্থলে শ্রীভগবান নিজস্বরূপ হইতেও নিজের নামকেই বড় করিলেন। অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপের (নামীরূপে) প্রকাশ হইতে নামরূপ প্রকাশেই কৃপায় আধিক্য প্রকট করিলেন।

শ্রীভগবান মায়াবদ্ধ মনুষ্যের উদ্ধারের নিমিত্ত যতপ্রকার সাধন ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই সাধনসমূহ সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত হইলে, তবে তাহার সাধ্যফল লাভ করিয়া জীব ক্রমশঃ শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু মায়াবদ্ধ মনুষ্যের মায়িক মনের মিথ্যা কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাভিমান হইতে অনাদিকাল-সঞ্চিত কামনা-বাসনাদিরূপ মল দ্বারা বজ্রলেপের ন্যায় সেই মন এরূপ দৃঢ়ীভূত হইয়াছে যে, সেই মনের দ্বারা সে তাহার নিত্য শ্রেয়ঃস্বরূপ আত্মার স্বাভাবিকী ধর্মরূপ যে ভগবদ্দাস্য, তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। এজন্য অনন্তকাল জীব কর্মচক্রে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাতেই শ্রীভগবান বলিলেন, "তুমি বহু জন্ম ক্ষেপন করিয়াছ, কোন জন্মেই আমার প্রতি উন্মুখ হও নাই।" বাস্তবিক পক্ষে জীবের উন্মুখ হইবার মত শক্তি নাই। সেজন্য শ্রীভগবান জীবের সংসার-দুর্দশা মোচনের জন্য স্বয়ংই নামরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এজন্য কোন প্রকারে নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই জীব কৃতার্থ হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের আজ্ঞারূপ বেদাদি শাস্ত্রসম্মত ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্জাত হইলে জীবের অনাদি সঞ্চিত পাপ-পুণ্যের বিনাশ হয় বলিয়া উত্তরকালে ভোগ প্রবৃত্তির কোন আশঙ্কা থাকে না। এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্মের বিনাশ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের গতি দেহপাত না হওয়া পর্যন্ত নিঃশেষ হয় না। যেমন, অগ্নিতে দগ্ধ করিলে বীজ সকলের অঙ্কুরোদ্গমনীশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে অনাদিকালের সঞ্চিত কর্মরাশি (অপ্রারব্ধাদি) বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু আরব্ধ কর্মের বিপাক দেহপাত না হওয়া পর্যন্ত বিনষ্ট হয় না। যেমন বেগক্ষয় না হইলে কুম্ভকারের চক্র নিয়ত ভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানীর আরব্ধ কর্মও ফলভোগ না হওয়া পর্যন্ত নিঃশেষ হয় না। পরন্তু শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ মাত্রেই ঐ আরব্ধ কর্মরাশি ও তাহার গতি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ, শ্রীনাম স্বয়ংই পরব্রহ্ম। জীবের প্রারব্ধ কর্মের গতিরোধ করিতে সমর্থ। নামের এইরূপ অচিন্ত্য শক্তির কথাই শ্রীভগবান বলিলেন—"আমি আমার নাম-কীর্তনাদি কোন প্রকার ছল প্রাপ্ত হই নাই যে, সেই ছল অবলম্বন করতঃ পূর্ব আজ্ঞারূপ বেদবিধি লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে এস্থানে আনয়ন করি।" অতএব শ্রীনামরূপে শ্রীভগবানের যে কৃপা তাহার তুলনা হয় না।

৮৫। তত্তে ময্যকৃপাং বীক্ষ্য ব্যগ্রোঽনুগ্রহকাতরঃ।
অনাদিং সেতুমুল্লঙ্ঘ্য ত্বজ্জন্মেদমকারয়ম্॥
৮৬। শ্রীমদ্গোবর্ধনে তস্মিন্ নিজপ্রিয়তমাস্পদে।
স্বয়মেবাভবং তাত জয়ন্তাখ্যঃ স তে গুরুঃ॥

মূলানুবাদ

৮৫-৮৬। হে বৎস! আমার প্রতি তোমার এতাদৃশ উপেক্ষা দেখিয়া ব্যাকুল হইলাম এবং তোমার অনুগ্রহ-কাতর হইয়া অনাদি স্বকৃত ধর্ম্মমর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া নিজ প্রিয়াস্পদ সেই শ্রীগোবর্ধনে তোমার জন্মগ্রহণ করাইলাম এবং আমি স্বয়ং জয়ন্ত-নামে তোমার গুরুরূপে অবতীর্ণ হইলাম।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৮৫-৮৬। ননু তর্হি কথমিদানীং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তদিতি সার্ধেন, তস্মান্মদ্বিষয়ক-ভবদুপেক্ষণাৎ। অকৃপাং কৃপারাহিত্যং বীক্ষ্য ব্যগ্রো ব্যাকুলঃ সন্ অনাদিং সার্বকালিকং সেতুং স্বকৃতমর্যাদামুল্লঙ্ঘ্যাপি ইদং বর্তমানং তব জন্ম তস্মিন্ ত্বদনুভূতেঽনির্বচনীয়ে বা নিজে মামকে প্রিয়তমে আস্পদে ক্ষেত্রে শ্রীমতি গোবর্ধনেঽকারয়ং প্রাপয়মিত্যন্বয়ঃ; যতঃ অনুগ্রহেণ কাতরো বিবশঃ। কিঞ্চ, হে তাত! স্বয়মেবাহং স জয়ন্তাখ্যস্তব গুরুরুপদেষ্টা অভবম্; অতো ভগবৎ কৃপয়ৈব ভগবৎপ্রাপ্তিরিতি জ্ঞেয়ম্। যথোক্তং শ্রীব্রহ্মণা দ্বিতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ২।৭।৪২)—'যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ, সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্। তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং, নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥' ইতি। অস্যার্থঃ—স ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়মেব যেষাং যান্ প্রতি দয়য়েৎ দয়াং কুর্যাৎ, তত্র চ যদি নির্ব্যলীকং নিশ্ছিদ্রং দয়য়েৎ, তদা তে সর্বাত্মনা সর্বভাবেন আশ্রিতচরণারবিন্দাঃ সন্তঃ দুস্তরামপি দেবস্য তস্য মায়ামতিতরন্তি। চকারান্মুক্তিমপি তুচ্ছীকৃত্য শ্রীবৈকুণ্ঠং যান্তি চ। প্রত্যক্ষমেব তেষাং মায়াতিতরণলক্ষণমিত্যাহ—'যেষাম্' ইতি। শ্ব-শৃগালানাং ভক্ষ্যে দেহে মমাহমিতিধীর্ন ভবতি, কিন্তু ভগবৎপরেষ্বেবেতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৫-৮৬। যদি বল, তাহা হইলে এখন কিরূপে হইল? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'তত্তে' ইত্যাদি। আমার প্রতি তোমার উপেক্ষা দেখিয়া বুঝিলাম যে, তুমি আমাকে কোন প্রকারে অনুগ্রহ করিবে না। আমার প্রতি তোমার এই

প্রকার কৃপারাহিত্য দেখিয়া ব্যগ্র ও অনুগ্রহ-কাতর হইলাম। পরে আমি অনাদি সেতু-স্বকৃত ধর্ম মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া নিজ প্রিয়তম আস্পদ স্বরূপ সেই শ্রীমৎ গোবর্ধন-ক্ষেত্রে তোমার জন্মগ্রহণ করাইলাম। যেহেতু, আমি তোমার অনুগ্রহ-কাতর (ভিখারী) সুতরাং বিবশ। অতএব হে তাত! আমিই জয়ন্ত নামে তোমার গুরু হইলাম। ইহার তাৎপর্য এই যে, ভগবৎ কৃপাই ভগবৎ প্রাপ্তির হেতু, অর্থাৎ ভগবৎ কৃপা ব্যতীত ভগবানকে পাওয়া যায় না। এবিষয়ে শ্রীব্রহ্মা দ্বিতীয়স্কন্ধে নিজেই বলিয়াছেন—সেই অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগের প্রতি স্বয়ং করুণা করেন এবং সেই করুণা যদি অকপট হয়, তবে যাঁহারা একাগ্রমনে তাঁহার শ্রীচরণে শরণ লয়েন, তাঁহারা অতি দুস্তর দেবমায়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। কুক্কুর ও শৃগালের ভক্ষ্য এই অনিত্য দেহে 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া তাঁহাদিগের আর অভিমান থাকে না। এস্থলে 'নিষ্কপট' পদটি ভগবদ্ কৃপার বিশেষণ। অন্যথায় তাঁহার সাধারণ কৃপা সর্ব জীবের সর্বাভীষ্ট সাধন করিয়া দিতেছেন। অতএব এই কৃপা নিষ্কপট—কেবল নিজপদারবিন্দ-সম্মুখীকরণী এবং ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ তৃষ্ণা-বিঘাতক ভক্তিবিশেষ। তাই এস্থলে 'চ' কার অর্থে মুক্তিকেও তুচ্ছ করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করেন। সেই মায়াতরণের লক্ষণ 'যেষাম্' শ্লোকে স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন, 'আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, অল্পে অল্পে তাহার ধন হরণ করিয়া লই, দুঃখের উপর দুঃখ দেখিয়া উহার স্বজনেরা আপনা আপনিই ত্যাগ করিয়া যায়। তাহার পর সে যখন সর্ববিষয়ে নির্বিন্ন হইয়া মৎপর হয়, তখনই আমি তাহার প্রতি বিশেষ কৃপা করি।' অতএব কুক্কুর-শৃগালের ভক্ষ্য অনিত্য দেহে অহং মমতার অভিমান না হইয়া তৎপরিবর্তে ভগবৎ পরতারূপ অভিমান হইয়া থাকে।

সারশিক্ষা

৮৫-৮৬। অতএব ভজন-ক্রিয়াশীলতার মূলে শ্রীগুরু-কৃপা বিদ্যমান। এজন্য শ্রীগুরুদেব যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, শ্রীভগবানও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। 'যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদঃ' ইত্যাদি।

যাহা নিজ আজ্ঞারূপ শাস্ত্রদ্বারে এবং অন্তর্যামিরূপে প্রেরণা দ্বারা জীবকে অবিদ্যার আবরণ হইতে উন্মুক্ত করিতে ও শ্রীকৃষ্ণচরণ-সমীপে পৌছাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত হয় না, তাহাই গুরুরূপে অনায়াসে সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীগুরুরূপে শ্রীভগবান কৃপা করিয়া উপদেশ প্রদান করেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রভু, তুমি তাহার নিত্যদাস, তদীয় সেবাই তোমার একমাত্র কর্তব্য।'—এইরূপ দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা পরম করুণাময় শ্রীগুরুর মহত্ত্বের তুলনা নাই।

৮৭। কামং দীর্ঘতমং মেঽদ্য চিরাত্ত্বং সমপূরয়ঃ।
স্বস্য মেঽপি সুখং পুষ্ণন্নত্রৈব নিবস স্থিরঃ॥

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

৮৮। এতচ্ছ্রীভগবদ্বাক্যমহাপীযূষপানতঃ।
মত্তোঽহং নাশকং স্তোতুং কর্ত্তুং জ্ঞাতুঞ্চ কিঞ্চন॥

মূলানুবাদ

৮৭। তুমি অদ্য আমার দীর্ঘকালের আশা সম্পূর্ণ করিয়াছ। এক্ষণে এইস্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া আমার ও নিজের সুখ পুষ্ট কর।

৮৮। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, হে মাথুর বিপ্র। এইরূপে শ্রীভগবানের বাক্যরূপ মহাপীযূষ পান করিয়া মত্ত হইলাম; তজ্জন্য তখন আমি স্তব করিতে বা আর যে কোন কর্ত্তব্য, তাহাও জানিতে পারি নাই।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৮৭। এবমপি ময়া তে কিং নামোপকৃতম্? ত্বয়া চ মহানেবোপকারঃ কৃত ইতি বিনয়েনাহ—কামমিতি। ত্বমেব দীর্ঘতমং চিরকালীনং মম কামং বাঞ্ছামদ্য চিরাৎ চিরকালেন সম্যক্ অপূরয়ঃ। অতঃ স্বস্য ভগবতো মে মমাপি সুখং পুষ্ণন্ বিস্তারয়ন্ অত্র বৈকুণ্ঠে স্থিরঃ অব্যগ্রঃ সন্ নিতরাং বস বাসং কুরু॥

৮৮। ইত্যেবমেতদুক্তরূপং শ্রীভগবদ্বাক্যমেব মহাপীযূষং, তস্য পানতো মত্তো বিস্মৃতাখিলঃ সন্ ভগবন্তং স্তোতুং কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং জ্ঞাতুঞ্চ নাশকম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৭। ভাল, তাহা হইলে আমার দ্বারা আপনার কি উপকার হইল? তুমি আমার মহান্ উপকার করিয়াছ। তাই বিনয়ের সহিত বলিতেছেন,—'কামং' ইত্যাদি। তুমি অদ্য আমার সুদীর্ঘকালের অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছ। অতএব এক্ষণে আমার সুখবর্ধনের নিমিত্ত স্থিরভাবে এইস্থানেই বাস কর, কোনরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিও না।

৮৮। এই প্রকারে শ্রীভগবানের বাক্যরূপ মহাপীযূষ পান করিয়া আমি এমন মত্ত হইলাম যে, স্তবাদির কথা দূরে থাকুক, 'কে আমি, কোথায় আছি' তাহাও ভুলিয়া গেলাম, এজন্য তখন কিছু করিতে বা জানিতে পারি নাই।

৮৯। অগ্রে স্থিতা তস্য তু বেণুবাদকা,
গোপার্ভবেশাঃ কতিচিন্ময়া সমাঃ।
আশ্বাস্য বিশ্বাস্য চ বেণুবাদনে,
প্রাবর্তয়ন্ স্নিগ্ধতরাবিকৃষ্য মাম্॥

৯০। এতাং স্ব-বংশীং বহুধা নিনাদয়ন্,
গোবর্ধনাদ্রিপ্রভবাং মহাপ্রিয়াম্।
শ্রীমাধবং তং সমতোষয়ং মহা,
বৈদগ্ধ্যসিন্ধুং সগণং কৃপানিধিম্॥

মূলানুবাদ

৮৯। পরে দেখিলাম, আমার মত কতিপয় গোপবালক বেশধারী বেণুবাদক প্রভুর অগ্রে বেণু বাদন করিতেছেন। তাঁহারা আমাকে আকর্ষণ করতঃ স্নেহপূর্ণ বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া বেণু বাদনে প্রবর্তিত করিলেন।

৯০। আমিও তখন গোবর্ধন পর্বতোৎপন্ন মহাপ্রিয় এই বংশী নিনাদিত করিয়া মহাবৈদগ্ধ্যসাগর সগণ সহিত কৃপানিধি শ্রীমাধবকে সন্তোষিত করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৮৯। তস্য শ্রীভগবতোঽগ্রে পুরতঃ স্থিতাস্তু কতিচিদ্বেণুবাদকা মাং বিকৃষ্য বলান্নিজসঙ্গে নীত্বা বেণুবাদনে প্রাবর্তয়ন্ প্রবর্তিতবন্তঃ। কুতঃ? ময়া সমাঃ সদৃশাঃ। যতো গোপার্ভাণামিব বেশো যেষাং তে; অতঃ স্নিগ্ধতরাঃ। অতএব আশ্বাস্য সান্ত্বয়িত্বা স্বস্থায়িত্বা বা বিশ্বাস্য চ সখ্যমুৎপাদ্য॥

৯০। এতাং মৎকরে প্রত্যক্ষং বর্তমানাম্; এবং তস্যা অপি নির্বিকারিত্বাদিকং দর্শিতম্। তত্র হেতুঃ—গোবর্ধনাদ্রিপ্রভবাম্, অতএব মহাপ্রিয়াং স্ববংশীং নিনাদয়ন্ বাদয়ন্; তং শ্রীভগবন্তং সম্যগতোষয়ম্; শ্রীমাধবমিত্যনেন লক্ষ্ম্যা অপি সন্তোষণং ধ্বনিতম্। মহাবৈদগ্ধ্যসিন্ধুমিতি বংশীবাদনে নিজকৌশলবিশেষঃ সূচিতঃ। কৃপানিধিমিতি নিজৌদ্ধত্যং পরিহৃতম্; যদ্বা শ্রীমাধবস্যাপি অতএব মহাবৈদগ্ধ্যসিন্ধোরপি মদ্‌বংশীনিনাদেন সন্তোষণং কেবলং তস্য কৃপানিধিত্বাদেব॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৯। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম, শ্রীভগবানের অগ্রে আমার মত গোপাল বেশধারী কতিপয় সমবয়স্ক বালক বেণুবাদন করিতেছেন। তাঁহারা বলপূর্বক আমায়

আকর্ষণ করিয়া স্নেহপূর্ণবাক্যে আশ্বাস প্রদান করতঃ বেণুবাদনে প্রবর্তিত করিলেন। কেন? তাঁহারা আমার সদৃশ অর্থাৎ আমার মত গোপবালকের বেশধারী; অতএব আমার প্রতি স্নেহসম্পন্ন। এজন্য তাঁহারা আমায় আশ্বাস প্রদান করিয়া সান্ত্বনা করিলেন। অর্থাৎ সখ্যভাব প্রকাশ করিলেন।

৯০। এই বংশীই তখন আমার হস্তে বিদ্যমান ছিল। এতদ্দারা বংশীরও নির্বিকারত্ব প্রদর্শিত হইল। যেহেতু, আমার এই বংশী গোবর্ধন পর্বতোদ্ভব বংশপর্বে নির্মিত। অতএব আমিও মহাপ্রিয় এই বংশী নিনাদিত করিয়া মহাবৈদগ্ধ্যসাগর শ্রীমাধবকে সন্তোষিত করিলাম। 'শ্রীমাধব' এই বাক্যে শ্রীলক্ষ্মীও সন্তোষিত হইলেন বুঝিতে হইবে। আর মহাবৈদগ্ধ্যসিন্ধু বলাতে বংশীবাদনে নিজ কৌশলবিশেষ সূচিত হইয়াছে। কৃপানিধি বলাতে নিজের ঔদ্ধত্য পরিহার হইয়াছে। অথবা মহাবৈদগ্ধ্যসিন্ধু শ্রীমাধবও আমার এই বংশী নিনাদের দ্বারা সন্তোষিত হইলেন। মহাবৈদগ্ধ্যসিন্ধুর এই প্রকারে আনন্দলাভ কেবল তাঁহার কৃপানিধিত্ব গুণেরই পরিচায়ক। যেহেতু, কৃপার স্বভাব—অল্পকেও বহুমানন করা।

৯১। যথাকালং ততঃ সর্বে নিঃসরন্তো মহাশ্রিয়ঃ।
আজ্ঞয়া নির্গমানিচ্ছুং যুক্ত্যা মাং বহিরানয়ন্॥

৯২। তত্রাপরস্যেব মহাবিভূতীরুপস্থিতাস্তাঃ পিরহৃত্য দূরে।
স্বয়ং সতীরাত্মনি চাপ্রকাশ্য, গোপার্ভরূপো ন্যবসং পুরেব॥

৯৩। সচ্চিদানন্দরূপাস্তাঃ সর্বাস্তত্র বিভূতয়ঃ।
স্বাধীনা হি যথাকামং ভবেয়ুঃ সম্প্রকাশিতাঃ॥

মূলানুবাদ

৯১। অনন্তর যথাকাল (ভোজনসময়) জানিয়া মহাশোভাযুক্ত পার্ষদগণ বহির্গত হইলেন। যদিও আমার বাহিরে আসিবার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি শ্রীমহালক্ষ্মীর আদেশানুসারে পার্ষদগণ আমাকে কৌশলে বাহিরে আনয়ন করিলেন।

৯২। সেই সময় মহাবিভূতিসকল আমার নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু আমি যত্নের সহিত তাঁহাদিগকে দূরে পরিহার করিলাম এবং নিজস্থিত বিভূতিসকলও গোপন করিয়া পূর্বের ন্যায় অকিঞ্চন গোপবালকরূপেই সেই বৈকুণ্ঠ বাস করিতে লাগিলাম।

৯৩। এই স্থানের সচ্চিদানন্দরূপা বিভূতিসকল স্বাধীন এবং যথেচ্ছভাবে স্বয়ংই সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৯১। ততশ্চ যথাকালং বহির্নিঃসরণাবসরে প্রাপ্তে সর্বে পার্ষদাস্ততো ভগবৎপার্শ্বতো নিঃসরন্তো বহির্ভবন্তঃ সন্তঃ, নির্গমে বহির্ভবনে অনিচ্ছুমপি মাং যুক্ত্যা উপায়েন বহিরানয়ন্। মহালক্ষ্ম্যা আজ্ঞয়েতি ভোজনাদ্যবসরে তস্মিন্ তস্যা এব স্থিতিযোগ্যত্বাৎ। যদ্বা, লৌকিকরীত্যা তস্য এব বক্ষ্যমাণ মহাবিভূতি-সম্পাদনপূর্বক-বৈকুণ্ঠবাসসুখভোগদাপনাধিকারাদিতি দিক্॥

৯২। ততশ্চ অপরস্যান্যস্য বৈকুণ্ঠবাসিন ইব স্বয়মেবোপস্থিতাস্তা অনির্বচনীয়া মহাবিভূতীর্দূরে পরিহৃত্য উপেক্ষ্য পুরেব পূর্ববদকিঞ্চনতয়া গোপবালকরূপ এব তত্র বৈকুণ্ঠে ন্যবসম্। ন কেবলমন্যদত্তা এব পরিহৃতাঃ নিজাশ্চ ন প্রকটিতা ইত্যাহ—স্বয়মেব বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তি-স্বভাবেন আত্মনি ময্যের সতী বর্তমানা অপি মহাবিভূতীরপ্রকাশ্য চ অনাবির্ভাব্য॥

৯৩। তথাপি বিশেষাত্তত্র তুল্যতৈব পর্যবস্যতীত্যাহ—সদিতি। হি যস্মাত্তত্র

বৈকুণ্ঠে। যথাকামং নিজেচ্ছানুসারেণ তাঃ সর্বা অপি বিভূতয়ঃ সম্যক্ প্রকাশিতা বিস্তারিতা ভবেয়ুঃ। যতঃ স্বাধীনা নিজায়ত্তাঃ। ন চ তাসাং প্রকাশনেঽপি প্রাকৃতবিষয়াসঙ্গ ইব কোঽপি দোষঃ প্রসজ্যেতেত্যাহ—'সচ্চিদানন্দরূপাঃ' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯১। অতঃপর আমি যথাসময়ে পার্ষদগণসহ ভগবানের নিকট হইতে বহির্গত হইলাম। যদিও আমার বহির্গমনের ইচ্ছা ছিল না, তথাপি সেই পার্ষদগণ কৌশলপূর্বক আমাকে বাহিরে আনয়ন করিলেন। কারণ, মহালক্ষ্মীর আজ্ঞানুসারে শ্রীভগবানের ভোজন-সময়ে তথায় কেহ থাকিতে পারিবে না, ভোজনকালে একমাত্র মহালক্ষ্মীরই অধিকার। অথবা লৌকিকরীতি অনুসারে সকলকে স্বচ্ছন্দতা-সুখ প্রদানের নিমিত্ত প্রভুর ইচ্ছায় সকলে বাহিরে গমন করিলেন। এইরূপে মহাবিভূতি সম্পাদনপূর্বক বৈকুণ্ঠবাস-সুখ-ভোগাদিরও আপন আপন অধিকার নির্দিষ্ট আছে।

৯২। তদনন্তর আমি অন্যান্য বৈকুণ্ঠবাসিদিগের মত স্বয়ং উপস্থিত অনির্বচনীয় মহাবিভূতিসকল প্রাপ্ত হইলেও তাহা গ্রহণ করিলাম না; বরং দূরে পরিহার করিয়া পূর্ববৎ অকিঞ্চন গোপবালকের বেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেবল যে অপরের প্রদত্ত মহাবিভূতিসকল পরিত্যাগ করিলাম, তাহা নহে; প্রত্যুত নিজস্থিত বিভূতিসকলও প্রকটিত না করিয়া, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির স্বভাবে স্বতঃই আমাতে বিদ্যমান যে সকল মহাবিভূতি, তাহাও প্রকাশ না করিয়া সেই বৈকুণ্ঠে বাস করিতে লাগিলাম।

৯৩। তথাপি সেই বিশেষত্ব তুল্যরূপেই পর্যবসিত হইয়া থাকে। যেহেতু, সেই বৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দরূপ বিভূতিসকল স্বাধীন। যথাকাম অর্থাৎ নিজের ইচ্ছানুসারে সেই সকল বিভূতি সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেহেতু, তাহারা স্বাধীন নিজায়ত্ত। বস্তুতঃ সেই সকল বিভূতির সম্যক্ প্রকাশ থাকিলেও প্রকৃত বিষয়সঙ্গ-রহিত বলিয়া তাহাতে কোন দোষ প্রসক্তি হয় না। কারণ সেই সকল বিভূতি 'সচ্চিদানন্দরূপা'।

৯৪। ইত্থন্তু বৈভবাভাবে বৈভবং বৈভবেঽপি চ।
অকিঞ্চনত্বং ঘটতে বৈকুণ্ঠে তৎস্বভাবতঃ॥

৯৫। তথাপি পূর্বাভ্যাসস্য বলেন মহতা প্রভোঃ।
ভজনং খলু মন্যেঽহং দীনবৃত্ত্যা সদা সুখম্॥

৯৬। তদা হৃদীদং পরিনিশ্চিতং ময়া, ধ্রুবং স্বকীয়াখিল-জন্ম-কর্মণাম্।
ফলস্য লভস্য কিলাধুনা পরা, সীমা সমাপ্তা ভগবৎকৃপাভরাৎ॥

মূলানুবাদ

৯৪। এইজন্য তথায় বৈভবের অপ্রকটেও বৈভব সকল স্বয়ংই প্রকটিত হইয়া থাকে, আবার বৈভব প্রকটিত হইলেই অকিঞ্চনত্বও উপস্থিত হয়। ইহা বৈকুণ্ঠলোকের অসাধারণ স্বভাব।

৯৫। তথাপি আমি পূর্বাভ্যাস বলে অকিঞ্চনভাবে সর্বদা মহাপ্রভুর ভজনকেই সুখকর বিবেচনা করিতাম।

৯৬। তখন আমি হৃদয়ে নিশ্চয় করিলাম যে, এক্ষণে আমি ভগবৎ কৃপাবলে স্বীকার অখিল জন্ম কর্মের লভ্য ফলের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছি।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৯৪। ইত্থমুক্তপ্রকারেণ বৈভবানাং বিভূতীনামভাবে অপ্রাকট্যেঽপি বৈভবং ঘটতে; সদা স্বাধীনতয়া স্বস্মিন্নেব বিদ্যমানত্বাৎ। বৈভবে বিভূতিবিস্তারণেঽপি অকিঞ্চনত্বমেব ঘটতে; সচ্চিদানন্দরূপত্বেন তেষাং স্বস্মাদভিন্নত্বাৎ। কুত? তস্য বৈকুণ্ঠস্য স্বভাবতঃ; তত এষ এব শ্রীবৈকুণ্ঠলোকস্য স্বভাব ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মঘনত্বেনৈক-রূপতা বিচিত্রভজনানন্দরসময়ত্বেন চ নানারূপতেতি প্রাগুদ্দিষ্টমেবাস্তি॥

৯৫। তথাপি এবমভেদেঽপি সদা দীনবদ্বৃত্ত্যা স্থিত্যা যৎ শ্রীমহাপ্রভোর্ভজনং তদেব খলু নিশ্চিতং সুখং মন্যে। কুতঃ? পূর্বাভ্যাসস্য সদা নিষ্কিঞ্চনতয়ৈব ভক্ত্যা বৃত্তের্বলেন যদ্যপি প্রায়স্তত্রত্যানাং তেষামপি তাদৃশত্বমেব, তথাপ্যস্য প্রাপ্যবিশেষেণ তদনুরূপো ভাবো ব্যবহারশ্চ কার্য ইতি জ্ঞেয়ম্। এবমন্যদপ্যূহ্যম্॥

৯৬। ইদন্তাপরামৃষ্টমেব নির্দিশতি—ধ্রুবমিতি। স্বকীয়ানামখিলানাং জন্মনাং কর্মণাঞ্চ; যদ্বা, স্বকীয়-সম্পূর্ণজন্মনো যানি কর্মাণি তেষাং লভ্যস্য লব্ধুং যোগ্যস্য ফলস্য পরা চরমা সীমা ভগবতঃ কৃপাভরাৎ কারুণ্যাতিশয়েন। অধুনা শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তৌ সত্যমেব সমাপ্তা পরিপূর্ণ ময়া ময়া সম্যক্ প্রাপ্তা বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৪। উক্ত প্রকারে তথায় বৈভবের অপ্রাকট্য হইলেও বৈভব সংঘটিত হয়। যেহেতু, বৈভবের অভাবেও বৈভবের কারণ সর্বদা স্বাধীনভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার বৈভবে বিভূতি বিস্তার হইলেও অকিঞ্চনতার হানি হয় না। কেননা, বৈভব উপস্থিত হইলেই অকিঞ্চনত্বও উপস্থিত হয়। এইরূপ সচ্চিদানন্দরূপত্ব হেতু তাঁহাদের নিজ নিজ স্বভাবও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। তাহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? বৈকুণ্ঠলোকের এই প্রকার অসাধারণ স্বভাববশেই তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অথবা সেই লোকের স্বভাবে উহা স্বেচ্ছাবশতঃ স্বতঃই সংঘটিত হইয়া থাকে। এইরূপে ব্রহ্মঘনত্ব প্রযুক্ত একরূপতা বা অপৃথক্ এবং বিচিত্র ভজনানন্দরসময়ত্বের জন্য অনন্ত বৈচিত্রীসম্পন্ন। অতএব পৃথকত্ব-হেতু সর্বদোষগন্ধস্পর্শশূন্য, কেবল আনন্দোল্লাসমাত্রেই পর্যবসিত হইতেছে। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

৯৫। তথাপি এইরূপ পরিপূর্ণ বৈভবযুক্ততা ও নিষ্কিঞ্চনতা উভয়ে সমান হইলেও অকিঞ্চনভাবে দীনবৎবৃত্তি দ্বারা সদা শ্রীমহাপ্রভুর ভজনকেই নিশ্চিত সুখকর বলিয়া মনে করিতাম। কেন সুখকর মনে করিতেন? পূর্বাভ্যাস বশে এবং সদা নিষ্কিঞ্চন ভাবে শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তিবৃত্তি বলে। যদিও তথায় সেইরূপ উপাস্য বা প্রাপ্য বিশেষের তদনুরূপ ভাব ও ব্যবহার সচরাচর দৃষ্ট হয় না, তথাপি আমি পূর্ব হইতেই অনুভব করিয়াছি যে, নিষ্কিঞ্চন বৃত্তি দ্বারাই অধিকতর ভজনসুখ বৃদ্ধি হয়।

৯৬। এক্ষণে চিন্তার বিষয় নির্দেশ করিতেছেন—'ধ্রুব' ইত্যাদি। তখন আমি মনে মনে নিশ্চয় করিলাম যে, আমি এক্ষণে ভগবৎ কৃপাবলে স্বীয় অখিল জন্ম ও কর্মের লভ্য ফলের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছি। অধুনা সত্যই আমার শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি সম্যকরূপে পূর্ণ হইল।

৯৭। অহো সুখং কীদৃগিদং দুরূহমহো পদং কীদৃগিদং মহিষ্ঠম্।
অহো মথাশ্চর্যতরঃ প্রভুশ্চ, কীদৃক্ তথাশ্চর্যতরা কৃপাস্য॥

৯৮। অথ প্রভোশ্চামরবীজনাত্মিকাং, সমীপসেবাং কৃপয়াধিলম্ভিতঃ।
নিজাং চ বংশীং রণয়ন্ সমাপ্লবং, তদীক্ষণানন্দভরং নিরন্তরম্॥

৯৯। পূর্বাভ্যাসবশেনানুকীর্তয়ামি কদাপ্যহম্।
বহুধোচ্চৈরয়ে কৃষ্ণ গোপালেতি মহুর্মুহুঃ॥

মূলানুবাদ

৯৭। অহো! এই বৈকুণ্ঠলোকে কি সুখ? আর এই পদও দুরূহ (বাক্য ও মনের অগোচর) বিশেষতঃ এই পদও মহিষ্ঠ। অহো! মহা আশ্চর্যতর এই পদের প্রভুই বা কীদৃক্! আর মহা আশ্চর্যতম তাঁহার কৃপাই বা কীদৃশ!

৯৮। অনন্তর প্রভুর কৃপায় চামর বীজনরূপ সমীপবর্তি সেবা লাভ করিয়া এবং নিরন্তর বংশীবাদন করিতে করিতে আমার প্রতি প্রভুর দৃষ্টিপাত জনিত আনন্দ রাশিতে আপ্লাবিত হইতাম।

৯৯। কোন কোন সময়ে পূর্বাভ্যাসবশতঃ আমি "হে কৃষ্ণ! হে গোপাল!" বলিয়া প্রভুকে বারংবার উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করতঃ নানাভঙ্গী সহকারে অনুকীর্তন করিতাম।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

৯৭। তদেবং বিবৃণোতি—অহো ইতি আশ্চর্যে! ইদমত্রানুভূয়মানং সুখম্। কীদৃক্? কে ন সদৃশমপি তু ন কেনাপি তুল্যং পরমানির্বচনীয়মিতার্থঃ। যতো দুরূহং মনসাপি তর্কয়িতুমশক্যম্। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যান্। ইদং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং চ পদং কীদৃঙ্মহিষ্ঠম্? মহত্তমম্। প্রভুঃ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরশ্চ কীদৃক্? মহাশ্চর্যতরঃ। অস্য প্রভোঃ কৃপা চ কীদৃশী? আশ্চর্যতরা ইতি॥

৯৮। অথ অনন্তরমন্যস্মিন্ দিন ইত্যর্থঃ। চামরেণ যদ্বীজনং তদাত্মিকাং তদ্রূপাং প্রভোঃ সমীপসেবাং নিকটবর্তিত্বেন পরিচর্যাং প্রভোঃ কৃপয়ৈব, ন তু মদ্যোগ্যতয়া অধিকারিত্বেন লম্ভিতঃ প্রাপিতঃ সন্ নিজাং বংশীঞ্চ রণয়ন্ বাদয়ন্নিতি। বংশীবাদন-সেবায়াঃ স্বভাবসিদ্ধত্বমুক্তম্। এবং সেবাদ্বয়েন অজস্রমবিরতং তস্য প্রভোরীক্ষণেন মৎকর্তৃকেন আনন্দভরং সম্যক্ আপ্লবং সদান্বভবমিত্যর্থঃ॥

৯৯। ইদানীং পূর্ববদুত্তমপদান্তরপ্রাপ্তয়ে বৈকুণ্ঠবাসেঽপি নির্বেদহেতু-

মুপন্যস্যতি—পূর্বেত্যাদিনা। অয়ে কৃষ্ণেত্যাদি হে গোপালেতি চ সম্বোধনেন বহুধা নানাভঙ্গ্যা অনুকীর্তয়ামি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৭। তাহাই বর্ণনা করিতেছেন—'অহো!' ইত্যাদি। অহো! (আশ্চর্যে) এই যে অনুভূয়মান সুখ, তাহা কি প্রকার? কাহার সহিত তুলনা করিব? ইহার তুলনা নাই—ইহা যে পরম অনির্বচনীয়। যেহেতু, এই পদ দুরূহ অর্থাৎ মনেরও অগোচর—তর্কের দ্বারা ইহা নিশ্চয় হয় না। (ইহা অগ্রে বলা হইবে) আর এই শ্রীবৈকুণ্ঠপদই বা কিরূপ মহিষ্ঠ? (অর্থাৎ মহোত্তম) আর এই বৈকুণ্ঠেশ্বর প্রভুই কীদৃক? (মহাশ্চর্যতর) আর এই প্রভুর কৃপাই বা কীদৃশ? (মহাশ্চর্যতম) এই সকল চিন্তা করিয়া আত্মহারা হইলাম।

৯৮। অনন্তর (অন্য একদিন) প্রভুর চামর বীজনরূপ সমীপবর্তী সেবা লাভ করিলাম। প্রভুর কৃপাবলেই এই পরিচর্যা লাভ হইল—নিজের যোগ্যতায় নহে। আর আমার বংশীবাদনরূপ সেবা ত পূর্ব হইতেই স্বভাবসিদ্ধরূপে নির্দিষ্ট রহিয়াছে। এইরূপে চামরবীজন ও বংশীবাদন সেবার দ্বারা আমার প্রতি প্রভুর নিরন্তর সস্নেহ দৃষ্টিপাতজনিত আনন্দে নিমগ্ন থাকিতাম।

৯৯। ইদানীং পূর্ববৎ উত্তমপদ প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠা হেতু বৈকুণ্ঠবাসেও নির্বেদ উপস্থিত হইবার হেতু নির্দেশ করিতেছেন—'পূর্ব' ইত্যাদি। এইরূপ পরমানন্দের সহিত বাস করিতে করিতে কোন সময় আমি পূর্বভ্যাসবশতঃ 'হে কৃষ্ণ! হে গোপাল!' এইরূপ সম্বোধন করিয়া নানাভঙ্গীর সহিত অনুকীর্তন করিতাম।

১০০। গোকুলাচরিতঞ্চাস্য মহামাহাত্ম্যদর্শকম্।
পরমস্তোত্ররূপেণ সাক্ষাদ্ গায়ামি সর্বদা॥

১০১। তত্রত্যৈর্বহিরাগত্য তৈর্হসদ্ভিরহং মুহুঃ।
স্নেহার্দ্রহৃদয়ৈরুক্তঃ শিক্ষয়দ্ভিরিব স্ফুটম্॥

শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিন ঊচুঃ—

১০২। মৈবং সম্বোধয়েশেশং মা চ সংকীর্তয়েস্তথা।
উপশ্লোকয় মাহাত্ম্যমনন্তং ত্বদ্ভুতাদ্ভুতম্॥

১০৩। সংহারায়ৈর দুষ্টানাং শিষ্টানাং পালনায় চ।
কংসং বঞ্চয়তানেন গোপত্বং মায়য়া কৃতম্॥

মূলানুবাদ

১০০। আমি সর্বদাই মহা মাহাত্ম্যপ্রদর্শক শ্রীকৃষ্ণের গোকুল-চরিতাবলি পরমস্তোত্ররূপে সাক্ষাৎ গান করিতাম।

১০১। আমার গান শুনিয়া বৈকুণ্ঠবাসিগণ হাস্য করিতে করিতে বহির্দেশে আসিয়া স্নেহার্দ্রহৃদয়ে আমাকে স্পষ্টভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

১০২। শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিগণ বলিলেন, হে গোপবালক! এই প্রভু ভগবান তাঁহার সাক্ষাতে তুমি 'হে কৃষ্ণ! হে গোপাল!' এইরূপে সম্বোধন করিও না। তাঁহার বহু অদ্ভুত মাহাত্ম্য আছে, সেইগুলি শ্লোকছন্দে রচনা করিয়া গান কর।

১০৩। দুষ্টের সংহার ও শিষ্টের পালন নিমিত্তে বিশেষতঃ কংসকে বঞ্চিত করিবার জন্য এই প্রভুই মায়া করিয়া গোপবেশ ধারণ করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০০। অস্য প্রভোঃ গোকুলে মাথুর-বজ্রভুমৌ আচরিতং বাল্যলীলাচেষ্টিতং পরমস্তোত্রং পরমোৎকর্ষ-সংকীর্তনং তদ্রূপেণাস্য সাক্ষাৎ সর্বদা গায়ামি চ; যতোঽস্য মহামাহাত্ম্যানাং দর্শকং প্রকাশকম্॥

১০১। তত্রত্যৈশ্চ বৈকুণ্ঠবাসিভিস্তৈর্ভগবৎসেবকৈরিবেতি তত্ত্বতস্তথা লক্ষণস্যানুপযোগাৎ॥

১০২। ঈশানাং জগদীশ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনামপীশং পরমেশ্বরমিত্যর্থঃ। এবম্ অয়ে কৃষ্ণ! হে গোপালেতি চ বহুধা মা সম্বোধয়, পরমেশ্বরস্য সাক্ষাত্তয়া নাম গ্রহণেন সম্বোধনাযোগ্যত্বাৎ। তথা তেন গোকুলকৃত-বাল্যলীলাদি গানপ্রকারেণ মা সংকীর্তয়

চ সংকীর্তনং মা কুরু চ। কিন্তু অদ্ভুতাচ্চিত্তচমৎকারাদপ্যদ্ভুতমনন্তং বহুশো বর্তমানং মাহাত্ম্যমেবোপশ্লোকয় শ্লোকৈরুপস্তুহি ।।

১০৩। ননু তথা সংকীর্তনে কো নাম দোষঃ স্যাৎ। ইত্যপেক্ষায়ামাহ—সংহারায় ইতি দ্বাভ্যাম্। অনেন পরমেশ্বরেণ কংসং বঞ্চয়তা বঞ্চয়িতুমেব গোপত্বং গোপালনাদিকং কৃতম্; তচ্চ মায়য়া কপটেনৈব, তত্ত্বতঃ পরমেশ্বরস্য তদসম্ভবাৎ। কংসবঞ্চনে হেতুঃ—সংহারায়েতি। দুষ্টানাং পূতনাদীনাং, শিষ্টানাং শ্রীবসুদেবাদীনাম্; অন্যথা তত্তন্নিবন্ধপালনেন তেন তেনৈব প্রকারেণ তত্তদ্বিধানানুপপত্তেঃ ।।

টীকার তাৎপর্য্য

১০০। সেই প্রভুর গোকুল, মাথুর ও ব্রজভূমি সম্বন্ধীয় বাল্যলীলা চেষ্টাদি পরম স্তোত্ররূপে পরমোৎকর্ষের সহিত সঙ্কীর্তন করিতাম, কখনও বা তদ্রূপেই সাক্ষাতে গান করিতাম। যেহেতু, তাহাতেই প্রভুর মহা মাহাত্ম্যবিশেষ প্রকাশিত হইত।

১০১। বস্তুতঃ বৈকুণ্ঠবাসী ভগবৎ সেবকগণের নিকট তাদৃশ বাল্যলীলালক্ষণ সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

১০২। ইনি জগদীশ্বর ব্রহ্মাদিরও পরমেশ্বর। অতএব তুমি 'হে কৃষ্ণ, হে গোপাল', বলিয়া বারম্বার সম্বোধন করিও না। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে এরূপ নামগ্রহণ করিয়া সম্বোধন সম্পূর্ণ অযোগ্য। তথা প্রভুর সাক্ষাতে তাঁহার গোকুল-কৃত বাল্যলীলা ঘটিত নগণ্য বিষয় গান বা সঙ্কীর্তন করিও না, কিন্তু এই প্রভুর চিত্তচমৎকারী বহু বহু অদ্ভুত মাহাত্ম্য বর্তমান রহিয়াছে, তুমি সেই সকল মাহাত্ম্য শ্লোকাকারে গান কর।

১০৩। যদি বল, এই প্রকার বাল্যলীলা ঘটিত নাম সংকীর্তনে দোষ কি? এই অপেক্ষায় 'সংহার' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, এই পরমেশ্বর কেবল কংসকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত গোকুলে গোপালনাদিরূপ গোপাল-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মায়া বা কপটলীলা মাত্র, তত্ত্বতঃ তিনি পরমেশ্বর, সুতরাং তাঁহার গোচরণাদি লীলা সম্ভব হয় না। কংসবঞ্চনের হেতু এই যে, দুষ্ট পূতনাদির সংহার এবং শিষ্ট বসুদেবাদির পালন নিমিত্ত এই প্রভুই গোপবেশ ধারণ করিয়া গোকুললীলা প্রকটন করিয়াছিলেন।

১০৪। মায়ায়া বর্ণনঞ্চাস্য ন ভক্তৈর্বহু মন্যতে।
ভক্ত্যারম্ভে হি তদ্‌যুক্তং তেন ন স্তূয়তে প্রভুঃ॥

মূলানুবাদ

১০৪। ভক্তগণ মায়া অর্থাৎ প্রভুর কপটলীলা বর্ণনকে আদর করেন না। যদিও ভক্তির আরম্ভকালে ঐ প্রকার লীলাবর্ণন যুক্তযুক্ত হইয়া থাকে, ভক্তির ফলস্বরূপ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইলে তাহার প্রয়োজন হয় না। তজ্জন্যই প্রভুকে আমরা ঐরূপ স্তব করি না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০৪। ততশ্চ কিম্? অত আহ—মায়ায়া ইতি। অস্য পরমেশ্বরস্য মায়ায়াঃ কপটস্য বর্ণনং ভক্তৈর্ন বহু মন্যতে নাদ্রিয়তে। ননু 'মায়াং বর্ণয়তোঽমুষ্য ঈশ্বরস্যানুমোদতঃ। শৃন্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়য়াত্মা ন মুহ্যতি॥' (শ্রীভা ২।৭।৫৩) ইতি। ভক্তগণ-পরমগুরু-শ্রীব্রহ্মোক্ত-ন্যায়েন তদ্বর্ণনমপি শ্রয়তে। তত্রাহুঃ—ভক্তেরারম্ভে প্রথমানুষ্ঠান-সময়ে তৎ মায়াবর্ণনং যুক্তম্; ন চ ভক্তিফলরূপে শ্রীবৈকুণ্ঠে প্রাপ্তে সতীত্যর্থঃ। অতস্তেন মায়াবর্ণনেন শ্রীগোকুলাচরিত-সংকীর্তনেন বা প্রভুঃ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরো ন স্তূয়তে॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৪। তাহাতে কি হইল? শুন, এই পরমেশ্বরের মায়া বা কপটলীলা বর্ণনে ভক্তগণ আদর প্রকাশ করেন না। যদি বল, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিয়াছেন— "এই ভগবানের মায়াবর্ণনও যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক নিত্য শ্রবণ করেন বা অনুমোদন করেন, তাঁহারা আর ভগবৎ মায়া বিমোহিত হন না।" এই প্রমাণের সার্থকতা রক্ষিত হয় কিরূপে? বিশেষতঃ ভক্তগণ, পরমগুরু শ্রীব্রহ্মার মুখোক্ত ন্যায়ানুসারে উক্ত লীলার বর্ণন ও শ্রবণ যুক্তিযুক্তই মনে করেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। ভক্তির আরম্ভকালে অর্থাৎ প্রথম অনুষ্ঠান সময়ে পরমেশ্বরের মায়াবর্ণন যুক্তিযুক্ত হইলেও ভক্তির ফল স্বরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইলে মায়াবর্ণন যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব মায়া বর্ণনে শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর স্তুত হন না। অর্থাৎ গোকুল-চরিত সংকীর্তনে এই প্রভুর মহিমা সংকীর্তিত হয় না।

১০৫। তেষ্বেব কেচিদবদন্ দুর্বোধাচরিতস্য হি।
লীলৈকা সাপি তত্তস্যা ন দোষঃ কীর্তনে মতঃ।।
১০৬। কৈশ্চিন্মহদ্ভিস্তান্ সর্বান্ নিবার্যোক্তমিদং রুষা।
আঃ কিমেবং নিগদ্যেত ভবদ্ভিরবুধৈরিব।।
১০৭। কৃষ্ণস্য ভক্তবাৎসল্যাদ্ যস্য কস্যাপি কর্মণঃ।
সংকীর্তনং মহানেব গুণঃ শ্রীপ্রভুতোষণঃ।।

মূলানুবাদ

১০৫। সেই বৈকুণ্ঠবাসিগণের মধ্যে কেহ বলিলেন, প্রভুর গো-পালনাদি লীলা কীর্তনে কোন দোষ নাই; প্রত্যুত উহারই কীর্তন করা উচিত। যেহেতু, এই পরমেশ্বর দুর্বোধচরিত, তাঁহার আচরণ কেহই বুঝিতে পারেন না।

১০৬-১০৭। আবার ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মুখ্য সেবক, তাঁহারা বিরক্ত হইয়া সকলকে নিবারণপূর্বক বলিলেন, তোমরা অজ্ঞের ন্যায় এ কি অসঙ্গত কথা বলিতেছ? ভক্তবাৎসল্য নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যে সকল কর্ম করিয়াছেন, তাঁহাদের সংকীর্তনে মহান্ গুণোদয় হইয়া থাকে এবং শ্রীপ্রভুও পরম পরিতোষ লাভ করেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১০৫। সা গো-পালনাদিরূপাদি একা কাচিৎ লীলা ক্রীড়া, ন তু প্রপঞ্চ-নির্মাণাদিবন্মায়া। ননু ভয়-পলায়ন-স্তন্যার্থরোদন-কণ্টকারণ্যভ্রমণ-গোচারণাদিকং কিং নাম সুখম্, যেন লীলা স্যাৎ? তত্রাহুঃ—দুর্বোধমাচরিতং যস্য তস্যেতি। তৎ কারণাদিকং কেন বোদ্ধুং শক্যতাং, পরমেশ্বরত্বাৎ।।

১০৬-১০৭। মহদ্ভির্মুখ্যসেবকৈঃ ভগবন্মাহাত্ম্যবিশেষবিদ্ভিরিত্যর্থঃ। যস্য কস্যাপি সর্বস্যৈবেতর্থঃ। কর্মণো ভগবদাচরিতস্য সংকীর্তনং মহান্ গুণ এব। কুতঃ? ভক্তেষু বাৎসল্যাদেব কৃতং, যথোক্তং ভগবতৈব—'মুহূর্তেনাপি সংহর্তুং' শক্তো যদ্যপি দানবান্। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।। দর্শন-ধ্যান সংস্পর্শৈর্মৎস্য-কূর্ম-বিহঙ্গমাঃ। স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তত্রাহমপি পদ্মজে।।" ইতি অতস্তন্মায়া-কৃতং ন ভবতি, নাপি নিরর্থকং বালকক্রীড়নবৎ। এতএব শ্রীপ্রভুং শ্রীবৈকুণ্ঠনাথং তোষয়তীতি তথা সঃ। এবং শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিনামেতেষাং ভাবভেদেন ত্রিবিধত্বং দর্শিতম্; তচ্চ পূর্বোক্তানুসারেণ চিরাভ্যস্ত-জ্ঞানাদিসংভিন্ন-ভক্তিভেদহেতুকত্বেন, কিংবা বিচিত্রভগবল্লীলানুসারেণ। তথাপি ন কশ্চিদ্দোষঃ

পর্যবস্যতীতি, তথা কথমপি ভগবদ্ভক্তিমাত্রেণাবশ্যং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিরিত্যপি সকারণং প্রাগুক্তমেবাগ্রে চ বক্ষ্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৫। আবার কতকগুলি বৈকুণ্ঠবাসী বলিলেন, প্রভুর গোপালনাদি একটি অপূর্ব লীলা, পরন্তু তাঁহার এই ক্রীড়া ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণাদিবৎ মায়ার কার্য নহে। যদি বল, ভয়, পলায়ন, স্তন্যপানের নিমিত্ত রোদন, কণ্টকবনে ভ্রমণ ও গোচারণাদি—এই সকলে কি সুখ আছে? যাহা লীলা বলিয়া পরিগণিত হইবে? এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। যেহেতু, ইনি পরমেশ্বর, সুতরাং দুর্বোধ চরিত, তাঁহার আচরণ কেহই বুঝিতে সমর্থ নহে।

১০৬-১০৭। এই প্রকার বিবাদে মুখ্যসেবকগণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তোমরা অজ্ঞের ন্যায় কি অসঙ্গত কথা বলিতেছ? ভক্তবাৎসল্য হেতু শ্রীকৃষ্ণ যে কোন কর্ম করিয়াছেন, তাহার সকলগুলিরই সংকীর্তনে মহান্ গুণোদয় হইয়া থাকে; আর প্রভুও পরম পরিতোষ লাভ করেন। কিজন্য পরিতোষ লাভ করেন? ভগবান ভক্তগণকে সুখ দিবার নিমিত্তই বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন সেই ভক্তবৎসল ভগবানের অন্য কোন প্রয়োজন নাই, ভক্তকে সুখী করিয়াই তিনি সুখী হন। শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন—"আমি ইচ্ছামাত্রে মুহূর্তমধ্যে সমস্ত দানবদিগকে সংহার করিতে পারি, তথাপি ভক্তগণকে সুখ দিবার জন্য অসুরসংহারাদিরূপ বিবিধ লীলা করিয়া থাকি। যদিও অসুর সংহারাদি আনুষঙ্গিক ক্রীড়া, ভক্তগণের সহিত বিবিধ ক্রীড়াই মুখ্য প্রয়োজন; তথাপি এই সকল ক্রীড়ার স্মরণ মনন ও কীর্তনের দ্বারা ভক্তগণকে পালন করিয়া থাকি। যেমন, মৎস্যসকল দর্শনের দ্বারা, কূর্মসকল স্মরণের দ্বারা, পক্ষিগণ স্পর্শের দ্বারা নিজ নিজ অপত্য পোষণ করে, আমিও তদ্রূপ যুগপৎ দর্শন, স্মরণ ও স্পর্শন দ্বারা ভক্তগণকে পালন করিয়া থাকি। অতএব আমার কোন লীলাই মায়াকৃত নহে বা নিরর্থক বাল-ক্রীড়নবৎ নহে।" এজন্য যে কোন লীলার কীর্তনে প্রভু শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর সন্তোষ লাভ করেন। এই প্রকার বৈকুণ্ঠবাসিগণের ভাব-ভেদে তাঁহাদের ব্যবহারও ত্রিবিধ হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যাঁহারা চিরাভ্যস্ত জ্ঞানাদি সাধন-সংস্কারযুক্ত, তাঁহাদেরই ভক্তি-ভেদ হেতু পূর্বোক্ত ভেদ হইয়া থাকে; কিংবা বিচিত্র ভগবদ্ লীলানুসারে এই প্রকার বৈচিত্রীযুক্ত হইয়া থাকে। তথাপি ইহাতে কিছুমাত্র দোষ আপতিত হইতেছে না। যেহেতু, ভগবদ্ভক্তিমাত্রেই বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহার কারণ সহিত বিচার পূর্বে উট্টঙ্কন করা হইয়াছে এবং অগ্রেও উল্লিখিত হইবে।

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

১০৮। তেষামেতাদৃশৈর্বাক্যৈরাদৌ লজ্জা মমাজনি।
পশ্চাত্তোষস্তথাপ্যন্তর্মনোঽতৃপ্যন্ন সর্বতঃ॥

মূলানুবাদ

১০৮। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, পূর্বোক্ত বক্তার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে আমার লজ্জা হইল, পরে শেষ বক্তার বাক্য শ্রবণে মন প্রসন্ন হইল বটে, কিন্তু পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে ঐক্যমত দেখিলাম না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১০৮। আদৌ প্রথমসিদ্ধান্তে শ্রুতে, পশ্চাচ্ছেষসিদ্ধান্তে শ্রুতে সতীত্যর্থঃ। তথাপি তোষে সত্যপি মনো মম অত্যন্তং নিতরামন্তর্ন তৃপ্যতি প্রীয়তে—ভগবদ্‌গোকুলচরিতগানাদৌ বৈকুণ্ঠবাসিনামপ্যেতেষামৈকমত্যাভাবেন হৃদি কণ্টকাস্পর্শাৎ; যদ্বা, তেভ্যোঽপি নিজহৃদ্য-তন্মহিমবিশেষাশ্রবণাৎ। মনোঽত্যন্ত-তৃপ্তিস্ত্বগ্রে শ্রীনারদোক্ত্যা সেৎস্যতি, তত্ত্বতো নিজমনোরমসিদ্ধান্তনিষ্ঠা-শ্রবণাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৮। বৈকুণ্ঠবাসিগণের এতাদৃশ বাক্যে বিশেষতঃ প্রথম বক্তার বাক্যে আমার বড়ই লজ্জা উপস্থিত হইল, পরে শেষোক্ত বক্তার বাক্যে হর্ষ প্রাপ্ত হইলাম বটে, কিন্তু মনস্তৃপ্তি হইল না। কারণ, তাঁহাদের বাক্য পরস্পর মতানৈক্য অনুভব করিলাম। বিশেষতঃ শ্রীভগবানের গোকুল চরিত্র-গানাদির প্রতি তাঁহাদের পরস্পর মতানৈক্য দেখিয়া হৃদয়ে কণ্টক বিদ্ধবৎ বেদনা অনুভব করিলাম। অথবা সেই বৈকুণ্ঠবাসিগণ কর্তৃক নিজ-হৃদ্য ব্রজবাসিগণের মাহাত্ম্য বিশেষ শ্রবণ করিতে না পারিয়া মনস্তৃপ্তি হইল না। মনের অত্যন্ত তৃপ্তির কথা শ্রীনারদের বাক্যে পরে প্রকাশ পাইবে। অর্থাৎ তত্ত্বতঃ নিজ মনোরম সিদ্ধান্ত নিষ্ঠা শ্রবণ করা যাইবে।

১০৯। নিজেষ্টদৈবত-শ্রীমদ্গোপালচরণাব্জয়োঃ।
তাদৃগ্রূপবিনোদাদেরনালোকাচ্চ দীনবৎ॥

১১০। তর্হ্যেব সর্বজ্ঞশিরোমণিং প্রভুং,
বৈকুণ্ঠনাথং কিল নন্দনন্দনম্।
লক্ষ্মীং ধরাঞ্চাকলয়ামি রাধিকাং,
চন্দ্রাবলীঞ্চাস্য গণান্ ব্রজার্ভকান্॥

মূলানুবাদ

১০৯। বিশেষতঃ তথায় নিজ ইষ্টদেব শ্রীমদনগোপালদেবের চরণারবিন্দ-যুগলের তাদৃশ রূপ-বিনোদ মাধুরী অনুভব না করিয়া আমার মন দীনবৎ হইয়াছিল।

১১০। তৎক্ষণাৎ সর্বজ্ঞশিরোমণি প্রভু বৈকুণ্ঠনাথ নন্দনন্দরূপ হইলেন, লক্ষ্মীদেবী রাধিকার রূপ, ধরণীদেবী চন্দ্রাবলীর রূপ এবং অন্যান্য পার্যদগণ ব্রজবালকের রূপ ধারণ করিলেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১০৯। কিঞ্চ, তাদৃশোঽসাধারণস্য রূপস্য বিনোদস্য চ বিহারস্য, আদি-শব্দেন পরিবার-পরিচ্ছদাক্রীড়কারুণ্যবিশেষ প্রকাশনাদেরনালোকনাৎ অননুভবাৎ মন এব কর্তৃদীনবদ্ ভবতি। বতি-প্রত্যয়স্তু বৈকুণ্ঠে দৈন্যাসম্ভবাভিপ্রায়েণ॥

১১০। তর্হি তস্মিন্নেব মনোদৈন্যাবির্ভাবক্ষণ এব বৈকুণ্ঠনাথং নন্দনন্দনং তৎস্বরূপমেব আকলয়ামি সাক্ষাৎ পশ্যামি; লক্ষ্মীং ধরাঞ্চ ক্রমেণ রাধিকাং চন্দ্রাবলীঞ্চাকলয়ামি। অস্য বৈকুণ্ঠনাথস্য গণান্ সেবকান্ ব্রজার্ভকান্ গোপবালকানাকলয়ামি। ন চ মদ্ভাবনাবলেন তথাকলনমিত্যাহ—সর্বজ্ঞানাং শিরোমণিং শিরোধার্যমিতি। মন্মনোদুঃখাদিকং জ্ঞাত্বা স্বয়মেব তথা কৃতবন্তমিত্যর্থঃ; যতঃ প্রভুং সর্বশক্তিমন্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৯। আরও বলিতেছেন, নিজ ইষ্টদেব শ্রীমদনগোপালের অসাধারণ রূপ ও বিনোদ-বিহারাদির অনুভব ব্যতিরেকে মনস্তৃপ্তি হইল না। এস্থলে আদি-শব্দে পরিবার, পরিচ্ছদ, ক্রীড়া ও কারুণ্যবিশেষ প্রকটনাদির অদর্শনে অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথে তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া আমার মন দীনবৎ হইল। এস্থলে

'বতি' প্রত্যয়ের অভিপ্রায় এই যে, বস্তুতঃ বৈকুণ্ঠে দৈন্য অসম্ভব, এজন্য দীনবৎ বলিয়াছেন।

১১০। তাহা হইলেও সেই প্রকার মনোবেদনার আবির্ভাব হইল, তৎক্ষণাৎ সর্বজ্ঞ শিরোমণি সেই প্রভু বৈকুণ্ঠনাথ আমার মনোভাব অবগত হইয়া স্বয়ং নন্দনন্দনরূপ হইলেন, তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীদেবী রাধিকারূপ পরিগ্রহ করিলেন, ধরাদেবী চন্দ্রাবলী এবং অন্যান্য পার্যদগণ গোপবালকের রূপ ধারণ করিলেন। আমি তাহা অবলোকন করিয়া আনন্দে অভিভূত হইলাম। ইহা যে আমার প্রভাবে, তাহা বলা যায় না। সেই সর্বজ্ঞ শিরোমণি আমার মনোভাব জানিয়াই সেইমত রূপ প্রকাশ করিয়া আমায় কৃতার্থ করিলেন। যেহেতু, তিনি সর্বশক্তিমান প্রভু— নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ।

সারশিক্ষা

১১০। এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, অংশ কিরূপে অংশী হইবেন? অংশীই লীলাবশতঃ অংশরূপে প্রতীত হইতে পারেন; কিন্তু অংশ অংশীরূপে প্রতীত হইবেন কিরূপে? ইহার মীমাংসা এই যে, অংশেও অংশীর আবির্ভাব হইতে পারে। যেহেতু, ভক্তের জন্যই শ্রীভগবানের যাবতীয় লীলা। এজন্য ভক্তের উৎকণ্ঠার তীব্রতায় স্তম্ভের মধ্যেও ভগবদ্ আবির্ভাবের কথা শুনা যায়। আর এখানে নিজের বিলাসমূর্তি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথে যে স্বয়ংরূপে অবির্ভাব হইবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? এতদ্বারা ভক্তের উৎকণ্ঠাই ভগবদাবির্ভাবের মূল হেতু বলিতে হইবে। এইরূপ পরিকরের ভাববৈশিষ্ট্যে ভগবদাবির্ভাবেরও বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে।

**১১১। তথাপ্যস্যাং ব্রজক্ষ্মায়াং প্রভুং সপরিবারকম্।
বিহরন্তং তথা নেক্ষে খিদ্যতে স্মেতি মন্মনঃ॥**

মূলানুবাদ

১১১। তথাপি এই ব্রজভূমিতে সপরিকর প্রভুকে বিহার করিতে দেখিলে হৃদয়ে যেরূপ আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে, সেই বৈকুণ্ঠে প্রভুকে তাদৃশ রূপে বিহার করিতে দেখিলেও তাদৃশ আনন্দলাভ করিতে পারি নাই, বরং মন ক্ষিন্নই হইয়াছিল।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১১১। তথাপি তদ্দর্শনে সত্যপি অস্যাং শ্রীবৃন্দাবনাদিরূপায়াং, তথা তেন গোপালনাদিনা প্রকারেণ বিহরন্তং নেক্ষে নাবলোকয়ামি, ইত্যতো হেতোর্মন্মনঃ খিদ্যতে স্ম অদূয়ত॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১১। তথাপি সেই বৈকুণ্ঠলোকে প্রভুকে শ্রীনন্দনন্দনমূর্তিতে অবলোকন করিয়াও হৃদয়ে তদ্রূপ আনন্দ অনুভব করিতে পারি নাই। কারণ, নিজ প্রভুকে শ্রীবৃন্দাবনে গোপালনাদি লীলার বিহরণশীলরূপে দেখিতে না পাইয়া মন ক্ষিন্নই হইতেছিল।

১১২। কদাপি তত্রোপবনেষু লীলয়া,
তথা লসন্তং নিচিতেষু গো-গণৈঃ।
পশ্যাম্যমুং কর্হ্যপি পূর্ব্ববৎ স্থিতং,
নিজাসনে স্ব-প্রভুবচ্চ সর্বথা॥

মূলানুবাদ

১১২। কদাপি লীলাবশতঃ বৈকুণ্ঠের উপবনে গমন করিয়া গোচারণ লীলার অনুষ্ঠান করিতেন, কখনও বা পূর্ব্বের ন্যায় সপরিকর সিংহাসনে বিরাজ করিতেন, কখনও বা সর্বপ্রকারে আমার প্রভুর ন্যায়ই অবলোকিত হইতেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১১২। ততশ্চ অমুং শ্রীবৈকুণ্ঠনাথম্; তত্র বৈকুণ্ঠে বর্তমানেষু উপবনেষু লীলয়া তথা তেনৈব গোপালনাদিনা প্রকারেণ লসন্তং রমমাণং কদাপি পশ্যামি। কীদৃশেষু? গোগণৈর্গবাং সমূহৈর্নিচিতেষু ব্যাপ্তেষু নিজাসনে স্বকীয়-মহাপ্রসাদান্তবর্তি-সিংহাসনরাজমূর্ধনি পূর্ব্ববৎ লক্ষ্মী-ধরণীশেষ-গরুড়াদিভিঃ সহিতো যথা ময়া প্রাগ্‌দৃষ্টস্তথৈব স্থিতং বর্তমানমপি সর্বথা সর্বেশ বেশাকারপরিচ্ছদ-পরিবারাদিনা প্রকারেণ স্বপ্রভুঃ শ্রীমদনগোপালদেবস্তদ্‌বদেব কর্হ্যপি কদাচিচ্চ পশ্যামি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১২। আবার কোন সময়ে দেখিতাম, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেই বৈকুণ্ঠের উপবনে লীলাবশতঃ গমন করিয়া গোপালনাদি লীলার অনুষ্ঠান করিতেছেন। সেই লীলা কিরূপ? গো ও গোপবালকে বেষ্টিত গোচারণলীলা, কখনও বা পূর্বের ন্যায় স্বকীয় প্রাসাদ মধ্যস্থিত রত্নসিংহাসনে লক্ষ্মী, ধরণী এবং শেষ ও গরুড়াদির সহিত পূর্ব্ববৎ বিরাজমান রহিয়াছেন। কখনও বা সর্বপ্রকারে আমার প্রভু শ্রীমদনগোপাল-দেবের ন্যায়ই বেশ, আকার, পরিচ্ছদ ও পরিবারাদির সহিত অবলোকিত হইতেন।

১১৩। তথাপি তস্মিন্ পরমেশবুদ্ধে
বৈকুণ্ঠলোকাগমন-স্মৃতেশ্চ।
সঞ্জায়মানাদরগৌরবেণ,
তৎপ্রেম-হান্যা স্ব-মনো ন তৃপ্যেৎ॥

মূলানুবাদ

১১৩। তথাপি আমি প্রভুকে পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিতাম এবং বৈকুণ্ঠলোকে সমাগত হইয়াছি—এইরূপ স্মৃতি হইত বলিয়া প্রেমের হানি হইত, সুতরাং আমার মনস্তৃপ্তি হইত না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১১৩। তস্মিন্ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ পরমেশ্বর ইতি বুদ্ধের্হেতোঃ। তথাপি সর্বথা নিজপ্রভুদর্শনেন পরমেশ্বরবুদ্ধেরভাবেঽপি বৈকুণ্ঠলোকে আগমনস্য স্মৃতেরনুসন্ধানতশ্চ তস্মিন্নেব সঞ্জায়মানেন আদরঃ সম্মাননং তদ্‌যুক্তেন গৌরবেণ গুরুভাবেন হেতুনা যা তস্মিন্ প্রেম্ণো হানির্হ্রাসঃ, তয়া হেতুনা স্বস্য মম মনো ন তৃপ্যেৎ, হর্ষপরিপূর্ণং ন ভবেৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৩। সেই শ্রীবৈকুণ্ঠনাথে পরমেশ্বর বুদ্ধির জন্য আমার মন তৃপ্তি লাভ করিত না, তথাপি সর্বথা নিজ প্রভুর দর্শনে (পরমেশ্বর বুদ্ধির অভাবেও) আমি পরম দুর্লভ বৈকুণ্ঠলোকে আগমন করিয়াছি—এইরূপ স্মৃতি সর্বদাই আমার হৃদয়ে উদ্ভূত হইত বলিয়া আমার প্রেমের হানি হইত। কারণ, এইস্থান বৈকুণ্ঠ এবং সেই বৈকুণ্ঠনাথকে পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিতাম, এইপ্রকার গৌরববুদ্ধিবশতঃ প্রেমহানির আশঙ্কায় আমার মনস্তৃপ্তি হইত না অর্থাৎ হর্ষপূর্ণ হইত না।

১১৪। গোপালদেবাৎ করুণাবিশেষং,
ধ্যানে যমালিঙ্গন-চুম্বনাদিম্।
প্রাপ্তোঽস্মি তং হন্ত সমক্ষমস্মা
দীপ্সন্ বিদূয়ে তদসিদ্ধিতোঽত্র।।

১১৫। কদাচিদীশো নিভৃতং প্রযাতি,
কুতোঽপি কৈশ্চিৎ সমমন্তরীণৈঃ।
তদাখিলানাং খলু তত্র শোকো,
ভবেদভাবাৎ প্রভু-দর্শনস্য।।

মূলানুবাদ

১১৪। আমি ধ্যানে গোপালদেবের যেরূপ করুণাবিশেষ ও তৎকর্তৃক আলিঙ্গন চুম্বনাদি সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু হায়! এই বৈকুণ্ঠপতির সম্মুখে অবস্থান করিয়াও আমার তাদৃশ বাসনা পূর্ণ হইতেছে না। এইরূপ চিন্তা দ্বারা মন ব্যথিত হইত।

১১৫। কোন সময়ে সেই ঈশ, নিজ অন্তরঙ্গ সেবক সহ কোন নিভৃত স্থানে গমন করিতেন, তখন সেই প্রভুর অদর্শনে সমগ্র বৈকুণ্ঠবাসির শোক উপস্থিত হইত।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১১৪। কিঞ্চ, গোপালদেবাৎ আলিঙ্গনাদিরূপং করুণাবিশেষং যং যাদৃশং ধ্যানবিষয়ে পূর্বং প্রাপ্তোঽস্মি। আদিশব্দেন নর্মকেল্যাদি। হন্ত! খেদে। তং তাদৃশং করুণাবিশেষম্। তস্মাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরাৎ সমক্ষং সাক্ষাদীপ্সন্ প্রাপ্তুমিচ্ছন্। অত্র বৈকুণ্ঠে তস্য করুণাবিশেষস্যাপ্যসিদ্ধিতঃ অসম্পত্ত্যা বিশেষেণ দূয়ে সীদামি।।

১১৫। ননু বৈকুণ্ঠলোকবাস-মহিমস্বভাবেন কালান্তরে তদাপি ভাব্যমিত্যাশয়া পূর্ববৎ কথং সুখং নাসীদিতি চেৎ সত্যম্। তত্রাপি কদাচিৎ কিঞ্চিন্মনোদুঃখান্তর-ঘটনাদিত্যাহ—কদাচিদিতি। ঈশঃ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরঃ, অন্তরীণৈরভ্যন্তরবর্তিভিঃ কৈশ্চিচ্ছেষগরুড়াদিভিঃ সমং, কুত্রাপি নিভৃতং যদা প্রয়াতি তদা বৈকুণ্ঠে বর্তমানানামখিলানাম্।।

টীকার তাৎপর্য্য

১১৪। আরও বলিতেছেন, পূর্বে আমি ধ্যানের সময় শ্রীমদনগোপালদেবের আলিঙ্গনাদিরূপ যে করুণাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছি। 'আদি' শব্দে আলিঙ্গন, চুম্বনাদি নর্মকেলি এবং হাস পরিহাসাদি বুঝিতে হইবে। কিন্তু হায়! এই বৈকুণ্ঠপতির

সমক্ষে আমার সেই বাসনা সিদ্ধ হইতেছে না; পরন্তু তাঁহার নিকট হইতেও তাদৃশ করুণাবিশেষ প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়, কিন্তু এই বৈকুণ্ঠলোকে তাঁহার করুণাবিশেষ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই—এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি বড়ই ব্যথিত হইতাম।

১১৫। যদি বল, বৈকুণ্ঠবাসের মহামহিম স্বভাবে কালান্তরে আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, সুতরাং পূর্ব্ববৎ সুখ বিনষ্ট হইল কিরূপে? সত্য, এই বৈকুণ্ঠলোকে কাহারও কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকে না, কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও মনোদুঃখের বিশেষ কারণ আছে। তাহা শ্রবণ কর, কোন সময়ে সেই ঈশ্বর শেষ গরুড়াদি বিশেষ অন্তরঙ্গ পার্ষদসহ কোন নিভৃতস্থানে গমন করেন, তখন সেই প্রভুর অদর্শনে সমগ্র বৈকুণ্ঠবাসির শোক উপস্থিত হয়।

১১৬। ময়া সম্পৃচ্ছ্যমানং তদ্বৃত্তং বররহস্যবৎ।
সংগোপয়ন্ন কশ্চিন্মে সমুদ্ঘাটয়তি স্ফুটম্॥

মূলানুবাদ

১১৬। প্রভু কোথায় গেলেন? আমি বৈকুণ্ঠবাসিগণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা পরম রহস্যের ন্যায় এই তত্ত্ব গোপন করিতেন, কেহই স্পষ্টরূপে রহস্য উদ্ঘাটন করিতেন না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১১৬। তদ্বার্তাজ্ঞানেনৈব তদ্বিবরণজ্ঞানং স্যাত্তচ্চ ন ঘটত ইত্যাহ—তস্য প্রভোর্নিভৃতগমনস্য বৃত্তং বিবরণং কুত্র কিমর্থং যাতীত্যাদিরূপম্। যথা, তস্য প্রভুদর্শনাভাবস্য বৃত্তং কথং প্রভুর্ন দৃশ্যতে? কুত্র বর্ততে ইত্যাদিরূপম্; ময়া সম্যক্ সাধুতয়া পৃচ্ছ্যমানমপি কশ্চিদপি স্ফুটং নোদ্ঘাটয়তি; যদ্বা, স্ফুটমপি মে মাং প্রতি ন সম্যক্ তত্ত্বতঃ উদ্ঘাটয়তি প্রকাশয়তি। কথম্? পরমরহস্যবৎ সংগোপয়ন্ সংবৃণ্বন্ মহাপ্রভোঃ পরমরহস্যলীলায়াঃ প্রকাশনাযোগ্যত্বা। কিঞ্চাত্র তাদৃশলীলা-প্রকাশে বৈকুণ্ঠবাসে গৌরবহানি-প্রসঙ্গাৎ।

টীকার তাৎপর্য্য

১১৬। (কি জন্য প্রভুর অদর্শন হইল, তাহা যদি জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত কিঞ্চিৎ দুঃখ প্রশমন হইত, কিন্তু)—তদ্বার্তা জ্ঞানের দ্বারা তদ্বিবরণ জ্ঞান সংঘটিত হয় না। তথাপি প্রভুর নিভৃত স্থানে গমনের বিবরণ—কোথায়, কি নিমিত্ত গমন করিয়াছেন ইত্যাদিরূপ! অথবা প্রভু-দর্শনের অভাব কেন? তিনি কি নিমিত্ত কোথায় গমন করিয়াছেন? এখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন? বৈকুণ্ঠবাসিদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা পরম রহস্যের ন্যায় এই তত্ত্ব গোপন করিতেন; কেহই স্পষ্ট উত্তর দিতেন না। অথবা আমাকে বহিরঙ্গ জানিয়া সম্যক্ সেই তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতেন না। কি জন্য? পরম রহস্য বলিয়া প্রকাশের অযোগ্য। যেহেতু, তাদৃশ লীলা প্রকাশে বৈকুণ্ঠবাসের গৌরবহানি হইতে পারে বিবেচনা করিয়া কেহই স্পষ্টভাবে উত্তর দিতেন না।

১১৭। তস্মিন্নেব ক্ষণে তত্রোদিতে শ্রীজগদীশ্বরে।
দৃশ্যমানে স সন্তাপো নশ্যেদ্ধর্ষাব্ধিরেধতে॥

১১৮। যাবত্তাবচ্চ বৈকল্যাং মনসোঽস্তু স্বভাবজম্।
তল্লোক-মহিমোদ্রেকাৎ ক্ষীয়তেঽর্কাদ্ যথা তমঃ॥

১১৯। যদা কদাচিন্নিজ-লভ্যবস্তুনো,
হ্যনাপ্ত্যেব হৃৎ সীদতি পূর্বপূর্ববৎ।
তদা তদীয়া পরিপূর্ণতা রুজাং,
নিদানমাজ্ঞায় নিরস্যতে স্বয়ম্॥

মূলানুবাদ

১১৭। আবার তৎক্ষণাৎ শ্রীজগদীশ্বরকে প্রকট দেখিলে, চন্দ্রোদয়ে সাগরের ন্যায় বৈকুণ্ঠ হর্ষোৎফুল্ল ও বিগত-সন্তাপ হইত।

১১৮। যদিও তথায় আমার মনের স্বভাবতঃ বৈকল্য উপস্থিত হইত, তথাপি সেই লোকের মহিমা উদ্রেকহেতু সূর্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের ন্যায় আমার মনের সমুদয় মালিন্য দূর হইত।

১১৯। যদিও কোন সময়ে নিজ লক্ষ্যবস্তু প্রাপ্তির অভাবে আমার মন পূর্বের ন্যায় অবসন্ন হইত, তথাপি সেই বৈকুণ্ঠলোকের পরিপূর্ণতা প্রদর্শন করাইয়া নিজমনের অস্বাস্থ্যরূপ পীড়া দূরীভূত করিতে প্রয়াস পাইতাম।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১১৭। নন্বেবং চেত্তর্হি শ্রীবৈকুণ্ঠলোকবাসেঽপি দুঃখপ্রসঙ্গঃ স্যাত্তত্রাহ— তস্মিন্নিতি দ্বাভ্যাম্। যস্মিন্ প্রয়াতস্তস্মিন্নেব ক্ষণে, অনেন প্রভুদর্শনাভাব-সময়ানবকাশতা দর্শিতা। তত্রত্য-পরমসূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মস্যাপি কালস্য মর্ত্যলোকে পরম-মহত্ত্বাৎ। যথোক্তং শ্রীমৈত্রেয়েণ তৃতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ৩।১১।৩৭)— 'কালোঽয়ং দ্বিপরার্ধাখ্যো নিমেষ উপচর্যতে। অব্যাকৃতস্য' ইত্যাদি। এতদপি তত্র ভগবন্মধুরতর-লীলা-রীত্যনুসারেণৈব কেবলমুপচারমাত্রং, ন ত্বয়মপি তত্রত্যানামায়ুর্গণনপ্রকারঃ, অবিনশ্বরতাদি স্বভাবকত্বাৎ। অতএব তেনৈবোপচর্যতে মাত্রমিতি অব্যাকৃতস্যেত্যাদি চ। প্রস্তুতমনুসরামি। তত্র শ্রীবৈকুণ্ঠে উদিতে আবির্ভূতে স তদ্দর্শনাদুদ্ভূতঃ অনির্বচনীয়ো বা সন্তাপো নশ্যেৎ। ন কেবলং তন্নাশ এব, পরমহর্ষভরশ্চ জায়ত ইত্যাহ—হর্ষাব্ধিরানন্দসাগর এব তে বর্ধতে। অত্র চন্দ্রোদয়ো দৃষ্টান্তো দ্রষ্টব্যঃ॥

১১৮। ননু নিজেষ্টতমাসিদ্ধৌ অন্তর্দুঃখসন্তাপোঽনুমীয়ত এব, তত্রাহ— যাবদিতি। মম মনসঃ স্বভাবেন জায়মানং যাবত্তাবৎ বৈকল্যমস্তু ভবতু নাম। তথাপি তস্য বৈকুণ্ঠলোকস্য মহিম্ন উদ্রেকাদতিশয়ার্দ্ধেতোঃ ক্ষীয়তে। কথমিব? যথার্কাত্তমোঽন্ধকারঃ॥

১১৯। তথাপি শ্রীমদনগোপালদেব-পাদপদ্মোপাসন-পরমফলময়-প্রিয়-তমলোক বিশেষপ্রাপ্তয়ে বৈকুণ্ঠবাসে নির্বেদকারণমুপদিশন্নপি তত্রত্যমহিমাতিশয়স্য বিচারেণানুভবেন চ স্বয়মেবাদৌ নিরস্যতি—যদেতি চতুর্ভিঃ। যদা কদাচিৎ পূর্ব-পূর্ববৎ মে মম হৃৎ সীদতি ব্যথতে। কথমিব? নিজলভ্যাস্যাত্মপ্রাপ্যস্য বস্তুনোঽনাপ্ত্যেব শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত্যা নিজাশেষপ্রাপ্যস্য সিদ্ধৌ সত্যামপি যথা নিজেষ্টাসম্পন্নতয়া সীদতি তথেতি ইব-শব্দার্থঃ। তদীয় রুজো রোগাস্তাসাং নিদানমুৎপত্তিকারণং বৈকুণ্ঠাধিক-প্রাপ্যান্তরলিপ্সারূপমাজ্ঞায় সম্যগবুদ্ধা নির্ধার্য বা স্বয়মেব তং নিরস্যতে ময়া॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৭। যদি বল, তবে ত শ্রীবৈকুণ্ঠলোকবাসেও দুঃখ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতেছে? তাহাতেই 'তস্মিন্' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন,—শ্রীজগদীশ্বর যেমন অন্তর্হিত হইতেন, অমনি নিমেষ মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতেন। ইহাতেই প্রভুর দর্শনাভাব অনুভব করিতে অবকাশ হইত না। কিন্তু তত্রত্য সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিমেষকালও মর্ত্যলোকে পরম মহৎ অর্থাৎ অতি সুদীর্ঘকালরূপে প্রতীত হইত। যথা, তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীমৈত্রেয় বলিয়াছেন—এই যে (মর্ত্যলোকে) দ্বিপরার্ধকালের কথা বলা হইল, ইহা শ্রীভগবানের নিমেষ মাত্র, কিন্তু ঐ নিমেষও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্তি ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল এবং উহাই বৈকুণ্ঠে এক নিমেষরূপে উপচার হয়, পরন্তু বৈকুণ্ঠে কালের গতি বা হ্রাস-বৃদ্ধি নাই—সর্বদাই বর্তমান। তবে শ্রীভগবানের মধুরতর লীলার রীতি অনুসারেই কালের উপচার (গণনা) করা হয়, কিন্তু উহাও বৈকুণ্ঠবাসিদিগের আয়ুর্গণনায় ধর্তব্য নহে। ত্রুটি অবধি দ্বিপরার্ধ পর্যন্ত যে কাল, তাহা মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেও বৈকুণ্ঠের উপরে কালের আধিপত্য করিবার শক্তি নাই। পক্ষান্তরে লীলানুসারে কালবুদ্ধির বশবর্তী না হইলে লীলারস উপভোগ হয় না। বস্তুতঃ সেই অব্যাকৃত বৈকুণ্ঠে কালাদিকৃত বিকার নাই। এক্ষণে প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছেন। সেই বৈকুণ্ঠে শ্রীজগদীশ্বরের প্রত্যাগমন মাত্রে তাঁহার দর্শনোদ্ভুত অনির্বচনীয় আনন্দে সকলে বিগত সন্তাপ হইতেন, কিন্তু কেবলই সে সন্তাপ নাশ হইত তাহা নহে, প্রত্যুত পরম হর্ষরাশিরূপ আনন্দসাগর উদ্বেলিত হইত। অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের

স্ফীততার ন্যায় সমগ্র বৈকুণ্ঠ আনন্দোল্লাসে স্ফীত হওয়াতেই সকলে বিগত সন্তাপ এবং আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেন।

১১৮। যদি বল, আপনার অভীষ্টতম সিদ্ধির অভাবে নিশ্চয়ই হৃদয়ে দুঃখ সন্তাপের উদ্গম হইত? হাঁ, যদিও আমার মন ইষ্টসিদ্ধি ব্যতিরেকে স্বভাবতঃ শূন্যপ্রায় বোধ হইয়াছিল, তথাপি সেই বৈকুণ্ঠলোকের প্রভাবে, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের মহিমা উদ্রেকহেতু সূর্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের ন্যায় আমার মনের সন্তাপরূপ মালিন্য দূরীভূত হইত।

১১৯। তথাপি শ্রীমদনগোপালদেবের পাদপদ্মযুগলের উপাসনারূপ পরমফলময় প্রিয়তম কোন লোকবিশেষ না প্রাপ্ত হওয়ায় বৈকুণ্ঠবাসে নির্বেদের কারণ বলিবার উপক্রম করিয়া প্রথমতঃ বৈকুণ্ঠবাসের মহামাতিশয় বিচার দ্বারা অনুভব করতঃ চিত্তের অস্বাস্থ্যরূপ রোগ নিরসন অভিপ্রায়ে 'যদা' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন, যদিও কদাচিৎ পূর্ব-পূর্বের মত আমার হৃদয় ব্যথিতের ন্যায় বোধ হইত; (এস্থলে ব্যথিত বলিবার উদ্দেশ্য থাকিলেও 'ব্যথিতের ন্যায়' বলিলেন, কারণ, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিতে নিজের অশেষবিধ প্রাপ্তি সিদ্ধ হইতেছে, সুতরাং ব্যথার কথা বলিবেন কিরূপে? তবে নিজ ইষ্টসিদ্ধি সম্পন্ন হইতেছে না বলিয়া 'ইব'কার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন) তথাপি বৈকুণ্ঠলোকের পরিপূর্ণতা প্রদর্শন করাইয়া নিজ চিত্তের অস্বাস্থ্যরূপ রোগ উৎপত্তির কারণ—বৈকুণ্ঠ হইতেও অধিক প্রাপ্যান্তর লিপ্সা অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ হইতে অধিক কিছু প্রাপ্য আছে, তাহা সম্যক্ অবধারণ করিয়া স্বয়ংই চিত্তের সেই অস্বাস্থ্যরূপ রোগ দূরীভূত করিতে প্রয়াস অর্থাৎ নিরসন করিয়াছিলাম।

১২০। এতাদৃশাৎ প্রাপ্যতমং ন কিঞ্চিদ্
বৈকুণ্ঠবাসাৎ কিল বিদ্যতেঽন্যৎ।
সন্দেহমীষত্ত্বমপীহ কর্ত্তুং,
নার্হস্যতোঽন্যঃ কিমু পৃচ্ছ্যতাং তৎ॥

মূলানুবাদ

১২০। রে চঞ্চলচিত্ত! বৈকুণ্ঠলোকে আসিয়াও তোমার চাঞ্চল্য দূর হইল না? এতাদৃশ বৈকুণ্ঠবাস হইতে অন্য কোন উৎকৃষ্ট বস্তু নাই। তুমি আর কি জিজ্ঞাসা করিবে? এই সিদ্ধান্তে তুমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১২০। নিরসনপ্রকারমেবাহ—এতাদৃশাদিতি। অনির্বচনীয় শ্রীবৈকুণ্ঠবাসাদন্যৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্যতমং, কিল নিশ্চিতং, ন বিদ্যতে। ইহ অস্মিন্ সিদ্ধান্তে ঈষন্মনাগপি সন্দেহং হে মনস্ত্বমপি কর্ত্তুং নার্হসি, অস্যৈব পরমোৎকর্ষ-চরমকাষ্ঠাময়ত্বাৎ। ততোঽস্মাদ্ধেতোঃ অন্যো বৈকুণ্ঠলোকবাসাৎ পৃচ্ছ্যতাং ময়া॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২০। নিরসনের প্রকার বলিতেছেন—‘এতাদৃশ’ ইত্যাদি। হে মন! এতাদৃশ অনির্বচনীয় বৈকুণ্ঠবাস হইতে অন্য কিছুই প্রাপ্যতম বস্তু নাই,—এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না—ইহাই উৎকর্ষের চরমসীমা। অতএব তুমি এই বৈকুণ্ঠলোকবাস ব্যতীত অপর কি জিজ্ঞাসা করিবে?

১২১। তস্মাদরে চঞ্চলচিত্তবুদ্ধ্যা-
দ্যাপি স্বভাবং ত্যজ দূরতোঽত্র।
অস্মাৎ পরং নাস্তি পরং ফলং তৎ,
শান্তিং পরাং যুক্তি-শতেন গচ্ছ॥

মূলানুবাদ

১২১। অতএব ওরে চঞ্চলচিত্তবুদ্ধি! অদ্যই স্বভাবচাঞ্চল্য দূরে নিক্ষেপ কর। এই বৈকুণ্ঠলোক হইতে অন্য কোন উৎকৃষ্ট বস্তু নাই, ইহাকেই পরম ফল জানিবে; এবিষয়ে শত শত যুক্তিদ্বারা বিচার করিয়া শান্তি লাভ কর।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১২১। অত্র শ্রীবৈকুণ্ঠে স্বভাবং চঞ্চল্যাদিকং বুদ্ধ্যা বিচারেণাদ্য ধুনাপি দূরতস্ত্যজ। তত্রোক্তমেব হেতুং পুনর্দাঢ্যায় নির্দিশতি—তস্মাদিতি। শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকবাসাৎ পরমন্যৎ উৎকৃষ্টং ফলং নাস্তি। ইদমেব সর্বোৎকৃষ্টং ফলমিত্যর্থঃ। তত্র তস্মাৎ যুক্তিশতেন ইত্যেবমাদিবিচারসমূহেন পরাং পরমাং শান্তিমুপশমং সুখং বা গচ্ছ প্রান্নুহি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২১। রে চঞ্চল মন! এই বৈকুণ্ঠলোকে স্বভাব-চাঞ্চল্য দূরে পরিহার কর। এক্ষণে দার্ঢ্যের নিমিত্ত পুনরায় তাহার হেতু বলিতেছেন, এই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি হইতে অন্য কোন উৎকৃষ্ট ফল নাই, ইহাকেই পরমোৎকৃষ্ট ফল বলিয়া জানিবে। অতএব শত শত যুক্তি দ্বারা এই বিষয়ে বিচার করিয়া পরমশান্তি বা উপশম সুখলাভ কর।

১২২। তদ্বোধয়ন্নেব বিলোকয়াম্যহং,
স্বং সচ্চিদানন্দময়ং তথা প্রভোঃ।
বৈকুণ্ঠলোকে ভজনাৎ পরং সুখং,
সান্দ্রং সদৈবানুভবন্তমদ্ভুতম্॥

মূলানুবাদ

১২২। আমি যখন মনকে এইভাবে প্রবোধিত করিতাম, তখনই আপনাকে সচ্চিদানন্দময়রূপে অবলোকন করিতাম এবং সেই বৈকুণ্ঠলোকে প্রভুর ভজনা করিয়া সর্বদাই পরম অদ্ভুত সান্দ্রসুখ অনুভব করিতাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১২২। তৎ স্বমনো বোধয়ন্নেব স্বমাত্মানমেবাহং সচ্চিদানন্দময়ং বিলোকয়ামি সাক্ষাৎকরোমি। অথেতি সমুচ্চয়ে। প্রভোর্ভগবতো বৈকুণ্ঠলোকে যদ্ভজনং তস্মাদ্ধেতোঃ সান্দ্রং পরমং সুখং সদৈব অদ্ভুতং যথা স্যাত্তথানুভবন্তঞ্চ স্বয়মেব বিলোকয়ামি। যদা তু শ্রীমদনগোপালদেবাকৃষ্টতয়াত্মনো বিচারবিশেষহানিঃ স্যাত্তদা তু মনঃ সীদেদেবতি ধ্বনিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২২। এইরূপে যখন নিজ মনকে প্রবোধিত করিতাম, তখনই আপনাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপে অবলোকন করিতাম এবং সেই বৈকুণ্ঠলোকেই বৈকুণ্ঠেশ্বরের ভজনা করিয়া সর্বদাই পরমাদ্ভুত নিবিড় সুখ অনুভব করিতাম। আবার যখন শ্রীমদনগোপালদেবের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইত, তখন সেই সকল বিচারবুদ্ধির হানি হইত এবং মনও ব্যথিত হইত।

১২৩। এবং কদাচিদুদ্বিগ্নঃ কদাচিদ্বর্ষবানহম্।
বৈকুণ্ঠে নিবসন্ দৃষ্টো নারদেনৈকদা রহঃ।।

১২৪। দয়ালু-চূড়ামণিনা প্রভোর্মহা,
প্রিয়ণ তদ্ভক্তিরসাব্ধিনামুনা।
শুভাশিষানন্দ্য করেণ ভাষিতঃ,
সংস্পৃশ্য বীণাসুহৃদা শিরস্যহম্।।

মূলানুবাদ

১২৩। এইরূপে কদাচিৎ উদ্বিগ্ন হইতাম, কখনও বা হর্ষযুক্ত হইতাম। তথায় অবস্থান করিতে করিতে একদা নির্জনে শ্রীনারদের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

১২৪। দয়ালু চূড়ামণি প্রভুর মহাপ্রিয়, তদ্ভক্তিরসসাগর তরঙ্গে ভাসমান বীণাসুহৃদ সেই শ্রীনারদ হস্ত দ্বারা আমার শিরস্পর্শ করিয়া আশীর্বাদপূর্বক বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১২৩। এবমুক্তপ্রকারেণ কদাচিদুদ্বিগ্নঃ ক্ষুভিতঃ শোকার্তো বা। একদা একস্মিন্নপি সময়ে নারদেনাহং দৃষ্টঃ।।

১২৪। ততশ্চ অমুনা শ্রীনারদেন শুভাশিষা আনন্দ্য অভিনন্দ্য হর্ষয়িত্বা বীণাসুহৃদা বীণাসঙ্গবতা, করেণ শিরসি সংস্পশ্য চাহং ভাষিতঃ উক্তঃ। তত্র হেতুঃ—দয়ালুনাং চূড়ামণিনা মূর্ধন্যেন। কুতঃ? প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণদেবস্য মহাপ্রিয়েণ, যতস্তস্য প্রভোর্ভক্তিরসানামব্ধিনেতি।।

টীকার তাৎপর্য্য

১২৩। উক্ত প্রকারে তথায় কোন সময়ে উদ্বিগ্ন বা শোকার্ত হইতাম, কখনও বা হর্ষযুক্ত হইতাম। এইরূপ তথায় বাস করিতে করিতে একদা নির্জনে শ্রীনারদের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

১২৪। অতঃপর সেই দয়ালু চূড়ামণি শ্রীনারদ শুভাশীষপূর্বক অভিনন্দন করতঃ হর্ষের সহিত বেণুসঙ্গত-করে আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন। তাহার হেতু এই যে, তিনি দয়ালু চূড়ামণি। কি প্রকার? প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রিয়। যেহেতু, তিনি প্রভুর ভক্তিরস-সাগর সদৃশ।

শ্রীভগবন্নারদ উবাচ—

১২৫। ভো গোপনন্দন শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠেশানুকম্পিত।
মুখম্লান্যাদিনা কিঞ্চিচ্ছোচন্ দীন ইবেক্ষ্যসে॥

১২৬। শোকদুঃখাবকাশোঽত্র কতমঃ স্যান্নিগদ্যতাম্।
পরং কৌতূহলং মেঽত্র যন্ন দৃষ্টঃ স কস্যচিৎ॥

মূলানুবাদ

১২৫। ভগবান্ শ্রীনারদ বলিলেন, হে গোপনন্দন! হে শ্রীবৈকুণ্ঠেশ অনুকম্পিত! তোমার মলিনমুখ দেখিয়া অনুমান হইতেছে যে, তুমি কোন বিষয়ের জন্য শোকাতুর হইয়াছ।

১২৬। পরন্তু এস্থানে শোক-দুঃখের অবকাশ নাই, তবে কিরূপে তোমার শোক-দুঃখের সঞ্চার হইল? স্পষ্ট করিয়া বল, আমার পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। কারণ, আমি এপর্যন্ত কাহাকেও এখানে দুঃখ অনুভব করিতে দেখি নাই।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১২৫। শ্রীমতা বৈকুণ্ঠেশেনানুকম্পিতেতি। শোকহেতোরসম্ভবঃ সূচিতঃ। কিঞ্চিচ্ছোচন্ সন্ দীন ইব মুখম্ল্যান্যাদিনা লিঙ্গেন ঈক্ষ্যসে লক্ষ্যসে। আদি-শব্দেন শূন্যদৃষ্টিত্বোচ্চশ্বাসাদি॥

১২৬। ননু শোকার্ত্ত এবাহমিতি চেত্তত্রাহ—শোকেতি। অত্র বৈকুণ্ঠলোকে শোক-দুঃখয়োরবকাশঃ প্রবেশো বা কতমঃ স্যাৎ? স তন্নিদানং বা নিগদ্যতাং; ত্বয়া নিরূপ্যতাম্, যস্মাদত্র স শোক-দুঃখাবকাশঃ কস্যচিদপি ময়া ন দৃষ্টোঽস্তি। অতএব মম পরমং কৌতূহলং ভবতীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৫। 'হে শ্রীমদ্ বৈকুণ্ঠেশ্বরের অনুকম্পিত!' এই সম্বোধনের দ্বারা বৈকুণ্ঠলোকে শোকার্ত হওয়া অসম্ভব,—ইহাই সূচিত হইয়াছে। তথাপি মুখম্লানাদি চিহ্ন দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি কোন বিষয়ের জন্য শোকাতুর হইয়াছ। 'আদি' শব্দে শূন্যদৃষ্টি দীর্ঘশ্বাসাদি।

১২৬। যদি বল, আমি শোকার্ত, তাহা হইলে এই বৈকুণ্ঠলোকে কিরূপে তোমার শোকের সঞ্চার হইল? অর্থাৎ এই বৈকুণ্ঠলোকে শোক-দুঃখের অবকাশ হইল কিরূপে? তাহার নিদান তুমি স্পষ্ট করিয়া বল। যেহেতু এ পর্যন্ত আমি এখানে কাহাকেও শোক-দুঃখ অনুভব করিতে দেখি নাই। এইজন্যই আমার বিশেষ কৌতূহল জন্মিয়াছে।

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

১২৭। পরমাপ্তং সুহৃচ্ছ্রেষ্ঠং তং প্রাপ্য স্বগুরূপমম্।
হার্দ্দং তদ্বৃত্তমাত্মীয়ং কার্ৎস্নেনাকথয়ং তদা॥

১২৮। শ্রুত্বা তদখিলং কিঞ্চিন্নিশ্বস্য পরিতো দৃশৌ।
সঞ্চার্যাকৃষ্য মাং পার্শ্বেঽব্রবীৎ সকরুণং শনৈঃ॥

মূলানুবাদ

১২৭। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, আমি পরম আপ্ত ও সুহৃদ্শ্রেষ্ঠ গুরুতুল্য সেই শ্রীনারদকে প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ হৃদয়গত বৃত্তান্তসমূহ বর্ণন করিলাম।

১২৮। তিনি আমার কথাগুলি শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন; পরে আমাকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সকরুণভাবে বলিতে লাগিলেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১২৭। তং শ্রীনারদং প্রাপ্য। কীদৃশম্? পরমমাপ্তম্; আপ্তলক্ষণশ্চোক্তম্; তথা সুহৃৎসু নিরুপাধিহিতকৃৎসু শ্রেষ্ঠম্; অতঃ স্বস্য মম গুরুতুল্যম্। অতএব হার্দ্দং হৃৎস্থিতম্ আত্মীয়ং নিজং তৎ আদাবুদ্দিষ্টং বৃত্তং বৃত্তান্তং কার্ৎস্ন্যেন নিঃশেষ-তয়াঽকথয়ম্॥

১২৮। তদ্বৃত্তমখিলং শ্রুত্বা স্বয়মপি তদপ্রাপ্ত্যা সদা দীন এবাধুনা বিশেষতস্তৎস্মরণেন শোকান্নিশ্বস্য কিঞ্চিদনির্বচনীয়মত্যুচ্চৈরিত্যর্থঃ। স্বল্পমিতি বা, মম শোকবৃদ্ধিভয়েন যত্নতো নিজশোকসম্বরণাৎ পরিত ইতস্ততঃ দৃশৌ সঞ্চার্য সর্বা দিশো বিলোক্যেত্যর্থঃ। বক্ষ্যমাণ-পরমনিগূঢ়ার্থ প্রকাশশঙ্কয়া। অতএব পার্শ্বে স্বনিকটে মামাকৃষ্য শনৈরব্রবীৎ। করুণা কৃপা করুণো রসো বা, তেন সহিতং যথা স্যাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৭। সেই শ্রীনারদকে প্রাপ্ত হইয়া। কি প্রকারে প্রাপ্ত হইলেন? পরম আপ্তরূপে। আপ্তের লক্ষণ এই যে, নিরুপাধি হিতকারী সুহৃৎগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব আমার গুরুতুল্য সেই শ্রীনারদকে প্রাপ্ত হইয়া আমার হৃদয়গত সমুদয় বৃত্তান্ত নিঃশেষে বর্ণন করিলাম।

১২৮। তখন তিনি আমার হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং আমার দীনতার কারণ অবগত হইয়া কিঞ্চিৎ নিশ্বাসত্যাগ পূর্বক ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিলেন। আর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অতি দুর্লভ যে বস্তু, যাহা আমিও এ পর্যন্ত লাভ করিতে পারি নাই, এই বালক সেই বস্তু লাভ করিতে না পারিয়া দীনভাবে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আমার কথায় ইহার আরও শোকবেগ বৃদ্ধি হইবে। এই শোক বৃদ্ধিভয়ে তিনি যত্নপূর্বক নিজ শোক সম্বরণ করিয়া চতুর্দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিলেন। অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ পরম নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশ আশঙ্কায় চারিদিক অবলোকন করিয়া পরে আমাকে নিজপার্শ্বে আকর্ষণ করতঃ ক্রমে ক্রমে সকরুণভাবে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীনারদ উবাচ—

১২৯। ইতঃ পরতরং প্রাপ্যং কিঞ্চিন্নাস্তীতি যত্ত্বয়া।
মন্যতে যুক্তিসন্তত্যা তৎ সত্যং খলু নান্যথা।।

১৩০। যচ্চ স্বীয়েষ্টদেবস্য বিনোদং ধ্যানসঙ্গতম্।
সাক্ষাদত্রানুভবিতুং তথৈবেচ্ছসি সর্বথা।।

মূলানুবাদ

১২৯। শ্রীনারদ বলিলেন, এই বৈকুণ্ঠলোক হইতে কোন পরতর (শ্রেষ্ঠতর) প্রাপ্য নাই, ইহা যে তুমি অনেক প্রকার যুক্তি দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছ তাহা সত্য, কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

১৩০। কিন্তু স্বীয় ইষ্টদেবের আলিঙ্গন চুম্বনাদি যাহা তুমি ধ্যানযোগে লাভ করিয়াছিলে, তাহা যে এস্থলে সাক্ষাৎ অনুভব করিতে ইচ্ছা করিতেছ, এ বিষয় কিছু বলিতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১২৯। ইতোঽস্মাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠতমং কিঞ্চিৎ প্রাপ্যং ফলং নাস্তীত্যেবং তদ্‌যুক্তীনাং সন্তত্যা শ্রেণ্যা যত্ত্বয়া মন্যতে, তৎ সত্যমেবাত্রান্যথা নাস্তি।।

১৩০। কিন্তু স্বীয়স্য ইষ্টদেবস্য শ্রীমদনগোপালভগবতো বিনোদং লীলা-বিশেষং ধ্যানে স্বয়ং ক্রিয়মাণে স্মরণবিশেষ সঙ্গতং মিলিতম্। অত্র বৈকুণ্ঠে তথৈব তেন ধ্যানসঙ্গতপ্রকারেণৈব। তত্রাপি সর্বথা সর্বেন তদ্বিশেষ প্রকারেণ সাক্ষাদনুভবিতুং যমিচ্ছসি।।

টীকার তাৎপর্য্য

১২৯। এই শ্রীবৈকুণ্ঠলোক হইতে কোন পরতর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্য ফল নাই; ইহা যে তুমি শত শত যুক্তি শ্রেণী দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছ, তাহা সত্য, তাহাতে কিছুমাত্র অন্যথা নাই।

১৩০। কিন্তু এখানে তুমি যে স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীমদনগোপাল ভগবানের আলিঙ্গন চুম্বনাদি বিনোদ লীলাবিশেষ, 'যাহা ধ্যানে স্বয়ং অনুভব করিয়াছিলে'। এই বৈকুণ্ঠে সেইরূপ অর্থাৎ ধ্যানসঙ্গত প্রকারের আলিঙ্গন চুম্বনাদি সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তদ্‌বিষয়ে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর।

১৩১। তস্যাপি সোঽত্যন্তসুখপ্রদায়ক-
শ্চেতোহরঃ প্রীতিবিশেষ-গোচরঃ।
গোপ্যোত্তমস্তদ্‌ব্রজলোকবন্মহা,
প্রেমৈকলভ্যোঽসুলভো হি মাদৃশাম্।।

মূলানুবাদ

১৩১। এতাদৃশ বিনোদলীলা প্রভুরও অত্যন্ত সুখপ্রদ এবং চিত্তবৃত্তিহারিণী প্রীতিবিশেষের দ্বারা লভ্য। পরন্তু ইহা পরম গোপনীয়, এমন কি আমাদের মত ঋষিদিগেরও সুদুর্লভ; কেবলমাত্র সুপ্রসিদ্ধ ব্রজবাসিগণের প্রেম-বলেই লাভ হয়।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৩১। স বিনোদস্তস্য ভগবতোঽপ্যত্যন্তসুখপ্রদায়কঃ। তথা চেতোহরঃ মনোহারী, তথা প্রীতিবিশেষস্য অসাধারণপ্রিয়তায়া গোচরো বিষয়ো মাদৃশাং হি নিশ্চিতমসুলভঃ যতস্তস্যৈব গোপ্যেষু মধ্যে উত্তমঃ শ্রেষ্ঠঃ। কিঞ্চ তেষাং সুপ্রসিদ্ধমহিম্নাং ব্রজলোকানামিব যন্মহাপ্রেম তেনৈকেনৈব লভ্যঃ অনুভবিতুং শক্য ইত্যর্থঃ। এবমাদৌ শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিভিঃ বিকল্পিতস্য শ্রীভগবদ্‌গোকুললীলাবিষয়ক-সিদ্ধান্তস্যায়ং নিশ্চয়ে জ্ঞেয়ঃ।।

টীকার তাৎপর্য্য

১৩১। তাদৃশ বিনোদলীলা সেই প্রভুরও অত্যন্ত সুখপ্রদায়ক ও চিত্তহরণকারী প্রীতিবিশেষের বিষয়। আর সেই লীলাবিশেষের অনুভব মাদৃশ জনেরও সুদুর্লভ। কারণ, উহা গোপনীয় বস্তুর মধ্যেও পরম গোপ্য এবং সর্বোত্তম বস্তু। আরও বলিলেন, ঐ বস্তু কেবলমাত্র সুপ্রসিদ্ধ ব্রজবাসিবৃন্দের যে মহাপ্রেম, সেই প্রেমবলেই একমাত্র প্রাপ্য অর্থাৎ সেই বিনোদলীলাবিশেষের অনুভব হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিগণের বিকল্পিত অর্থাৎ পূর্বে কথিত শ্রীভগবানের গোকুললীলাবিষয়ক সিদ্ধান্ত; তাহা এস্থলে নিশ্চয়রূপে বিজ্ঞাপিত হইল।

১৩২। স বৈ বিনোদঃ সকলোপরিষ্টা-
ল্লোকে ক্বচিদ্ভাতি বিলোভয়ন্ স্বান্।
সম্পাদ্য ভক্তিং জগদীশ-ভক্ত্যা,
বৈকুণ্ঠমেত্যাত্র কথং ত্বয়েক্ষ্যঃ॥

মূলানুবাদ

১৩২। সেই লীলা-বিনোদ সর্বলোকের উপর বিরাজমান কোন এক নিভৃতস্থানে স্বীয় ভক্ত সকলের মনোরোচক হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। তুমি জগদীশ বুদ্ধিতে ভক্তি সম্পাদন করিয়া এই বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইয়াছ। অতএব এইস্থানে সেই বিনোদ-লীলা সুখ কি প্রকারে লাভ করিবে?

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৩২। ননু স কুত্র লভ্যঃ স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ—স ইতি। স বৈ প্রসিদ্ধৌ। সকলস্য কৃৎস্নস্য প্রপঞ্চস্য প্রপঞ্চাতীতস্য চ উপরিষ্টাদ্বর্তমানে লোকে ভুবনবিশেষে ভাতি বিরাজতে। ক্বচিৎ কস্মিংশ্চিদিতি অনির্বচনীয়ত্বাৎ পরমরহস্যতয়া তদানীং প্রকাশনাযোগ্যত্বাৎ। কিং কুর্বন্? স্বান্ নিজভক্তান্ বিলোভয়ন্ সন্। অতস্ত্বয়া জগদীশবুদ্ধ্যা ভক্তিং সম্পাদ্য তয়াবৈকুণ্ঠলোকমেত্যাগত্যাত্র বৈকুণ্ঠে স বিনোদঃ কথমীক্ষ্যঃ সাক্ষানুভবিতুং শক্যঃ। ভগবতি পরমপ্রিয়তমবুদ্ধ্যা প্রেমবিশেষ-সম্পাদনেনৈব তল্লোকবিশেষপ্রাপ্ত্যা তদনুভবঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩২। যদি বল, সেই প্রসিদ্ধ প্রেম কোথায় লাভ করা যায়? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, সেই প্রসিদ্ধ প্রেম-বিনোদ; প্রপঞ্চ ও অপ্রপঞ্চের অতীত সর্বলোকের উপরি কোন অনির্বচনীয় পরম রহস্যময় স্থানে স্বীয় ভক্ত সকলের মনোরঞ্জন করিতে করিতে বিরাজমান রহিয়াছেন। তুমি জগদীশ্বর বুদ্ধিপূর্বক ভক্তি সাধন করিয়া এই বৈকুণ্ঠে আসিয়াছ; সুতরাং এই বৈকুণ্ঠলোকে সেই লীলাবিনোদ কিরূপে প্রাপ্ত হইবে? ভগবানের প্রতি পরম প্রিয়তম বুদ্ধি প্রভাবেই প্রেমসম্পদ্ লাভ হয় এবং সেই প্রেমসম্পদ-বলেই সেই লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সেই সেই বিনোদলীলারসও অনুভব করা যায়।

১৩৩। ভগবৎপরমৈশ্বর্যপ্রান্তসীমাপ্রকাশনে।
বৈকুণ্ঠেঽস্মিন্ মহাগোপ্যঃ প্রকটঃ সম্ভবেৎ কথম্॥
১৩৪। শোকং সর্বং বিহায়েমং শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠ-নায়কম্।
নিজেষ্টদেববুদ্ধ্যৈব বীক্ষস্ব ভজ মা ভিদাম্॥

মূলানুবাদ

১৩৩। এই বৈকুণ্ঠলোক ভগবানের পরমৈশ্বর্যের প্রান্তসীমাপ্রকাশের একমাত্র স্থল। অতএব এস্থলে সেই মহাগোপ্য মাধুর্যময় লীলাপ্রকটন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

১৩৪। অতএব তুমি শোকাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমদ্ বৈকুণ্ঠনাথকেই নিজ ইষ্টদেব জানিয়া ভজনা কর, ভেদজ্ঞান করিও না।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৩৩। তত্র হেতুমাহ—ভগবদিতি। মহাগোপ্যঃ পরমগুহ্যঃ স বিনোদঃ। অস্মিন্ বৈকুণ্ঠলোকে কথং প্রকটঃ সম্ভবেৎ? কুতঃ? ভগবতঃ পরমৈশ্বর্যস্য প্রান্তসীম্ন পরমান্ত্যকাষ্ঠয়াঃ প্রকাশনং যস্মিন্ তস্মিন্ তদ্রূপ ইতি বা। অতো ভগবতঃ পরমপ্রিয়বন্ধু-ভাববিশেষ-প্রকাশনযোগ্যপদ এব তদ্বিনোদানুভবঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥

১৩৪। নিজস্তাবক ইষ্টদেবঃ শ্রীমদনগোপালো ভগবান্ স এবায়মিতি বুদ্ধ্যা শ্রীমন্তং বৈকুণ্ঠনায়কং বীক্ষস্ব অবলোকয় ভাবয়েতি বা। এবং ভিদাং তয়োর্ভেদং মা ভজ আশ্রয়॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৩। তাহার কারণ বলিতেছেন, শ্রীভগবানের পরম ঐশ্বর্য প্রকাশের একমাত্র স্থল এই বৈকুণ্ঠে সেই মহাগোপ্য রহস্যলীলা প্রকটন কিরূপে সম্ভব হইবে? কেন? ভগবানের পরম ঐশ্বর্যের প্রান্তসীমা অর্থাৎ পরম পরাকাষ্ঠা সীমা প্রকাশের একমাত্র স্থল এই বৈকুণ্ঠ। অতএব যেস্থানে শ্রীভগবানের সহিত পরমপ্রিয়-বন্ধুভাব বিশেষ প্রকাশ আছে, সেই স্থানেই সেই বিনোদলীলা প্রকটন সম্ভব হইয়া থাকে।

১৩৪। অতএব সমস্ত শোক পরিত্যাগ করিয়া নিজস্তাবক ইষ্টদেব শ্রীমদন-গোপালের সহিত অভেদবুদ্ধি করিয়া শ্রীমদ্ বৈকুণ্ঠনায়ককেই নিজ ইষ্টরূপে অবলোকন করতঃ ভজনা কর, নিজ ইষ্ট শ্রীমদনগোপালের সহিত এই ভগবানের কখনও ভেদবুদ্ধি করিও না।

১৩৫। ততোঽত্রাপি সুখং তত্তদনন্তং পরমং মহৎ।
বর্ধমানং সদা স্বীয়মনঃপূরকমাপ্স্যসি।।

শ্রীগোপকুমার উবাচ—

১৩৬। ততঃ কানপি সিদ্ধান্তান্ স্ব-প্রজ্ঞা-গোচরানপি।
ঐচ্ছং তদাননাচ্ছ্রোতুং শ্রোত্রেণ প্রেরিতে হঠাৎ।।

১৩৭। শক্নোমি চ ন তান্ প্রষ্টুমমুং গৌরবলজ্জয়া।
অভিপ্রেয়ায় সর্বজ্ঞবরো ভাগবতোত্তমঃ।।

১৩৮। মদীয়কর্ণয়োঃ স্বীয়জিহ্বায়াশ্চ সুখায় সঃ।
ব্যঞ্জয়ামাস সংক্ষেপাৎ সর্বাংস্তান্ মদ্ধৃদি স্থিতান্।।

মূলানুবাদ

১৩৫। তাহা হইলে এখানেও তুমি সেই অনন্ত পরম মহৎ সদা বর্ধমান স্বীয় মনোরথ-পরিপূরক সুখবিশেষ লাভ করিবে।

১৩৬। শ্রীগোপকুমার বলিলেন, অতঃপর শ্রীনারদের মুখে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মহারত্নসমূহ স্ব-প্রজ্ঞাগোচর হইলেও আরও কিছু শুনিবার জন্য হঠাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনরায় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসকল তাঁহার মুখ হইতে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলাম।

১৩৭। যদিও গৌরব ও লজ্জাবশতঃ আমি তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিতে পারি নাই, তথাপি সেই সর্বজ্ঞবর ভাগবতোত্তম আমার মনোভাব অবগত হইয়াছিলেন।

১৩৮। তিনি আমার কর্ণদ্বয়ের সুখ বিধানার্থ এবং নিজ জিহ্বা সুখে আমার হৃদয়স্থিত সন্দেহসকল নিরসন জন্য সংক্ষেপে কিছু ব্যক্ত করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৩৫। ততস্তস্মাদভেদদর্শনাৎ; তত্র শ্রীবৈকুণ্ঠেঽপি স্বীয়স্য মনসঃ পূরকং তৃপ্তিকরং তত্তদনির্বচনীয়ং সুখং লপ্স্যসে। কীদৃশম্? সদা বর্ধমানং প্রতিক্ষণং নূতনত্বেন মাধুরীবিশেষো দর্শিতঃ। তথাপি কদাচিন্নূতনতা নাস্তীত্যাহ—পরমং মহদিতি, তচ্চ ন সীমবদিত্যাহ—অনন্তমপরিচ্ছিন্নমিতি। এতচ্চাদৌ বিবৃত-প্রায়মেবাস্তি।।

১৩৬। এবং শ্রীনারদোক্তি-পাটবেনাশ্বাসমিবাসাদ্য। 'এতৎপরমবৈচিত্রীহেতুং বক্ষ্যামি তেঽগ্রতঃ।' ইতি প্রতিজ্ঞাতমর্থং নিষ্পাদয়ন্ শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মহারত্ন-

প্রকাশনেনাশেষ-সংশয়োপদ্রবান্ নিরাকর্ত্তুং প্রসঙ্গান্তরমারভতে তত ইত্যাদিনা তৎপ্রসাদত ইত্যন্তেন। স্বস্য মম প্রজ্ঞায়া বুদ্ধের্গোচরান্ বিষয়ানপি কানপি বৈষ্ণববৃন্দ-বল্লভান্ সিদ্ধান্তান্ তস্য নারদস্য আননান্মুখাৎ শ্রোতুমৈচ্ছম্। কুতঃ? শ্রোত্রেণ শ্রবণেন্দ্রিয়েণ হঠাৎ বলাদ্ প্রেরিতঃ সন্, অন্যথা শ্রোত্রসুখং ন স্যাদিতি ভাবঃ॥

১৩৭-১৩৮। তাংশ্চ সিদ্ধান্তান্ অমুঞ্চ শ্রীনারদং প্রষ্টুং ন শক্নোমি। গৌরবেণ তস্য তস্য গুরুত্বেন যা লজ্জা তয়া, স চ সর্বজ্ঞবরঃ তান্ সর্বান্ মম হৃদি স্থিতানপি অভিপ্রেয়ায় জ্ঞাতবান্। ততশ্চ তান্ সর্বান্ সংক্ষেপেণ ব্যঞ্জয়ামাস ব্যক্ততয়া ব্যাচখ্যৌ। কিমর্থম্? মদীয়য়োঃ কর্ণয়োঃ সুখায়; স্বীয়ায়া জিহ্বায়াশ্চ সুখায়; যতো ভাগবতেষু উত্তমঃ শ্রেষ্ঠঃ সঃ।।

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৫। অতএব এইপ্রকার অভেদদর্শন হেতু এস্থলেও তুমি স্বীয় মনঃপূরক তৃপ্তিকর তত্তৎ অনির্বচনীয় সুখলাভ করিবে। তাহা কি প্রকার? সদা বৃদ্ধিশীল প্রতিক্ষণে নব নব মাধুরীবিশেষ প্রকটনকারী পরম মহৎ অনন্ত সুখ লাভ করিতে পারিবে। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

১৩৬। এইরূপে শ্রীনারদের বচন চাতুরী দ্বারা আশ্বাস প্রাপ্ত হইলাম; কিন্তু 'এবিষয়ের পরম বৈচিত্রীহেতু অগ্রে বলিব।' অর্থাৎ এই প্রতিজ্ঞাত অর্থ নিষ্পাদন-রূপ শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মহারত্ন প্রকাশক অশেষ সংশয়াদির উপদ্রব নিরাকরণ করতঃ প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ করিব। ইত্যাদিরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় আমিও তাঁহার প্রসাদে বৈষ্ণববৃন্দের একান্ত প্রিয় সিদ্ধান্তরূপ মহারত্ন লাভের আশায় এবং সেই সিদ্ধান্তরত্ন নিজবুদ্ধি-গোচর করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীনারদের মুখ হইতে সেই সকল সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিবার ইচ্ছা করিলাম। কেন? হঠাৎ আমি শ্রবণেন্দ্রিয় কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, অন্যথায় শ্রোত্রসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

১৩৭-১৩৮। কিন্তু সেই সকল বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত শ্রবণ বিষয়ে শ্রীনারদকে কোন প্রশ্ন করিতে পারি নাই। গৌরব ও লজ্জাবশতঃ মনে মনে চিন্তামাত্রই করিয়াছিলাম। যেহেতু, মহতের নিকট ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রশ্ন করা উপহাসের বিষয়; বিশেষতঃ দীনব্যক্তি সেই দুর্লভ চিন্তামণির সংবাদ কিরূপে জিজ্ঞাসা করিবে? তথাপি সেই সর্বজ্ঞবর আমার হৃদয়গত অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমার হৃদয়স্থিত সমস্ত সন্দেহরাশি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন। কি নিমিত্ত? আমার কর্ণযুগলের ও তদীয় রসনাসুখ-বর্ধনার্থ। যেহেতু, তিনি ভাগবতগণের শ্রেষ্ঠ।

শ্রীনারদ উবাচ—

১৩৯। পশু-পক্ষিগণান্ বৃক্ষলতা-গুল্ম-তৃণাদিকান্।
অত্র দৃষ্টান্ ন মন্যস্ব পার্থিবাংস্তামসানিব॥

১৪০। এতে হি সচ্চিদানন্দরূপাঃ শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদাঃ।
বিচিত্রসেবানন্দায় তত্তদ্রূপাণি বিভ্রতি॥

১৪১। যদ্বর্ণবদ্‌যদাকারং রূপং ভগবতোঽস্য যে।
নিজপ্রিয়তমত্বেন ভাবয়ন্তোঽভজন্নিমম্॥

মূলানুবাদ

১৩৯। শ্রীনারদ বলিলেন, হে গোপকুমার! তুমি এই বৈকুণ্ঠস্থিত পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-তৃণাদি যাহা কিছু অবলোকন করিতেছ, এই সমস্তকে পার্থিব তামস বলিয়া ধারণা করিও না।

১৪০। ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ, পশু-পক্ষী প্রভৃতিরূপে প্রভুর সেবানন্দ আস্বাদন করেন। বস্তুতঃ ইঁহারা সকলেই বিচিত্র সচ্চিদানন্দরূপ।

১৪১। ভক্তগণ এই বৈকুণ্ঠনাথের যেরূপ বর্ণ, রূপ ও আকার অভিলাষ করিয়া নিজ প্রিয়তমরূপে সর্বদা ভাবনা করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৩৯। তত্রাদৌ বৈকুণ্ঠলোকে গো-হয়-গজাদি-পশূনাং পারাবত, কোকিলাদি-পক্ষীগণানাং মন্দার-কুন্দাদ্দিবৃক্ষলতাদীনাঞ্চ দর্শনেন সম্ভবন্তীং তামস-পশ্বাদি-যোনিভ্রান্তিং নিবারয়তি—পশ্চিতি। অত্র শ্রীবৈকুণ্ঠে পশ্বাদীন্ দৃষ্ট্বা তামসান্ তমোযোনিগতান্ পার্থিবানিব ন মন্যস্ব। আদি শব্দাৎ কীটাদি॥

১৪০। তানি তানি পশুপক্ষ্যাদীনি রূপাণি আকারান্ বিভ্রতি অনুকুর্বন্তি। কিমর্থম্? বিচিত্রাভির্বিবিধাভিঃ সেবাভির্য আনন্দঃ সুখবিশেষস্তদর্থম্; যদ্বা, বিচিত্রায় পরমাদ্ভুতায় সেবানন্দায়। এবং তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীব্রহ্মণা বর্ণিতানাং পক্ষি-ভৃঙ্গ-বৃক্ষ-লতাদীনাং তামসযোনিত্বাদি-শঙ্কা নিরস্তা॥

১৪১। নিজস্ব রূপমেষাং শ্রীভগবদ্রূপসমানমিতি বদন্ তত্রৈব বৈচিত্রী-হেতুমাহ—যদিতি সার্ধেন। অস্য শ্রীবৈকুণ্ঠনাথস্য শ্রীভগবতো রূপং শ্রীমূর্তিং যদ্বর্ণযুক্তং যদাকারঞ্চ নিজপ্রিয়তমত্বেন ভাবয়ন্তশ্চিন্তয়ন্তো যে ইমং শ্রীভগবন্তম-ভজন্, তেঽস্য ভগবতস্তাদৃশং তদ্বর্ণাকারাদিসদৃশং সারূপ্যং সমানরূপতাং প্রাপ্তাঃ

সন্তঃ, অতএব নানাবিধাঃ আকৃতয়ঃ শ্রিয়শ্চ বর্ণাদিশোভা যেষাং তাদৃশা বভুবুরিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৯। প্রথমতঃ এই বৈকুণ্ঠলোকের গো, অশ্ব ও গজাদি পশুগণ এবং পারাবত কোকিলাদি পক্ষিগণ ও মন্দার কুন্দাদি বৃক্ষলতারাজি, এমন কি কীট-পতঙ্গাদিও যাহা কিছু দর্শন করিতেছ, এই সমস্তকে তামস পার্থিব বলিয়া মনে করিও না। এইরূপে পশ্বাদি জন্মেরও তামস-যোনি ভ্রান্তি নিরাকরণ করিয়া বলিলেন, পার্থিব জগতে তমোযোনি হইতে পশ্বাদির উদ্ভব হইয়া থাকে; কিন্তু এখানে সকলেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

১৪০। এই পশু, পক্ষিগণও শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ এবং সকলেই বিচিত্র সচ্চিদানন্দ স্বরূপ; কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সেবানন্দ ভোগ করিবার জন্যই ইঁহারা পশু-পক্ষীর আকারে অবস্থান করিতেছেন। কি নিমিত্ত? বিচিত্র পরমাদ্ভুত সেবানন্দহেতু ইঁহারা পশু-পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়াছেন। এইরূপ তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবৈকুণ্ঠ-বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন। সুতরাং পক্ষী-ভৃঙ্গ-বৃক্ষ-লতাদিরও তামসযোনিত্বাদি আশঙ্কা নিরাকৃত হইল।

১৪১। ইঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের সমানরূপতা প্রাপ্ত, তথাপি ইঁহাদের আকার-বৈচিত্রীর হেতু বলিতেছেন, ভাবুকগণ এই বৈকুণ্ঠনাথের যেরূপ আকার (শ্রীমূর্ত্তি) ও বর্ণাদি নিজ প্রিয়তমরূপে ভাবনা করতঃ তাঁহার ভজনা করেন, তদনুসারে সেই ভাবুক ভক্তগণ শ্রীভগবানের বর্ণ ও আকারাদির সাদৃশ্য বা সারূপ্য (সমানরূপতা) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারাও শ্রীভগবানের ন্যায় নানাবিধ আকৃতি ও গৌর, শ্যাম, শুক্ল ও রক্তাদি বর্ণ ও শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

১৪২। তাদৃশং তেঽস্য সারূপ্যং প্রাপ্তা নানাকৃতিশ্রিয়ঃ।
মনুষ্যা মুনয়ো দেবা ঋষয়ো মৎস্য-কচ্ছপাঃ॥
১৪৩। বরাহা নরসিংহাশ্চ বামনাশ্চ ত্রিলোচনাঃ।
চতুর্মুখাঃ সহস্রাক্ষাঃ মহাপুরুষবিগ্রহাঃ॥
১৪৪। সহস্রবক্ত্রাঃ সূর্যেন্দু-বায়ু-বহ্ন্যাদিরূপিণঃ।
চতুর্ভুজাদিরূপাশ্চ তত্তদ্বেশাদিরূপিণঃ॥

মূলানুবাদ

১৪২-১৪৪। তদনুসারে তাঁহারা সারূপ্য লাভ করেন। অর্থাৎ নানাবিধ রূপ, আকার ও শোভাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেহ মনুষ্য, কেহ মুনি, কেহ দেবতা, কেহ ঋষি, কেহ মৎস্য, কেহ কচ্ছপ আদির মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এইরূপ উপাসনানুসারে কেহ বরাহসারূপ্য, কেহ বা নৃসিংহসারূপ্য, কেহ বা বামনসারূপ্য প্রাপ্ত হয়েন। আর যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ মহাবতার, যেমন ত্রিলোচন, চতুর্মুখ ও মহাপুরুষবিগ্রহ সহস্রাক্ষ ও সহস্রবক্ত্র এবং সূর্য, ইন্দ্র, বায়ু, বহ্ন্যাদির উপাসনা করেন, তাঁহারা তত্তল্লোকেই চতুর্ভুজাদি অনুরূপ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের চিহ্নবেশাদিও উপাস্যানুরূপ হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৪২-১৪৪। 'শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ, পিশঙ্গবস্ত্রা সুরুচঃ সুপেশসঃ। সর্বে চতুর্বাহব উন্মিষন্মণি, প্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চসঃ। প্রবাল বৈদূর্য-মৃণালবর্চসঃ, পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমৌলিমালিনঃ॥' (শ্রীভা ২।৯।১১) ইত্যনেন দ্বিতীয়স্কন্ধে বর্ণিতা পার্ষদানাং ভগবৎ-স্বরূপতা প্রক্রিয়া-বর্ণ বৈচিত্রী চাত্রাপ্যূহ্যা। আকারবেশাদি-বৈচিত্রীঞ্চ দর্শয়ন্ তানেব নির্দ্দিশতি—মনুষ্যা ইতি সার্ধত্রয়েণ। শ্রীরঘুনাথাদীনাং সারূপ্যপ্রাপ্ত্যা মনুষ্যাকারাঃ; শ্রীকপিলাদীনাঞ্চ মুনয়ঃ, মন্বন্তরাবতারশ্রীবিভুঃ, সত্যসেনাদীনাং দেবাঃ, শ্রীপরশুরামাদীনামৃষয়ঃ, মৎস্যাঃ কচ্ছপাশ্চ, মৎস্যাদয়শ্চ ব্যক্তা এব। সুপ্রসিদ্ধতত্তন্মহাবতারাদীনাং ত্রিলোচনাশ্চতুর্মুখাশ্চ। ভগবদ্বুদ্ধিবিশেষেণ শ্রীশিব-ব্রহ্মোপাসনয়া তয়োঃ এবমেবেন্দ্রাণাং সহস্রাক্ষাঃ, শেষস্য চ সহস্রাস্যাঃ, সূর্যাদীনাঞ্চ তত্তৎ সদৃশরূপিণ ইত্যূহম্। জগদীশত্বেনৈষামুপাসনমৈন্দ্র্যাদি শ্রুতিষু প্রসিদ্ধমেব। অতএব প্লক্ষদ্বীপাদৌ তথৈব সূর্যাদীনামুপাসনং পঞ্চমস্কন্ধাদিতঃ শ্রূয়তে। যদ্বা, বৈকুণ্ঠবাসিনামেষাং ত্রিলোচনচতুর্মুখ-সহস্রাস্য-সহস্রসূর্যাদিরূপিণাং তত্তদাকার-প্রাপ্তি-কারণং শ্রীরঘুনাথাদি-সাদৃশ্যবিলক্ষণমনুষ্যাকারপ্রাপ্তিকারণমিব

নিরন্তরশ্লোকাভ্যামূহ্যম্। সাক্ষাচ্ছ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ-প্রেমভক্ত্যৈব শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি সিদ্ধেঃ। এতএব শ্রীভগবদভেদেন শ্রীশিবাদ্যুপাসকাস্তত্তৎপার্ষদশ্রেষ্ঠং প্রাপ্তাঃ তত্তন্মহিমান এব সন্তঃ তত্তল্লোকে নিবসন্তীতি বামণপুরাণাদৌ প্রসিদ্ধম্। মহাপুরুষবিগ্রহাস্তু ভগবৎপ্রথমাবতারস্য মহাপুরুষস্য সারূপ্যং প্রাপ্তাঃ সহস্র বাহু-পাদ-শীর্ষাদ্যবয়বযুক্তাঃ। আদি শব্দেন আদ্যেন ধর্মার্যমাদয়োঽন্যেঽপি ভগবদ্বিভূতি-রূপা দেববরা গ্রাহ্যাঃ। দ্বিতীয়েণ চাষ্টভুজা দ্বাদশভুজাদয়ঃ। অতএব তান্ তান্ মনুষ্যাদ্যুচিতান্ বেশান্ অলঙ্কারান্। আদি শব্দেন তত্তদুপভুক্তবিচিত্রলক্ষণানি চ ধারয়িতুং শীলমেষামিতি তথা তে ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪২-১৪৪। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, 'শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীহরির যে সকল পার্ষদ আছেন, তাঁহাদিগের বর্ণ শ্যামল ও উজ্জ্বল, চক্ষু কমলের ন্যায় আয়ত, বসন পীতবর্ণ, কান্তি অতিশয় মনোহারিণী এবং অঙ্গ সুকোমল, তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ এবং উত্তম প্রভাবশালী মণিময় আভরণে বিভূষিত, তাঁহাদিগের তেজের সীমা নাই। সুরাসুরগণও তাঁহাদিগের পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রভা প্রবাল, বৈদুর্যমণি ও মৃণালের প্রভাকেও বিড়ম্বিত করে। তাঁহারা দীপ্তিমান কুণ্ডল ও মাল্যাদি ধারণ করিয়াছেন।' এইরূপে পার্ষদগণের ভগবৎস্বরূপতার প্রক্রিয়া ও বর্ণ-বৈচিত্রীর পরিপাটি বুঝিতে হইবে। এইপ্রকার তাঁহাদের আকার ও বেশাদির বৈচিত্রী প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে তাহার হেতু নির্দেশ জন্য—'মনুষ্যা' ইত্যাদি সার্ধত্রয় শ্লোকে বলিতেছেন, যাঁহারা শ্রীরঘুনাথাদির উপাসনা করিয়া তাঁহার সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহারা শ্রীরঘুনাথাদির উপাসনা করিয়া তাঁহার সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা মনুষ্যমূর্তি। অথবা যাঁহারা শ্রীরঘুনাথের উপাসনা করেন, তাঁহারা মনুষ্যমূর্তি। এইরূপ যাঁহারা শ্রীকপিলাদির উপাসনা করেন, তাঁহারা মুনিমূর্তি, যাঁহারা মন্বন্তরাবতার শ্রীবিভু ও সত্যসেনাদির উপাসনা করেন, তাঁহারা দেবমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীপরশুরামাদির উপাসনা করেন, তাঁহারা ঋষিমূর্তি; এই প্রকার উপাসনানুসারে কেহ বা মৎস্যসারূপ্য, কেহ বা কচ্ছপসারূপ্য, কেহ বা বরাহসারূপ্য, কেহ বা বামনসারূপ্য প্রাপ্ত হয়েন। আর যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ মহাবতার ত্রিলোচন ও চতুর্মুখ অর্থাৎ শ্রীশিব ও শ্রীব্রহ্মার ভগবদ্‌বুদ্ধিবিশেষের দ্বারা উপাসনা করেন, তাঁহারা তত্তৎ রূপাদি প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপ ইন্দ্রাদির উপাসনায় সহস্রলোচন, শেষদেবের উপাসনায় সহস্রবদন এবং সূর্যাদির উপাসনা দ্বারা তত্তৎ সদৃশ রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইপ্রকার অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও জানিতে হইবে। জগদীশত্বরূপে ইন্দ্রাদির উপাসনা শ্রুতি-প্রসিদ্ধ।

অতএব প্লক্ষদ্বীপাদিতে সূর্যাদির উপাসনার কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রবণ করা যায়। অথবা বৈকুণ্ঠবাসিগণের ত্রিলোচন, চতুর্মুখ, সহস্রমুখ বা সূর্যাদির আকার প্রাপ্তির কারণ এবং শ্রীরঘুনাথাদির সাদৃশ্য মনুষ্য রূপাদি প্রাপ্তির কারণ (অগ্রে দুইটি শ্লোকে বলিলেন,) এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয় বিবৃত হইতেছে। একমাত্র সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্ চরণারবিন্দের প্রেমভক্তি বলেই এই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব শ্রীভগবানের সহিত অভেদ ভাবে অর্থাৎ শ্রীভগবানই শ্রীশিব ও ব্রহ্মাদির মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন,—এইরূপ ভাববিশিষ্ট শ্রীশিবাদির উপাসকগণ তাঁহাদের পার্ষদশ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের ন্যায় মহিমাযুক্ত হইয়াছেন এবং সেই সেই লোকে বাসও করিতেছেন। এইরূপ বামনপুরাণে লিখিত আছে। আর মহাপুরুষ বিগ্রহ বলিতে ভগবানের প্রথম পুরুষাবতারূপ মহাপুরুষের সারূপ্যপ্রাপ্ত। সেই মহাপুরুষ সহস্রবাহু, সহস্রপদ ও সহস্রশীর্ষ ইত্যাদি অবয়বসম্পন্ন। আদি শব্দে প্রথমতঃ ধর্ম ও যমাদি ভগবদ্‌বিভূতিরূপা দেবতাসকল। দ্বিতীয়তঃ অষ্টভুজ, দ্বাদশভুজ সদৃশ অবয়ববিশিষ্ট দেবতাসকল। অতএব তাঁহাদের মনুষ্যোচিত বেশ-ভূষা ও অলঙ্কারাদি। আদি শব্দে সেই সেই রূপের উপযোগী বিচিত্র লক্ষণ স্বভাবাদি বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহাদের বেশ-ভূষাদি চিহ্নসকলও তদনুরূপ হইয়া থাকে।

সারশিক্ষা

১৪২-১৪৪। বর্ষার জল যেমন সমুদ্রগামী হয়, তদ্রূপ সূর্যোপাসক, শিবোপাসক, গণেশপূজক ও শক্তির উপাসক এবং শ্রীবিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণবগণ সেই একমাত্র শ্রীভগবানকেই প্রাপ্ত হন। এক দেবদত্ত যেমন নাম বিশেষের দ্বারা বহুরূপে অর্থাৎ কাহার পিতা, কাহার ভ্রাতা, বন্ধু ইত্যাদিরূপে নানা নামে নির্দিষ্ট হয়, তেমন ক্রীড়া ও নামের দ্বারা সেই এক শ্রীভগবানই বহুরূপে অর্থাৎ সূর্য, শিব, গণেশ, শক্তি ও শ্রীবিষ্ণু প্রভৃতি হইয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণবতন্ত্রে দেখা যাইতেছে—'যে ব্যক্তি বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতার সমত্ব বিবেচনা করে, সেই জড়ব্যক্তি কদাচ শ্রীহরির ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে পারে না, প্রত্যুত যে ব্যক্তি শ্রীব্রহ্মা-শ্রীরুদ্রাদির সহিত শ্রীনারায়ণকে সমানরূপে দেখে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।' এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, যে, শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীশিবকে বৈষ্ণবরূপেই ভজন করিতে হইবে। তবে যদি কোন কোন স্থলে বৈষ্ণবের পৃথকরূপে শ্রীশিবপূজনের আবশ্যক হয়, তবে তিনি শ্রীশিবমূর্তিতেই শ্রীভগবানের অর্চনা করিবেন। অর্থাৎ সেই মূর্তিকে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান বা তদীয়রূপ বলিয়া অর্চনা করিবেন, স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধিতে ভজনা করিবেন না।

এজন্য পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীশিব ও সূর্যাদি দেবগণের উপাসনায় ভগবৎ প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। তবে এই যে ভগবৎ প্রাপ্তি, উহা কেবল দেবতার উপাসনা হেতু নহে, পরন্তু শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত যে উপাসনা ও তদ্জ্ঞাপক তত্তৎ দেবতার উপাসনাজাত শুদ্ধভক্তি দ্বারা অথবা শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্র তীর্থাদিতে মৃত্যুজন্য সেই সেই ধাম প্রভাবে উক্ত প্রকার ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

স্বতন্ত্ররূপে দেবতাদিগের উপাসনা করিলে শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি সংঘটিত হয় না। এজন্য শ্রীগীতাতে (৯।২৪-২৫) ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা, শ্রীভগবান বলিতেছেন, "আমি সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু, কিন্তু যাহারা আমার এবম্ভূত স্বরূপ জানে না, তাহারা পুনঃপুনঃ সংসারে গতাগতি করে। ইন্দ্রাদি দেবব্রত-পরায়ণগণ দেবতাকে, পিতৃব্রত পরায়ণব্যক্তিরা পিতৃগণকে, ভূতসেবকেরা ভূতগণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং আমার উপাসকেরা আমাকেই লাভ করে।" কিন্তু তদীয় বুদ্ধিতে উক্ত দেবতাদিগের অর্চনা করিলেই উপাসনার পূর্ণ ফল লাভ হয়। কিন্তু অবজ্ঞাদিতে দোষ হয়। অতএব সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া বা সকলকে শ্রীকৃষ্ণভজনপরায়ণ তদীয় জানিয়া সম্মান ও অর্চন করা এবং উপাসনার ফলরূপে তাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করাই ভক্তোচিত ব্যবহার।

১৪৫। রসেন যেন যেনান্তে বেশাকারাদিনা তথা।
সেবিত্বা কৃষ্ণপাদাব্জে যো যো বৈকুণ্ঠমাগতঃ।।
১৪৬। তস্য তস্যাখিলং তত্তচ্ছ্রীমদ্ভগবতঃ প্রিয়ম্।
তস্মৈ তস্মৈ প্ররোচেত তস্মাত্তত্তদ্রসাদিকম্॥

মূলানুবাদ

১৪৫-১৪৬। সংসারভোগ শেষে যে দেহের পতনে সিদ্ধিলাভ হয় অর্থাৎ সাধক যে ভজনযোগ্য দেহে ভজন করিয়া সিদ্ধিদশা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সেই দেহের পতনকালে তিনি যেরূপ ভজনযোগ্য আকারে ও বেশে সুশোভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপদকমলের সেবা ভাবনা করিয়াছিলেন, সিদ্ধিলাভে বৈকুণ্ঠে আগমন করিয়া তিনি সেই বেশ ও আকারে শ্রীমৎ ভগবানের প্রিয় বলিয়া তাহা অঙ্গীকার করেন এবং ভজনানুরূপ রসও তাহার হৃদয়রোচক হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৪৫-১৪৬ ননু রঘুনাথ-কপিলাদীনাং মনুষ্য-মুন্যাদ্যাকারাদি-বিলক্ষণ-তত্তদাকারাদিযুক্তা অপি শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিনঃ কেচিদ্ দৃশ্যন্তে, তদা শ্রীভগবদ্-অবতাররূপ-ভিন্না বানরদৈত্যাদ্যাকারাশ্চাত্র কেচিদীক্ষ্যন্তে। তত্র তত্র কিং কারণমিত্যপেক্ষায়াং তদ্বদন্ তেষাং পূর্বোদ্দিষ্টরসভেদেঽপি কারণমাহ—রসেনেতি দ্বাভ্যাম্। অন্তে সংসারান্তে শেষে বা যো যো জনঃ যেন যেন কীর্তনাদিনা রসেন ভাবেন তথা যেন যেন বেশেনাকরেণ আদিশব্দাদ্বিধিলক্ষণেন চ কৃষ্ণপাদাব্জে সেবিত্বা বৈকুণ্ঠমাগতঃ, তস্য তস্য জনস্য তত্তদ্রসাদিকমখিলমেব শ্রীমতো ভগবতঃ প্রিয়ং, তত্তদ্রূপেণ পরমপ্রীত্যা শ্রীমদ্ভগবতো বশীকরণাৎ; প্রিয়ত্ব-হেতুত্বেন শ্রীমদিতি পৃথক্ পদং বা, তত্তদিত্যস্য বিশেষণং শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপক-প্রেমভক্তি-সম্বন্ধেন তত্তত্তেষাং সর্বমেব শোভাতিশয়যুক্তমিত্যর্থঃ। তস্মাদ্ভগবৎপ্রিয়াদ্ধেতো-স্তত্তদ্রসাদিকং তস্মৈ তস্মৈ প্রকর্ষেণ রোচেত। অতঃ স্বস্বচরম-দেহবর্তি-তত্তদাকারবেশরসাদিকং তদা তেঽনুকুর্বন্তস্তথা তথা দৃশ্যন্ত ইতি ভাবঃ। অতএব প্রপঞ্চান্তর্গতেন্দ্র-চন্দ্রাদি-সুদৃশকর্মাণ্যপি তে কদাচিদ্ভগবদিচ্ছয়া কুর্বন্তীত্যপি বোদ্ধব্যম্। শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে প্রপঞ্চস্য প্রপঞ্চাতীতস্য চাশেষস্যৈব সপরিকরস্য যথাবদ্বিদ্যমানত্বাদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৫-১৪৬। যদি বল, রঘুনাথের ন্যায় মনুষ্যাকার বা কপিলাদির ন্যায় মুনির আকার, কিংবা তাঁহাদের আকারাদি-বিলক্ষণ অথবা তত্তৎ আকারাদিযুক্ত বহুমূর্তি এই বৈকুণ্ঠলোকে দেখা যায়, কিন্তু শ্রীভগবানের অবতার-রূপ ভিন্ন অন্য যে সকল বানর ও দৈত্যাদির আকার দেখা যায়, সেই সেই বিসদৃশ আকারাদির কি কারণ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, তাঁহাদের পূর্বোদিষ্ট রসভেদই (বিসদৃশ) আকারাদির কারণ। সংসারান্তে অর্থাৎ যে সাধকদেহের অবসানে এই বৈকুণ্ঠলোক লাভ হইয়াছে, সেই দেহের পতনকালে যাঁহারা যেমন যেমন কীর্তনাদির সহিত যে যে রসের ভাবনাযুক্ত হইয়া আপনাকে যেরূপ আকার ও বেশে সুশোভিত করিয়া ভজন করিয়াছেন (আদি শব্দে যে সকল বিবিধ লক্ষণ দ্বারা সেবোন্মুখ হইয়াছেন) এবং সেই সেবা-লালসার মানসে শ্রীকৃষ্ণপদকমল সেবা করতঃ এই বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সেই সেই রসের উপযোগী বেশ ও আকারাদি শ্রীমদ্ ভগবানের প্রিয় বলিয়া তাঁহারা সেই বেশ ও আকারাদি পরিগ্রহ করেন। এজন্য সেই রস ও আকারাদি তাঁহাদের হৃদয়ে রোচক হইয়া থাকে। কারণ, সেই সেই রস ও বেশাদি শ্রীমদ্ ভগবানের প্রিয়ত্ব হেতু তাঁহার বশীকরণে সমর্থ। প্রিয়ত্ব হেতু 'শ্রীমৎ' এবং সেই বিশেষণযুক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপক প্রেমভক্তি সম্বন্ধের দ্বারা তাঁহাদের সমস্তই পরম শোভাতিশয়যুক্ত হইয়া থাকে। অতএব ভগবদ্-প্রিয়ত্ব হেতু সেই সেই রস ভক্তের পরম সুখকর হইয়া থাকে। এজন্য তাঁহারা নিজ নিজ চরম দেহবর্তি তত্তৎ আকার, বেশ ও রসাদির, অর্থাৎ, ভজনের আরম্ভে যেরূপ সেবাযোগ্য পার্ষদতনু চিন্তা করিয়া মানসে ভগবৎসেবা করিয়াছিলেন, চরমদেহ ত্যাগের সময়ও সেই মানস চিন্তিত দেহে সেই সেই সেবার অনুকার হইয়া থাকে। পরে সেই সেবাযোগ্য দেহে এই বৈকুণ্ঠে আগমন করতঃ সাক্ষাৎরূপে সেই আকারেই বিরাজ করিতেছেন। অতএব প্রপঞ্চের অন্তর্গত বা প্রপঞ্চাতীত সকল ভক্তই সপরিকরে যথাযোগ্যরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

সারশিক্ষা

১৪৫-১৪৬। এই শ্লোকে ভজনের নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে রতি উৎপন্ন না হইলেও ভজনশীল সাধকভক্ত স্বীয় মনে নিজের অভিলষিত (তত্তৎ ধামের) ভজনযোগ্য কোন এক সিদ্ধদেহ পরিকল্পনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন। পরে রতি উৎপন্ন হইলে এই সিদ্ধদেহের আর কল্পনা করিতে হয় না। সে অবস্থায় আপনা-আপনি

সিদ্ধদেহের স্ফূর্তি হইয়া থাকে। অতএব এই দেহভঙ্গের সময় সিদ্ধদেহ স্ফূর্তি স্বতঃসিদ্ধ।

অতএব সাধনাবস্থায় যে সকল সেবা-পরিপাটী (সিদ্ধদেহে) চিন্তা করা যাইবে, সিদ্ধাবস্থায় তাহাই লাভ হইবে। ইহা শ্রুতিও অনুমোদন করেন—যথা, 'ক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতীতি।' এস্থলে 'ক্রতু' বলিতে সঙ্কল্প। বস্তুতঃ সাধনভক্তি ও সাধ্যভক্তি উভয়ই স্বরূপশক্তির বৃত্তি, কেবল সাধকের অবস্থা-ভেদে ভক্তির-ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে মাত্র। সাধকদেহ-ভঙ্গের পূর্ব পর্যন্ত মানসে সেই পার্ষদযোগ্য সিদ্ধদেহে ভাবনাদ্বারা ক্রিয়ামান-সেবার নাম সাধনভক্তি। আর সাধকদেহ ভঙ্গান্তর সাক্ষাৎরূপে প্রাপ্ত সিদ্ধদেহে ক্রিয়মান যে সেবা, তাহার নাম সাধ্যভক্তি।

এইরূপ সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ উভয়বিধ পার্ষদই শ্রীবৈকুণ্ঠে বিরাজমান। সকলেই নিজ নিজ ভাবযোগ্য সেবা করিয়া শ্রীনারায়ণকে সুখী করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান অখিল রসের বিষয় হইলেও শ্রীবৈকুণ্ঠে পরমৈশ্বর্যের বিকাশ-নিবন্ধন তথায় শুদ্ধদাস্য রসই স্ফুরিত হইয়া থাকে। যদিও কোন সময় অন্য রসের স্ফুরণ দেখা যায়, তথাপি উহা দাস্যরসেরই সাহচর্য করিয়া থাকে। (যেমন, পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি। তেঁহ দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি।।—শ্রীচৈঃ চঃ) আবার অপরাপর রসও এই দাস্য রসেরই অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। এজন্য কখন কখন শ্রীভগবানের যুযুৎসুবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইতে দেখা যায়। সেই সময় তিনি প্রতিকূলভাবাপন্ন যোগ্যজীবের সহিত অথবা নিজ পার্ষদের সহিত যুদ্ধ লীলা সম্পাদন (বীররস আস্বাদন) করিয়া থাকেন। আর পার্ষদগণও প্রতিকূলভাবাবিষ্ট হইয়া স্বীয় প্রভুর সেবা করিয়া সন্তোষ বিধান করেন। অতএব প্রতিকূলভাবাপন্ন জীবসকল বা পার্ষদগণ প্রতিদ্বন্দ্বীভাবের উপযোগী দৈত্যাদির মূর্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর এই লীলাকে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানেরও 'হতারি গতিদায়ক' ইত্যাদি ভক্তবাৎসল্যগুণ প্রকটিত হইয়া থাকে। এই বৈকুণ্ঠধামে লীলাপরিকরগণের মধ্যে যে দৈত্যাদির কথা বলা হইল, তাঁহারা সকলেই সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ—প্রাকৃত তমোগুণ সজ্জাত নহে।

আরও বলা হইয়াছে যে, প্রপঞ্চান্তর্গত সাধকগণের মধ্যে কেহ কেহ ইন্দ্র-চন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় কর্ম করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহারা সিদ্ধাবস্থায় ইন্দ্র-চন্দ্রাদি দেবগণের আকারে এই বৈকুণ্ঠলোকে শ্রীভগবানের সেবা করেন। বস্তুতঃ প্রপঞ্চান্তর্গত স্বর্গস্থিত দেবগণ, বৈকুণ্ঠস্থ দেবতারূপধারী পার্ষদগণের শক্ত্যাবিষ্ট দেবতাবিশেষ। অতএব তাঁহাদের উপাসনায় বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাঁহাদের সদৃশ ভগবৎ সেবারূপ কর্মের দ্বারাই (ভগবদুপাসনা দ্বারা) বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

১৪৭। তে চ সর্বেঽত্র বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণমীশ্বরম্।
তত্তদ্বর্ণাদিযুক্তাত্মদেবরূপং বিচক্ষতে॥

মূলানুবাদ

১৪৭। তাঁহারা এই বৈকুণ্ঠের সর্বত্রই ঈশ্বর শ্রীনারায়ণকেই নিজ নিজ ইষ্টদেবের মূর্তি ও বর্ণাদিবিশিষ্ট বলিয়াই দর্শন করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৪৭। ননু যে যদ্রূপং ভগবন্তং পরমপ্রেম্ণা পূর্বমভজন্ তেঽধুনা তৎসারূপ্যং প্রাপ্তাঃ সন্তো বৈকুণ্ঠেঽত্র তদ্রূপমেব তং দ্রষ্টুমর্হন্তি, নিজপ্রিয়তমত্বাৎ; তৎ কথমিমে সর্বেঽপি শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরং চতুর্ভুজং পশ্যন্তঃ প্রীয়ন্তে? তত্রাহ—তে চেতি দ্বাভ্যাম্। তৈস্তৈর্নিজনিজপ্রিয়তমৈর্বর্ণৈঃ; আদি-শব্দেনাঙ্গোপাঙ্গাদিভিঃ যুক্তস্য আত্মদেবস্য নিজেষ্টদৈবতস্য রূপং তুল্যং স্বরূপং বা শ্রীনারায়ণ বৈকুণ্ঠেশ্বরমেবেমং পশ্যন্তি। ননু কথমেবমাশ্চর্যং সম্ভবতি? তত্রাহ—ঈশ্বরং সর্বশক্তিমন্তমিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৭। যদি বল, পরম প্রেমভরে যে ভক্ত যেরূপ আকারাদিবিশিষ্ট শ্রীভগবানের পূর্বে ভজনা করিয়াছেন, অধুনা তাঁহারা সেই ভগবৎ স্বরূপেরই সারূপ্যপ্রাপ্তি-হেতু বৈকুণ্ঠলোকেও সেইরূপ বর্ণ ও আকারাদিবিশিষ্ট ভগবানের দর্শন ও সেবাদি করিবেন। কারণ, তত্তৎ আকারাদি বিশিষ্ট ভগবানই তাঁহাদের প্রিয়তম। তবে কি জন্য সকলে এই বৈকুণ্ঠেশ্বরের চতুর্ভুজ মূর্তির দর্শন ও সেবাদি করিয়া প্রীতিবিশেষ প্রাপ্ত হইতেছেন? তাহাতেই বলিতেছেন, তাঁহারা এই বৈকুণ্ঠের সর্বত্রই ঈশ্বর শ্রীনারায়ণকে নিজ নিজ ইষ্টদেবতার আকার ও বর্ণাদিবিশিষ্ট বলিয়াই দর্শন করেন এবং সেই ভাবেই নূতন নূতন রূপে ভজনানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। এস্থলে 'আদি' শব্দে অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত স্ব স্ব ইষ্টদেবতার মূর্তির মত দর্শন পাইতেছেন। অর্থাৎ নিজ ইষ্টদেবেব বর্ণ, অঙ্গ-উপাঙ্গাদি সমূহ এই বৈকুণ্ঠেশ্বরের মধ্যেই অবলোকন করিয়া থাকেন। যদি বল, এই আশ্চর্য ব্যাপার কিরূপে সম্ভব হয়? তিনি ঈশ্বর—সর্বশক্তিমান।

১৪৮। পূর্ব্ববদ্‌ভজনানন্দং প্রাপ্নুবন্তি নবং নবম্।
সর্বদাপ্যপরিচ্ছিন্নং বৈকুণ্ঠেঽত্র বিশেষতঃ॥
১৪৯। যে ত্বসাধারণৈঃ সর্বৈঃ পূর্বৈরাত্মমনোরমৈঃ।
পরিবারাদিভির্যুক্তং নিজমিষ্টতরং প্রভুম্॥
১৫০। সম্পশ্যন্তো যথাপূর্বং সদৈবেচ্ছন্তি সেবিতুম্।
তেঽত্যন্ততত্তন্নিষ্ঠান্ত্যকাষ্ঠাবন্তো মহাশয়াঃ॥
১৫১। তে চাস্যৈব প্রদেশেষু তাদৃশেষু পুরাদিষু।
তথৈব তাদৃশং নাথং ভজন্তস্তম্বতে সুখম্॥

মূলানুবাদ

১৪৮। পূর্ব্ববৎ অপরিচ্ছিন্ন ভজনানন্দই নব নবরূপে এই বৈকুণ্ঠে বিশেষরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

১৪৯-১৫০। যাঁহারা বৈকুণ্ঠনাথের অবতারসমূহের স্বতন্ত্রভাবে সেবা করিয়া এই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ববিলক্ষণ এই প্রভুকেই (পূর্বের ন্যায়ই) নিজপরিবারাদির সহিত সর্বদা বিহারাদি সুশোভিত দেখিতে ও সেবা করিতে ইচ্ছা করেন বলিয়া সেই মহাশয়গণেরই ইষ্টনিষ্ঠার চরম পরিপাক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

১৫১। তাঁহারা এই বৈকুণ্ঠেরই প্রদেশ বিশেষে পূর্বের ন্যায় পুরাদিতে তাদৃশ লীলার সহিত স্ব স্ব নাথের সেবা করিয়া সুখ বিস্তার করেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৪৮। অতঃ পূর্ব্ববৎ চরমদেহ ইব ভজনানন্দমপরিচ্ছিন্নমপি সর্বদা নবং নবং প্রাপ্নুবন্তি। অত্র বৈকুণ্ঠে চাধুনা বিশেষতঃ কেন কেনাপি বিশেষেণ ততোঽপ্যধিকতরং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ॥

১৪৯-১৫০। অসাধারণৈঃ সর্ববিলক্ষণৈঃ পূর্বৈঃ পুরোপাসিতৈঃ পরিবারৈঃ শ্রীরঘুনাথস্য জানকী-লক্ষ্মণাদিভিরিব; আদি-শব্দেন পরিচ্ছদবিহারাক্রীড়াদিভিঃ। তস্যৈব কোদণ্ডাদিবনবাসাদ্যযোধ্যাদিভিরিব আত্মনাং তত্তদ্‌ভক্তানাং মনোরমৈর্যুক্তং নিজম্ ইষ্টতরং পরমপ্রিয়ং প্রভুং যথাপূর্বং পুরেব সম্যক্ পশ্যন্তঃ সন্তঃ, যে সদৈব সেবিতুমিচ্ছন্তি, তে তু মহাশয়াঃ পরমগম্ভীরাক্ষোভ্যচিত্তবৃত্তয়ঃ, যতঃ অত্যন্তা সুদৃঢ়া তস্মিন্ তস্মিন্ যা নিষ্ঠা একান্তিতা তস্যা অন্ত্যকাষ্ঠা চরমসীমা তদ্বন্তঃ॥

১৫১। অতোহস্য বৈকুণ্ঠলোকস্যৈব প্রদেশেষু নিগূঢ়দেশবিশেষেষু বর্তমানেষু তাদৃশেষু নিজেষ্টদেবপৌর্বিকা-বাসাদি-সদৃশেষু পুরাদিষু অযোধ্যাদিষু; আদি-শব্দাৎ-ক্ষেত্রাদি। অথাপৌর্বিক-প্রকারেণৈব তাদৃশং তত্তৎপরিবার-পরিচ্ছদাদি-যুক্তমেব নাথং নিজেষ্টদেবং ভজন্তঃ সেবমানাঃ সুখং বিস্তারয়ন্তি, নিজমনোরম-স্যাশেষস্য সম্পত্ত্যা কুত্রাপি সঙ্কোচাভাবাৎ। যদ্যপি সর্বশক্তিমান্ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর এব নিজতত্তদখিল-পরিবারাদিবৃত-শ্রীবৈকুণ্ঠান্তর্বিরাজমানঃ মহাপ্রসাদান্তর্বর্তি-সিংহাসনবরাসীনঃ সন্নপি নিজৈকান্তভক্তিনিষ্ঠং প্রতি তন্মনোবমতয়াত্মানং তাদৃক্পরিবারপরিচ্ছদাদিযুক্তং তত্র তথৈব দর্শয়িতুং প্রভবতি। তত্র চ ন তাত্ত্বিকতা, কিন্তু প্রতীতিমাত্রতেতি কল্পনা চ ন সম্ভবেৎ—তস্যৈব্য তত্ত্বতস্তদখিলসামর্থ্যসম্ভবাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠে মায়াসম্বন্ধাদ্যভাবাচ্চ। তথাপি বৈকুণ্ঠলোকস্য তত্তন্নিজ-পরিবার-পরিচ্ছদাদীনামশেষাণামেবান্যথাত্বেনাযোধ্যাদিভিঃ সমং নির্বিশেষতাপত্ত্যা বৈকুণ্ঠমধ্যে তদীয়প্রদেশান্তরেষু বা তথা সম্পদ্যতাং নাম, নাস্তি কোহপি বিশেষঃ, প্রত্যুত পার্থক্যাৎ বৈভবাদিবিশেষেণ শ্রীভগবন্মহিমবিশেষসম্পত্তেরেকান্তিনাং তেষামসংকীর্ণতাদিনা পরমানন্দবিশেষ এব সম্পদ্যত ইতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৮। অতএব ভক্তসকল (সাধকদেহে) যেরূপ ভজন করিয়াছেন, তদসুসারে এস্থানে আগমন করিয়াছেন এবং পূর্বের ন্যায়ই এই বৈকুণ্ঠেও সেই ভজনানন্দ অপরিচ্ছিন্নভাবে নূতন নূতনরূপে অনুভব করিতেছেন। বিশেষতঃ অধুনা এই বৈকুণ্ঠ কোন কোন বিশেষ কারণে পূর্ব হইতেও অধিকভাবে ভজনানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

১৪৯-১৫০। যাঁহারা পূর্বে অসাধারণ অর্থাৎ সর্ববিলক্ষণ সপরিকর শ্রীরঘুনাথ, জানকী ও লক্ষ্মণাদির ভজনা করিয়াছেন। এস্থলে আদি শব্দে পরিচ্ছদ, বিহার বা ক্রীড়াদির সহিত কোদণ্ডপাণির অযোধ্যা এবং বনবাসাদিলীলা-চিন্তার সহিত ভজন করিয়া (সেই সেই ভক্তগণের মনোভিরাম নিজ ইষ্টতা পরমপ্রিয় প্রভুর যথাপূর্বসম্যক্ দর্শন ও সেবা কামনা করিয়া) যাঁহারা তাঁহাতে একান্ত নিষ্ঠার চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা মহাশয়—পরম গম্ভীর অক্ষুভিত চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন। যেহেতু, আপনাপন ইষ্ট হইতে অবিচলিত চিত্ত এবং তাঁহাদেরই ইষ্ট নিষ্ঠার চরম পরিপাক দশা উপস্থিত হইয়াছে জানিতে হইবে।

১৫১। তাঁহাদের জন্য এই বৈকুণ্ঠেই বিদ্যমান এমন কোন নিগূঢ় প্রদেশ বিশেষ (অযোধ্যাদি নগরী, আদি শব্দে ক্ষেত্রাদিও গ্রহণীয়)। পূর্বের ন্যায় নিজ ইষ্টদেবকে তাঁহারা যেরূপভাবে ভজন করিয়া আসিয়াছেন, এখানেও (অযোধ্যাদিতে)

অসঙ্কোচে সেইভাবে অর্থাৎ তত্তৎ পরিবার ও পরিচ্ছদাদিযুক্ত নিজ ইষ্টদেবের সেবা করিয়া সুখলাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের অশেষবিধ মনোরথ পূর্ণ হইয়া থাকে—কখনও সঙ্কোচভাব পরিদৃষ্ট হয় না। যদ্যপি সর্বশক্তিমান শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর নিজের অনন্ত পরিবারাদি কর্তৃক সর্বদা পরিবেষ্টিত হইয়া এই বৈকুণ্ঠের মধ্যে সর্বদা বিরাজমান। অর্থাৎ মহাপ্রসাদস্থিত শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে সমাসীন হইয়া নিজ একান্ত প্রিয়ভক্তের ভক্তিনিষ্ঠায় তাঁহাদের মনোরথতম শ্রীমূর্তিকে তদনুরূপ পরিবার ও পরিচ্ছদাদি সংযুক্ত দর্শনাদি দ্বারা সুখী করিতে পারেন, তথাপি এই বৈকুণ্ঠলোকে অযোধ্যাদি প্রদেশ বিশেষ পৃথক-ভাবেই বিদ্যমান এবং সেই সেই ভক্তের মনোনীত পরিচ্ছদ ও পরিবারাদিও পৃথকরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তাহা দৃশ্যতঃ ভিন্ন প্রতীতি হইলেও তত্ত্বতঃ ভিন্ন নয়। এখানে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না যে, যাহার তাত্ত্বিকতা নাই, কেবল প্রতীতি মাত্র-হেতু কল্পনা, তাহার তাত্ত্বিকতা সম্ভবপর হয় কিরূপে? যেহেতু, তত্ত্ববিচারে এই বৈকুণ্ঠেশ্বরেই অখিল সামর্থ্যের বিদ্যমানতা স্বীকৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই বৈকুণ্ঠে যখন মায়াসম্বন্ধ নাই, তখন এই অপ্রাকৃত স্থানে কোন কিছুই অতাত্ত্বিক হইতে পারে না। আর পৃথক পৃথকরূপে উক্ত অযোধ্যাদি ক্ষেত্রের প্রকটন এই বৈকুণ্ঠেশ্বরেরই মহিমাবিশেষ বিস্তারক এবং সেই মূর্তিনিষ্ঠ একান্ত ভক্তগণের অসঙ্কোচে সেবালাভের হেতুস্বরূপ, এজন্য ভক্ত ও ভগবান উভয়েই পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব এই বৈকুণ্ঠ মধ্যবর্তি সেই অযোধ্যাদি প্রদেশবিশেষের সহিত এই বৈকুণ্ঠের কোন বিশেষ নাই, পার্থক্য কেবল বৈভবাদির প্রকট বিশেষের জন্য, সুতরাং ইহার দ্বারা শ্রীভগবানের মহিমা বিশেষই সূচিত হইয়াছে।

১৫২। যে চৈকতররূপস্য প্রীতিনিষ্ঠা ভবন্তি ন।
অবিশেষগ্রহাস্তস্য যৎকিঞ্চিদ্রূপসেবকাঃ॥
১৫৩। যে চ লক্ষ্মীপতেরষ্টাক্ষরাদিমনু-তৎপরাঃ।
তে হি সর্বে স্ব-দেহান্তে বৈকুণ্ঠমিমমাশ্রিতাঃ॥

মূলানুবাদ

১৫২। যাঁহারা কোন একতর ভগবদ্রূপে প্রীতিনিষ্ঠা প্রকাশ করেন না, প্রত্যুত সকল ভগবৎরূপেই সমান প্রীতিপ্রকাশ করেন, তাঁহারা বিশেষগ্রাহী নহেন বলিয়া যে কোন ভগবৎস্বরূপেরই সেবক হইয়া থাকেন।

১৫৩। যাঁহারা লক্ষ্মীপতির অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্রে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্ব স্ব দেহান্তে এই বৈকুণ্ঠকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৫২। ননু প্রায়ঃ সর্বে নিজে-নিজেষ্টদেবভক্তিনিষ্ঠা এব দৃশ্যন্তে, তৎ কতমে লোকমিমমায়ান্তীত্যত্রাহ—যে চেতি দ্বয়েন। অস্য ভগবত একতরে রূপে শ্রীমূর্তৌ প্রীতি-নিষ্ঠা ন ভবন্তি, কিন্তু সর্বেষ্বপ্যস্য রূপেষু প্রীতিমন্তঃ; অতস্তস্য ভগবতঃ যৎকিঞ্চিদনির্ধারিতং রূপমেকং সেবন্ত ইতি তথা তে। তত্র হেতুঃ—ন বিদ্যতে বিশেষে তত্তদবতারাদৌ গ্রহঃ আগ্রহো যেষাং তে। অয়মর্থঃ—সর্বাণ্যেব ভগবতোঽবতাররূপাণীমানি, তেষ্বেকতমস্য কস্যচিদ্রূপস্যোপাসনেনৈব তৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিতি ব্যবস্য কিঞ্চিত্তস্যৈক্যং রূপং দ্বিত্রাণি বহূনি বা তদ্রূপাণি সেবন্ত ইতি॥

১৫৩। যে চ অষ্টাক্ষরে আদিশব্দাৎ পঞ্চাক্ষর-দ্বাদশাক্ষরাদিষু মনুষু মন্ত্রেষু তৎপরাস্তদুপাসকা ইত্যর্থঃ। যথোক্তং বিষ্ণুপুরাণে শ্রীপরাশরেণ—'গত্বা গত্বা নিবর্তন্তে চন্দ্রসূর্যাদয়ো গ্রহাঃ। অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ॥' ইতি। দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রশ্চ সর্বানপি ভগবন্মন্ত্রানুপলক্ষয়তি, সর্বেষামেব তেষাং ভগবন্নামময়ত্বাৎ। তে প্রকারদ্বয়োক্তাঃ সর্বে স্বদেহানামন্তে নাশে সতি আশ্রিতাঃ প্রাপ্তাঃ। একস্মিন্নেব নিজেষ্টদেবে ভক্তিনিষ্ঠা অপি পরমেশ্বরবুদ্ধ্যা তমুপাস্য বৈকুণ্ঠমাপ্নুবন্তীতি। পূর্বমুদ্দিষ্টমেবাস্তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫২। যদি বল, প্রায় সমস্ত ভক্তের নিজ নিজ ইষ্টদেবেই ভক্তিনিষ্ঠা দেখা যায়; কিন্তু তাঁহাদের প্রাপ্তিও কি এই একই বৈকুণ্ঠধাম? এরূপ সংশয় প্রকাশ করা

উচিত নহে। যেহেতু, এই বৈকুণ্ঠের অনন্ত প্রকোষ্ঠ এবং অনন্ত ভক্তের অনন্ত প্রকার ভাবানুরূপ সেই প্রকোষ্ঠ বা প্রদেশবিশেষে লীলাপরিকরাদি সহ শ্রীভগবান বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানের কোন একতর মূর্তিতে প্রীতিনিষ্ঠা প্রকাশ না করিয়া সকল মূর্তিতেই প্রীতিনিষ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন অর্থাৎ যাঁহারা মনে করেন, ভগবানের অনন্ত অবতার, অনন্ত রূপ, তন্মধ্যে যে কোন একতর রূপের উপাসনা বা প্রীতি করিলেই শ্রীভগবানকে পাওয়া যাইবে, তাঁহারা কোন একটি নির্দিষ্ট মূর্তিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না, প্রত্যুত সকল মূর্তিতেই প্রীতিবিশিষ্ট। অতএব তাঁহারা বিশেষগ্রাহী নহেন বলিয়া শ্রীভগবানের যে কোন রূপেরই সেবক হইয়া থাকেন। অথবা কোন একরূপ, বা দুইরূপ বা ততোধিক রূপেরও সেবা করিয়া থাকেন।

১৫৩। আর যাঁহারা শ্রীলক্ষ্মীপতির অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্রে (এস্থলে আদি শব্দে পঞ্চাক্ষর, দ্বাদশাক্ষরাদি মন্ত্রও গ্রহণীয়) তাঁহার উপাসনা করিয়া একরূপে প্রীতি-নিষ্ঠা লাভ করতঃ এই বৈকুণ্ঠে আগমন করিয়াছেন। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীপরাশর বাক্য—"চন্দ্র সূর্য গ্রহগণ পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতেছেন, কিন্তু দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র-চিন্তক আজ পর্যন্ত ফিরিলেন না।" এস্থলে দ্বাদশাক্ষর এই পদটি উপলক্ষণ মাত্র, বস্তুতঃ ইহার দ্বারা অষ্টাক্ষর, পঞ্চাক্ষর প্রভৃতি ভগবন্নামাত্মক প্রত্যেক মন্ত্রই বৈকুণ্ঠপ্রাপক বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই প্রকার একনিষ্ঠ ভক্ত বা বহুনিষ্ঠ ভক্তগণ নিজ নিজ ইষ্টদেবে পরমেশ্বর বুদ্ধিতে ভজনা করিয়া স্ব স্ব দেহাবসানে এই বৈকুণ্ঠলোকই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্বে ইহা বলা হইয়াছে।

সারশিক্ষা

১৫২। যাঁহারা শ্রীনারায়ণের অবতার শ্রীরঘুনাথাদির স্বতন্ত্র উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রীবৈকুণ্ঠেরই প্রকোষ্ঠবিশেষ শ্রীঅযোধ্যা পুরীতে অথবা নিজ ইষ্টদেবের সেবা উপযোগী যে কোন ভগবৎ পুরীতে সপরিকর ইষ্টদেবকে লাভ করতঃ পূর্ববৎ (ভজনানুরূপ) সেবা করিয়া আনন্দ লাভ করেন। আর যাঁহারা শ্রীনারায়ণের অনন্ত অবতারে ঐক্যবুদ্ধি করিয়া যে কোন একতর রূপের উপাসনা করেন, অথবা দুই বা ততোধিক রূপের উপাসনা করেন, তাঁহারা সর্বদা শ্রীনারায়ণের সমীপে অবস্থান করতঃ সেবাসুখ লাভ করেন। বস্তুতঃ ঐ সকল ভগবদ্‌পুরী পরব্যোমেরই একদেশ অর্থাৎ অনন্ত দলশ্রেণী কমলের ন্যায়। আর প্রতি দলেই প্রতিভক্তের ভাবানুরূপ সপরিকর শ্রীভগবান লীলাবশতঃ বিরাজ করিতেছেন।

১৫৪। যথাকামং সুখঃ প্রাপুঃ সর্ব্বতোঽপ্যধিকং সুখাৎ।
তেষাং স্ব-স্ব রসানৈক্যাত্তারতম্যেঽপি তুল্যতা॥

মূলানুবাদ

১৫৪। তাঁহাদের মধ্যে রসগত পার্থক্য ও তারতম্য থাকিলেও তাঁহারা পরস্পর তুল্যতা লাভ করেন, অর্থাৎ স্ব স্ব ভজনানুরূপ অভিলাষ বিশেষ হইতেও অধিকতর সুখলাভ করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৫৪। বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্ত্যা তেষাং পূর্বতোঽপি ফলবিশেষ-প্রাপ্তিমাহ—যথেতি। পূর্বতঃ নিজপূর্বদেহকৃত-ভজনলব্ধ-সুখতোঽপি। নন্বেবং শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তানাং ভগবদ্ভক্তিপরাণামেকরূপাণামপি বিবিধো ভেদঃ প্রসজ্যেত, স চ ন সঙ্গচ্ছতে, সর্বেষামেব তেষাং সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বেনৈক্যাৎ। তত্রাহ—তেষামিতি। স্বস্য স্বস্য রসানাং শ্রবণ-কীর্তনাদি-বিষয়ক-ভাববিশেষাণামনৈক্যাত্তিন্নতাৎ তারতম্যে ন্যূনাধিকত্বে সত্যপি তুল্যতৈব ভবতি, নিজ-নিজ-রসানুসারেণৈব যথেষ্টং সর্বেষামপি তত্তদ্রসজাতীয় সুখপরমকাষ্ঠাসম্পত্তেঃ। অতএবোক্তং যথাকামং সুখং প্রাপুরিতি। এতচ্চ পুরা বিবৃতমস্তি, অগ্রেঽপি বিস্তরেণ ব্যক্তীভাবি ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৪। পূর্বে নিজ-কৃত ভজনে তাঁহারা যেরূপ সুখ লাভ করিতেন, অধুনা এই বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিতে তদপেক্ষাও অধিক সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্বতঃ বলিতে নিজ পূর্বদেহ ভজন-লব্ধ সুখবিশেষ। যদি বল, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত সেই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণগণ সকলেই একরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্ব হেতু ঐক্যরূপ, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে ঈদৃশ বিবিধ ভেদ সঙ্গত হয় না। এই আশঙ্কা নিরাকরণ জন্য বলিতেছেন, তাঁহাদের শ্রবণ-কীর্তনাদি বিষয়ক ভাববিশেষের তারতম্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রসানুভব-প্রযুক্ত তারতম্য অর্থাৎ ন্যূনাধিক্য হইলেও পরস্পর তুল্যতায় পর্যবসিত হইয়া থাকেন। যেহেতু, তাঁহারা নিজ নিজ রসানুসারে সকলেই যথাভিলাষ (তত্তৎ রসজাতীয়) সুখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই জন্যই বলিয়াছেন—'সকলেই যথাভিলাষ (নিজ নিজ রসজাতীয়) সুখলাভ করিতেছেন।' ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে, পরেও বলা হইবে।

১৫৫। যথা ধরালম্বন-রত্নভূতা, নারায়ণোঽসৌ স নরোঽথ দত্তঃ।
শ্রীজামদগ্ন্যঃ কপিলাদয়োঽপি, যে কৌতুকাচ্চ প্রতিমা-সরূপাঃ॥

১৫৬। যে স্বর্গলোকাদিষু বিষ্ণু-যজ্ঞেশ্বরাদয়োঽমী ভবতৈব দৃষ্টাঃ।
মৎস্যোঽথ কূর্মশ্চ মহাবরাহঃ, শ্রীমন্নৃসিংহো ননু বামনশ্চ॥

১৫৭। অন্যেঽবতারাশ্চ তথৈব তেষাং, প্রত্যেকমীহাভিদয়া প্রভেদাঃ।
তে সচ্চিদানন্দঘনা হি সর্বে, নানাত্বভাজোঽপিসদৈকরূপাঃ॥

মূলানুবাদ

১৫৫-১৫৭। যেমন ধরায় ভূষণস্বরূপ এই শ্রীনারায়ণই কৌতুকবশতঃ শ্রীজগন্নাথাদি প্রতিমারূপ হইয়া থাকেন, তদ্রূপ নর-নারায়ণ, দত্তাত্রেয়, পরশুরাম, কপিলাদি অবতারসকল ধরার ভূষণস্বরূপ। আর স্বর্গাদিতে লোকপ্রসিদ্ধ বিষ্ণু ও যজ্ঞেশ্বরাদি (যাহা তুমি দর্শন করিয়া আসিয়াছ), আর মৎস্য, কূর্ম, মহাবরাহ, শ্রীমন্ নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি যত যত অবতারসকল, তাঁহাদের পরস্পর নাম ও চেষ্টাদি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ, সুতরাং নানাত্ববিশিষ্ট হইলেও সর্বদাই একরূপ।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৫৫-১৫৭। ননু বহুধা ভেদং প্রাপ্তানামেষামৈক্যং কথং সঙ্গচ্ছতামিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—যথেতি ত্রিভিঃ। ধরায়াঃ পৃথিব্যা আলম্বনানি আশ্রয়াঃ তেষু রত্নাদি শ্রেষ্ঠানি; যদ্বা, আলম্বনমাধারঃ রত্নঞ্চ মহাধনং তৎস্বরূপা যে নারায়ণাদয়ঃ যে চ ভগবদবতারাঃ কৌতুকাদ্ বিনোদাৎ প্রতিমাস্বরূপাঃ প্রতিমাকৃতিসদৃশা ইলাবৃতবর্ষাদিবর্তিনঃ শ্রীসঙ্কর্ষণাদয়ঃ, তথা ক্ষেত্রপূর্যাবদিস্থিতাঃ শ্রীজগন্নাথদেব-শ্রীরঙ্গনাথাদয়ঃ যে চ স্বর্গাদিষু বর্তমানা বিষ্ণ্বাদয়ঃ, তথা যে চ মৎস্যাদয়ঃ সুপ্রসিদ্ধমহাবতারা, অন্যে চ হয়গ্রীব-হংসাদয়ঃ, তথা তেষাং মৎস্যাদীনা-মীহায়াশ্চেষ্টায়া ভিদয়া ভেদেন যে প্রত্যেকং প্রভেদা নানাবিশেষাস্তে সর্বে সদা নানাত্বভাজঃ বহুবিধভেদবন্তোঽপি একরূপা অভিন্না এবেতি ত্রয়াণামন্বয়ঃ। হি যতঃ সর্বে তে সচ্চিদানন্দঘনাঃ। তথা চ মহাসংহিতায়াম্—'তস্য সর্বাবতারেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন। দেহি-দেহ-বিভেদশ্চ ন পরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥ সর্বেঽবতারা ব্যাপ্তাশ্চ সর্বে সূক্ষ্মাশ্চ তত্ত্বতঃ। ঐশ্বর্যযোগাদ্ভগবান্ ক্রীড়ত্যেষ জনার্দনঃ॥' ইতি। অসৌ বদর্যাশ্রমে তপশ্চর্যাগুরুর্ধর্মনন্দনঃ; ন তাদৃশস্তদনুজো নরশ্চ। আদি-শব্দেনাদ্যেন ব্যাস ধন্বন্তর্যাদি, দ্বিতীয়েন মহর্লোক-সত্যলোকৌ পর্থিবাবরণানি চ,

তৃতীয়েন মহাপুরুষঃ স্বস্বাবরণেষু পৃথিব্যাদিষু পূজ্যমান-বরাহাদি। অমী চ বিষ্ণ্বাদয়স্তত্র তত্র ভবতৈব দৃষ্টাঃ সন্তি। নন্বিতি নিশ্চয়ে। স্বর্গাধিষ্ঠাতৃশ্চতুর্ভুজত্বাদি-বিশিষ্টাচ্ছ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাৎ শ্রীবামনরূপস্য ভিন্নত্ব-বিবক্ষয়া। মৎস্যাদীনাঞ্চ কালকর্মাদিভেদেন প্রত্যেকমনেকত্বং তত্তৎ-পুরাণতো জ্ঞেয়ম্। তথা হি প্রসিদ্ধি—একো মহামীনো যুগান্তে মহাপ্রলয়োদধারাবির্ভূতো বেদাদীনুদ্দধার; অন্যশ্চ মায়িকাকাণ্ডপ্রলয়োদধৌ সত্যব্রতানুগ্রহার্থমাবির্ভূতঃ। কূর্মশ্চৈকোঽমৃত-মন্থনে মন্দরাদ্রিং পৃষ্ঠে দধার; অন্যশ্চ ক্ষিতিং সদা বিভর্তি। বরাহশ্চৈকো ব্রহ্মণো নাসারন্ধ্রাৎ সৃষ্ট্যাদাবাবির্ভূয় পৃথিবীমুদ্ধৃত্যাপ্সু ন্যস্যান্তর্দধে; অন্যশ্চাকাণ্ড-প্রলয়োদধৌ নিমগ্নায়াঃ পৃথিব্যা উদ্ধরণে তথৈবাবির্ভূতো হিরণ্যাক্ষং হত্বা স্বলোকং গতঃ। অন্যশ্চ যজ্ঞাঙ্গোযজ্ঞাদিপ্রবর্তকো ধরাধরো ধরণীং প্রতি পুরাণবক্তা যোগনাস্তর্দধে। অন্যশ্চ বিষমাং পৃথ্বীং সমাং কর্তুমবতীর্ণো দন্তাঘাতৈরদ্রীংশ্চূর্ণয়িত্বা বরাহীরূপধারিণ্যা তয়া সহ রমমাণঃ পুত্রৌ জনয়ামাস। পশ্চাচ্ছ্রীনরসিংহমূর্তৌ লীনঃ। অন্যশ্চ পৃথিবীমধ্যে বিভর্তীত্যেবমনেকরূপঃ। নৃসিংহস্য চ মাতৃচক্র-প্রমথন-হিরণ্যকশিপুদারণ মার্জাররূপ-ধারণাদিনানেকত্বং বৃহৎসহস্রনামাদৌ প্রসিদ্ধমেব। বামনশ্চ ধুন্ধোর্বলেশ্চ ছলনার্থং বারদ্বয়মাবির্বভূব। এবং হয়গ্রীবহংসৌ চ দ্বৌ দ্বৌ প্রসিদ্ধৌ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৫-১৫৭। যদি বল, এইরূপ বহুবিধ ভেদপ্রাপ্ত হইয়াও কিরূপে ঐক্যতা সঙ্গত হয়? দৃষ্টান্তের দ্বারা এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন। যেরূপ পৃথিবীর আশ্রয় এবং অলঙ্কারস্বরূপ, অথবা আশ্রয়াধার মহারত্নস্বরূপ যে নর-নারায়ণাদি, তাঁহারা বা যে সকল ভগবদবতার কৌতুকবশতঃ বিনোদ প্রতিমা স্বরূপে বা প্রতিমার আকৃতি-সদৃশ ইলাবৃত বর্ষাদিতে প্রসিদ্ধ শ্রীসঙ্কর্ষণাদির শ্রীমূর্তি এবং ক্ষেত্র বা পুরীতে অবস্থিত শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীরঙ্গনাথ প্রভৃতি মূর্তিসকল ও শ্রীজামদগ্ন্য শ্রীকপিলাদির মূর্তি সকলও তদ্রূপ ধরার অবলম্বন ও রত্নস্বরূপ হইয়াও কৌতুকবশতঃ প্রতিমার আকার ধারণ করিয়াছেন। তথা স্বর্গাদিলোকেও প্রসিদ্ধ বিষ্ণু, যজ্ঞেশ্বরাদি, (যাহা তুমি দর্শন করিয়া আসিয়াছ,) এবং মৎস্য, কূর্ম, মহাবরাহ, শ্রীমন্ নৃসিংহ, বামন ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ মহা অবতারসমূহ; হয়গ্রীব, হংসাদি অন্যান্য অবতারসমূহের পরস্পর আকার ও স্বভাবাদির বহুবিধ ভেদ দৃষ্ট হইলেও অর্থাৎ তাঁহাদের চেষ্টার ভেদ আছে বলিয়াই পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই সচ্চিদানন্দঘন। অতএব নানা আকার ও চেষ্টাদি ভেদে নানাত্ব বিশিষ্ট হইলেও সকলে সর্বদা একরূপ। মনুসংহিতায় লিখিত আছে—"শ্রীভগবানের সর্ববিধ

অবতারই সমান, তাঁহাদের পরস্পরে কোন বিশেষ বা ভেদ নাই। কারণ, দেহ ও দেহীর ভেদবশতঃই কল্পিত হইয়া থাকে; কিন্তু ভগবানের দেহ ও দেহীর ভেদ না থাকায়, তাঁহাদের মধ্যে ভেদ হইবে কিরূপে? অতএব শ্রীভগবানের অনন্ত রূপ হইলেও তত্ত্বতঃ একরূপ। বিশেষতঃ সর্ব অবতারের ধর্মই হইতেছে—সর্বব্যাপকতা ও তত্ত্বতঃ সূক্ষ্মতা। এইরূপেই ভগবান্ জনার্দন আপনার ঐশ্বর্যযোগে বিচিত্রভাবে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।" আর এই ভূমণ্ডলের বদরিকাশ্রমে তপস্বীগণের গুরু ধর্মনন্দন শ্রীনারায়ণ এবং তৎসদৃশ তাঁহার অনুজ—নর। আদি শব্দে ব্যাস, ধন্বন্তরী প্রভৃতি। দ্বিতীয়ে মহর্লোক, সত্যলোক ও পৃথিবীর আবরণাধিষ্ঠাতা অবতারসকল। তৃতীয়ে মহাপুরুষ এবং পৃথিবীর স্ব স্ব আবরণে পূজ্যমান বরাহদেবাদিরূপে বিষ্ণুর বহুবিধ অবতার দৃষ্ট হন। শাস্ত্রকারগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, স্বর্গাধিষ্ঠাতা চতুর্ভুজাদিবিশিষ্ট শ্রীবিষ্ণু হইতে বামনদেবের পার্থক্য আছে এবং তদুদ্দেশ্যে পৃথক পাঠও নির্দেশ করিয়াছেন। সেইরূপ মৎস্যাদি অবতার সকলেরও কাল ও কর্ম-ভেদে বা কল্পগত পুরাণ-ভেদে অনেকত্ব অবগত হওয়া যায়। শাস্ত্রাদিতে প্রসিদ্ধ আছে, যে এক মহামীন যুগশেষে প্রলয় সমুদ্রে আবির্ভূত হইয়া বেদাদি শাস্ত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। অপর মহামীন আকস্মিকভাবে মায়িক প্রলয় সমুদ্রে আবির্ভূত হইয়া সত্যব্রতকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। এক কূর্ম অমৃত মন্থনকালে স্বীয় পৃষ্ঠে মন্দর পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন। অপর কূর্ম সর্বদাই পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এক বরাহ সৃষ্টির আদিতে শ্রীব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবী উদ্ধারপূর্বক পুনরায় সেই পৃথিবীকে জলে নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। অন্য বরাহ আকস্মিকরূপে প্রলয় সমুদ্রে পৃথিবী নিমগ্না হইলে সেই পৃথিবী উদ্ধার নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যাক্ষকে সংহার করতঃ স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। অন্য এক বরাহ যজ্ঞাঙ্গরূপে যজ্ঞাদির প্রবর্তন করিয়া ধরাধর ধরণীর প্রুতি অনুগ্রহ করতঃ তাঁহাকে পুরাণদি শ্রবণ করাইতে করাইতে সহসা অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। অন্য এক বরাহ বিষমা অর্থাৎ অসমতল পৃথিবীকে সমতল ভূমিতে পরিণত করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় দন্তাঘাতে পর্বতসকল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিলেন এবং বরাহ রূপধারিণী ধরণীদেবীর সহিত বিবিধ ক্রীড়া করিয়া পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়াছিলেন। পরে শ্রীনৃসিংহ মূর্তিতে বিলীন হইয়া যান। আর এক বরাহ দন্তাগ্রে পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন। আর শ্রীনৃসিংহদেবের মাতৃচক্র প্রমথন, হিরণ্যকশিপু প্রমথন, মার্জাররূপ ধারণ ইত্যাদিরূপ বহু বহু লীলাসূচক নানাত্ব যুক্ত অবতারাদির বিষয় সহস্রনাম স্তোত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীবামনদেবও বলির ছলনার্থ ও ধুন্দের প্রতি অনুগ্রহার্থ, দুইবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এইরূপ হয়গ্রীব ও হংস, ইহাদিগেরও দুইটি করিয়া অবতারের প্রসিদ্ধি আছে।

সারশিক্ষা

১৫৫-১৫৭। শ্রীভগবানের সর্ব অবতারের দেহ নিত্য ও সচ্চিদানন্দ এবং তাঁহারা জগতে পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। পরন্তু সর্বাবস্থায় তাঁহাদের দেহ অপ্রাকৃত অর্থাৎ হানোপাদানশূন্য বলিয়া প্রকৃতি-কার্যের অতীত।

পূর্ব পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, এই শ্রীভগবানই উপাসনা-ভেদে নিজ উপাসককে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত বিবিধ মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অথচ ঐ সকল অবতারের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য সঙ্গত হয় না। এই শ্লোকে সেই বিরোধের সমাধান করিতেছেন যে, 'ভগবান বহুরূপ হইয়াও একরূপ'—এই বাক্যে অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে তাঁহারা পৃথক পৃথক প্রকাশতা সত্ত্বেও একরূপতা সিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু পরস্পরের তারতম্যের হেতু এবং তাঁহাদের নিত্যতা বিষয়ে আশঙ্কা হইতে পারে। তাই এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য পূর্ব শ্লোকে বলিয়াছেন, সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সর্ববিধ অবতারই পূর্ণ, কিন্তু সকল অবতারে সকল প্রকার শক্তির অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয় না। এজন্য যে অবতারে যে শক্তির অল্প পরিমাণে প্রকাশ হয়, তাহাকে অংশ বলা হয়, আর যে স্বরূপে সর্বদা বা স্বেচ্ছাক্রমে সর্ববিধ শক্তির প্রকাশ হয়, তাহাই অংশী। অতএব শক্তি প্রকাশের তারতম্যেই তাঁহাদের তারতম্য সিদ্ধ হইতেছে এবং অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট সেই ভগবানে যুগপৎ একত্ব ও বহুত্ব, অংশত্ব ও অংশীত্ব, ইহার কিছুরই ব্যতিক্রম হইতেছে না। আর ভক্তগণের ভাবনাভেদে উক্ত ভগবানের একই স্বরূপে বহুরূপে প্রতীতি এবং প্রতীতিযোগ্য প্রত্যেক স্বরূপেরও নিত্য ও সত্যতা সিদ্ধ হইতেছে।

১৫৮। নানাত্বমেষাঞ্চ কদাপি মায়িকং, ন জীব-নানাত্বমিব প্রতীয়তাম্।
তচ্চিদ্বিলাসাত্মকশক্তিদর্শিতং, নানাবিধোপাসক-চিত্রভাবজম্॥

মূলানুবাদ

১৫৮। এই প্রকার ভগবৎ মূর্ত্তির নানাত্ব জীবরূপ নানাত্বের ন্যায় মায়িক প্রতীতি মাত্র নহে। অর্থাৎ একজীববাদী যেরূপ জীবের পরস্পর ভেদকে মায়াকল্পিত স্বীকার করে, ঐ প্রকার ভেদ নহে; পরন্তু নানাত্বরূপে যে বিলাস, ইহা স্বরূপ শক্তি-দর্শিত এবং নানা উপাসকের নানা ভাব জনিত অর্থাৎ বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট উপাসকের ভাব অনুসারে ভগবদ্‌মূর্ত্তিসকল নানারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৫৮। নন্বেকস্য নানাত্বং মায়য়া ঘটত এবেত্যাশঙ্ক্যাহ—নানাত্বমিতি। এষামুক্তানাং ভগবদ্রূপাণাং নানাত্বং জীবনানাত্বমিব তত্ত্বত একস্য জীবস্যবিদ্যোপাধি-ভেদেন কিংবা একস্যৈব ব্রহ্মণোঽবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতস্য স্বতোঽবিদ্যানানাত্বেন জীবরূপেণ নানাত্বমিব মায়িকং ন প্রতীয়তাং, কিন্তু তস্য ভগবতঃ চিদ্‌বিলাসো জ্ঞান-বৈভববিশেষস্তাদাত্মিকয়া শক্ত্যা দর্শিতং প্রকটিতম্। তত্র হেতুমাহ—নানাবিধানামুপাসকানাং ভগবদ্ভক্তানাং চিত্রেভ্যো নানাবিধেভ্যো ভাবেভ্যঃ প্রীতিবিশেষেভ্যো জায়ত ইতি তথা তৎ। অয়মর্থঃ—বিচিত্রাশ্বর্যরসসাগরস্য ভগবতো বিচিত্রলীলয়া জায়মান-বিবিধরুচীনামুপাসকানাং ভাবস্য নানাবিধত্বেন ভগবদ্রূপাণামপি নানাবিধত্বমাবির্ভবত্যেব, তত্র চ তদেকাপেক্ষকাণামুপাসকানাং ভাববিশেষেণ দর্শনোৎকণ্ঠাতিশয়ে জাতে তৎকালমেব তত্তদুপাস্যস্য তত্তন্নিকটে সাক্ষান্নিত্যত্বং সত্যত্বং ব্যাপকত্বাদিকঞ্চ ঘটতে। এবমেবাখিলানামুপাসকানাং স্বস্বমনঃপূর্ত্তিঃ স্যাৎ, অন্যথা তু ভগবতো ভক্তবাৎসল্য-মহিমবিশেষস্য হানিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। যতস্তেষামেকস্যাপি রূপস্যানিত্যত্বেঽসত্যত্বে চ তথা সর্বত্রাব্যাপ্যত্বে চ সতি তদুপাসকানাং পরমাসহিষ্ণুতয়া মহাননর্থঃ স্যাৎ, তত্তচ্চ কথমপি ন সঙ্গচ্ছেত, অতো মায়া সম্বন্ধরহিতত্বমেবেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৮। যদি বল, একের নানাত্ব মায়াদ্বারাই সংঘটিত হয়। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'নানাত্ব' ইত্যাদি। ভগবৎরূপের নানাত্ব জীবরূপ নানাত্বের ন্যায় মায়িক নহে। যেমন (একজীববাদিগণ বলেন) এক জীবতত্ত্ব অবিদ্যার উপাধিযোগে নানাত্ব, কিংবা একই ব্রহ্ম অবিদ্যারূপ উপাধি প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবরূপে নানাত্বভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ভগবৎরূপের নানাত্ব এইপ্রকার মায়িক প্রতীতিমাত্র নহে; কিন্তু সেই ভগবানের সচ্চিদানন্দবিলাস অর্থাৎ

জ্ঞান-বৈভববিশেষ স্বরূপশক্তি কর্তৃক প্রকটিত। নানাবিধ উপাসকগণের বিচিত্র ভাবজনিত ভগবৎরূপের নানাত্ব। উহা বিচিত্র রসসাগর ভগবানের বিচিত্র লীলাবশতঃ এবং জায়মান বিচিত্র রুচিবিশিষ্ট উপাসক সকলের ভাবও নানাবিধ হইয়া থাকে। এজন্য ভগবৎরূপসকলও নানারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন—ইহাই ভগবৎরূপের নানাত্বের হেতু। বিশেষতঃ সেই সেই ভাবনিষ্ঠ কোন একটি মূর্তির দর্শনাকাঙ্ক্ষী ভক্ত বা বহুমূর্তির অপেক্ষাকারী উপাসক সকলের বিশেষ বিশেষ ভাব অনুসারে সেই একমাত্র মূর্তির দর্শনের নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ সেই উপাস্যদেব তাঁহার সমীপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সেই আবির্ভাব ও সাক্ষাৎ নিত্য সত্য ও ব্যাপকতাদি গুণযুক্ত অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন। এজন্য নিখিল উপাসকেরই মনোরথ পূর্ণ হইয়া থাকে এবং ভাবানুরূপ আনন্দানুভবও হইয়া থাকে। অন্যথা শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যাদি মহিমাবিশেষের হানি-প্রসঙ্গরূপ দোষ উপস্থিত হইতে পারে। আর সেই আবির্ভূত-ভগবৎরূপ সকলের মধ্যে কোন একটিরও অনিত্যত্ব, অসত্যত্ব ও অধ্যাপকত্ব সংঘটিত হইলে, সেই মূর্তির উপাসকের মহান, আর্তি ও অসহিষ্ণুতাবশতঃ পরম অনর্থ উপস্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু এইরূপ কখনও সংঘটিত হয় না। অতএব ভগবৎরূপের নানাত্ববিষয়ে মায়াসম্বন্ধ-রহিতত্ব প্রতিপাদিত হইল।

সারশিক্ষা

১৫৮। শ্রীভগবানের চিদ্‌বিলাস বৈভববিশেষ স্বরূপশক্তিদ্বারা অনন্তভক্তের অনন্তভাব-ভেদে বৈচিত্রী সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর বিচিত্র আশ্চর্য রসসাগর ভগবানের বিচিত্র লীলাপুষ্টির জন্য একই হ্লাদিনীশক্তির বিলাস অনন্ত বৈচিত্র্যময় ভাবদ্বারা অনন্তপ্রকার ভক্তিমূর্তি আবির্ভাবিত করেন। যেমন একই শব্দব্রহ্ম প্রথমতঃ সপ্তস্বর হইয়া পরে অনন্তরূপ ও তত্তৎমূর্তিতে বিরাজ করেন, তদ্রূপ স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীরূপা বৃত্তিও প্রথমে শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপে নববিধ হইয়া ভাব, প্রেম ও রসাদিরূপে বহুবিধ বিচিত্র বৈভব প্রকটন দ্বারা ভক্তহৃদয়স্থ অর্থাৎ তাদাত্ম্যভাবে অনন্ত ভক্তমূর্তি হইয়া থাকেন এবং সেই সকল ভক্তের নানাবিধ রুচি অনুসারে নানাবিধ ভগবৎ মূর্তিরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। এজন্য কোনও সময়ে একত্বের ব্যভিচার হয় না। যেমন, একই বৈদুর্যমণি স্থান-ভেদে নীল-পীতাদিচ্ছবি ধারণ করে, তদ্রূপ শ্রীভগবান উপাসকের ভাবভেদে নিজস্বরূপকে বিবিধ আকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব ভক্তের উপাসনা অনুসারে শ্রীভগবান বহু মূর্তি প্রকটন করিলেও সর্বদা একরূপ; সুতরাং কোন অবস্থায় শ্রীভগবান ভেদ প্রাপ্ত হন না।

১৫৯। অতো ন বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভেদতো,
বিচিত্রতা সা সলিলে রবেরিব।
কিন্ত্বেষ খস্তোঽদ্বয় এব সর্বতঃ,
স্ব-স্ব-প্রদেশে বহুধেক্ষ্যতে যথা॥

মূলানুবাদ

১৫৯। অতএব এই ভেদ সূর্যসদৃশ জলে বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপে ভেদবৎ প্রতীতিমাত্র নহে, পরন্তু সকল অবতারই সচ্চিদানন্দময় বিম্বস্বরূপ। অথবা আকাশস্থিত সূর্য যেমন এক হইলেও সকল দর্শকই স্ব স্ব প্রদেশে পৃথক দর্শক করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভক্তগণ-কর্তৃক অনুভূয়মান এক শ্রীভগবৎস্বরূপই ভিন্ন ভিন্ন অবতাররূপে ভক্তিচক্ষুতে দৃশ্যমান হইলেও স্বরূপতঃ সকলেই একরূপ; অতএব স্বরূপতঃ একরূপ হইয়াও বহুরূপ বিশিষ্ট বলিয়া যুগপৎ একত্ব, অনেকত্ব ও সত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৫৯। অতোঽস্মাদুক্তন্যায়াৎ সা ভগবদ্রূপ-সম্বন্ধিনী বিচিত্রতা নানাত্বং বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভেদস্তন্ন্যায়েন ন ভবতি। সর্বেষামেব তেষাং নিত্যত্বাৎ সত্যত্বাচ্চ। অন্যথা বিম্বভূতস্যাবতারি-রূপস্যৈব নিত্যত্বং সত্যত্বাদিকঞ্চ সিধ্যতি। অন্যেষাঞ্চাবতাররূপাণাং মায়োপাধীনাং প্রতিবিম্ব-ভূতত্বেনানিত্যত্বাদিপ্রসঙ্গ স্যাৎ। তচ্চাতীবাযুক্তম্। সর্বেষামেব সচ্চিদানন্দঘনত্বেন বিশ্বস্বরূপত্বাৎ। অত্রানুরূপো দৃষ্টান্তঃ—সলিল ইত্যুপলক্ষণয়াদশনীনাম্; যথা জলাদৌ স্থানে স্থানে প্রতিবিম্বিতস্য রবের্বিম্বপ্রতিবিম্বভেদেন বিচিত্রতা স্যাৎ, তথা ন ভবতি; কিন্তু যথা এষ রবের্বিম্বভূত এব খস্থো গগনস্থিত এব অদ্বয় এক এব সর্বত্রৈব স্ব-স্ব প্রদেশে নিজ-নিজস্থানে সর্বৈরেব জনৈঃ বহুধা তত্তদ্দেশবর্তি-বৃক্ষাদিনিকটবর্তিতয়ানেকত্বেন তত্র চ তদুপাসকৈর্নানাবিধ-তদীয়রূপ-বর্ণ-লক্ষণাদিতত্ত্বং ভাবয়দ্ভিঃ স্বস্বভাব-বিশেষানুরূপ—কশ্চিত্তেজোঘনমণ্ডলরূপ; কশ্চিচ্চতুর্ভুজো রক্ত, কশ্চিদুদ্যত-পদ্মদ্বয়ধারি বাহুযুগল ইত্যাদি নানাপ্রকারেণ তত্র তত্রেক্ষ্যতে; তত্র চ যথা ন মায়িকত্বাদি সঙ্গচ্ছতে, ভক্তজনৈঃ সাক্ষাদনুভূয়মাননাত্তেষু চ তস্য বঞ্চনানুপযোগাত্ত-থাত্রাপীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৯। এতএব ভগবৎ রূপ-সম্বন্ধিনী বিচিত্রতা বা নানাত্ব বিচারে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ন্যায়া ভেদ-সিদ্ধান্ত বিচার সঙ্গত নহে। যেহেতু, আকাশস্থ বিম্বস্বরূপ সূর্যের সলিল মধ্যে যে বহু বহু প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সেই প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের সবগুলিই অনিত্য, মিথ্যা ও মায়িক। কিন্তু পূর্বোক্ত অবতার সকল বিম্ব-প্রতিবিম্বস্বরূপ ন্যায়ানুসারে মায়িক নহেন। যেহেতু, বিম্ব-প্রতিবিম্ব ন্যায় স্বীকার করিলে একমাত্র অবতারীরই বিম্বত্ব প্রতিপাদিত হয়, আর অবতার সকলের বিম্বত্ব না হইয়া প্রতিবিম্বত্ব প্রতিপাদিত হয়; সুতরাং মায়িক দোষ আপতিত হয় এবং সেই সঙ্গে ভক্তের হৃদয়-দাহক অনিত্যত্বাদি দোষ উপস্থিত হইবে। পরন্তু শ্রীভগবানের সমস্ত অবতারই সচ্চিদানন্দময় বিম্বস্বরূপ। এ সম্বন্ধে অনুরূপ দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন আকাশস্থ একই সূর্যকে সকল দর্শকই স্ব স্ব প্রদেশে নিজ নিজ দৃশ্যত্বরূপে বহু প্রকারে অর্থাৎ তত্তৎ দেশস্থিত বৃক্ষাদির নিকটাবর্তিরূপে দর্শন করে এবং সূর্যের নানাবিধ উপাসকগণও তদীয় রূপ, বর্ণ ও লক্ষণাদি নিরূপণ করিয়া সেই তত্ত্ব ভাবনা করেন। আর স্ব স্ব ভাববিশেষ অনুসারে কেহ কেহ সূর্যকে তেজোঘনমণ্ডলরূপে, কেহ কেহ বা রক্তবর্ণ চতুর্ভুজধারী, কেহ বা প্রফুল্ল কমলধারী সুশোভন দ্বিভুজবিশিষ্টরূপে ভাবনা করিয়া থাকেন। এইরূপে একই সূর্য নানা প্রকারে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। তথাপি এস্থলে যেরূপ মায়িকত্বাদি দোষগন্ধ নাই, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তগণ কর্তৃক সাক্ষাৎ অনুভূয়মান অবতারসকল ভক্তি-চক্ষুতে সর্বদা মায়িকত্বশূন্য পরম সত্যস্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

সারশিক্ষা

১৫৯। আকাশস্থিত সূর্যের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা গেল যে, সকলেই আপন আপন স্থানে সূর্যকে দর্শন করেন। অর্থাৎ দেশস্থ বৃক্ষাদির নিকটাবর্তি ইত্যাদি-রূপে অনেকেই অনেক প্রকারে সূর্যকে দেখিয়া নিশ্চয় করেন যে, এই সূর্যে আমাদের দেশের এই বৃক্ষের উপরিভাগ আকাশে অবস্থান করিতেছে। সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণও নিজ নিজ ভাব-ভেদহেতু সেই অদ্বয় ভগবানকেই স্বীয় ইষ্টরূপে দর্শন করেন এবং তাঁহার রূপ, তত্ত্ব ও লক্ষণাদি নিশ্চয় করিয়া তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করেন। এজন্য কেহ চতুর্ভুজ, কেহ দ্বিভুজ ইত্যাদি নানা আকারে তাঁহার উপাসনা করেন। তথাপি ভক্তি-তাদাত্ম্য হেতু তাঁহাদের একত্ব সিদ্ধ হয়। এই প্রকারে দৃশ্যমান অবতার সকলেরও একত্ব, অনেকত্ব এবং নিত্যত্ব, সত্যত্ব ও ব্যাপকত্ব আদি ধর্মেরও সঙ্গতি হয়। অতএব শ্রীভগবানের যে কোন

একরূপ তুষ্ট হইলেই সর্বরূপই তুষ্ট হন। যেহেতু, এই বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকৃষ্ণই নানাস্থানে নানামূর্তিতে বিরাজিত। এইরূপে একতত্ত্ব বহুরূপে বিস্তৃত হইয়া থাকেন। আর তাঁহার শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ধামও তাঁহার ন্যায় লীলার উপযোগীরূপে এক হইয়াও বহুরূপে বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

বিম্ব-প্রতিবিম্ব ন্যায় বলিতে মায়াবাদিগণের উদ্ভাবিত কল্পিত প্রতিবিম্ববাদ মাত্র। তাঁহারা বলেন, এই পরিদৃশ্যমান জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য যেমন জলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া উপাধি দ্বারা বহুভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জন্মাদিবিকারশূন্য এই পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্নাকারে প্রতীত হন। তন্মধ্যে মায়ার বৃত্তি বিদ্যায় প্রতিবিম্বিত-চৈতন্য ঈশ্বর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন; আর অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত-চৈতন্য জীব বলিয়া কথিত হন। বস্তুতঃ মায়াবাদিগণের এই সিদ্ধান্ত কল্পনা মাত্র—ইহার কোন বাস্তবতা নাই। যেহেতু, প্রথমতঃ প্রতিবিম্বেরই অসম্ভাবনা হইতেছে। শ্রীভগবানকে নিরুপাধি নির্বিকার ইত্যাদি বলিয়া পরক্ষণেই আবার উপাধিরূপ বিকারী বলিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে পরব্রহ্মে উপাধির যোগ হয় কিরূপে? যিনি ব্যাপক, তাঁহার বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ ভেদই অসম্বব। কেননা, ভেদ হইলে ব্যাপকত্বের হানি হয়। অতএব শ্রীভগবান ও তাঁহার অবতার সম্বন্ধে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ন্যায় প্রযোজ্য হইতে পারে না।

১৬০। যথৈব চ পৃথগ্জ্ঞানং সুখঞ্চ পৃথগেব হি।
তথাপি ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যে তয়োরৈক্যং সুসিধ্যতি॥

মূলানুবাদ

১৬০। যেমন জ্ঞান এবং জ্ঞানের সাধনলব্ধ সুখ, উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ, তথাপি ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যে উভয়ের একতা সুসিদ্ধ হয়; তদ্রূপ অবতার সকলের স্বরূপ পৃথক্ পৃথক্ হইলেও তত্ত্বাংশে সকলের একরূপতা ও সত্যতা স্বতঃই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

দিগ্দর্শিনী-টীকা

১৬০। অত্রৈব প্রসিদ্ধং স্পষ্টং দৃষ্টান্তান্তরমাহ—যথৈবেতি। হি-শব্দেন জ্ঞান-সুখয়োঃ কার্য-কারণত্বাদিনা সর্বৈরনুভূয়মানং পার্থক্যং নিশ্চিত্য বোধ্যতে; তচ্চ পার্থক্যমমায়িকত্বেন সত্যমেব, তয়োর্ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ। তথাপি পার্থ্যক্যে সত্যে সত্যাপি তয়োর্জ্ঞানসুখয়োর্ব্রহ্মণঃ তাদাত্ম্যে তৎস্বরূপত্বে ঐক্যমেব সুষ্ঠু সিধ্যতি, অন্যথা ভেদ-প্রসক্তেঃ। যতো জ্ঞানস্বরূপঞ্চ সুখস্বরূপঞ্চ ব্রহ্ম, তচ্চ একমেবাদ্বিতীয়ত্বাৎ। এবং যথা তয়োরৈক্যং পৃথকত্বঞ্চ সত্যত্বঞ্চ সঙ্গচ্ছতে, তথানেকমপি ভগবদ্রূপমেকমেব, তথানেকত্বমপি সত্যমেবেতি দিক্। অতএবোক্তং বরাহপুরাণে—'ন তস্য প্রাকৃতা মূর্তির্মাংসমেদোঽস্থিসম্ভবা। ন যোগিত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যুতো বিভুঃ॥' ইতি। মহাবারাহে—'সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রাকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥ পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ। সর্বে সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্বদোষবিবর্জিতাঃ॥ অন্যূনানধিকাশ্চৈব গুণৈঃ সর্বৈশ্চ সর্বতঃ। দেহি-দেহ-ভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥ তৎস্বীকারাদিশব্দস্তু হস্তস্বীকারবৎ স্মৃতঃ। বৈলক্ষণ্যান্ন বা তত্র জ্ঞানমাত্রার্থমীরিতম্॥ কেবলৈশ্বর্যসংযোগাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। জাতো গতস্ত্বিদং রূপং তদিত্যাদি-ব্যবস্থিতিঃ॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬০। এক্ষণে সুস্পষ্ট অন্য এক প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তদ্বারা আশঙ্কা নিরাস করিতেছেন। এস্থলে 'হি'-শব্দে জ্ঞান, এই জ্ঞান তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য-লব্ধ জ্ঞান হইতে পৃথক্ এবং এই জ্ঞানরূপ সাধনের সাধ্য সুখও পৃথক্। অর্থাৎ কার্য-কারণাদির অনুভূয়মান পার্থক্য সুনিশ্চিতরূপে বুঝা যায় এবং ঐ পার্থক্যও নিত্য সত্য; যেহেতু ব্রহ্মস্বরূপ। তথাপি পৃথকত্ব সত্য বলিয়া জ্ঞান ও সুখ ব্রহ্মতাদাত্ম্যে বা মোক্ষাবস্থায় উক্ত জ্ঞান

ও সুখ উভয়ের ঐক্যতা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ জ্ঞান ও সুখের পার্থক্য তিরোহিত হয়, অন্যথা ব্রহ্মে অদ্বৈত বিঘাতক ভেদ উপস্থিত হইবে। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জ্ঞান ও সুখের ন্যায় অবতার সকলের প্রত্যেকেরই স্বসিদ্ধ সত্যত্ব সুসিদ্ধ হইল। তথা বহুবিধ ভগবৎরূপ হইলেও একরূপ এবং এই বহুত্বও সত্যস্বরূপ। অতএব বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, "ভগবানের মূর্তিসকল কোনরূপ প্রাকৃত বস্তু অবলম্বনে নির্মিত হয় নাই। অথবা মহাযোগীগণের ন্যায় স্বেচ্ছাকৃত কায়ব্যূহরূপও নয়। ইহা সদা সর্বত্র ঈশ্বরত্ব-হেতু সচ্চিদানন্দরূপ এবং অচ্যুত, বিভু ও সত্যস্বরূপে নিত্য বিরাজমান। ভক্তের ইচ্ছায় প্রকাশ বা অপ্রকাশ হয় মাত্র, সুতরাং সর্বদেশে ও সর্বকালে স্বীয় ঐশীশক্তিসহ নিত্য বিদ্যমান।" উক্ত বরাহপুরাণে আরও লিখিত আছে—ভগবানের সমস্ত দেহই সচ্চিদানন্দময় এবং উহা নিত্যরূপে বিরাজিত; সুতরাং সেই ভগবদ্‌বপু কোন মায়িক উপাদানে গঠিত হয় নাই। অতএব তাহার হানির আশঙ্কা কোথায়? বিশেষতঃ ঐ সকল মূর্তি সচ্চিদানন্দময় বলিয়া প্রাকৃত কোন বস্তু কর্তৃক স্পৃষ্ট হয় না। অতএব শ্রীভগবানের অবতারসকল পরমানন্দময় সর্বকল্যাণগুণপূর্ণ জ্ঞানমাত্র—সর্বদোষ বিবর্জিত। যাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, ন্যূন বা অধিক নাই। ঈশ্বরে কখনও দেহ-দেহী ভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে না, ইহার বিলক্ষণ হইলে 'জ্ঞানমাত্র' এই শব্দপ্রয়োগ ব্যর্থ হয়। কেবল ঐশ্বর্যসংযোগহেতু ঈশ্বর প্রকৃতির পর অর্থাৎ নিজ কৃপাশক্তির বৈভব-প্রকটনের নিমিত্ত জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

১৬১। এবং বিচিত্রদেশেষু স্বপ্নাদাবপ্যনেকধা।
দৃশ্যমানস্য কৃষ্ণস্য পার্ষদানাং পদস্য চ॥

১৬২। একত্বমপ্যনেকত্বং সত্যত্বঞ্চ সুসঙ্গতম্।
একস্মিংস্তোষিতে রূপে সর্বং তত্তস্য তুষ্যতি॥

১৬৩। একো বৈকুণ্ঠনাথোঽয়ং শ্রীকৃষ্ণস্তত্র তত্র হি।
তত্তৎসেবক-হর্ষায় তত্তদ্রূপাদিনা বসেৎ॥

মূলানুবাদ

১৬১-১৬২। যদ্যপি এই বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকৃষ্ণই বিচিত্রদেশে বা স্বপ্ন-মনোরথাদিতে নানারূপে দৃশ্যমান হইয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার একত্ব স্বতঃসিদ্ধ, এই প্রকার তাঁহার পার্ষদগণ ও তাঁহাদের পদ বৈকুণ্ঠাদির যুগপৎ একত্ব, অনেকত্ব ও সত্যত্ব সুসঙ্গত হইয়া থাকে। অতএব শ্রীভগবানের কোন এক স্বরূপ প্রসন্ন হইলে তাঁহার সকল স্বরূপই প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

১৬৩। এক বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকৃষ্ণই বদরিকাশ্রমাদি ক্ষেত্রে নিজ নিজ সেবকবর্গের হর্ষ বিধানার্থ তত্তৎ রূপাদি আবিষ্কারপূর্বক বিরাজ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৬১-১৬২। এবমুক্তন্যায়েন নানাস্থানেষু স্বপ্নমনোরথাদিষু চ অনেকধা বিচিত্রবহুলরূপত্বেন দৃশ্যমানস্যাপি কৃষ্ণস্য কৃষ্ণরূপস্যেতি বক্তব্যে ঐক্যাপেক্ষয়া কৃষ্ণস্যৈবেতি, পার্ষদানাং শ্রীশেষ-গরুড়াদীনাঞ্চ, তথা পদস্য স্থানস্য শ্রীবৈকুণ্ঠদেবেকত্বমনেকত্বমপি, তথানেকত্বস্য সত্যত্বঞ্চ সুষ্ঠু সঙ্গতং, কথমপ্যসঙ্গতং ন ভবতীত্যর্থঃ। অতএব তস্য কৃষ্ণস্য একস্মিন্ কস্মিংশ্চিদ্রূপে তোষিতে সতি সর্বমপি তদ্রূপং তুষ্যতি। অতএব একস্য ভজনেন সর্বেষামেব প্রীতিঃ স্যাৎ। তত্তদ্ভক্তানাঞ্চান্যোঽন্যং প্রীতিরিতি সর্বত্রানুভূয়তে॥

১৬৩। তত্র হেতুমেবাভিব্যঞ্জয়তি—এক ইতি। তত্র তত্র স্থানে বদর্যাদৌ তেষাং তেষাং সেবকানাং স্বভক্তনাং শ্রীনারদাদীনাং হর্ষায়, তেন তেন রূপেণ ধর্মনন্দনাদিমূর্ত্যা বসেৎ বর্ততে; আদি শব্দাৎ ভূষণলীলাদি। এবং শ্রীবৈকুণ্ঠনাথস্য মহিমবিশেষ উক্তঃ, অবতারিত্বোপপাদনাৎ শ্রীগোলোকনাথেন সহাভেদাভিপ্রায়েণ শ্রীকৃষ্ণশব্দপ্রয়োগাচ্চ। তথাগ্রে বক্ষ্যমাণ-শ্রীকৃষ্ণস্য সর্বতোঽধিক-মহিমবিশেষশ্চ সূচিত ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬১-১৬২। এই প্রকারে (পূর্বোক্ত ন্যায়ানুসারে) শ্রীভগবানের সমস্ত মূর্তির নিত্যত্ব স্থির হইল। অতএব সাধকসকল নানাস্থানে ও স্বপ্নমনোরথাদিতে যে সকল ধাম, পরিকর ও ভগবদমূর্তির দর্শন লাভ করেন, সেই সকলের যুগপৎ একত্ব ও বহুত্ব বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে বিচিত্র ও বহুলরূপে দৃশ্যমান শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার পার্ষদ শ্রীশেষ ও গরুড়াদির এবং তাঁহার ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠাদির যুগপৎ একত্ব, বহুত্ব ও সত্যত্ব সঙ্গত হইতেছে। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণের কোন এক মূর্তি সন্তোষিত হইলে সমস্ত মূর্ত্তিই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, সুতরাং কোন এক মূর্তির ভজনা করিলেই সমস্ত মূর্তিতে প্রীতি উপজাত হইয়া থাকে। এজন্য তাঁহার ভক্তসকল ও তিনি পরস্পর এক প্রাণ এবং প্রীতি বিনা থাকেন না। ইহাই সদা সর্বদা সর্বত্র অনুভব হইয়া থাকে।

১৬৩। এক্ষণে তাহার হেতু নির্দেশ করিতেছেন। এক বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকৃষ্ণই সেই সেই স্থানে অর্থাৎ বদরিকাশ্রম ও শ্রীক্ষেত্রাদিতে নিজ নিজ সেবকবৃন্দের সন্তোষ বিধানার্থ সেই সেই রূপে অর্থাৎ ধর্মনন্দনাদি মূর্তিতে অবস্থান করেন। আদি শব্দে ভূষণ ও লীলাদির উপযোগী পরিকরাদি সহ বিরাজ করিতেছেন। এইরূপে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের মহিমাবিশেষ বর্ণিত হইল। অবতারিত্ব উপাদান হেতু শ্রীগোলোকনাথের সহিত শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের অভেদ অভিপ্রায়েই শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের স্থলে শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োগ হইয়াছে; হইাতে শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বাপেক্ষা অধিক মহিমাবিশেষ সূচিত হইল।

১৬৪। এতচ্চ বৃন্দাবিপিনেঽঘহন্তুর্হৃত্বার্ভ-বৎসাননুভূতমস্তি।
শ্রীব্রহ্মণা দ্বারবতীপুরে চ প্রসাদবর্গেষু ময়া ভ্রমিত্বা।।

মূলানুবাদ

১৬৪। এবিষয় ব্রহ্মা বৃন্দাবনে অঘহন্তা শ্রীকৃষ্ণের বৎস হরণে অনুভব করিয়াছিলেন। আমিও (শ্রীনারদ) দ্বারাবতীপুরে সমস্ত প্রাসাদেই পরিভ্রমণ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বত্র অবলোকন করিয়াছিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

১৬৪। তদেব বিদ্বদনুভবেন প্রমাণয়তি—এতচ্চেতি! একমেব তত্ত্বতো ঽনেকমপীত্যেতৎ শ্রীব্রহ্মণা বৃন্দাবনেঽনুভূতমস্তি। কিং কৃত্বা। অঘহন্তুঃ অঘাসুর-ঘাতিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সখীনর্ভকান্ গোপবালকান্ পাল্যমানান্ বৎসাংশ্চ হৃত্বা চোরয়িত্বা, ইদঞ্চ শ্রীদশমস্কন্ধে ব্যক্তমেব। যথা এক এব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণো গোপ্যাদিমুদে ভক্তবালকবৎসগণরূপোঽভূৎ । বর্ষান্তরে ব্রহ্মণা পুনরাগম্য ক্ষণাৎ সর্বেঽপি বৎসপালাদয়ো ভগবদ্রূপা এব দৃষ্টা ইতি। ন চ মন্তব্যং, একমেব রূপং বিম্বভূতং সত্যং, অন্যানি চ মায়াবিলাসময়ানীতি। যতঃ 'সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক-রসমূর্তয়ঃ। অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্।।' (শ্রীভা ১০।১৩।৫৪) ইত্যেবংরূপেণ তেনৈব সাক্ষাদ্দৃষ্টত্বাৎ তত্র। যথা একত্বং বহুত্বঞ্চ তচ্চ সত্যমেবামায়িকত্বাৎ, তথা অত্রাপি। তদুক্তং তেনৈব স্তুতৌ (শ্রীভা ১০।১৪।১৮) 'অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিতমেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি। তাবন্তোঽপি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা, স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে।।" ইতি। অস্যার্থঃ—অস্য প্রপঞ্চস্য যন্মায়াত্বং মিথ্যাত্বং, তচ্চ স্বপ্ন-মনোরথাদৌ মায়াময়েঽত্র প্রপঞ্চে বর্তমানাদপি তথা বিচিত্রবহুলরূপতয়া তত্র তত্র দৃশ্যমানাদপি ত্বত্তো বিনৈবেতি ন কিং মে মাং প্রতি অদ্য ত্বয়া আদর্শিতং সম্যগ্‌বোধিতমপি তু ত্বাং বিনৈবেত্যাদর্শিতম্। যতঃ স্বয়ং ত্বং যদ্ভবসি, তত্তৎ সর্বং সত্যমেব পরব্রহ্মরূপত্বাদিত্যাহ—একোঽসীতি। প্রথমমেক এবাসীঃ, আসীঃ সামীপ্যে বর্তমানা, ততঃ পশ্চাদ্‌ব্রজসুহৃদঃ গোপবালকা বৎসাশ্চ সমস্তা অপ্যাসি। ততশ্চ তৈঃ কার্যকারণরূপৈরখিলৈঃ সাকং ময়া মৎসহিতৈরূপমিতাশ্চতুর্ভুজাস্তাবন্তঃ বৎসবালপরিমিতা এবাসীঃ। এবং প্রত্যেকং নিখিলব্রহ্মাণ্ড-কার্য-কারণবর্গসেবিতত্বেন তাবন্তি বৎসবালপরিমিতান্যেব জগন্তি ব্রহ্মাণ্ডানি অভূঃ, তত্ততঃ অমিতপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম অদ্বয়মেকমেব শিষ্যতে, পশ্চাৎ

পরব্রহ্মরূপস্তমেক এবাবশিষ্টোঽভূরিত্যর্থঃ। তেষাং সর্বেষামেকত্বেনৈব দর্শনাৎ। যথা তচ্চ সর্বমমিতং প্রত্যেকমপরিচ্ছিন্নং যতো ব্রহ্মরূপম্, অতশ্চাদ্বয়মভিন্নমেব অবশিষ্যতে; সামীপ্যে বর্তমানা। তদেকশেষবৃত্তং মায়াদিকৃত-ভেদাস্পৃষ্টত্বাদিতি। কিঞ্চ, ময়া চ স্বয়ং দ্বারবতীপুরে প্রাসাদবর্গেষু প্রতিমহিষীগৃহেষু ভ্রমিত্বা অনুভূতমস্তি। এতদপি তত্রৈব তৃতীয়াংশেষে স্পষ্টম্। যথা প্রতিমহিষীগৃহে ভ্রমন্নয়ং পৃথক্ পৃথক্ সর্বত্রৈব বহুধা ভগবন্তং দদর্শ। ন চ মন্তব্যম্—তত্র একত্রৈব সত্যতয়াবস্থিতিরন্যত্র চ মায়য়া বৃত্তিরিতি, যতস্তথা সতি তত্রত্যনিজপ্রিয়জনেষু ভগবতঃ পরমোপেক্ষা প্রসজ্যেত, মায়য়া তেষাং বঞ্চনাৎ। তচ্চ পরমদয়ালুসিংহস্য ভক্তবৎসলস্য প্রিয়জনপরবশ্যস্য নৈব সঙ্গচ্ছেতে। তর্হি একত্বমসিদ্ধমিত্যপি ন মন্তব্যং, তত্র তত্র সর্বত্রাপি তস্যৈকস্যৈব দৃশ্যমানত্বাৎ। তথা সর্বৈরপি তস্য একত্বস্যৈবানুভূয়মানত্বাৎ, অন্যথা যাদবাদীনামভেদেন তত্র তত্র ব্যবহারানুপপত্তেঃ। কিঞ্চ, বহুধা প্রতিগৃহতো নিঃসৃতস্য সভায়ামাগচ্ছত একস্যের দৃশ্যমানত্বাৎ। তথা তেনৈব শ্রীনারদেন তদানীমেব ভগবৎকৃপয়া তস্যৈকস্যৈব সকলমহিষীগণেষু বৃত্তের্দৃষ্টত্বাচ্চ। যথোক্তং শ্রীশুকেন তত্রৈব—'তমেব সর্বগেহেষু সন্তমেকং দদর্শহ।' (শ্রীভা ১০।৬৯।৪১) ইতি। তদধ্যায়ারম্ভে চ (শ্রীভা ১০।৬৯।২-৩)—'চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥ ইত্যুৎসুকো দ্বারবতীং দেবর্ষির্দ্রষ্টুমাগমৎ।' ইতি। অত্র চ একেনৈব তেন ষোড়শসহস্রকন্যকানাং পৃথক্ পৃথক্ একেনৈব বপুষা যুগপদুদ্বহনাদেব খলু নারদসৌৎসুক্যম্, অন্যথা চ রূপপ্রকটনেন সর্বাসাং তাসামেকদৈব পৃথক্তয়া বিবাহে সতি ন তস্যৌৎসুক্যং স্যাৎ, স্বস্যাপি তস্য তথান্যেষাং যোগেশ্বরাণাং সৌভরিপ্রভৃতীনামাপি চ তাদৃশ-শক্তিমত্ত্বাদিত্যেষা দিক্। এবং শ্রীদেবকী-বসুদেবোদ্ধবাদীনামপি তত্র তত্র তেনৈব তথা দৃষ্টত্বাত্তেমাপি তাদৃক্ত্বং সিদ্ধম্। অতো যুক্তমেবোক্তম্—'দৃশ্যমানস্য কৃষ্ণস্য পার্ষদানাঃ পদস্য চ। একত্বমপ্যনেকত্বং সত্যত্বঞ্চ সুসঙ্গতম্॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬৪। এক্ষণে বিদ্বদ্ অনুভবরূপ প্রমাণ দ্বারা উক্ত বিষয় সুদৃঢ়রূপে প্রমাণিত করিতেছেন। তত্ত্বতঃ শ্রীভগবান এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, তাহা শ্রীবৃন্দাবন লীলায় শ্রীব্রহ্মা অনুভব করিয়াছেন। অনুভব করিলেন কিরূপে? অঘাসুরহন্তা শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপবালকগণকে ও তাঁহাদের পাল্যমান বৎসগণকে অপহরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের একত্ব ও নানাত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। ইহা দশমস্কন্ধে ব্যক্ত আছে। তৎকালে একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বৎস ও বালকের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বাৎসল্যবতী গোপী সকলের ও গাভীগণের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন।

এই প্রকার তাঁহাদের বালক ও বৎসরূপে সম্বৎসর ব্যাপিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। বর্ষান্তরে ব্রহ্মা পুনরায় আগমন করিয়া সেই সকল গোপবালক ও বৎসগণকে ভগবদ্রূপে দর্শন করিয়াছিলেন। অতএব এই সকল নানা মূর্তি মায়িক নহে, কারণ সকলগুলিই ব্রহ্মা সত্যরূপেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। অতএব একথা বলিতে পার না যে, বিম্বস্বরূপ মূলরূপই সত্য, অন্য রূপগুলি মায়াবিলসিত। যেহেতু, উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতেই লিখিত আছে—সেই সকল মূর্তি সত্য, জ্ঞানানন্দ অনন্ত আনন্দমাত্র এবং এই অনন্তমূর্তি বিজাতীয় ভেদশূন্য ও সর্বদা একরূপ। এজন্য আত্মতত্ত্বাভিজ্ঞ জ্ঞানীগণও ঐ সকল মূর্তির ভূরি মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। অতএব এইসকল নানামূর্তি যেরূপ এক হইয়াও বহু, সেইরূপ অমায়িক ও সত্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যেহেতু, সেই ব্রহ্মা পুনরায় স্তুতি করিতেছেন—হে ভগবন্! এখনই আপনি দেখাইলেন যে, 'একমাত্র আমি ভিন্ন সমস্ত বিশ্বই মায়া।' আপনি প্রথমে এক ছিলেন, পরে সমস্ত গোপবালক ও বৎসরূপ ধারণ করিলেন। অর্থাৎ আপনার সখা ও গোবৎসগণকে স্থানান্তরিত করার পর আপনাকে প্রথমতঃ একাকীই দেখিলাম, তাহার পর আপনাকে অনন্ত গোপবালক ও গোবৎসরূপে দেখিলাম। তাহার পর সকলকেই অখিল ব্রহ্মাণ্ড-কার্য-কারণবর্গ অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত সর্ববস্তু এবং তাহার অধিষ্ঠাতা দেবগণ-কর্তৃক সংস্তুত চতুর্ভুজরূপে দেখিলাম। আরও দেখিলাম, আপনার যতগুলি চতুর্ভুজমূর্তি, ততগুলি ব্রহ্মাণ্ড এবং আমিও নিখিলতত্ত্বের সহিত সেই সকল মূর্তির উপাসনা করিতেছি। তাহার পর আবার দেখিলাম, সেই আপনিই অর্থাৎ সেই অপরিমিত অদ্বয় নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব আপনি এখনই কি আমাকে আপনা ব্যতীত সর্ববস্তুর মায়িকত্ব দেখাইতেছেন না? আরও বলিতেছেন, হে ভগবন্! আপনার অচিন্ত্যশক্তির মহিমা আর কত বলিব? আপনার মায়াশক্তিতে প্রকাশিত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ স্বপ্নদৃষ্টবস্তুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু এই জগতে অভিনিবিষ্ট হইলে জীব স্বরূপের জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়; পরন্তু এই জগৎ আপনাতে অধিষ্ঠিত বলিয়া কেহই ইহাকে অনিত্য অজ্ঞানময় বলিয়া ধারণা করিতে পারে না। আপনার নিত্যতায় জগৎকেও নিত্য বলিয়া মনে হয়। কারণ, আপনিই সমস্ত জগতের আধারস্বরূপ নিত্য স্বপ্রকাশ পরমানন্দবিগ্রহ। হে ভগবন্! অন্যের কথা আর কি বলিব! আজ আপনি কৃপাপূর্বক আমাকেই যে মহামায়া-বৈভব দেখাইতেছেন, তাহাও পরম আশ্চর্যময়। অর্থাৎ আমা-কর্তৃক দৃষ্ট অনন্ত জগৎ ইহা কি তোমা ছাড়া? যখন তোমা ছাড়া নয়, তখন সমস্তই তোমার স্বরূপ; সুতরাং তুমি আমার প্রতি মায়াত্ব দেখাও নাই, প্রত্যুত চিন্ময়ত্বই দেখাইয়াছ। যদি বলেন কিরূপে? শুনুন, প্রথমে আপনি এক ছিলেন, পরে নিজ স্বরূপশক্তিতে